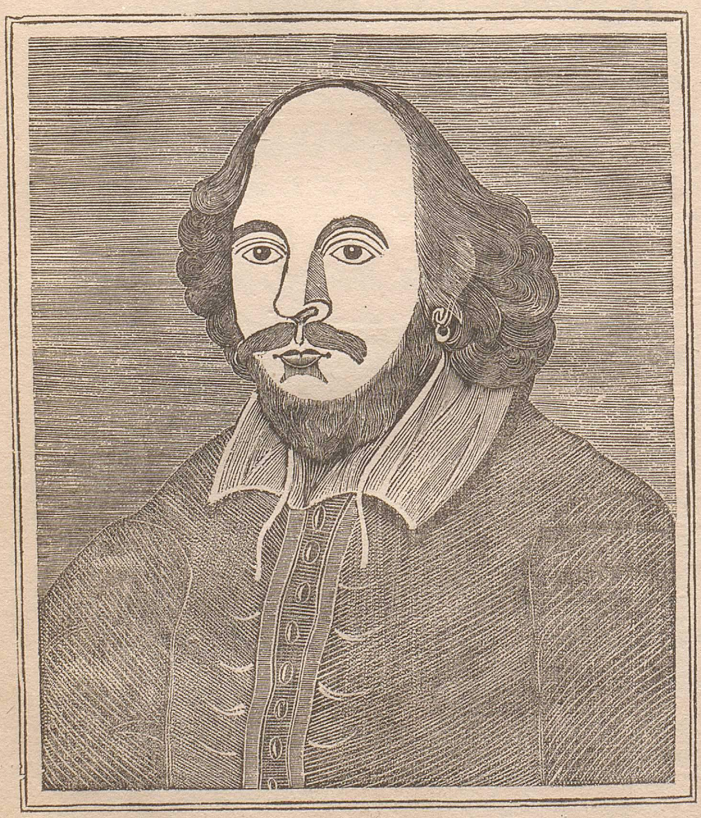


R. C. KORMOKAR, ENGR.

উলিয়ম সেক্‌সপিয়র।

TALES FROM SHAKSPERE

By MR. and MISS LAMB.

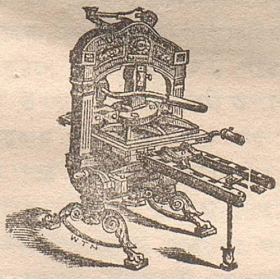
সেক্‌সপিয়র

কৃত গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত

অপূর্ব্বোপাখ্যান।

মেং ল্যাম্ব ও মিশ ল্যাম্ব কর্ত্তৃক রচিত।

শ্রীযুক্ত মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ ও অন্যান্য সুহৃদ্গণ সাহায্যে
সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় সম্পাদক কর্ত্তৃক
বঙ্গ ভাষায় সংকলিত।



কলিকাতা।

সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় যন্ত্রালয়।

সন ১২৫৯ সাল।

গ্রন্থানুক্রমণিকা।

মহাকবি সেকসপিয়র কর্ত্তৃক ইংরাজী ভাষায় ছন্দোবন্ধে নিবন্ধ প্রসিদ্ধ নাটক বিবিধ অদ্ভুত রস ভাবে পরিপূর্ণ এতৎ প্রযুক্ত ইংরাজী বিদ্যা বিশারদ ব্যক্তিমাত্রে মুক্তকণ্ঠে তাহার প্রশংসা করিয়া থাকেন। উক্ত মহাকাব্যের প্রতিপাদ্য কেবল উপন্যাস সকল পরিজ্ঞাত হইলেও চিত্ত মধ্যে পরম সন্তোষ এবং চিন্তা শক্তির উদয়ে ধর্ম্মজ্ঞান, সদ্ভ্রমকর কর্ম্মে উৎসাহ, বিনয়ৌদার্য্য ধৈর্য্য ইত্যাদি সদ্গুণে প্রবৃত্তি এবং স্বার্থ পরতা ও গর্হিত বিষয়ানুধ্যানে বিরতির অনির্ব্বচনীয় ফল প্রত্যক্ষানুভূতপ্রায় হয়। ফলতঃ উক্ত গ্রন্থের নানা স্থলে প্রসঙ্গতঃ ঐ সমস্ত বিষয়ের বর্ণন আছে। এই নিমিত্ত জর্ম্মান দেশীয় কোন বিজ্ঞ পণ্ডিত কহিয়াছিলেন ইংলণ্ডের কি সৌভাগ্য, মহাকবি সেক্সপিয়র বহুকাল গত হইল পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়াছেন তথাপি তদীয় গ্রন্থ প্রাজ্ঞ শিক্ষক তুল্য অদ্যাবধি নানা প্রকারে সদুপদেশ ও বিবিধ বিষয়ে বিজ্ঞান প্রদান করিতেছে।

পূর্ব্বে ঐ পুস্তকের রচনার কাঠিন্য হেতু ইংরাজী ভাষায় অনধিক জ্ঞান সম্পন্ন জনগণ তাহা পাঠ করিয়া তদীয় অনির্বচনীয় রস ভাব অনুভব করণে বঞ্চিত হইতেন, পরে মেং ল্যাম্ব ও মিশ ল্যাম্ব উক্ত গ্রন্থের উৎকৃষ্টতর বিংশতিটী উপাখ্যান ইংরাজী সহজ ভাষায় গদ্যে অনুবাদ পূর্ব্বক সংকলন করাতে ইংরাজী ভাষায় সাধারণ জ্ঞানবান সর্ব্ব সাধারণে সেক্সপিয়রের রস ভাব পরিগ্রহে সক্ষম হওয়াতে তাঁহাদের ক্ষোভ নিবারণ হইয়াছে।

মেং ল্যাম্ব এবং মিশ ল্যাম্ব প্রথমতঃ নবীন বয়স্ক অপ্রবীণ পুরুষদিগের চিত্ত প্রমোদ নিমিত্তই সেক্সপিয়রের সর্ব্বোৎকৃষ্ট গল্প ইংরাজী সহজ ভাষায় সংকলন করেন কিন্তু সেই সমস্ত উপন্যাস আশ্চর্য্য মাধুর্য্য এবং বিবিধ সদুপদেশ সম্পন্নতা প্রভাবে কালক্রমে আবাল বৃদ্ধ সকলেরই মনোরঞ্জক হইয়াছে। গ্রন্থ-

কর্ত্তার সৌভাগ্য বশতঃ গ্রন্থের অভিধেয় বিষয় অল্পবয়স্ক দিগের নিমিত্ত সংগৃহীত হইয়া পরে যদিস্যাৎ সমধিক বয়স্ক দিগেরও প্রমোদপ্রদ হয় তাহাতে সমধিক আদর ও আস্থা হইয়া থাকে, যথা আরেবিয়ান নাইট্ ইত্যাদি পুস্তক সর্ব্ব সাধারণের মহা সন্তোষকর হইয়াছে।

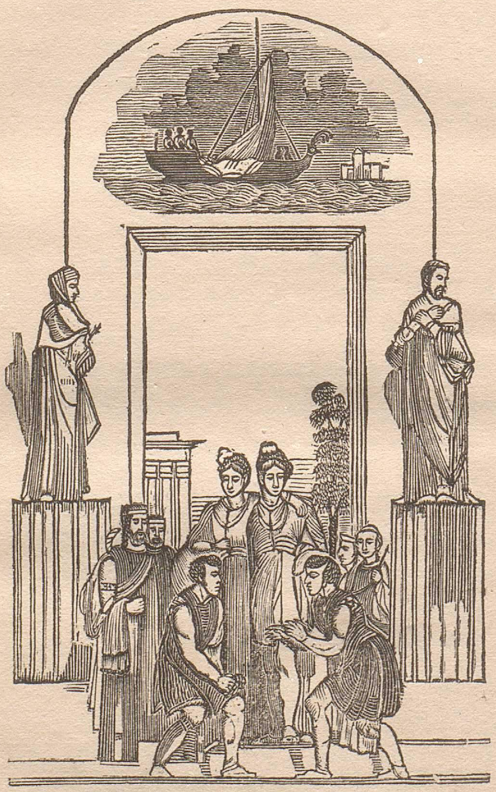
সেকসপিয়রের লিখিত বিষয় এতদ্দেশীয় ভাষায় প্রকাশ পায় এবং তদ্দ্বারা উক্ত মহাকাব্যের উত্তমোত্তম উপাখ্যান সকলের ভাব অত্রত্য সহৃদয় রসজ্ঞ মানব নিকরের জ্ঞান গোচর হয় এদেশের মধ্যে ইংরাজী বিদ্যার প্রবলতর চর্চ্চার প্রারম্ভাবধি অনেকে এবম্প্রকার মানস করিতেন কিন্তু মূলগ্রন্থের রচনা অতিশয় দুরূহ বিশেষতঃ ছন্দোবন্ধে নিবদ্ধ একারণ মূলের অনুবাদ পূর্ব্বক দেশীয় ভাষায় তাবৎ মর্ম্ম প্রকাশ করণ কঠিন কর্ম্ম, অনুমান হয়, এতন্নিমিত্তই এত কাল কেহ এ বিষয়ে হস্তার্পণ করেন নাই, কিন্তু এই অনুপম কাব্যের কেবল উপাখ্যান সকল বিদিত হইলেও গ্রন্থের অপূর্ব্ব রস ভাবের বিলক্ষণ আভাস প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে, এবং মেং ল্যাম্ব ও মিশ ল্যাম্ব যে বিংশতিটী উপাখ্যান সারোদ্ধার স্বরূপে নির্বাচন পুরঃসর সংকলন করিয়াছেন সে সকল অনুবাদ করা অসাধ্য নহে, অতএব উক্ত মহাকাব্যের অভিধেয় এতদ্দেশীয় ভাষায় প্রকাশ নিমিত্ত মেং ল্যাম্ব ও মিশ ল্যাম্বের সংগৃহীত পুস্তক সমুদায় অনুবাদ পূর্ব্বক উপন্যাসের বর্ণনীয় ব্যক্তি বিশেষের প্রতিমূর্ত্তি সহিত মুদ্রাঙ্কিত করা গেল। ইংরাজী পুস্তকের অবিকল অনুবাদে অবিকল রসভাব প্রকাশ হয় না এতন্নিমিত্ত যদিও স্থানেং যৎকিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছে তথাপি অনুপূর্ব্বিক সমস্ত মর্ম্ম সংকলনে ত্রুটি মাত্র হয় নাই। এক্ষণে পাঠক মণ্ডলী যদিস্যাৎ এই পুস্তক পাঠে সেক্সপিয়রের অপূর্ব্ব উপন্যাস ও রস ভাব অনুভব পুরঃসর প্রসঙ্গতঃ সদুপদেশ লাভ বোধে সন্তোষ প্রকাশ করেন তাহা হইলেই অনুবাদকদিগের প্রযত্ন সাফল্য এবং চরিতার্থতা লভ্য হইবে।

☞ এই পুস্তকের স্বত্বাধিকারী পূর্ণচন্দ্রোদয় যন্ত্রাধ্যক্ষ, তাঁহার অনুমতি ব্যতিরেকে কেহ মুদ্রাঙ্কন অথবা বিক্রয় করিলে ১৮৪৭ সালের ২০ আক্ট অনুসারে দণ্ডার্হ হইবেন ইতি।

নির্ঘণ্ট।

পৃষ্ঠাঙ্ক।

১ কৌতুকাবহ ভ্রম - - - - - - - - - - - - - ১
২ ঝটিকা - - - - - - - - - - - - - - - ২৯
৩ ওথেলোর উপাখ্যান - - - - - - - - - - - ৫১
৪ শীত কালের উপন্যাস - - - - - - - - - - ৭৫
৫ অলীক কর্ম্মে আড়ম্বর - - - - - - - - - ৯৭
৬ কর্কশার ধীরতা - - - - - - - - - - - ১২৩
৭ দেন্মার্কীয় যুবরাজ হামলেত্ - - - - - - - - ১৪৫
৮ শেষ সুখ পরম সুখ - - - - - - - - - - ১৭৩
৯ লিয়র নৃপতির উপাখ্যান - - - - - - - - ১৯৭
১০ বেনিস্ নগরীয় বণিক্ - - - - - - - - - ২২৩
১১ বেরোনা নগরের দুই সম্ভ্রান্ত - - - - - - - ২৪৯
১২ যেমন কর্ম্ম তেমন ফল - - - - - - - - - ২৭৫
১৩ যাদৃশী বাসনা তাদৃশী ঘটনা - - - - - - - ৩০৩
১৪ টাইমনের উপাখ্যান - - - - - - - - - ৩২৭
১৫ নিদাঘ নিশীথের স্বপ্ন - - - - - - - - ৩৪৯
১৬ পেরিক্লিসের উপাখ্যান - - - - - - - - ৩৭১
১৭ রোমিও জুলিএতের উপাখ্যান - - - - - - ৪০১
১৮ সিম্বেলিন্ রাজার উপাখ্যান - - - - - - - ৪৩১
১৯ ম্যাক্‌বেথের উপাখ্যান - - - - - - - - ৪৫৫
২০ যাদৃক্ অভিরুচি - - - - - - - - - - ৪৭৫



R. D. SORNOKAR, ENGR.

কৌতুকাবহ ভ্রম।

সেক্‌সপিয়র।

কৌতুকাবহ ভ্রম।

এফিসস্‌ ও সিরাকুজ নামক দুই বিখ্যাত রাজ্যের অধিপতি-দিগের কোন কারণে পরস্পর সাতিশয় অপ্রণয় হইলে, এফিস-সাধিপ স্বীয় সাম্রাজ্য মধ্যে একটা নিদারুণ নিয়ম নিবদ্ধ করি-লেন, যদি সিরাকুজীয় কোন ব্যক্তি এফিসসে আগমন করে এবং কাহার দৃষ্টিগোচর হয় তবে সহস্র সুবর্ণ তদভাবে বধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবেক।

কিয়ৎকালানন্তর সিরাকুজ নিবাসী ইজিয়ন্‌ নামা এক জন বৃদ্ধ বণিক্‌ দৈব দুর্ঘটনায় ব্যাকুলতাপ্রযুক্ত এফিসস্‌ রাজ-ধানীর রাজবর্ত্মে ভ্রমণ করিতে২ হঠাৎ তত্রত্য রাজপুরুষগণের নয়ন পথে পতিত হইলেন, সুতরাং ধৃত হইয়া নিরূপিত অর্থ দণ্ড, তদসামর্থ্যে বধ দণ্ড বিধান নিমিত্ত নৃপ নিকেতনে নীত হইলেন।

ইজিয়নের নিকট রজত কাঞ্চনাদি ধন ছিল না, সুতরাং এফিসসাধিরাজ সমীপে সুবর্ণ দণ্ড প্রদানে অসমর্থ হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রাণ দণ্ডের আদেশ হইল। কিন্তু নৃপতি যদিও নৃপ নীত্যনুসারে ব্যবস্থা পরবশ হইয়া বিদেশীয় বর্ষিষ্ঠ বণিকের প্রাণ বধের বিধি দিলেন, তথাপি স্বীয় সমীক্ষ্য-কারিতা গুণে নুদিত হইয়া মনে২ বিবেচনা করিলেন সিরাকুজ-বাসী সর্ব্ব সাধারণের বিদিত আছে তদ্দেশীয় নির্ধন জন এখানে পদার্পণ করিলে তাহাকে সদ্যঃ শমন সদনাতিথ্য স্বীকার করিতে হয়, তথাচ কি সাহসে এই ব্যক্তি আগমন করিল,

অতএব ইহার বৃত্তান্ত জানিতে হইল। রাজা এবম্প্রকার কুতূহলাক্রান্ত হইয়া সেই স্থবিরকে আত্ম বিবরণ আনুপূর্ব্বিক ব্যক্ত করিতে অনুরোধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ওহে বর্ষীয়ন্, তুমি সিরাকুজবাসী হইয়া অর্থ সম্বল বিনা কি সাহসে এফিসসে প্রবাসী হইতে উদ্যম করিয়াছিলে?

ইজিয়ন্ এফিসস্‌রাজের এবম্বিধ বিনয়গর্ভ বচন শ্রবণে নত শিরা হইয়া সম্মান প্রদর্শন পুরঃসর নিবেদন করিলেন, মহারাজ, আমি শোকসন্তাপে নিতান্ত তাপিত চিত্ত, ক্ষণকালের নিমিত্তও জীবন ধারণে অভিলাষুক নহি, সুতরাং মরণে নির্ভয়। আমার প্রতি আত্ম বিবরণ ব্যক্ত করণের আদেশ হইল, কিন্তু তাহার বর্ণন করিতে বক্ষোবিদীর্ণ হইবে, তথাপি অনুমতি পালন নিমিত্ত সংক্ষেপে কহি শ্রবণে অবধান হউক।

হে নরনাথ, আমার জন্মভূমি সিরাকুজ নগর, এবং জীবিকা বাণিজ্য বৃত্তি। আমি পরিণয়ের যোগ্য সময়ে দার পরিগ্রহ করিয়া প্রিয়তমা সহ পরমসুখে কালক্ষেপ করিতে লাগিলাম, এবং কালক্রমে জগদীশ্বরের কৃপায় আমার সহধর্ম্মিণী গর্ভিণী হইলেন। ইতিমধ্যে বিশেষ প্রয়োজন বশতঃ আমাকে এপিদামনিয়ম নগরে গমন করিতে হইল, এবং কার্য্যের গতিতে তথায় ছয় মাস অবস্থিতি করিলাম কিন্তু তন্মধ্যেও কর্ম্মের শেষ হইল না, অতএব প্রেয়সীকে স্বনিকটে আনয়ন নিমিত্ত কিঙ্কর প্রেরণ করিলাম। পত্নী আমার প্রবাসের আবাসে আসিয়া কিয়দ্দিন পরে দুইটী আশ্চর্য্য যমজ পুত্র প্রসব করিলেন। আমার তনয় দ্বয়ের আকৃতি এবং সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরস্পর ঈদৃশ সদৃশ হইল যে কোন ক্রমে প্রভেদ করা যাইত না। যে দিবস আমার পুত্র দ্বয় ভূমিষ্ঠ হইল, সেই দিন প্রতিবেশিনী এক সুদীনা রমণী তদ্রূপ দুইটী যমক বালক প্রসব করিল, তাহাদেরও আকার অবয়ব আমার সন্তানদিগের অনুরূপ পরস্পর একরূপ ছিল। সে যাহা হউক, ঐ প্রসূতি ও তৎপতি নিতান্ত নিরন্ন প্রযুক্ত আমি তাহাদের নিকট সেই দুইটী শিশু ক্রয় করিয়া লইয়া আত্ম

আত্মজদ্বয়ের দাসত্বে নিযুক্ত করিবার অভিপ্রায়ে নিজ বালক সহ তাহাদের প্রতিপালন করিতে লাগিলাম।

আমার বনিতা শশিকলার তুল্য বালকদ্বয়ের দিন২ রূপ লাবণ্য বৃদ্ধি দেখিয়া মনে২ মহা আস্পর্দ্ধা ও অভিমান করিতেন, এবং স্বদেশে গিয়া আত্মীয় স্বজনকে সন্তান দেখাইবার নিমিত্ত সাতিশয় সমুৎসুকা হইলেন, অতএব দেশে পুনর্যাত্রা নিমিত্ত অহর্নিশ অশেষ বিশেষে আমাকে মন্ত্রণা দিতে লাগিলেন। যদিও আমার কর্ম্মাবশেষ হয় নাই তথাপি গৃহিণীর আগ্রহে ত্বরায় সকল কার্য্য সমাধা করিয়া ভবনে প্রত্যাগমনের আয়োজন করিলাম, এবং অবিলম্বে পুত্র কলত্র বাল ভৃত্য সমভিব্যাহারে পোতারূঢ় হইলাম। কিন্তু তখন সেখান হইতে আসিতে আমার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল না এবং অতি কুক্ষণে যাত্রা হইয়াছিল, অতএব সাগরের উপর তরণী মধ্যেই তাহার বৈগুণ্যের ফল ফলিল। আমরা তরিযোগে এপিদামনিয়ম নগর হইতে সার্দ্ধক্রোশ পথ না যাইতে যাইতে হঠাৎ একটা ঝটিকা উঠিয়া এমত বেগে বহমানা হইল যে নাবিকেরা নৌকা রক্ষণে নিরুপায় হইয়া পড়িল এবং আমাদের কএকটীকে প্রচণ্ড পবন বেগে বিনাশোন্মুখ পোতমধ্যে রাখিয়া অবিলম্বে স্ব২ প্রাণ পরিরক্ষণ কারণ একখান ক্ষুদ্র তরিতে আরোহণ পূর্ব্বক পলায়ন করিল।

আমার মহিলা জলধির উপর এই বিপদে পড়িয়া অনবরত রোদন ও বিলাপ করিতে লাগিলেন, সুকুমার কুমারেরা যদিও তাহাঁর ক্রন্দনের কারণ বুঝিতে পারিল না তথাপি প্রসূতির রোদন দর্শনে অতিশয় ব্যাকুল হইয়া চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। এই সকল দেখিয়া বিষাদে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল, আত্ম প্রাণ যাহাহউক কি রূপে অবলা ও অবুঝ বালকগণের রক্ষা করি এই ভাবনায় ব্যস্ত হইলাম, কিন্তু অনেক চিন্তা করিয়া পরিত্রাণের কোন উপায় দেখিতে পাইলাম না ইহাতে অন্তঃকরণ একেবারে ভগ্ন হইয়া পড়িল। আমি ভগ্নমনা হইয়া বসিয়া আছি ইত্যবসরে

তরণির অভ্যন্তরে নেত্রপাত হওয়াতে দেখিতে পাইলাম কতক গুলা অতিরিক্ত মাস্তর এক কোণে রাশীকৃত রহিয়াছে। মাস্তর দর্শনে আমার যৎকিঞ্চিৎ আশ্বাস জন্মিল, তৎক্ষণাৎ একটা উঠাইয়া লইয়া তাহার একাগ্রে কনিষ্ঠ বালককে ও অপরাগ্রে তদীয় শিশু দাসকে রজ্জু দ্বারা দৃঢ়রূপে বন্ধন করিলাম, এবং জ্যেষ্ঠ তনয় ও তাহার ভৃত্যকে তদ্রূপ অন্য একটা মাস্তরের দুই প্রান্তে বন্ধন করিতে বনিতাকে কহিলাম। নাবিকেরা প্রচণ্ড পবন বেগে পোত নিপতিত হইলে যখন অন্য উপায় বিহীন হয় তখন কোন ক্রমে আপনাদের প্রাণ রক্ষা নিমিত্ত অতিরিক্ত মাস্তর সংগ্রহ করিয়া রাখে, অতএব আমি সেই মাস্তর যোগে পরিবার রক্ষা স্থির করিয়া কনিষ্ঠ বালকদ্বয়ের রক্ষার ভার স্বয়ং গ্রহণ এবং জ্যেষ্ঠ বালক দুটীর ভার পত্নীর প্রতি অর্পণ পূর্ব্বক স্ত্রী পুরুষ দুই জনে আপনাদিগকে সেই দুই মাস্তরের মধ্য স্থানে পৃথক্ পৃথক্ বন্ধন করিলাম। ভাগ্য বলে এই সুযুক্তি উপস্থিত না হইলে সকলেই সমুদ্রের সলিলে নিমগ্ন হইয়া জলসাৎ হইতাম, কেননা তাহার অব্যবহিত পর ক্ষণে আমাদের তরণি মহা সমীরণে ঘূর্ণায়মান হইয়া একটা শৈলোপরি বেগে পতিত হইল, এবং তৎক্ষণাৎ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল। আমরা দম্পতী দুই মাস্তরোপলক্ষে নীরের উপরে ভাসিতে লাগিলাম, কিন্তু আমি কনিষ্ঠ বালকদ্বয়ের রক্ষার নিমিত্ত ব্যস্ত সমস্ত হওয়াতে ভার্য্যার কোন সাহায্য করিতে পারিলাম না। তিনি আপন মাস্তরে জ্যেষ্ঠ বালক দুটীর সহিত ভাসিতে ভাসিতে এক দিকে চলিয়া গেলেন। আমি কিয়ৎ ক্ষণ পরে দূর দৃষ্টি করিয়া দেখিলাম একখান ধীবরের নৌকা দৈবাৎ আসিয়া উপস্থিত হওয়াতে তত্রস্থ নাবিকেরা ঐ দুর্ঘটনা দর্শনে দয়াবান্ হইয়া আমার কলত্র, জ্যেষ্ঠ পুত্র ও সেই শিশু ভৃত্যটীকে আপনাদের তরিতে তুলিয়া লইয়াছে। অনুমান করি সেই জালজীবিরা করিন্থ নগর নিবাসী হইবেক। তোয়নিধির তুঙ্গ তরঙ্গোপরি ভাসমান বনিতা ও দুইটী শিশুর ঐ রূপে রক্ষা

দেখিয়া আমার মনে অনেক সান্ত্বনা হইল, এবং আপনি পূর্ব্বাপেক্ষা বহু গুণ বল প্রকাশ পুরঃসর সাগরের ঊর্ম্মির উপর যুজিতে লাগিলাম, ইত্যবসরে আমাদের নিকটেও একখান তরণী আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং তাহার কর্ণধার কৃপা-করিয়া আমাদিগকে তুলিয়া লইল। আমরা যে নৌকায় আশ্রয় পাইলাম তত্রস্থ নাবিকদের সহিত আমার পরিচয় হওয়াতে তাহারা যথেষ্ট সমাদর করিল, এবং আমার দুর্ঘটনায় খিদ্যমান হইয়া সেই তরিযোগেই আমাদিগকে সিরাকুজ নগরে রাখিয়া গেল। কিন্তু প্রিয়তমা ও জ্যেষ্ঠ তনয় এবং তদীয় শিশু দাস ধীবরদের তরণীতে আশ্রয় পাইয়া পরে কি দশা গ্রস্ত হইল তাহার আর কোন বার্ত্তা প্রাপ্ত হইলাম না, এবং তদবধি আমার মনঃ শল্যবিদ্ধ প্রায় হইয়া রহিল।

আমি কনিষ্ঠ তনয় ও তদীয় বালক ভৃত্যটীকে প্রতিপালন করত কালযাপন করিতে লাগিলাম। তাহারা দুইটী ক্রমেং শৈশব অতিক্রমণ করিয়া যুবা হইল। কনীয়ান্ সন্তান নিরন্তর আমাকে খিদ্যমান দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিত কি নিমিত্ত সন্তাপ করি, এবং তাহার প্রসূতিকে মনে পড়িত, অতএব সে আমার প্রমুখাৎ অগ্রজ সোদর ও জননীর অনুদ্দেশ বিবরণ শ্রবণ করিয়া তাহাদের উদ্দেশ নিমিত্ত সাতিশয় উৎসুক হইল, এবং বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া অবধি বারম্বার অভ্যর্থনা পূর্ব্বক তদর্থ দেশ বিদেশ পর্য্যটনের অনুমতি প্রার্থনা করিতে লাগিল। আমি প্রথমং তাহার বাক্যে মনোযোগ করিলাম না, এবং তাহাকে বিদেশ যাত্রা করিতে দিতে ইচ্ছাও ছিল না। যদিও জ্যেষ্ঠ পুত্র ও পত্নীর উদ্দেশ নিমিত্ত অতিশয় সমুৎসুক ছিলাম তথাচ অনুপস্থিত আশায় কি জানি যদি উপস্থিত ধনে বঞ্চিত হই এই ভয়ে যবিষ্ঠ আত্মজের যাচ্ঞায় কোন ক্রমেই সম্মত হইলাম না। কিন্তু কনীয়ান্ সন্তানের অন্তঃকরণে মাতৃ ভ্রাতৃ স্নেহ কেমন প্রবল ভাবে উদ্রিক্ত হইয়াছিল সে আমার নিবারণ বচনে ক্ষান্ত না হইয়া জননী ও অগ্রজের অনুসন্ধান নিমিত্ত মহা ব্যাকুল হইল, এবং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক ব্যগ্রতা সহকারে

সতত আমার আদেশ চাহিতে লাগিল, আমি তাহাকে শান্ত্বনা করিতে না পারিয়া অগত্যা পরিশেষে সম্মত হইলাম। কনিষ্ঠ তনয় আমার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় দাস সমভিব্যাহারে সোদর ও গর্ব্ভধারিণীর উদ্দেশ করিতে যাত্রা করিল। তাহার ভৃত্যও তদ্রূপ ব্যগ্র ছিল কেননা সেও আপন ভ্রাতার অনুসন্ধান নিমিত্ত মনে সাতিশয় উৎসুক হইয়াছিল। হে মহারাজ, অদ্য সপ্তম বৎসর পূর্ণ হইল আমি সেই শিশু সন্তানটীতেও বিরহিত হইয়া আছি, এতাবৎ কাল মধ্যে তাহার বার্ত্তাও প্রাপ্ত হই নাই। তাহার অন্বেষণ নিমিত্ত স্বদেশ ত্যাগ করিয়া পাঁচ বৎসর অহোরাত্র গ্রীশ, আসিয়া প্রভৃতি নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া আসিলাম কুত্রাপি অনুসন্ধান পাইলাম না, এক্ষণে ক্ষুণ্ণমনে সদনে প্রত্যাগমন করিতেছিলাম, কিন্তু কোন জনপদে আপনার পদ সঞ্চার পূর্ব্বক পুত্রের তত্ত্বকরণে ত্রুটি না হয় একারণ যাইতেং প্রত্যাবৃত্ত হইয়া অদ্য আপনকার এই এফিসস্ নগরী মধ্যে আসিয়াছিলাম, বোধ হয় কৃতান্ত এত দিনের পর এদীনের মর্ম্মান্তিক দুঃখের অন্ত করিবেন, অতএব রাজ পুরুষগণ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া আনীত হইয়াছি, এবং এই দণ্ডাজ্ঞা হইল। পরন্তু হে নরনাথ, যদিস্যাৎ আমি কলত্র পুত্রের জীবন সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিতে পরিতাম তবে আমার সুখের মরণ হইত, কিন্তু কি করি নিদারুণ বিধি বোধ হয় সে সুখও আমার কপালে লেখে নাই।

ইজিয়ন্ এইরূপে আত্ম দুঃখের বৃত্তান্ত বর্ণন করিলে এফিসসাধিপতি করুণার্দ্র চিত্ত হইয়া মনোমধ্যে বিবেচনা করিলেন এই দুর্ভাগ্য জন পরিজনের প্রতি স্বাভাবিক স্নেহ বশতঃ এই ঘোর বিপাকে পতিত হইয়াছে, অতএব ইহাকে সদ্যঃ সংহার করা কর্ত্তব্য নহে, পরে বধ্য বণিক্‌কে কহিলেন ওহে স্থবির আমি শপথ পূর্ব্বক রাজ্যের নিয়ম পালন করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহার অন্যথা করিতে পারিব না, নচেৎ তোমার দুঃখে সদয় হইয়া ক্ষমা করিতাম, তথাপি তোমার প্রতি এই অনুকম্পা করিলাম রাজ্যের নিয়মানুসারে এইক্ষণেই

তোমাকে বধ্যভূমিতে প্রেরণ না করিয়া অদ্যকার সমুদায় দিবস কারাগৃহে থাকিতে অবকাশ দিলাম, তুমি ইতিমধ্যে ঋণ অথবা যাচিতকাদি দ্বারা দণ্ডের অর্থ সংগ্রহ করিতে যত্ন কর।

এফিসসাধিরাজ যদিও ইজিয়নের বিষাদাবহ বৃত্তান্ত আকর্ণনে দয়াবান্ হইয়া তাহার সদ্যঃ সংহার স্থগিত করিলেন তথাপি বর্ষীয়ান্ বণিকের জীবন রক্ষার সম্ভাবনা মাত্র রহিল না যেহেতু সেই বিদেশে তিনি নব প্রবাসী ও নিতান্ত অপরিচিত, কে তাঁহাকে সহস্র সুবর্ণ ঋণ অথবা যাচিতক দিবে। অতএব বৃদ্ধ বণিক্ ভূপতির কৃপার ফল অসম্ভব বোধে নিরাশ হইলেন, পরে প্রহরি পরিবৃত হইয়া কারাগারে প্রবেশ করিলেন।

ইজিয়ন্ মনে করিয়াছিলেন ঐ নগরে তাঁহার বন্ধুবান্ধব কেহ নাই, কিন্তু তিনি যে আত্মজের জন্য স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া ভূরি২ ক্লেশ ভোগের পর এই বিপদে পতিত হইয়াছিলেন সেই সন্তান ও তাহার অগ্রজ উভয়েই পরস্পর অপরিচয়ে সেখানে অবস্থিতি করিতেছিল।

বণিক্ নন্দনদের উভয়ের আকৃতি ও মুখভঙ্গি পরস্পর সদৃশ ছিল, দুই জনের মধ্যে প্রভেদ প্রায় করা যাইতে পারিত না, এই নিমিত্ত উভয়েই আন্তিফোলসাভিধেয় হয়। অপর তাহাদের দুইটী যমজ দাসও পরস্পর অবয়বে বৈলক্ষণ্য শূন্য হওয়াতে দুই জনেই দ্রুমিও অভিধান প্রাপ্ত হয়। কনিষ্ঠ আন্তিফোলসের অনুসন্ধান নিমিত্ত ইজিয়ন্ যে দিন এফিসসে আগমন করিলেন, সেই দিন ঐ কুমার আপন কিঙ্কর কনীয়ান্ দ্রুমিও সমভিব্যাহারে তন্নগরে পদার্পণ করে, কিন্তু ভাগ্যক্রমে জনেক মিত্র সহ সাক্ষাৎকার হওয়াতে তাহাকে জনকের ন্যায় দুর্গতি ভোগ করিতে হইল না। তাহার সেই বন্ধু তাহাকে দেখিবা মাত্র কহিল হে বন্ধো, তুমি সিরাকুজ দেশীয়, একারণ এই এফিসস্ নগরে তোমার পদার্পণে অপ্রতিসমাধেয় বিপদ ঘটিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, তাহার প্রমাণ এই, অদ্য তোমার স্বদেশস্থ এক জন বৃদ্ধ বণিক্ এখানে আসিয়া রাজ

পুরুষগণ কর্তৃক রাজ সাক্ষাৎকারে নীত হইয়াছিল, অবগতি হইল তাহার প্রাণ সংহারাদেশ হইয়াছে, অতএব সখে তুমি সিরাকুজবাসি বলিয়া আত্ম পরিচয় দিও না, অত্রত্য সকলের সমীপে কহিও এপিদামনিয়ম নগর হইতে আসিয়াছি। আন্তিফোল্‌স অকৃত্রিম মিত্রের এই কথা আকর্ণন করিয়া সাতিশয় ভয়াকুল হইল এবং সখার পরামর্শানুবর্ত্তী হইতে স্বীকার করিল, কিন্তু স্বদেশীয় এক ব্যক্তি প্রাণ সঙ্কটে পতিত হইয়াছে শুনিয়া মনঃপীড়ায় অতি মাত্র কাতর হইতে লাগিল। পরন্তু সেই জন যে তাহারই জনক ইহা স্বপ্নেও অনুভব করে নাই।

জ্যেষ্ঠ আন্তিফোলস্ দৈবযোগে এফিসস্ নগরবাসী হইয়া বিংশতি বৎসর যাবৎ তথায় অবস্থিতি করাতে বিবিধ প্রকারে বিপুলবিত্ত উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, ইহাতে তিনি যদিস্যাৎ জানিতে পারিতেন ইজিয়ন্ তাঁহার জন্মদ পিতা, বিপদে পতিত হইয়াছেন তাহা হইলে তিনিই পিতার পরিত্রাণ নিমিত্ত দণ্ডের অর্থ প্রদান করিতেন, কিন্তু তিনি জনকের বিষয় কিঞ্চিন্মাত্র অবগত ছিলেন না। যৎকালে ধীবরেরা মাতৃ সহ তাঁহাকে জলনিধি হইতে উদ্ধার করে তখন তিনি নিতান্ত শিশু ছিলেন, সুতরাং জনক জননীর বিবরণ বিস্মরণ হইয়াছিলেন, কেবল জালজীবিদের দ্বারা প্রাণ দানের ব্যাপার অত্যল্প মনে পড়িত। ধীবরেরা দুইটী বালক সহ আন্তিফোলসের মাতাকে সাগর হইতে উদ্ধার করিয়াছিল বটে, কিন্তু অভাগিনী জননীকে শোক সলিলে নিমগ্ন করত সাগর তীরে রাখিয়া বিক্রয় দ্বারা ধন লাভ করিবার নিমিত্ত শিশু দুটীকে আপনাদের সমভিব্যাহারে লইয়া গিয়াছিল।

তদনন্তর আন্তিফোলস্ ও তদীয় ভৃত্য মহাবীর মেনাফন্ রাজার নিকট বিক্রীত হইল। মেনাফন্ রাজা এফিসস্ দেশীয় নরপতির মাতুল, সময়ক্রমে কোন প্রয়োজনবশতঃ যখন ভাগিনেয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে এফিসসে আসিয়া কিয়ৎকাল অবস্থিতি করেন তখন ঐ দুইটী বালক তাঁহার সঙ্গে ছিল।

জ্যেষ্ঠ আন্তিফোলস্ প্রভু সমভিব্যাহারে এফিসস্ নগরে

বাস করিতে করিতে তদ্দেশীয় রাজার নিকট পরিচিত হইলেন। তাঁহার বয়োবৃদ্ধি ক্রমে সদ্ব্যবহার ও শৌর্য্যাদি গুণ নিকর প্রকাশমান হওয়াতে এফিসসাধিপতি তৎপ্রতি উত্তরোত্তর প্রীত হইতে লাগিলেন, এবং কিয়ৎকাল গতে আপনার অনীকিনী মধ্যে নিযুক্ত করিয়া সেনানী পদে স্থাপিত করিলেন। অগ্রজ আন্তিফোলস্ সৈন্যাধ্যক্ষ হইলে এফিসস্ রাজ্যের বিরুদ্ধে একটা ঘোরতর সমর উপস্থিত হইল, তাহাতে যদিও রাজা স্বয়ং রণ সজ্জা করিয়া বহির্গত হইয়াছিলেন তথাপি বিপক্ষ পক্ষের ষড়্যন্ত্রে যুদ্ধ জয় সুকঠিন, বিশেষতঃ রাজার সমরশায়ী হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা হয় কিন্তু তিনি স্বীয় শৌর্য্য বীর্য্য প্রকটন পুরঃসর অরাতিদিগকে নিরাকৃত করিয়া নরনাথের প্রাণ রক্ষা করেন। এফিসসাধিপতি নবীন সেনানীর এই কার্য্যে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া পুরস্কার স্বরূপে স্বীয় রাজধানীস্থ এদ্রিয়ানা নাম্নী অতি ধনাঢ্যা পরম রূপবতী এক কন্যার সহিত তাঁহার পরিণয় করিয়া দিলেন, তাহাতে জ্যেষ্ঠ আন্তিফোলস্ স্বীয় দাস দ্রুমিও সহ ঐ রমণীর ভবনে তদবধি বাস করিতেছিলেন। তাঁহার তাদৃশাবস্থায় তাঁহার পিতা ইজিয়ন্ শোকার্ত্ত হইয়া তাহাদের অন্বেষণ করিতে২ এফিসসে আসিয়া ঐ বিপদে পড়েন।

কনিষ্ঠ আন্তিফোলস্ এফিসসে গিয়া অকৃত্রিম মিত্রের পরামর্শে বাসস্থল গোপন করত অন্য দেশে নিবাসের পরিচয় দিয়া নগরীর মধ্যে এক স্থানে আপনার আবাস নির্দ্ধারিত করিলেন, এবং সহচর যবিষ্ঠ দ্রুমিওকে আহারীয়ায়োজনে নিয়োজন পুরঃসর অর্থ সম্পত্তি তন্নিকটে রাখিয়া আপনি এফিসস্ রাজধানী বিশেষ রূপে নিরীক্ষণ ও তত্রত্য জনগণের রীতি নীতি পর্য্যালোচন নিমিত্ত পদব্রজে চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে গেলেন।

যবীয়ান্ দ্রুমিও অতি সুরসিক ছিল, সে আপন প্রভু আন্তিফোলস্ যখন২ জননী ও সহোদরের অন্বুদ্দেশ নিমিত্ত বিমর্ষ বা শোকান্বিত হইতেন তখন কৌতুক ও পরিহাস

রসে তাঁহার চিত্ত বিনোদন করিত, এ কারণ প্রভুর নিকট কথোপকথনে এতদ্রূপ প্রশ্রয় ও সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছিল যে অন্য দাসে তদ্রূপ পায় না।

কনিষ্ঠ আন্তিফোল্‌স স্বীয় সহচর দাসকে বাসায় রাখিয়া যখন এফিসস্‌ নগর নিরীক্ষণ মানসে ভ্রমণ করিতেছিলেন তৎকালে অনুদ্দিষ্ট সহোদর ও গর্ভধারিণীর নিমিত্ত তাহার অন্তঃকরণ অতিশয় কাতর হইল। তিনি ক্ষণকাল রাজপথে দণ্ডায়মান হইয়া সবিষাদ বচনে কহিতে লাগিলেন মাতা ও ভ্রাতার অন্বেষণে দেশ বিদেশ পর্য্যটন করিলাম, কুত্রাপি উদ্দেশ পাইলাম না, হায় সাগরের জলবিন্দু অন্য জলকণার সন্ধান করিতেং যদ্রূপ জলধির উত্তাল তরঙ্গে আচ্ছন্ন হয় তদ্রূপ আমিও বিনষ্ট আত্মীয় জনান্বেষণ করিতেং স্বয়ং নষ্ট হইতেছি।

তিনি এইরূপ মনস্তাপ করিতেছেন, ইত্যবসরে হঠাৎ উপস্থিত এক জন নয়নগোচর হওয়াতে বোধ করিলেন আপনার সহচর দ্রুমিও নিকটে আগমন করিতেছে কিন্তু সে ব্যক্তি তাঁহার সমভিব্যাহারী দ্রুমিও দাস নহে, তদীয় সহোদর জ্যেষ্ঠ আন্তিফোলসের দাস, তাহারও নাম দ্রুমিও ছিল। আন্তিফোলসেরা দুই সহোদর ও তাহাদের দাস দ্রুমিও দ্বয়, মাতৃগর্ব্ভ হইতে যমকভাবে ভূমিষ্ঠ হইবার সময় যদ্রূপ পরস্পর তুল্যাকার ছিল কালক্রমে বয়োবৃদ্ধি হইলেও তাহাদের অন্যোন্যের অবয়ব সৌসাদৃশ্যে বৈলক্ষণ্য হয় নাই, অতএব এক দ্রুমিওতে অন্য দ্রুমিও ভ্রম অসম্ভব নয়। সে যাহা হউক। কনিষ্ঠ আন্তিফোলস্‌ স্বদাস দ্রুমিওকে বাসা ও অর্থাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক আগত বোধ করিয়া সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিলেন ওহে তুমি কেন এখানে আসিলা। জ্যেষ্ঠ আন্তিফোলসের ভৃত্য দ্রুমিও অবয়ব সাদৃশ্যে তাহাকেই নিজ প্রভু জ্ঞান করিয়াছিল, সে উত্তর করিল মহাশয় মাধ্যাহ্নিকার্থ কর্ত্রী আহ্বান করিতে পাঠাইলেন, অন্ন ব্যঞ্জনাদি সমগ্র প্রস্তুত, ত্বরায় আগমন করুন, বিলম্ব করিলে খাদ্য সকল শীতল হইয়া যাইবেক। আন্তিফোলস কহিলেন ওহে দ্রুমিও এ পরিহাসের সময় নয়।

তুমি মুদ্রাদি কোথায় রাখিয়া আসিলে বল। দাস এ প্রশ্নে মনোযোগ না করিয়া আপনার কথাই পুনর্ব্বার কহিল। পরে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন ওহে কর্ত্রী কে? ইহাতে সে উত্তর করিল কেন আপনকার ভার্য্যা। সে সময় কনিষ্ঠ আন্তিফোলসের পরিণয় হয় নাই সুতরাং তাহার বনিতা কোথায়, অতএব কৌতুকি দাসের অসময়ে পরিহাসামোদ বিবেচনা করিয়া কোপাবেশে বলিলেন দ্রুমিও তোমার সঙ্গে কখন২ রহস্যালাপ করিয়া থাকি বুঝি সেই আস্পর্দ্ধায় তুমি ধৃষ্ট হইয়া অসময়েও আমার সহিত কৌতুক করিতেছ, দেখ এখন আমি পরিহাসে রসিক নহি, আমার দ্রব্যসামগ্রী ও অর্থ কোথায় রাখিয়া আইলে শীঘ্র বল। এ আমাদের দেশ ভূমি নহে, তুমি ও আমি দুই জনেই বিদেশী, এখানে কোন্ ব্যক্তির করে টাকাকড়ী নিক্ষেপ করিতে তোমার সাহস হইল? আগত দাস তাহাকে আপনার প্রভুই জ্ঞান করিয়াছিল, সে, তুমি ও আমি দুই জনেই বিদেশী, এই কথা শুনিয়া মনে করিল প্রভু আমার সহিত পরিহাস করিতেছেন, অতএব সহাস্য বদনে নিবেদন করিল মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া গৃহে আগমন করুন, ভোজন করিতেং এরূপ রহস্য করিলে ভাল হয়, কর্ত্রী ভোজনের সমগ্র আয়োজন করিয়া স্বীয় সহোদরার সহিত আপনকার অপেক্ষা করিতেছেন, আপনাকে ডাকিয়া দিতে আমাকে পাঠাইলেন, টাকা কড়ীর কথা আমি কি জানি। আন্তিফোলস্ ভৃত্যের এরূপ বাক্য বারম্বার শ্রবণে যথার্থ পরিহাস জ্ঞানে তাহার ধৃষ্টতা বিবেচনা করত সাতিশয় ক্রোধান্বিত হইলেন, এবং কোপাবেগ সম্বরণে অসামর্থ্য হেতুক করস্থিত যষ্টিদ্বারা তাহাকে প্রহার করিলেন। ভৃত্য প্রহার প্রাপ্ত হইবা মাত্র বেগে গৃহে গমন করিয়া বিষণ্ণবদনে কর্ত্রী সমক্ষে আবেদন করিল স্বামী আহারার্থ আপনকার নিকট আগমন করিতে অস্বীকার করিলেন, অধিকন্তু কহিলেন তাঁহার কলত্র কেহ নাই।

জ্যেষ্ঠ আন্তিফোলসের বনিতা আমার কলত্র কেহই নাই এই নিদারুণ বচন আপনার পতির মুখ হইতে বিনির্গত হই-

য়াছে শুনিয়া ক্রোধে প্রজ্বলিতা হইয়া উঠিল। ঐ যোষা স্বামির অন্য রমণী সমাগম সন্দেহ করিত, অতএব ভৃত্য প্রমুখাৎ এতাদৃশ উপেক্ষা বাক্য শ্রবণে কহিল ভর্ত্তা আমা অপেক্ষা অন্য ভামিনীর প্রতি অধিক অনুরাগী বুঝি ইহা ব্যক্ত করণার্থ এই বচনোপন্যাস করিয়াছেন। পরে অভিমানে পরিপূর্ণা হইয়া পতিকে বিস্তর ভর্ৎসন করিল এবং অবশেষে অধীরা হইয়া আপনার মস্তক ও বক্ষঃস্থলে করাঘাত করত আর্ত্তস্বরে বিলাপ করিতে লাগিল। তাহার সহোদরা লুসিয়ানা তাহাকে এইরূপ অধৈর্য্যা দেখিয়া বিবিধ প্রবোধ বচন প্রয়োগ পুরঃসর শান্ত্বনা করিতে যথেষ্ট চেষ্টা পাইল এবং মনের অমূলক সন্দেহ ও ঈর্ষা নিবারণ নিমিত্ত বিস্তর যত্ন করিল, কিন্তু কোন-ক্রমে কৃতকার্য্যা হইতে পারিল না।

এ দিকে কনিষ্ঠ আন্তিফোলস্ কোপাবেগ সম্বরণে অসা-মর্থ্য প্রযুক্ত আশৈশব সহচর পরম প্রিয়পাত্র ভৃত্যকে প্রহার করিয়া মনেং অনুতাপ করিতেং কিয়ৎক্ষণ পরে বাসায় গিয়া দেখিলেন দাস সমগ্র দ্রব্যসামগ্রী ও অর্থ সহ নির্বিকার আকারে আবাস মধ্যে বসিয়া রহিয়াছে। তিনি তাহাকে অসময়ে পরি-হাসজন্য পুনর্ব্বার তিরস্কার করিবার উপক্রম করিতেছেন ইত্যবসরে জ্যেষ্ঠ আন্তিফোলসের কান্তা কোপ কম্পিত কলে-বরে স্বীয় কান্তের তত্ত্ব করিতেং ঐ স্থানে আসিয়া উপস্থিতা হইল এবং তাঁহাকেই বল্লভ বোধ করিয়া মানভরে ভূরিং ভর্ৎসন বচন প্রয়োগ করিতে লাগিল। তিনি দেখিয়া শুনিয়া অবাক্ হইলেন, এবং এক দৃষ্টে অদৃষ্ট পূর্ব্বা রমণীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, কেননা ইতি পূর্ব্বে কস্মিন্ কালেও যে নয়নগোচর হয় নাই সে অকস্মাৎ পতি সম্বোধনে অনুযোগ করে এ অতি চমৎকার। সেই সীমন্তিনী কিয়ৎ ক্ষণ অভিমান বচনে অনুযোগ করিয়া পরে কহিল হে নাথ তুমি কি কেবল কপট প্রণয় প্রদর্শন করিতে? তোমার সেই স্নেহ ও প্রেম রস কি একেবারে অন্তর্হিত হইল? হে প্রাণপতে কি অপরাধে এ অধিনীর প্রতি এত বিরক্তি হইল যে এক্ষণে

বনিতা বলিয়াও স্বীকার কর না? যাহা হউক, এক্ষণে স্পষ্ট বুঝিলাম অন্য ললনার নবীন প্রণয়ে আসক্ত হইয়াছ। যুবা আন্তিফোলস্ অপরিচিতা যুবতীর এবম্প্রকার প্রণয়ের্ষ্যান্বিত বচন শ্রবণে সাতিশয় চমৎকৃত হইয়া মৃদুস্বরে কহিলেন হে সুন্দরি তুমি কি আমার সহিত সম্ভাষণ করিতেছ? হে আত্মবিস্মৃতে আমি তোমার পতি নহি, আমি এস্থানে দুই ঘটিকা মাত্র পদার্পণ করিয়াছি। কিন্তু তাঁহার এ সমস্ত কথায় কোন ফল দর্শিল না, সেই ভ্রান্তা অবলার ভ্রম কোন ক্রমে অপগত হইল না। তাঁহাকে স্বামিজ্ঞানে ধারণ করিয়া স্ব সমভিব্যাহারে লইয়া যাইবার নিমিত্ত যৎপরোনাস্তি যত্ন করিল। আন্তিফোলস্ স্ত্রীলোকের অনুরোধ ত্যাগ করিতে না পারিয়া অগত্যা সেই সীমন্তিনীর সঙ্গে চলিলেন, এবং তাহার সদনে গমন করিয়া ভোজনে বসিলেন, কিন্তু সে অবলা বারম্বার পতি সম্বোধনে ও তাহার ভগিনী ভগিনীপতি সম্ভাষে কথা বার্ত্তা কহাতে হতজ্ঞান হইয়া মনেং বিতর্ক করিতে লাগিলেন আমি কি নিদ্রাবস্থায় ইহার পাণি গ্রহণ করিয়াছি, অথবা এখনও কি স্বাপাবেশে আছি। এবম্প্রকার তর্ক বিতর্ক করত রাম্যাদ্বয় সহ ভোজন করিতে থাকিলেন। তাঁহার দাস প্রভুকে হঠাৎ একটা যুবতী আসিয়া ধরিয়া লইয়া গেল দেখিয়া পশ্চাৎং গমন করিয়াছিল, তাহাকে ঐ রমণীর পাচিকা জ্যেষ্ঠ দ্রুমিওর পত্নী অবয়ব সাম্যে আপন পতি ভ্রমে রন্ধনশালায় আহ্বান করত স্বামি সম্বোধনে তাহার সহিত কথোপকথন করিতে লাগিল। অতএব ভৃত্যও বিস্ময়পূরিতান্তঃকরণে স্তব্ধ হইয়া রহিল। দ্রুমিওরা যমজ সহোদর এবং একাকার ছিল সুতরাং পাচিকা আপন পতি দ্রুমিও তদানীং গৃহে না থাকাতে তাহাকে আসিতে দেখিয়া স্বামীই প্রত্যাগত হইল এমত বোধ করিয়াছিল।

কনিষ্ঠ আন্তিফোলস্ অপরিচিতা দুই কুল যোষার সঙ্গে ভোজন করিতেছেন ইত্যবসরে গৃহপতি এবং সেই ভামিনীর

প্রকৃত পতি জ্যেষ্ঠ আন্তিফোলস্ স্বীয় দাস ড্রমিও সমভিব্যাহারে বহির্দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং দ্বার বদ্ধ দেখিয়া মুক্তকরণার্থ দ্বারপালদিগকে আহ্বান করিলেন। কিন্তু দ্বারিরা তাঁহার কথায় কপাট উদ্ঘাটন করিল না কেননা গৃহিণী পুরীমধ্যে অন্য কাহাকেও প্রবেশ করিতে দিতে বিশেষ রূপে নিষেধ করিয়াছিল। পরে তিনি অতি উচ্চস্বরে আপনার ও ড্রমিও দাসের পরিচয় কহিয়া বারম্বার কবাটে আঘাত করিতে লাগিলেন, অন্তঃপুরচারিণী কিঙ্করীরা তদ্বাক্য আকর্ণন করিয়া উপহাস পুরঃসর চীৎকার করিয়া কহিতে লাগিল ওহে তোমরা কে? এ কি কৌতুক কথা কহিতেছ, আমাদের কর্ত্তা আন্তিফোলস্ বাটীর মধ্যে কর্ত্রীর সহিত ভোজন করিতেছেন, এবং ড্রমিও নিজ বনিতার সঙ্গে পাকালয়ে আছে, তোমরা কেন বিরক্ত করিতেছ, স্বস্থানে প্রস্থান কর। দ্বার বহিস্থ আন্তিফোলস্ গৃহাভ্যন্তর বর্ত্তিনী দাসীদের এবম্পকার পরিহাস বচন শ্রবণ করিয়া সাতিশয় ক্রোধান্বিত হইলেন এবং পুনঃ২ পদাঘাতে কপাট ভগ্নপ্রায় করিলেন তথাপি পুরমধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলেন না। অতএব অপমানিতম্মন্য হইয়া কিয়ৎক্ষণ পরে কোপাবেশে দাস সঙ্গে চলিয়া গেলেন, কিন্তু সহধর্ম্মচারিণীর সহিত একজন পুরুষ স্বামিভাবে আহার করিতেছে একথা শ্রবণাবধি তাঁহার অন্তঃকরণে অসীম বিস্ময় জন্মিয়াছিল, ইহাতে সাশ্চর্য্য চিত্ত হইয়া তদ্বিষয়ের চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন।

কনিষ্ঠ আন্তিফোলস্ অপরিচিতা অঙ্গনার সমভিব্যাহারে আহার করিতেছিলেন বটে কিন্তু সেই মহিলা মুহুর্মুহু স্বামি বলিয়া সম্ভাষণ করাতে চিত্তমধ্যে অত্যন্ত উত্ত্যক্ত হইতে লাগিলেন, এবং তাঁহার দাসও পাকশালায় পাচিকার পুনঃ২ পতি সম্বোধন পুরঃসর কথোপকথনে বিরক্ত হইল, অতএব আর অধিক কাল থাকিলে যদি অন্য কোন ঘটনা উপস্থিত হয় এই বিবেচনায় ভোজনাবসান হইবামাত্র উভয়েই ছলক্রমে বাটীর বহির্গত হইলেন। যদিও ঐ গৃহিণীর সহোদরা লুসি-

য়ানার সুশীলতায় আন্তিফোলস্ সাতিশয় পরিতোষ পাইয়াছিলেন তথাপি কর্ত্রীর ঈর্ষ্যান্বিত বচনে অত্যন্ত বিরক্ত হয়েন, এবং দ্রুমিও রন্ধনশালাস্থ অঙ্গনার আলাপে আহ্লাদিত হয় নাই, সুতরাং দুই জনে বাটীর বাহিরে অসিয়া নিরাপদ্ জ্ঞানে মহা হর্ষান্বিত হইলেন।

আন্তিফোলস্ ঐ কুলবালার আলয় হইতে বহির্ভূত হইলে এক জন স্বর্ণকার তাঁহার সাক্ষাৎ পাইল। সে জ্যেষ্ঠ আন্তিফোলসের বনিতার এক ছড়া স্বর্ণহার প্রস্তুত করণের অনুমতি পাইয়াছিল, অতএব তাঁহাকে ঐ ব্যক্তি বোধ করিয়া তাঁহার হস্তে হার প্রদান করিল। আন্তিফোলস্ বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিলেন এ কাহার হার? সুবর্ণজীবী বলিল মহাশয় এ কেমন কথা? আপনকার আদেশে হার নির্ম্মাণ করিলাম, এখন আপনি গ্রহণ না করিলে আমি ইহা কি করিব, এতাবৎ বলিয়া তাঁহার করে হার সমর্পণ পূর্ব্বক চলিয়া গেল। আন্তিফোলস্ এবম্প্রকারে এক বিস্ময়জনক ঘটনার পর অন্য বিস্ময়াবহ ব্যাপার দর্শনে নিতান্ত সংশয়িত চিত্ত হইয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন এতদ্রাজ্যে প্রবেশাবধি বিবিধ অদ্ভুত ঘটনা দেখিলাম বোধ হয় আমাকে কেহ কোন প্রকার মোহনী বিদ্যা দ্বারা মুগ্ধ করিয়া থাকিবে নচেৎ ঈদৃশ অসম্ভব সংঘটন কেন হয়, যাহা হউক, এস্থানে আর অবস্থান কোন ক্রমে শ্রেয়স্কর নহে, এই পরামর্শ করিয়া সহচর দ্রুমিওকে দ্রব্যসামগ্রী অর্ণবপোতে উত্থাপনার্থ অনুমতি করিলেন।

এ দিকে স্বর্ণকার হার দিয়া নিজালয়ে প্রত্যাগমন করিতেছে ইত্যবসরে বর্ত্মমধ্যে রাজকীয় পুরুষ ঋণশোধের নিমিত্ত তাহাকে ধরিল। দৈবাৎ সেই সময়েই জ্যেষ্ঠ আন্তিফোলস্ সেই স্থানে অসিয়া উপস্থিত হইলে সুবর্ণজীবী তাঁহার হস্তে হার দিয়া আসিল এই ভ্রমে তাঁহাকে অবলোকন করিয়া হৃষ্ট হইল, এবং আত্ম বিবরণ নিবেদন পুরঃসর উপস্থিত বিপদ্ বিমোচন নিমিত্ত তাঁহার নিকটে হারের

মল্য যাচঞা করিল, যেহেতুক তাহা ঋণ সংখ্যার তুল্য ছিল। তিনি সুবর্ণকারের এতদ্বচন শ্রবণে সাতিশয় বিস্ময় প্রকাশ করত কহিলেন সে কি? আমি তোমার নিকট কখন হার লইলাম? কিন্তু স্বর্ণকার তাঁহার এই কথায় তদপেক্ষা সাশ্চর্য্য ও সবিস্ময় হইয়া দৃঢ় রূপে কহিল কিয়ৎ ক্ষণ হইল তোমার করে আমি স্বয়ং সমর্পণ করিয়া আসিতেছি। এই রূপে উভয়েই স্বং বাক্যের সত্যতায় দৃঢ় প্রত্যয় প্রযুক্ত অসংশয়চিত্তে অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত বাদানুবাদ করিতে লাগিলেন, বস্তুতঃ স্বর্ণকার কনিষ্ঠ আন্তিফোলস্‌কে হার দিয়া অবয়ব সাদৃশ্যে জ্যেষ্ঠ আন্তিফোলস্‌কেই হার দিয়াছে নিশ্চয় করিয়াছিল, সুতরাং সে আপনার কথায় অনৃতের লেশমাত্র মনে করে নাই। সে যাহা হউক, রাজকীয় পুরুষ এ প্রকার বাক্‌কলহে সহজে মুদ্রা লাভের অসম্ভাবনা দেখিয়া সুবর্ণকারকে ঋণের নিমিত্ত কারালয়ে লইয়া যাইবার উদ্যম করিলে স্বর্ণকার আপনার হারের মূল্য নিমিত্ত আন্তিফোলসের নামে সেই পদাতিক সন্নিধানেই অভিযোগ করিল। তাহাতে রাজপুরুষ তাঁহাকেও ধারণ করিয়া দুই জনকেই অবরোধ করিয়া রাখিবার নিমিত্ত বন্ধন শালায় লইয়া চলিল।

জ্যেষ্ঠ আন্তিফোলস্‌ যৎ কালে ধৃত হইয়া বন্ধনালয়ে গমন করিতেছিলেন দৈবাৎ সে সময় কনিষ্ঠ আন্তিফোলসের দাস ড্রমিওকে পথি মধ্যে দেখিতে পাইলেন, অতএব তাহাকে নিজ ভৃত্য জ্ঞানে আজ্ঞা করিলেন ত্বরায় গৃহে গমন করিয়া গৃহিণী এড্রিয়ানার নিকট হারের মূল্য আনয়ন কর, তাহার নিমিত্ত সঙ্কট ঘটিয়াছে। ড্রমিও তাঁহাকে স্বীয় প্রভু বোধ করিয়াছিল, কিন্তু সে প্রভুর অকস্মাৎ এই দুরবস্থা দর্শনে এবং বাক্য শ্রবণে সাতিশয় চমৎকৃত ও বিস্ময়াকুল হইল, যেহেতু এড্রিয়ানার নিকেতনে তাহার প্রভু ভোজন করিবার সময় সেই রমণীর ভগিনীর পতি সম্বোধনে মহা বিরক্ত হইয়াছিলেন, এবং তন্নিমিত্ত কৌশল করিয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করত নিরাপদ বোধ করেন, এক্ষণে

তাহার নিকটে আবার কি বুঝিয়া যাইতে কহিলেন তন্মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিল না। অপর অব্যবহিত পূর্ব্বে প্রভুর নিদেশানুসারে অর্ণব যানে দ্রব্য সামগ্রী আরোপণ করিয়া আসিল এক্ষণে আপনাদের আরোহণের সংবাদ দিতে আসিতেছিল এ সময় এই অসম্ভব আদেশ শ্রবণে হতজ্ঞান হইয়া কোন উত্তর করিতেও সমর্থ হইল না। অধিকন্তু যদিও সে স্বীয় প্রভুর সহিত হাস্য পরিহাস করিতে প্রশ্রয় পাইয়াছিল এবম্প্রকার নিয়োগে শ্লেষ বচন প্রয়োগ করিতে পারিত তথাচ প্রভুর উদ্বেগ অবেক্ষণে তৎকালে বাক্ চাতুরী অনুচিত জ্ঞান করিল, সুতরাং অন্তঃকরণ মধ্যে মহা ব্যাকুল হইয়া অগত্যা সেই গৃহে এড্রিয়ানার নিকট চলিল এবং যাইতেং কহিতে লাগিল কেবল প্রভুর নিদেশ লঙ্ঘন অনুচিত বলিয়া পুনর্ব্বার ঐ আবাসে প্রবেশ করিতে হইল, কিন্তু তথায় পাচিকাটা আবার স্বামী সম্বোধনে যদি উৎপাত না করে তাহা হইলেই পরিত্রাণ।

দ্রুমিও জ্যেষ্ঠ আন্তিফোলসের মহিলার আলয়ে গমন করিয়া তাহাকে প্রভুর ধৃত হওন বার্ত্তা কহিবামাত্র সে অবলা অতিশয় চঞ্চলা হইয়া তৎক্ষণাৎ এক থলিয়া টাকা তাহার হস্তে প্রদান পূর্ব্বক ত্বরায় তাহাকে বিদায় করিল। দ্রুমিও মুদ্রা লইয়া প্রত্যাগমন করিতেং পথিমধ্যে আপনার প্রকৃত প্রভুর দর্শন পাইল। কনিষ্ঠ আন্তিফোলস্ এফিসসে প্রবেশাবধি বিবিধ বিচিত্র ঘটনা দর্শনে সর্ব্বতোভাবে বিস্ময়ান্বিত হইয়াছিলেন, তাঁহার তুল্যাকার অজ্ঞাত সহোদর ঐ দেশে বাস করিয়া সুবিখ্যাত হওয়াতে তত্রত্য যে কোন ব্যক্তির সহিত যেখানে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল ভ্রম বশতঃ সকলেই বহুকালের পরিচিতের ন্যায় নমস্কারাদি করিয়া যথেষ্ট শিষ্টালাপ করিল, কেহ ঋণাপনোদন নিমিত্ত স্বয়ং উপযাচক হইয়া মুদ্রা প্রদানে উদ্যত হইল, কেহ নিজ নিকেতনে লইয়া সম্বর্দ্ধনা করণার্থ অশেষ যত্ন পাইল, কেহ তাঁহার কৃত উপকার স্বীকার করত গুণানুবাদ করিয়া ধন্য-

বাদ প্রদান করিল। বস্তুতঃ জ্যেষ্ঠ আন্তিফোলস্ স্বীয় সদ্‌গুণ নিকরে এবম্প্রকার সমাদর ভাজন হইয়াছিলেন সুতরাং অবয়বের সৌসাদৃশ্যে তদ্ভ্রমে সকলে উচিত অভ্যর্থনা করিয়াছিল। অপর এক ব্যক্তি সুচিকর্ম্মকারী কতক গুলি কৌষেয় বসন ক্রয় করিয়াছিল, সে এক স্থানে তাঁহার দর্শন পাইয়া বসন প্রদর্শন পূর্ব্বক ব্যস্ত সমস্ত হইয়া কহিল মহাশয় আদেশ করুন অঙ্গের পরিমাণ গ্রহণ পুরঃসর এই বস্ত্রের এক প্রস্থ পরিচ্ছদ প্রস্তুত করি।

কনিষ্ঠ আন্তিফোলস্ এই রূপে অনীক্ষিত ও অনালাপিত ব্যক্তিদের চির পরিচিতের ন্যায় আলাপ কৌশলাদি বিলোকন করিয়া নিতান্ত সংশয়িত চিত্তে চিন্তা করিতেছিলেন বোধ হয় কোন মায়াবী মায়িক বাগুরা বিস্তার পূর্ব্বক আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে নচেৎ ঈদৃশ অপরিচিত লোকের অভ্যর্থনা শ্রবণ ও অচিন্তিত বিষয়াবলোকন কেন ঘটিতেছে। ইতিমধ্যে তাঁহার দাস ড্রুমিও এড্রিয়ানার নিকট হইতে ঋণ পরিশোধের টাকা আনিয়া হস্তে সমর্পণ পুরঃসর জিজ্ঞাসা করিল মহাশয় কি প্রকারে রাজপুরুষ দিগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইলেন? আন্তিফোলস্ ভৃত্যের প্রমুখাৎ এই কথা শুনিয়া যৎপরোনাস্তি উদ্বিগ্ন হইলেন, বিশেষতঃ কারাগারে অবরুদ্ধ হইবার ও এড্রিয়ানার সন্নিধান হইতে মুদ্রানয়ন নিমিত্ত তাহাকে প্রেরণ করিবার কথায় হত বুদ্ধি হইয়া অসংশয় নিশ্চয় করিলেন ড্রুমিও উন্মাদ গ্রস্ত হইয়াছে এবং আমিও মায়ায় মোহিত হইয়া ভ্রমণ করিতেছি। তদনন্তর দুর্ভাবনায় ভীত হইয়া সাতিশয় কাতর স্বরে চীৎকার করত কহিতে লাগিলেন হে করুণানিধান কৃপা কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া এই কুহকস্থান হইতে ত্বরায় আমাদিগকে উদ্ধার কর।

তদনন্তর এক অপরিচিতা বারবনিতা আগমন পুরঃসর সম্মুখীনা হইল এবং নাম গ্রহণ পূর্ব্বক সম্বোধন করিয়া তাহাকে কহিল তখন আমার সহিত ভোজন করিতে যে কনকহার প্রদানাঙ্গীকার করিলে তাহা দাও দেখি।

আন্তিফোলস্ অভাবিতোপস্থিতা বারযোষাকে অবলোকন করিয়া এবং তাহার বদন হইতে বিনির্গত এই বচন শুনিয়া বিস্ময়ে অধীর হইয়া সুস্পষ্ট কুহকিনী কহিয়া তাহার অপবাদ দিলেন এবং সমুচিত বিরাগ প্রকাশ করত কহিতে লাগিলেন তুমি কে? তোমার সহিত কখন একত্র আহার করিলাম? ইতিপূর্ব্বে কস্মিন্ কালেও তুমি আমার নয়ন গোচর হও নাই, আমি কেন তোমাকে স্বর্ণালঙ্কার প্রদানের অঙ্গীকার করিব? বারবিলাসিনী তাঁহার এই বাক্য শুনিয়াও পুনর্ব্বার সুদৃঢ় বচনে বলিল কেন সেই যে আমার ভবনে একত্র ভোজন করিতে২ সুবর্ণ হার প্রদানে প্রতিশ্রুত হইলে। ইহাতেও তিনি বিস্ময় প্রকাশ পুরঃসর অস্বীকার করিলে বেশ্যা সবিষাদ বচনে বলিল তবে আমার সেই স্বর্ণাঙ্গুরীটী প্রত্যর্পণ কর। তিনি একথায় মহা বিরক্ত হইয়া পুনশ্চ তাহাকে কুহকিনী কহিয়া সক্রোধ বচনে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন এবং শশব্যস্তে স্থানান্তরে প্রস্থান দ্বারা মায়াবিনীর সংসর্গ পরিত্যাগ করিতে সযত্ন হইলেন। অতএব বারবধূ সবিস্ময় মনে বিষাদ করিতে২ প্রত্যাবর্ত্তন করিল। বস্তুতঃ জ্যেষ্ঠ আন্তিফোলস্ সেই মহিলার সদনে কিয়ৎ প্রহর পূর্ব্বে গমন করিয়া এক সঙ্গে আহার করিতে২ কথোপকথনে তুষ্ট হইয়া তাহাকে এক ছড়া সুবর্ণ হার দিতে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তাহাতে সে প্রফুল্লচিত্তা হইয়া স্মরণার্থ স্বীয় করের অঙ্গুরী তাঁহাকে সমর্পণ করিয়াছিল, সুতরাং পথি মধ্যে কনিষ্ঠ আন্তিফোলস্কে দেখিয়া আকৃতি সাদৃশ্যে ভ্রমবশতঃ তাঁহার নিকট হার যাচ্ঞা করে।

জ্যেষ্ঠ আন্তিফোলস্ আপন বনিতা এড্রিয়ানা কর্ত্তৃক গৃহ প্রবেশে নিবারিত হইয়া সাতিশয় কুপিত হইয়াছিলেন, বিশেষতঃ সহধর্ম্মচারিণী যে অত্যন্ত ব্যাপিকা ও ঈর্ষান্বিতা তাহা বিলক্ষণ বিদিত ছিলেন, অধিকন্তু তাঁহার পত্নী তাঁহাকে সর্ব্বদা পরভার্য্যা রত বলিয়া অপবাদ দিত, অতএব পুরমধ্যে প্রবেশে নিরুদ্ধ হইয়া রোষ বশতঃ বারযোষার সদনে

ভোজন মানসে গমন করিয়াছিলেন, তাহাতে সেই বারনারী যথেষ্ট সমাদর পুরঃসর আহার করায়। অতএব তিনি পত্নীর নিমিত্ত যে হার নির্ম্মাণ করিতে স্বর্ণকারকে কহিয়াছিলেন বারবিলাসিনীর বিনয়ে পরিতুষ্ট হইয়া তাহা তাহাকে প্রদান করিতে স্বীকৃত হয়েন, কিন্তু স্বর্ণকার ভ্রমবশতঃ সেই হার কনিষ্ঠ আন্তিফোলসের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিল, বারনারী হারের কথায় হর্ষে গদ্‌গদ হইয়া স্বহস্তের অঙ্গুরী তাঁহাকে সমর্পণ করে। কিন্তু যখন সেই কুলটা আকার সাদৃশ্যে কনিষ্ঠ আন্তিফোলসের নিকট গমন পুরঃসর হার প্রার্থনা করিয়া প্রত্যাখ্যাত হইল তখন পূর্ব্ব ধন অঙ্গুরীয়ক বিনাশে মহা বিষণ্ণ হইয়া বিবিধ কটূক্তি করিতেং দেশমান্য আন্তিফোলসের বুদ্ধি ভ্রংশ ও উন্মাদ গ্রস্ততার অপবাদ দিয়া ঐ সমস্ত বিষয় তদীয় অন্তঃপুরচারিণী এড্রিয়ানাকে কহিতে গেল। এ দিকে ড্রমিও দাস এড্রিয়ানার নিকট হইতে আনীত মুদ্রা স্বীয় প্রকৃত প্রভু কনিষ্ঠ আন্তিফোলসের হস্তে সমর্পণ করাতে জ্যেষ্ঠ আন্তিফোলস্ কারাগারে অনেক ক্ষণ অপেক্ষা করিয়া কারাধ্যক্ষকে কহিলেন যদি আমাকে একবার বাটী যাইতে দাও এখনি ঋণের টাকা পরিশোধ করিতে পারি। পরে কারারক্ষক সম্মত হইলে তাহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া আলয়ে গমন করিলেন, কিন্তু তিনি অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে তাঁহার আলাপিতা কুলটা এড্রিয়ানার নিকট কহিতেছে তোমার স্বামী উন্মত্ত হইয়াছেন, তিনি আমার আবাসে আহার করিয়া আমার সহিত কত কৌতুক করিয়াছিলেন, সংপ্রতি বর্ত্ম মধ্যে সাক্ষাৎ হওয়াতে নিতান্ত অপরিচিতের ন্যায় বিবিধ প্রলাপ বাক্য কহিলেন, এই বলিয়া কনিষ্ঠ আন্তিফোলসের সহিত পথি মধ্যে যে কথাবার্ত্তা হয় সমুদায় বিবরণ করিয়া বলিতেছিল।

জ্যেষ্ঠ আন্তিফোলস্ আপনার প্রগল্‌ভা ভার্য্যা এড্রিয়ানা দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখাতে জাতক্রোধ ছিলেন, অন্তঃপুরে

প্রবেশ করিয়া প্রথমতঃ মহিলাকে অপমান জনক বচনে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। এড্রিয়ানা বারবধূর মুখে স্বামির যে উন্মাদাপবাদ শুনিল অকস্মাৎ এই কর্কশ বচন প্রয়োগে তাহাতে বিশ্বাস করিল, বিশেষতঃ তাহার স্বামির সমানাকার কনিষ্ঠ আন্তিফোলস্ তাহার সহিত ভোজন করিতেং বারম্বার কহিয়াছিলেন আমি তোমার পতি নহি এফিসস্ নগরে অদ্য পদার্পণ করিয়াছি, সেই সকল কথা স্মরণ পথে প্রকাশমান হওয়াতে অসংশয় হইয়া স্থির করিল স্বামী যথার্থ উন্মাদ গ্রস্ত হইয়াছেন বটে। অতএব কারারক্ষককে আরোপিত ঋণের মুদ্রা প্রদান পুরঃসর বিদায় করিয়া ভৃত্যদিগকে আজ্ঞা করিল রজ্জু দ্বারা করদ্বয় বন্ধন পূর্ব্বক কর্ত্তাকে এক তিমিরাবৃত আগারে বদ্ধ করিয়া রাখ, এবং তাঁহার চিকিৎসার নিমিত্ত ভিষক্‌দিগকে আহ্বান করিয়া পাঠাইল। তাহার স্বামী এই অলীকাপবাদে যত আক্রোশ প্রকাশ করিতে থাকিলেন বাটীস্থ লোকেরা ততই উন্মাদ কল্পনা করিয়া পরস্পর কহিতে লাগিল বায়ুর কি বিচিত্রা গতি, তাদৃশ প্রভু ক্ষণ মধ্যে এপ্রকার বিকৃত ভাবাপন্ন হইলেন। ড্রমিও দাস এই সময়ে সদনে আসিয়া উপস্থিত হওত প্রভুর দুরবস্থাবলোকনে সকলকে তিরস্কার ও তাঁহার কথার পোষকতা করাতে ভৃত্যবর্গ তাহাকেও উন্মাদ গ্রস্ত স্থির করিয়া বন্ধন করিল।

এড্রিয়ানা কান্তকে কারাবদ্ধ করিয়া গৃহ কর্ম্মে গমন করিলে কিয়দ্ঘটিকানন্তর এক জন কিঙ্কর স্থানান্তর হইতে আগমন পূর্ব্বক নিবেদন করিল প্রভু বন্ধনালয় হইতে পলায়ন করিয়া ড্রমিও সহ রাজ পথে ভ্রমণ করিতেছেন, আর তাঁহাদের হস্তে বন্ধন নাই। এড্রিয়ানা এই কথা শ্রবণে সাতিশয় উদ্বিগ্না হইল এবং ব্যস্ত সমস্ত হইয়া স্বীয় সহোদরা ও কতিপয় ভৃত্য সমভিব্যাহারে তাঁহাকে ধৃত করিতে দ্রুত গমন করিল। তাহারা এক ধর্ম্মশালার দ্বারে উত্তীর্ণ হইয়া অনতি দূরে দেখিতে পাইল আন্তিফোলস্ ড্রমিও দাস

সহিত দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, বস্তুতঃ তিনি জ্যেষ্ঠ আন্তিফোলস্ নহেন, যমজ সহোদরদ্বয়ের অভিন্নাকার প্রযুক্ত সকলের এরূপ ভ্রম জন্মিল।

কনিষ্ঠ আন্তিফোলস্ অগ্রজের অনুরূপ আকৃতি নিমিত্ত নানা অদ্ভুত ঘটনা দর্শন করিতেছিলেন, এতদ্ভিন্ন তাঁহার প্রতি উৎপাত ঘটিবার অপর এক কারণ ছিল। স্বর্ণকার জ্যেষ্ঠ আন্তিফোলস্ ভ্রমে তাঁহাকে যে হার প্রদান করে তাহা গলদেশে ধারণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। অতএব দৈবাৎ পুনর্ব্বার স্বুবর্ণকার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে সে তাঁহাকে লজ্জা দিয়া কহিল ক্ষণকাল পূর্ব্বে কহিয়াছিলে হার প্রাপ্ত হও নাই এক্ষণে গ্রীবা ভূষণ কি প্রকারে হইল? তিনি স্বর্ণকারের এই কথায় বিস্মিত হইয়া উত্তর করিলেন তোমার সহিত মধ্যে আবার কোথায় সাক্ষাৎ হইল? আমি হার গ্রহণ করিতে স্বীকার করি নাই, তুমি আমার বচন আপন অন্তঃকরণে ধারণ না করিয়া স্বেচ্ছাক্রমে সমর্পণ করিয়া প্রস্থান করিয়াছিলা, তদবধি গ্রীবাভরণ করিয়া রাখিয়াছি।

সে যাহা হউক এক্ষণে এড্রিয়ানা তাঁহার সম্মুখে উপস্থিতা হইয়া আপনার উন্মত্ত পতি জ্ঞানে আলয়ে লইয়া যাইবার নিমিত্ত যত্ন করিতে লাগিল, এবং কহিল বন্ধন বিমোচন করত প্রহরিদের কর হইতে কি প্রকারে পলায়ন করিয়া আসিলে। অপর তাহার সমভিব্যাহারি লোকেরা ধারণার্থ গাত্রে হস্তার্পণের উপক্রম করিল। ইহাতে আন্তিফোলস্ সহচর ড্রমিওর সহিত ত্রস্ত হইয়া মহা বিপদ্ উপস্থিত বোধে বেগে ধর্ম্মশালার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন এবং সাতিশয় কাতরতা প্রকাশ করত মঠাধিকারিণীর শরণ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

মঠাধিকারিণী তাহাদের ব্যাকুলতা অবলোকনে অভ্যন্তর হইতে বহির্গতা হইয়া উদ্বেগের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ঐ বর্ষীয়সী অতি গম্ভীর স্বভাবা এবং সুবিবেচনা ও বিচক্ষণতা নিমিত্ত সুখ্যাতা ছিলেন। আন্তিফোলসের প্রমুখাৎ আক্রমণের

বিবরণ শ্রবণানন্তর তাঁহাকে অভয় দিয়া এড্রিয়ানার নিকট তদীয় পতির বৃত্তান্ত আকর্ণন করিবার মানসে মৃদু মধুর বচনে প্রশ্ন করিলেন বৎসে তোমার স্বামির অকস্মাৎ ঈদৃশ রোগাক্রান্ত হইবার কারণ কি? সাগরে তরি নিমগ্ন দ্বারা হঠাৎ কি তাঁহার মহা ক্ষতি হইয়াছে? অথবা পরম প্রণয় ভাজন কোন মিত্রের বিয়োগ জন্য শোকাকুল ছিলেন? এড্রিয়ানা সবিনয়ে আবেদন করিল না মা এতাদৃশ কোন ঘটনা হয় নাই। তদনন্তর বৃদ্ধা কহিলেন তবে বুঝি তোমার স্বামী তোমাব্যতীত অপর কোন রামার প্রতি আসক্ত আছেন তাহাতেই ঈদৃশী দুর্দশা আপন্ন হইয়াছেন। এড্রিয়ানা নিবেদন করিল আমি এ প্রকার সন্দেহ করিতাম বটে, আমার স্বামী সর্ব্বদা আবাসে বাস করিতেন না সুতরাং অন্য অঙ্গনার সহিত প্রণয় সম্ভবিতে পারে। ফলতঃ তৎপতি জ্যেষ্ঠ আন্তিফোলস্ তদীয় ঈর্ষান্বিত প্রকৃতিতে সাতিশয় বিরক্ত ছিলেন, এবং তন্নিমিত্ত কখন২ নিজালয় ত্যাগ করত অন্যত্র গিয়া থাকিতেন। বুদ্ধিমতী মঠাধিকারিণীরও মনে তাদৃশ সন্দেহ হইল, অতএব তিনি কহিলেন যদি তোমার কান্ত অন্যাসক্ত, তবে তাঁহাকে মধ্যে২ ভর্ৎসনা করা উচিত ছিল। এড্রিয়ানা বলিল অনেক বার করিয়াছি। বর্ষীয়সী বলিলেন বোধ হয় প্রকৃত রূপে তিরস্কার কর নাই। এড্রিয়ানা স্বীয় প্রিয়তমকে নিরন্তর তিরস্কৃতি করিয়া যে শাসন করিত তাহাতে সেই বর্ষীয়সীর বিশ্বাসাধান নিমিত্ত কহিল এতজ্জন্য আমাদের স্ত্রীপুরুষে দিবানিশ কলহ হইত, নিশীথে স্বামী শয়নগত হইয়া স্বাপাবেশে থাকিলে আমি তাঁহাকে ঐ কথা কহিবার নিমিত্ত নেত্র নিমীলন করিতে দিতাম না, ভোজন সময়ে তদুত্থাপন করিয়া বচসা করিতাম, আর নির্জনে একত্র হইলে ঐ বিষয়ের প্রসঙ্গ ভিন্ন অন্যালাপ ছিলনা, অপিচ সভা মধ্যেও ব্যঙ্গোক্তি করিয়া অনেকবার বিরক্ত করিয়াছি, তথাপি ঘৃণা জন্মে নাই, পরকীয়া রসাস্বাদনাসক্তি ত্যাগ করেন নাই।

মঠাধিকারিণী ক্রমে এড্রিয়ানার চরিত্রের বৃত্তান্ত তাহার প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়া পরে সুমিষ্ট বাক্যে স্নেহ প্রদর্শন পুরঃসর কহিলেন তবে তুমিই অনুক্ষণ উত্ত্যক্ত করিয়া পতিকে ক্ষিপ্ত করিয়াছ, কেননা প্রেয়সী দ্রোহকারিণী হইলে তদীয় দন্ত ক্ষিপ্ত কুক্কুরের দশনাপেক্ষা বিষাল হয়। আমার অনুমান হইতেছে নিরন্তর ত্বৎকৃত নিদ্রা ব্যাঘাতে তোমার পতির মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে, তুমি ভোজন সময়ে তাঁহাকে উদ্বিগ্ন করিতে, উদ্বেগাবস্থায় আহার করিলে পরিপাক হয় না, সর্ব্বদা তদ্রূপে ভোজন করিলে পীড়া জন্মিবার অসম্ভাবনা কি? অপর আত্মমুখে এই ব্যক্ত করিলে তাঁহাকে পরিষদ মধ্যেও ইঙ্গিত বাক্যে নিরানন্দ করিতে, আমোদ প্রমোদের সময় চিত্তে ঔদাস্য জন্মিলে অতিশয় বিকার হয়, অতএব স্পষ্ট প্রতীতি হইল তুমিই সর্ব্বদা উত্ত্যক্ত করিয়া স্বামিকে ক্ষিপ্ত করিয়াছ।

এড্রিয়ানার ভগিনী লুসিয়ানা সহোদরার অপরাধ মার্জ্জনার্থ মঠাধিকারিণীর সন্নিধানে অনেক প্রকার হেতুবাদ কহিল এবং মিষ্ট বচনে নিবেদন করিল স্বামী স্ত্রী জনের পরম গুরু, আমার অগ্রজা পতি প্রতি কদাপি পরুষ ভাষা প্রয়োগ করেন নাই, তদনন্তর তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল ভগিনি এতাদৃশ অপবাদে নীরব থাক কেন? উত্তর কর না। কিন্তু বর্ষীয়সী এড্রিয়ানার দোষ এবম্প্রকারে সপ্রমাণ করিয়া দিলেন যে সে কেবল এতাবন্মাত্র প্রতিবচন প্রদান করিতে সমর্থ হইল আমি আত্মবচনেই অসুযোজ্যা হইলাম।

এড্রিয়ানা যদিও স্বীয় অসদাচরণে সলজ্জা হইল, তথাপি পতির উদ্ধার নিমিত্ত সাতিশয় ব্যগ্রতা সহকারে যত্ন করিতে লাগিল, কিন্তু মঠাধিকারিণী কাহাকেও মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে দিলেন না এবং শরণাপন্ন আন্তিফোলস্‌কেও বহির্গত করিলেন না বরং তাঁহার আরোগ্যার্থ চিকিৎসা করাইতে মানস করিলেন, একারণ তাহাদিগকে অন্তর করিয়া দিয়া স্বয়ং মঠ মধ্যে প্রবেশ পুরঃসর দ্বারাবরোধ করণের আদেশ দিলেন।

আন্তিফোলস্‌দ্বয়ের অবয়ব সৌসাদৃশ্য প্রযুক্ত যে দিবস ভ্রান্তি মূলক উক্ত সমস্ত ঘটনা হয়, দৈবযোগে এফিসসাধিপতি সেই দিন দীন ইজিয়নের দণ্ডার্থ অর্থ উপনীত না হইলে প্রাণ দণ্ড নিরূপণ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ ইজিয়ন সেই দিন সূর্য্যাস্তের প্রাক্ কাল পর্য্যন্ত সংকলন পুরঃসর যদি দণ্ডের মুদ্রা উপস্থিত না করেন তবে তাঁহার প্রাণ দণ্ড করিতে ঘাতুকদিগকে আজ্ঞা দিয়াছিলেন। দিনকর হীনকর প্রায় হইয়া অস্ত প্রাপ্ত হন্ তথাপি প্রাচীন ইজিয়ন্ অর্থের কোন সুযোগ করিতে পারিলেন না।

উপরি উল্লেখিত ধর্ম্মশালার সম্মুখে তাঁহার বধ্য ভূমি নির্ণীত হওয়াতে মঠাধিকারিণী সেই বর্ষীয়সী মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে কিয়ৎক্ষণ পরেই ঘাতুকগণ বেষ্টিত হইয়া তিনি তথায় আনীত হইলেন। এফিসসাধিপতি ইজিয়নের বৃত্তান্তাবগত হইয়া তদবধি তাঁহার প্রতি সদয় ছিলেন অতএব বধ্যভূমিতে নীত হইলে যদি কেহ সেখানেও তাঁহার দণ্ডার্থ প্রদান করে তাহা হইলেও পরিত্রাণ দিবেন এই আশয়ে স্বয়ং তথায় গমন করিলেন।

এড্রিয়ানা তখন পর্য্যন্ত মঠের নিকট দণ্ডায়মানা ছিল, অনতিদূরে দেশাধিপতিকে সমুপস্থিত দেখিয়া সমক্ষে গমন পূর্ব্বক আত্ম বিবরণ ব্যক্ত করত মঠাধিকারিণীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়া কহিল ধর্ম্মাবতার এই ধর্ম্মশালার অধ্যক্ষা আমার পতিকে সমর্পণ করেন না, বিচারাজ্ঞা হয়। দৈবাৎ এই সময়েই তাহার প্রকৃত পাণিগ্রাহ গৃহাভ্যন্তর হইতে বহির্গত হইয়া বন্ধন মোচন করত ড্রমিও দাস সমভিব্যাহারে রাজ সন্নিধানে গিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং দুঃশীলা মহিলা তাঁহাকে ক্ষিপ্তাপবাদ দিয়া বন্ধনালয়ে বন্ধন পূর্ব্বক অকারণ ঘোর যাতনা প্রদান করিয়াছে এতন্নিমিত্ত বনিতার নামে অভিযোগ করিতে লাগিলেন। এড্রিয়ানা নিশ্চয় করিয়াছিল তাহার পতি দাস সমভিব্যাহারে মঠের মধ্যে আছেন এক্ষ-

ণে তাহাকে আপনার ভবনের দিক্ হইতে দাস সহ সমাগত হইয়া এবম্প্রকার অভিযোগ করিতে দেখিয়া সাতিশয় বিস্ময়ান্বিতা হইল।

এদিকে ইজিয়ন্ বধ্য ভূমিতে আনীত হইয়া জনতা মধ্যে আপন পুত্রকে অবলোকন করাতে হর্ষে পুলকিত হইলেন এবং মনে করিলেন আমার কনীয়ান্ তনয় প্রসূতি ও সহোদরের উদ্দেশে দেশ বিদেশ ভ্রমণানন্তর অবশেষে বুঝি এই দেশে আগমন পুরঃসর বসতি করিয়াছে, যাহা হউক, এস্থানে ইহাকে অনেকের গণ্য দেখিতেছি, দণ্ডার্থ দিয়া অবশ্য আমাকে মুক্ত করিতে পারিবে, বধ্য ভূমিতে পরম লাভ হইল, চিরানুদ্দিষ্ট আত্মজকে পুনঃ প্রাপ্ত হইলাম। মনে এইরূপ উল্লাসিত হইয়া স্নেহবাক্যে তাঁহাকে কহিলেন বৎস অগ্রে আমাকে উদ্ধার কর। জ্যেষ্ঠ আন্তিফোলস্ শৈশবাবস্থায় সাগরোপরি জনক হইতে বিযুত হওয়া অবধি স্মরণাতীত কাল যাবৎ তাঁহাকে দর্শন করেন নাই, সুতরাং পিতা বলিয়া চিনিতে না পারাতে উত্তর করিলেন তোমার সহিত কি সম্বন্ধ যে এতাবৎ সংখ্যক ধন সমর্পণ করিব। বৃদ্ধ ইজিয়ন্ পুত্রের এতদ্বচনাকর্ণনে মনোমধ্যে দুঃখিত না হইয়া বিবেচনা করিলেন বালক দুর্ভাবনা ও ব্যাকুলতা বশতঃ বিকৃত চিত্ত হইয়া থাকিবেক, তন্নিমিত্ত চিনিতে পারিল না, অথবা এদেশে আসিয়া ধনসম্পত্তি করত সম্ভ্রান্ত হইয়াছে, আমি ঈদৃশ দুর্দশাগ্রস্ত, জনতা মধ্যে আমাকে পিতা বলিয়া স্বীকার করিতে লজ্জিত হইতেছে। পরন্তু অর্থ বিরহে তদ্দণ্ডে তদীয় প্রাণ দণ্ড হয় একারণ পুনর্ব্বার তাঁহার নিকট পরিচিত হইতে যত্ন করিলেন কিন্তু জ্যেষ্ঠ আন্তিফোলস্ কোন ক্রমেই চিনিতে পারিলেন না। এতদবসরে মঠাধিকারিণী গৃহাভ্যন্তরস্থ কনিষ্ঠ আন্তিফোলস্ ও তদীয় দাস সমভিব্যাহারে বহির্গত হইয়া রাজ সাক্ষাৎকারে আগমন করিলেন, তাহাতে এড্রিয়ানা এক স্থানে দুই জন স্বামী ও দুই দাস অবলোকন করত বিস্ময়ে অবাক হইয়া রহিল।

অনন্তর যে প্রগাঢ় ভ্রান্তি বশতঃ সকলের উৎপাত ঘটিতেছিল তাহার সমূলোন্মূলন হইল। পরস্পর অভিন্নাকার দুই জন আন্তিফোলস্ ও দুই দ্রুমিও দাস অবলোকন করিবা মাত্র ইজিয়ন্ বণিকের কথা এফিসসাধিপতির স্মরণে আসিল। তিনি প্রাতঃকালে ইজিয়নের বর্ণিত তদীয় বৃত্তান্ত স্মরণ করত কহিলেন এই যুবক দ্বয় নিঃসন্দেহ ইজিয়নের যমজ তনয়, আর এই দুই জন ইহাদের ভৃত্য।

ইজিয়ন্ প্রাণ দানার্থ বধ্য ভূমিতে আসিয়া পুত্র কলত্র সকলের সহিত পুনর্ব্বার মিলিত হওয়াতে আপনার নৈরাশ্য অনির্ব্বচনীয় লাভ ও আনন্দে অপনোদন করিলেন। প্রাতঃকালে রাজসমক্ষে নীত হইয়া অবধারিত করিয়াছিলেন দিনকরের অস্ত প্রয়াণ সঙ্গে মদীয় সমস্ত সাংসারিক লীলা বিলীন হইবেক, কেননা এফিসসাধিপতি তাঁহার বিবরণ শ্রবণে সদয় হইয়া সদ্যো সংহার বারণ করিলেও উদ্বন্ধনের সময় নিরূপিত করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু সেই সময়ে তাঁহার চির অনুদ্দিষ্ট তনয় দ্বয় সহ সমাগম ও প্রিয়তমার সহিত পরিচয় হইল। দুই আন্তিফোলস্ ও দুই দ্রুমিও দর্শনে নরপতি তাহাদিগকে পরস্পর যমজ সহোদর ও ইজিয়নাত্মজ কহিলে মঠাধিকারিণী বর্ষীয়সী প্রাচীন ইজিয়নকে স্বীয় পতি বলিয়া চিনিতে পারিলেন, এবং ঐ যুবক দ্বয় তাঁহার গর্ব্ভজ বলিয়া মনে পড়িল।

নির্দয় ধীবরেরা জ্যেষ্ঠ আন্তিফোলস্ ও তৎ সহচর দ্রুমিও এই দুইটী বালক লইয়া গেলে ইজিয়নের বনিতা স্বদেশ ভ্রষ্টা ও পতি পুত্র বিহীনা হইয়া শোকে ব্যাকুলা হওত কতক দিন পথেং ভ্রমণ করেন পরে এফিসসে আসিয়া তত্রস্থ ধর্ম্মশালার পূর্ব্বাধিকারিণীর নিকট শরণাপন্না হয়েন এবং স্বীয় সচ্চরিত্র ও ধর্ম্মিষ্ঠতা নিমিত্ত মঠাধিকারিণীর অবসানে তৎপদে অভিষিক্তা হইয়াছিলেন। যে আন্তিফোলস্ ক্ষণকাল পূর্ব্বে তাঁহার আলয়ে আশ্রয় লয় সে যে তাঁহার তনয় কিছুই জানিতে পারেন নাই, কেবল আতিথ্য ধর্ম্মের রক্ষা নিমিত্ত স্থান দান করিয়াছিলেন।

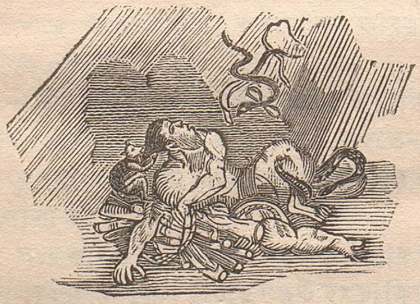
যাহা হউক এক্ষণে পিতা পুত্র ও সহোদর দ্বয়ে চির বিপ্র-

য়োগের পর অভাবনীয় সংযোগ হইলে সেই বহুজনাকীর্ণ বধ্য ভূমি মধ্যেই তাঁহাদের পরস্পর প্রেম ও স্নেহে আশ্লেষ হইতে লাগিল। এফিসসাধিপতি এই আনন্দোৎসবে মগ্ন হওয়াতে ক্ষণ কালের নিমিত্ত ইজিয়নের দণ্ড বিধান বিস্মরণ হইলেন, এবং উপস্থিত জনসমূহ ঐ বিবরণ পরিজ্ঞানে বিস্ময়োৎফুল্ল হইল। তদনন্তর ধনাঢ্য জ্যেষ্ঠ আন্তিফোলস্ জনকের প্রাণ পরিত্রাণ নিমিত্ত দণ্ডের ধন স্বকোষ হইতে আনয়ন পুরঃসর রাজসমক্ষে সমর্পণ করিলেন কিন্তু নৃপতি ইজিয়নের এই দৈব-ঘটনার বৈচিত্র্যে সাশ্চর্য্য চিত্ত হওয়াতে বিনা দণ্ডে তাঁহাকে মুক্তি দিলেন। তদনন্তর মঠাধিকারিণী ইজিয়ন্ ভামিনী স্বামি ও পুত্র দ্বয় সহিত ধর্ম্মশালায় প্রবেশ করিলেন এবং বহু কালের পর সংমিলন হওয়াতে আহ্লাদ সাগরে মগ্ন হইয়া পরস্পর কথোপকথন করিতে লাগিলেন। রাজা তচ্ছ্রবণার্থ তাঁহারদের সমভিব্যাহারে গমন করিয়াছিলেন। দ্রুমিও দ্বয়ও পরস্পরের অচিন্তিত মিলনে হর্ষ প্রফুল্ল হইল এবং মুকুরে যদ্রূপ আপন প্রতিমূর্ত্তি দেখিলে আহ্লাদ জন্মে তাহারা পরস্পরে আত্ম সাদৃশ্য অবলোকন করিয়া তদ্রূপ আনন্দিত হইতে লাগিল।

এদ্রিয়ানা পূর্ব্বে স্বামির প্রতি ঈর্ষান্বিতা ছিল তাহাতে জ্যেষ্ঠ আন্তিফোলস্ সর্ব্বদা অসুখী হইতেন, এক্ষণে পিতৃ মাতৃ ভ্রাতৃ সমাগমে সৌভাগ্যোদয় হওয়াতে শ্বশ্রূর উপদেশে সুশীলা হইল।

পরে কনিষ্ঠ আন্তিফোলস্ ভ্রাতৃজায়ার ভগিনী লুসিয়ানার রূপলাবণ্য ও সদ্গুণ নিচয়ে সন্তুষ্ট হইয়া কিয়দ্দিনানন্তর তাহার পাণি গ্রহণ করিলেন। অতএব বৃদ্ধ ইজিয়ন্ সন্তুষ্ট সন্তান স্নুষা কলত্র ভৃত্য সমভিব্যাহারে পরম সুখে এফিসস্ দেশে শেষ কাল যাপন করিতে লাগিলেন। তাঁহার তনয় দ্বয় এবং দুই দ্রুমিও পরস্পর অনুরূপ আকৃতি জন্য ভ্রমবশতঃ অকারণ ক্লেশ সহ্য করিয়াছিল কিন্তু তদনন্তর তদ্রূপ ভ্রমো-থ্থাপন হইলে মহা কৌতুক জন্মিত ইতি।





R. D. SORNOKAR, ENGR. ২৯

ঝটিকা।

সেক্‌সপিয়র।

ঝটিকা।

প্রসপারো নামক এক প্রাচীন পুরুষের পরম রূপবতী লোচনানন্দদায়িনী মিরান্দা নাম্নী এক নন্দিনী ছিল। বৃদ্ধ চরম বয়সে দৈবী ঘটনা বশতঃ সমুদ্রোপরি নির্ম্মনুষ্য উপদ্বীপে চির প্রবাস করিতে বাধ্য হওয়াতে সেই শিশু তনয়াটী সমভিব্যাহারে লইয়া যান, সুতরাং মিরান্দা জ্ঞানোদয়ের পর জনক ভিন্ন অন্য নরাকৃতি অবলোকন করে নাই।

প্রস্‌পারো উপদ্বীপের মধ্যবর্ত্তি পর্ব্বত গহ্বরে কতিপয় কুটীর নির্ম্মাণ পূর্ব্বক পৃথক্‌২ নিলয়ে জনক অঙ্গজায় অবস্থিতি করিতেন। অপর এক কুটীরে কতক গুলিন ভোজ বিদ্যার পুস্তক স্থাপন করিয়াছিলেন। তদানীন্তন বুধ গণের ভোজ বিদ্যানুশীলনে সাতিশয় সমাদর ছিল। প্রস্‌পারো ঐন্দ্রজালিক বিদ্যায় বিশেষ বিদ্বান্ ছিলেন, এবং তাঁহার পাণ্ডিত্য প্রযুক্ত ঐ উপদ্বীপের যথেষ্ট উপকার দর্শে। সাইকোরেক্‌স নাম্নী কোন কুহকিনী ঐন্দ্রজালিক কুহকে বহুকালাবধি ঐ স্থানস্থ সকলকে মোহিত করণ পুরঃসর নিরন্তর ভূরিং ভূতের নিপীড়ন নিমিত্ত তাহাদিগকে বিবিধ উৎকটাজ্ঞা করিত। যে সকল ভূত তাহার অনুমতি পালনে অস্বীকার করে তাহাদিগকে তরুকোটরে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। সেই কুহকিনী মানব লীলা সম্বরণ করিলে কিয়ৎ কাল পরে বৃদ্ধ প্রসপারো অদ্ভুত ঘটনা দ্বারা তথায় উপস্থিত হইলেন, এবং আপনার বিদ্যা প্রভাবে ভূত গণের অবস্থা অবগত হইয়া মন্ত্রবলে তাহাদের উদ্ধার করিলেন।

ভূতেরা এই উপকৃতি সংস্মৃতি পূর্ব্বক তাঁহার আজ্ঞাবহ হইল। এই ভূতগণ মধ্যে এরিএল্ প্রধান ছিল।

এরিএল্ কেলিবান্ নামক রাক্ষসের প্রতি জাতবৈর হইয়া নিয়ত কেবল তাহাকে নিপীড়ন করিত এতদ্ব্যতীত তাহার অন্য কোন দৌরাত্ম্য ছিল না। কেলিবানের উপর তাহার দ্বেষভাবের কারণ এই যে ঐ ব্যক্তি তাহার চির বিদ্বেষিণী সাইকোরেক্স নাম্নী নিশাচরীর গর্ব্ভজাত, সুতরাং কাল বশতঃ সপত্ন পিশিতাশনার বিনাশ হইলেও এরিএল্ তদঙ্গজের বিদ্রোহ করিয়া বৈর নির্যাতন করিত। কেলিবান্ অতিশয় কুরূপ, বানরাপেক্ষাও বিশ্রী ছিল, এবং মাতৃশত্রুর ভয়ে ভীত হইয়া সর্ব্বদা অরণ্যে ভ্রমণ করত কালক্ষেপ করিত। প্রাচীন প্রস্পারো কোন বিপিনে তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া ধারণ পূর্ব্বক আলয়ে লইয়া আসিলেন, এবং প্রতিপালন করত স্নেহ ভাবে মনুষ্যের বাক্য কহিতে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। কিন্তু ঐ রাত্রিচরী তনয় জননীর তুল্য কুটিল প্রযুক্ত উত্তমরূপ পোষ্য হইয়াও শিক্ষাগ্রহণে উপেক্ষা করিল, সুতরাং প্রস্পারো তাহার দাসত্ব বিধান পুরঃসর তাহার প্রতি কাষ্ঠাহরণ ও অন্যান্য তাদৃশ শ্রমসাধ্য কর্ম্মের ভার অর্পণ করিলেন এবং এরিএলকে তাহার উপর অধ্যক্ষতা করিতে আজ্ঞা দিলেন।

এরিএল্ ভূত প্রস্পারো ব্যতীত কাহার নয়ন গোচর হইত না, অতএব কেলিবান্ নিশাচর যখন২ আত্ম কর্ত্তব্য ব্যাপারে আলস্য করিত তৎক্ষণাৎ ঐ ভূত অলক্ষ্যরূপে নখাঘাত অথবা কর্দ্দমোপরি নিক্ষেপ দ্বারা তাহার শাসন করিত। এবং প্রসূতির বৈর স্মরণ করত কদাচিৎ স্বয়ং মর্কটাকার ধারণ পূর্ব্বক বিকট বদনে ব্যঙ্গ করিত। কখন বা তীক্ষ্ণ কণ্টকান্বিত শল্লকীর আকৃতি পরিগ্রহ পুরঃসর তাহার বর্ত্মাবরোধ করিত, সে সময় কেলিবান্ কণ্টক ভয়ে পলায়ন পরায়ণতা ব্যতীত আত্ম রক্ষার উপায় প্রাপ্ত হইত না। অতএব এরিএলের দৌরাত্ম্য ভয়ে প্রসপারোর

আদিষ্ট কার্য্য নির্ব্বাহে কেলিবানের ক্ষণকালের নিমিত্তও বিশ্রাম ছিল না।

প্রস্‌পারো এরিএল্‌ প্রভৃতি কতিপয় প্রবল পরাক্রম দেবযোনি বশম্বদ করাতে তাহাদের সহায়তায় সাগর তরঙ্গ ও পবনকে আজ্ঞাবহ করিয়াছিলেন। এক দিবস তাঁহার আদেশানুসারে ভূতগণ জলধির উপর প্রবল পবন উত্থাপন পূর্ব্বক একখান বৃহৎ অর্ণবপোতকে তদুপরি ঘূর্ণায়মান করিল, এবং ভয়ঙ্কর লহরী বিভঙ্গে তরির রসাতল সংস্পর্শোপক্রম হইল। প্রস্‌পারো কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সমুদ্রের তরঙ্গে নিমজ্জমান তরণী স্বীয় তনয়াকে প্রদর্শন করত কহিতে লাগিলেন বৎসে ঐ পোত মধ্যে আমাদের সদৃশ সজীবন বস্তু আছে। মিরান্দা জনকের এতদ্বচন শ্রবণে অর্ণব যানাবলোকন করত দয়াবিষ্টা হইয়া সবিনয়ে নিবেদন করিলেন পিতঃ আপনকার বশীভূত ভূতগণ দ্বারা এই ঝঞ্‌ঝা সমীরণ উদ্ভূত হইয়া জলনিধিকে তরঙ্গাকুল করিয়াছে কিন্তু আপনি অর্ণব যানস্থ জীবগণের প্রতি করুণা বিতরণ পুরঃসর তাহাদের এই বিপদ বিমোচন করুন, নিরীক্ষণ করুন, নিমেষ মধ্যে তরি ভগ্না হয়, আহা দুর্ভাগ্য জীববর্গ এখনই বিনষ্ট হইয়া যাইবেক। হা বিধাতঃ যদিস্যাৎ আমাকে ক্ষমতা দিতে আমি জলনিধিকে অবনি করিয়া প্রাণিপুঞ্জের প্রাণ রক্ষা করিতাম।

প্রস্‌পারো কন্যার কাতর্য্যান্বিত কথা আকর্ণন করিয়া কহিতে লাগিলেন বৎসে ব্যাকুলা হইও না, তরণীস্থিত কোন প্রাণী এ সঙ্কটে বিনষ্ট হইবে না। আমি শাসন করিয়াছি ঝটিকা দ্বারা তরণির কোন প্রাণী প্রাণে আঘাত না পায়। হে লোচনানন্দদায়িনী মিরান্দা কেবল তোমার হিতার্থ এই ব্যাপার উত্থাপিত করিয়াছি। তুমি কে এবং কোন্‌ স্থান হইতে এখানে আনীত কিছুই অবগত নহ, অপর আমার বিষয় এতাবন্মাত্র জান যে আমি তোমার জনক

এই পর্ব্বত গহ্বরে দুঃখে চিরদিন দিনপাত করি। বৎসে এই উপদ্বীপে আসিবার পূর্ব্বকথা কিছু মনে পড়ে? আমার বোধ হয় তোমার স্মরণ হইবেক না, কেননা তখন তোমার বয়ঃক্রম তিন বৎসরের ন্যূন ছিল।

মিরান্দা উত্তর করিলেন হাঁ আমার কিঞ্চিৎ২ স্মরণ হয়।

প্রস্‌পারো জিজ্ঞাসা করিলেন তোমার কি স্মরণ হয়, বল দেখি, কোন বাটী কিম্বা কোন মনুষ্যের কথা কি মনে পড়ে?

মিরান্দা বলিলেন পিতঃ আমার স্বপ্নবৎ স্মৃতিপথে প্রকাশমান হয় যেন চারি পাঁচ জন স্ত্রীলোকে আমার লালন পালন করিত।

বৃদ্ধ বলিলেন হা বৎসে, চারি পাঁচ জন কি, অধিক ব্যক্তি তোমার প্রতিপালনার্থ নিযুক্ত ছিল। যাহা হউক, কি প্রকারে এখনও সে সকল বিষয় তোমার স্মরণ পথে আছে? ভাল, আর একটা জিজ্ঞাসা করি কিরূপে এস্থানে আনীতা হও তদ্বিষয়ের কিছু মনে পড়ে?

মিরান্দা নিবেদন করিলেন না পিতঃ অন্য কিছু স্মরণে আইসে না।

প্রাচীন কহিলেন বৎসে তবে অবধান কর দ্বাদশ বর্ষ পূর্ব্বে আমি মিলান্ দেশের রাজা ছিলাম, তুমি রাজ-কন্যা আমার উত্তরাধিকারিণী। আন্তোনিও নামা আমার এক অনুজ আছে, আমি তাহাকে সর্ব্ব বিষয়ে বিশ্বাস করি-তাম, আপনি বিরলে উপবেশন পুরঃসর অনুক্ষণ শাস্ত্র চিন্তা করি ঈদৃশী বাসনা মনোমধ্যে প্রবলা হওয়াতে সমস্ত রাজ্যের ভার সহোদরের হস্তে সমর্পণ করিলাম, কিন্তু কনিষ্ঠ অবিলম্বে কৃতঘ্ন হইয়া প্রবঞ্চনা পূর্ব্বক স্বয়ং রাজ্যা-ধিকারী হইতে চেষ্টা করিতে লাগিল। আমি বৈষয়িক যাবতীয় ব্যাপার হইতে বিরত হইয়া অহোরাত্র কেবল শাস্ত্রানুশীলনে নিমগ্ন হইলে অনুজ রাজবদারচণ করিতে আরম্ভ করিল ও বিবিধ প্রকারে প্রজাজনের মনোনুরঞ্জন

করিয়া কিয়ৎ কাল মধ্যে সকলের প্রিয় হইল। অনন্তর স্বয়ং একাধিপত্য করিবার বাসনা তদীয় মনোমধ্যে প্রবলা হইয়া উঠাতে আমাকে রাজ্য হইতে দূরীকৃত করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিল, এবং আমার চিরন্তন বৈরি নেপল্‌স দেশীয় মহাবল পরাক্রম ভূপতির নিকট আশ্রয় গ্রহণ পুরঃসর তদীয় সাহায্যে অবিলম্বে আপন যত্ন সফল করিল।

মিরান্দা কহিলেন পিতঃ যদিস্যাৎ পিতৃব্য ঈদৃশ কৃতঘ্ন-তাচরণ পুরঃসর আপনার রাজ্যাপহরণ করিয়া থাকে তবে আমাদিগের প্রাণ নাশ করিতে পারিত আমরা কি রূপে জীবনরক্ষা পাইলাম ?

বৃদ্ধ বলিলেন আমি প্রজাগণের অতিশয় স্নেহ ভাজন ছিলাম এতন্নিমিত্ত সেই কৃতঘ্ন অস্মদীয় জীবন বিনাশে সাহস করিতে পারে নাই। কিন্তু কৌশল ক্রমে আমাদের দুই জনকে এক অর্ণব যানে আরোহিত করিয়া সাগরো-পরি ভাসাইয়া দিয়াছিল। তদনন্তর অর্ণবপোত আমা-দের দুইজনকে লইয়া সমুদ্রের মধ্য স্থলে ভাসমান হইলে সেই দুরাত্মা একখান ক্ষুদ্র তরিতে আমাদিগকে আরোহিত করায় ঐ তরণীতে মাস্তুল পাইল অথবা দ-ণ্ডাদি কিছুই ছিল না সুতরাং সে অনুমান করিয়া ছিল আমরা নিঃসংশয় জলমগ্ন হইয়া শমন সদনের অতি-থি হইব। কিন্তু মদীয় একজন সম্ভ্রান্ত সভাসদ্ আমার প্রতি সাতিশয় স্নেহবান্ ছিলেন তিনি চিরপ্রণয় বিস্মরণে অক্ষম হওয়াতে আমার প্রতি অনুজের এই আচরণ দর্শনে করুণাবিষ্ট হইয়া গোপনে ঐ তরণীর অভ্যন্তরে কতক গুলি খাদ্য সামগ্রী এবং পরিচ্ছদ ও রাজত্বাপেক্ষা আমার অধিক প্রিয়তর কতিপয় পুস্তক সাবধানে রক্ষা করিয়া-ছিলেন।

মিরান্দা কহিলেন পিতঃ তোমার এই বিপত্তির সময় তবে আমি মহা যন্ত্রণার স্বরূপ হইয়াছিলাম।

প্রস্‌পারো কহিলেন বৎসে তুমি ক্লেশকর হও নাই বরং আমার জীবন রক্ষার কারণ হইয়াছিলে যখন ঘোরতর দুঃখে বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ প্রায় হইত তখন তোমার মুখাবলোকন করিতাম তাহাতে তুমি বিদ্যুল্লতার তুল্য হাস্য করিলে তদ্দর্শনে মনের দুঃখাবেগ দূরীভূত হইত। হে পুত্রি, অনন্তর আমরা এই অরণ্যময় উপদ্বীপে উপনীত হইলে উক্ত তরণী মধ্যে মদীয় মিত্র যে সমস্ত ভক্ষ্য পনীয় সমর্পণ করিয়াছিলেন ক্রমে তাহার শেষ হইল সুতরাং তৎপরে আমরা অতিকষ্টে কোন প্রকারে প্রাণ ধারণ করিতে লাগিলাম। এবং আমি এস্থানে উত্তীর্ণ হইয়া অবধি তোমাকে শাস্ত্রাধ্যয়ন করাইতে আরম্ভ করিলাম তুমিও স্বীয় পরিশ্রম সহকারে বিশিষ্টরূপে জ্ঞানাপন্না হইতে লাগিলা।

মিরান্দা কহিলেন তাত আপনি আমাকে লালন পালন ও জ্ঞান দান করিয়াছেন তন্নিমিত্ত পরমেশ্বর আপনকার মঙ্গল করিবেন। কিন্তু সাগরের উপরি ঘোরতর ঝটিকা উত্থাপনের তাৎপর্য্য কি, অনুগ্রহ প্রকাশ পুরঃসর এ দীনাকে অবগতা করিতে আজ্ঞা হউক।

প্রস্‌পারো বলিলেন বৎসে শ্রবণ কর, ঐ বাত্যা উত্থাপন করাতে তদ্দ্বারা নেপল্‌সাধিপতি এবং আমার কৃতঘ্ন অনুজ এই দুই বৈরী এই উপদ্বীপের প্রান্তে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে।

প্রাচীন এতদ্বাক্য কহিয়া অব্যবহিত পরে যাদু বিদ্যার দণ্ড দ্বারা দুহিতার অঙ্গ স্পর্শ করিলেন তাহাতে ঐ বালা ঘোর নিদ্রায় অভিভূতা হইল। তদনন্তর এরিএল্ ভূত প্রস্‌পারোর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বাত্যার বিবরণ ও অর্ণব যানোপরিস্থ লোকদের অবস্থার বিষয় নিবেদন করিল। যদিও ভূতেরা অলক্ষ্য রূপ প্রযুক্ত মিরান্দার নয়ন গোচর হইবার সম্ভাবনা ছিল না, তথাপি প্রস্‌পারো তাহাদের সহিত যে কথোপকথন করিতেন তাহা তনয়াকে শ্রবণ করিতে দিতেন না, কেননা পিতা বায়ুর সহিত কিপ্রকারে কথোপকথন

করেন ইহা ভাবিয়া যদি কন্যা চমৎকৃতা হয়েন এই নিমিত্ত তিনি অগ্রে সাবধান হইয়া গুণদণ্ড স্পর্শ দ্বারা দুহিতাকে সংজ্ঞাশূন্যা করিয়া রাখেন।

পরে প্রস্‌পারো এরিএল্‌কে কহিলেন হে বিক্রান্ত দেব-যোনি কিরূপে এ কর্ম্ম সম্পন্ন করলে?

এরিএল্‌ প্রচণ্ড সমীরণ সঞ্চালনে অর্ণবপোতস্থ নাবিক গণের শঙ্কান্বিত হইবার বিবরণ বিশেষরূপে আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিয়া নিবেদন করিল রাজপুত্র ফার্ডিনেণ্ড ঐ বিপদ উপস্থিত দেখিয়া ভয়ে সর্ব্বাদৌ তরণী হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক স্বয়ং সাগরে পতিত হইলেন, তাহাতে তাঁহার পিতা অনুমান করিলেন প্রিয় তনয় মহাতরঙ্গে মগ্ন হইল, কিন্তু রাজ নন্দন জলমগ্ন হন নাই তাঁহার প্রাণ রক্ষা হইয়াছে। তিনি এই উপদ্বীপের এক প্রান্তে উপনীত হইয়া জনকের জন্য বিলাপ করিতেছেন, তাঁহার বোধ হইয়াছে পিতা পোতে থাকিয়া জলসাৎ হইয়াছেন, কিন্তু তাহার পিতারও একটী কেশক্ষয় হয় নাই বরং পরিহিত রাজ-পরিচ্ছদ সাগর নীরে আর্দ্র হওয়াতে অতিশয় সমুজ্জ্বল হইয়াছে।

এতাবদ্বৃত্তান্ত শ্রবণে প্রীতি প্রফুল্ল হইয়া প্রস্‌পারো কহিলেন হে প্রিয়তম অত্যুত্তম করিয়াছ। অধুনা রাজ তনয়কে আনয়ন করিয়া আমার তনয়ার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া দাও। অপর রাজা ও আমার অনুজ কোথায় আছে বল?

এরিএল্‌ নিবেদন করিল তাঁহারা ফার্ডিনেণ্ডের অন্বেষণ করিতেছিলেন তাহাদের নিকট দিয়া দেখিয়া আসিয়াছি, দুই জনে মনে করিতেছেন রাজকুমারকে পুনর্ব্বার দেখিতে পাইবেন না, কেননা তাঁহাকে জলমগ্ন হইতে স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিয়াছেন সুতরাং তাঁহার মৃত্যু ব্যতীত জীবনাশা কি প্রকারে করিতে পারেন। পরন্তু হে প্রভো, সেই অর্ণব তরির নাবিকগণ মধ্যেও কেহ জলমগ্ন হইয়া

প্রাণে বিনষ্ট হয় নাই, তাহারা পৃথক্ স্থানে নীত হইয়া প্রত্যেকে মনে করিতেছে কেবল সেই রক্ষা পাইল, অপর অর্ণবতরণীও নিরাপদে নীরধি তটে স্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু কাহারও দৃষ্টিগোচর হইবেক না।

প্রস্‌পারো এতদবগতে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন এরিএল্ তোমার প্রতি যে কর্ম্মের ভারার্পণ করিয়াছিলাম সম্যক্ প্রকারে নির্ব্বাহ করিয়াছ, এক্ষণে আর একটী কার্য্য করিতে হইবেক।

এরিএল্ তৎশ্রবণে কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণচিত্ত হইয়া সবিনয় বচনে নিবেদন করিল অন্য কি করিতে হইবেক? প্রভো স্মরণ করিতে আজ্ঞা হউক, আপনি অঙ্গীকার করিয়াছিলেন তাবন্মাত্র নির্ব্বাহ করিলে আমাকে দাসত্ব শৃঙ্খল হইতে মুক্তি প্রদান করিবেন। আমি আপনকার গুরুতর কার্য্য সম্পন্ন করিলাম, এবং আপনকার নিকট কখন অনৃত বচন কহি নাই ও প্রতারণা অথবা আদেশ পালনে কদাপি তাচ্ছল্য করি নাই, হে দেব এতৎ সমস্ত স্মরণ পুরঃসর বিবেচনান্তে দাসত্ব বিমোচনে অনুমতি হউক।

প্রস্‌পারো কহিলেন এরিএল্ তোমাকে কিরূপ যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করিয়াছি তাহা কি বিস্মরণ করিলে? বার্দ্ধক্য ও কৌটিল্য জন্য কুব্জাকৃতি সেই ক্রূরা পিশাচী সাইকোরেক্স কি তোমার স্মৃতিপথ বর্ত্তিনী হয় না? তুমি কি একেবারে তাহাকে ভুলিয়াছ, সে কোথায় জন্মে জ্ঞাপন কর দেখি?

এরিএল্ কহিল দেব, সে আল্‌জিয়র্স দেশোদ্ভবা।

প্রস্‌পারো বিস্ময় প্রকাশ পুরঃসর বলিলেন সে কি আল্‌জিয়র্স জনপদে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল? যাহাহউক, ভাল তুমি কি ছিলে এখন কহিতে পার, আমার বোধ হয় অধুনা কিছুই তোমার স্মৃতিপথে উদিত হইবেক না। ওহে এরিএল্ সেই কুটিলা কুহকী সাইকোরেক্স ঈদৃশী দুশ্চরিত্রা ছিল যে এক্ষণে তাহার অতীত আচরণের কথা শ্রবণ করিতেও শঙ্কা জন্মে। সে স্বীয় স্বভাব দোষে জন্ম-

ভূমি হইতে দূরীভূতা হইলে নাবিকগণ কর্ত্তৃক এই উপদ্বীপে পরিত্যক্তা হয়। পরে এখানে অবস্থিতি করত কোমল স্বভাব প্রযুক্ত তোমাকে বশম্বদ করিয়া উৎকট আজ্ঞা করিত, তুমি সে সমস্ত সম্পন্ন করিতে অসমর্থ হওয়াতে তোমাকে তরু-কোটরে নিরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। তুমি কোটরাবরুদ্ধ হইয়া রোদনমাত্র পরায়ণ হওত আর্ত্তনাদ করিতেছিলে, আমি তোমাকে তথা হইতে উদ্ধার করি। সে দুরবস্থা কি এখন স্মরণ হয় না?

প্রস্পারোর এতদ্বাক্য শ্রবণে এরিএল্ কৃতঘ্নম্মন্য হইয়া লজ্জা নম্র মুখে নিবেদন করিল প্রভো ক্ষমা করুন, আপনি যে প্রকার আজ্ঞা করিবেন তাহাই পালন করিব।

প্রস্পারো কহিলেন আদেশানুযায়ি কার্য্য করিলে অবশ্য মুক্ত করিব। পরে তদ্দ্বারা যে২ কর্ম্ম নির্ব্বাহ করণের মানস ছিল তাহা আজ্ঞা করিলে এরিএল্ তদ্দণ্ডে ফার্ডিনেণ্ডের সন্নিধানে গমন করিল, এবং তথায় উত্তীর্ণ হইয়া নিরীক্ষণ করিল তিনি জনকের শোকে ব্যাকুল হইয়া সেই প্রকার ম্রিয়মাণাবস্থায় বসিয়া আছেন।

এরিএল্ সম্মুখে গমন পূর্ব্বক সম্বোধন করিয়া কহিল হে নৃপনন্দন ত্বরায় আপনাকে স্থানান্তরিত করিতেছি। সুরূপা মিরান্দাকে আপন রূপ লাবণ্য প্রদর্শন নিমিত্ত ত্বরায় তন্নিকটে উপস্থিত হইতে হইবেক, আপনি আমার পশ্চাৎ২ আগমন করুন। ইহা কহিয়া এই সংগীত গান করিতে লাগিল।

পঞ্চ বাহু মিত তোয়ে তব পিতা স্থিত।
তাঁহার সমস্ত অস্থি প্রবাল পূরিত॥
মুকুতালঙ্কৃত তাঁর নয়ন যুগল।
পূর্ব্বাকার কিছু নাই সকলি বিকল॥
সিন্ধু মধ্যে রূপান্তর করিয়া ধারণ।
এখন প্রকৃত মতে আশ্চর্য্য দর্শন॥
বারি দেবীগণ অতি হরষিত মনে।
তাঁহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া করেন যতনে॥

শুনাযায় ঘণ্টা রব হয় ক্ষণে ক্ষণ।
ঐ শুন ঐ শুন বাজে ঠন্‌ঠন॥

রাজকুমার একে জনকের অদর্শনে ব্যাকুল ছিলেন, তাহাতে আবার তদীয় দুঃসংবাদ বচন শ্রবণ করাতে একেবারে অধীর হইলেন। তথাপি এরিএলের বাক্যে তাহার পশ্চাৎ গমন করিলেন, এবং কিয়ৎ ক্ষণ মধ্যে প্রস্‌পারো ও মিরান্দার সম্মুখে গিয়া উপনীত হইলেন। তাঁহারা তৎকালে পিতা পুত্রীতে এক তরুতলে ছায়ায় বসিয়া ছিলেন। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে ঐ তনয়া স্বীয় তাত ব্যতিরিক্ত জন্মাবচ্ছেদে অন্য পুরুষের অবয়ব অবলোকন করেন নাই।

অতএব প্রস্‌পারো কন্যাকে অনিমিষ নয়নে রাজতনয়ের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন মিরান্দা ও কি নিরীক্ষণ করিতেছ?

মিরান্দা ভীতি বিহ্বলা হইয়া সঙ্কুচিত মনে উত্তর করিলেন তাত ঐ একটা ভূত, পরমেশ্বর রক্ষা করুন, ও চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিতেছে, কিন্তু উহার আকার পরম সুন্দর, পিতঃ ওটা কি দেবযোনি নয়?

প্রস্‌পারো কহিলেন, না বৎসে, ও ভূত নয়। আমাদিগের ন্যায় উহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও ইন্দ্রিয়াদি আছে, আমাদের তুল্য ভোজন ও শয়ন করে। কন্যে এই যে যুবা পুরুষকে দর্শন করিতেছ ইনি ইতিপূর্ব্বে সাগরোপরি বৃহৎ পোতে ছিলেন, শোকাবেগে ম্লান হইয়াছেন, স্বস্থান্তঃকরণ ও সুস্থ শরীর দেখিলে এতদপেক্ষা কান্তিপুষ্ট ও সুরূপ দেখিতে পাইতে। ইনি এক্ষণে সহচর বিহীন হইয়া যূথভ্রষ্ট হরিণ প্রায় তাহাদের অন্বেষণ নিমিত্ত ব্যাকুল চিত্তে ভ্রমণ করিতেছেন।

মিরান্দা পূর্ব্বে অনুমান করিতেন তাঁহার পিতার ন্যায় পুরুষ মাত্রের শ্মশ্রু লোম শুভ্রবর্ণ, এবং মুখ মণ্ডল অলঘু অতএব পুরুষ যুবরাজের আকৃতি বৈলক্ষণ্য ও অনুপম রূপ লাবণ্য বিলোকন করিয়া বিস্ময়োৎফুল্লচিত্তা হইলেন। ফার্ডিনেণ্ডও লোকালয় শূন্য উপদ্বীপ মধ্যে নবযৌবন-

সম্পন্না বিদ্যুদ্বৎ দীপ্তিমতী সুলোচনা মনোরমা সেই বামা রামাকে নিরীক্ষণ করিয়া চমৎকৃত হইলেন। তিনি ইতি পূর্ব্বে বায়ুমধ্যে অশরীরি বাক্য শ্রবণ করিয়া বিস্ময়াকুলিত ছিলেন ইদানী রূপনিধান কন্যানিধান স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া সাশ্চর্য্য চিত্তে বিবেচনা করিতে লাগিলেন বুঝি কোন মায়াবি কর্ত্তৃক আমি এই উপদ্বীপে আনীত হইয়া থাকিব এই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী কামিনী এ দ্বীপের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হইবেন। মনোমধ্যে এবম্প্রকার বিতর্ক করিয়া রাজ-নন্দন তদনুরূপ সম্মান প্রদর্শন পুরঃসর তাঁহাকে দেবী বলিয়া সম্বোধন করিলেন।

মিরান্দা ভয় ও বিস্ময়ে ব্যাকুল চিত্ত হইয়া উত্তর দিলেন আমি কোন দেবী নহি, আমি অবলা নর বালা। তদনন্তর আপনার সমস্ত পরিচয় দানের উদ্যম করিতেছেন ইত্যব-সরে প্রস্পারো তথায় আসিয়া উপস্থিত হওয়াতে তাহাতে ব্যাঘাত হইল। পরন্তু প্রস্পারো রাজনন্দন ও স্বীয় নন্দিনী মিরান্দাকে পরস্পরের রূপ লাবণ্যে সমাকৃষ্টমনাঃ এবং মুগ্ধ দেখিয়া সাতিশয় পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন, আর তাঁহার সুস্পষ্ট বোধ হইল যুবক যুবতীর পরস্পর শুভ দৃষ্টি মাত্রে হৃদয় মধ্যে পরম প্রণয়ের সঞ্চার হইয়াছে। কিন্তু রাজ-তনয়ের প্রণয় স্থায়ি হইবেক কি না পরীক্ষা নিমিত্ত তাঁহা-দের প্রেমব্যবহারে আপাততঃ বিঘ্ন স্বরূপ হইলেন এবং উভয়ের সম্মুখীন হইয়া নৃপনন্দনের প্রতি আরক্ত নয়ন নিক্ষেপ পুরঃসর কর্কশ বচনে কহিতে লাগিলেন, আমি এতদ্দ্বীপাধিকারী, বোধ হয় মদীয় রাজত্ব অপহরণ মানসে তুমি এস্থানে চরস্বরূপে আগমন করিয়াছ। অতএব আমার পশ্চাৎ আইস তোমার পদদ্বয় কণ্ঠদেশে লিপ্ত করিয়া কুষ্মাণ্ডাকারে বন্ধন পূর্ব্বক শুষ্ক ফল মূল শম্বূকমাংস এবং শস্যাদির ত্বক্ ভোজন ও সমুদ্রের জল পান করাইব। নৃপকুমার এতৎ শ্রবণে কোপকম্পিত কলেবর হইয়া করে তরবারি ধারণ পুরঃসর সদর্প বাক্যে বলিতে লাগিলেন

তোমা অপেক্ষা বলবন্ত বৈরি কর্ত্তৃক যাবৎ বিনির্জিত না হইব তাবৎ পর্য্যন্ত কদাপি ত্বদুল্লেখিত দ্রব্যাহারে প্রাণ ধারণ করিব না। কিন্তু প্রস্‌পারো আপন যাদুকরী যষ্টি ঘূর্ণায়মান করত রাজতনয় যেখানে দণ্ডায়মান ছিলেন সেই স্থানেই চিত্রার্পিতের ন্যায় তাঁহাকে স্থির করিয়া রাখিলেন আর তাঁহার চলৎ শক্তিও রহিল না।

মিরান্দা যুবরাজের ঈদৃশী দশা দর্শন করিয়া কাতরতা পূর্ব্বক বাহুলতা পাশে পিতার গলদেশ বন্ধন করত বিনয় পুরঃসর করুণস্বরে কহিতে লাগিলেন পিতঃ কি নিমিত্ত আপনি ঈদৃক্ নির্দয় হইলেন, ক্ষমা করুন, আমি ঐ ব্যক্তির প্রতিভূ হইতেছি, আমি এই মুহূর্ত্ত মাত্র দ্বিতীয় পুরুষ নয়ন গোচর করিলাম, আমার অন্তঃকরণ ইহাকে যথার্থ পুরুষ বোধ করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছে।

প্রস্‌পারো কোপাবেশে বলিলেন মিরান্দা বৃথা বাক্য ব্যয় করিও না, পুনর্ব্বার এপ্রকার কথা কহিলে যথোচিত ভর্ৎসনা করিব। কি আশ্চর্য্য তুমি প্রতারকের পক্ষপাতিনী হইতেছ? তুমি ইহাকে এবং এতদ্ব্যতিরিক্ত কেলিবানকে অবলোকন করিয়া মনে করিতেছ এতাদৃশ সুরূপ পুরুষ আর নাই। কিন্তু অয়ে অবোধ বালিকে কেলিবান্ অপেক্ষা যদ্রূপ এই পুরুষকে রূপবান দেখিতেছ ইহা হইতেও তদ্রূপ ভূরি২ সুন্দর পুরুষ আছে। তিনি কেবল কন্যার প্রণয়ের তথ্য পরীক্ষা নিমিত্ত এবম্প্রকার উক্তি করিলেন। কিন্তু তাঁহার দহিতা ইহাতে এই উত্তর দিলেন তাত আমার স্নেহ অতি নীচগামী, কেননা ইহা অপেক্ষা সুশ্রী পুরুষের মুখ সন্দর্শনে বাঞ্ছামাত্র হইতেছে না।

প্রস্‌পারো কন্যার বাক্যে মনোযোগ না করিয়া রাজতনয়কে কহিলেন আমার সমভিব্যাহারে আগমন কর, তুমি কি আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে সক্ষম হইবে?

ফার্ডিনেণ্ড উত্তর করিলেন যথার্থ বটে সংপ্রতি অক্ষম হইলাম। কিন্তু মন্ত্র প্রভাবে যে স্বাভাবিক বল বীর্য্য বিহীন

ও বিরুদ্ধাচরণে বাধিত হইলেন তাহা অনুভব করিতে পারিলেন না সুতরাং বিস্ময়ান্বিত হইয়া প্রস্‌পারোর পশ্চাৎ২ গমন করিলেন। এবং গহ্বরে প্রবেশ পর্য্যন্ত মিরান্দা যাবৎ তাঁহার দৃষ্টিপথে রহিলেন তাবৎ গ্রীবা বক্র করিয়া তদীয় রূপ লাবণ্য অবলোকন পুরঃসর চিত্ত চকোর চরিতার্থ করত অন্তঃকরণ মধ্যে এই আন্দোলন করিতে লাগিলেন স্বপ্ন দশায় যাদৃশ দেহের তেজোভাগ স্তম্ভিত থাকে আমার শরীর তদ্রূপ স্তব্ধতেজঃ হইয়াছে, যাহা হউক, এই মনুষ্যের তর্জ্জন গর্জ্জন ও ভয় প্রদর্শনে অথবা মদীয় দৈহিক দৌর্ব্বল্যে এই অসুলভ রূপ নিধান ললনা নিধান দর্শনে বঞ্চিত হইলাম, কারাগারে প্রবেশ করিয়া দিনান্তে যদি একবারো এই মনোহারিণী রমণীর রূপ দেখিতে পাই তাহা হইলেও জীবন রক্ষা হইতে পারে।

প্রস্‌পারো অত্যল্প কাল রাজ কুমারকে গহ্বর মধ্যে রাখিয়া তথা হইতে বহিষ্কৃত করত কতিপয় সুকঠিন কর্ম্ম নির্ব্বাহের আদেশ করিলেন এবং আপন তনয়াকে জ্ঞাপন করিলেন সেই যুবার প্রতি শ্রম সাধ্য কিয়ৎ কার্য্যের ভারার্পণ করিলাম। পরে যুবক যুবতী এতদ্বিষয়ে পরস্পার কি রূপ ব্যবহার করে তদববোধার্থ ছল করিয়া কন্যাকে কহিলেন আমি এক্ষণে পুস্তকালয়ে চলিলাম। কিন্তু তিনি অলক্ষ্য রূপ ধারণ করিয়া তাঁহাদের অদূরেই দণ্ডায়মান রহিলেন।

প্রস্‌পারো রাজকুমারের প্রতি ভূরি২ বৃহৎ কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতে অনুমতি করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি সুকুমার প্রযুক্ত মহায়াস সাধ্য সেই কার্য্য সমাধায় সাতিশয় শ্রান্ত হইলেন। মিরান্দা পরিশ্রমে তাঁহার কমল লপন ম্লান দেখিয়া পরিতাপ প্রকাশ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন প্রিয় কিয়ৎকাল আয়াস করণে ক্ষান্ত হও আমার পিতা পুস্তকালয়ে গ্রন্থ পাঠ করিতে গিয়াছেন তিন ঘটিকা মধ্যে প্রত্যাগমন করিবেন না, নাথ তাবৎ পর্য্যন্ত বিশ্রাম কর।

ফার্ডিনেণ্ড কহিলেন, প্রিয়ে বসিয়া থাকিতে আমার সাহস

হয় না। কর্ম্ম সম্পন্ন না করিয়া বিশ্রাম করিতে পারিব না।

মিরান্দা তাঁহার আয়াস দর্শনে অসহিষ্ণু হইয়া কহিলেন প্রিয়তম তুমি আসন পরিগ্রহ পুরঃসর একবার শ্রান্তি দূর কর আমি তোমার পরিবর্ত্তে ইন্ধন বহন করিতেছি, কিন্তু রাজকুমার সম্মত হইলেন না অতএব মিরান্দা তদীয় কার্য্যে আনুকূল্য না করিয়া বরং প্রতিবন্ধকতা করিতে লাগিলেন এবং পরস্পর বহুক্ষণ কথোপকথন করাতে কাষ্ঠ বহনে শৈথিল্য হইল।

প্রসপারো কেবল তনয়ার প্রতি নৃপতনয়ের প্রণয়ানুবন্ধ পরীক্ষা নিমিত্ত তাঁহাকে তাদৃক্ উৎকট কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন, অতএব তিনি পুস্তকাগারে প্রবেশাপদেশে অদৃশ্য হইলে রাজনন্দন ও আপন নন্দিনী বিশ্রব্ধ চিত্তে পরস্পর যে সমস্ত কথোপকথন করিতে লাগিলেন অলক্ষ্য শরীর হইয়া তৎ সমুদায় স্বকর্ণে আকর্ণন করিলেন।

রাজকুমার স্বীয় প্রণয়াস্পদ সেই নবযৌবনাকে জিজ্ঞাসা করিলেন সুন্দরি তোমার কি নাম? যদিও মিরান্দা জনক কর্ত্তৃক পরিচয় প্রদানে নিষিদ্ধা হইয়াছিলেন তথাপি পিত্রাজ্ঞা উল্লঙ্ঘন পুরঃসর অবাধে প্রিয়তমের প্রশ্নে উত্তর দান করত আপনার আখ্যা ব্যক্ত করিলেন।

প্রস্পারো দুহিতার এই অবাধ্যতার লক্ষণ দর্শনে ঈষদ্ধাস্য করিলেন, কেননা তিনি স্বয়ং মন্ত্র প্রভাবে তাঁহাকে রাজকুমারের প্রতি প্রেমাসক্তা করিয়াছিলেন অতএব নন্দিনী মদন বাণে বিদ্ধ হৃদয়া হইয়া ব্যাকুলতা বশতঃ আদেশাতিক্রম করিলে ক্রোধান্বিত হইলেন না। অনন্তর রাজকুমার সুমধুর বচনে বক্তৃতা করিয়া আপনার মনের ভাব প্রকাশ পুরঃসর কহিতে লাগিলেন হে মনোভাবিনি আমি তোমার ভাবের নিতান্ত বশম্বদ হইয়াছি। প্রস্পারো অন্তরালে থাকিয়া এতদ্বচন শ্রবণ করত হর্ষে রোমাঞ্চিত হইলেন।

পরে রাজনন্দন মিরান্দাকে কহিলেন হে বরবর্ণিনি অবনি

মণ্ডলে তোমার অপরূপ রূপ লাবণ্যের উপমা নাই, তুমি রমণী শ্রেষ্ঠা। ইহাতে মিরান্দা উত্তর দিলেন অয়ি প্রাণ-প্রিয় অপর রামার বদনশশধর কীদৃশ আমার স্মরণ হয় না, আমি পুরুষের মধ্যে কেবল জনকের ও তোমার আন-নাবলোকন করিয়াছি ফলতঃ নরাকৃতি কি প্রকার তাহা আমার বিদিত নাই। একারণ তোমা ব্যতীত ত্রিভুবন মধ্যে অন্য কোন ব্যক্তির সহবাস করিতে আমার প্রবৃত্তি হয় না। সুতরাং এক্ষণে আপনার মনোমধ্যে তোমা ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তির আকৃতি মনোরঞ্জক বলিয়া কল্পনা করিতে পারি না। আপনি আমার এই নিবেদন যথার্থ জানিবেন। পরন্তু হে প্রিয়তম শঙ্কায় আমার হৃদয় কম্পিত হইতে লাগিল আমি স্বেচ্ছাক্রমে তোমার সহিত এই কথোপকথন করিয়া পিতার আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করিলাম।

প্রস্‌পারো নন্দিনীর এতদ্বচন শ্রবণে সানন্দ হইয়া সহাস্য বদনে শিরোবনমন পুরঃসর মনেং কহিতে লাগিলেন বৎসে মদীয় অভিমতানুযায়ি কার্য্যই হইতেছে তুমি নেপল্‌স রাজের পট্টমহিষী হও ইহাই আমার বাসনা।

তদনন্তর রাজ তনয় রসিক নায়ক ন্যায় সভঙ্গি সম্ভাষণ পুরঃসর সুমধুর বচনে নয়নানন্দ দায়িনী মিরান্দাকে বলি-লেন হে সুন্দরি আমি নেপল্‌স রাজ্যাধিপতির উত্তরাধিকারী, তুমি মদীয় রমণী হইলে পরে রাজমহিষী হইবে।

মিরান্দা বলিলেন আমার যাহাতে পরিতোষ জন্মিবে তাহা প্রাপ্ত হইলে যদি রোদন করি তবে আমা অপেক্ষা নির্বোধ কেহ নাই। হে প্রাণাধিক প্রিয়তম, আমি ধর্ম্ম প্রমাণ মুক্ত কণ্ঠে ব্যক্ত করিতেছি তুমি আমার কর গ্রহণ করিলে কৃতার্থম্মন্যা এবং চির ক্রীতা হইয়া থাকিব।

রাজকুমার প্রিয়তমার এতদ্বচন আকর্ণন করিয়া হর্ষোৎ-ফুল্ল মনে তাঁহাকে নমস্কার করিবার উদ্যম করিতেছেন ইত্যবসরে প্রসপারো আত্ম প্রকাশ পুরঃসর তাঁহাদের সম্মুখীন হইয়া তাহাতে ভঙ্গ দিলেন।

এক্ষণে প্রস্‌পারো তনয়ার ভয় ভঞ্জন পূর্ব্বক তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন হে প্রিয় কুমারি শঙ্কা পরিহার কর, তোমাদের সমস্ত কথোপকথন আমার কর্ণগোচর হইয়াছে এবং তাহাতে আমি সর্ব্বতোভাবে সম্মত আছি। হে নৃপনন্দন তোমার প্রতি যে নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছি এক্ষণে তাহার পরিশোধ নিমিত্ত এই কন্যারত্ন পুরস্কার স্বরূপে প্রদান করিব। কেবল প্রণয় পরীক্ষা নিমিত্ত ঐ সকল উৎপাত কৃত হইয়াছিল, কিন্তু তুমি মহাত্মার তুল্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছ, অতএব অকৃত্রিম প্রণয় সূত্রে আবদ্ধা অশেষ গুণ শালিনী সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী মদীয় তনয়ার পাণি গ্রহণ পুরঃসর তাঁহাকে গ্রহণ কর। হে প্রিয় পুত্র আমার এই শ্লাঘাবাক্য শ্রবণে হাস্য করিও না। তদনন্তর কার্য্যান্তর ব্যপদেশে সে স্থান হইতে প্রস্থান করত তাঁহাদিগকে অনুমতি করিলেন যদবধি প্রত্যাগমন না করি তাবৎ পর্য্যন্ত তোমরা পরস্পর কথোপকথন কর। মিরান্দা পূর্ব্বে পিত্রাজ্ঞা যে প্রকার অবহেলা করিয়াছিলেন এতদাদেশ তদ্রূপে উল্লঙ্ঘন করিবার সম্ভাবনা ছিল না।

প্রস্‌পারো তাঁহাদের নিকট হইতে গমন করিয়া আপনার অনুজ ও নেপল্‌সাধিপতির বিবরণ জিজ্ঞাসায় এরিএল্ ভূতকে আহ্বান করিলেন। সে স্মরণমাত্রে উপস্থিত হইয়া সম্মুখবর্ত্তী হইলে আজ্ঞা করিলেন ওহে এরিএল্ তুমি আমার অনুজ ও নেপল্‌সাধিপতিকে কি কহিয়াছিলা আনুপূর্ব্বিক বর্ণন কর। এরিএল্ নিবেদন করিল আমি তাঁহাদিগকে বিবিধ অদ্ভুত দর্শন ও শ্রবণ করাইলে তাঁহারা ভয়ে বিহ্বল হন। পরে অশন বিনা শীর্ণ তনু হইয়া ইতস্ততো ভ্রমণ করিতে লাগিলেন এবং আমি তাঁহাদের সম্মুখে সুস্বাদু খাদ্য ও সুরস পানীয় সহসা উপস্থিত করিয়া দিলে অভ্যবহারের উপক্রম করিলেন কিন্তু অব্যবহিত পরক্ষণে আমি প্রকাণ্ড পক্ষবান ভুবুক্ষু রাক্ষসের আকার ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাদের অগ্রে গিয়া উপস্থিত হইলাম তাহাতে সমুদায়

অদনীয় ও পানীয় অদৃশ্য হইল। অনন্তর আমি তাঁহাদিগকে কহিলাম তোমাদিগের কর্ত্তৃক প্রস্‌পারো কন্যা সহ রাজ্য হইতে দূরীকৃত হইয়াছেন, তোমরা ঐ হত ভাগ্য ব্যক্তির ক্রোড়ে অতি শিশু দুগ্ধপোষ্যা দুহিতা প্রদান করত তাঁহাকে জলসাৎ করণাশয়ে সাগর সলিলে ভাসাইয়া দিয়াছ তন্নিমিত্ত এক্ষণে ঈদৃশী বিভীষিকা ও যন্ত্রণা দর্শন হইতেছে।

হে প্রভো, অনন্তর নেপল্‌সাধিপতি এবং ভবদনুজ আপনার প্রতি নৃশংস ব্যবহার ও অধর্ম্মাচরণ নিমিত্ত স্বং মনঃ পীড়া প্রকাশ পুরঃসর বিস্তর বিলাপ করিতে লাগিলেন। তখন আমি মনেং কহিলাম ইহাঁদের এখন এ পরিতাপ বোধ হয় কাল্পনিক নহে কেননা এক্ষণে ঈদৃশী দুর্গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন যে তদ্দর্শনে ভূতযোনি প্রাপ্ত আমারও বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ ও চিত্ত দয়ার্দ্র হইতেছে।

প্রস্‌পারো এরিএলের প্রমুখাৎ এতাবদ্বিবরণ অবগত হইয়া তাহাকে সকাতরে কহিলেন তবে তাহাদিগকে এখানে আনয়ন কর। তুমি ভূতযোনি হইয়া যদিস্যাৎ তাহাদের দুঃখ দর্শনে দুঃখিত হইয়া থাক তবে আমি তাহাদের সজাতি অর্থাৎ নরলোক, আমার তাহাতে কীদৃশ পরিতাপ জন্মিতে পারে বিবেচনা কর। অতএব হে সুশীল শীঘ্র প্রস্থান কর।

এরিএল্ প্রস্‌পারোর নিদেশক্রমে তদীয়ানুজ এন্তোনিও ও তাহার বৃদ্ধ অমাত্য গঞ্জেলো এবং নেপল্‌সাধিপতির অবস্থিতি স্থলে গমন পূর্ব্বক তাঁহাদের পুরোবর্ত্তী হইল এবং তাঁহাদিগকে আনয়ন নিমিত্ত বায়ুর উপর অলক্ষ্যে কলরব করিতে লাগিল। তাহাতে তাঁহারা বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া সেই শব্দানুসারে পদ সঞ্চার করাতে ক্রমে প্রস্‌পারোর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নির্দয় এন্তোনিও অগ্রজকে জলসাৎ করিবার মানসে ক্ষুদ্র তরণী যোগে যৎকালে বারিনিধির প্রবাহে ভাসাইয়া দেয় তদানীং যিনি করুণান্বিত হইয়া

গোপনে পোত মধ্যে খাদ্য সামগ্রী ও পুস্তকাদি সমর্পণ করিয়া যান্ এই গঞ্জেলো সেই মহাত্মা।

উল্লেখিত ব্যক্তি ত্রয় শোক ও ভয়ে এবম্বিধ বিহ্বল ও বাহ্য জ্ঞান বিহীন হইয়াছিলেন যে তাঁহারা প্রস্পারোর সমক্ষে উপনীত হইয়া প্রথমতঃ তাঁহাকে অপরিচিত জ্ঞান করিতে লাগিলেন। পরে প্রস্পারো বৃদ্ধামাত্য গঞ্জেলোকে জীবন রক্ষক বলিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক নিজ পরিচয় দিলে তাঁহার সহোদর ও নেপল্সাধিপতির চৈতন্যোদয় হইল তখন তাঁহারা চিনিতে পারিলেন যাঁহার প্রতি অত্যাচার করিয়াছিলেন ঐ ব্যক্তি সেই প্রস্পারো।

তদনন্তর এন্তোনিও আত্মাপরাধ নিমিত্ত অশ্রুপূর্ণ লোচনে অনুতাপ করিতেং অগ্রজের চরণ তলে নিপতিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। এবং নেপল্সাধিপতি প্রস্পারোকে রাজ্যচ্যুত করিবার নিমিত্ত তদনুজের সাহায্য করিয়াছিলেন তদর্থ আপনার দোষ স্বীকার করিলেন। তাহাতে প্রস্পারো উভয়ের প্রতি অকপট সদ্ভাব প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহাদের অপরাধ মার্জ্জনা করিলেন। পরে তাঁহারা তদীয় সাম্রাজ্য প্রত্যর্পণ করণের অঙ্গীকার করিলে তিনি নেপল্সাধিপের প্রতি দৃষ্টি করিয়া কহিলেন আমিও আপনাকে এক মহামূল্য রত্ন প্রতিদান করিব। এতদুক্তি করত নিকটস্থ এক দ্বার মুক্ত করিয়া তাঁহাকে দেখাইলেন তাঁহার নন্দন ফার্ডিনেণ্ড মিরান্দার সহিত একত্র বসিয়া শতরঞ্চ ক্রীড়া করিতেছেন।

নেপল্সাধিপতির পরম প্রেমাস্পদ প্রিয়তম তনয়ের সহিত এবম্প্রকারে মিলন হইলে তাঁহারা পিতা পুত্রে আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হইলেন। তাঁহারা পরস্পর অনুমান করিয়াছিলেন অপর ব্যক্তি জলসাৎ হইয়াছেন অতএব এক্ষণে পরস্পরের সাক্ষাৎ হওয়াতে মৃতের জীবন লাভ বোধে পরমাহ্লাদিত হইলেন।

মিরান্দা এই সমস্ত ব্যক্তিকে অবলোকন করিয়া আশ্চর্য্য

প্রকাশ করত কহিতে লাগিলেন আহা ইহারা কি মহৎ জীব, ধন্য সেই জগৎ, যেখানে এবম্বিধ জনগণ বসতি করেন।

নেপল্‌সাধিপতি মিরান্দার ভুবনমোহন রূপ অসামান্য লাবণ্য এবং স্বর্ণলতা তুল্য মনোহর অঙ্গ যষ্টি অনিমিষ নয়নে নিরীক্ষণ করিয়া স্বীয় তনয়ের ন্যায় বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং কিয়ৎ ক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিলেন বৎস এই সুরূপা শশিবদনা কে? দেব কন্যা মানবী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া মর্ত্ত্য-লোকে অবতরণ পুরঃসর কি আমাদিগকে পৃথক্ করণা-নন্তর পুনর্ব্বার মিলন করিয়া দিলেন? ফার্ডিনেণ্ড জন-কের এবম্প্রকার সবিস্ময় বচন শ্রবণ করিয়া অনুমান করি-লেন পিতা আমার তুল্য ভ্রান্ত ও মুগ্ধ হইয়া থাকিবেন, অতএব সহাস্য বদনে উত্তর করিলেন তাত ইনি দেব-কন্যা নহেন, নারী, ইদানীং পরম পরাৎপর পরমেশ্বরা-নুকম্পায় আমার সহধর্ম্মিণী হইয়াছেন। আমি অনুমান করিয়াছিলাম আপনি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন সুতরাং ইহাঁর পরিগ্রহে ভবদীয় অনুমতির অপেক্ষা করি নাই। পিতঃ এই মহাত্মা প্রস্‌পারো মিলান দেশের অধি-পতি, ইহাঁর খ্যাতি প্রতিপত্তি ও মহানুভবতার কথা আমার কর্ণগোচর ছিল অদ্য চাক্ষুষ করিয়া চরিতার্থতা প্রাপ্ত হইয়াছি এই মনোরমা রামা ইহাঁরই তনয়া। হে মহাশয় এই মহা-নুভব কর্ত্তৃক আমি নবীন জীবন প্রাপ্ত হইয়াছি, ইনি এই ললিত ললনা প্রদান পূর্ব্বক আমার জীবন রক্ষা করাতে দ্বিতীয় জনক হইয়াছেন।

নেপল্‌সাধিপতি পুত্রের বাক্যে সেই মনোহারিণী ভামি-নীকে স্নুষা জানিয়া আনন্দ গদ্গাদ বচনে কহিলেন তবে আমি এই যুবতীর পিতা হইলাম। পরন্তু হে বৎস একটা শ্রবণ বৈষম্য রহিল যে সন্তানের সন্নিধানে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইবেক।

প্রসপারো বলিলেন সে সকল কথা আর উত্থাপন করি-

বেন না আমাদিগের উপর যে সমস্ত দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল এক্ষণে তৎ সমস্ত স্মৃতি পথ হইতে অতিক্রান্ত হইয়াছে, কেননা পরিণামে পরম সুখোদয় হইল। পরে অনুজের অঙ্গ স্নেহ ভরে আলিঙ্গন করিয়া সপ্রণয় বচনে নিশ্চয় করিয়া কহিতে লাগিলেন ভ্রাতঃ ত্বদীয়াপরাধ মার্জ্জনা করিলাম তোমার দোষ কি? পরমেশ্বরেচ্ছায় আমি স্বরাজ্য হইতে তাড়িত হইয়াছিলাম পরন্তু এক্ষণে আমার কন্যা তাঁহার করুণায় নেপল্‌সাধিরাজের উত্তরাধিকারিণী হইলেন, অনুমান করি এতদর্থই এই ঘটনা হইয়া থাকিবেক, যেহেতুক এই উপদ্বীপে মিরান্দার সহিত রাজকুমারের সাক্ষাৎ হওয়াতেই তিনি ইহাঁর প্রেম বাগুরায় পতিত হইয়াছেন।

প্রস্‌পারো সহোদরের শান্ত্বনা নিমিত্ত শিষ্টাচার করিয়া যে সকল মিষ্ট বাক্য কহিলেন তাহাতে এন্তোনিও সাতিশয় লজ্জিত ও বিশেষ অনুতাপান্বিত হইলেন এবং নিস্তব্ধ হইয়া অধোবদনে রোদন করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ গঞ্জেলোর এই আহ্লাদ জনক মিলন দর্শনে নয়ন হইতে আনন্দাশ্রু নির্গত হইল এবং পরম পরিতুষ্ট চিত্তে যুবক যুবতীকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

অনন্তর প্রস্‌পারো কহিলেন তোমাদিগের অর্ণবতরি এবং কর্ণধার ও নাবিক বিনষ্ট হয় নাই, সকলই সমুদ্র তটে নিরাপদে আছে। আগামি দিবসে সেই তরণীযোগে তোমাদের সমভিব্যাহারে আমিও জামাতা ও দুহিতা সঙ্গে লইয়া স্বদেশে যাত্রা করিব। এক্ষণে আমার এই গহ্বরালয়ে সঞ্চিত খাদ্য সামগ্রী সকলে কিঞ্চিৎ২ গ্রহণ পূর্ব্বক অভ্যবহার কর। এই অরণ্যময় উপদ্বীপে পদার্পণাবধি যে২ দুর্ঘটনা পরিভুক্ত হইয়াছে সায়ং কালে একত্র উপবেশন করত তোমাদের চিত্ত বিনোদ নিমিত্ত বর্ণন করিব। তদনন্তর তিনি কেলিবানকে আহ্বান করিয়া গহ্বর সজ্জা করিতে আজ্ঞা দিলেন। তাহাতে আগত ব্যক্তিরা সেই রাক্ষসের বিকটাকার নিরীক্ষণে সাশ্চর্য্য

হইলে প্রস্‌পারো বলিলেন এতদ্ব্যতীত আমার দ্বিতীয় দাস নাই।

পরদিন প্রাতঃকালে প্রস্‌পারো আত্মীয় স্বজন সমভিব্যাহারে উপদ্বীপ পরিত্যাগ করিবার অগ্রে এরিএল্ ভূতের দাসত্ব মোচন করিলেন, তাহাতে সে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইল। যদিও ঐ ভূত বিশ্বস্ত ও প্রভুভক্ত ভৃত্য ছিল তথাপি বন্য বিহঙ্গমের তুল্য স্বাধীন হইয়া অবাধে শূন্য মার্গে গমনাগমন, সুরভি কুসুম সমাঘ্রাণ ও তরুপংক্তি মধ্যে ভ্রমণ করিতে সতত অভিলাষান্বিত হইত, সুতরাং অভিলষিত লাভে পরমাপ্যায়িত হইল। প্রস্‌পারো তাহাকে মুক্তি প্রদান কালে কহিতে লাগিলেন এরিএল্ এক্ষণে আমি তোমাকে হারাইব কিন্তু তুমি স্বপ্রধান হইলে। এরিএল্ বিনয় প্রহ্ব হইয়া নিবেদন করিল প্রভো আপনকার শ্রীচরণে কোটিং প্রণাম করি। কিন্তু এ দাসের সেবায় উপেক্ষা করিবার অগ্রে সুবায়ু দ্বারা আপনাদের তরণী স্বদেশে উপনীত করণার্থ কিঙ্করকে সমভিব্যাহারি করিতে আজ্ঞা হউক, আপনাকে আলয়ে রাখিয়া তথা হইতে মুক্তি লাভ পূর্ব্বক বিদায় হইলে কৃতার্থ বোধে পরমানন্দে কাল যাপন করিতে পারিব। এই কথা কহিয়া একটী গান করিতে লাগিল।

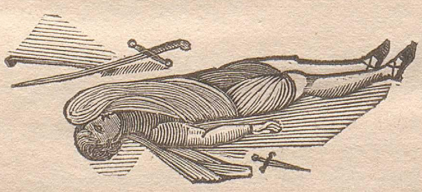
মধুকর মধু পানে আপ্যায়িত যথা।
স্থির জানি সুধা লাভ নিত্য হয় তথা॥
কমল কর্ণিকা মধ্যে আবাস সতত।
পেচকের রব কালে হই শয্যাগত॥
গ্রীষ্ম ঋতু গত মাত্র আনন্দিত মনে।
শূন্য মার্গে ভ্রমি আমি বাদুড় বাহনে॥
সেই সুখ কাল এই হইল ঘটন।
শাখাগ্র মুকুলে স্থিতি করিব এখন॥

পরিশেষে প্রস্‌পারো যাদুকরী বিদ্যার গ্রন্থ সকল মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত করত প্রতিজ্ঞা করিলেন আর এ বিদ্যার চালনা করিব না। তিনি স্বীয় বিদ্যা প্রভাবে

উল্লেখিত প্রকারে বৈর নির্যাতন ও সহোদর এবং নেপল্‌সাধিপতির সহিত পুনর্ব্বার মিলন করিয়া স্বদেশ দর্শন রাজ্যাধিকার পুনর্গ্রহণ এবং রাজ তনয় ফার্ডিনেণ্ডের সহিত আপন তনয়ার পরিণয়োৎসব সম্পাদন নিমিত্ত সাতিশয় উৎসুক হইতে লাগিলেন ফলতঃ তাঁহার সুখ সম্পত্তি সম্পূর্ত্তির এতত্রিতয় ব্যতীত অন্য কিছুই অবশিষ্ট রহিল না। নেপল্‌সাধিপতিও স্বীয় সাম্রাজ্যে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক সমারোহে আত্মজের উদ্বাহ ক্রিয়া সমাধা করিতে সমুৎসুক হইলেন। পরে তাঁহারা এরিএল্‌কে সঙ্গে লইয়া অর্ণব যানারোহণ করিলে অনতিবিলম্বে স্বদেশে গিয়া উপনীত হইলেন। প্রস্‌পারো তথা হইতে আজ্ঞাবহ এরিএল্‌কে স্বাধীনতা দান পুরঃসর বিদায় করিয়া রাজ্যাভিষিক্ত হইলে দুই রাজা কন্যা পুত্রের বিবাহে সমারোহ করিয়া পরস্পর আত্মীয় স্বজন সমভিব্যাহারে পরম সুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন ইতি।



ওথেলো



R. D. SORNOKAR, ENGR. ৫১

সেক্‌সপিয়র।

ওথেলোর উপাখ্যান।

বেনিস্‌ দেশের বিচার সংক্রান্ত মহাসভার সভ্য মহাধন সম্পন্ন ব্রাবান্‌সিও নামা কোন ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার দেস্‌দেমনা নাম্নী পরম সুন্দরী এক কুমারী হয়। সেই কন্যার বয়োধর্ম্মক্রমে ক্রমশঃ প্রবর্ত্তমান অনুপম রূপ লাবণ্য, কোমল নির্ম্মল প্রকৃতি, এবং প্রচুর অর্থ সম্পত্তি অবলোকনে লালসান্বিত হইয়া ভূরিং সুরূপ সুশ্রী যুবক পাণি গ্রহণ নিমিত্ত যৎপরোনাস্তি যত্ন করিতে লাগিল। কিন্তু সর্ব্বাঙ্গ শোভনা দেস্‌দেমনা স্বদেশীয় অথবা শারীরিক সৌন্দর্য্য রমণীয় কোন ব্যক্তির গলে বর মাল্য দান পূর্ব্বক তদীয় অঙ্ক লক্ষ্মী হইতে অভিলাষিণী হইলেন না, স্বামি বরণ বিষয়ে এবম্বিধ অপূর্ব্ব বর্ত্ম অবলম্বন করিলেন যাহার প্রশংসা ব্যতীত অনুকরণ করিতে কেহই সমর্থা হয় না। সেই গুণবতী যুবতীর চিত্ত মানব জাতির বাহ্য সৌষ্ঠবাপেক্ষা আন্তরিক গুণ রত্নে সমধিক অনুরক্ত হইত। অতএব এক জন কুৎসিত কুরূপ কাফ্‌রির বরেণ্য গুণে বিমুগ্ধা হইয়া সাতিশয় প্রণয়ানুবন্ধন পূর্ব্বক তাহাকেই স্বকীয় নায়ক রূপে গ্রহণ করিবার মানস করিলেন। তরুণীর পিতা ঐ কাফ্‌রির যথেষ্ট আদর করিতেন সুতরাং তাঁহাদিগের নিকেতনে ঐ ব্যক্তির সর্ব্বদা গতিবিধি ছিল।

দেস্‌দেমনা কুরূপ পাত্রকে স্বয়ং বরণ পূর্ব্বক পতিত্বে পরিগ্রহ করিতে স্বীকার করিলেন বটে কিন্তু ইহাতে লোকতঃ নিতান্ত নিন্দনীয়া হইলেন না, যেহেতু তাঁহার প্রেমাধিকারী

কাফ্‌রি প্রসিদ্ধ ওথেলো বিশ্রী ও বিকটাকার হইলেও আন্তরিক সুমহদ্গুণ বহুল পরিমাণে ধারণ করিতেন, সুতরাং গুণাভিলাষিণী বরবর্ণিনী কামিনীর কমনীয় কান্ত হইবার একান্ত অযোগ্য নহেন। মহাবীর ওথেলো সমরপ্রিয় এবং অসম সাহসী যোদ্ধা ছিলেন, বেনিস্ দেশের প্রধান সেনানী হইয়া কত শত বার তুরকী দিগের সহিত তুমুল সংগ্রাম করেন। অপর রাজস্থ সমস্ত লোকের সম্মান ভাজন এবং পরম বিশ্বাস ভূমি ছিলেন।

ওথেলো বহু২ দেশ পর্য্যটন এবং ভূরি২ ঘটনা দর্শন করাতে আপন প্রণয়িনী সহ একত্র উপবেশন পূর্ব্বক সময়েং তত্তাবতের বিবরণ উপন্যাস রূপে বর্ণন করিতেন, এবং তাঁহার প্রেমাভিলাষিণীও কামিনীদিগের রীত্যনুসারে সাতিশয় তৃষিত চিত্তে অবহিতা হইয়া সহর্ষে সে সমস্ত শ্রবণ করিতেন। তিনি শৈশবাবস্থার বিচিত্র জীবন বৃত্তান্ত, যৌবন সময়ের রণ পাণ্ডিত্য, জলপথে ও স্থলবর্ত্মে উৎপন্ন বিপৎ পুঞ্জ, আগ্নেয়াস্ত্র কৃত দুর্গান্তর্গত দুর্বিগাহ গর্ত্ত রূপ মৃত্যুদ্বারে নিপাতানন্তর কৌশলে নিস্তার, বিপক্ষ পক্ষ কর্ত্তৃক বন্দী রূপে আত্ম বন্ধন ও দাসত্বে বিক্রয়, এবং আপনার তাদৃশী দুরবস্থা বিমোচন, এ সকল বিষয়ের কথা প্রেয়সীর সমীপে কহিতেন। অপর দেশ বিদেশ পর্য্যটন কালে যে সকল ভীম পরাক্রম ভীষণ শরীর সিংহ শার্দ্দূলাধিষ্ঠিত নিবিড় অরণ্য, মনোহর ধরাধর কন্দর, গগণ স্পর্শি গিরি শেখর, বিস্ময়কর রত্নাকর প্রভৃতি অবলোকন করেন এবং যে সমস্ত অসভ্য বর্ব্বর নরজাতি, মনুষ্য ভক্ষক রাক্ষস, আর আফ্রিকাস্থ বিপরীত কন্ধর জন্তু নয়ন গোচর হয় তৎসমুদায়ের বৃত্তান্ত গল্প চ্ছলে চমৎকার রূপে বর্ণন করিতেন সুতরাং তরুণীর মন তাহাতে সাতিশয় আকৃষ্ট হইয়াছিল। ফলতঃ সেই কামিনী আপন প্রণয়ির জীবন চরিত শ্রবণে এতাদৃশ অনুরাগিণী হন যে উপন্যাস কথন সময়ে যদিস্যাৎ প্রয়োজন বশতঃ

গৃহ কর্ম্ম সাধনে বাধ্যা হইতেন সত্বর সমাপন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার আসিয়া দ্বিগুণ শুশ্রূষা সহকারে শুনিতে বসিতেন। দেস্‌দেমনা এবম্প্রকারে মনোনীত নায়কের জীবন বিবরণ পৃথক্‌২ শ্রবণ করিয়া এক দিন শুভক্ষণে সবিনয় বচনে নিবেদন করিলেন প্রিয়তম আমি যে সমস্ত উপন্যাস ভিন্ন২ সময়ে শ্রবণ করিলাম এক কালে তদখিল বর্ণন করিলে আনুপূর্ব্বিক আকর্ণন করিয়া কর্ণদ্বয়ের কৃতার্থতা সম্পাদন করিতে পারি। ওথেলো তদীয় রূপ লাবণ্য দর্শনাবধি কন্দর্প পীড়িত হৃদয় প্রযুক্ত সাতিশয় বশম্বদ হইয়াছিলেন তৎক্ষণাৎ প্রেয়সীর প্রার্থনায় সম্মত হইলেন এবং যথাক্রমে বর্ণন পুরঃসর বলিতে লাগিলেন। কিন্তু যখন আপনার যৌবন দশার দারুণ দুঃখময় বিবরণ বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন তখন তাঁহার প্রণয়িনীর নয়ন দ্বিতয় হইতে অজস্র করুণাস্র বিনিঃসৃত হইতে লাগিল।

প্রেম ভাজন প্রিয়তম আত্ম অতীত বৃত্তান্ত উপন্যাস রূপে আনুপূর্ব্বিক কহিয়া সমাপন করিলেও কামিনী বারম্বার দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন এবং প্রিয় সম্ভাষণ পুরঃসর বলিলেন এ গল্পের অধিকাংশ অদ্ভুত ও করুণ রসে পূর্ণ। অনন্তর দয়ার্দ্র হৃদয়া হইয়া মুক্তকণ্ঠে সবিষাদ বচনে আক্ষেপ পূর্ব্বক কহিলেন ঈদৃশী উপকথা না শুনিলে ভাল হইত। পরন্তু পরক্ষণে পরমাকৃত সহকারে আপনার আন্তরিক বাসনা এই উক্তি করিয়া ব্যক্ত করিলেন আহা পরমেশ্বর আমাকে এতাদৃশ মানব করিয়া সৃজন করিলে কৃতার্থা হইতাম। অবশেষে কমনীয় কান্তকে কর শিরোযোগে নমস্কার করত সেঙ্গিত বাক্যে কহিতে লাগিলেন হে রসিক নাগর যদি তোমার কোন মিত্র আমার প্রীতিপাত্র হইতে অভিলাষুক হয় সে কেবল ভবদীয় বাগ্‌ভঙ্গি অভ্যাস করুক তাহা হইলেই আমাকে অনায়াসে প্রেমপাশে বন্ধন করিতে পারিবে। নবযৌবন রমণীয়া

দেস্‌দেমনা হাব ভাব প্রকাশ পূর্ব্বক ঈষৎ লজ্জা সহযোগে এরূপ ইঙ্গিত করিলে ওথেলো তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিয়া তৎক্ষণাৎ মহোৎসুকতা সহকারে আপনার প্রণয়ানুরাগ ব্যক্ত করিলেন তাহাতে চারু দশনা দেস্‌দেমনা শুভক্ষণে তাঁহাকে হৃদয়েশ বলিয়া স্বীকার করিলেন।

ওথেলোর শারীরিক সৌন্দর্য্য অথবা অর্থ সম্পত্তি ঈদৃশী ছিল না যে দেস্‌দেমনার পিতা ব্রাবান্‌সিও তাঁহাকে জামাতৃত্বে বরণ করিতে পারেন। এই ধনাঢ্য সভ্য স্বীয় তনয়াকে স্বাধীনাবস্থায় রক্ষা করিয়া সম্পূর্ণ প্রত্যাশা করিতেন কুমারী আপনার রূপ লাবণ্য ও কুল মর্য্যাদার অনুরূপ ধন্য মান্য বংশের কোন সুশ্রী সুরূপ পুরুষকে পতিত্বে বরণ করিবেন। কিন্তু তাঁহার সে আশা বিফলা হইল কেননা রুচিরবর্ণা কন্যা কৃষ্ণবর্ণ কাফ্‌রির প্রতি প্রণয়িনী হইলেন এবং তদীয় শৌর্য্য বীর্য্যাদি আর্য্য গুণেই আপন প্রাণ মনঃ তাঁহাতে সমর্পণ করিলেন। ফলতঃ সুন্দরী কাফ্‌রির ভাবে এতাদৃশ অভিভূতা হইলেন যে তাঁহার শরীরের বর্ণ আত্ম সুবর্ণ বর্ণ তুলনায় সাতিশয় ঘৃণাস্পদ হইতে পারে কিন্তু তাহাও স্বদেশীয় সম্ভ্রান্ত বংশ জাত রূপ গুণান্বিত যুবক বর্গের বর্ণ অপেক্ষা মনোহর ও পরমোৎকৃষ্ট বলিয়া গণ্য করিতে লাগিলেন।

তাঁহাদের পরিণয় ব্যাপার যদিও গোপনে সম্পন্ন হইল তথাপি অধিক কাল অপ্রকাশ রহিল না। বৃদ্ধ ব্রাবান্‌সিও এতদ্বিষয় বিদিত হইলে রোষ পরবশ হইয়া উঠিলেন এবং বিচারাগারে প্রবেশ পূর্ব্বক ওথেলোর নামে এই অভিযোগ উপস্থিত করিলেন কাফ্‌রি আমার সম্মতি বিনা কুহক যোগে কৃতঘ্নতা পূর্ব্বক সুকুমারী কুমারীর পাণি পীড়ন করিয়াছে।

এই সময়ে দৈব ঘটনাক্রমে বেনিস্‌ রাজ্য মধ্যে ওথেলোর সাহায্য নিতান্ত অপেক্ষণীয় হইয়াছিল যেহেতুক রণ কুশল তুরকী জাতীয়েরা অসংখ্য সেনা সংগ্রহ পুরঃসর

সমুদ্র পথে বেনিস্ দেশাধিপের অধিকারস্থ সাইপ্রস্ দ্বীপ অধিকার করিতে আসিতেছিল। এই বিপদ্ অবলোকনে রাজসভা রাজ্য রক্ষা নিমিত্ত ওথেলোকে লক্ষ্য করিতেছিলেন কেননা তদানীং ঐ বীর ব্যতিরেকে তুরকীদের পরাভব করণে অপর কেহই পারক ছিল না। অতএব ওথেলো বিচার সভায় আনীত হইয়া এককালীন দুইটী গুরুতর দায়ে পতিত হইলেন অর্থাৎ সুমহৎ রাজকার্য্যের ভার গ্রহণ এবং ব্রাবান্সিওর অভিযোগানুসারে মহা অপরাধী হওন নিমিত্ত দণ্ডায়মান হইলেন।

ব্রাবান্সিও অতি প্রাচীন এবং সম্ভ্রান্ত পদস্থ ছিলেন, এতৎ প্রযুক্ত বিচারক মণ্ডলী বিশেষ অবধান পুরঃসর ধীরতা সহকারে তদীয় আবেদন শ্রবণ করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ ক্রোধান্ধতা প্রযুক্ত এরূপ দুষ্টতা করত স্বপক্ষ পোষক প্রমাণ প্রয়োগ করিলেন যে ওথেলো স্বীয় অপবাদ নিরাকরণ নিমিত্ত আহূত হইয়া প্রণয় ঘটনার একটী সরল উপন্যাস ব্যতীত অন্য কোন প্রত্যুক্তি করিতে পারিলেন না। তিনি সকলের সম্মুখে মুক্ত কণ্ঠে দেস্দেমনাকে প্রেমপাশে বদ্ধ করিবার প্রাগুক্ত ইতিহাস অকৃত্রিম বাক্পটুতার সহিত এবম্প্রকারে বর্ণন করিলেন এবং তাহার সঙ্গে সুশীলতা প্রদর্শন পুরঃসর এতাদৃশী বক্তৃতা করিতে লাগিলেন যে বিচারক বর্গকে তদ্দণ্ডে আত্মমুখে স্বীকার করিতে হইল অভিযোক্তার দুহিতা উপন্যাস শ্রবণ প্রভাবে স্বয়ং প্রীতি শৃঙ্খলে বদ্ধা হইয়াছেন। অতএব অভিযুক্ত কুহক যোগে কন্যা হরণের আরোপিত অপবাদ হইতে মুক্ত হইলেন। এই বিচারে স্পষ্ট প্রকাশিত হইল যে প্রেমার্থি লোকের অব্যাজ স্তুতি করণক নায়িকার গুণপ্রবণ চিত্ত যদ্রূপে হৃত হয় ওথেলো তদ্রূপে দেস্দেমনার মনোহরণ করিয়াছেন।

ওথেলো বিচারস্থলী মধ্যে আপনার অপবাদ বিমোচন নিমিত্ত যাহা কহিলেন দেস্দেমনার সাক্ষ্যদ্বারা তাহা সপ্রমাণ হইল। ঐ সুধীরা রমণী ধর্ম্মাধিকরণে উপস্থিতা হইয়া

অকপট বাক্যে কহিলেন জন্ম দান ও পরম স্নেহে আজন্ম লালন পালন নিমিত্ত জনক সন্নিধানে চির বাধ্যতা স্বীকার করিব কিন্তু জননী যেমন আপন পিতাকে পরিত্যাগ করিয়া পতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন আমিও তদ্রূপে ওথেলোর অনুগতা হইয়াছি।

বৃদ্ধ ব্রাবান্‌সিও স্বপক্ষ রক্ষণে অক্ষম হইয়া সাতিশয় ক্ষুব্ধ হইলেন এবং অসন্তুষ্ট চিত্তে অগত্যা ওথেলোকে কন্যা সম্পাদান করিলেন। কিন্তু সকলের সম্মুখে স্পষ্ট রূপে কহিতে লাগিলেন ব্যবস্থানুসারে আপন তনয়াকে নিষেধ করিয়া রাখিবার ক্ষমতা থাকিলে এতাদৃশ কুরূপ পাত্রে কদাপি কন্যা সমর্পণ করিতাম না। পরে নন্দিনীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন বৎসে আমার পরম সৌভাগ্য যে অন্য সন্তান সন্ততি নাই, অপর অপত্য বর্ত্তমান থাকিলে তোমার এই আচরণে নির্দয় হৃদয় হইয়া তাহাদিগের প্রতি কতই অত্যাচার করিতাম।

মহাবল পরাক্রম ওথেলো এই উৎপাত হইতে উত্তীর্ণ হইয়া সাইপ্রস্ দ্বীপে যুদ্ধ করিতে অনুরুদ্ধ হইলেন এবং কিয়দ্দিন মধ্যে রণতরি সুসজ্জিত করিয়া যাত্রা করিলেন। তাঁহার অভিনব পরিণীতা বনিতা অন্যান্য রমণীদিগের ন্যায় আবাসে বসিয়া স্বামিসহ বিহারাভিলাষিণী ছিলেন না সুতরাং পতির সমর নিমিত্ত প্রস্থানে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা করিলেন না, হর্ষোৎফুল্ল চিত্তে আপনিও তাঁহার সমভিব্যাহারিণী হইতে প্রস্তুতা হইলেন।

ওথেলো যুদ্ধযাত্রা করিয়া সহধর্ম্মিণী সহিত সাইপ্রস্ দ্বীপে অবতীর্ণ হইবামাত্র শ্রবণ করিলেন প্রবল পবন বেগে অরাতিদিগের রণতরি সাগর মধ্যে ভগ্ন হওয়াতে অনীকিনী গণ উৎসন্ন প্রোৎসন্ন হইয়া গিয়াছে, বিপক্ষ পক্ষ সহসা তদ্দ্বীপ-আক্রমণে সাহস করিতে সক্ষম হইবেক না। অতএব তাঁহাকে সমরের আয়াস গ্রহণ করিতে হইল না কিন্তু অচিরে অপর একটা ঘোরতর নিদারুণ যন্ত্রণা সহ্য করিবার সূত্র হইল।

তিনি অকারণ শঙ্কাপিশাচীর প্রাদুর্ভাবে আপন অন্তঃকরণবর্ত্তি যে সকল রিপুর বশম্বদ হইয়া স্বীয় প্রেয়সীর বিদ্বেষী হইয়া উঠিলেন তাহারা বিদেশীয় বৈরি তুরকীদিগের অপেক্ষা ভয়ানক হইয়া পরিণামে সংহারক রূপে প্রকাশমান হইতে লাগিল।

সেনাপতি যাবতীয় বন্ধুবর্গ মধ্যে ফ্লোরেন্স দেশীয় মাইকেল্ ক্যাশিও নামা এক ব্যক্তিকে অতিশয় বিশ্বাস করিতেন। সেই যুবা অতি সুশ্রী, সুরূপ, বাক্‌পটু, সদাশয়, এবং সুরসিক ছিলেন। তাঁহার বাগ্‌মাধুর্য্য এবং রসিকতায় অনায়াসে রমণী গণের মনোহরণ হইতে পারিত। যুবজানি সেনানীর মনে যদিস্যাৎ স্বীয় যুবতী যোষার ব্যভিচারাশঙ্কা আবির্ভূতা হইত তবে তাদৃশ পুরুষের প্রতিই সন্দেহ হইবার সম্পর্ণ সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু সেনাধ্যক্ষ যদ্রূপ উদার স্বভাব, তদ্রূপ অসন্দিগ্ধ চিত্ত ছিলেন এবং স্বয়ং যেমন নীচ কর্ম্ম করিতে পারিতেন না, অন্যেরও তাদৃশ জঘন্য প্রবৃত্তির সন্দেহ করিতেন না। তিনি দেস্‌দেমনার সহিত প্রণয় সাধন ব্যাপারে ঐ বিশ্বস্ত মিত্রকে মধ্যস্থরূপে নিযুক্ত করিয়াছিলেন কেননা স্বয়ং মহিলার মনোহারি ললিত মৃদু ভাষা ব্যবহার করিতে পারিতেন না সুতরাং অনুনয় নিমিত্ত বনিতার নিকট সর্ব্বদা তাঁহাকে প্রেরণ করিতেন। অতএব তাঁহাদিগের দম্পতীর পরস্পর প্রীতি সমাধানে ক্যাশিও এক প্রকার মধ্যস্থতা অবলম্বন করেন। মহাবল বিক্রমান্বিত কাফ্‌রির এবম্প্রকার সারল্য ব্যবহারে তদীয় মহোদার চরিত্র কলঙ্কাঙ্কিত না হইয়া বরং গৌরবান্বিত হইয়াছিল। অপর তাঁহার সুশীলা ললনা এই ঘটনায় ক্যাশিওকে ক্রমাগত চিরকাল অন্তঃকরণ সহিত ভাল বাসিতেন ইহা অসম্ভব বা আশ্চর্য্য নহে। ফলতঃ যুবক যুবতীর বিবাহ নির্ব্বাহ হইলে ঐ ব্যক্তির প্রতি তাহাদের উভয়ের মনোভাব ভিন্ন ভাব প্রাপ্ত হয় নাই ইহাতে তিনি নিরন্তর তাঁহাদিগের সদনে গমনাগমন করিতেন এবং গল্প

উপন্যাসাদি কহিয়া আমোদ প্রমোদ করিতেন। সেনাপতি গম্ভীর প্রকৃতি প্রযুক্ত কদাপি তাহাতে বিরক্ত হইতেন না বরং আমোদিত হইতেন। অপর আপনার প্রিয়তমা পরিণয়ের পূর্ব্বে ঐ ব্যক্তির সহিত যে প্রকার হাস্য পরিহাস করিতেন পাণি গ্রহণের পরেও তদ্রূপ রহস্য কৌতুক করিতেন তাহাতেও কোন প্রকার দোষ বোধ করিতেন না।

এই সময়ে ওথেলো প্রধান সেনানীর সহকারিত্ব পদে বিশ্বাসপাত্র প্রিয় মিত্র ঐ ব্যক্তিকে স্থাপিত করিলেন তাহাতে ইয়াগো নামা এক জন প্রাচীন সেনাপতি সাতিশয় রোষান্বিত হইল কেননা সে ব্যক্তি আপনাকে ঐ পদ প্রাপ্ত হইবার উপযুক্ত বোধ করিত, অতএব ঈর্ষা পরবশ হইয়া বিবিধ ব্যঙ্গোক্তি পূর্ব্বক ক্যাশিওকে উপহাস করত সর্ব্বত্র কহিতে লাগিল ক্যাশিও কেবল কামিনী কুলের সঙ্গে কৌতুক করণে কুশল, সেনানীর কার্য্য কি জানে, যুদ্ধ বিগ্রহ অথবা ব্যূহরচনা ইত্যাদি ব্যাপারে অক্রুবাণ বালকাপেক্ষা তাহার অধিক বোধ নাই। বিদূষক বৃদ্ধ ইয়াগো যত্র তত্র এই প্রকারে কুৎসা করত ক্যাশিওকে ঘৃণা করিতে লাগিল এবং ওথেলো ক্যাশিওকে ভাল বাসেন বলিয়া তাঁহারও নিন্দায় প্রবৃত্ত হইল। অবশেষে আপন প্রণয়িনী এমিলিয়ার সহিত সেনানীর আসক্তি আছে এমত অপবাদ উত্থাপন করিয়া তাঁহাকে ঘৃণাস্পদ করিবার চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিল। অপিচ ঐ করাত্মা শোক রোষাবহ এই সমস্ত বিষয়ের কল্পনা করিয়া বৈর নির্যাতনের এবম্প্রকার ভয়ঙ্কর ষড়্যন্ত্র করিল যে তাহাতে ক্যাশিও ওথেলো এবং দেস্‌দেমনার সর্ব্বনাশ সম্ভাবনা হইল।

দুরাত্মা ইয়াগো মানব প্রকৃতি বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানাপন্ন প্রযুক্ত নিশ্চয় জানিত দৈহিক যাতনাপেক্ষা মানসিক ক্লেশ শত গুণ প্রবল, এবং রমণীর ব্যভিচারাশঙ্কা মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণাদায়ক অতএব মনেং মন্ত্রণা করিতে লাগিল ক্যাশিওর প্রতি যদিস্যাৎ ওথেলোর জায়া জারাশঙ্কা জন্মাইয়া দিতে

পারি তবে কৌশলে বৈর প্রতীকার হইবে অর্থাৎ তাহা হইলে বিপক্ষ ও বিপক্ষপক্ষ উভয়ের পরস্পর রোষ বশে স্বতো বিনাশ সম্ভাবনা।

এই সময়ে সাইপ্রস্ উপদ্বীপে সপত্নীক সেনাপতির অধিষ্ঠান এবং সাগরোপরি প্রবলতর তরঙ্গে অরিদিগের রণতরি ভগ্ন হইয়া জলমগ্ন হইবার সংবাদ প্রযুক্ত মহা মহোৎসব আরম্ভ হইল তাহাতে আপামর সাধারণ সকলে পান ভোজনের আমোদ করিতে লাগিল এবং কৃষ্ণবর্ণ সেনানীও তাঁহার গৌরাঙ্গী প্রেয়সীর স্বাস্থ্য জনিত আনন্দে অপর্য্যাপ্ত সুরা পান করিলেন।

এই উৎসবের নিশামুখে সেনাধ্যক্ষ আপনার সহকারি ক্যাশিওকে শান্তি রক্ষার কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া আদেশ করিলেন সেনাগণ যেন অপরিমিত মদ্য পান দ্বারা মত্ত হইয়া কোলাহল উপস্থিত করণ পুরঃসর দ্বীপবাসিদিগের উপর উপদ্রব বা ভয়োৎপাদন না করে। সেনানীর এই নিদেশ দুরাত্মা ইয়াগোর শ্রুতি গোচর হইলে সে সেই নিশাভাগেই আপনার দুষ্ট সঙ্কল্প সাধনের সূত্রপাত করিতে প্রবৃত্ত হইল। সে প্রতারণা পূর্ব্বক সেনাপতির প্রতি কপট ভক্তি প্রকাশ করিয়া ক্যাশিওকে সমধিক সুরাপানে প্রবৃত্তি দিতে লাগিল অথচ শান্তি রক্ষকদিগের অপর্য্যাপ্ত পানই মহৎ দোষ। ক্যাশিও প্রথমতঃ অনিষ্ট সম্ভাবনা মনে করিয়া তাহার কথানুসারে পানামোদী হইতে স্বীকার করিলেন না কিন্তু ঐ ধূর্ত্ত বারম্বার সাহস দান পুরঃসর প্ররোচক বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলে বাগ্‌জালে মুগ্ধ হইয়া পান পাত্র গ্রহণ করিলেন এবং কিঞ্চিন্মত্ততা জন্মিলে শেষে দুরাত্মা যত উৎসাহ দিতে থাকিল ততই পুনঃ২ পান পাত্র সুরা পূর্ণ করণ পূর্ব্বক পান করিতে লাগিলেন আর দেস্‌দেমনার গুণানুবাদ করিতে২ কহিলেন ঐ যুবতীর তুল্য গুণবতী ও রূপবতী রমণী ভূমণ্ডলে অবলোকন করি নাই। পরন্তু অপর্য্যাপ্ত পান দ্বারা অনতিবিলম্বে তাঁহার সাতিশয় মত্ততা

জন্মিবাতে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইল। অনন্তর শঠাগ্রণী ইয়াগো তাঁহার তদবস্থায় ক্রোধোৎপাদন দ্বারা কলহ উপস্থিত করিবার অভিপ্রায়ে কোন ব্যক্তিকে ভর্ৎসনার্থ প্রেরণ করিল। সে আসিয়া সেনাপতিকে তিরস্কার করিবামাত্র সুরাপানে সোষ্ম ক্যাশিও কোপে প্রজ্বলিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ শিরশ্ছেদোদ্যত হইয়া করে করবাল ধারণ করিলেন সুতরাং সেনামধ্যে মহা কলরব উপস্থিত হইল। মণ্টানো নামা এক জন সম্ভ্রান্ত কর্ম্মচারী গোলযোগ নিবারণ নিমিত্ত আগমন করিয়া অস্ত্রাহত হইলেন এবং ক্রমে বাগ্‌যুদ্ধে বিবাদের নিষ্পত্তি না হওয়াতে বাহু যুদ্ধের সূত্র হইল। দুরাত্মা ইয়াগো স্বয়ং এই উৎপাত উত্থাপন করিয়া অবশেষে প্রধান সেনানীর সুগোচর নিমিত্ত স্বয়ং ভয়ধ্বনি প্রচারার্থ ঘণ্টানিনাদ করিতে লাগিল। তাহাতে সকলের বোধ হইল যেন কোন ভয়ঙ্কর ব্যাপার ঘটিয়াছে। ওথেলো অকালে ঘণ্টারব শ্রবণমাত্রে সচকিত হইয়া ত্বরায় পরিচ্ছদ পরিধান পুরঃসর কোলাহল স্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং ব্যস্ত সমস্ত হইয়া ক্যাশিওকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সেনানীকে অবলোকন করিবামাত্র ত্রাসে ক্যাশিওর মত্ততার কিঞ্চিৎ হ্রাস হইল এবং চৈতন্যোদয়ে সাতিশয় লজ্জিত হইলেন সুতরাং কিছুই উত্তর দিতে পারিলেন না তাহাতে ধূর্ত্ত ইয়াগো গোলযোগের নিদান আপন দোষ গোপন পুরঃসর সেনাপতিকে কৌশলক্রমে এরূপ ভঙ্গিতে সমুদায় বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন করিল যেন ক্যাশিওর কুৎসা কথনে তাহার ইচ্ছা নাই কেবল সেনানী কলহের হেতু জিজ্ঞাসু হইলেন তন্নিমিত্ত ব্যক্ত করিতেছে। অপিচ ঐ বঞ্চক ক্যাশিওর যে অপরাধ অল্প বলিয়া বর্ণনা করিল বাগ্‌ভঙ্গি দ্বারা তাহা বস্তুতঃ ঘোরতর ও অতি গুরুভাবে প্রকাশ পাইল। ক্যাশিও তৎকালীন ইয়াগোর দোষবার্ত্তা প্রকাশে অক্ষম ছিলেন অতএব এবিষয়ের শেষ নিষ্পত্তি এই হইল যে কঠিন দণ্ড বিধায়ক সেনানী তৎক্ষণাৎ ক্যাশিওকে পদচ্যুত করিলেন।

ধূর্ত্ত ইয়াগো এবম্প্রকারে আপনার প্রথম কামনা পূর্ণ করিল অর্থাৎ কৌশলে বৈর নির্য্যাতন পূর্ব্বক বিপক্ষ ক্যাশিওকে অপদস্থ করিয়া তাহার মহাপকার করিল। পরন্তু এই কাল রাত্রির ব্যাপার সকল ভবিষ্যতে ঐ দুরাত্মার অন্যান্য মানস সিদ্ধির বিষয়েও সম্যক্ উপযোগী হইবার উপক্রম হইল।

হতভাগ্য ক্যাশিও অপমানিত ও পদভ্রষ্ট হইয়া শোকাকুলান্তঃকরণে আপনার কপট মিত্র ইয়াগোর সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক সবিষাদ বচনে বলিতে লাগিলেন আমি অতি নির্ব্বোধ, আত্ম কুবুদ্ধিতে পশুবৎ কার্য্য করিয়া স্বীয় মহা সম্ভ্রম নষ্ট করিলাম। হায় আমি একেবারে উৎসন্ন হইলাম, আর কি কখন পদস্থ হইবার নিমিত্ত সেনানীর নিকট প্রার্থনা করিতে পারিব? আমি সমীপস্থ হইলেই সেনানায়ক কোপে কহিবেন এই মদিরা মত্ত আইল। এবম্প্রকারে আপনাকে ধিক্কার প্রদান পূর্ব্বক সাতিশয় পরিতাপ করিলে নির্দ্দয় ইয়াগো তদুপরি দুর্দ্দশা উত্থাপনের অভিপ্রায়ে কপট স্নেহ প্রকাশ পূর্ব্বক কহিল ওহে তুমি মদ্য পান করিয়াছিলে এতাবন্মাত্র তোমার দোষ। কিন্তু সময় বিশেষে যদি আসব নিষেবন করাযায় তাহাতে ক্ষতি কি? যাহা হউক, তোমার অদৃষ্টে যাহা ছিল হইয়াছে এক্ষণে তাহা হইতে পরিত্রাণ পাইবার চেষ্টা করা উচিত। অনন্তর তাহাকে এই পরামর্শ দিল সম্প্রতি সেনাপতি বনিতার বশম্বদ হওয়াতে দেস্‌দেমনাই কর্ত্রী স্বরূপা হইয়াছেন। তিনি যাহা কহিবেন সেনানী তাহাই করিবেন অতএব তুমি দেস্‌দেমনার নিকট গিয়া প্রার্থনা কর। ঐ দয়ালু মহিলা করুণা বিনম্র হইয়া অবশ্য স্বামির সমীপে তোমার নিমিত্ত অনুরোধ করিবেন। আমার বোধ হয় তিনি যত্ন করিলে তোমার প্রতি সেনাপতির পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্নেহ উৎপাদন করিতে সমর্থা হইবেন। দুরাত্মা ইয়াগো যদিস্যাৎ দুষ্টাভিসন্ধি পরাঙ্মুখ হইয়া এই পরামর্শ প্রদান করিত তাহা হইলে ক্যাশিওর উপকার দর্শিতে পারিত,

কিন্তু তাহার মনঃ দুশ্চিকীর্ষায় আচ্ছন্ন ছিল এবং তাহা সিদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে সত্বর হইল সুতরাং তাহাতে অধিক অনিষ্ট ঘটিল, পশ্চাৎ তাহা বিদিত হইবেক।

ক্যাশিও কপট মিত্রের মন্ত্রণানুসারে দেস্‌দেমনার সদনে গমন পূর্ব্বক আপনার দুর্দশার বিষয় নিবেদন করিলে ঐ সুশীলা অবলা করুণার্দ্র হইয়া অঙ্গীকার করিলেন তোমার নিমিত্ত প্রাণ পণ করিয়া আপন পতি সেনাপতির সমীপে প্রার্থনা করিব। পরে ধর্ম্মপরায়ণা সুচরিত্রা রমণী স্বামির সহিত সাক্ষাৎ করণ পুরঃসর ক্যাশিওকে পুনর্ব্বার পদস্থ করিবার নিমিত্ত যৎপরোনাস্তি ব্যগ্রতার সহিত অনুরোধ করিলেন তাহাতে ওথেলো কহিলেন এবম্প্রকার অপরাধিকে কিরূপে আশু মার্জ্জনা করা যাইতে পারে? দেস্‌দেমনা তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া কাতরতা প্রকাশ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার উপরোধ করত কহিতে লাগিলেন আগামি নিশাতে অথবা পরশ্বঃ প্রাতে কবে ক্ষমা করিবেন কহুন্? পরিশেষে নিবেদন করিলেন ক্যাশিও দুষ্কর্ম্ম করিয়া অনুতাপান্বিত ও বিনীত হইয়াছে অধিকন্তু লঘু পাপে গুরু দণ্ড কর্ত্তব্য হয় না। ওথেলো এ কথাতেও পুনঃ২ অস্বীকার করিলে ঐ অঙ্গনা মহা বিষণ্ণা হইয়া কহিলেন আহা মহাশয় ক্যাশিও যখন আপনার প্রতিনিধি হইয়া আমার নিকট গমনাগমন করিত তখন আমি আপনকার নিন্দা করিলে আপনকার পক্ষ হইয়া আমার সঙ্গে কতই বচসা করিত, এক্ষণে তাহার নিমিত্ত আপনার নিকট আমাকে এত কহিতে হইল? যাহাহউক অধুনা আমি আপনার সমীপে এই সামান্য বিষয়ের প্রার্থনা করিলাম কিন্তু যখন আপনকার অনুরাগ পরীক্ষা করিব তখন এতদপেক্ষা গুরুতর প্রার্থনা করিব। ওথেলো প্রেয়সীর এতাদৃশ অনুযোগে সলজ্জ হইয়া তাঁহার প্রার্থনায় পুনঃ২ অস্বীকার করিতে পারিলেন না, অগত্যা কহিলেন উপযুক্ত সময় বুঝিয়া ক্যাশিওর প্রতি অনুগ্রহ চিহ্ন প্রকাশ করা যাইবেক।

অনন্তর এই ঘটনা হইল, ক্যাশিও দেস্‌দেমনার সন্নিধানে আগমন পূর্ব্বক অনুগ্রহ বিতরণ নিমিত্ত অনুনয় করিয়া যখন বহির্গত হয় তৎকালে হঠাৎ ওথেলো এবং ইয়াগো আসিয়া উপস্থিত হইল। দুরাশয় ইয়াগো স্বীয় দুরভিসন্ধির সূত্র করণার্থ ব্যগ্র ছিল। ক্যাশিওকে অবলোকন করিয়া ঈষদ্বিরক্তি প্রকাশ পূর্ব্বক সেনাপতির কর্ণগোচর হয় এমত স্বরে আপনা-আপনি মৃদুভাবে এই উক্তি করিতে লাগিল এ সকল ব্যবহার আমার ভাল লাগে না। সেনানীর তৎকালে ঐ কথায় বিশেষ মনোযোগ হইল না কেননা তিনি বনিতার বেশ্মে প্রবেশ করিয়া তাঁহার সহিত ক্যাশিওর বিষয়েই কথোপকথন করিতেছিলেন সুতরাং ইয়াগোর ইঙ্গিত বাক্য শ্রবণ গোচর হইলেও বিস্মৃত হইলেন কিন্তু অনতি বিলম্বে আপনা হইতে তাহা স্মরণ করিতে হইল। দেস্‌দেমনা স্থানান্তরে প্রস্থান করিলে দুরাত্মা ইয়াগো বৃত্তান্ত শ্রবণৌৎসুক্য প্রকাশ পুরঃসর ওথেলোকে জিজ্ঞাসা করিল আপনকার দার পরিগ্রহের অগ্রে আপনি যখন ঠাকুরাণী সমীপে গমনাগমন করিতেন তখন কি ক্যাশিও আপনকার প্রীতির বিষয় অবগত ছিল? ওথেলো উত্তর করিলেন হাঁ ক্যাশিওই মধ্যস্থ হইয়া আমাদের পরস্পর প্রণয় বন্ধনের ব্যাপার নির্ব্বাহ করিয়া দেয়। ইয়াগো এতৎ শ্রবণে আত্ম মনোমধ্যস্থ আশঙ্কা যেন সপ্রমাণ হইল এতদ্রূপ ভঙ্গি করিল এবং সাতিশয় বিস্ময় প্রকাশ পুরঃসর ভ্রূকুটী করিয়া কহিল তজ্জন্যই বটে। দুরাত্মার এই ভাব ভঙ্গি দর্শন ও বাক্য শ্রবণে সেনানীর মনে সংশয় স্পর্শ হইল এবং মহিলার আলয় প্রবেশ কালে সে ক্যাশিওকে কান্তার সহিত কথা কহিতে দেখিয়া আপনাআপনি যাহা কহিয়াছিল তাহাও স্মৃতিপথে আসিয়া উদিত হইল। অতএব বিবেচনা করিতে লাগিলেন ইয়াগো অতি সজ্জন, দুষ্ট নয়, সুতরাং তদ্দ্বারা ছলনা সম্ভাব্যা নহে, বোধ হয় তাহার মনে কোন গুরুতর দোষাবহ অকথ্য বিষয় উদিত হইয়া থাকিবে সুশীলতা বশতঃ প্রকাশ করিতে পারে নাই। পরে প্রকাশ

করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন তোমার অন্তঃকরণে কি কোন অসদ্ভাবের উদয় হইল? দুরাত্মা সবিষাদ বচনে বলিল মহাশয় কোন দুর্ভাবনা যদ্যপি আমার অন্তঃকরণে আবির্ভূতা হইয়া থাকে তাহা বলিয়া কি করিব, অপবিত্র ব্যাপারে নিতান্ত নিঃসংশ্রব এতাদৃশ রাজগৃহ অবনীমণ্ডলে কোথায় আছে? তৎপরে কপট সাধুতা প্রকাশ পূর্ব্বক কহিতে লাগিল আমি যাহা সম্পূর্ণরূপে অবগত নহি তাহা শুনিলে মহাশয়ের মনে অসুখ জন্মিতে পারে অতএব শুনিবার আবশ্যক নাই, ক্ষমা করুন। আমার দুর্ভাবনার বিষয় বিদিত হইলে আপনার আনন্দ বা মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা নাই অপর সামান্য সংশয় দ্বারা যশশ্চন্দ্র কলঙ্কাঙ্কিত হয় না। এই সকল ইঙ্গিত বাক্যে ওথেলোর অন্তঃকরণ সন্দেহ পূর্ণ ও সাতিশয় ক্ষুব্ধ হওয়াতে যখন বিজাতীয় ক্রোধ ও শোকের আবেগ প্রকাশ হইতে লাগিল তখন দুরাত্মা তাঁহার শান্ত্বনা নিমিত্ত কপট ভাবে কহিল আমার এ সমস্ত বাক্যে সন্দিহান হইবেন না। পরে এরূপ চাতুর্য্য সহকারে সংশয় নিরাকরণ নিমিত্ত কথা কহিতে লাগিল যে তাহাতে উত্তরোত্তর অধিক সন্দেহ উৎপন্ন হইল। অতএব ওথেলো সন্দেহাকুলিত চিত্তে কহিলেন আমি জানি আমার রমণী পরমা সুন্দরী, লোক সংসর্গ এবং আমোদ প্রমোদ ভাল বাসে, স্বাতন্ত্র্যাবলম্বন পূর্ব্বক সকলের সঙ্গে কথা কহে, এবং নৃত্য গীত ক্রীড়াতে অনুরাগিণী। আন্তরিক ধর্ম্ম জ্ঞান থাকিলেই এই সমস্ত গুণ বলিয়া গণ্য হয় নচেৎ এ সকল অনিষ্টের আলয়। যাহাহউক বনিতার ব্যভিচার অবধারণ করিবার অগ্রে অবশ্য প্রমাণ অনুসন্ধান করিব। ইয়াগো ওথেলোর প্রমাণের কথায় মৌখিক আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া কহিল বস্তুতঃ এতদ্বিষয়ের কোন নিদর্শন নাই তবে আপনি স্বীয় সহধর্ম্মিণীর চরিত্র পরীক্ষা করিতে পারেন, যদি তাহা করেন ক্যাশিও যখন তাঁহার নিকটে থাকে তখন করিবেন। কিন্তু আমি একটা সার কথা কহিয়া রাখি আপনি স্ত্রীলোকের বিষয়ে নিতান্ত সন্দিগ্ধ চিত্ত হইবেন না এবং একান্ত নিশ্চিন্তও

থাকিবেন না। আমি স্বদেশীয় অঙ্গনাগণের রীতি প্রকৃতির বিষয় আপনা অপেক্ষা ভাল জানি। বেনিস্‌দেশীয় সীমন্তিনীরা ভুরি২ ক্রীড়া স্বামিকে দর্শাইতে অসমর্থা কিন্তু পরমেশ্বরকে নির্ভয়ে দর্শাইয়া থাকে। মহাশয় মনে করুন্‌ দেখি দেস্‌দেমনা জনককে কিরূপ প্রবঞ্চনা করিয়া আপনাকে বর মাল্য দান করিয়াছিলেন। এবম্প্রকার গোপনে পরিণয় সমাধা করেন যে তাহাতে তদীয় প্রাচীন পিতা আপনাকে মায়াবী বলিয়া নিশ্চয় করিলেন। এই সকল বাক্যে ওথেলোর চিত্ত একেবারে বিকৃত হইয়া উঠিল এবং তিনি ক্রোধমূর্চ্ছিত হইয়া প্রগাঢ় সন্দেহান্বিত হইলেন। শেষে মুক্তকণ্ঠে কহিলেন আমার বনিতা স্বীয় পিতাকে প্রতারণা করিয়াছে একথা যথার্থ অতএব পতিকে প্রবঞ্চিত করিবে অসম্ভব নয়।

ইয়াগো অন্তর্হৃষ্ট হইয়া বাহ্য বিষাদ প্রদর্শন পুরঃসর কহিল আমি আপনার ক্রোধের হেতু হইলাম আমাকে ক্ষমা করুন্‌। তাহার বাক্যে ওথেলো যদিও মনোমধ্যে মহা সন্তাপ প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন তথাপি আকৃতি বিকৃতি দ্বারা সে ভাব প্রকাশ না করিয়া কহিলেন এতদ্বিষয় সংক্রান্ত অন্য কোন বিবরণ যদি জ্ঞাত থাক বর্ণনা করিয়া বল। ইয়াগো স্বীয় বয়স্য ক্যাশিওর কুৎসা করিতে যেন কোন প্রকারেই ইচ্ছুক নহে এতাদৃশ ভাব প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহার দোষ খণ্ডনের অনেক কথা কহিয়া ওথেলোর স্মরণ করিয়া দিল দেস্‌দেমনা কেমন প্রাগল্‌ভ্যাবলম্বন পূর্ব্বক স্বদেশীয় সুরূপ পুরুষ দিগকে অবজ্ঞা করত আপনাকে (কাফ্রিকে) পরিণয় করিল। ঐ অবলার মনে সদসদ্বিবেচনার বল থাকিলে কি এরূপ হইতে পারিত? গুণাগুণ বিবেচনা থাকিলে কদাপি আপন দেশের মনোহর রূপ লাবণ্য সম্পন্ন যুবকগণকে আপনকার সঙ্গে তুলনা করিয়া অগ্রাহ্য করিতে পারিতেন না। খল ইয়াগো এতৎ কথনাবসানে সেনানীকে এই মন্ত্রণা দিল আপনি ক্যাশিওর প্রতি অনুগ্রহ করিতে স্বীকার করিয়াছেন, কিয়ৎ কাল বিলম্ব করুন্‌, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন দেস্‌দেমনা তাহার নিমিত্ত কি-

প্রকার আগ্রহ সহকারে আপনকার নিকট প্রার্থনা করেন এবং তাহাতেই উল্লেখিত বিষয় সপ্রমাণ হইবেক। অনন্তর ঐ দুরাত্মা ক্যাশিওর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া স্বীয় অভিসন্ধি সিদ্ধির আশয়ে পরামর্শ দিল তুমি আপনার প্রার্থনা সুসিদ্ধি নিমিত্ত দেস্‌দেমনার শরণাপন্ন হও। তিনি সর্ব্বদা তোমার প্রশংসা করত বিশেষ যত্ন করিলে সেনাপতি সানুকূল হইয়া ত্বরায় তোমার প্রতি অনুগ্রহ বিতরণ করিবেন। কিন্তু ঐ পাপাত্মা সুশীলা দেস্‌দেমনার এই মধ্যস্থতাতেই দোষারোপণ দ্বারা আত্ম সংকল্প সাধনের এরূপ ষড়যন্ত্র করিল যে ঐ মহানুভবা মহিলার কারুণ্য প্রকৃতি তাঁহার কলঙ্কের নিদান ও মহদ্গুণ সকল বিনাশের হেতু হইল।

ইয়াগো ক্যাশিওকে উক্তরূপ পরামর্শ প্রদানানন্তর ওথেলোর সন্নিধানে গিয়া কহিল মহাশয় তখন যে বিষয়ে কথোপকথন হইতেছিল সে বিষয়ের যাবৎ প্রকৃষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত না হন তাবৎ পর্য্যন্ত স্বীয় প্রেয়সীকে নির্দোষা বিবেচনা করা উচিত। ওথেলো তাহার উপদেশানুসারে ধৈর্য্যাবলম্বন স্বীকার করিলেন কিন্তু সাতিশয় বিক্ষুব্ধচিত্ততা প্রযুক্ত অন্তঃসন্তাপে জর্জ্জরিত হইতে লাগিলেন কোন প্রকারে কিঞ্চিন্মাত্র শান্তি লাভ করিতে পারিলেন না। পূর্ব্বে প্রিয়া সমভিব্যাহারে পানীয় মাত্র পানে যেরূপ আপ্যায়িত হইতেন এক্ষণে পীযূষ নিষেবণ, রাকা নিশাকর সন্দর্শনেও তাদৃশ আনন্দ বোধ হইল না। অপিচ বৈষয়িক ব্যাপার নির্ব্বাহেও তাঁহার বৈরক্তি হইতে লাগিল। অগ্রে অস্ত্র শস্ত্র নয়ন গোচর হইলে উল্লাসিত হইতেন ইদানীং ধনু র্ধারণ করিয়াও বিমনস্কতা বশতঃ আমোদিত হইলেন না। অপর ব্যূহী কৃত সেনা ও প্রোড্ডীয়মানা জয়পতাকা সন্দর্শনে এবং রণ তুরীর নিনাদ ও সমর তুরঙ্গমের হ্রেষারব শ্রবণে চিত্ত প্রফুল্লতা জন্মিয়া তাঁহার কতই উৎসাহ হইত এক্ষণে সমুদায় নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়া গেল। ফলতঃ সর্ব্বপ্রকার বিষয়ে ঔৎসুক্য অপগত হওয়াতে তিনি ক্ষিপ্ত প্রায় হই-

লেন। কখন বনিতাকে পতিব্রতা বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন কদাচিৎ বা ব্যভিচারিণী বোধে ঘৃণা করিলেন। কোন সময়ে ইয়াগোকে সরল বিবেচনা করিলেন কখনবা খল বলিয়া তাহার উত্থাপিত বিষয়ের অলীকতা সন্দেহ করিতে লাগিলেন। কদাচিৎ মনে২ বিবেচনা করিলেন তাদৃশী কথাকে কর্ণ কুহরে স্থান দান না করিলেই ভাল হইত, কদাচিৎ বা আপনা আপনি মীমাংসা করিলেন যাবৎ বিশিষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত না হওয়া যায় তাবৎ দেস্‌দেমনা যে আমা অপেক্ষা ক্যাশিওর প্রতি সাতিশয় সন্তুষ্টা এমত অনুমান করা অযুক্ত। মহানুভব সেনাপতি অন্তঃকরণের বৈকল্য বশতঃ এই রূপ ব্যাকুল হইয়া কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এক দিন ইয়াগোকে আহ্বান করিয়া প্রীতি প্রদর্শন নিমিত্ত তাহার গলে হস্তার্পণ পূর্ব্বক পদ বিহার করিতে২ জিজ্ঞাসা করিলেন দেস্‌দেমনার দোষ বিষয়ে কি২ প্রমাণ আছে কহ দেখি। পরে প্রণয়িনীর প্রণয় স্মরণ হওয়াতে কহিলেন যদি মিথ্যা হয় তবে তৎক্ষণাৎ তোমাকে শমন সদনের অতিথি করিব। এই কথায় ইয়াগো কৃত্রিম কোপ প্রকাশ পূর্ব্বক ধূর্ত্ততা করিয়া বলিল আমি সততা করিয়া দোষী হইলাম, আপনি কখন স্বীয় রমণীর করে একখান বিচিত্র করবসন অবলোকন করিয়াছেন কি না? ওথেলো বলিলেন আমিই একখণ্ড সুরঙ্গ রুমাল গৃহিণীকে প্রদান করি এবং তাহাই আমার প্রণয় বন্ধনের আদ্য উপায়ন। ইয়াগো বলিল মহাশয় সেই রুমাল দিয়া ক্যাশিওকে মুখ মার্জ্জনা করিতে দেখিয়াছি। ওথেলো কহিলেন তোমার একথা যদি সত্য হয় তবে তাহাদের পরস্পর আসক্তি স্পষ্ট প্রকাশ হইবে পরন্তু এরূপ হইলে সেই দুরাচার ও দুরাচারিণী দুই জনের বিশেষ দণ্ড না করিয়া ক্ষান্ত হইব না। প্রথমতঃ তিন দিনের মধ্যেই ক্যাশিওকে কৃতান্তের করাল দশনে নিক্ষেপ করিব। পরে সেই নীচ প্রকৃতি পাপীয়সীর মৃত্যু সাধনার্থ উপায় করিব।

বনিতার পাতিব্রত্যে সন্দেহ জন্মিলে চিত্ত সর্ব্বদা শঙ্কা-

কুল হয় এবং যৎসামান্য বিষয়কেও উপনিষদের তুল্য বলবৎ প্রমাণ করিয়া বোধ করে। পত্নীর এক খান করবসন ক্যাশিওর করে দেখিয়াছে এতাবন্মাত্র শ্রবণেই ওথেলো তাহাকে জায়ার জার নিশ্চয় করিয়া তদীয় অসু বিনাশে উদ্যত হইলেন। সে ব্যক্তি তাঁহার পরম সুহৃদ্, কিপ্রকারে তাহা পাইল, একবার জিজ্ঞাসা করিবারও অপেক্ষা করিলেন না। ফলতঃ পতি পরায়ণা দেস্‌দেমনা স্বামির প্রণয় বন্ধনের নিদর্শন রূপ করবসন ক্যাশিওকে কেন প্রদান করিবেন? ভ্রষ্টতা ব্যতীত তদ্রূপে পতির বিপ্রিয় করণেচ্ছা হয় না। তিনি এবং ক্যাশিও উভয়ে নির্দোষ ছিলেন কাহারো মনে কদাপি কুভাবের আবির্ভাব হয় নাই। দুরাত্মা ইয়াগো আপনার কথা সপ্রমাণ করিয়া কৃতকার্য্য হইবার আশয়ে ষড়যন্ত্র করিয়া স্বীয় বনিতাকে দেস্‌দেমনার নিকট প্রেরণ করে এবং তাহাকে এই বলিয়া দেয় তুমি সেনানীর রমণীর সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক প্রার্থনা কর আপনার সেই অপূর্ব্ব রুমালের চিত্র দেখিয়া এক খান করবসন প্রস্তুত করিতে বাসনা করিয়াছি অতএব কিয়ৎ দিনের নিমিত্ত প্রদান করুন্। সরলা দেস্‌দেমনা তাহার হস্তে সেই রুমাল প্রদান করিলে গোপনে অপহরণ পুরঃসর ধূর্ত্ত ইয়াগো ক্যাশিওর আবাসে তাহা স্থাপন করিয়াছিল ঐ ব্যক্তি অজ্ঞানতঃ তাহা গ্রহণ করাতে দুরাত্মার বাক্য পাকতঃ সপ্রমাণ হইল।

ওথেলো করবসনের কথা শ্রবণানন্তর পত্নীর নিকট গমন পূর্ব্বক শিরঃপীড়ার ব্যপদেশে কহিলেন আমি মস্তকের বেদনায় অস্থির হইয়াছি সেই রুমাল খান আন দেখি তদ্দ্বারা শিরোবন্ধন করি। দেস্‌দেমনা পতির পীড়ার কথা শ্রবণে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ একখান রুমাল আনিয়া দিলে তিনি কহিলেন এ নয়, আমি তোমাকে যে খানা দিয়াছিলাম সেই খানা দাও। কিন্তু দেস্‌দেমনা সে রুমাল কোথায় পাইবেন হস্তান্তর করিয়া তাহা হারাইয়া ছিলেন, সবিনয় বচনে তদ্বিবরণ নিবেদন করিলেন। ইহাতে ওথেলো জাত ক্রোধ হইয়া

কহিলেন সে কি? তবে তুমি গুরুতর অপরাধ করিয়াছ। সে রুমাল সামান্য বসন নয়, মিসর দেশীয়া এক ডাকিনী আমার জননীকে তাহা প্রদান করিয়াছিল। সেই স্ত্রী মনুষ্যের মনের কথা কহিতে পারিত, আমার মাতাকে রুমাল দিয়া বলিয়াছিল যাবৎ যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করিবে তাবৎ তোমার স্বামী তোমাকে ভাল বাসিবেন কিন্তু রুমাল নষ্ট অথবা কাহাকেও বিতরণ করিলে ব্যতিক্রম জন্মিবে অর্থাৎ পূর্ব্বে যত অনুরাগ করিবেন পরে ততই বিরাগ দর্শাইবেন। জননী ঐ অদ্ভুত কর বসন মৃত্যুকালে আমার করে সমর্পণ করিয়া আজ্ঞা করিয়া যান যদি কখন দার পরিগ্রহ কর স্বীয় প্রমদাকে এই রুমাল প্রদান করিও। আমি মাতার অনুমতি ক্রমে পরম যত্নে সেই বস্ত্র খণ্ড নয়ন তুল্য অমূল্য নিধি বোধে রক্ষা করিয়াছিলাম এখন তুমি তাহা হারাইলে আপনিই ইহার ফল অনুভব করিবে। দেস্‌দেমনা এতদ্বচন শ্রবণ করিয়া ভয়ে কম্পিত কলেবরা হইলেন এবং বিস্ময় ও বিষাদ প্রকাশ পুরঃসর জিজ্ঞাসা করিলেন নাথ এ কথা কি সত্য? ওথেলো কোপাবেশে উত্তর দিলেন আমি কি অলীকামোদ করিতেছি? অবনি মণ্ডলে এক ভবিষ্যদ্বক্ত্রী আবির্ভূতা হইয়া দ্বিশত বর্ষ জীবিতা ছিলেন। তিনি নানাবিধ দুরূহ দৈব কর্ম্মের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক ঐ মায়াময় রুমাল নির্ম্মাণ করেন। দেস্‌দেমনা এ সমস্ত শ্রবণে ভয়ে কম্পান্বিতা হইলেন এবং সেই অদ্ভুত রুমাল হৃত হওয়াতে মনে করিলেন বুঝি করবসনের সঙ্গে স্বামির স্নেহও হারাইলাম। ওথেলো রুমালের বৃত্তান্ত বর্ণনানন্তর কোপে কম্পান্বিত হইয়া তাহার নিমিত্ত বনিতাকে পুনশ্চ উত্তেজনা করিতে লাগিলেন এবং অপহৃত হওয়ার কথায় অবিশ্বাস করত বাহির করিয়া আনিতে বারম্বার বলিলেন। দেস্‌দেমনা কান্তের কোপ শান্তি করণাশয়ে নানা প্রকার স্তবস্তুতি ও প্রবোধ বাক্য কহিলেন তৎপরে পরিহাস ও আমোদ দ্বারা চিত্ত প্রসন্নতা সাধনের মানসে সহাস্য বদনে বলিলেন নাথ ক্যাশিওর প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ নিমিত্ত আমি বার-

স্বার ব্যগ্রতা করিয়া থাকি তাহাতে আপনার আন্তরিক ইচ্ছা নাই তন্নিমিত্ত কি এই বিভীষিকা ও ভর্ৎসনা হইতেছে। ইহা কহিয়া ক্যাশিওর প্রতি প্রসন্নতা সাধনার্থ তাহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ওথেলো ঐ ব্যক্তিতে জাতাশঙ্ক হইয়াছিলেন তাহারই গুণানুবাদ বনিতার বদন হইতে অনর্গল বিনির্গত শুনিয়া ক্রোধে প্রজ্বলিত হওত সমুচিত বিরাগ প্রদর্শন পুরঃসর তৎক্ষণাৎ গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। তখন দেস্‌দেমনা মনে করিলেন স্বামী আমার প্রতি সন্দিহান অথবা বিরক্ত হইয়াছেন সংশয় নাই।

কিন্তু তিনি ওথেলোর নিকট কি নিমিত্ত অপরাধিনী হইলেন বিবেচনা করিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। তৎপরে মনে করিলেন আমি স্বীয় অন্তঃকরণ মধ্যে একবার পতি নিন্দার সঙ্কল্প করিয়াছিলাম তাহারই বুঝি এই ফল হইল। তদনন্তর বিতর্ক করিতে লগিলেন বোধ হয় বেনিস্‌ হইতে কোন কুসংবাদ আসিয়া থাকিবে অথবা রাজ সংক্রান্ত কোন বিপদ ঘটিয়া থাকিবে কেননা স্বামিকে সাতিশয় চিন্তাকুল দেখিতেছি, ইহাঁতে পূর্ব্বকার মাধুর্য্য ভাবের লেশ মাত্র নাই। আর বার বিবেচনা করিলেন মনুষ্যদের ভাব দেববৎ চিরকাল সমান থাকে না, বিবাহের অগ্রে যেরূপ সমাদর ও ভাব ভক্তি দেখায় পরিণয় সম্পন্ন হইলে তাহার অন্তর্ধান হয় তাহাই বুঝি হইল পরন্তু স্বামির নির্দয়তা দর্শনে আপনাকে অভিশপ্তা জ্ঞান করিলেন।

ওথেলো পুনর্ব্বার পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তিরস্কার করত স্পষ্টরূপে কহিলেন তুই পাপীয়সী অতি কৃতঘ্না, পর পুরুষে প্রণয়িনী হইয়াছিস্‌। এই রূপ ভর্ৎসনানন্তর স্বয়ং বিলাপ করিতে লাগিলেন। কিন্তু পরপুরুষ কে? তাহার নাম গ্রহণ করিলেন না। দেস্‌দেমনা স্বামির কর্কশ বচন শ্রবণ ও কার্য্য অবলোকন করিয়া বলিলেন এ কি অদ্ভুত কাণ্ড আপনি কেন বিলাপ করেন? ওথেলো কহিলেন অরে দুশ্চারিণি আমার মহতী সহিষ্ণুতা, আমি সেই শক্তিতে

সর্ব্ব প্রকার রোগ দরিদ্রতা অপমান সহ্য করিতে পারি কিন্তু তোর বিশ্বাসঘাতকতায় চিত্ত একেবারে ভগ্ন হইয়াছে। অরে কলঙ্কিনি তরুর মনোহর প্রসূন সন্দর্শনে ও তদীয় সৌরভ আঘ্রাণেই লোকে লালসান্বিত হইয়া থাকে তুইও কি তদ্রূপ লোভনীয়া হইলি, তোর জন্ম না হইলে যে শ্রেয়ঃ সম্ভাবনা ছিল। এবম্প্রকারে ঘৃণা করিয়া ক্রোধভরে স্থানান্তর গমন করিলে দেস্‌দেমনা চমৎকৃতা ও অপমানে ম্রিয়মাণা হইলেন। স্বামির এই অমূলক সন্দেহ এবং তন্নিমিত্ত বিমাননায় কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া গভীর চিন্তায় নিমগ্না হইলেন। কিয়ৎ ক্ষণ পরে দুর্ভাবনা বশতঃ নিদ্রা তাঁহার নেত্রদ্বয় আকর্ষণ করিলে সহচরীদিগকে শয্যা প্রস্তুত করিতে কহিয়া তদুপরি আপনার বিবাহের বসন বিস্তীর্ণ করিতে অনুমতি করিলেন আর এই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন লোকে বালকদিগের শিক্ষা নিমিত্ত উৎকৃষ্ট উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক ভর্ৎসনা করিয়া থাকে ওথেলো আমাকে তদ্রূপে তিরস্কার করিলে ভাল হইত কেননা এ পক্ষে আমি বালিকা ব্যতীত প্রবীণা নহি।

দেস্‌দেমনার শয়ন করিবার তাৎপর্য্য এই যে তিনি শয্যাগতা হইলে ওথেলোও শয়ন করিবেন কিন্তু সেনাপতির মনে প্রণয়ের সঞ্চার মাত্র ছিল না, কেন পুনর্ব্বার তাঁহার সংস্পর্শে যাইবেন? অতএব ঐ অবলা বহু ক্ষণ প্রতীক্ষা করিয়া চিত্তের ব্যাকুলতা নিমিত্ত ক্রমে নিদ্রাভিভূতা হইলেন। পরে ওথেলো বনিতার ব্যভিচারের প্রতিফল প্রদানাশয়ে জিঘাংসায় গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন ভার্য্যা গভীর নিদ্রায় অচেতন হইয়া শয়ানা রহিয়াছে ইহাতে তদবস্থায় করবালাঘাত দ্বারা শোণিতোৎপাদন অথবা সুবর্ণ বর্ণ শরীর বিক্ষত করিতে ইচ্ছা হইল না কিন্তু তাঁহার এই ক্ষণিক করুণোদয়েও দৃঢ়ীয়সী প্রতিজ্ঞা ভগ্না হইল না যেহেতু কহিতে লাগিলেন যদিস্যাৎ বিনষ্ট না করিয়া পরিত্যাগ করি তাহা হইলে আমার ন্যায় অন্যের

প্রতি বিশ্বাস ঘাতকতা করিবে। পরে জন্মের মত দয়িতার আশ্লেষ সমাপন মানসে তদীয় নির্ম্মল বদন চুম্বন করিলেন। তাহাতে মাধুর্য্য রসের আস্বাদ হওয়াতে পুনঃ২ চুম্বন আরম্ভ করিলেন অবশেষে শোকাভিভূত হইয়া রোদন করিতে২ কহিলেন প্রিয়ে এ আমার প্রেমাশ্রু নহে।

ওথেলোর বারম্বার চুম্বনে দেস্‌দেমনার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি জাগরিত হইয়া চক্ষুরুন্মীলন পূর্ব্বক অবলোকন করিলেন স্বামী সম্মুখে বিকট দশনে স্বীয়াধর দংশন এবং লোহিত নয়ন ঘূর্ণায়মান করত করাল কাল প্রায় দণ্ডায়মান। পতির এবম্প্রকার ভয়ানক আকার নিরীক্ষণ মাত্রে নিশ্চয় করিলেন এই আমার সংহারক মূর্ত্তি। তদনন্তর ওথেলো গভীর স্বরে গর্জ্জন করিতে২ কহিলেন অরে পাপীয়সি মরণার্থ প্রস্তুত হইয়া পরমেশ্বরের নাম গ্রহণ কর, এখনি তরবারি প্রহারে তোর প্রাণ সংহার করি। ইহাতে পতিপ্রাণা দেস্‌দেমনা প্রাণ ভয়ে সাতিশয় কাতরতা পুরঃসর অনুগ্রহ প্রার্থনা করিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন কি অপরাধে প্রাণ দণ্ড কর। জিঘাংসু সেনানী উত্তর করিলেন এক্ষণে ক্যাশিও তোর প্রণয় ভাজন হইল, আমার প্রদত্ত রুমাল প্রেম বশতঃ তাহাকে প্রদান করিয়াছিস্। দেস্‌দেমনা এতৎ শ্রবণে বিস্ময় প্রকাশ পূর্ব্বক আত্ম অনপরাধ সপ্রমাণ করিতে উদ্যম করিতেছেন ইত্যবসরে ওথেলো শয্যা বসন দ্বারা তদীয় বদন বন্ধন পূর্ব্বক শ্বাসাবরোধ করিয়া প্রাণ সংহার করিলেন।

অনন্তর ক্যাশিও আঘাত প্রাপ্ত হইয়া শোণিতাক্ত শরীরে ওথেলোর সন্নিধানে ঐ ভবন মধ্যে আনীত হইলেন। দুরাত্মা ইয়াগো তাহার জীবন বিনাশ নিমিত্ত এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিয়াছিল। সে জীবন সংহার বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই অস্ত্রাঘাতে ক্যাশিওর শরীর ক্ষত বিক্ষত করিয়া শেষে শান্তিরক্ষকদিগের ভয়ে আপনার নিযোক্তা কর্ত্তৃক স্বয়ং নিহত হয়। ঐ ব্যক্তির অঙ্গবস্ত্র হইতে একখান লিপি

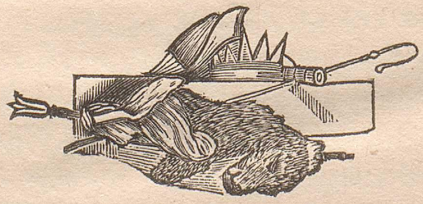
বহির্গত হওয়াতে তদ্দ্বারা পরে প্রকাশ হইল ক্যাশিও নিতান্ত নির্দোষ, দুরাত্মা ইয়াগোর দুর্মন্ত্রণা বশতঃ সেনানীর অলীক আশঙ্কা ও নানা দুর্ঘটনা ঘটিল। সে যাহা হউক। ক্যাশিও শোণিতাক্ত দেহে ওথেলোর সমীপে আনীত হইলে আদৌ প্রাণ পরিক্ষণ নিমিত্ত ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া পরে জিজ্ঞাসা করিলেন আমি কি অপরাধ করিলাম যে আমার প্রাণদণ্ড নিমিত্ত ইয়াগো আদিষ্ট হইয়াছিলেন।

অনন্তর দুরাত্মা ইয়াগোর ষড়্যন্ত্র প্রকাশিত হইলে ওথেলোর হৃদয় অকস্মাৎ বজ্রাঘাত তুল্য অনুতাপের আবেগে বিদীর্ণ হইতে লাগিল। তখন স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন বিনা অপরাধে ধর্ম্মপরায়ণা পতিব্রতা পত্নী হত্যা করিয়া মহা পাপী হইলাম। এবং পরম প্রেয়সীর পরিগ্রহাবধি সদ্ভাব ও প্রণয় স্মরণ পথে আবির্ভূত হওয়াতে দারুণ শোকানলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। পরিশেষে প্রাণ ধারণে অসহিষ্ণু হইয়া প্রিয়তমার মৃত শরীরের উপরি শয়ান হইলেন এবং স্বহস্তে আত্ম গ্রীবায় তীক্ষ্ণ তরবারি আঘাত করত ক্লেশের শেষ করিলেন।

নিকটস্থ লোকেরা এই সমস্ত ভয়ানক ব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়া ভয়ে কম্পান্বিত এবং বিস্ময়ে ব্যাকুল হইল কেননা যে ওথেলোর সুখ্যাতি পৃথিবী মণ্ডল ব্যাপিয়াছিল তাঁহার এই দুর্দশা ঘটিল। ফলতঃ ঐ মহাবীর সেনাপতি স্বীয় সারল্য স্বভাব প্রযুক্ত ধূর্ত্তের আচরণ অনুসন্ধান করেন নাই। যাবৎ শঠের প্রবঞ্চনা জালে বদ্ধ না হইয়াছিলেন তাবৎ তাঁহার পরম প্রেমাস্পদ বনিতা ও অকৃত্রিম প্রণয় পবিত্র মিত্র ক্যাশিওর প্রতি স্নেহ এবং অনুরাগ সম্পূর্ণ ছিল কিন্তু সমীক্ষ্য কারিতা না থাকাতে হঠাৎ শঠের শঠতায় পড়িয়া তাহা বিনষ্ট করিয়া শেষে আত্মহত্যা করিলেন। পরন্তু তাঁহার যে বীর্য্যবৎ নয়ন হইতে জন্মাবধি কদাপি অশ্রুবিন্দু বিনির্গত হয় নাই ভ্রান্তি প্রতীত হইলে তাহা হইতে অনর্গল

বারি ধারা নিঃসৃত হইয়াছিল। যাহা হউক এবম্প্রকারে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেও তাঁহার শৌর্য্য বীর্য্যাদি গুণ নিকর লোক মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং যে পাপাত্মার দুর্মন্ত্রণা প্রভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটে সে ব্যক্তিও বিনা দণ্ডে নিষ্কৃতি পায় নাই। সেনানীর উত্তরাধিকারী ব্যবস্থানুসারে বিবিধ যন্ত্রণা দিয়া তাহার প্রাণ দণ্ড করত সমুচিত প্রতিফল দেন, অনন্তর বেনিস্ রাজ্যে মহানুভব সেনাপতির পরিদেবনীয় মৃত্যু সংবাদ প্রেরণ করেন ইতি।





R. D. SORNOKAR, ENGR. ৭৫

শীতকালের উপন্যাস।

সেক্‌সপিয়র।

শীতকালের উপন্যাস।

শিশিলী উপদ্বীপের লিয়নিতিস্‌ নামা নরপতি স্বীয় ধর্ম্ম পরায়ণা মনোহর রূপা বরবর্ণিনী সহধর্ম্মিণী হারমিয়নী সহ পরম কৌতুকে কাল যাপন করিতেন এবং প্রণয়িনীর সঙ্গে প্রেম রঙ্গে অনির্ব্বচনীয় সুখানুভব হওয়াতে কৃতার্থম্মন্য হইয়া হৃদয়ঙ্গম মিত্রকে আপনার ভার্য্যা ভাগ্য প্রদর্শন পূর্ব্বক চিত্ত চকোর পরিতৃপ্ত করিবেনএতদর্থ সতত সমুৎসুক ছিলেন। অতএব আবালবন্ধু বোহিমিয়াধিরাজ পলিক্‌সেনিস্‌কে আপন ভবনে আনয়ন নিমিত্ত বারম্বার আহ্বান করিতেন। শৈশবকালে তাঁহাদের এক সঙ্গে বিদ্যাভাস এবং সর্ব্বদা একত্র সহবাস থাকাতে উভয়ে পরস্পর স্নেহ সূত্রে দৃঢ়রূপে বদ্ধ ছিলেন কিন্তু তদনন্তর দুই জনেরই পিতৃ বিয়োগ হওয়াতে স্বং পৈতৃক রাজ্যে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক সিংহাসনাধিরূঢ় হন সুতরাং তদবধি বহুকাল যাবৎ অন্যোন্যের সাক্ষাৎ লাভ হয় নাই। লিপিযোগে ও দূতদ্বারা পরস্পর সমাচার গ্রহণ এবং সময়েং উপহার প্রেরণ করিতেন।

বোহিমিয়াধিপতি পলিক্‌সেনিস্‌ পরম সুহৃৎ লিয়নিতিসের বারম্বার অভ্যর্থনায় বাধ্য হইয়াছিলেন। বন্ধুর অনুরোধ রক্ষা না করা মূঢ়ত্বের চিহ্ন বিবেচনা করিয়া কিয়দ্দিনানন্তর তাহার সহিত সাক্ষাৎ করণার্থ স্বরাজ্য হইতে যাত্রা করত শিশিলীর রাজধানী নগরে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

পলিক্‌সেনিস্‌ শিশিলীর রাজধানীতে উপনীত হইবামাত্র

লিয়নিতিস্ পরমসমাদর সহকারে তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিলেন এবং পরস্পর সাক্ষাৎকারলাভে সাতিশয় সন্তোষান্বিত ও মহা হর্ষিত হইলেন। পরে শিশিলীরাজ আপন প্রেয়সী মহিষীকে বন্ধুর অভ্যর্থনা করিতে অনুরোধ করিয়া মিত্রের আগমন নিমিত্ত আনন্দোৎসব করিলেন এবং উভয়ে একাসনে অধিবেশন পুরঃসর কথোপকথন করত অনির্ব্বচনীয় সুখানুভব করিতে লাগিলেন। উভয়েই পাঠাবস্থার বৃত্তান্ত সকল বিশেষতঃ বাল্য কালের লীলা স্মরণ পুরঃসর কথোপকথন করিতে কৌতুকী হইলেন। লিয়নিতিস্ সে সমস্ত বিষয় আপন প্রিয়তমা হারমিয়নীর নিকট ইতিপূর্ব্বে সবিশেষ বর্ণন করিলেও তিনি ঐ কথোপকথনের মধ্যে থাকিয়া হর্ষে পুলকিতা হইতে লগিলেন।

বোহিমিয়াধিপতি পলিক্সেনিস্ মিত্রের সহিত পরমামোদে কিয়ৎ কাল শিশিলীতে অবস্থিতি করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমনের উদ্যোগ করিলেন। তাহাতে লিয়নিতিস্ এবং তাঁহার বনিতা বিমর্ষান্বিত হইলেন এবং উভয়ে একত্র হইয়া বয়স্যকে যথেষ্ট বিনয় সহকারে কহিতে লাগিলেন আরো কতক দিন অবস্থান করিলে অপর্য্যাপ্ত তৃপ্তি প্রাপ্ত হই।

কিন্তু অতঃপর নৃপাঙ্গনা হারমিয়নীর অকস্মাৎ অসৌভাগ্যোদয়ের উপক্রম হইল কেননা পলিক্সেনিস্ স্বদেশ গমনে সাতিশয় সমুৎসুক হইয়াছিলেন মিত্র বারম্বার অবস্থিতি করিতে অনুরোধ করিলেও জিগমিষা পরিত্যাগ করিলেন না কিন্তু যখন ঐ মহিলা সুমধুর ও প্ররোচক বচনে বিনয় পুরঃসর কিয়ৎকাল অবস্থিতি করিতে উপরোধ করিতে লাগিলেন তখন তদীয় সুশীলতা ও বিনয়ৌদার্য্যে বিশেষতঃ পরমার্য্য চরিত্রে সন্তুষ্ট থাকাতে তাঁহার কথায় স্বীয় যাত্রা রহিত করিলেন। লিয়নিতিস্ মিত্রের সচ্চরিত্র ও জিতেন্দ্রিয়তা যদিও উত্তমরূপে অবগত ছিলেন এবং আপন বনিতারও পাতিব্রত্য ও ধর্ম্মনিষ্ঠার প্রমাণ সর্ব্বদা প্রাপ্ত হইতেন তথাপি এই ব্যাপারে তাঁহার অন্তঃকরণে

উৎকট সন্দেহ ও দারুণ ঈর্ষার উদয় হইল। হারমিয়নী কেবল স্বামির সন্তোষ নিমিত্ত তদীয় সুহৃৎ পলিক্‌সেনিসের প্রতি বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন কিন্তু তাহাতে এক্ষণে বিপরীত ফল ফলিবার উপক্রম হইল। তাঁহার পরম প্রণয়ি পতির চিত্ত স্নেহশূন্য হইয়া ঈর্ষানলে দগ্ধ হইতে লাগিল। এবং অকৃত্রিম প্রণয়ানুরক্ত প্রিয় ভর্ত্তা নিতান্ত নির্দয় দুরাত্মা বৈরিবৎ ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইলেন কেননা তিনি কেমিলো নামক এক জন পারিষদের নিকট আপনার মনের সন্দেহ ব্যক্ত করত বিষ প্রদান দ্বারা পলিক্‌সেনিসের প্রাণ বিনাশ করিতে আজ্ঞা দিলেন।

কেমিলো অতি সাধু ও সদ্বিবেচক পুরুষ ছিলেন। পরিণাম দর্শিনী মনীষা দ্বারা বিবেচনা করিয়া নিশ্চয় করিলেন লিয়নিতিসের সন্দেহ সমূলক নহে। অতএব তাঁহার আজ্ঞা ক্রমে পলিক্‌সেনিস্‌কে বিষপান করাইলেন না গোপনে রাজার জিঘাংসার মানস প্রকাশ করিয়া অবিলম্বে শিশিলী হইতে পলায়ন পরায়ণ হইতে পরামর্শ দিলেন এবং আপনিও তৎসমভিব্যাহারে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলেন। পলিক্‌সেনিস্‌ সন্দিগ্ধ চিত্ত মিত্রের এবম্প্রকার বৈর পারবশ্য বিদিত হইয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং প্রাণ ভয়ে ব্যাকুল হইয়া শশব্যস্ত হওত তৎক্ষণেই কেমিলো সমভিব্যাহারে প্রস্থান করিয়া কিয়দ্দিন মধ্যে আপনার রাজ্যে গিয়া উত্তীর্ণ হইলেন। কেমিলো বিদ্রোহি মিত্রের হস্ত হইতে রাজাকে রক্ষা করাতে রাজ সভার প্রধান পারিষদ ও নৃপতির পরম প্রণয় ভাজন বন্ধু হইয়া মহাসুখে সেই স্থানেই কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

পলিক্‌সেনিস্‌ পলায়ন করিলে লিয়নিতিস্‌ তাহার সহিত আপন বনিতার ব্যভিচার নিশ্চয় করিয়া ক্রোধে প্রজ্বলিত হইলেন এবং কোপ কম্পিত কলেবরে অন্তঃপুর প্রবেশ পূর্ব্বক মহিষীর আবাসে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন রাণী স্বতনয় মেমিলসের সঙ্গে একত্র উপবিষ্টা আছেন এবং কুমার আপন

প্রসূতির প্রমোদ নিমিত্ত উপন্যাস কহিতেছে। তিনি অনিবার্য্য ক্রোধের বশম্বদ থাকাতে সন্তানকে স্থানান্তরে রাখিয়া হঠাৎ সহধর্ম্মিণীর কেশাকর্ষণ পুরঃসর কারারূপ এক কুৎসিত আলয়ে লইয়া গিয়া তাঁহাকে অবরুদ্ধা করিলেন।

মেমিলস্ যদিও অতি শিশু, তথাপি জননীর প্রতি সাতিশয় অনুরক্ত ও যথেষ্ট স্নেহবান থাকাতে সমক্ষে তাঁহাকে তদ্রূপে অপমানিতা হইয়া কারাগারে প্রেরিত হইতে অবলোকন করিয়া মনোমধ্যে যৎপরোনাস্তি ব্যথিত হইল এবং অন্তঃকরণের অসুখে অহরহ তাহার শরীর শীর্ণ হইতে লাগিল আর তাহার ক্ষুধা তৃষ্ণা সকলই অন্তর্ধান হইল তাহাতে সকলে অনুমান করিতে লাগিল মাতৃ শোকে তাহার ঈদৃশী দশা হইয়াছে শেষে প্রাণ বিনাশের সম্ভাবনা।

লিয়নিতিস্ রাজা প্রেয়সী মহিষীকে ব্যভিচারাশঙ্কায় কারাবদ্ধ করণানন্তর এপলো দেবের মন্দিরস্থ বিখ্যাত বিজ্ঞ মহান্তের নিকট তদীয় পাতিব্রত্য ও চরিত্রানুসন্ধান নিমিত্ত শিশিলী দেশের ক্লিয়মিনিস্ ও দাইয়ন্ নামক দুই জন মর্য্যাদাবান্ পুরুষকে দেল্‌ফস্ নগরে প্রেরণ করিলেন।

এদিকে হারমিয়নী রাণী বন্ধনালয়ে থাকিয়া কিয়ৎকাল গতে পরম রূপবতী এক কুমারী প্রসব করিলেন। বালিকার রূপ লাবণ্য অবলোকনে রাজ মহিষীর অকারণ ক্লেশ দূষিত চিত্তের যথেষ্ট শান্ত্বনা হইল। তিনি কন্যাকে সম্বোধন পুরঃসর সকরুণ বচনে কহিতে লাগিলেন অরে হতভাগ্য নন্দিনি তুমি যাদৃশ দোষ লেশের সম্পর্ক শূন্যা, আমিও তাদৃশী।

শিশিলী নিবাসী আন্তিগোনসাভিধ এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির ললনা পালিনা নামিকা কোন দয়ালু অবলা হারমিয়নীর সখী ছিলেন। সেই রমণী দুঃখিনী রাণীর প্রসব সংবাদ প্রাপ্তি মাত্রে কারাগারে গমন পূর্ব্বক রাজমহিষীর এমিলিয়া নাম্নী সহচরীকে কহিল। এমিলিয়া তুমি আমার নাম গ্রহণ পুরঃসর রাজ্ঞীকে জিজ্ঞাসা কর তাঁহার সদ্যঃ

প্রস্তুতা সুতাটী আমাকে বিশ্বাস করিয়া অর্পণ করিতে পারেন কি না? আমার বাসনা এই যে কুমারীকে রাজ সাক্ষাৎকারে লইয়া যাই, নন্দিনী সন্দর্শনে নৃপতির আনন্দ সহকারে করুণোদয় হইবেক কি না নিশ্চয় কহিতে পারি না কিন্তু বোধ হইতেছে অপত্য স্নেহ অবশ্যই তাঁহাকে আক্রমণ করিবে। রাণীর সহচরী এমিলিয়া এতৎ শ্রবণে হর্ষান্বিতা হইয়া অতিমাত্র ব্যগ্রতা সহকারে উত্তর করিল আর্য্যে আপনকার এই আর্য্যাভিপ্রায় অধুনাই রাজ মহিষী সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক বিজ্ঞাপন করি, তিনি অদ্য কহিতেছিলেন তাঁহার কোন আত্মীয় স্বজন অথবা বন্ধু বান্ধব সাহস করিয়া যদিস্যাৎ বালিকাটী নৃপাল সমক্ষে লইয়া যায় তাহা হইলে ভাল হয়। পালিনা বলিলেন তবে রাণীকে বিজ্ঞাপন কর তাঁহার সতীত্বের প্রতি সংশয় করিয়া রাজা যে অলীক কলঙ্কারোপ করিয়াছেন তন্নিরাকরণ নিমিত্তও আমি নৃপতি সমক্ষে ভীতি পরিহার পুরঃসর বক্তৃতা করিব। এমিলিয়া কহিল ঠাকুরাণি আপনি রাণীর প্রতি করুণান্বিতা হইয়া এই প্রকারে যে স্নেহ প্রকাশ করিতেছেন এতজ্জন্য পুণ্য পুঞ্জে পরিতুষ্ট হইয়া পরমেশ্বর আপনার মঙ্গল করিবেন। তদনন্তর মহিষীর সদনে গমন পূর্ব্বক তদীয় অকপট সৌহার্দ্য সমন্বিতা সখীর সমস্ত উক্তি ব্যক্ত করিল। তাহাতে রাণী আপন নন্দিনী দ্বারা দুর্ভাগ্য দমনাশয়ে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া পালিনাকে সম্বোধন পুরঃসর সানন্দ মনে কন্যাটী তাঁহার ক্রোড়ে সমর্পণ করিলেন। তিনি অব্যবহিত পূর্ব্ব ক্ষণে মনে করিতেছিলেন তাঁহার দুরদৃষ্ট বশতঃ কেহ ঐ বালিকাকে ভূপাল সাক্ষাৎকারে লইয়া যাইতে সাহস করিবে না।

পালিনা রাজ কুমারীকে অঙ্কে আরোপণ পূর্ব্বক নৃপ সমীপে গমনোদ্যতা হইলে তাহার স্বামী রাজার ক্রোধাবেগ আশঙ্কায় স্ত্রীকে নিষেধ করিলেন কিন্তু তিনি শুনিলেন না, রাজসম্মুখে উপস্থিতা হইয়া দুগ্ধপোষ্যা কন্যাটীকে স্বক্রোড়

হইতে অবতারণপুরঃসর ভূপতির চরণতলে নিক্ষেপ করিলেন। পরে হারমিয়নীর নির্দোষিতা সূচক এক বক্তৃতা এবং নিষ্ঠুরতার নিমিত্ত রাজার অনুযোগ করিয়া অপত্য কলত্রের প্রতি দয়া প্রার্থনা করিলেন। পালিনার এরূপ সাহসিক আচরণে লিয়নিতিস্ রাজার ক্রোধ বৃদ্ধি হইল, ভূপতি ঐ অবলার পতি আন্তিগোনসের প্রতি আদেশ করিলেন তোমার বনিতাকে আমার দৃষ্টি হইতে দূর করিয়া দাও।

পালিনা গমন কালে এই আশ্বাসে রাজার চরণতলে বালিকাটী রাখিয়া গেলেন যে রাজা নির্জন হইলে নির্দোষ নিরাশ্রয় শিশুর প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক স্নেহান্বিত হইবেন।

কিন্তু সুশীলা পালিনার উক্ত প্রকার আশ্বাস পরিণামে কেবল ভ্রমময় বোধ হইল যেহেতু তিনি গমন করিবা মাত্র নির্দয় নৃপতি তৎপতি আন্তিগোনসের প্রতি আদেশ করিলেন এই বালিকাটাকে সমুদ্রপারে কোন অরণ্যানী মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া আইস যেখানে অবিলম্বে গতাসু হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে।

আন্তিগোনস্ রাজমন্ত্রি কেমিলোর তুল্য সদ্বিবেচক বা সচ্চরিত্র ছিল না সুতরাং রাজাজ্ঞা প্রাপ্তি মাত্রে অসংশয়ে তাহা পালন করিতে উদ্যত হইল এবং কন্যাটী গ্রহণ পুরঃসর অর্ণব তরি আরোহণ করিয়া সাগর পার স্থিত বিপিন মধ্যে নিক্ষেপ করিতে প্রস্থান করিল।

ভূপতির অন্তঃকরণে আপন বনিতা হারমিয়নীর আরোপিত ব্যভিচারাশঙ্কা বদ্ধমূলা হওয়াতে তিনি ঈদৃশ বিদ্বেষ বশম্বদ হইলেন যে এপলো দেবের পরোক্ষদর্শি বিজ্ঞ মহান্তের সমীপে তদ্বিষয়ক অনুসন্ধান নিমিত্ত ক্লিয়মিনিস্ ও দাইয়ন্ নামক যে দুই ব্যক্তিকে প্রেরণ করেন তাহাদের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষায় অসমর্থ হইয়া কন্যা বিয়োগে শোকাকুলা রাণীর সূতিকাবস্থাতেই তদীয় কল্পিত কলঙ্কের পরীক্ষা নিমিত্ত প্রাজ্ঞ ও মর্য্যাদাবন্ত পারিষদ গণকে অনুমতি করিলেন। অতএব বিচারক বর্গ ও রাজ্যের সমস্ত সম্ভ্রান্ত মানব নিকর

রাজ্যাধিপতি মহিষীর দোষ বিচার নিমিত্ত সভা করিয়া অধ্যাসীন হইলে দুর্দৈবোপহতা রাণী কারাগার হইতে নীতা হইয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে তাঁহাদের সমক্ষে দণ্ডায়মানা হইলেন। এতদবসরে এপলো দেবের মন্দির হইতে ক্লিয়মিনিস্ ও দাইয়ন্ মহান্তের লিপি হস্তে করিয়া প্রত্যাগমন পূর্ব্বক সেই সভায় আসিয়া উপস্থিত হইল এবং সানন্দ মনে নরনাথের হস্তে আনীত পত্রী প্রদান করিল। রাজা পত্রী প্রাপ্তে বিকসিত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিতে আদেশ করিলেন। সেই লিপি হইতে মহান্তের এইং কথা ব্যক্ত হইল। যথা হারমিয়নী পরম পবিত্রা, তাঁহাতে দোষ লেশের সম্পর্কও নাই, পলিক্সেনিস্ সম্পূর্ণ নির্দোষ, কেমিলো অতি ধার্ম্মিক প্রজা, লিয়নিতিস্ অলীক শঙ্কা পিশাচীর পরবশ হইয়াছে। যাহা হউক স্বদোষে যাহা হারাইয়াছে তাহা পুনঃপ্রাপ্ত না হইলে উত্তরাধিকারি বিহীন হইবেক। কিন্তু মহীপতি মহান্তের এতাবদ্বচনে বিশ্বাস না করিয়া কহিলেন এ সমস্ত কল্পিত কথা, রাণীর সুহৃদ্বর্গ কৃত্রিমতা পূর্ব্বক এই লিপি বিরচিত করিয়া থাকিবেক। অতএব বিচারক গণকে পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইতে আজ্ঞা দিলেন। রাজা যৎকালে ঐ প্রকার উক্তি করিতেছিলেন তখন এক ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিল ভূপালবালক মেমিলস্ জননীর পরীক্ষা সংবাদ শ্রবণে ত্রপা ও পরিতাপে সন্তাপিত হইয়া আত্মহত্যা পূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিলেন।

নৃপ রমণী হারমিয়নী পরম স্নেহাস্পদ প্রিয় তনয়ের শোকাবেগে প্রাণ বিয়োগের কথা কর্ণ কুহরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র ব্যাকুলা হইয়া ছিন্ন তরুর তুল্য ধরায় নিপতিতা ও মূর্চ্ছাপন্না হইলেন। রাজাও নন্দনের নিধন শ্রবণে হৃদয় মধ্যে শল্য বিদ্ধ প্রায় হইয়া সাতিশয় কাতর হইলেন। তদনন্তর রাণীর প্রতি করুণোদয় হওয়াতে পালিনা ও অন্যান্য সমভিব্যাহারিণী নারী দিগকে অনুমতি করিলেন স্থানান্তরে লইয়া রাজ্ঞীর শুশ্রূষা কর। কিন্তু পালিনা নৃপমহিলাকে

বিরলে লইয়া অনতি বিলম্বে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক ভূপ সমীপে তাহার মৃত্যু সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন।

নরপতি পত্নীর পঞ্চত্ব প্রাপ্তির সমাচার প্রাপ্ত হইলে ক্ষণকাল স্তব্ধ প্রায় হইয়া তাঁহার প্রতি নৃশংসাচরণ স্মরণ করত শোক পরীতান্তঃকরণে বিস্তর বিলাপ করিতে লাগিলেন এবং স্পষ্ট বাক্যে কহিলেন আমার নিপীড়নে রাণীর হৃদয় বিদীর্ণ হইয়াছিল অবশেষে অবশিষ্ট জীবন মাত্রের শেষ হইল। তদানীং রাণীর আচারে ব্যভিচারাশঙ্কা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক অসংশয় চিত্তে বলিতে লাগিলেন সেই বরবর্ণিনী রমণীর চরিত্রে দোষলেশের সম্পর্ক মাত্র নাই, মহান্তের লিপিগত সকল কথাই যথার্থ, পরোক্ষ দর্শী মহাপুরুষ আপনার দৈবী শক্তি দ্বারা অগ্রে অবগত হইয়া কহিয়াছিলেন হৃত বস্তু পুনঃ প্রাপ্ত না হইলে উত্তরাধিকারির অভাব হইবেক এক্ষণে সে কথার সত্যতা প্রত্যক্ষ হইল, যুবরাজ মেমিলসের অকালে মৃত্যু হইল, যদিস্যাৎ নির্বাসিতা রাজকুমারী পুনঃ প্রাপ্ত না হই সুতরাং বংশ লোপ হইবেক। রাজা এবম্প্রকার চিন্তা করত ব্যাকুলতা পূর্ব্বক বহু বিলাপ করিলেন এবং কন্যার অনুসন্ধান পুরঃসর পুনঃপ্রাপ্তি নিমিত্ত রাজ্য ত্যাগে উদ্যত হইলেন। পরন্তু আন্তিগোনস্ কোন্ দিক্ দিয়া তাঁহাকে বনবাস দিতে গিয়াছিল উদ্দেশ না পাওয়াতে শোকে উন্মত্ত প্রায় হইয়া নিরন্তর কেবল বিলাপ ও পরিতাপ করত মহা কষ্টে কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

আন্তিগোনস্ রাজ পুত্রীকে গ্রহণ পুরঃসর যে তরি আরোহণে সাগর যাত্রা করে দৈবগত্যা সমুদ্র মধ্যে অকস্মাৎ ভয়ানক ঝটিকা উপস্থিত হওয়াতে সেই তরণী পবন বেগে পলিক্সেনিসের বোহিমিয়া রাজ্যের কূলে গিয়া উপনীত হইয়াছিল। আন্তিগোনস্ সেই স্থানেই পোত হইতে তটে অবতরণ পুরঃসর বালিকাটীকে তত্রস্থ অরণ্যানী মধ্যে ফেলিয়া দেয়।

কিন্তু শিশিলী রাজ লিয়নিতিস্ জানিতে পরিলেন না আন্তিগোনস্ কোন্ স্থানে নন্দিনীকে নিক্ষেপ করিয়াছিল যেহেতু সে ব্যক্তি সেই অক্রুরাণা বালিকাকে বিজন বনে পরিত্যাগ পূর্ব্বক অর্ণব পোতে যখন প্রত্যাগমন করিতেছিল তদবসরে এক ভয়ানক ভল্লুক বিপিন হইতে বহির্গত হইয়া আক্রমণ পুরঃসর প্রখর নখরাঘাতে তদীয় বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করে। সুতরাং বিবিধ যন্ত্রণা সহকারে তাহার প্রাণ প্রয়াণ হওয়াতে নিদারুণ নৃশংস রাজাজ্ঞা পালনের প্রতিফল সঙ্গে২ হইয়াছিল।

রাজকুমারী যদিও দুগ্ধপোষ্যা শিশু তথাপি তাঁহার অঙ্গে বহু মূল্য পরিচ্ছদ ও বিবিধ রত্নালঙ্কার ছিল যেহেতু রাজমহিষী তাঁহাকে নৃপতি সমক্ষে প্রেরণ করিবার নিমিত্ত নানা ভূষণে ভূষিত ও মহার্হ বসনে সুসজ্জিত করিয়াছিলেন। আন্তিগোনস্ যৎকালে তাঁহাকে বনবাস দিতে লইয়া যায় তখন তদীয় পরিচ্ছদের উপর ক্ষুদ্রাক্ষরে পরিদিতা এই নাম এবং মহাকুলে উৎপত্তি অথচ পরম দুর্ভাগ্যের কথা সঙ্কেতে লিখিয়া দিয়াছিল।

রাজকুমারী একাকিনী অরণ্য বাসিনী হইলে কোন মেষপালক ভ্রমণ করিতে২ হঠাৎ সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইল এবং দয়ালু স্বভাব বশতঃ তাদৃশী দুরবস্থা দর্শনে করুণার্দ্রচিত্ত হইয়া হস্ত দ্বারা উত্থাপন পুরঃসর তাঁহাকে ক্রোড়ে লইল। তদনন্তর স্বীয় গৃহে গমন পূর্ব্বক গৃহিণীকে আহ্বান করত তদীয় অঙ্কে সেই সুকুমারী কুমারী সমর্পণ করিল। তাহার বনিতা কন্যার অপরূপ রূপ লাবণ্য মহামূল্য বসন ভূষণ সন্দর্শনে সাতিশয় প্রীতা হইল এবং পরম স্নেহে স্তন্য দান পুরঃসর পালন করিতে লাগিল। মেষজীবী অতিসুদীন এপ্রযুক্ত কষ্টে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিত, কন্যার গাত্রে যথেষ্ট বহু মূল্য রত্নালঙ্কার প্রাপ্ত হওয়াতে আপনার অকস্মাৎ বিপুল বিত্তাগম গোপন মানসে বাসস্থলীর পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক দেশের অন্য খণ্ডে গিয়া বসতি করিল।

এবং রাজকুমারীর আভরণ বিক্রয় করিয়া ধন সঞ্চয় পূর্ব্বক বহু২ মেষ ক্রয় করত অবিলম্বে ধনবান্ মেষপালক হইল। পরন্তু পরিদিতার প্রতি আপন সন্তান নির্বিশেষে স্নেহ করত পরম যত্নে স্ত্রী পুরুষে প্রতি পালন করিতে লাগিল তাহাতে ঐ কন্যা চৈতন্যোদয়ে মেষপালক ভিন্ন অন্য কাহার দুহিতা কি না জানিতে পারিলেন না, অবিজীবিকেই আপন জনক বলিয়া নিশ্চয় করিলেন।

বালিকা পরিদিতা দিন২ শশিকলার তুল্য বর্দ্ধমানা হইতে লাগিলেন এবং তাঁহার স্বাভাবিক কান্তি স্বতঃ সমুদিত হওয়াতে পরম সৌন্দর্য্য হইল। কুমারী মেষজীবির তনয়াপেক্ষা যদিও সদুপদেশ প্রাপ্ত হইলেন না তথাপি জননী রাজমহিষীর বিনয়ৌদার্য্য ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্যাদি গুণ নিকর স্বভাব বশে সংক্রান্ত হওয়াতে তাঁহার মানসিক সংস্কার এবম্প্রকার পরিষ্কার ও উজ্জ্বল হইল যে তাঁহার আচরণ দর্শনে হঠাৎ কেহ মনে করিতে পারিতেন না তিনি রাজ সভায় সুশিক্ষা বা সদুপদেশ প্রাপ্ত হন নাই।

বোহিমিয়াধিরাজ পলিক্সেনিসের একটী পুত্র ছিল, তাঁহার নাম ফ্লোরাইজেল্। যুবরাজ এক দিবস মৃগয়ার্থ বহির্গত হইয়া অবিজীবির আবাসের সন্নিধানে উপস্থিত হইলে দৈবাৎ তাঁহার ও মেষপালক তনয়া পরিদিতার চারি চক্ষু একত্র হইল। রাজকুমার কামিনীর রূপ লাবণ্য অবলোকন মাত্রে মদন বাণাহত হইলেন। সেই নবীনা তরুণীর কেশ কলাপ সুদীর্ঘ ঘন তিমির চামরাপেক্ষাও অধিক চমৎকার, মুখশশী মেঘোন্মুক্ত শরন্নিশাকর বৎ পরম মনোহর, দশন পংক্তি সুমার্জ্জিত মুক্তাহার সমান, নয়ন যুগল এণ বিলোচনাপেক্ষা রমণীয় এবং কুচকুম্ভ করিকুম্ভ বিভ্রমকরী। এবম্বিধ সর্ব্বাবয়ব সৌষ্ঠব সহকারে বিনয়ৌদার্য্য গাম্ভীর্য্য সুশীলতাদি গুণ নিকর প্রকাশমান থাকাতে রাজকন্যার তুল্য প্রকৃতি দর্শনে নৃপনন্দন তদুপরি অত্যন্ত আসক্ত হইয়া পড়িলেন। এবং বেশ পরিবর্ত্তন পুরঃসর আপন

নাম গোপন করিয়া দোরিক্লিস্ সংজ্ঞায় পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক সেই দিন হইতে মেষপালকের আলয়ে যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিলেন।

নৃপনন্দন রাজসদনে অনুক্ষণ অদর্শন হইতে আরম্ভ করিলে বোহিমিয়াধিপতি পলিক্সেনিস্ সাতিশয় শঙ্কাকুল হইলেন এবং পুত্র প্রতি মুহূর্ত্ত কোথায় গমন করে সবিশেষ বিবরণ বিদিত হইবার নিমিত্ত চর দিগকে প্রহরি নিযুক্ত করিলেন। তাহাতে অনতি বিলম্বে প্রকাশ পাইল যুবরাজ অবিজীবির পরম রমণীয়া কুমারীর প্রণয় নিগড়ে পতিত হইয়া তদাসক্ত হইয়াছেন।

অনন্তর রাজা এক দিন লিয়নিতিসের অকারণ বিদ্বেষ জনিত রোষ হইতে জীবন রক্ষক পরম প্রত্যয় নিকেতন কেমিলো মন্ত্রি সমভিব্যাহারে সেই মেষপালকের নিলয়ে গমন করিলেন যাহার নন্দিনী নৃপনন্দনের মনে বিমোহন পুরঃসর তাঁহাকে আত্ম প্রেমের বশম্বদ করিয়াছিল।

ভূপাল এবং কেমিলো উভয়ে স্বং পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক ছদ্মবেশে বৃদ্ধ অবিজীবির ভবনে উপস্থিত হইয়া অবলোকন করিলেন তথায় মেষমুণ্ডন নামক মহোৎসব প্রবর্ত্তমান। অতএব তাঁহারা যদিও অপরিচিত তথাপি সেই পর্ব্বে প্রত্যেক অভ্যাগত ব্যক্তির প্রতি যথোচিত সম্মান দান পুরঃসর অভ্যর্থনা করণের প্রথা থাকাতে পুরবাসিগণ পরম সমাদর পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সেই উৎসবে লিপ্ত হইতে নিমন্ত্রণ করিল।

মেষমুণ্ডন পর্ব্বে কেবল আমোদ প্রমোদ ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ের প্রসঙ্গ হইত না সুতরাং ভবন সকল সুসজ্জিত ও তৌর্য্যত্রিকের আয়োজন হইতেছিল এবং সদনের সমীপবর্ত্তি দূর্ব্বাদল শ্যামল চত্বরে বালক বালিকাগণ পরম কৌতুকে নৃত্য করিতেছিল আর উৎসবোপলক্ষে স্থাপিত পণ্যবীথি মধ্যে প্রসারিত বিবিধ ক্রীড়ার দ্রব্য ও পট্ট বস্ত্র নির্ম্মিত কটি

বন্ধনী এবং অঙ্গুলিত্রে শোভমান পুত্তলিকা সকল বিক্রীত হইতেছিল। যুবক বৃন্দ মহানন্দে সে সমস্ত ক্রয় করিতেছিলেন।

পরন্তু পর্ব্বোপলক্ষে আমোদ প্রমোদ নিমিত্ত এবম্বিধ বিবিধ সমারোহ হইলেও রাজনন্দন ফোরাইজেল এবং মেষপালকের বালিকা পরিদিতা দুই জনে কোণে বসিয়া এক মনে কথোপকথন করিতেছিলেন তাঁহাদের পরস্পর বাক্যালাপে এতাদৃশ সন্তোষ জন্মিতেছিল যে চতুর্দ্দিকে নানা প্রকার ক্রীড়ার বস্তু এবং আমোদ প্রমোদের আয়োজন দর্শনে তাদৃশী তুষ্টি লাভের সম্ভাবনা বোধ হয় নাই কেননা তাঁহারা ঐ সমস্ত ব্যাপারে লিপ্ত হইতে এক বারও অভিলাষুক হইলেন না।

ভূপতি বেশ পরিবর্ত্তন দ্বারা সম্পূর্ণরূপে আপনার আকার গোপন করিয়াছিলেন সুতরাং তদীয় তনয় তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না অতএব রাজা যুবক যুবতীর কথোপকথন শ্রবণ মানসে তাঁহাদের নিকট কিঞ্চিৎ সরিয়া বসিলেন। পরিদিতা মধুর স্বরে রাজপুত্রের প্রতি যে সমস্ত বচনোপন্যাস করিতেছিলেন নৃপতির কর্ণ কুহরে প্রবিষ্ট হইলে আশ্চর্য্য বোধ হইল এবং মহীপতি তৎক্ষণাৎ কেমিলো মন্ত্রির প্রতি নেত্র পাত করিয়া মৃদুস্বরে কহিতে লাগিলেন মিত্র নীচ কুলে এতাদৃশ মনোহর রূপ লাবণ্য সম্পন্না ও আর্য্যগুণান্বিতা কামিনী কদাপি মদীয় দৃষ্টিপথ বর্ত্তিনী হয় নাই। এই যুবতীর বচন শ্রবণ ও বিনয় দর্শনে অনুমান করি ইহার রীতি প্রকৃতি এস্থানের যোগ্যা নহে।

কেমিলো উত্তর করিলেন মহারাজ আমার বোধে এই তরুণী দধি নবনীতোৎপন্না নৃপসুতার ন্যায় প্রকাশ পাইতেছেন।

অনন্তর মহীপাল মেষপালকে সম্বোধন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন ওহে বন্ধো তোমার তনয়ার সহিত যে তরুণ পুরুষটী কথোপকথন করিতেছেন ইহাঁর কি নাম? অবিজীবী উত্তর করিল মহাশয় ইহাঁর নাম দোরিক্লিস্। আমার তনয়ার সৌন্দর্য্য

দর্শনে তৎপ্রতি ইহাঁর সাতিশয় প্রীতি জন্মিয়াছে পরন্তু উভয়ে পরস্পর এতাদৃশ অনুরক্ত যে অন্যোন্যের চুম্বন অবলোকন করিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারি না কে অধিক অনুরাগী। যাহা হউক। যদিস্যাৎ এই যুবা আমার কন্যার পাণি গ্রহণ করেন তাহা হইলে অপর যে কি লাভ করিবেন তাহা স্বপ্নেও কখন অবলোকন করেন নাই। এ কথার তাৎপর্য্য এই যে মেষপাল পরিদিতার গাত্রাভরণের কিয়দংশ যদিও বিক্রয় দ্বারা আপনার অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিল তথাপি তনয়ার পরিণয় নিমিত্ত অনেক ভাগ রক্ষা করিয়াছিল।

পরে পলিক্সেনিস্ পুত্রকে কহিলেন ওহে যুবক তোমার হৃদয় যেন কোন অপূর্ব্ব পদার্থে পরিপূর্ণ প্রায় বোধ হইতেছে কেননা এই মহোৎসবের আমোদে তোমার ঔৎসুক্য মাত্র দেখিতে পাই না। আমরাও তরুণ সময়ে প্রণয়িনী সমভিব্যাহারে বিহার রসে রসিক হইতাম তাহাতে নায়িকাকে অনেকং দ্রব্য সামগ্রী প্রদান করিতে হইত এস্থলে এত ক্রীড়া সাধন পরম রমণীয় দ্রব্যজাত বিক্রয় হইতেছে তুমি আপন মনোমোহিনী বিলাসিনীর নিমিত্ত কিছুই ক্রয় করিলে না?

যুবরাজ কোন প্রকারে জানিতে পরেন নাই যে জনকের সহিত কথা কহিতেছেন অতএব অবাধে প্রতিবচন প্রদান করত কহিলেন হে বৃদ্ধ আমার প্রেয়সী সমান্য দ্রব্যের প্রয়াসিনী নহেন। ইনি আমার নিকট যে বস্তুর অভিলাষ করেন আমার হৃদয় মধ্যে তাহা জাগরূক হইতেছে। তদনন্তর পরিদিতার প্রতি নেত্রপাত করিয়া কহিলেন প্রিয়ে আমার বোধ হয় এই প্রাচীন প্রাজ্ঞ পুরুষ কোন সময় প্রেমরসে রসিক ছিলেন অতএব প্রণয়ের মর্ম্মজ্ঞ প্রযুক্ত ইহাঁকে সাক্ষি করিয়া মুক্তকণ্ঠে একটী কথা বলি শ্রবণ কর। তৎপরে পরিদিতার পাণি গ্রহণাঙ্গীকারে প্রত্যক্ষ সাক্ষী হইবার নিমিত্ত সম্মুখবর্ত্তি অপরিচিত পুরুষকে কহিলেন মহাশয় আমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া অকপট বচনে

অঙ্গীকার করিতেছি যথাবিধি পাণি গ্রহণ পুরঃসর এই সুন্দরীকে স্বীয় পরিণীতা বনিতা করিব আপনি স্বকর্ণে মদীয় অঙ্গীকার শ্রবণ পূর্ব্বক এতদ্বিষয়ে সাক্ষী হউন।

রাজা আত্ম তনয়ের এবম্বিধ নীচ প্রবৃত্তির কথা আকর্ণন মাত্রে রোষ পরীত হইয়া তৎক্ষণাৎ কল্পিত বেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাতিশয় সন্তাপ প্রকাশ করিতে২ কহিলেন অরে কুলাঙ্গার আমি যেন তোর এই কামিনী পরিত্যাগের প্রত্যক্ষদর্শী হই। তদনন্তর নিকৃষ্টবংশ জাতা কন্যার পরিণয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা নিমিত্ত পুত্রকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিতে লাগিলেন এবং পরিপেলবাঙ্গী পরিদিতাকে অবিপালিনী বলিয়া সাপমান বচনে আহ্বান পূর্ব্বক ভৎর্সনা করত ভয় প্রদর্শন করিলেন যদিস্যাৎ বারান্তর যুব রাজকে স্বসন্নিধানে আগমন করিতে দাও তাহা হইলে তদ্দণ্ডে তোমার ও তোমার তাত প্রাচীন মেষপালকের প্রাণ দণ্ড করিব।

ভূপতি এতদ্রূপে নবানুরাগি তরুণ তরুণীর তিরস্কার করণানন্তর কোপ ভরেই নিজ মন্দিরে প্রত্যাগমন করিলেন কিন্তু সহচর কেমিলোকে আজ্ঞা করিয়া গেলেন তুমি এই নীচ প্রকৃতি ফ্লোরাইজেলকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আইস।

নৃপতির তিরস্কারে পরিদিতা ক্রোধ পূরিতান্তরা হইয়া অন্তঃস্ফীতা হইতেছিলেন অতএব রাজা সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলে কোপভরে গভীর স্বরে কহিতে লাগিলেন যদিস্যাৎ আমাদের সকলের বিনাশ উপস্থিত হয় তথাপি আমি সাতিশয় ভীতা হই না, এই নিমিত্ত একবার নয়, দুই বার বাক্য প্রয়োগ করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম। আমি মহীপতিকে এই কথা বলিতে বাসনা করিয়াছিলাম মহারাজ দিবাকর তোমার প্রাসাদোপরি কর প্রদান করিয়া আমাদিগের দরিদ্র কুটীরে পরাঙ্মুখ হন না, উভয় স্থানই সমানরূপে অলোকময় করেন। তদনন্তর মহা বিষাদ প্রকাশ করত কহিতে লাগিলেন এখন আমার নিদ্রাবিগমে চৈতন্যোদয় হইল, আমি রাজমহিষীর স্বপ্ন আর সন্দর্শন করিব না।

হে তরুণ পুরুষ তুমি আমাকে পরিত্যাগ কর। আমি ছাগীর দুগ্ধ দোহন করত রোদন করিব।

রাজসমভিব্যাহারী কেমিলো পরিদিতার এবম্প্রকার তেজস্বি বচন শ্রবণ ও মহৎ প্রকৃতি দর্শন করিয়া সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন এবং কিয়ৎক্ষণ পরে বিবেচনা করিলেন যুবরাজ অনুরূপা প্রেয়সীর প্রেম নিগড়ে বদ্ধ হইয়াছেন। পিতার আদেশানুসারে এই মনোরমা রামা পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রণয় বন্ধন ছিন্ন করিতে সমর্থ হইবেন বোধ হয় না। অতএব নায়ক নায়িকার সঙ্গে সৌহৃদ্যাচরণ পুরঃসর আপনার অভিপ্রেত কৌশল দ্বারা তাঁহাদিগকে চরিতার্থ করিতে মনস্থ করিলেন।

কেমিলো ইতিপূর্ব্বে সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন শিশিলীর মহারাজ অকারণ শঙ্কাপিশাচীর বশম্বদ হইয়া অকৃত্রিম প্রণয় পবিত্র মিত্রের প্রতি অকারণ যে বিদ্বেষ করেন তন্নিমিত্ত সাতিশয় অনুতাপান্বিত হইয়াছেন। অপর যদিও আপনি বোহিমিয়া দেশে পলিক্সেনিসের সহিত পলায়ন করিয়া আসিয়া রাজানুগ্রহে তদীয় পরম প্রিয়তম বয়স্য হইয়াছিলেন তথাপি স্বদেশে চির সেবিত পুরাতন প্রভুর দর্শন নিমিত্ত মধ্যে ২ উৎকলিকাকুল হইতেন। অতএব নবপ্রণয়ি যুবক যুবতীর নিকট এই প্রসঙ্গ করিলেন তোমাদের পরস্পর বিজাতীয় অনুরাগ দেখিতেছি তোমরা রাজশাসনে এই প্রণয় প্রত্যাহরণ করিতে পার ঈদৃশী সম্ভাবনা দেখি না। অথচ পরিণয়ের কথায় রাজা খড়্গ হস্ত অতএব আমি এক উপায় বলি যদি তাহাতে সম্মত হইতে পার তবেই আশু পরিত্রাণ এবং পরে কৃতকার্য্য হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। তোমরা আমার সমভিব্যাহারে শিশিলী রাজ্যে পলায়ন করিয়া চল তত্রত্য ভূপতি লিয়নিতিস্ অবশ্য তোমাদিগকে আশ্রয় প্রদান পূর্ব্বক রক্ষা করিবেন এবং তিনি মধ্যস্থতা করিলে অসংশয় পলিক্সেনিস্ রাজ সকাশাৎ ক্ষমা ও বিবাহের সম্মতি প্রাপ্ত হইতে পারিবে।

অভিনব প্রেমরসাভিষিক্ত রাজনন্দন ও তদীয় প্রণয়িনী এতৎ প্রস্তাবে পরমানন্দিত হইয়া তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন। পরে কেমিলো প্রস্থান দিনাবধারণ পূর্ব্বক প্রাচীন মেষপালককে সমভিব্যাহারী হইতে উপদেশ দিলেন।

মেষপালক পরিদিতাকে আশৈশব লালন পালন করাতে ঔরসী কন্যা নির্বিশেষে স্নেহ করিতেন অতএব তদ্দণ্ডে তাঁহাদের সঙ্গী হইতে সম্মত হইয়া কুমারীর শৈশবকালের পরিচ্ছদ তৎসংলগ্ন ক্ষুদ্র লিপি এবং অবশিষ্ট রত্নালঙ্কার সমভিব্যাহারে লইলেন।

তদনন্তর ফ্লোরাইজেল্ পরিদিতা কেমিলো এবং বৃদ্ধ অবিজীবী এই চারি ব্যক্তি অর্ণবপোতারোহণ পুরঃসর সমুদ্র পথে যাত্রা করিয়া কিয়দ্দিন মধ্যে শিশিলী দ্বীপে লিয়নিতিস্ রাজার রাজধানীতে উত্তীর্ণ হইলেন। লিয়নিতিস্ মিত্রদ্রোহ ও পুত্র কলত্র শোকে সাতিশয় কাতর ছিলেন সখার সন্তান ও প্রাচীন কৃতজ্ঞ ভৃত্য রাজ্য মধ্যে আগমন করাতে পরম সমাদর পুরঃসর তাঁহাদের যথোচিত অভ্যর্থনা করিলেন। অনন্তর রাজকুমার সমভিব্যাহারিণী পরিদিতাকে আপনার বনিতা বলিয়া পরিচয় দিলে রাজা সেই সুলক্ষণা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী বালিকার প্রতি নেত্রপাত করিবামাত্র মনোমধ্যে স্বাভাবিক সন্তান স্নেহের হঠাৎ উদ্রেক হওয়াতে সাতিশয় পরিতৃপ্ত হইলেন। তৎপরে তদীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও রূপ লাবণ্য বিশেষ নিরীক্ষণে অবয়ব সৌসাদৃশ্যে স্বীয় মহিষী হারমিয়নী স্মৃতিপথ বর্ত্তিনী হওয়াতে আক্ষেপ করত কহিতে লাগিলেন আহা আমি দুরাত্মতা পূর্ব্বক আত্ম তনয়ার জীবন বিনষ্ট না করিলে তিনিও ঈদৃশী সুরূপা হইতেন। তদনন্তর ফ্লোরাইজেল্‌কে কহিলেন হে যুবরাজ আমি আপন দোষে তোমার মহানুভব জনকের সৌহৃদ্যে বঞ্চিত হইয়া নিরন্তর অনুতাপ করিতেছি, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আমার অবিরত বাসনা হয়।

বৃদ্ধ মেষপালক পরিদিতার প্রতি নৃপতির অকস্মাৎ

এবম্প্রকার স্বাভাবিক স্নেহ প্রবৃত্তি দর্শন এবং রাজ প্রমুখাৎ রাজকিশোরীর বনবাস বিবরণ শ্রবণ করিয়া ক্ষুদ্রা পরিদিতাকে যে সময় যে প্রকারে মহামূল্য রত্নালঙ্কার ও মহাধনাঢ্য বংশের পরিচ্ছদ সহকারে প্রাপ্ত হইয়াছিল তৎসমুদায়ের বৃত্তান্ত আপনার অন্তঃকরণ মধ্যে স্মরণ পুরঃসর অন্দোলন করত অসংশয় নির্ণয় করিল এই কুমারী এতন্মহীপতিরই নির্বাসিতা তনয়া।

তদনন্তর প্রাচীন অবিপালক সময়ক্রমে রাজপুত্র ফ্লোরাইজেল্ আপন তনয়া পরিদিতা এবং শিশিলী রাজের কৃতজ্ঞ ভৃত্য কেমিলো ও তদীয় মহিষীর প্রিয়সখী পালিনার সমক্ষে আপনি যে প্রকারে পরিদিতাকে শৈশব সময় প্রাপ্ত হয় ও ঐ কুমারীর নির্বাসন কারী আন্তিগোনস্ যদ্রূপে করাল নখর ঋক্ষ সম্মুখে পতিত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয় সমস্ত বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক ব্যক্ত করিল এবং রাজবালার ক্ষুদ্র লিপ্যঙ্কিত সেই বহু মূল্য বসন বহিষ্করণ পুরঃসর সকলকে দেখাইল। তাহাতে পালিনার মনে পড়িল নৃপরমণী হারমিয়নী সেই বসনে আপন নন্দিনীকে মণ্ডিত করিয়াছিলেন। অপর বৃদ্ধের প্রদর্শিত একটী রত্ন নিরীক্ষণে স্মরণ হইল রাণী তাহা কন্যার গলায় বন্ধন করিয়া দিয়াছিলেন। পরিশেষে পরিচ্ছদ সংলগ্ন ক্ষুদ্র লিপি পর্য্যালোচন করিতে২ আপনার স্বামির হস্তাক্ষর স্পষ্টরূপে দৃষ্টি গোচর হওয়াতে সন্দেহ নিরাসে নিশ্চয় বোধ হইল পরিদিতা লিয়নিতস্ রাজার নির্বাসিতা দুহিতা কিন্তু এই সময় পালিনার অন্তঃকরণ অনির্ব্বচনীয় হর্ষ বিষাদে সমাকুল হইতে লাগিল। তাঁহার পতি বিয়োগের অসহ্য শোক উদ্ভূত হইল এবং চির প্রনষ্টা নৃপনন্দিনীর পুনঃপ্রাপ্তি ও তদ্দ্বারা রাজবংশ রক্ষা বিষয়ক দেববাণী ফলিতা হওয়াতে বাক্‌পথাতীত আনন্দ জন্মিল সুতরাং ঐ অবলার মনোমধ্যে এই প্রবল হর্ষ বিষাদ স্ব২ পরিসর বিস্তার নিমিত্ত ক্ষণকাল তুমুল সংগ্রাম করাতে তদীয় হৃদয় বিক্ষিপ্ত প্রায় হইল।

তদনন্তর রাজা লিয়নিতিস্ যখন শ্রবণ করিলেন পরিদিতা তাঁহার দুহিতা তখন তদীয় অন্তঃকরণে সাতিশয় করুণ রসের উদয় হইল এবং নন্দিনীকে সন্নিধানে আনয়ন পুরঃসর খেদ করিতেং কহিতে লাগিলেন হায়, হারমিয়নী জীবিতা নাই, আপনার প্রনষ্ট নিধি পুনর্বার নয়নগোচর করিতে পাইলেন না। এইরূপ বিলাপ পূর্ব্বক শোকে ক্ষণকাল নিস্তব্ধ হইয়া তনয়ার অধর ধারণ করত গদ্গাদ বচনে বলিলেন হায় তোমার মাতা নাই, হায় তোমার মাতা নাই।

পালিনা মহারাজের নষ্ট নিধি লাভে পরমাহ্লাদের সময় এতাদৃশ বিষাদোদয় দর্শনে ক্ষুণ্ণান্তঃকরণে নৃপতিকে কহিলেন অধিরাজ আমি ইটালি দেশীয় জুলিও রোমানো নামা বিখ্যাত ভাস্কর দ্বারা মহারাণীর অবিকল প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়াছি মহারাজ যদিস্যাৎ মদীয় ভবনে আগমন পুরঃসর অবলোকন করেন অসংশয় বোধ করিবেন রাজ্ঞী অক্ষত সর্ব্বাবয়বে জীবিত রহিয়াছেন। পালিনার এতদ্বচন শ্রবণে রাজা যৎপরোনাস্তি ব্যগ্র হইয়া তত্রস্থ সমস্ত জন সমভিব্যাহারে তদীয় সদনে গমন করিলেন। পরিদিতাও আপন জ্ঞানাবচ্ছেদে জননী নিরীক্ষণ না করাতে মাতার আকৃতি অবলোকন নিমিত্ত সাতিশয় উৎসুকা হইলেন।

অনন্তর পালিনা আপন নিকেতনে গিয়া প্রতিমূর্ত্তির আবরণ অপসরণ করিলে রাজা স্বীয় মহিষীর অবিকৃত আকৃতি ও অনপচিত রূপ লাবণ্য অবলোকন করত তদীয় শোকের পুনর্ব্বার আবির্ভাবে অভিভূত প্রায় হইয়া অনেক ক্ষণ নির্বাক নিস্পন্দ হইয়া রহিলেন।

পালিনা রাজার ভাব বিলোকনে মনোমধ্যে হর্ষে প্রফুল্লা হইয়া নিবেদন করিলেন মহারাজ আপনকার এই বিস্ময় দর্শনে আমার অপরিসীম সন্তোষ জন্মিতেছে, অধিরাজ এই প্রতিমূর্ত্তি মহারাণীর অনুরূপ কি না?

পরে নরপতি লব্ধসংজ্ঞ হইয়া কল্পিত প্রতিমায় নেত্র পাত পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন আহা হারমিয়নী এই ভাবে

দণ্ডায়মানা হইতেন। আমি প্রথমতঃ প্রেমাকাঙ্ক্ষায় যখন তাঁহার পশ্চাদ্গামী হইয়াছিলাম তখন তাঁহার অবিকল এই ভঙ্গি ছিল। তদনন্তর পালিনাকে বলিলেন এই মূর্ত্তির যত বয়ঃক্রম প্রকাশ পাইতেছে রাণীর তত বয়স্ হয় নাই। পালিনা উত্তর করিলেন মহারাজ ইহাতে ভাস্করের অধিক শিল্পনৈপুণ্য সপ্রমাণ হইল। মহারাণী জীবদ্দশায় থাকিলে এসময় তাঁহার এতাবৎ বয়ঃক্রম হইত। মহারাজ আজ্ঞা হউক, আবরণ দ্বারা প্রতিমূর্ত্তি পিধান করি অধিক ক্ষণ নিরীক্ষণ করিতে২ আপনকার এবম্প্রকার ভ্রম হইবে মূর্ত্তির চলৎ শক্তি আছে।

রাজা ভাবে গদ্গাদ হইয়া সবিলাপ বচনে বলিলেন পালিনা প্রতিমা আবৃতা করিও না, বারম্বার নিরীক্ষণ করিয়াও আমার পর্য্যাপ্ত তৃপ্তি হইতেছে না। আহা আমি কেন মরি নাই। কেমিলো অবলোকন কর প্রতিমূর্ত্তি যেন সজীবা, এক্ষণে যেন শ্বাস বহিতেছিল ইহার নেত্রদ্বয় এই মুহূর্ত্তে যেন নিমেষোন্মেষ ক্রিয়া করিতেছিল। পালিনা সবিনয়ে নিবেদন করিলেন প্রভো অনুমতি করুন পূর্ব্ববৎ আবরণাবৃতা করি আপনাকে এতদ্দর্শনে উত্তরোত্তর প্রবল বিহ্বল দেখিতেছি এখনি আপনি ইহাকে সজীবা কহিবেন। নৃপতি কহিলেন এখন কি? আরো বিংশতি বৎসর এই প্রতিমূর্ত্তি সজীবা জ্ঞান করিব। আমার বোধ হইতেছে ইহার শ্বাস বহিতেছে। যাহাহউক ভাস্করের শিল্প নৈপুণ্য অতি চমৎকার। আহা এমন খুদিয়াছে যেন বায়ু অবিকল বহমান। ওহে তোমরা উপহাস করিও না আমি প্রতিমূর্ত্তিকে একবার চুম্বন করি। পালিনা এতচ্ছ্রবণে সাকূতান্তঃকরণ হইয়াও মৌখিক সাশঙ্ক বাক্যে কহিল মহারাজ এমন করিবেন না। প্রতিমূর্ত্তির বর্ণ এখনও আর্দ্র আছে মুখার্পণ করিলে আপনকার ওষ্ঠ তৈলাক্ত রঙ্গে অঙ্কিত হইবেক। অতএব আজ্ঞা হউক আচ্ছাদন করি। রাজা বলিলেন তাহা হইবে না, বিশ বৎসর এই রূপ করিয়া রাখ।

পরিদিতা পাতিতজানু হইয়া উপবেশন পূর্ব্বক এতাবৎ ক্ষণ পর্য্যন্ত মনে২ প্রশংসা করত জননীর অপ্রতিম প্রতিমা নিরীক্ষণ করিতেছিলেন জনকের উক্তরূপ বাক্য কর্ণগোচর হইলে সাদর বচনে বলিলেন হাঁ পিতঃ তাবৎ পরিমিত কাল এই ভাবে প্রিয়তরা মাতার আকৃতি অবলোকন না করিলে আমারও নয়নের পরিতৃপ্তি হইবেক না।

তদনন্তর পালিনা সগর্ব্ব বচনে নরপতিকে বলিলেন মহারাজ হয় আপনি এই আনন্দ দমন করুন আমি প্রতিমা আবৃতা করিয়া ক্ষান্ত হই, নচেৎ এতদপেক্ষা চমৎকার প্রদর্শন করি আজ্ঞা হউক। হে নরনাথ আমি এ প্রতিমূর্ত্তিতে গতি-শক্তি প্রদান করিতে পারি। অনুমতি করুন এই দণ্ডে বেদী হইতে অবরোহণ পুরঃসর আপনকার কর গ্রহণ করাই। আপনি মনে করিতে পারেন কোন প্রকার দুষ্ট ক্ষমতা বা কুহক সহকারে ঐ কার্য্য সম্পন্ন করিব কিন্তু হে দেব আমি সেরূপ নারী নহি।

রাজা এ কথায় বাক্‌পথাতীত চমৎকারান্বিত হইয়া কহিলেন পালিনা তুমি প্রতিমাকে যাহা করাইতে পার তাহা প্রত্যক্ষ দেখিলে পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইব। যদি ইহাকে বাক্ শক্তি ও গতি শক্তি প্রদান পূর্ব্বক কথা কহাইতে ও চলাইতে পার তবে তদ্দর্শনে আমার আনন্দ ও সন্তোষের পরিসীমা থাকিবেক না।

পালিনা পূর্ব্বাবধি বিবিধ বাদ্য যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। অতএব রাজাদেশ সম্পাদন নিমিত্ত মৃদু গভীর ভাবে বাদ্যোদ্যমের ইঙ্গিত করিলে প্রতিমূর্ত্তি চলৎ শক্তি ধারণ পুরঃসর বেদি হইতে অবরোহণ করিল এবং তদীয় বাহুলতা লিয়নিতিসের গল দেশে সংলগ্ন হওত দৃঢ় ধারণে পীড়ন করিতে লাগিল অপর বাক্ শক্তি ধারণ পূর্ব্বক স্পষ্ট বাক্যে স্বামির প্রতি মঙ্গল প্রশ্ন এবং নবাধিগতা পরিদিতার প্রতি আশীর্বচন প্রয়োগ করিল। ইহাতে

তত্রস্থ সমস্ত ব্যক্তি যৎপরোনাস্তি বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া সাশ্চর্য্য চিত্ত হইল।

পরন্তু ঐ মূর্ত্তির রাজগলে করার্পণ পূর্ব্বক আশ্লেষ করিয়া মঙ্গল প্রশ্ন ও সন্ততির প্রতি আশীঃপ্রয়োগ অসম্ভব বা বিচিত্র নয় কেননা সে প্রতিমা নহে মহারাণী হারমিয়নী জীবিতা থাকাতে তাঁহার দ্বারাই এই নাট্যাভিনয় হইল।

পালিনা পূর্ব্বে রাজকন্যার বনবাস অবলোকনে মহারাণী হারমিয়নীর প্রতি নরপতির অনিবার্য্য ক্রোধ অনুমান করিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন রাজা রাণীরও প্রাণ সংহার করিবেন, গোপনে রক্ষণ ব্যতিরেকে তাঁহার প্রাণ রক্ষার উপায় নাই। অতএব ভূপতির নিকট মিথ্যা করিয়া মহিষীর মরণ সংবাদ জ্ঞাপন করেন। হারমিয়নীও তদবধি তদীয়ান্তঃপুরে আত্ম-গোপন পূর্ব্বক তাঁহার সহিত একত্র অবস্থিতি করিতেছিলেন আপনার কোন কথা নরপতির গোচর করেন নাই এক্ষণে নির্বাসিতা কন্যা পুনর্ব্বার স্বদেশে আগতা হওয়াতে আপনাকে প্রকাশ করিলেন। রাজা তাঁহার প্রতি যেং নৃশংসাচরণ করিয়াছিলেন পাতিব্রত্য পরতন্ত্রতা প্রযুক্ত তাহা তৎক্ষণে ক্ষমা করিয়াছিলেন কিন্তু অক্রুবাণা কন্যার উপর যে নৈষ্ঠুর্য্য হয় তজ্জন্য দুঃখ বিস্মরণে সমর্থা হন নাই।

রাজা লিয়নিতিস্ মৃতা প্রিয়তমা পুনর্জীবিত ও হৃতা দুহি-তাকে পুনঃ প্রাপ্ত হওয়াতে মনের বহুকালীন শোকশল্য উন্মোচন পুরঃসর অপার সুখসাগরে নিমগ্ন হইলেন।

এই সমস্ত ব্যাপার অবলোকনে সকলে পরমেশ্বরের ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক মহাং আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। রাজা এবং রাজ্ঞী পরম হর্ষে পুলকিতা হইয়া তনয়ার প্রতি দয়া বিস্তার পূর্ব্বক আশ্রয় দান ও লালন পালন নিমিত্ত বৃদ্ধ মেষপালকের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন এবং রাজকুমার ফ্লোরাইজেল্ তাঁহার প্রতি প্রণয়ী হওয়াতে তাঁহাকে যথোচিত আশীর্ব্বিধান করিলেন। পালিনা ও কেমিলো রাজার উপাসনায় নিবিষ্ট ছিলেন সুতরাং

পরিণামে নৃপতির এই আনন্দ দর্শনে নিরতিশয় সন্তোষ প্রাপ্ত হইলেন।

তদনন্তর এই অদ্ভুত আনন্দ সর্ব্বাঙ্গ শুদ্ধরূপে পরিপূর্ণ করণ নিমিত্ত কোন বিষয়ের অভাব হইল না। বোহিমিয়াধিরাজ পলিক্সেনিস্ অচিরে স্বয়ং শিশিলী রাজধানীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

বোহিমিয়াধিপতি আপনার তনয় অদৃশ্য হইবার পূর্ব্বাবধি বিদিত ছিলেন প্রাণপ্রদ কেমিলো স্বদেশ প্রত্যাগমন নিমিত্ত নিতান্ত অভিলাষুক অতএব রাজ্যমধ্যে আত্মজের ও কেমিলোর অনুসন্ধান না পাওয়াতে অনুমান করিলেন সকলে শিশিলীতে পলায়ন করিয়াছে সুতরাং তাঁহাদের পশ্চাৎ২ ধাবমান হওয়াতে শিশিলী রাজ্যে লিয়নিতিসের এই সুখাবহ সময়ে আসিয়া উত্তীর্ণ হইলেন।

বোহিমিয়া রাজ শিশিলীতে উপস্থিত হইয়া আনন্দোৎসবে মিলিত হইলেন। তাঁহার চির মিত্র লিয়নিতিস্ অকারণ ঈর্ষা পরবশ হইয়া যে দ্রোহাচরণ করিয়াছিলেন তন্নিমিত্ত ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন তাহাতে উভয়ের মনোমালিন্য দূর হইল এবং পুনর্ব্বার অকৃত্রিম মিত্রতা জন্মিল। এক্ষণে পলিক্সেনিস্ আপন নন্দন ফ্লোরাইজেলের পরিদিতার সহ পরিণয়ে প্রতিবন্ধক হইলেন না। এখন পরিদিতা মেষপালী নহে অধুনা শিশিলীয় সম্রাটের রাজ সিংহাসনের উত্তরাধিকারিণী সুতরাং যুবক যুবতীর শুভ বিবাহ অবিলম্বে পরমানন্দে সম্পন্ন হইল।

তদনন্তর সকলের দৃষ্টিগোচর হইল হারমিয়নী রাণী বহুকাল দুঃখশোকে সন্তপ্ত থাকিয়া ধৈর্য্যাবলম্বনের নিমিত্ত পরিণামে পুরস্কৃতা হইলেন এবং সুদীর্ঘ কাল স্বামি দুহিতৃ জামাতৃ সহ পরম সুখে লোক যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন ইতি।



R. C. KORMOKAR, ENGR. *৭

সেক্‌সপিয়র।

অলীক কর্ম্মে আড়ম্বর।

মেসিনা নগরীর অধিপতি লিয়নেত নামক রাজার হীরো নাম্নী কুমারী এবং বিয়েত্রিশ্‌ নামিকা একটী ভ্রাতৃতনয়া ছিল। এই দুই কন্যা মেসিনাস্থ নৃপনিকেতনে পরস্পর সৌহৃদ্য ভাবে একত্র বাস করিত।

বিয়েত্রিশ্‌ স্বীয় প্রকৃতির চাঞ্চল্য প্রযুক্ত গভীর স্বভাবা হীরোর কৌতূহল নিমিত্ত সর্ব্বদা ক্রীড়া কৌতুক করিতেন এবং রসিকতা প্রকাশ করত সকল বিষয়ে হাস্য পরিহাস পূর্ব্বক আমোদ প্রমোদ করিতে ভাল বাসিতেন।

যৎকালে এই দুই কুমারীর খ্যাতি প্রচার হইতে আরম্ভ হয় সে সময় কতিপয় তরুণ সেনানায়ক কোন সমরে গমন করিয়া শৌর্য্য বীর্য্য প্রকাশ পুরঃসর রণ সমাপনানন্তর পথ ঘটিত মেসিনা নগর দিয়া প্রত্যাগমন করিতেছিলেন অতএব তত্রত্যাধিপতি লিয়নেতের সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে সকলে তাঁহার আগারে গিয়া উত্তরিলেন। এই যুবক সম্প্রদায় মধ্যে এরাগন দেশীয় দন্‌প্রিড্রু নামা রাজনন্দন এবং তদীয় বয়স্য ফ্লোরেন্স নগরীয় ক্লাদিও এই দুই ব্যক্তি মহাসম্ভ্রান্ত এবং তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারী পাদুয়া নগরের বেনিদিক্‌ নামা এক জন বিশেষ মর্য্যাদাবান্‌ ও রসিক চূড়ামণি ছিলেন।

উক্ত তরুণ সেনানায়ক গণ যদিও বিদেশীয়, তথাপি পূর্ব্বে আর এক বার মেসিনা নগরে আগমন করাতে লিয়-

নেতের সহিত তাহাদের আলাপ হইয়াছিল অতএব তাঁহারা সময়ান্তরে পুনর্ব্বার আলয়ে আসিয়া উপস্থিত হইলে আতিথেয় রাজা যথোচিত সৎকার করণানন্তর স্বীয় তনয়া ও ভ্রাতৃপুত্রীর নিকট তাঁহাদের পরিচয় দিলেন ইহাঁরা আমার পুরাতন মিত্র।

বেনিদিক্ বাচালপ্রকৃতি বশতঃ গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াই লিয়নেত ও নৃপনন্দন দন্‌পিড্রুর সহিত কৌতুকাবহ বচন প্রয়োগ পুরঃসর সম্ভাষা করিতে আরম্ভ করিলেন। বিয়েত্রিশ্ স্বীয় বাগ্মিত্বাভিমানে পরিপূর্ণা ছিলেন সুতরাং স্বভাবতঃ অন্যের কথোপকথনে অসন্তুষ্টা হইতেন, আগন্তুক ব্যক্তিকে হঠাৎ পরিহাস পূর্ব্বক বক্তৃতা করিতে দেখিয়া বৈরক্তি প্রকাশ করত পরুষ ভাষায় কহিলেন মহাশয় কি আশ্চর্য্য আপনকার কথায় কেহ আমোদ করিতেছেন না তথাপি আপনি স্বয়ং বাগাড়ম্বর করিতেছেন। বিয়েত্রিশের ন্যায় বেনিদিক্‌ও প্রাগল্‌ভ্যান্বিত ছিলেন অতএব কামিনীর কর্কশ বাক্যে সাতিশয় বিরক্ত হইলেন এবং মনেং বিবেচনা করিলেন স্ত্রীলোকের এপ্রকার ধৃষ্টতা ও পরুষোক্তি সুশীলতার লক্ষণ নহে। অপর স্মরণ করিয়া তাঁহার চমৎকার বোধ হইল গত যাত্রায় যখন লিয়নেতের নিকেতনে বাস করেন তৎকালে বালা বিয়েত্রিশ্ তাঁহার সহিত নানাপ্রকার হাস্য পরিহাস করিয়া কথোপকথন করিয়াছিলেন অথচ এবার তাঁহার কৌতুকে বিরাগ প্রকাশ করিলেন। যে সকল ব্যক্তিরা স্বয়ং পরিহাস রসে রসিক, এবং তাদৃশ বাক্য প্রয়োগ করিতে অধিক রত, তাহারা প্রায় অন্যের হাস্য কৌতুকে কুতূহলান্বিত হয় না। বেনিদিক ও বিয়েত্রিশ্ উভয়ে হাস্য রসে রসিক ছিলেন, এবং তৎ প্রযুক্ত দুই জনেরই মাৎসর্য্য স্বভাব জন্মে, কিন্তু পরস্পরের আত্ম প্রকৃতি বিদিত ছিল না। তাঁহাদের উভয়ের ইতিপূর্ব্বে যখন সাক্ষাৎ হইয়াছিল সে সময়েও অন্যোন্যের কৌতুকামোদে পরস্পর অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং পরিহাস মধ্যে বিস-

স্বাদ উপস্থিত হওয়াতে পরস্পর ভিন্নং স্থানাবলম্বন পূর্ব্বক পৃথক্ হইয়াছিলেন। যাহাহউক, বিয়েত্রিশ্ বেনিদিকের বক্তৃতা কালে মাৎসর্য্য প্রকাশ পুরঃসর যাহা কহিলেন তাহাতে কেহ মনোযোগ করিলেন না। যুবা বেনিদিক্ বিয়েত্রিশের বচনে অপ্রতিভম্মন্য হইয়া ঘৃণা দ্বারা বৈরশুদ্ধির মানসে সঙ্কেত বাক্যে ব্যঙ্গ করত কহিলেন অশ্রদ্ধে অদ্যাপি জীবিতা আছ? এই ইঙ্গিতে উভয়ের মধ্যে তুমুল বাক্-কলহ আরব্ধ হইল। যদিও বিয়েত্রিশের বিশিষ্টরূপে বিদিত ছিল ঐ যুবা যুদ্ধে মহাবল বিক্রম প্রকাশ পুরঃসর সুখ্যাতি প্রাপ্ত হইয়া আসিয়াছেন তথাপি ব্যঙ্গোক্তি করত কহিলেন তুমি শৌর্য্য বীর্য্য প্রদর্শন পূর্ব্বক যাবৎ সংখ্যক মানবকে সমর শায়ী করিয়াছ আমি অবলা বটে কিন্তু তাবৎ সংখ্যক ব্যক্তিকে একেবারে কবলীকৃত করিতে পারি। তদনন্তর ঐ মুখরা রামা রাজনন্দনকে বেনিদিকের কথায় আমোদ করিতে অবলোকন করিয়া ঈর্ষান্বিত বচনে বলিলেন ওহে তরুণ পুরুষ তুমি নৃপকুমারের তোষামোদী প্রকৃত ভণ্ড। বিয়েত্রিশের সকল কথাতেই বেনিদিকের মনে বিরাগ জন্মিতেছিল কিন্তু এই অবজ্ঞা বাক্যে তাঁহার অন্তঃকরণ অসন্তোষে আচ্ছন্ন হইল। গর্ব্বিতা বালা তাঁহার প্রতি ইঙ্গিতে ভীরুতার অপবাদ আরোপ পূর্ব্বক কহিলেন মহাবীর কর্ত্তৃক সমর মস্তকে শৌর্য্য প্রকাশ পুরঃসর যত মানব নিহত হইল আমি তাহাদিগকে এক গ্রাসে ভোজন করিতে পারি সে কথা গ্রাহ্য করিলেন না কেননা আত্ম প্রত্যয়ে আপনাকে সাহসিক বলিয়া নিশ্চয় জানিতেন। কিন্তু যে সকল ব্যক্তি স্বভাবতঃ কৌতুকামোদী হয় তাহাদিগকে ভণ্ড বলিলে বিশেষ অধিক্ষেপ হয় কারণ তাহারা কখনং ঐপ্রকার আচরণ যথার্থতঃ করিয়া থাকে অতএব বেনিদিক্ কামিনীর শেষোক্ত তিরস্কার বচনে মনোমধ্যে সাতিশয় ক্ষুব্ধ হইলেন এবং তাঁহাকে নিতান্ত নিন্দক স্বভাব জ্ঞান করিতে লাগিলেন।

রাজকুমারী হীরো অতি সুশীলা ও লজ্জান্বিতা, এপ্রযুক্ত অভ্যাগত সম্ভ্রান্ত সেনানী গণ মধ্যে মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক উপবিষ্টা ছিলেন। তাঁহার রূপ লাবণ্য ও বয়োধর্ম্মে স্বতঃ প্রকাশমান হাব ভাব অতিশয় মনোহারী ছিল। ক্লাদিও তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া অবধি আপনার মনোমধ্যে তদীয় সৌন্দর্য্য অনুধ্যান করিতেছিলেন। রাজপুত্র প্রথমাবধি বেনিদিক্ ও বিয়েত্রিশের সাহঙ্কার কৌতুকালাপ মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করিলেন অতএব উক্ত যুবক যুবতীর বাক্ কলহে কুতূহলান্বিত হইয়া লিয়নেতের কর্ণমূলে মৃদুস্বরে বলিলেন এই তরুণী যেমন রসবতী বেনিদিক্ও তদ্রূপ রসিক, ইহাঁদের দাম্পত্য ভাব উপযুক্ত হয়। লিয়নেত উপহাস করত সহাস্য বচনে উত্তর করিলেন হাঁ ইহাঁদের উভয়ের পরস্পর পতিপত্নীভাব হইলে অবিশ্রান্ত জল্প করিয়া সপ্তাহের মধ্যে দুই জনেই উন্মত্ত হয়। লিয়নেতের এই কথায় যদিও স্পষ্ট প্রকাশ হইল ঐ যুবক যুবতীর জায়াপতি ভাব অত্যন্ত অনুপযুক্ত, তথাপি রাজকুমার পরিণয় দ্বারা উক্ত রসিক রসিকাকে পরস্পর সংযুক্ত করিবার মানস পরিত্যাগ করিলেন না।

পরে রাজতনয় স্বীয় বয়স্য ক্লাদিও সমভিব্যাহারে মেসিনাধিপতির নিকট বিদায় গ্রহণ পুরঃসর প্রত্যাগমনের উদ্যোগ করিবেন এতদবসরে পরম্পরায় অবগত হইলেন তাঁহাদিগের সম্প্রদায়ের মধ্যে বিয়েত্রিশের সহিত বেনিদিকের বিবাহ ভিন্ন অন্য এক বিবাহের কল্পনা হইয়াছে। অধিকন্তু প্রিয়মিত্র ক্লাদিও তাঁহার সাক্ষাতে হীরোর ভূরি২ প্রশংসা করিতেছিলেন তাহাতে সেই মহিলার প্রতি বন্ধুর যাদৃশ মনোভিলাষ তাহাও বুঝিতে পারিলেন। অতএব রাজনন্দন গমনের আয়োজনে ক্ষান্ত হইয়া বয়স্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন সখে হীরোর প্রতি তোমার অন্তঃকরণ কি প্রণয় প্রবণ হইয়াছে? ক্লাদিও উত্তর দিলেন মহাশয় গতবারে যখন এতন্নগরে আগমন করিয়াছিলাম সে সময় আমি

যোদ্ধার নয়নে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করি সুতরাং সে বার তৎপ্রতি আমার প্রণয় সঞ্চার কিঞ্চিন্মাত্র হয় নাই কিন্তু সেই সুলোচনার লোচন কি শুভক্ষণে আমার উপরে পতিত হয় তিনি নয়ন গোচর করিবামাত্র আমার প্রতি স্পৃহয়ালুতা প্রকাশ করেন। এবার বিপক্ষ পক্ষ নিরাকৃত হওয়াতে আমার চিত্তে সমর চিন্তা নাই একারণ ঐ কোমলাঙ্গীর রূপ লাবণ্যানুধ্যান মদীয় মানসে প্রবেশ করিয়া আমাকে যেন কহিল হীরোর সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য বিবেচনা কর অধিকন্তু যেন স্মরণ করাইয়া দিল যে ঐ লাবণ্যবতী বিগ্রহ যাত্রার অগ্রে আমার মনোনীতা হইয়াছিলেন। ক্লাদিও এবম্প্রকারে হীরোর প্রতি আপনার প্রেমানুবন্ধ প্রকাশ করিলে রাজ-কিশোর অবিলম্বে মেসিনাধিপতির সম্মুখবর্ত্তী হইয়া বিনয় পুরঃসর কহিতে লাগিলেন মহাশয় আপনি আমার বয়স্য ক্লাদিওকে জামাতৃত্ব রূপে বরণ করণে যদি স্বীকার করেন তাহা হইলে আমি আপনকার চির বাধিত হই। মেসি-নাধিরাজ রাজনন্দনের আগ্রহ দর্শনে তাঁহার অনুরোধে অঙ্গীকার করিলেন। তদনন্তর রাজতনয় ক্লাদিওর নিবেদন শ্রবণ নিমিত্ত সহজেই সুধীরা হীরোর প্রবৃত্তি জন্মাইয়া দিলেন যেহেতু ঐ ব্যক্তি সর্ব্বগুণান্বিত ছিলেন। পরে ক্লাদিও রাজকুমারের আনুকূল্যে আপন মনোহারিণী হীরোর সহিত পরিণয় ত্বরায় সম্পাদন নিমিত্ত লিয়নিতের মত করিয়া দিলেন।

মনোমোহিনী কামিনীর পাণিগ্রহণ সম্পাদন নিমিত্ত ক্লাদিওকে কতিপয় মাত্র দিবস প্রতীক্ষা করিতে হইল কিন্তু সেই কএক দিন তাঁহার পক্ষে তাবৎ সংখ্যক বৎসর তুল্য দুর্যাপনীয় বোধ হইতে লাগিল। ফলতঃ যুবা পুরুষেরা যখন কোন বিষয়ে উৎসাহান্বিত হন্ তখন তাহা সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত অধৈর্য্য হইয়া থাকেন সুতরাং অত্যল্প কাল বিলম্বও অসহ্য হইয়া উঠে। অতএব রাজতনয় অন্য মন-স্কতা দ্বারা বয়স্যের সময় ক্ষেপ মানসে তাঁহার নিকট

একটা কৌতুকাবহ ব্যাপারের প্রসঙ্গ করিলেন অর্থাৎ তাঁহাকে কহিলেন এক্ষণে বেনিদিক্ ও বিয়েত্রিশ্ এই দুই জনের মনে প্রণয়োৎপাদন নিমিত্ত কৌশলে কোন উপায় করা যাউক। নৃপনন্দনের এতৎ প্রস্তাবে ক্লাদিও কুতূহলাক্রান্ত হইয়া আমোদ করিতে লাগিলেন এবং চতুরতা প্রকাশ পূর্ব্বক কৃতকার্য্য হইবার নিমিত্ত ব্যগ্র হইলেন। অপর মেসিনাধিপতি লিয়নেতও তদ্বিষয়ে সাধ্যানুসারে আনুকূল্য করিতে অঙ্গীকার করিলেন। অধিকন্তু হীরো প্রতিজ্ঞা করিয়া কহিলেন আমি ভগিনীর নিকট বেনিদিকের অনুপম গুণের বিষয় প্রসঙ্গতঃ বর্ণনা করিয়া তাহার প্রতি অনুরাগ জন্মাইয়া দিতে সর্ব্বতোভাবে যত্ন করিব।

তদনন্তর রাজকুমার বিবেচনা করিয়া এই উপায় স্থির করিলেন সম্প্রদায়স্থ ব্যক্তিদিগের দ্বারা কোন কৌশলে বেনিদিকের মনে বিশ্বাসাধান করা যাউক বিয়েত্রিশ্ তাঁহার অঙ্গসৌষ্ঠব ও বাঙ্মাধুর্য্যে বিমুগ্ধা হইয়া তৎপ্রতি সাতিশয় অনুরাগবতী হইয়াছেন এবং হীরো নিজ ভগিনী বিয়েত্রিশের হৃদয়ে এতাদৃশ প্রত্যয় উৎপাদন করুন বেনিদিক্ তাঁহাকে অবলোকন করিয়া অবধি মনোমধ্যে তদীয় প্রেমাভিলাষ করত তাঁহার নিমিত্ত উৎকলিকাকুল আছেন।

পরে রাজকিশোর, লিয়নেত এবং ক্লাদিও তিন জনে সংকল্পিত সিদ্ধির নিমিত্ত আদৌ উদ্যোগ করিলেন। যে সময় বেনিদিক্ উদ্যানে গমন পূর্ব্বক নির্জ্জনে উপবেশন করিয়া গ্রন্থালোচনা করিতে ছিলেন তৎকালে প্রচ্ছন্ন ভাবে তথায় উপস্থিত হইয়া তরুপংক্তির অন্তরালে তাঁহার সন্নিকট দণ্ডায়মান হইলেন। সে স্থলে রাজকুমার স্বীয় দুই সহচর সহিত যে কথোপকথন করিলেন তাহা বেনিদিকের কর্ণগোচর হইল। নৃপতনয় উচ্চস্বরে লিয়নেতকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন মহাশয় সে দিবস আমাকে বলিতে ছিলেন না, আপনকার ভ্রাতৃকন্যা বেনিদিকের প্রতি অনুরাগিণী হইয়াছেন? কি আশ্চর্য্য, আমার কখন মনেও হইত না যে

সেই কামিনী কাহারো প্রতি প্রণয়িনী হইবেন। লিয়নেত উত্তর দিলেন সত্য বটে, আমিও পূর্ব্বে ঐরূপ অনুমান করিতাম, এখনও তাঁহার বাহ্য ব্যবহার দর্শন করিলে বোধ হয় বেনিদিক্‌কে অবজ্ঞা করেন কিন্তু অন্তঃকরণ মধ্যে তাঁহার প্রতি সাতিশয় অনুরাগবতী। পরে ক্লাদিও সাক্ষ্য দিয়া কহিলেন হীরো আমার সাক্ষাতে সে দিন বলিতেছিলেন বটে বিয়েত্রিশ্‌ বেনিদিকের ভাবে এপ্রকার আসক্তা হইয়াছেন যদিস্যাৎ ঐ যুবা তাঁহার সহিত প্রণয় না করেন তাহা হইলে মনস্তাপে তরুণীর তনুত্যাগ হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু অব্যবহিত পরেই লিয়নেতের সহিত ক্লাদিও এক-বাক্য হইয়া বলিতে লাগিলেন কেবল কামিনীর অনুরাগে কি হইবেক বেনিদিকের মনে অঙ্গনা প্রণয় উৎপন্ন হওয়া দুর্ঘট। তিনি যাবতীয় বিলাসিনী বিশেষতঃ বিয়েত্রিশের সঙ্গে সর্ব্বদা নীরস পরিহাস করিয়া থাকেন।

রাজপুত্র যেন বিয়েত্রিশের প্রতি সাতিশয় সদয়, এতাদৃশ ভাব প্রকাশ পূর্ব্বক ঐ কথোপকথন শ্রবণ করিতেছিলেন অতএব তাঁহাদের কথাবসানে বলিলেন তবে বিয়েত্রিশের অনুরাগ বেনিদিকের জ্ঞানগোচর করিলে ভাল হয়। ক্লাদিও এতদ্বাক্য আকর্ণনে আক্ষেপ করত উক্তি করিলেন তাঁহার নিকট এ বিষয় প্রকাশ করিলে কি হইবে, তিনি একথা শুনিলে সুন্দরীকে পরিহাস করিবেন তাহাতে কামিনীর অধিক মনোদুঃখ হইবার সম্ভাবনা। রাজকুমার কিঞ্চিৎ কোপাবেশে বলিলেন কি, বেনিদিক্‌ এবম্প্রকার কৌতুক করিলে তাহার প্রাণদণ্ড করা উচিত, আহা বিয়েত্রিশ্‌ কি ভ্রান্তা, তাঁহার বুদ্ধি কি একেবারে উৎসন্না হইয়া গিয়াছে, কি আস্বাদে বেনিদিক্‌কে সপ্রণয় নয়নে নিরীক্ষণ করিলেন ও তাহার প্রতি অন্তঃকরণ প্রেম প্রবণ হইল। এই কথা কহিয়া সঙ্গিগণকে ইঙ্গিতে বলিলেন এক্ষণে এস্থান হইতে প্রস্থান করা যাউক আমাদের কথোপকথন বেনি-

দিকের কর্ণগোচর হইয়াছে এখন মনোমধ্যে আন্দোলন করুক।

বেনিদিক্ মনোযোগ পুরঃসর ঐ সকল কথা বার্ত্তা শ্রবণ করিতেছিলেন। বিয়েত্রিশ্ তাঁহার প্রেমাভিলাষিণী হইয়াছেন এ কথা কর্ণগোচর হইবামাত্র মনেং কহিলেন ইহা কি সম্ভব? ঐ কোণে কি বায়ু অবস্থিতি করিতেছে? কিন্তু নৃপনন্দন সঙ্গিগণ সমভিব্যাহারে গমন করিলে পর পুনর্ব্বার অন্তঃকরণে তর্ক করিতে লাগিলেন তাঁহারা যাহা কহিতেছিলেন তদ্বিষয়ে প্রতারণা অনুমান করিতে পারাযায় না, কেননা অকপট মুখে পরস্পর কথোপকথন করিতে ছিলেন। অপর আমার প্রতি ঐ কামিনীর প্রেমানুরাগের বিবরণ হীরোর নিকটেও শ্রবণ করাতে তাঁহাদের চিত্ত যেন দুর্ভাবনায় ব্যাকুল হইয়াছে এমত বোধ হইল। কি আশ্চর্য্য বিয়েত্রিশ্ আমার প্রতি অনুরাগিণী হইলেন, তবে তো আমারও প্রেম প্রতিদান করা উচিত হয়। বিবাহের ভাবনা নাই, পূর্ব্বে কহিয়াছিলাম বটে দার পরিগ্রহ করিয়া গলগ্রহ করিব না, অবিবাহিতাবস্থাতেই দেহপাত করিব, তখন এতাদৃশ বোধ হয় নাই যে আমার পরিণয় হইবেক। এক্ষণে তাঁহাদের প্রমুখাৎ শুনিলাম সেই সুন্দরী সুধীরা ও রূপ গুণে মনোহারিণী, বস্তুতঃ এপ্রকার বটেন, কিন্তু সর্ব্বগুণ ধারণ করিলেও আমার প্রতি প্রণয়িনী হওয়াতে অতিশয় নির্গুণের কার্য্য করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার বুদ্ধির অভাব অথবা বিকৃতি প্রকাশ পাইল। যাহা হউক, আমার পক্ষে এতদ্বিষয়ে ঔদাস্য করা শ্রেয়স্কর নহে, আপনিও স্নেহ প্রদর্শনের পন্থা দেখি। এই প্রকার চিন্তা করিয়া জাতানুরাগ হওত পরিক্রমণ করিবার উপক্রম করিতেছেন, ইত্যবসরে অদূরে দেখিতে পাইলেন বিয়েত্রিশ্ আগমন করিতেছেন। তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়াই আপনাআপনি কহিতে লাগিলেন অদ্য তরুণীর মধুর রূপ দেখিতেছি এবং ইহাঁতে প্রেমের চিহ্নও দৃষ্ট হইতেছে। অনন্তর বিয়েত্রিশ্ তাঁহার স-

সম্মুখে উপস্থিতা হইয়া স্বীয় স্বভাব বশতঃ পরুষ ভাষায় বলিলেন আমার ইচ্ছা ছিল না তোমার নিকট আসি কিন্তু কি করি ভোজনার্থ আহ্বান করিতে আমাকেই পাঠাইলেন। বেনিদিক্ ইতি পূর্ব্বে কামিনীর সহিত মিষ্টালাপ করেন নাই কিন্তু এক্ষণে মৃদু মধুর ভাষায় সম্বোধন করত বলিলেন হে সুকুমারাঙ্গি তুমি এতন্নিমিত্ত ক্লেশ স্বীকার পূর্ব্বক কেন আগমন করিলে? তোমার এই সদ্ভাব নিমিত্ত বাধিত হইলাম। বিয়েত্রিশ্ স্বভাবতঃ কর্কশা এপ্রযুক্ত তাদৃশ সদালাপে কর্ণপাত না করিয়া নীরস ভাষায় অপর কএকটী কথা কহিলেন এবং পূর্ব্ববৎ পরুষ প্রকৃতি প্রকাশ করত অবিলম্বে চলিয়া গেলেন। বেনিদিক্ এক্ষণে কামিনীর কর্কশ বাক্য মধ্যেও গূঢ় স্নেহরস বোধ করিতে ছিলেন অতএব মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করিয়া বলিলেন এখন যদি তাঁহার প্রতি স্নেহান্বিত না হই তবে দুরাত্মতা প্রকাশ হইবেক, যদি প্রেম না করি তবে আমা অপেক্ষা নরাধম নাই, অতএব আমি গমন করি এবং তাঁহার চিত্তানুবৃত্তি করিতে সত্বর হই।

রাজনন্দন আপন মানস সফল করণাশয়ে সঙ্গিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া যে বাগুরা বিস্তীর্ণ করিলেন তাহাতে বেনিদিক্ আবদ্ধ হইলেন। এক্ষণে হীরো বিয়েত্রিশ্কে প্রতারণা জালে নিক্ষেপ করিবার নিমিত্ত সুযোগ করিতে লাগিলেন। অর্স্যুলা ও মার্গেরেত্ নাম্নী দুই সহচরীকে আহ্বান করিয়া মার্গেরেত্কে কহিলেন প্রিয়সখি তুমি ত্বরায় সভাগারে গমন কর সেখানে আমার ভগিনী বিয়েত্রিশ্ রাজকুমার ও ক্লাদিওর সহিত কথোপকথন করিতেছেন, তাঁহার কর্ণকুহরে অনুচ্চস্বরে কহিয়া আইস হীরো স্বীয়া প্রিয়সখী অর্স্যুলার সহিত উদ্যানে ভ্রমণ করিতেং কেবল তোমারই কথা কহিতেছেন যদি প্রত্যয় না হয় নিকুঞ্জের যে স্থলে তরুলতাবলীর পত্র পল্লব দ্বারা দিনকরের কর প্রবেশ হয় না তথায় গোপনে গমন পূর্ব্বক বরং স্বকর্ণে শ্রবণ কর। মার্গেরেত্ এতৎ শ্রবণে সহর্ষা হইয়া কহিল

আমি এখনি যাইতেছি তাঁহাকে প্রবৃত্তি দিয়া নিশ্চয় সেখানে প্রেরণ করিব। হীরো যে স্থানে বিয়েত্রিশ্‌কে আনয়ন করিবার নিমিত্ত এই কৌশল করিলেন কিয়ৎ ক্ষণ পূর্ব্বে বেনিদিক্ সেই স্থলে রাজনন্দন ও তদীয় সমভিব্যাহারিগণের কথোপকথন শ্রবণ করিয়াছিলেন।

অনন্তর হীরো স্বীয় সহচরী অর্স্যুলা সমভিব্যাহারে নির্দ্দিষ্ট উদ্যানে উপস্থিতা হইয়া সখীকে কহিলেন দেখ অর্স্যুলা, বিয়েত্রিশ্ এখানে আগমন করিলে আমরা এই ক্ষুদ্র বর্ত্ম দিয়া যাতায়াত করিতেং কেবল বেনিদিকের কথা কহিব। আমি যখনং তাঁহার নাম গ্রহণ করিব তখন তুমি সমস্ত পুরুষাপেক্ষা তাঁহার প্রতিষ্ঠা করিও। তোমার সঙ্গে কথোপকথন করিতেং কহিব বেনিদিক্ বিয়েত্রিশের ভাবে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার প্রতি আসক্তা হইয়াছেন। তৎপরে চারি দিক্ অবলোকন করিয়া বলিলেন হে সখি আইস ত্বরায় কথা আরম্ভ করি ঐ দেখ বিয়েত্রিশ্ টিটিভী প্রায় ভূমিতে মিশাইয়া গোপনে আমাদের কথোপকথন আকর্ণন করিবার নিমিত্ত দ্রুতগতি আগমন করিতেছেন। পরে তাঁহারা পরস্পর কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন। হীরো যেন অর্স্যুলার কথার উত্তর দিতেছেন এবম্প্রকার ভঙ্গি করত কহিলেন বিয়েত্রিশ্ সাতিশয় অহঙ্কৃতা, পর্ব্বতীয় পক্ষির ন্যায় তাঁহার প্রকৃতি অতি প্রগল্‌ভ। অর্স্যুলা বলিল ঠাকুরাণি আপনি কি নিশ্চয় অবগত আছেন বেনিদিক্ বিয়ত্রিশের প্রেমাভিলাষী? হীরো উত্তর দিলেন রাজকুমার এবং ক্লাদিওর প্রমুখাৎ শুনিয়াছি বেনিদিক্ তন্নিমিত্ত অন্তঃকরণ মধ্যে সাতিশয় উৎকণ্ঠান্বিত। তাঁহারা দুই জনে আমাকে ঐ বিষয় বিয়েত্রিশের নিকট প্রকাশ করণার্থ অনুরোধ করিয়াছিলেন কিন্তু আমি তাঁহাদিগকে বিনতি করিয়া কহিলাম তোমরা যদিস্যাৎ বেনিদিকের স্নেহান্বিত বন্ধু হও তবে এ কথা কখন বিয়েত্রিশের কর্ণগোচর করিও না। অর্স্যুলা বলিল সত্য বটে কামিনীর যাদৃশ স্বভাব তাহাতে

বেনিদিকের আসক্তির কথা তাঁহার জ্ঞানগোচর করা যুক্তি সিদ্ধ হয় না। কি জানি যদি পরুষভাষায় কৌতুক করিয়া বসিলেন।

হীরো বলিলেন কিন্তু আমি এপর্য্যন্ত কখন কামিনীর মুখে কোন রূপবান্ যুবা বিশেষতঃ বিজ্ঞ পুরুষের কুৎসার কথা শ্রবণ করি নাই। অস্থুর্লা বলিল তাহাও সত্য, গুণি ব্যক্তির গ্লানি করাতে যে আপনার অপ্রতিষ্ঠা হয় ইহা কি তিনি বুঝেন না? অবশ্য বুঝিতে পারেন। হীরো উত্তর করিলেন যাহা হউক আমার সাধ্য নাই যে এ কথা তাঁহাকে বলি। আমি কহিতে গেলে পরিহাস করিয়া উড়াইয়া দিবেন। অস্থুর্লা বলিল ঠাকুরাণি আপনি অন্যায় উক্তি করিতেছেন তিনি কি এমনই অর্ব্বাচীন যে বেনিদিকের তুল্য সুশ্রী সুরূপ সর্ব্বগুণান্বিত পাত্র পরিত্যাগ করিবেন? হীরো বলিলেন বেনিদিকের যথেষ্ট সুখ্যাতি শ্রুত আছে বটে, প্রিয় ক্লাদিও ব্যতীত ইটালি দেশের মধ্যে তিনি অতি প্রধান এবং সকল লোকের মান্য ও অগ্রগণ্য। পরে সখীকে সঙ্কেত করিয়া বলিলেন এক্ষণে আমরা এ বিষয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য কোন প্রসঙ্গ করিয়া কথোপকথন করি আইস। তাহাতে অস্থুর্লা তাঁহাকে সম্বোধন পুরঃসর সস্নেহ বচনে জিজ্ঞাসা করিল ঠাকুরাণি আপনকার বিবাহ কবে হইবেক? হীরো উত্তর করিলেন আগামি দিবসে ক্লাদিওর সহিত আমার পরিণয় হইবেক। পরে তাহাকে অনুরোধ করত বলিলেন তুমি আমার নূতন পরিচ্ছদ দেখিবে আইস। চল দেখি গিয়া দুই জনে বিবেচনা করি কল্য কোন্ বসন পরিধান করিব। এই কহিয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। বিয়েত্রিশ্ লতা ব্যবহিতা হইয়া তাঁহাদের সমস্ত কথোপকথন মনোযোগ পুরঃসর শ্রবণ করিতেছিলেন অতএব তাঁহারা তথা হইতে গমন করিলে পর সোদ্বেগ মনে আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন আমার কর্ণ কুহরে এ কি হুতাশন প্রবেশ করিল? যাহা শুনিলাম সত্য না কি?

যাহা হউক, হে ঘৃণা দেবি, হে তাচ্ছীল্য মহাশয়, হে কৌমারাভিমান, তোমরা বিদায় হও। কি আশ্চর্য্য, বেনিদিক্ আমার প্রণয়াভিলাষী হইয়া অনুরাগী হইয়াছেন। আমি আপনার অশিষ্ট স্বান্ত শান্ত করত অবশ্য তাঁহার প্রতি প্রেম করিব।

সুচতুর রসিক রাজকিশোরের বুদ্ধি কৌশলে এই প্রকারে চির বিরোধি যুবক যুবতীর অন্তঃকরণে বৈরিতাপসরণ পুরঃসর অনুরাগের অভির্ভাব হইলে তাঁহাদের উভয়ের প্রথম সন্দর্শনের সপ্রণয়ালাপ সাতিশয় আনন্দ জনক হইবার সম্ভাবনা হইল। কিন্তু কোন খলের দুরাত্মতায় হীরোর অদৃষ্টে দৈবাৎ একটা দুর্ঘটনা ঘটাতে তিনি সমস্ত আহ্লাদে বঞ্চিতা হইলেন। যে দিবস প্রাতঃকালে তাঁহার পাণিগ্রহণ হইত সেই দিন তাঁহার এবং তদীয় জনকের মনে মহাসন্তাপের শঙ্কু নিখাত হইল।

রাজনন্দনের দঞ্জন্ নামা এক জন সাপত্ন ভ্রাতা ছিল। সে ব্যক্তিও সমরাবসানে তাহাদের সমভিব্যাহারে মেসিনা নগরে আগমন করিয়াছিল। সে সর্ব্বদা ঈর্ষা বিমর্ষে পরীত থাকাতে কুতর্ক ও কুৎসিত কল্পনা করত অসন্তোষে কাল হরণ করিত। রাজ তনয়ের প্রতি তাহার আন্তরিক সদ্ভাব ছিল না, তাঁহাকে মনে২ দ্বেষ করাতে তদীয় অকৃত্রিম মিত্র ক্লাদিওরও হিংসা করিত। সে আপনার খল প্রকৃতির পরবশতা প্রযুক্ত মৎসরী হইয়া হীরোর সহিত ক্লাদিওর বিবাহ নির্ব্বাহে ব্যাঘাত উত্থাপন পূর্ব্বক রাজতনয় ও তাঁহার পরম প্রণয়াস্পদ বয়স্যকে অসুখী করিবার মানস করিল কেননা তাহার বিদিত হইয়াছিল এই পরিণয় সম্পাদন নিমিত্ত রাজকুমার ও তাঁহার সখা ক্লাদিও উভয়ে সাতিশয় ব্যগ্র। ঐ দুরাত্মা আপনার দুষ্ট অভিপ্রায় সুসিদ্ধি করিবার নিমিত্ত আত্মবৎ দুঃশীল বোরাকিও নামা এক ব্যক্তিকে পুরস্কারের লোভ প্রদর্শন পূর্ব্বক সহকারিতা করণে নিযুক্ত করিল। হীরোর সহচরী মার্গেরেতের

সহিত বোরাকিওর সাতিশয় প্রণয় ছিল। দুরাত্মা দঞ্জন তাহা বিলক্ষণ জানিত। অতএব বোরাকিওকে কহিল বন্ধো তুমি মার্গেরেতের নিকট গমন পূর্ব্বক তাহাকে অনুরোধ কর অদ্য নিশাভাগে হীরো আপনার আগারে নিদ্রাগতা হইলে তদীয় পরিচ্ছদ পরিধান পুরঃসর সেই গৃহের গবাক্ষ হইতে যেন তোমার সহিত কথোপকথন করেন, তাহা হইলে ক্লাদিও বিশ্বাস করিবেন হীরোই কথা কহিতেছে তবেই আমার অভিলষিত সফল হইবে।

দুরাত্মা দঞ্জন্ এই রূপ পরামর্শ প্রদান পুরঃসর বোরাকিওকে প্রেরণ করিয়া আপনি রাজনন্দন ও ক্লাদিওর নিকট গমন করিল এবং হীরোর সহিত ক্লাদিওর বিবাহের প্রসঙ্গ করত কহিল আমি সটীক শুনিয়াছি সেই যুবতীর চরিত্র পবিত্র নহে। তিনি রজনীযোগে আপন ভবনের গবাক্ষ দ্বার দিয়া পুরুষের সঙ্গে আলাপ কৌশল করেন। সে যে সময় তাঁহাদিগের সন্নিধানে গমন করিয়াছিল সে সময় পরিণয়ের অগ্রিম দিনের সায়ংকাল, অতএব কহিল তোমরা যদিস্যাৎ দেখিতে চাহ চল অদ্য যামিনীযোগে একত্র হইয়া তাহার আলয়ের নিকট গমন পূর্ব্বক প্রত্যক্ষ করত চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করি। নৃপনন্দন এবং ক্লাদিও এতৎ শ্রবণে বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন, এবং অবিলম্বে তাহার সমভিব্যাহারে গমন করিতে চাহিলেন। অপর ক্লাদিও মুক্তকণ্ঠে কহিলেন যদিস্যাৎ অদ্য রাত্রিতে কিছু দেখিতে পাই তাহা হইলে কি নিমিত্ত কামিনীর করগ্রহণ করিব না কল্য বিবাহের সভায় সকলের সমক্ষে বিস্তারিত করিয়া কহিব এবং সেই দুঃশীলাকে যৎপরোনাস্তি লজ্জা দিব। রাজকুমারও কহিলেন মিত্র তোমার সহিত তাহার বিবাহ হয় এতদর্থ আদ্যাবধি আমি যথেষ্ট যত্ন পাইয়াছি অতএব আমিও তোমার সহিত মিলিত হইয়া তাহার অপমান করিব।

অনন্তর কিঞ্চিৎ রজনী হইলে দঞ্জন তাঁহাদের দুই

জনকে সমভিব্যাহারে লইয়া গোপনে হীরোর আগারের সন্নিকটে আসিল। সে সময় ঐ দুরাত্মার উপদেশানুসারে বোরাকিও হীরোর গৃহের গবাক্ষ তলে দণ্ডায়মান ছিল এবং মার্গেরেত্ হীরোর বসন পরিধান পূর্ব্বক গবাক্ষ দ্বারে মুখ দিয়া তাহার সহিত বিরলে কথাবার্ত্তা কহিতেছিল। রাজনন্দন ও ক্লাদিও হীরোর গবাক্ষ দ্বারে তদীয় পরিচ্ছদ ধারিণী রমণী নয়ন গোচর করিবা মাত্র জাত প্রত্যয় হইলেন হীরোই নির্জনে পুরুষান্তর সহ বিশ্রম্ভালাপ করিতেছেন।

এই ব্যাপার স্বচক্ষুতে অবলোকন করিবা মাত্র ক্রোধে ক্লাদিওর অন্তর্দাহ হইতে লাগিল এবং তাঁহার যে অন্তঃকরণে নির্দোষা হীরোর প্রতি পরম প্রীতি জন্মিয়াছিল তাহা ঘৃণায় পরিপূর্ণ হইল। তিনি কহিলেন কল্য প্রভাতে সভা মধ্যে এই সমস্ত বিষয়ের বর্ণন করিয়া দুঃশীলাকে বিলক্ষণ লজ্জা দিব। রাজকুমারও কামিনীর এই চরিত্র প্রত্যক্ষ করিয়া অশ্রদ্ধান্বিত হইলেন অতএব বয়স্যের সহিত এক মত হইয়া তাহাই কর্ত্তব্য বলিয়া ধার্য্য করিলেন এবং সাশ্চর্য্য চিত্তে বিস্ময় প্রকাশ করিতে লাগিলেন রমণীর কি সাহস, এক জন সম্ভ্রান্ত পুরুষের সহিত প্রভাতে পরিণয় হইবেক নিশাভাগে শয়নাগারের গবাক্ষ হইতে পরপুরুষের সঙ্গে এই ব্যাপার।

পর দিবস পূর্ব্বাহ্ণে পূর্ব্ব সংকল্পিতানুসারে বিবাহের সভা সুসজ্জিতা হইল এবং ভূরি২ ধন্য মান্য সভ্য ভব্য ব্যক্তি আসিয়া অধ্যাসীন হইলেন। পুরোহিত বরকন্যাকে সম্মুখে দণ্ডায়মান করত পাণিগ্রহণের মন্ত্র উচ্চারণ করিবেন ইত্যবসরে ক্লাদিও সকোপ বচনে নির্দোষা হীরোর চরিত্রে কলঙ্কারোপ করিতে লাগিলেন। দোষলেশের সম্পর্ক শূন্যা হীরো সেই অদ্ভুত বাক্য আকর্ণনে বিস্ময়ান্বিতা হওত ক্ষণকাল স্তব্ধা হইয়া রহিলেন পরে মৃদুস্বরে প্রাণেশ্বরের প্রতি উক্তি করিলেন অয়ি নাথ আপনি কি প্রকৃতিস্থ হইয়া এই সমস্ত নিদারুণ দূষণ বচন প্রয়োগ করিতেছেন ?

লিয়নেত ক্লাদিওর উক্তি শ্রবণ করিয়া চমৎকৃত হইলেন এবং সাতিশয় বিমনস্কতা প্রকাশ পূর্ব্বক রাজতনয়কে বলিলেন আপনি কি নিমিত্ত মৌনাবলম্বন করিতেছেন কোন কথা কহেন না কেন? রাজনন্দন উত্তর দিলেন আমি কি কহিব স্বয়ং যৎপরোনাস্তি লজ্জিত হইতেছি, কি ঘৃণার বিষয়, ঈদৃশী অযোগ্যা যোষার সহিত প্রিয় বয়স্যের পরিণয় নিমিত্ত যত্ন করিয়াছিলাম। ওহে লিয়নেত যথার্থ কহিতেছি গত রাত্রিতে আমি আমার বৈমাত্রেয় এবং ক্লাদিও এই তিন জন আপন নয়নে অবলোকন করিয়াছি। কামিনী স্বীয় শয়নাগারের গবাক্ষ দ্বার হইতে একটা যুবা পুরুষের সহিত প্রণয়ালাপ করিতেছিলেন স্ব কর্ণে শুনিয়াছি।

বেনিদিক্ এতদ্বচনে সাতিশয় চমৎকার প্রকাশ করত কহিলেন এ পরিণয়ের আচার নয়।

হীরো এ সমস্ত কথা শ্রবণে বিস্ময়ে সংজ্ঞা শূন্যা হইলেন কিঞ্চিচ্চৈতন্যোদয় হইলে মনঃপীড়া প্রকাশ পুরঃসর কহিলেন সত্য কি, হা পরমেশ্বর। কিন্তু এই শব্দটী বদন হইতে বিনির্গত হইবামাত্র মূর্চ্ছান্বিত হইয়া ভূমিতে পড়িলেন ও তাঁহার প্রাণ বিনির্গমনানন্তর মৃত্যু হইল এমত বোধ হইল। রাজনন্দন এবং ক্লাদিও ঘৃণায় সাতিশয় বিরক্ত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের চিত্ত সুকঠিন হইয়াছিল অতএব অবলার মূর্চ্ছা ভঙ্গ দর্শনের অপেক্ষা না করিয়া তৎক্ষণাৎ সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন সুতরাং লিয়নেত অপার বিষাদার্ণবে নিমগ্ন হইলেন।

বিয়েত্রিশ্ ব্যস্ত সমস্ত হইয়া হীরোর মূর্চ্ছাপনয়ন করিতে লাগিলেন। বেনিদিক্ তাঁহার সাহায্য করিয়া কিয়ৎ ক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিলেন সুকুমারী কুমারী কিঞ্চিৎ সুস্থা হইলেন কি না? বিয়েত্রিশ্ ভগিনীর প্রতি অত্যন্ত স্নেহান্বিতা ছিলেন অতএব বিষণ্ণ বদনে উত্তর দিলেন এখনও স্পন্দ হইল না, বোধ হয় প্রাণ বিয়োগ হইয়াছে। ভগিনীর সৎপ্রকৃতি এবং সুশীলতা তাহার বিলক্ষণরূপে বিদিত ছিল সুতরাং

এই অলীক কলঙ্কারোপে কোন প্রকারে বিশ্বাস করিলেন না কিন্তু বৃদ্ধ লিয়নেত কন্যার কুৎসাকর কথা কর্ণগোচর করিয়া তাহাঁতে জাতপ্রত্যয় হইয়াছিলেন অতএব সম্মুখে দুহিতা মৃতপ্রায়া হইয়া মূর্চ্ছায় ধূল্যবলুণ্ঠিতা হইলে অপত্যস্নেহ বশতঃ বিলাপ করিতে লাগিলেন বটে কিন্তু লোকলজ্জা ভয়ে মনেং তাঁহার এই প্রার্থনা হইল তনয়া যেন আর নয়নোন্মীলন না করে।

সভাস্থ প্রাচীন পুরোহিত অতিশয় প্রাজ্ঞ, স্বীয় সদ্বিবেক বলে মানব জাতির বাহ্যাকৃতি নিরীক্ষণ করিয়া রীতি প্রকৃতি নির্ণয় করিতে পারিতেন। কামিনীর প্রতি যৎকালে কলঙ্কারোপ হয় তদবধি মনোনিবেশ পূর্ব্বক তদীয় চন্দ্রানন অবলোকন করিতেছিলেন তাহাতে তাঁহার বোধ হইল অবলার বদনে লজ্জার লোহিত লক্ষ্ম প্রকাশানন্তর শোকের শ্বেতচ্ছবি করণক যেন আচ্ছাদিত হইল। অপর সুলোচনার লোচন দ্বয় হইতে কোপানল তুল্য যে জ্যোতিঃ নির্গত হইল তাহা যেন এই ব্যক্ত করিল যে রাজপুত্র তদীয় কৌমার ভ্রংশে অমূলক অপবাদ দিতেছেন অতএব ঋত্বিক্ শোকাকুল হইয়া লিয়নেতকে কহিতে লাগিলেন মহাশয় আপনকার এই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী দুহিতা দোষলেশের সম্পর্কমাত্র শূন্যা, ইহাঁর চরিত্র সাতিশয় পবিত্র, কেবল নিদারুণ ভ্রান্তি বশতঃ ঈদৃশী দুর্দশায় পতিত হইয়াছেন, দেখিবেন শেষে আমার এই কথা সর্ব্বাংশে সপ্রমাণ হইবেক যদি না হয় আমাকে নির্ব্বোধ কহিবেন আমার যে বিদ্যা ও মানব প্রকৃতি পরিজ্ঞানে পাণ্ডিত্য আছে তাহাতে বিশ্বাস করিবেন না, অপর স্থবিরতা ও সদ্ব্যবসায় নিমিত্ত যে গৌরব ধারণ করি তাহাও রহিত করিয়া দিবেন।

অনন্তর হীরোর মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইলে পুরোহিত সস্নেহ বচনে সম্বোধন করত জিজ্ঞাসা করিলেন বৎসে কোন্ পুরুষের নামে এই অপবাদ রটিয়াছে তোমার বিদিত আছে? হীরো ভগ্নচিত্তে উত্তর করিলেন যাহারা কলঙ্ক কল্পনা করিল তাহারাই জানে,

আমি কিঞ্চিন্মাত্র অবগতা নহি। তৎপরে তাত লিয়নেতের প্রতি কহিলেন পিতঃ আমি অসময়ে পর পুরুষের সহিত কথোপকথন করিয়া থাকি এবং গত নিশাতে কাহারো সহিত বাক্যালাপ করিয়াছি যদি সপ্রমাণ হয় এই মুহূর্ত্তে আমাকে পরিত্যাগ করুন, অথবা যথেচ্ছ ভর্ৎসনার সহিত ঘৃণা করিয়া জ্বলন্ত হুতাশনে নিক্ষেপ পূর্ব্বক বিবিধ যন্ত্রণা দিয়া আমার প্রাণ দণ্ড করুন।

অনন্তর পুরোহিত কহিলেন রাজকুমার ও ক্লাদিও উভয়েই অদ্ভুত ভ্রমে পতিত হইয়াছেন সন্দেহ নাই। পরে লিয়নেতকে পরামর্শ দিলেন মহারাজ আপনি প্রচার করুন যে সুকুমারী কুমারী কলঙ্কের বার্ত্তা আকর্ণনে মূর্চ্ছাগতা হইয়া অচেতনাবস্থায় পঞ্চত্ব প্রাপ্তা হইলেন এবং স্বয়ং শোক বসন পরিধান পূর্ব্বক অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার আয়োজন করুন। হে রাজন্ ক্লাদিও এবং নৃপনন্দন স্বং নয়নে ললনার মৃত্যু তুল্য মোহ নিরীক্ষণ করিয়া গিয়াছেন এই জনপ্রবাদে বিনা অনুসন্ধানে অসংশয় জাতপ্রত্যয় হইবেন। লিয়নেত বলিলেন এবম্প্রকার করিলে কি ফল দর্শিবে? পুরোহিত কহিলেন হীরোর মরণের কথা প্রচার হইলে আরোপিত কলঙ্ক লীন এবং তাঁহার প্রতি সকলের করুণোদয় হইবার সম্ভাবনা। এতদ্ব্যতীত অপর একটা গুরুতর শ্রেয়ঃ হইতে পারিবেক, ক্লাদিওর যখন কর্ণগোচর হইবেক তদীয় নিদারুণ অপবাদ বচনে সুতনু তনু ত্যাগ করিয়াছেন তখন তাহার মনোমধ্যে নায়িকার জীবদ্দশার ভাব অবশ্য আবির্ভূত হইবেক তাহাতে যদিস্যাৎ তাঁহার অন্তঃকরণে প্রণয়াঙ্কুর উৎপন্ন হইয়া থাকে তবে অবলার প্রতি যে অপবাদারোপ করিয়াছেন তাহার অলীকতায় জাতপ্রত্যয় হইয়া অনুতাপ করিবেন হায় কেন তাদৃশ নিষ্ঠুর বচন প্রয়োগ করিয়াছিলাম।

বেনিদিক্‌ও ঋত্বিকের সহিত একবাক্য হইয়া কহিলেন মহারাজ এ অতি সৎ পরামর্শ বটে আপনি গ্রহণ করুন। আপনকার বিদিত আছে ক্লাদিও এবং রাজকুমার আমার

পরম প্রিয়মিত্র কিন্তু আমি সত্য করিয়া কহিতেছি এ রহস্য তাঁহাদিগের নিকট কদাপি ব্যক্ত করিব না।

লিয়নেত এবম্বিধ প্ররোচক বচনে পরিশেষে ঐ পরামর্শানুরূপ করিতে সম্মত হইলেন কিন্তু পরম স্নেহাস্পদ কন্যার কলঙ্কে সাতিশয় কাতর থাকাতে ব্যাকুলতা প্রকাশ পূর্ব্বক কহিলেন আমি যৎপরোনাস্তি সন্তাপিত ও নৈরাশ্য নীরধির গভীর নীরে পতিত হইয়াছি, কোন উপায় দেখি না যে তদবলম্বনে আশ্বাসান্বিত হই। হীরোও তদ্রূপে বিষাদ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অতএব দয়াশীল যাজক শান্তুনা করণার্থ তাঁহাদের দুই জনকে স্বালয়ে লইয়া গেলেন। সকলে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলে বিয়েত্রিশ্ ও বেনিদিক্ এই দুই জনের বিরলে পরস্পর আলাপ হইতে লাগিল। কিন্তু ইহাঁদের উভয়ের প্রথম সম্মিলনে আত্মীয় স্বজন যে আমোদ বা কৌতুকের আশা করিয়াছিলেন তাহা তৎ কালের আকস্মিক বিষাদে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। ফলতঃ কান্ত কামিনীর মনোমধ্যে যদিও পরস্পর প্রণয় সঞ্চার হইয়াছিল তথাপি তাঁহাদের চিত্ত অতিশয় দুঃখে নিমগ্ন থাকাতে তদানীং তাহাতে প্রমোদ চিন্তা হইল না।

বেনিদিক্ কোমল সম্বোধন পূর্ব্বক বিয়েত্রিশের প্রতি প্রশ্ন করিলেন সুন্দরি তুমি কি এখন পর্য্যন্ত রোদন করিবে? বিয়েত্রিশ্ উত্তর করিলেন আমার অশ্রু নিবারিত হয় না, হাঃ চিরকাল ক্রন্দন করিতে হইবেক। বেনিদিক্ বলিলেন অয়ি মুগ্ধে আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে তোমার ভগিনী নিতান্ত অনপরাধিনী। বিয়েত্রিশ্ সবিষাদ বচনে বলিলেন আহা ভগিনীর প্রতি আরোপিত অপবাদ বিমোচন করিতে সক্ষম এতাদৃশ কি কোন ব্যক্তি আছেন? যদি কেহ অপরাধ ভঞ্জন করিতে পারেন আমি তাঁহার নিকট চিরক্রীতা হইয়া থাকি। বেনিদিক্ এতদ্বাক্য শ্রবণে প্রীতি প্রদর্শন পূর্ব্বক ঈষদ্ধাস্য করত কহিলেন হে কোমলাঙ্গি এ কি অঙ্গীকার করিলে? এতদ্ভূমণ্ডল মধ্যে তোমা অপেক্ষা আমার প্রিয়তর

কোন বস্তু নাই আমি যদিস্যাৎ এ কর্ম্ম করিতে পারি তবে কি আমারও ক্রীত স্বরূপা হইবে? কি আশ্চর্য্য। বিয়েত্রিশ্ তাঁহার প্রণয় সঞ্চার বুঝিয়া ভঙ্গি দ্বারা স্বীয় প্রেম প্রকাশ পূর্ব্বক কহিলেন ত্রিভুবন মধ্যে তোমা অপেক্ষা আমারও প্রিয় সামগ্রী নাই, হে তরুণ আমি মিথ্যা কহিতেছি না, কিন্তু আমার এ কথায় ত্বরায় প্রত্যয় করিও না ফলতঃ সংপ্রতি আমি কোন বিষয় স্বীকার বা অস্বীকার করিতেছি না, ইদানী ভগিনীর নিমিত্ত সন্তাপিতা আছি। বেনিদিক্ কামিনীর এই কথা শ্রবণমাত্রে হর্ষোৎফুল্ল হইয়া মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করিলেন প্রেয়সি তুমি যাদৃশ আমার প্রতি অনুরাগিণী আমিও তদ্রূপ তোমার সহিত প্রণয়াকাঙ্ক্ষী। যাহা আজ্ঞা করিবে সর্ব্বান্তঃকরণে সম্পন্ন করিতে প্রস্তুত আছি। বিয়েত্রিশ্ বলিলেন তবে ক্লাদিওর প্রাণ সংহার করিয়া আইস দেখি। বেনিদিক্ এতদাদেশে বিমর্ষ প্রকাশ পুরঃসর সবিনয় বচনে কহিলেন সুন্দরি ক্লাদিও আমার সুস্নিগ্ধ বন্ধু, দ্বিতীয় জীবন স্বরূপ, যদি ত্রিভুবনাধিপত্য লভ্য হয় তথাপি আমি তাঁহাকে বধ করিতে পারিব না। বিশেষতঃ তাঁহার অপরাধ নাই, আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে কেবল ভ্রমে পতিত হইয়া সুশীলা হীরোর প্রতি কলঙ্কারোপ করিয়াছেন। বিয়েত্রিশ্ কোপে কম্পিত কলেবরা হইয়া কহিলেন আঃ ক্লাদিও অতি দুরাত্মা, সে আমার প্রিয়তমা ভগিনীর পরম পবিত্র চরিত্রে কৃত্রিম কলঙ্ক অঙ্কন পুরঃসর তাঁহার মর্ম্মান্তিক অপমান করিয়াছে। হাঃ বিধাতঃ আমাকে কেন পুরুষ করিয়া সৃষ্টি কর নাই, এই দণ্ডে গমন করিয়া সে পাপাত্মার প্রাণ সংহার করিতাম। বেনিদিক্ শান্ত্বনা করত কহিতে লাগিলেন প্রেয়সি আমার কথা শ্রবণ কর। কিন্তু কামিনী তাঁহাকে ক্লাদিওর পক্ষপাতি বোধ করিয়া তদুক্ত বাক্যে কর্ণপাত করিলেন না, ভগিনীর প্রতি আরোপিত অপবাদের প্রতিক্রিয়া নিমিত্ত পুনঃ২ অনুরোধ করিতে লাগিলেন অবশেষে অধীরা হইয়া পরিতাপ করত কহিলেন গবাক্ষ দ্বার হইতে পুরুষের সহিত আলাপ করিয়াছেন, এ

কথা কি সত্য? হা প্রিয়তমা হীরো, বিনা দোষে মনঃপীড়া পাইলে, তোমার চরিত্রে বৃথা কলঙ্কারোপ হইল। আঃ ক্লাদিওর নিমিত্ত আমি কেন পুরুষ হই নাই? আহা এক জন পুরুষও আমার সুহৃদ্ নাই। মনুষ্যজাতির শৌর্য্য শীলতায় গলিত হয়, ইচ্ছা মাত্রে পুরুষ হইতে পারি না, অতএব অবলার তুল্য শোকে বিকল হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে হইল। বেনিদিক্ বিবিধ প্রকারে প্রবোধ প্রদান পুরঃসর বলিতে লাগিলেন অয়ি কোমলাঙ্গি ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক শোকাবেগ কিঞ্চিৎ সহিষ্ণুতা কর। এই কর প্রসারণ করত শপথ করিয়া কহিতেছি আমি তোমার পরম সুহৃদ্ এবং আপনার প্রাণ তুল্য তোমাকে ভাল বাসি। বিয়েত্রিশ্ বলিলেন হে প্রিয় তবে এই দোর্দণ্ডকে দিব্য করণে নিয়োগ না করিয়া আমার প্রণয়ানুরোধে মদাদেশিত ব্যাপারে প্রয়োগ কর দেখি। বেনিদিক্ জিজ্ঞাসা করিলেন হে সুলোচনে তোমার কি নিশ্চয় প্রত্যয় হইয়াছে ক্লাদিও বিনা ভ্রমে দুরাত্মতা পূর্ব্বক হীরোর চরিত্রে কলঙ্কারোপ করিয়াছেন? বিয়েত্রিশ্ উত্তর করিলেন আমার জীবাত্মা ও চিন্তাশক্তির সত্তায় যদ্রূপ সংশয় নাই এতদ্বিষয়েও তদ্রূপ সন্দেহমাত্র হয় না। বেনিদিক্ বলিলেন তবে আমি তোমার অভীষ্ট সাধনে প্রবৃত্ত হইলাম এই মুহূর্ত্তে ক্লাদিওর সমীপে গমন পুরঃসর যুদ্ধ যাচঞা করিতেছি। তোমার এই কর চুম্বন পূর্ব্বক যাত্রা করি অবিলম্বে আপনার দোর্দণ্ড দ্বারা প্রতিফল প্রদান পুরঃসর দৌরাত্ম্যের পরিশোধ লইয়া আসিব। প্রিয়ে এক্ষণে আমার প্রমুখাৎ যদ্রূপ শ্রবণ করিতেছ প্রত্যাগমন করিলে তদ্রূপ কর্ম্ম সমাধা প্রত্যক্ষ করিবে, যাও, অধুনা প্রবোধ প্রদান করিয়া প্রিয়া ভগিনীর শোক সান্ত্বনা কর।

যৎকালে বিয়েত্রিশ্ সরোষ বচনে বাদানুবাদ করত বেনিদিকের বীরত্ব স্বভাব উন্মান্বিত করিলেন এবং হীরোর পক্ষ হইয়া ক্লাদিওর সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইতে তাঁহার প্রবৃত্তি জন্মাইয়া দিলেন সেই সময় লিয়নেত কন্যার কলঙ্কে ক্রুদ্ধ

হইয়া রাজকুমার ও ক্লাদিওর নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহাদের সহিত অসি যুদ্ধ যাচ্ঞা করিতেছিলেন এবং কোপে কহিতেছিলেন তোমাদের আরোপিত অপবাদে আমার নির্দোষা দুহিতা প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন। নৃপনন্দন এবং ক্লাদিও বৃদ্ধের শোকে সাতিশয় ক্ষোভ প্রকাশ করিতেছিলেন এবং সম্মান প্রদর্শন পুরঃসর মৃদুস্বরে বলিতেছিলেন হে বর্ষিষ্ঠ আর কেন অনর্থক কলহ উত্থাপন করেন? ইত্যবসরে বেনিদিক্ তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং হীরোর প্রতি অহিতাচরণ নিমিত্ত ক্লাদিওর নিকট সমর প্রার্থনা করিলেন। রাজতনয় এবং ক্লাদিও আপনাদের বন্ধু বেনিদিক্‌কে অকস্মাৎ এবম্প্রকার বিপক্ষ দেখিয়া পরস্পর কহিতে লাগিলেন বিয়েত্রিশের বচনে বেনিদিক্ ঈদৃগ্‌ভাবাপন্ন হইয়াছেন সন্দেহ নাই। তদনন্তর ক্লাদিও বেনিদিকের প্রার্থনায় সম্মত হইয়া সমরে প্রবৃত্ত হন্ ইতিমধ্যে ধর্ম্মের সূক্ষ্মা গতি দ্বারা হীরোর সতীত্ব হঠাৎ সপ্রমাণ হইল সুতরাং বাদি প্রতিবাদি উভয়ের মধ্যে কাহাকেও রণের অনিশ্চিত সৌভাগ্যের উপর নির্ভর করিতে হইল না।

নৃপকুমার এবং ক্লাদিও যে সময় আপনাদের পরম প্রণয় ভাজন বন্ধু বেনিদিকের যুদ্ধ যাচ্ঞায় বিস্ময় প্রকাশ পূর্ব্বক কথোপকথন করিতেছিলেন দৈবাৎ তৎকালে এক জন বিচারপতি বোরাকিওকে ধারণ করিয়া নৃপতনয়ের সন্নিধানে আনয়ন করিলেন। ঐ ব্যক্তি দঞ্জনের নিয়োগে উৎপাত উত্থাপন করিয়া তদ্বিষয়ে এক জন সঙ্গির সহিত কথোপকথন করিতেছিল বিচারক তাহা স্বকর্ণে আকর্ণন করিয়াছিলেন।

বোরাকিও রাজকুমারের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া অকপটে ব্যক্ত করিল মার্গেরেত্ নাম্নী হীরোর সহচরী ঠাকুরাণীর পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক তাঁহার শয়নাগারের গবাক্ষ দ্বার হইতে সেই নিশাভাগে আমার সহিত প্রণয়ালাপ করিতে ছিল আপনারা তদবলোকনে ভ্রান্ত হন্ এবং সেই অমূলক ভ্রমবশতঃ নির্দোষা হীরোর সতীত্বে সন্দেহ করেন। ক্লাদিও

সমনস্ক শ্রবণেন্দ্রিয় সংযোগ পূর্ব্বক তাহার কথা শ্রবণ করিতেছিলেন দঞ্জনের অধম ব্যবহারে আপনাদের মতিভ্রম জানিতে পারিলেন। দুরাত্মা দঞ্জন এই রহস্য প্রকাশ হইবামাত্র বৃদ্ধ ও বেনিদিকের কোপ হইতে পরিত্রাণ নিমিত্ত মেসিনা নগর হইতে পলায়ন করিল অতএব হীরোর চরিত্রে সকলের মনে যে সংশয় জন্মিয়াছিল তাহা একেবারে দূরীভূত হইল।

ক্লাদিও যখন জানিতে পারিলেন নিরপরাধ হীরোর পবিত্র চরিত্রে অলীকাপবাদ আরোপ করিয়াছেন তখন অনুতাপে ব্যাকুল হইলেন এবং শোকে তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইতে লাগিল। মনে করিলেন সুলোচনা আমার নিষ্ঠুর বচন বাণে বিদারিত হৃদয়া হইয়া জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছেন। অপর সেই বরবর্ণিনীর অপরূপ রূপ লাবণ্য তাঁহার স্মৃতিপথে প্রকাশমান হইল তাহাতে বিষমশরের প্রখর শরে অন্তঃকরণ মধ্যে জর্জ্জরিত হইতে লাগিলেন। রাজনন্দন বোরাকিওর বাক্য শ্রবণাবধি আপনাদের অসদ্ব্যবহারের বিষয় ভাবিতেছিলেন, ক্লাদিওকে জিজ্ঞাসা করিলেন সখে যে কথা কর্ণগোচর হইল তাহাতে কি তোমার হৃদয় শল্য বিদ্ধ তুল্য হইল না? ক্লাদিও উত্তর দিলেন মহারাজ বর্বর বোরাকিও যখন কথা কহিতেছিল তৎকালে আমার বোধ হইল যেন স্বহস্তে কালকূট পান করিয়াছি।

তৎপরে ক্লাদিও পশ্চাত্তাপ করিতে২ লিয়নেতের নিকট পুনর্ব্বার গমন করিলেন এবং তাঁহার তনয়ার প্রতি অকারণে অলীক কলঙ্কারোপ নিমিত্ত আপন অপরাধের মার্জ্জনা প্রার্থনা করত কহিলেন মহাশয় আমি পত্নীর প্রতি অসত্য অপবাদ আরোপ করিয়া মহাপরাধ করিয়াছি আপনি আমার উপর যে দণ্ডাজ্ঞা করিবেন প্রেয়সীর নিমিত্ত এই দণ্ডে তাহা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি।

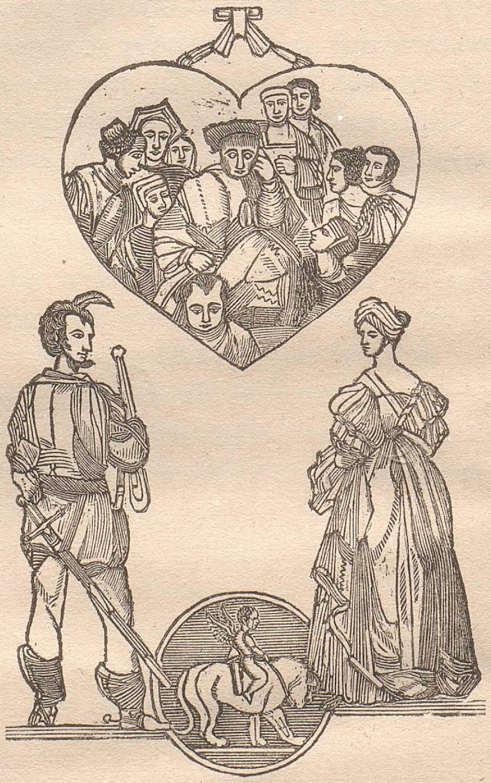
লিয়নেত তাঁহার অনুতাপে দয়ার্দ্র হইলেন এবং তাঁহার উপর উত্থিত বৈর বিস্মরণ পূর্ব্বক এই স্নেহান্বিত বচন কহিলেন ক্লাদিও আমি তোমার এই দণ্ড করিতে চাহি হীরোর

অনুরূপ একটী অনুজা আছে, এক্ষণে সেই কুমারী আমার উত্তরাধিকারিণী, তুমি কল্য প্রাতঃকালে তাহার পাণিগ্রহণ কর। ক্লাদিও এই কথায় আপনাকে অনুগৃহীত বোধ করিয়া সত্য করত অঙ্গীকার করিলেন মহাশয় সেই রমণী আমার পরিচিতা নহে কিন্তু যদি কুৎসিত ও নির্গুণ হয় তথাপি আপনকার আদেশে বিনা আপত্তিতে তাহার কর গ্রহণ করিব। এই কথা বলিয়া স্বীয় মনো মধ্যে হীরোর নিমিত্ত যৎপরোনাস্তি বিষাদ করিতে লাগিলেন এবং সেই দিন নিশাভাগে শ্মশান স্থানে গমন পূর্ব্বক প্রেয়সীর চিতার নিকট উপবেশন করত সজল নয়নে সমস্ত বিভাবরী বিলাপ করিলেন।

তদনন্তর রজনী প্রভাতা হইলে ক্লাদিও রাজকুমার সমভিব্যাহারে পরিণয়ের সভায় প্রবেশ পূর্ব্বক অবলোকন করিলেন সুবিজ্ঞ পুরোহিত লিয়নেত এবং তদীয় ভ্রাতৃতনয়া শুভ কর্ম্ম সম্পাদন নিমিত্ত উপস্থিত আছেন। পরে লিয়নেত সভাস্থ সকলের সমক্ষে যথা বিধি কন্যা সম্প্রদান করিলেন এবং ক্লাদিও অঙ্গীকারানুসারে কুমারীর কর গ্রহণে সত্বর হইলেন। কিন্তু কামিনী কপট বেশ ধারণ পূর্ব্বক আপনার প্রকৃত আকার গোপন করিয়া রাখাতে তদীয় বদন সুধাকর অকলোকন করিতে পাইলেন না। অতএব সন্দিগ্ধচিত্তে তাঁহার প্রতি কহিলেন এই ধর্ম্মিষ্ঠ যাজকের সাক্ষাৎ আমাকে কর প্রদান পুরঃসর বিবাহ করিতেছ অদ্যাবধি আমি তোমার পতি এবং তুমি আমার পত্নী হইলে। কন্যা অবগুণ্ঠন মধ্যে থাকিয়া উত্তর করিলেন জীবিতাবস্থায় আমি তোমার প্রথমা ভার্য্যা ছিলাম এই কহিয়া বদনাবরণ উন্মোচন করিলে প্রকাশ হইল তিনি লিয়নেতের ভ্রাতৃতনয়া নহেন তাঁহা-রই হীরো নাম্নী কন্যা। অতএব ক্লাদিও সাতিশয় চমৎকৃত হইয়া চিত্ত মধ্যে পরমাপ্যায়িত হইলেন কেননা তাঁহার নিশ্চয় বোধ হইয়াছিল হৃদয়বল্লভা বনিতা বচন বাণে বিদ্ধা হইয়া জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছেন সুতরাং জীবিতেশ্বরীকে

পুনর্জীবিতা প্রাপ্ত হওয়াতে আনন্দে গদ্গদ হইয়া নয়নের অবিকৃত কার্য্যে ক্ষণকাল অপ্রত্যয় করিতে লাগিলেন এবং মনেং কহিলেন ইনি কি সেই হীরো? নৃপনন্দনও এই ব্যাপার অবলোকনে বন্ধুর ন্যায় বিস্ময়াকুল হইলেন পরে সংশয় প্রকাশ করত জিজ্ঞাসা করিলেন এই যুবতী কি কাল-ধর্ম্মগতা সেই হীরো নহে? লিয়নেত উত্তর করিলেন হে রাজকুমার যাবৎ তাঁহার কলঙ্ক ছিল তাবৎ পর্য্যন্ত মৃতাবস্থায় ছিলেন। পরে পুরোহিত কহিলেন শুভকর্ম্ম সম্পাদনান্তে এই আশ্চর্য্য বিষয়ের বিবরণ ব্যক্ত করা যাইবেক সংপ্রতি পরিণয়ের ইতিকর্ত্তব্যতার সমাধা হউক, এই বলিয়া তৎকার্য্য নির্ব্বাহে প্রবৃত্ত হন্ ইত্যবসরে বেনিদিক্ বাধক স্বরূপ হইয়া কহিলেন হে বিজ্ঞ পুরোহিত বিয়েত্রিশের সহিত আমার বিবাহ দিয়া দুই কর্ম্ম এককালীন সমাধা করিতে আজ্ঞা হউক। পরে বিয়েত্রিশকে পাণি দানে বিলম্ব করিতে দেখিয়া স্পর্দ্ধা করত কহিলেন প্রিয়ে আমি সবিশেষ শুনিয়াছি তুমি আমার প্রণয়াকাঙ্ক্ষিণী, তবে আর কেন কালক্ষেপ কর? তাঁহার এই কথায় এক্ষণে অনুসন্ধানের প্রয়োজন হইল এবং প্রকাশ পাইল যে উভয়ে অন্যের আরোপিত প্রণয়ে পরস্পর বদ্ধপ্রেম হইয়াছেন বস্তুতঃ আদৌ কাহারো মনে স্নেহ সঞ্চার হয় নাই অপরে কৌতুক করিবার আশয়ে উভয়ের যে প্রণয় কল্পনা করেন তাহাতেই অন্যোন্যানুরাগ জন্মিয়াছিল এবং তদ্দ্বারা ক্রমে স্নেহপ্রবৃত্তি হওয়াতে সেই আরোপিত প্রেমই বদ্ধমূল হইয়াছিল সুতরাং পরে অনুসন্ধান দ্বারা কৃত্রিমতা প্রকাশ হইলেও তাহার উন্মূলন হইল না। অনন্তর বেনিদিক্ আপন প্রণয়িনীর পাণিগ্রহণে উদ্যত হইয়া মুক্তকণ্ঠে কহিলেন ইদানী যদিস্যাৎ অবনীমণ্ডলস্থ সমস্ত মানব এই পরিণয়ের অন্যায়তা স্থাপন পূর্ব্বক আপত্তি করেন তথাপি তাহা গ্রাহ্য করিব না পরে অপরাপর কৌতুকে কিয়ৎক্ষণ যাপন করিয়া বলিলেন আমি আন্তরিক স্নেহ পরবশ হইয়া বিয়েত্রিশের পাণি গ্রহণ করিতেছি যেহেতু

শ্রবণ করিয়াছিলাম প্রেয়সী প্রেমের নিমিত্ত মৃতকল্পা হইয়াছিলেন। বিয়েত্রিশও অকপট বচনে বলিতে লাগিলেন আমার কর্ণগোচর হইয়াছিল বেনিদিক্ মৎ প্রতি বদ্ধানুরাগতা হেতু ক্ষিপ্ত ও মৃত প্রায় হইয়া বহু ক্লেশ পাইয়াছেন, তাঁহার প্রাণ রক্ষা নিমিত্ত স্নেহান্বিত হইয়া পাণি দানে প্রবৃত্ত হইতেছি। অতএব ক্লাদিওর সহিত তদীয় হৃদয় বল্লভা হীরোর পরিণয় সমাধা হইলে বেনিদিকের সহিত তাঁহার প্রণয়িনী বিয়েত্রিশের বিবাহ সম্পন্ন হইল এবং রসিক রসিকা পূর্ব্ব ভাব বিস্মরণ পূর্ব্বক প্রণয়ে কাল হরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পরে হীরোর প্রতি ক্লাদিওর অনুরাগ দর্শনে অসহিষ্ণু হইয়া তাহার উন্মূলন নিমিত্ত দঞ্জন্ নামা যে দুরাত্মা ষড়্যন্ত্র করিয়াছিল সে পথিমধ্যে ধৃত হইয়া মেসিনা নগরে আনীত হইল এবং তাহার মাৎসর্য্যের এই প্রতিফল হইল যে রাজসদনে হীরোর সহিত ক্লাদিওর সম্মিলন নিমিত্ত মহামহোৎসব তাহাকে স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিতে হইল ইতি।



R. D. SORNOKAR, ENGR. ১২৩

কর্কশার ধীরতা।

সেক্‌সপিয়র।

কর্কশার ধীরতা।

পাডুয়া নামক প্রসিদ্ধ নগর মধ্যে ব্যাপ্তিস্তা নামা এক জন সম্ভ্রান্ত ধনী বসতি করিতেন। তাহার কেথারিন্ ও বাএন্‌কা নামিকা দুই কন্যা হয়। জ্যেষ্ঠা কেথারিন্ কর্কশ প্রকৃতি, কলহ প্রিয়া, এবং স্বর পারুষ্যে পুরবাসি সকলের সাতিশয় বিরাগভাজন হওয়াতে শৈশবাবধি কর্কশা কেথারিন্ নামে বিগীতা হইল সুতরাং তদীয় আত্মীয় স্বজন মনে২ সন্দেহ করিতে লাগিলেন কোন বিশিষ্ট সন্তান সম্পৃহ হইয়া তাহার পাণি পীড়ন বা না করেন। ফলতঃ কালক্রমে তাহার বয়ঃক্রম প্রবৃদ্ধ হইল তথাচ কেহ আসিয়া বিবাহের প্রসঙ্গ করিল না। তদীয়া কনীয়সী ভগিনীর পাণি গ্রহণ নিমিত্ত ভূরি২ যোগ্য বর আসিতে লাগিল কিন্তু ব্যাপ্তিস্তা কনিষ্ঠার পরিণয়ে অনুমতি দিতে শৈথিল্য করিলেন এবং বরপাত্রদিগের নিকট তদ্বিষয়ের এই হেতু দর্শাইলেন যে বাএন্‌কার অগ্রজা অপরিণীতা আছেন আদৌ তাঁহাকে পাত্রসাৎ করা যাউক পশ্চাৎ ইহাঁর বিবাহের কথা হইবেক।

কিয়ৎ কালানন্তর পেক্রসিও সংজ্ঞক কোন সম্ভ্রান্ত পুরুষ দার পরিগ্রহার্থ আগ্রহান্বিত হইয়া পাডুয়া নগরে আগমন করিলেন এবং কেথারিনের রীতি প্রকৃতি অবগত হইলেও তাহাকেই বিবাহ করিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হইলেন। ঐ কামিনীর কমনীয় রূপ লাবণ্য ও প্রচুর ঐশ্বর্য্য সম্পত্তির বিষয় বিদিত হওয়াতে তাঁহার দৃঢ়তর প্রতিজ্ঞা হইল

পাণি পীড়নানন্তর স্ববশে আনিয়া দুঃশীলার স্বভাব সংশোধন পুরঃসর তাঁহাকে নিজ প্রণয়িনী করিব! বস্তুতঃ এই দুরূহ ব্যাপার সাধনে ঐ ব্যক্তিরই বিশেষ যোগ্যতা ছিল কেননা তিনি কেথারিনের তুল্য পরুষ প্রকৃতি না হইলেও বাগ্‌বিভঙ্গি ও আকৃতি বিক্রিয়া দ্বারা বিবিধ স্বভাব প্রকাশ করিতে পারিতেন। সাতিশয় সুস্থিরতার সময় যখন কোপারোপ করিলে আপনারই হাস্যোদয় হয় তাদৃশ অবসরেও রোষ পরবশ প্রকৃতির কল্পনা পূর্ব্বক তাদৃক্ আকার দর্শাইতে পারিতেন। অপর তাঁহার চরিত্র বিনয়ৌদার্য্য ধৈর্য্যে স্বভাবতঃ স্বলঙ্কৃত থাকিলেও কেথারিনের ভর্ত্তা হইয়া অবধি তদীয় প্রকৃতির পরাভব নিমিত্ত আরোপিত কোপন মূর্ত্তি ধারণ পুরঃসর সতত অধীরতা প্রদর্শন করিতেন। ফলতঃ তাঁহার এই কৌশলেই পরে কর্কশা কেথারিনের রীতি প্রকৃতি বিচিত্ররূপে পরিবর্ত্তিত হয়।

পেক্রসিও বিবাহার্থী হইয়া পাডুয়া নগরে প্রবেশ পূর্ব্বক কেথারিনের প্রণয়োৎপাদন নিমিত্ত প্রথমতঃ তদীয় তাত ব্যাপ্তিস্তার নিকট প্রার্থনা করিলেন আমি আপনার দুহিতার পাণি পীড়ন করিতে বাসনা করি অতএব তাহার সহিত রহস্যালাপে স্বাতন্ত্র্য প্রদানাজ্ঞা হয়। পরে আপনার পরিচয় প্রদান চ্ছলে সশ্লেষ বচনে নিবেদন করিলেন কামিনীর সুনীতি বিনীতি এবং সৎ প্রকৃতির বিষয় পরম্পরায় অবগত হইয়া তাঁহার প্রেমাভিলাষে বেরোনা নগর হইতে আসিয়াছি। ব্যাপ্তিস্তা যদিও তনয়ার পরিণয় নির্ব্বাহ নিমিত্ত ব্যস্ত সমস্ত ছিলেন তথাচ তাহার পরিচয় দিয়া আত্মমুখে ব্যক্ত করিতে বাধ্য হইলেন আমার কন্যা সুশীলা নহেন কেননা তৎক্ষণেই তাহার অসৎ স্বভাবের একটা লক্ষণ সকলের সমক্ষে প্রকাশমান হইল। কেথারিনের বাদ্যশিক্ষক সাতিশয় বেগে ধাবমান হইয়া নিকটে আগমন পূর্ব্বক ম্লানমুখে বিমর্ষ প্রকাশ করত কহিতে লাগিল মহাশয় আমার শিষ্যা কীদৃশী সুশীলা অবলোকন করুন্ বাদ্য

বিষয়ে দোষানুভব করিয়া বীণাঘাতে আমার মস্তক ভগ্ন করিয়া দিল! পেক্রসিও বাদ্যোপদেশকের প্রমুখাৎ এতাবদ্বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ব্যাপ্তিস্তাকে কহিলেন আহা যুবতীর কি সাহস? মহাশয়, প্রণয়ানুবন্ধন নিমিত্ত কামিনীর সহিত কথোপকথন করিতে আমার আরো মহৎ ঔৎসুক্য জন্মিল। পরে প্রার্থিত বিষয়ে আশু প্রত্যুত্তর প্রাপ্তির প্রত্যাশায় নিবেদন করিলেন মহাশয় আমি কর্ম্মান্তরে ব্যস্ততা প্রযুক্ত প্রত্যহ আপনকার সন্নিধানে আগমন করিতে পারিব না। আমার জনকের সহিত আপনার আলাপ পরিচয় ছিল সম্প্রতি তাঁহার লোকান্তর প্রাপ্তি হইয়াছে আমি তদীয় স্থাবরাস্থাবর সমুদায় বিভবে অধিকারী হইয়াছি। আপনকার তনয়ার প্রণয়োৎপাদন পুরঃসর যদিস্যাৎ তাঁহাকে পরিণয় করি তবে আপনি দুহিতাকে কি যৌতুক প্রদান করিবেন অঙ্গীকার করুন। ব্যাপ্তিস্তা মনোমধ্যে বিতর্ক করিতে লাগিলেন এ ব্যক্তি প্রেম পদার্থ কি, বোধ হয় অবগত নহে, যাহা হউক, দুহিতাকে পাত্রসাৎ করা আবশ্যক, এ ব্যক্তি স্বতঃ পাণি গ্রহণে আগ্রহান্বিত অতএব আর কাল বিলম্ব বিধেয় নহে। এই বিবেচনা করিয়া উত্তর করিলেন আমি কন্যাকে আপাততঃ বিংশতি সহস্র মুদ্রা যৌতুকস্বরূপে প্রদান করিব পরে পরলোক যাত্রা কালে সমস্ত ধন সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ দিয়া যাইব। পেক্রসিও ইহাতে সম্মত হওয়াতে বিবাহ সম্বন্ধ অবধারিত হইল। অনন্তর ব্যাপ্তিস্তা সানন্দ মনে নন্দিনীর সদনে গমন পূর্ব্বক তদীয় প্রণয়ার্থির আবেদন জ্ঞাপন করিলেন এবং পেক্রসিওর সহিত প্রেমালাপ করণার্থ তাহাকে পাঠাইয়া দিলেন।

ব্যাপ্তিস্তা গমন করিলে পর পেক্রসিও একাগ্রচিত্তে চিন্তা করিতেছিলেন কামিনীর সহিত কিরূপে আলাপ করিব এবং তদর্থ বিবিধ বিষয়ের আন্দোলন করত মনোমধ্যে কহিতেছিলেন কর্কশা আগমন করিবা মাত্র তদীয় প্রণয়োৎপাদন নিমিত্ত অগ্রে আমি সুমধুর বচনে কথোপকথন

আরম্ভ করিব। তাহাতে যদিস্যাৎ তিনি স্বভাব দোষে অসন্তোষ প্রকাশ পূর্ব্বক তিরস্কার করেন ক্ষুব্ধ বা ভগ্নচিত্ত হইব না বরং সহাস্য আস্যে প্রশংসা পুরঃসর কহিব প্রিয়ে বুলবুল পক্ষিণীর তুল্য কি চমৎকার স্বরে মধুর গান করিতেছ। প্রেয়সী যদি রোষ পরবশা হন তবে ললিত বচনে এতাবন্মাত্র বলিব আহা তোমার বদনের শোভা অভিনব বিকসিত শিশির রসাভিষিক্ত গোলাব কুসুমের তুল্য কি চমৎকার হইল। যদি আমার সহিত আলাপ না করেন বিনা প্রসঙ্গেই তদীয় বক্তৃতা শক্তির ভূরি২ প্রশংসা করিব। অপর প্রিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলে আমি স্বয়ং তাঁহার সন্নিধানে উপবেশন করিব তাহাতে যদি অন্তরে যাইবার আদেশ করেন তবে এতাদৃক্ ভঙ্গি করিয়া অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিব যেন তাহার সহিত সপ্ত দিবস ব্যাপিয়া সহবাস করিবার অনুমতি দিলেন। প্রণয়ানুবন্ধনের নিমিত্ত মনে২ এই সকল উপায় কল্পনা করিতেছেন ইতিমধ্যে কর্কশা কেথারিন্ আসিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মানা হইলেন কিন্তু বাঙ্নিষ্পত্তি করিলেন না। পেত্রুসিও প্রেয়সীর সহিত আলাপ নিমিত্ত স্বয়ং সম্ভাষণ পুরঃসর কহিলেন কেত নমস্কার। সুন্দরি আমি তোমার এই সংজ্ঞা শ্রবণ করিয়াছি। কর্কশা তদীয় অভ্যর্থনায় আনন্দ প্রকাশ না করিয়া অশ্রদ্ধা পূর্ব্বক কর্কশ বাক্যে কহিলেন যাহারা আমার সঙ্গে কথা কহে তাহারা কেথারিন্ বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকে। পেত্রুসিও সরস বচনে উত্তর করিলেন হে সুলোচনে তোমার এ কথা অলীক, কেননা তোমাকে কেহ কেবল কেত কেহবা কান্ত কেত বলিয়া আহ্বান করিয়া থাকে এবং অনেকের নিকট কর্কশা কেথারিন্ বলিয়াও বিখ্যাত আছ। যাহা হউক হে কেত খ্রীষ্টিয়ান রাজ মধ্যে তোমার রূপ লাবণ্য ও সুশীলতার গৌরব প্রচরদ্রূপ। আমি তোমার রূপ গুণের খ্যাতি নগরে২ শ্রবণ করত ত্বদীয় পাণি পীড়নাশয়ে এখানে আসিয়াছি।

অনন্তর তাঁহাদের পরস্পর প্রণয়ালাপ আশ্চর্য্য প্রকারে প্রবর্ত্তমান হইল। কেথারিন্ রোষ প্রকৃতির পরবশতা প্রযুক্ত পরুষ বচন প্রয়োগ পূর্ব্বক উচ্চস্বরে সম্ভাষণ করিতে আরম্ভ করিলেন তাহাতে তাঁহার কর্কশা উপাধি প্রাপ্তির হেতু স্বতঃ প্রকাশমান হইতে লাগিল। কিন্তু সুরসিক পেক্রসিও তাঁহার পারুষ্যে রুষ্ট বা বিরক্ত না হইয়া সরস বচনে কথোপকথন করিতে থাকিলেন এবং মধ্যে২ বারম্বার বিলাসিনীর বাক্যের প্রশংসা করত কহিতে লাগিলেন আহা সুন্দরি তোমার বাক্য কি মধুর। ত্বদীয় বচন শ্রবণে আমার শ্রবণেন্দ্রিয় যেন সুধাভিষিক্ত হইতেছে। কিয়ৎ কাল বিলম্বে সংবাদ পাইলেন কামিনীর পিতা তথায় আগমন করিতেছেন অতএব পরিণয়ের বিষয় অবধারিত করিবার আশয়ে সুন্দরীকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন প্রিয়ে এখন অনর্থক কথা বার্ত্তা ত্যাগ কর তুমি আমার পরিণীতা বনিতা হও এতদ্বিষয়ে তোমার পিতার সম্পূর্ণ মত আছে এবং তন্নিমিত্ত যৌতুকের বিষয় ধার্য্য করিয়াছেন, এক্ষণে তোমার মত হউক বা না হউক আমি তোমাকে বিবাহ করিব।

এই কথোপকথনের কালে ব্যাপ্তিস্তা তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলে পেক্রসিও সন্তোষ প্রকাশ পুরঃসর তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন আপনকার কন্যা যথোচিত অভ্যর্থনা করিয়া অঙ্গীকার করিলেন আগামি রবিবারে আমার গলে বরমাল্য প্রদান করিবেন। কামিনী এতদ্বাক্যে বৈরক্তি ব্যক্ত করত জনক সন্নিধানে নিবেদন করিলেন তাত ইহার সকল কথাই অলীক, এ ব্যক্তিকে বরণ করা অন্তরে থাকুক বরং আমার এবম্বিধ বাসনা ভাবি ভানু বাসরে যেন ইহাকে উদ্বন্ধনে লম্বমান দেখিতে পাই। হে পিতঃ এ অতি দুরাচার উন্মত্ত, আপনি আমার জনক হইয়া কি বিবেচনায় ইহাকে বরপাত্র করিতে অবধারিত করিয়াছেন? পেক্রসিও সীমন্তিনীর ঈদৃশ সরোষ বচন শ্রবণেও নির্বিকার আকারে তদীয় তাত সমক্ষে কহিতে লাগিলেন মহাশয় আপনি

নিজ অঙ্গজার এই অনুযোগে মনোযোগ করিবেন না, আপনার কন্যা আমাকে কহিয়াছেন আপনকার সমক্ষে পরিণয়ে অনিচ্ছা প্রকাশ করিবেন। আপনি এখানে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বে আমরা দুই জন যখন নির্জ্জনে ছিলাম আপনার তনয়া আমার প্রতি কতই প্রেমানুরাগ ব্যক্ত করিতেছিলেন। পরে প্রেয়সীর প্রতি কোমল সম্বোধন পূর্ব্বক উক্তি করিলেন অয়ি কেত তোমার নিমিত্ত সুশোভন বৈবাহিক বসন ক্রয় করিতে সংপ্রতি বেনিস্ নগর গমন করি, পাণি প্রদান পূর্ব্বক বিদায় দাও। অনন্তর ব্যাপ্তিস্তাকে বলিলেন মহাশয় কন্যাযাত্রিদিগকে নিমন্ত্রণ এবং ভোজের আয়োজন করুন। আমি বসন ভূষণ সঙ্কলন পুরঃসর ত্বরায় প্রত্যাগমন করিতেছি আপনকার কন্যাকে স্বলঙ্কৃতা করিব। পরে পুনর্ব্বার প্রিয়তমার প্রতি সস্পৃহ নয়ন নিক্ষেপ করত কহিতে লাগিলেন প্রিয়ে একবার চুম্বন প্রদান কর আর কি, আমাদের শুভ বিবাহ আদিত্য দিবসে সম্পন্ন হইবেক। এই বলিয়া স্বয়ং তদীয় অধর চুম্বন পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর দিনকর দিন সমাগত হইলে উপযমের সমাজ সুসজ্জীভূত হইল। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা সমাগমন পুরঃসর যথাস্থানে অধিষ্ঠান করিলেন এবং অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত বর পাত্রের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কেথারিন্ পরিষদ্ মধ্যে পদার্পণাবধি এই ভাবিয়া অনবরত বাষ্প বিসর্জ্জন করিতেছিলেন পেক্রসিও তাঁহার সহিত পরিহাস করিয়া গিয়াছেন। সে যাহাহউক। কিয়ৎ ক্ষণ পরে বর বিবাহের সভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু পাণি গ্রহণ নিমিত্ত অঙ্গীকৃত বসন ভূষণ কিছুই তাঁহার সঙ্গে ছিল না এবং আপনিও বিবাহার্থির তুল্য বহুমূল্য পরিচ্ছদ পরিধান করেন নাই, সামান্য বস্ত্রে কলেবর আবরণ পুরঃসর পরিষদে প্রবেশ করিলেন। অপর তাঁহার যে কএক জন কিঙ্কর শকটোপরি আরোহণ করিয়া সমভি-

ব্যাহারে আসিল তাহারাও যৎকুৎসিত বেশ ধারণ করিয়াছিল।

পারিষদ্ পুরুষেরা পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন নিমিত্ত পেক্রসিওকে অনেক অনুরোধ করিলেন কিন্তু কোন প্রকারে তদ্বিষয়ে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। বসনের কথায় পরিহাস পূর্ব্বক সভ্যদিগকে কহিলেন কেথারিন্ আমাকে বিবাহ করিবেন পরিচ্ছদ পরিণয় করিবেন না অতএব অপকৃষ্ট বস্ত্র অঙ্গে থাকিলে হানি কি? অনন্তর সভাসদ্গণ তাহার সহিত বসন পরিবর্ত্তনের বিতণ্ডা বিফল দেখিয়া আশু শুভ কর্ম্ম সম্পাদন মানসে বর কন্যা সমভিব্যাহারে ধর্ম্মশালায় প্রবেশ করিলেন। পেক্রসিও সেখানে গিয়া ক্ষিপ্তের ন্যায় আচরণ করিতে লাগিলেন। পুরোহিত যখন তাঁহার প্রতি প্রশ্ন করিলেন কেথারিন্ কি তোমার বনিতা হইবেন? তখন অত্যুচ্চ কর্কশ স্বরে উত্তর দিলেন হাঁ ইনি আমার ভাবি বনিতা। তাঁহার অকস্মাৎ গগণ স্পর্শি নীরস চীৎকার শ্রবণে সকলে সাতিশয় বিস্ময়াকুল হইল এবং পুরোহিতের কর হইতে পরিণয় পুস্তক ভূতলে পড়িয়া গেল। অনন্তর যাজক হস্ত ভ্রষ্ট পুস্তক পুনর্ব্বার গ্রহণ নিমিত্ত যেমন নত হইতেছিলেন তৎকালে বরপাত্র তাঁহার উপরি এরূপ একটা মুষ্টি প্রহার করিলেন যে তদাঘাতে পুরোহিত ভূমিতলে পড়িয়া অবলুণ্ঠন করিতে লাগিলেন। অপর যাবৎ উদ্বাহের ব্যাপার সমাধা হইতে ছিল তাবৎ পর্য্যন্ত বরপাত্র বাতূলতা প্রকটন পুরঃসর এবম্প্রকারে অবনীর উপর পদাঘাত ও উচ্চস্বরে মন্ত্রোচ্চারণ করিতেছিলেন যে তদীয় ভাব ভঙ্গি অবলোকনে সাহসি কেথারিনেরও অন্তঃকরণ ভয়ে ব্যাকুল এবং কলেবর কম্পমান হইতে ছিল। সে যাহা হউক পাণিগ্রহণ ব্যাপার সমাধা হইলে বরপাত্র পানপাত্র গ্রহণ পুরঃসর সুরা সেবন করিতে বসিলেন এবং হস্তে চষক গ্রহণ পূর্ব্বক চীৎকার স্বরে সভাস্থ সকলের কুশল প্রার্থনা করিলেন। অনন্তর পান করিয়া চষকের অবশিষ্ট আসব

ধর্ম্মশালাস্থ পরিচারকদিগের বদনে নিক্ষেপ করত কহিলেন তোমাদের শ্মশ্রুলোম সূক্ষ্মরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং সুধা সেবন সময়ে আমার অনুমান হইয়াছিল যেন এই চষকের তলস্থ বস্তুতে তোমরা স্পৃহান্বিত অতএব অবশিষ্ট অংশ তোমাদিগকে প্রদান করিলাম। এতদ্রূপে ঈদৃক্ বাতূলতা প্রকাশ করিলেন যে বিবাহের সমাজে কেহ কদাপি তাদৃশ অদ্ভুত উন্মত্ততা অবলোকন করেন নাই। কিন্তু পেক্রসিও কেবল প্রেয়সীর কর্কশ প্রকৃতির দমন মানসে এই সমস্ত অভব্য ব্যবহার করিলেন।

ব্যাপ্তিস্তা দুহিতার বিবাহোপলক্ষে বন্ধু বান্ধব বর্গের ভোজের আয়োজন করিয়াছিলেন কন্যা ও জামাতাকে আলয়ে লইয়া তাঁহাদের সমক্ষে ঐ উৎসব করিবেন ঈদৃশ সংকল্প ছিল কিন্তু পেক্রসিও বিবাহ সংস্কার সমাধা হইলে পর ধর্ম্মশালা হইতে বহির্গমন সময়ে পত্নীর পাণি ধারণ পূর্ব্বক কহিলেন সুন্দরি বৈবাহিক ব্যাপার সম্পন্ন হইল চল এক্ষণে আপনাদের ভবনে গমন করি। ব্যাপ্তিস্তা উক্ত কারণে তৎক্ষণেই বিদায় দিতে অনিচ্ছুক হইয়া জামাতাকে নিষেধ করিলেন এবং তাহাদিগকে স্বীয় আবাসে লইয়া যাইবার নিমিত্ত যত্ন করিতে লাগিলেন। অপর কেথারিন্ কোপে কম্পমানা হইয়া বিবিধ কটূক্তি করিল। কিন্তু পেক্রসিও শ্বশুরের অনুরোধ রক্ষণ অথবা অধীরা রমণীর সরোষ পরুষ বচন শ্রবণ করিলেন না, ভার্য্যার উপর ভর্ত্তার যে ক্ষমতা আছে তন্মাত্র প্রার্থনা করিলেন। পরে এক্ষণে আমি স্বীয় সীমন্তিনীর সহিত যথেচ্ছ ব্যবহার করিব এই কহিয়া কেথারিনের করাকর্ষণ পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। তাহার স্থির প্রতিজ্ঞতা ও সাহস দর্শনে দর্শকগণ বিস্ময়াপন্ন হইল কাহার ভরসা হইল না যে নিবৃত্ত করণার্থ গমনে বাধা দেয়।

পেক্রসিও নব দারকে আগারে লইয়া যাইবার নিমিত্ত একটা কুৎসিত কৃশ ঘোটক নির্ব্বাচন পূর্ব্বক সমভিব্যাহারে আনয়ন করিয়াছিলেন সেই অশ্বে অভিনব পরিণীতা বনি-

তাকে আরোহণ করাইলেন এবং আপনিও ভৃত্য সহ তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট তুরঙ্গে আরূঢ় হইলেন না সুতরাং সকলেই বাহন দোষে অসমান ও পঙ্কিল পথে গমন করিতে লাগিলেন অধিকন্তু কেথারিনের দুর্ব্বল ঘোটক বারম্বার স্খলিত পদ হইতে লাগিল। পেক্রসিও সেই অকর্ম্মণ্য পশুর উপলক্ষে কল্পিত কোপ প্রকাশ পুরঃসর বিবিধ ভর্ৎসন ও তর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিলেন অথচ সেই তুরঙ্গ স্বয়ং মনোনীত করিয়া আনেন। সে এবম্প্রকার ক্ষীণ ও দুর্ব্বল ছিল যে আপনার দেহের ভার বহনেই অশক্ত হইয়া সহজে ধীরে২ পদক্ষেপ করিত।

যাহা হউক বাহন দোষে বর্ত্ম মধ্যে মহাকষ্ট হইলেও পেক্রসিও পরিশেষে ভৃত্য কলত্র সমভিব্যাহারে স্বাবাসে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার নবোঢ়া নায়িকা বিশেষ ক্লান্তিযুক্তা এবং সেই ক্লান্তির সঙ্গে অনবরত কান্তের ও কিঙ্করের তুরগোপলক্ষে তর্জ্জন গর্জ্জন শ্রবণ করাতে সাতিশয় খিন্ন হৃদয়া হইয়াছিলেন। পেক্রসিও স্বভাবতঃ শিষ্ট প্রকৃতি ও মিষ্ট ভাষী অতএব জায়াকে আলয়ে প্রবেশ করাইয়া অভ্যর্থনা করত একবার তাহার সহিত শিষ্টালাপ করিলেন। কিন্তু সে দিবস সীমন্তিনীকে দিবাভাগে ভোজন অথবা নিশা সময়ে শয়ন পূর্ব্বক বিশ্রাম করিতে দিলেন না। আহারীয় দ্রব্য সামগ্রী প্রস্তুত হইলে যখন ভোজন স্থানে সে সকলের পরিবেশন হইল তখন আসনে বসিয়া আদৌ আপনি প্রত্যেক পাত্রস্থ ভক্ষ্য পেয়ে হস্তার্পণ পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ২ মুখে দিলেন পরে কপটতা পূর্ব্বক অপকৃষ্ট বলিয়া ক্রমশঃ সমুদায় ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া দিতে লাগিলেন শেষে কিঙ্কর দিগকে সেই সমস্ত খাদ্য স্থানান্তর করিতে আদেশ করিয়া কহিলেন অদ্য আহারীয় দ্রব্য কিছুই উত্তমরূপে প্রস্তুত হয় নাই প্রিয়াকে ঈদৃশ বিরস সামগ্রী ভোজনার্থ প্রদান করিতে পারি না। কেথারিন্ একে অৰ্দ্ধখিন্না ছিলেন তাহাতে আবার বুভুক্ষার সময় আহার পাইলেন না সুতরাং যৎ-

পরোনাস্তি শীর্ণ ও ম্লান হইলেন এবং অবসন্ন হইয়া কিয়ৎ ক্ষণ বিলম্বে শয়নার্থ গমন করিলেন। পেক্রসিও ভোজন কালে যদ্রূপ ছল করিয়া প্রিয়ার অবসাদ বৃদ্ধি করিলেন শয়ন সময়েও তাদৃশ আচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। পত্নীর সহিত শয়নার্থ গমন করিয়া পর্য্যঙ্কোপরি আরোহণ পুরঃসর শয্যার দোষ আরোপ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তন্নিমিত্ত কিঙ্করদিগকে অপরাধি করিয়া অনল্প রোষ প্রকাশ পূর্ব্বক তল্প ছিন্ন ভিন্ন করত উপধান আস্তর প্রভৃতি নিম্নে নিক্ষেপ করিয়া দিলেন সুতরাং কামিনীকে কাষ্ঠময় খট্টায় বাহুলতা বালিশ করিয়া শয়ন পূর্ব্বক যামিনী যাপন করিতে হইল। তথাপি শ্রান্তি ও ক্ষুধা জন্য অবসাদে তাহার নয়ন দ্বয় নিদ্রায় আকৃষ্ট হইতে লাগিল কিন্তু পেক্রসিও নবোঢ়া ভার্য্যার কদর্য্য শয্যা নিমিত্ত ভৃত্যবর্গের প্রতি অনবরত কপট তর্জ্জন করাতে সমস্ত নিশা বিনিদ্র হইয়া রহিল।

রজনী প্রভাতা হইলে পেক্রসিও প্রেয়সীর সহিত পূর্ব্বদিনের ব্যবহার করিলেন অর্থাৎ অন্য সময়ে মধুরালাপ করিয়া প্রীতি দর্শাইলেন কিন্তু যখন তাহার সহিত আহার করিতে গেলেন তখন গত রাত্রিতে যদ্রূপ অভ্যবহারের দ্রব্য সামগ্রী ফেলিয়া দিয়াছিলেন সেই প্রকারে সকল খাদ্য জঘন্য বলিয়া ভূতলে বিস্তীর্ণ করিয়া দিলেন সুতরাং পরদিনেও কেথারিনের ভোজন হইল না। তিনি বুভুক্ষায় একেবারে নির্জীব হইয়া পড়িলেন এবং ভৃত্যদের নিকট গোপনে কিঞ্চিৎ অভ্যবহারের দ্রব্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার স্বামির শিক্ষানুসারে একেই সকল কিঙ্কর কহিল কর্ত্তার অগোচরে একটী তিল কাহাকেও প্রদান করিতে আমাদের সামর্থ্য নাই। অতএব কর্কশা নৈরাশ্যাপন্না হইয়া বিষাদ করত কহিতে লাগিলেন হায় পেক্রসিও কি উপোষণ দ্বারা দেহ শোষণ পুরঃসর সংহার করিবার নিমিত্ত মদীয় পাণি পীড়ন করিলেন। আহা আমার জনকের পুরদ্বারে কত শত দীন দরিদ্র লোক অনায়াসে

অন্ন পাইতেছে আমি এখানে কিঞ্চিৎ খাদ্য দ্রব্যের নিমিত্ত কাতর। আমি ধনি বদান্য পিতার নন্দিনী, আহারীয় সামগ্রীর নিমিত্ত কি প্রকার বিনয় করিতে হয় কখন জানি না। আহা অন্নাভাবে দুর্বল ও নিদ্রাভাবে ক্ষীণ হইয়া মৃতপ্রায় হইলাম। স্বামী শয়ন সময়ে শয্যার দোষ উদ্ভাবন পূর্ব্বক ভৃত্যেরদের প্রতি আক্রোশ করত চীৎকারে যামিনী যাপন করেন, ভোজন কালে আহারীয় সামগ্রী প্রস্তুত করণের ত্রুটি প্রদর্শন পূর্ব্বক সকল খাদ্য নষ্ট করিয়া ফেলেন, কিঞ্চিন্মাত্র অশন করিতে দেন না। আমার সহিত অহোরাত্র এতদ্রূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতেছেন অথচ মুক্তকণ্ঠে বলিয়া থাকেন আমাকে অতিশয় ভাল বাসেন ও চতুরতা প্রকাশ করিয়া ব্যঙ্গ করেন। কামিনী এবম্প্রকারে আক্ষেপ করিতেছেন ইত্যবসরে পেক্রসিও আসিয়া উপস্থিত হওয়াতে তাঁহাকে অবলোকন করিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। অনাহারে ললনার প্রাণ বিনাশ করিবেন পেক্রসিওর ঈদৃশ মানস ছিল না অতএব কিঞ্চিৎ আহারীয় সামগ্রী সমভিব্যাহারে আনয়ন করিলেন এবং তাহা বহিষ্করণ পূর্ব্বক আপনার করতলে লইয়া প্রেয়সীর সম্মুখবর্ত্তী হওত জিজ্ঞাসা করিলেন ভাবিনি কেমন্ আছ, এ দিকে একবার কটাক্ষ পাত হউক, আমি কীদৃক্ কর্ম্মঠ নিরীক্ষণ কর স্বহস্তে তোমার নিমিত্ত খাদ্য প্রস্তুত করিয়া আনিলাম। প্রিয়ে আমি তোমার প্রেমে আসক্ত হইয়া এবম্প্রকার স্নেহবান্ ইহাতে অসংশয় তোমার ধন্যবাদাস্পদ হইতে পারি, বাঙ্নিষ্পত্তি করিতেছ না কেন? এ আহারীয় দ্রব্য কি মনোনীত হইল না? কামিনী এতাবৎ উক্তিতে কোন উত্তর না দেওয়াতে কিয়ৎ ক্ষণ পরে নিকটস্থ ভৃত্যকে আজ্ঞা করিলেন তবে ভক্ষ্য সামগ্রীর পাত্র স্থানান্তরিত কর। কেথারিন্ জঠর জ্বালায় অধীরা এবং বুভুক্ষায় বিগত গর্ব্বা হইয়াছিলেন যদিও পরিণেতার অত্যাচারে অন্তঃকরণ কোপে

পরিপূর্ণ ছিল তথাপি ক্ষুধার ক্লেশ অসহিষ্ণু হইয়া জীবন রক্ষণ মানসে মৃদুস্বরে বলিলেন নিবেদন করি খাদ্য স্থাপনে অনুমতি হউক। পেক্রসিও প্রেয়সীর মুখে এবম্বিধ বিনয়গর্ভ্ভ বচন শ্রবণ করিয়া যদিও অন্তর্হৃষ্ট হইলেন তথাপি প্রিয়াকে তাবন্মাত্র পরিমাণে সুধীরা করণের অভিপ্রায় না থাকাতে অশন সামগ্রী পুনঃ স্থাপনের আদেশ করিবার পূর্ব্বে তাঁহাকে কহিলেন সামান্য উপকার করিয়াও লোকে ধন্যবাদ প্রাপ্ত হয়, আমি স্বহস্তে তোমার নিমিত্ত এই খাদ্য প্রস্তুত করিয়াছি অতএব স্পর্শ করণের অগ্রে আমাকে নমস্কার করা উচিত। কেথারিন্ ক্ষুধার দায়ে অগত্যা সবিনয় বাক্যে বলিলেন মহাশয় আপনাকে অভিবাদন করি। পরে পেক্রসিও সেই যৎ সামান্য অদনীয় তাঁহার বদনে প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন কেত এ উপকারি খাদ্য শীঘ্র ভোজন কর। প্রিয়ে চল অতঃপর আমরা পরিচ্ছন্ন পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক তোমার পিত্রালয়ে গমন করি। তদনন্তর বসন ভূষণে ভূষিত করিবার প্রতিজ্ঞায় বনিতার বিশ্বাসাধান নিমিত্ত ইতি পূর্ব্বে যে সূচিজীবি ও বস্ত্র বিক্রয়ি দিগকে নূতন বসন প্রস্তুত করিতে আদেশ করিয়াছিলেন তাহাদিগকে আহ্বান করিতে লোক প্রেরণ করিলেন। তৎপরে ক্ষুধার্ত্তা কেথারিনের অর্দ্ধাশন না হইতেং সম্মুখ হইতে ভোজন পাত্র অপসৃত করিয়া কিঙ্করের করে সমর্পণ করিলেন এবং আজ্ঞা দিলেন স্থানান্তরে রাখিয়া আইস। অনন্তর প্রেয়সীর প্রতি প্রিয় বচনে প্রশ্ন করিলেন কেমন্ তোমার আহার হইয়াছে? ইত্যবসরে বসনবিক্রয়ী আসিয়া উপস্থিত হইল এবং সমভিব্যাহারে আনীত অভিনব শিরোবসন সম্মুখে ধারণ করিল। পেক্রসিও সেই শিরোবসন করে ধারণ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন এ সুদৃশ্য হয় নাই লইয়া আপনার আলয়ে গমন কর বৃহদাকারে পুনর্বার প্রস্তুত করণানন্তর আনিয়া দিও। কেথারিন্ সেই শিরোবসন দর্শন করিয়া

কান্তকে কহিলেন আমি ইহা গ্রহণ করিতে অভিলাষ করি ইদানী ভদ্র কুলাঙ্গনাগণ এতাদৃশ বস্ত্র ধারণ করিয়া থাকেন। পেক্রসিও প্রিয়ার এই প্রার্থনায় প্রতিবচন প্রদান করিলেন তুমিও যখন ভদ্র হইবে তখন এপ্রকার বস্ত্র প্রাপ্ত হইবে কিন্তু যাবৎ স্বভাবের সংশোধন না কর তাবৎ ঈদৃশী আশা অন্তরে রাখ। কেথারিন্ যদিও বুভুক্ষা নিবৃত্তি পূর্ব্বক আহারীয় সমস্ত দ্রব্য অভ্যবহার করিতে পান্ নাই তথাপি যৎকিঞ্চিৎ অশনে বলাধান হইয়াছিল অতএব নৈসর্গিক পরুষ প্রকৃতি ধারণ পূর্ব্বক বলিলেন মহাশয় আমাকে কথা কহিতে অনুমতি করুন্ অথবা আমি অবশ্যই উত্তর প্রত্যুত্তর করিব কেননা অক্রবাণা নহি, আপনি বা কি বিজ্ঞতার অভিমান করেন, আপনা অপেক্ষা মান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা সুস্থির হইয়া আমার কথা কত বার আকর্ণন করিয়াছেন, যদিস্যাৎ আপনি শ্রবণে অসহিষ্ণু হন্ বাধির্য্য অবলম্বন করুন্, আমি কথা কহিতে প্রবৃত্তা হই। পেক্রসিও রমণীর এই সরোষ কর্কশ বচনে প্রণিধান করিলেন না কেননা বনিতার সহিত বিতণ্ডা না করিয়া বশীভূতা করিবার অন্য পন্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন অতএব সহজ কথায় উত্তর প্রদান করত কহিলেন তুমি যাহা কহিলে যথার্থ বটে কিন্তু এ আচ্ছাদন খানা বিজাতীয় বিশ্রী, ইহা মনোনীত না করিলে তোমার প্রতি সাতিশয় প্রীত হইব। কামিনী এতৎ শ্রবণে কর্কশ স্বরে কহিতে লাগিলেন ঐ বসনে আমার মনো মোহিত হইয়াছে অবশ্যই গ্রহণ করিব তদ্ভিন্ন অন্য লইতে চাহি না। পেক্রসিও যেন পত্নীর সমস্ত কথা বুঝিতে পারিলেন না এবম্বিধ ভাব প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিলেন প্রিয়ে তুমি কি অধোংশুক দর্শনের বাসনা করিতেছ এতদবসরে সূচিজীবী আসিয়া উপস্থিত হইল এবং পরিপাটী রূপে প্রস্তুতীকৃত হস্তাবরণ আর একটা ঘাঘরা আনিয়া তাঁহাদের সম্মুখে স্থাপন করিল। পেক্রসিও সে সময় কোন সামগ্রী সীমন্তিনীর করে অর্পণ করিতে মানস করেন

নাই এ কারণ ঐং পরিচ্ছদে দোষারোপ করত কহিলেন হাঃ পরমেশ্বর এ কি বসন, ওহে সৌচিক তুমি কি ইহাকে হস্তাবরণ বল, এ কি? ইহা যে যৎপরোনাস্তি কুৎসিত হইয়াছে সৌচিক নিবেদন করিল মহাশয় অধুনাতন রীত্যনুসারে প্রস্তুত করিবার আদেশ হইয়াছিল তন্নিমিত্ত এবম্প্রকার করিয়াছি। কেথারিন্ কহিলেন কেন এ তো উত্তম হইয়াছে, এতদপেক্ষা উৎকৃষ্ট কদাপি দৃষ্ট হয় নাই। পেত্রুসিও সূচিজীবির লাঞ্ছনা দ্বারা পত্নীর অপমান করিবার মানসে পূর্ব্বে ভৃত্যবর্গকে বলিয়া রাখিয়াছিলেন আমি সৌচিককে ভর্ৎসনা করিয়া বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলে তোমরা বসনের প্রকৃত মূল্য প্রদান পূর্ব্বক তাহার নিকট হইতে বস্ত্র গ্রহণ করিও এবং অকারণে বিমাননা নিমিত্ত ক্ষমা প্রার্থনা করিও অতএব কামিনী বসনের গুণ বর্ণনে উদ্যম করিলে আপনি তাহা জঘন্য বলিয়া ঘৃণা করত সৌচিককে তিরস্কার পূর্ব্বক দূর করিয়া দিলেন। অনন্তর অঙ্গনার প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপ পূর্ব্বক বলিলেন প্রিয়ে চল আমাদের যে সামান্য বসন আছে তাহাই পরিধান পুরঃসর তোমার পিত্রালয়ে গমন করি। পরে অশ্ব পালক দিগকে বাজি সুসজ্জিত করিতে আজ্ঞা দিয়া কহিলেন এখন বেলা সপ্তম ঘণ্টামাত্র, শ্বশুর মহাশয়ের আগারে ভোজন সময়ে অনায়াসে উপনীত হইতে পারা যাইবেক। বস্তুতঃ যখন তিনি শ্বশুরালয়ে গমনের প্রসঙ্গ করেন তখন প্রাতঃকাল নয়, দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইয়াছিল। কেথারিনের পরুষ প্রকৃতি স্বামির এবম্বিধ উগ্র স্বভাবে পরাভূত হইল। মহিলা সুশীলতা অবলম্বন পূর্ব্বক ললিত বচনে আপনার নাথকে নিবেদন করিলেন মহাশয় মধ্যাহ্নের উপর বরং পাঁচ দণ্ড অতীত হইয়াছে অতএব আমার পিতৃ ভবনে দিবা ভোজনের মানস পরিত্যাগ করুন বরং নিশার অশন হইবে। কিন্তু পেত্রুসিও মনেং সঙ্কল্প করিয়াছিলেন কান্তাকে তদীয় জনক নিকেতনে লইয়া যাইবার অগ্রে এবম্প্রকার বশতাপন্ন করিবেন যে কোন

প্রস্তাবে অমত বা বিতণ্ডা করণে তাহার কদাপি প্রবৃত্তি না হয় অতএব কামিনীর বেলার কথায় আপনি যেন দিবাকরের কর্ত্তা এবম্বিধ ভঙ্গি করত কহিলেন যত ইচ্ছা করিব যাত্রার অগ্রে তাবন্মাত্র বেলা হইবে, আমি যাহা বলি ও করি এখনও তাহা খণ্ডন করিতেছ, এই ক্ষণেই তথায় গমন করিব যাত্রাকালীন যত দণ্ড দিবামান কহিব তাহাই হইবেক। কেথারিন্ এক দিন আপনার প্রাক্তন প্রকৃতির দমন পূর্ব্বক নবপ্রকাশিত শান্ত স্বভাবের আচরণ করিয়াছিলেন কিন্তু যাবৎ তদীয় গর্ব্ব সম্পূর্ণ রূপে খর্ব্বতাপন্ন না হইল এবং সকল কথায় বাদ বিতণ্ডা করণাভ্যাস বিস্মৃতা না হইলেন তাবৎ পর্য্যন্ত পেক্রসিও তাঁহাকে পিত্রালয়ে প্রেরণ করেন নাই। পরে যখন আপনি সমভিব্যাহারে লইয়া গমন করিলেন তখন পথিমধ্যে দিবা দ্বিপ্রহরের সময় প্রিয়াকে সম্বোধন করত কহিলেন সুন্দরি অবলোকন কর নিশাকর আকাশ মণ্ডলে উদিত হইয়া কেমন স্নিগ্ধ উজ্জ্বল প্রভা বিতরণ করিতেছেন। কেথারিন্ এ কথায় কান্তকে কহিলেন সে কি এখন যে দিবস, দিবাকর প্রখর করে অবনির রসাকর্ষণ করিতেছেন। পেক্রসিও পত্নীর এই প্রকৃত উক্তিতেও কোপ প্রকাশ করিলেন এবং তাঁহার এই প্রাতিকূল্যাচরণাপরাধে তদীয় পিত্রালয় গমনে বিরতি অবলম্বন পূর্ব্বক আপন ভবনের প্রতি প্রতিনিবৃত্ত হইতে উদ্যত হইয়া কহিলেন কি আমার বাক্যে অন্যথা আশঙ্কা কর আমি আত্ম শপথ করিয়া বলিতেছি তোমার পিতৃ নিলয়ে গমনের অগ্রে চন্দ্র অথবা নক্ষত্র যাহা কহিব তাহাই হইবেক। অনন্তর এরূপ ভঙ্গি করিলেন যেন সদনে প্রত্যাগমন করেন তাহাতে কান্তা কেথারিন্ কর্কশ স্বভাব পরিহার পুরঃসর সুশীলা মহিলার তুল্য হইয়া সবিনয়ে নিবেদন করিলেন প্রভো অধিক পথ আসিয়াছি এখন এখান হইতে নিবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য হয় না আমি করপুটে বিনয় করিতেছি চলুন অগ্রসর হই আপনি নভোমণ্ডলো-

দীপক ঐ জ্যোতির্ময় পদার্থকে চন্দ্র বা সূর্য্য যাহা কহেন তাহাই বটে আপনি যদিস্যাৎ উহাকে প্রদীপ কহেন এক্ষণ অবধি তাদৃশোক্তিও সপ্রমাণ বোধ করিব। পেক্রসিও প্রেয়সীর মুখ হইতে এবম্প্রকার বাক্য নির্গত হইতে কদাপি শ্রবণ করেন নাই যদিও এই উক্তিতে অন্তঃকরণ মধ্যে আকূত পূর্ণ হইলেন তথাপি প্রেয়সীর প্রকৃতির সম্পূর্ণরূপ পরিবর্ত্তন হইল কি না পরীক্ষা করিতে অভিলাষী হইয়া পুনর্ব্বার তাঁহাকে সম্বোধন করত কহিলেন প্রিয়ে আমি বলি ঐ গোল উজ্জ্বল বস্তু চন্দ্রমণ্ডল। কেথারিন্ কান্তের ছন্দানুবর্ত্তিনী হইয়া তৎক্ষণাৎ কহিলেন উহা হিমকর বটে আমারও বিদিত আছে। কামিনীর এই কথায় পিক্রসিও বলিলেন তুমি অলীক কহিতেছ উহা চন্দ্র কেন? দিনমণি। কেথারিন্ স্বামির প্রাগল্ভ্যে বিনির্জিত হইয়াছিলেন তৎক্ষণাৎ তদীয় মনোরঞ্জনাশয়ে নিবেদন করিলেন তবে তাহাই বটে। হে নাথ যদি আপনি এখন এই পদার্থকে অসূর্য্য বলেন আমি আপনকার সহিত একবাক্য হইয়া তাহাই স্বীকার করিব। আপনি যে পদার্থের যে নামধেয় বিধান করিবেন তাহা তন্নামাই হইবে এবং আমি চিরকাল সেই সংজ্ঞাতে তাহা ব্যবহার করিব। পেক্রসিও প্রেয়সীর এই কথা শুনিয়া মনোমধ্যে মহা হর্ষিত হইলেন এবং তাঁহাকে অগ্রসর হইতে অনুমতি করিলেন। কিন্তু বনিতার স্বভাব সম্পূর্ণ রূপে বিশোধিত হইল কি না এবং এবম্বিধ ছন্দানুবৃত্তি অবিচ্ছেদে প্রবর্ত্তমান থাকিবেক কি না এতদ্বিষয়ের পরীক্ষা নিমিত্ত যাইতেং বর্ত্ম মধ্যে এক স্থবির পুরুষ নয়ন গোচর হওয়াতে তাহাকে কামিনী সম্বোধন করিয়া কহিলেন অয়ি সুশীলে ললনে তোমাকে নমস্কার করি। পরে সমভিব্যাহারিণী নিজ রমণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন কেমন প্রিয়ে ঈদৃশী সুশ্রী যোষা কখন দর্শন করিয়াছিলে? অনন্তর সেই বৃদ্ধ পুরুষের আতাম্র গণ্ডস্থল এবং ঈষৎ শোণিত নয়ন দ্বয় নক্ষত্র নিকরের সহিত তুলনা করিয়া

বিস্তর প্রশংসা করিলেন এবং পুনর্ব্বার বিলাসিনি বলিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন তোমাকে নমস্কার। শেষে স্বীয় প্রেয়সীর প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপ পুরঃসর বলিলেন মধুরিকে কেত, এই সুন্দরীর রূপ লাবণ্য কেমন চমৎকার? অগ্রসর হইয়া ইহাঁকে আলিঙ্গন কর। কেথারিন্ পতির অনুপম প্রগল্‌ভতায় সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়াছিলেন কান্তের অসঙ্গত কথায় বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া তৎক্ষণাৎ বর্ষিষ্ঠের সন্নিকর্ষে গমন পূর্ব্বক মিষ্ট ভাষায় তাঁহার সহিত শিষ্টালাপ করত কহিলেন হে নবীনা তরুণি আহা তোমার তারুণ্য লাবণ্য কি মনোহর। হে সুন্দরি কোথা হইতে আগমন করিতেছ? কোন্ স্থানে তোমার আবাস? যাহা হউক ধন্য তোমার পিতা মাতা, বুঝি তাঁহারদের পুণ্যের ইয়ত্তা নাই, আহা এতাদৃশী রূপ লাবণ্যান্বিতা কন্যা লাভ করিয়াছিলেন। অনন্তর পেক্রসিও বশম্বদা যোষাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন কেত তোমার এ কীদৃশ আলাপ, তুমি কি ক্ষিপ্তা হইয়াছ কেননা এ সকল যে উন্মত্ত প্রলাপ। মুগ্ধে যাহার সহিত কথোপকথন করিলে ইনি লোলিত কায় প্রাচীন পুরুষ, কুমারী নহেন, তোমার কি দৃষ্টি বিভ্রম হইয়াছে, সমক্ষে নিরীক্ষণ করিতেছ না? কেথারিন্ কান্তের এই কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ আপনার ভ্রম স্বীকার করিলেন পরে প্রাচীনকে সম্মান করত কহিলেন হে সম্ভ্রান্ত মহাশয় ক্ষমা করুন তপনের উত্তপ্ত আতপে মদীয় নেত্রের জ্যোতিঃ বিকৃত হইয়াছে সকলি ধূমবৎ দর্শন করি এই নিমিত্ত ভ্রান্তা হইয়া উক্ত প্রকার উক্তি করিয়াছি। এখন বিশেষ পর্য্যালোচনায় ভ্রান্তি দূর হইল এবং জানিতে পারিলাম আপনি আমার পিতৃ তুল্য মর্য্যাদাবান পুরুষ। অতএব অনুগ্রহ বিতরণ পুরঃসর অপরাধ মার্জ্জনা করুন। তৎপরে পেক্রসিও প্রাচীনকে জিজ্ঞাসা করিলেন মহাশয় আপনি কোন্ দিকে গমন করিবেন আমরা যে পথে গমন করিতেছি আপনকার যদিস্যাৎ এই পন্থা হয় পরম হর্ষে সমভিব্যাহারে যাত্রা

করিব। স্থবির তাহাদিগের উভয়কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন হে তরুণ হে তরুণি তোমরা আমার উপলক্ষে কি বাক্ কলহ করিতেছিলে? তোমাদের দুই জনের বাগ্বিতণ্ডা শ্রবণে সাতিশয় চমৎকৃত হইয়াছি। হে যুবক আমার নাম ভিন্‌সেন্‌সিও, আমার পুত্র পাদুয়া পুরে রহিয়াছেন, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত তথায় যাইতেছি। ইহাতে পেক্রসিও প্রাচীনের পরিচয় পাইলেন যে ব্যাপ্তিস্তার কনিষ্ঠা কন্যা বাএন্‌কার সহিত যে সম্ভ্রান্ত লিউসেন্‌সিওর পরিণয় নির্ণীত হয় এই ব্যক্তি তাঁহার জনক। অতএব বর্ষিষ্ঠকে যথেষ্ট সমাদর করত এই শুভ সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন মহাশয় আপনকার আত্মজের অত্যুত্তম বিবাহ সম্বন্ধ হইয়াছে। বৃদ্ধ এই শুভ সমাচার অবগত হইয়া হর্ষে পুলকিত হইলেন এবং সপত্নীক পেক্রসিও সমভিব্যাহারে পরম কৌতুকে কথোপকথন করিতেং গমন করিয়া ব্যাপ্তিস্তার সদনে উপনীত হইলেন। সে দিবস সেখানে বাএন্‌কা ও লিউসেন্‌সিওর উদ্বাহ ব্যাপার নির্ব্বাহ নিমিত্ত মহতী সভা এবং ভূরি লোকের সমাগম হইয়াছিল। ব্যাপ্তিস্তা জ্যেষ্ঠা তনয়াকে পাত্রস্থ করণানন্তর প্রীতি ফুল্ল চিত্তে কনিষ্ঠা নন্দিনীর বিবাহের সমারোহ করিয়াছিলেন।

অতএব বৈবাহিক এবং জামাতৃ সমভিব্যাহারিণী জ্যেষ্ঠা দুহিতা আলয়ে আসিয়া উপস্থিত হইলে কন্যাসম্প্রদাতা ব্যাপ্তিস্তা অসীম সন্তোষ প্রকাশ পুরঃসর আহ্লাদিত হইয়া উদ্বাহোৎসবে মিলিত হইবার নিমিত্ত তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিলেন। এই সময়ে আর দুইটী অভিনব কৃতোদ্বাহ যুবক যুবতী তথায় উপস্থিত ছিলেন।

বিবাহের ব্যাপার শেষ হইলে বাএন্‌কার স্বামী লিউসেন্‌সিও এবং উল্লেখিত নব বিবাহিত যুবক হার্তেন্‌সিও এই দুই জনে পেক্রসিওর প্রণয়িনীর পরুষ প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য করিয়া ব্যঙ্গ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং পরিহাস পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন স্ত্রী ভাগ্য সুকৃত সাপেক্ষ, আমরা

কেমন সুশীলা সরলা মহিলা লাভ করিলাম, পেক্রসিওর অদৃষ্টে অধীরা রমণী ঘটিয়া গিয়াছে। যে সকল ললনা পরিণয় দর্শন নিমিত্ত আগমন করিয়াছিলেন তাঁহারা যাবৎ তথায় অবস্থিতি করিলেন পেক্রসিও তাবৎ ঐ কথা কর্ণ-গোচর হইলেও মৌনাবলম্বন পুরঃসর বসিয়া রহিলেন। কিয়ৎ ক্ষণ পরে ভোজন সমাপনানন্তর অঙ্গনাগণ স্বং ভবনে প্রস্থান করিলে পেক্রসিও দেখিতে পাইলেন যে শ্বশুর ব্যাপ্তিস্তাও উক্ত দুই যুবকের সহিত পরিহাস রসে কৃতাদর হইয়াছেন কেননা যখন পেক্রসিও এই দুই ব্যক্তির প্রতি উক্তি করিলেন মদীয় কান্তা কেথারিন্ তোমাদের বনিতাপেক্ষা বিনীতা ও সৎস্বভাবা তখন ব্যাপ্তিস্তা অব্যাজে বলিলেন বৎস কর্কশা কেথারিন্‌কে তোমার কলত্র করিয়া দিয়া আমি সাতিশয় শঙ্কিত আছি। পেক্র-সিও বলিলেন মহাশয় সে কি? আমার বনিতা অতি বিনীতা কার্কশ্য বা প্রাতিকূল্য কদাপি তাঁহার দৃক্‌পথেও পতিত হয় নাই, আপনি যদিস্যাৎ আমার কথায় প্রত্যয় না করেন আমি পণ প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক ইহার সত্যতা সপ্র-মাণ করিতে পারি। আজ্ঞা করুন আমরা তিন জনে স্বং জায়াকে এই স্থানে আহ্বান করি যাহার প্রেয়সী সঙ্কেত মাত্রে আসিয়া পার্শ্ববর্ত্তিনী হইবেক তিনি বশীকৃত কল-ত্রতা নিমিত্ত পণ জয় করিবেন। পেক্রসিওর এই কথায় ঐ দুই তরুণ কৌতুকাবিষ্ট হইয়া সম্মত হইলেন, কেননা তাহাদের স্বং সীমন্তিনী কর্কশা কেথারিন্ অপেক্ষা শীলাদি সম্পন্না ও আজ্ঞানুবর্ত্তিনী এতদ্বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল অতএব তাঁহারা তৎক্ষণাৎ বিংশতি মুদ্রা পণ স্থাপনের প্রস্তাব করিলেন। পেক্রসিও উপহাস করত কহিলেন আমি আপন পালিত পক্ষি ও পশুর উপর ঈদৃশ পণ রাখিতে পারি পত্নীর উপলক্ষে এতদপেক্ষা বিংশতি গুণ পণ স্থাপন না করিলে শোভা পায় না। তাহাতে সেই দুই যুবক তৎ-ক্ষণাৎ পণের মুদ্রা বৃদ্ধি করিয়া এক শত করিলেন এবং

আদৌ লিউসেন্‌সিও আপন প্রমদার বশম্বদতা প্রদর্শন নিমিত্ত তাঁহাকে আহ্বান করিতে কিঙ্কর প্রেরণ করিলেন। কিন্তু অবিলম্বে তাঁহার ভৃত্য প্রতিনিবৃত্ত হইয়া নিবেদন করিল কর্ত্রী আদেশ বার্ত্তা শ্রবণে উত্তর দিলেন সংপ্রতি গৃহকার্য্যে ব্যাপৃতা আছেন সুতরাং আসিতে পারেন না। পেক্রসিও বিস্ময় প্রকাশ পুরঃসর জিজ্ঞাসিলেন ইহাঁর গৃহিণী কি বলিলেন কর্ম্মে নিবিষ্টতা প্রযুক্ত আসিতে পারেন না? ভার্য্যা হইয়া ভর্ত্তার অনুমতিতে এরূপ উত্তর দেওয়া কি উচিত হয়? ইহাতে তাঁহারা হাস্য করত বলিলেন কেথারিন্ যদিস্যাৎ তোমার নিদেশে এতদপেক্ষা নিকৃষ্ট প্রতিবচন প্রেরণ না করেন তাহা হইলে একথা শোভা পাইবেক। অনন্তর হার্তেন্‌সিও আদেশমাত্রে স্বীয় সীমন্তিনীকে সমীপে আনয়নার্থ ভৃত্য প্রেরণ করত তাহাকে বলিয়া দিলেন গৃহিণীকে ত্বরায় আসিবার নিমিত্ত বিনীতি বিজ্ঞাপন পূর্ব্বক নিবেদন করিও। পেক্রসিও এতৎ শ্রবণে চমৎকার প্রকাশ করত কহিতে লাগিলেন হায় এ কি আশ্চর্য্য পরিণীতা বনিতার আহ্বান নিমিত্ত বিনয়গর্ভ বিজ্ঞাপন পাঠাইতে হইল তবে আপনার নিকট তাহার আগমন অযুক্ত। হার্তেন্‌সিও একথায় প্রত্যুক্তি করিলেন মহাশয় আমি এই সভামধ্যে মুক্তকণ্ঠে কহিতেছি আপনকার জায়ার সমীপে আপনি গিয়া বিনয় করিলেও কিছু হইবেক না। তাঁহার এই বচনের অবসানেই প্রেষিত দাস গৃহিণী সমভিব্যাহারে না আসিয়া একাকী প্রত্যাগমন করিল তাহাতে বিস্ময়াপন্ন হইয়া ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন কি রে কর্ত্রী কোথায়? কিঙ্কর নিবেদন করিল মহাশয় ঠাকুরাণী কহিলেন বোধ হয় আপনি কোন কৌতুক করিবেন একারণ আসিলেন না আপনাকে সমীপে যাইতে আজ্ঞা করিলেন। পেক্রসিও বলিলেন আপনকার বনিতা অধিক বশীভূতা বটে দেখা গেল। পরে আপনার কিঙ্করকে ডাকিয়া আদেশ করিলেন অরে তোর কর্ত্রীর সন্নিধানে

গিয়া বল্ আমি তাহাকে এখানে আগমন করিতে আজ্ঞা করিতেছি। পেক্রসিওর ভৃত্য প্রভুর নিদেশ গ্রহণ পূর্ব্বক প্রস্থান করিলে সকলের মনে কেথারিন্ আদেশ পালন করেন কি না এই চিন্তার উদয় না হইতেং ব্যাপ্তিস্তা দূর দৃষ্টি করিয়া আশ্চর্য্য প্রকাশ পূর্ব্বক উচ্চ স্বরে বলিলেন আ দেখং আমার ধন্যা কন্যা কেথারিন্ দ্রুতগতি আগমন করিতেছেন। পরে রমণী সভাগারে প্রবেশ করিয়া নম্র ভাবে পতিকে নিবেদন করিলেন কি নিমিত্ত আহ্বান হইল? পেক্রসিও তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তোমার সহোদরা এবং হার্তেন্সিওর কান্তা কোথায়? কেথারিন্ উত্তর করিলেন তাঁহারা বহিঃ প্রকোষ্ঠে উপবিষ্ট হইয়া অগ্নিসেবন করিতেং কথোপকথন করিতেছেন। পেক্রসিও বলিলেন তুমি তথায় গিয়া তাহাদিগকে এখানে আনয়ন করিতে পার? কামিনী একথায় উত্তর না দিয়া সত্বর স্বামির আদেশ পালন নিমিত্ত তৎক্ষণাৎ সে স্থান হইতে প্রস্থান পূর্ব্বক ভগিনীর সন্নিধানে গমন করিলেন। তদনন্তর লিউসেন্সিও বিস্ময় প্রকাশ পুরঃসর বলিতে লাগিলেন যদি চমৎকারের কথা হয় তবে এতদপেক্ষা চমৎকার নাই। হার্তেন্সিও তাঁহার বাক্যে পোষকতা করিয়া কহিলেন সত্য এ অলৌকিক চমৎকার, দেখিয়া শুনিয়া অবাক্ হইলাম কিন্তু এ ব্যাপারে কি পতিপত্নীর মুখ্য প্রয়োজন সম্বদ্ধ আছে? পেক্রসিও বলিলেন ইহা দম্পতীর পরম মঙ্গলের লক্ষণ। ইহাতে পরস্পরের প্রণয় স্থৈর্য্য এবং সুখ সম্ভাবনা প্রকাশ পাইতেছে। ব্যাপ্তিস্তা জ্যেষ্ঠা তনয়ার রীতি প্রকৃতির এবম্প্রকার পরিবর্ত্তন অবলোকনে আনন্দ প্রবাহে নিমগ্ন হইলেন এবং হর্ষ গদ্গাদ স্বরে জামাতাকে আশীর্ব্বাদ করত কহিলেন বৎস পেক্রসিও তোমার মঙ্গল হউক তুমি পণ জয় করিয়াছ। আমি তনুজার যৌতুকার্থ আর বিংশতি সহস মুদ্রা প্রদান করিতেছি। আহা আমার সেই কর্কশা কেথারিন্ ঈদৃশ কোমল প্রকৃতি হইয়াছেন, তাঁহাকে

যেন পুনর্জাতা দেখিলাম। পেক্রসিও সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন মহাশয় যে বিষয়ের পণে জয়ী হইলাম তাহার আরো ভূরি২ নিদর্শন আছে মহিলার সুশীলতা ও বশবর্ত্তিতার অনেক চিহ্ন দেখাইব। ইত্যবসরে আপন প্রেয়সীকে দুই যোষা সমভিব্যাহারে আসিতে দেখিয়া বনিতা নিমিত্ত গর্ব্বকারি সেই দুই ব্যক্তিকে বলিলেন ঐ দেখুন কেথারিন্ আপনাদের সীমন্তিনী সঙ্গে লইয়া পুনর্ব্বার আসিতেছে। পরে বশম্বদা প্রমদা আসিয়া উপস্থিত হইলে তাহাকে কহিলেন কেথারিন্ তোমার শিরোভূষণ উত্তম দৃষ্ট হইতেছে না উন্মোচন পূর্ব্বক পদতলে নিক্ষেপ কর। কেথারিন্ স্বামির আদেশমাত্রে তৎক্ষণাৎ মস্তক হইতে আভরণ অবতারণ পুরঃসর ভূমিতে নিক্ষেপ করিলেন। ইহাতে হার্তেন্‌সিওর রমণী অসন্তোষ প্রকাশ করত কহিলেন পরমেশ্বর যেন এতাদৃশ নির্বোধের কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্তি না দেন। বাএন্‌কা বলিলেন ভগিনি ছি এ কি ক্ষিপ্তের ন্যায় কর্ম্ম করিলে? তখন বাএন্‌কার স্বামী তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন সুন্দরি তুমিও এইরূপ উন্মত্তের ন্যায় আচরণ করিলে আমার সন্তোষ হইত, বাএন্‌কা তুমি ঈদৃশ জ্ঞানের কার্য্য করিয়াছ যে তাহাতে ভোজনানন্তর আমার একশত মুদ্রা দণ্ড হইল। বাএন্‌কা বলিলেন তুমি অতি নির্বোধ, আমার কার্য্যের বিষয়ে কেন পণ রাখিয়াছিলে? পেক্রসিও এই কথা শুনিয়া আপনার কান্তাকে কহিলেন কেথারিন্ এই অবাধ্যা অবলা দিগকে উপদেশ দেও পতির প্রতি পত্নীর কি কর্ত্তব্য। তাহাতে নব সুশীলা মহিলা স্বামির প্রতি স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য বিষয়ের বর্ণনা পূর্ব্বক এবম্প্রকার সদ্বক্তৃতা করিলেন যে তৎশ্রবণে সকলে চমৎকৃত হইয়া বোধ করিতে লাগিলেন ইনি স্বেচ্ছাক্রমে পেক্রসিওর আজ্ঞাবহ হইয়াছেন। অতএব তাঁহার কর্কশা সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইল এবং পাদুয়া নগর মধ্যে সুশীলা মহিলা বলিয়া প্রতিষ্ঠিতা হইতে লাগিলেন ইতি।



R. D. SORNOKAR, ENGR. ১৪৫

হামলেত্।

সেক্‌সপিয়র।

দেন্মার্কীয় যুবরাজ হাম্‌লেত।

দেন্মার্ক দেশে হামলেত নামা এক নরপতি ছিলেন। তাঁহার অকালে কালধর্ম্ম প্রাপ্তি হইলে রাজমহিষী শোক সন্তাপ না করিয়া দুই মাসাভ্যন্তরে দেবরের গলে বরমাল্য প্রদান পূর্ব্বক তদীয় পুনর্ভূ হইলেন। রাণীর প্রণয় ভাজন দেবর স্বামির সমান সুশ্রী বা সুজন ছিল না। তাহার কুৎসিতাকৃতির ন্যায় নীচাশয়তা নানা বিষয়ে নিরন্তর প্রকাশমান হইত। অপর মহীপতির মৃত্যুর পরে রাজ্যমধ্যে এই জনাপবাদ হইয়াছিল যে ঐ ব্যক্তি মৃত ভূপতির পত্নীর পাণিগ্রহণ এবং রাজার উত্তরাধিকারি কুমার হাম্‌লেতের অধিকার নিরাকরণ পুরঃসর স্বয়ং সিংহাসনাধিরোহণ মানসে গোপনে ভূপতির প্রাণ সংহার করিয়াছে। অতএব পতি বিয়োগের অনতিবিলম্বে তাহার অঙ্কলক্ষ্মী হওয়াতে নৃপরমণীর চরিত্রে কলঙ্ক ও লোক সমাজে যৎপরোনাস্তি অপযশঃ হইল।

রাজকুমার অতি সুশীল সদাচার বিশেষতঃ ধর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন এবং পিতার প্রতি সাতিশয় ভক্তিমান্ থাকাতে সর্ব্বদা দেববৎ জনকের স্মরণ করিতেন। মাতার এই অবিজ্ঞতাচরণ দর্শন করিয়া মনোমধ্যে সাতিশয় খিন্ন হইতে লাগিলেন। জনকের অকাল মৃত্যু জন্য পরিতাপ এবং জননীর পরিণয় জনিত লজ্জায় অবসন্ন হওয়াতে তাঁহার দৈহিক মানসিক স্ফূর্ত্তি একেবারে বিলীন হইয়া গেল।

যৌবন কালের ক্রীড়া কৌতুকে তদীয় মানস নিরুৎসুক হইল এবং শাস্ত্রালোচন অথবা অন্যপ্রকার সচ্চিন্তনেও চিত্তের অপ্রবৃত্তি হইতে লাগিল। অপর সংসার তত্ত্ব বিচারে তৎপ্রতি মহতী ঘৃণা জন্মিল সুতরাং সংসারাশ্রম জীবিতাবস্থার সুখোদ্যান জ্ঞান না করিয়া ক্লেশকর কানন ও তত্রস্থ বিষয় নিকর সুরম্য কুসুমের সদৃশ সুখাকর না জানিয়া আরণ্য তৃণ তুল্য জঘন্য বোধ করিলেন। তরুণ রাজনন্দন দিগের অন্তঃকরণ ক্রমাগত রাজ্যাধিকার ভ্রংশ হইবার সম্ভাবনা দেখিলে গুরুতর ক্ষতিবোধে মহা বিষণ্ণ এবং অপমান জ্ঞানে নিরন্তর চিন্তাকুল হইয়া থাকে যুবা হামলেতও জননীর পাণিগ্রাহি পিতৃব্য দ্বারা পৈতৃক রাজত্বে পরিভ্রষ্ট হইবার আশঙ্কায় ক্ষুব্ধ হইতে পারিতেন কিন্তু প্রসুতির তাতপ্রতি অসদ্ব্যবহারে যাদৃশ ক্ষোভ প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন রাজ্যাধিকার বিনাশের ভাবনায় তাদৃশ ভাবিত হইলেন না। বিমনা হইয়া সাশ্চর্য্যচিত্তে নিয়ত কেবল এই চিন্তা করিতে লাগিলেন জনক জীবদ্দশায় জননীর প্রতি স্নেহবান্ ছিলেন এবং নিরন্তর সদ্ব্যবহার করিতেন মাতাও তৎকালে অনুরাগ বা প্রেমের নিদর্শন দর্শাইতে ত্রুটি করেন নাই, কিন্তু এ কি চমৎকার ব্যাপার, পিতার মৃত্যুর পর এখনও দুই মাস অতীত হইল না, জননী ইতিমধ্যে তাঁহার সমুদয় প্রণয় ও সদ্ব্যবহার বিস্মৃতা হইয়া গেলেন। সম্বন্ধের সন্নিকর্ষ প্রযুক্ত যাহার সহিত পরিণয় যুক্তি বিরুদ্ধ ও শাস্ত্র নিষিদ্ধ, অবিলম্বে অবলীলাক্রমে তাহাকে বিবাহ করিলেন? ফলতঃ মহারাজ হাম্‌লেতের মৃত্যুর পর সাতিশয় ত্বরা সহকারে রাজ লক্ষণ বিহীন ব্যক্তিকে স্বামির সিংহাসন ও শয্যার অধিকারি করাতে নৃপ জায়ার যে অপযশঃ হয় তাহাতেই যুবরাজের অন্তঃকরণ যৎপরোনাস্তি পরিমান হইল এবং প্রসুতির অপ্রতিষ্ঠা রাজ্য বিনাশাপেক্ষা দশগুণ দুঃখদায়ক হইয়া তাঁহাকে ব্যাকুল করিতে লাগিল।

নৃপবনিতা এবং তদীয় পৌনর্ভব ভর্ত্তা ক্লাদিয়স্, কুমার হাম্‌লেতের শোকাবেগ নিবারণ নিমিত্ত নানা উপায় কল্পনা করিলেন। কিন্তু কিছুতেই রাজনন্দনের খিন্ন অন্তঃকরণ শান্ত হইল না। যুবরাজ মহারাজের আকস্মিক পরলোক প্রাপ্তি জন্য দুঃখে সতত সন্তাপিত রহিলেন, পিতার মৃত্যুর পর বিষাদ সূচক যে অসিত বসন পরিধান করেন নিরন্তর তাহাই ধারণ করিয়া থাকিলেন এবং সেই বেশেই রাজ সভায় যাতায়াত করিতে লাগিলেন। পিতৃব্যের সহিত জননীর পরিণয় দিবসে তাঁহার সম্ভ্রমার্থও সে পরিচ্ছদের পরিবর্ত্তন করিলেন না। রাণীর পুনর্ব্বার বিবাহোপলক্ষে মহা২ উৎসব হইল তাহাতে অনেকে গিয়া আমোদ আহ্লাদ করিলেন কিন্তু রাজতনয় ঐ ব্যাপার বিজাতীয় অপমান জনক জ্ঞান করিতে লাগিলেন সুতরাং তাহার সংস্রবেও গেলেন না।

যুবরাজ জনকের অকস্মাৎ নিধন প্রাপ্তির কারণ নির্দ্দিষ্ট না হওয়াতেই সাতিশয় পরিতাপান্বিত হন্। রাজসহোদর ক্লাদিয়স্ রাজ্যমধ্যে জনরব করিয়া দিয়াছিল ভূপাল হাম্‌লেত ভুজঙ্গ দংশনে কৃতান্তের করাল দশনে পতিত হইলেন। কিন্তু রাজনন্দন তদ্বিষয়ে সন্দিহান হইয়া মনে২ বিতর্ক করিতে লাগিলেন বুঝি পিতৃব্যই খল সর্প, রাজ্যলোভে আমার জনককে দংশন করিয়াছেন। বস্তুতঃ জন প্রবাদানুসারে যে অহি মহীপাল হাম্‌লেতের জীবন বিনষ্ট করে সেই ব্যক্তিই রাজ বিয়োগানন্তর সিংহাসনে উপবিষ্ট হয়।

রাজকুমারের এই সন্দেহ জননীর ব্যবহার দর্শনে প্রগাঢ় হইতে লাগিল। তাঁহাকে দেবরের প্রতি অনুরক্তা দেখিয়া এক২ বার মনে করিলেন নৃপতির প্রাণ নাশের ষড়্‌যন্ত্রে ইহাঁরও যোগ থাকিবে। ফলতঃ এই বিষম ব্যাপার মাতার জ্ঞাতসার এবং তাঁহার সম্মতি ক্রমে ঘটিয়াছে কি না এই সংশয়ও কুমারের হৃদয়ে আস্পদ করিয়াছিল।

কিয়দ্দিনানন্তর রাজনন্দন একটা কিম্বদন্তী শুনিলেন দুই

তিন দিবস অবধি নিশীথ সময়ে নৃপসদনের সম্মুখ স্থিত মঞ্চে মৃত মহীপতির আকৃতি বিশিষ্ট এক ভূত আবির্ভূত হইতেছে এবং বিভাবরীর প্রহরিগণ প্রত্যক্ষ করিয়াছে যে লোকান্তরস্থ রাজা জীবদ্দশায় সর্ব্বদা যাদৃশ পরিচ্ছদ ধারণ করিতেন ঐ দেবযোনির অবিকল সেই সজ্জা। যে সকল ব্যক্তি ভূত দর্শন করিয়াছিল তাহাদের মধ্যে রাজতনয়ের হোরেসিও নামা এক জন প্রিয় মিত্র ছিলেন অতএব ঐ জনরবে নৃপকুমারের বিশ্বাস জন্মিল। অনন্তর দর্শকেরা জিজ্ঞাসিত হইয়া ভূতের আকৃতি প্রকৃতি এবং প্রকাশের সময় বর্ণনা করত কহিল দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি অতীত হইবামাত্র মঞ্চোপরি ভূতের আবির্ভাব হয়। তাহার বর্ণ চিক্কণ, লপন কোপাপেক্ষা চিন্তার লক্ষ্মে বিলক্ষণ লক্ষিত, শ্মশ্রু সাতিশয় ভয়ানক। ফলতঃ লোকান্তর প্রাপ্ত পৃথ্বীপাল জীবদ্দশায় যদ্রূপ অঙ্গ ভঙ্গি ও মানসিক ভাব প্রকাশ করিতেন আবির্ভূত ভূত অবিকৃত তদ্রূপ ভাব ভঙ্গি সম্পন্ন। আমরা তাহাকে কত প্রকার প্রশ্ন করিয়াছিলাম কিন্তু এক বিষয়েও উত্তর দিল না। বোধ হয় একবার যেন প্রতি বচন প্রদান নিমিত্ত মস্তক উত্তোলনের উপক্রম করিয়াছিল হঠাৎ সেই সময় কুক্কুটে প্রভাতীয় রব করাতে দ্রুতগতি প্রস্থান পূর্ব্বক দৃষ্টি পথের বহির্ভূত হইল।

যুবরাজ দর্শকদিগের প্রমুখাৎ দেবযোনির বিবরণ শ্রবণ করিয়া অতিশয় চমৎকৃত হইলেন এবং মনো নিবেশ পুরঃসর তদ্বিষয়ের চিন্তা করত বিবিধ তর্ক বিতর্ক করিয়া মীমাংসা করিলেন প্রহরিদের দৃষ্ট পদার্থ আমার পিতার ছায়া বটে বোধ হয় তাঁহার কিছু জ্ঞাপ্তব্য থাকিবেক, অনর্থক আবির্ভাব হয় নাই, যাহা হউক অদ্য যামিনীযোগে প্রহরিগণ সমভিব্যাহারে প্রহরিতা করিয়া স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিতে হইল। অপর আপনা আপনি বিবেচনা করিলেন যদিও সেই অপচ্ছায় এপর্য্যন্ত কাহারো কথায় প্রত্যুক্তি করে নাই তথাপি আমি সন্তান, অপত্যস্নেহে আমার সহিত

আলাপ করিতে পারেন অতএব রাত্রি আগমনের প্রতীক্ষায় অধৈর্য্য হইতে লাগিলেন।

অনন্তর সর্ব্বরী সমাগত হইলে যুবরাজ হোরেসিও এবং মার্সেলস্ প্রহরির সমভিব্যাহারে প্রহরিতা করত ভূতের আবির্ভাব স্থানে গমন পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইয়া রহিলেন। নিশায় শিশির পতন এবং প্রবল পবনের বহনে সাতিশয় ক্লেশানুভব হওয়াতে রাজকুমার সঙ্গিগণ সঙ্গে শীতলতার প্রসঙ্গে কথোপকথন করিতে আরম্ভ করিলেন। কিয়ৎ ক্ষণ পরে দেবযোনির ছায়া প্রকাশমানা হইল তাহাতে হোরেসিও নৃপনন্দনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন ঐ দেখ ভূত আসিতেছে সুতরাং তাহাদের অন্যালাপ স্থগিত হইল।

রাজতনয় সমক্ষে প্রকাশমানা লোকান্তরস্থ পিতার ছায়া অবলোকনে বিস্ময় ও সন্ত্রাসে ক্ষণকাল ব্যাকুল হইলেন এবং উপস্থিত আকৃতি সৎ বা অসৎ, শ্রেয়ঃ বা অশ্রেয়ের লক্ষণ, এতন্নির্ণয় করণে অক্ষমতা প্রযুক্ত ঈশ্বরীয় দূত ও স্বর্গীয় কর্ম্মচারিদিগের স্তব করত আত্ম রক্ষার প্রার্থনা করিতে লাগিলেন কিন্তু বারম্বার অনিমিষ নয়নে নিরীক্ষণ করাতে ক্রমে তাঁহার ভীতি নিরাকৃত ও সাহস সঞ্জাত হইল। অনতিবিলম্বে বোধ করিলেন দেবযোনি যেন দয়া দৃষ্টি বিস্তার করিতেছে এবং তাঁহার সহিত স্নিগ্ধালাপ করিতে যেন সমুৎসুক। রাজকুমার দেবযোনির ছায়ায় জনকের অনুরূপ আকার এবং স্নেহ ও কারুণ্যের লক্ষণ প্রত্যক্ষ করিয়া সাহসে নির্ভর করত আপনার বক্তব্য ব্যক্ত করিবার উপক্রম করিলেন এবং পরম ভক্তিভাবে বিনয়গর্ভ্ভ এই বাক্য কহিতে লাগিলেন হে পিতঃ মহারাজ হাম্‌লেত, আপনকার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া যথাবিধি সম্পন্ন হইলেও আপনি কি পৃথিবীর কৌতুক ও নিশাকরের কর অবলোকন নিমিত্ত পুরর্ব্বার শ্মশান হইতে গাত্রোত্থান করিয়াছেন? আপনকার আত্মার সুস্থিরতা নিমিত্ত কর্ত্তব্য কর্ম্মের যদিস্যাৎ কিঞ্চিৎ অবশেষ থাকে আজ্ঞা করুন। দেবযোনি

যুবরাজের এতদ্বচন শ্রবণে প্রীতি প্রকাশ পুরঃসর কর প্রসারণ করিয়া সঙ্কেত করিলেন আমরা দুই জন নির্জ্জনে কথোপকথন নিমিত্ত স্থানান্তরে যাই চল। কুমার অভিনয় দর্শনে ভূতের অভিপ্রায় বুঝিয়া তৎক্ষণাৎ একাকী তাহার অনুবর্ত্তী হইতে প্রবৃত্ত হইলেন তাহাতে সমভিব্যাহারী মিত্র হোরেসিও এবং প্রহরী মার্সেলস্ নিবারণ করত তাঁহার হস্ত ধারণ করিল এবং ভয় প্রদর্শন পুরঃসর কহিতে লাগিল ভূতযোনি বিশ্বাস্য নয়, দুর্জ্জনতা পূর্ব্বক নিকটবর্ত্তি সাগর নীরে নিমগ্ন অথবা ভয়ঙ্কর ভৃগু হইতে নিক্ষেপ করিয়া অজ্ঞান করিতে পারে অতএব একাকী ইহার সহিত গমন করিও না। রাজনন্দন জননীর অসদাচরণ বিলোকনাবধি আপন জীবনে ঘৃণা করিতেন সুতরাং তদ্বিনাশের সম্ভাবনায় ভীত হইতেন না। অপর আত্মা অনশ্বর, ভূতে তাহার কোন ক্ষতি করিতে সমর্থ নহে স্বীয় বুদ্ধি ও বিবেক বলে এতদ্বিষয় নির্ণয় করিয়াছিলেন। অতএব সমভিব্যাহারি প্রহরিদের নিবারণ বচনে মনোনিবেশ করিলেন না। আপনার জিজ্ঞাসা নিবৃত্তি নিমিত্ত পুরুষসিংহের তুল্য স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইলেন। সঙ্গিরা অনিষ্টাশঙ্কায় ধারণ করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিলে বলে তাহাদের হস্ত উন্মোচন পুরঃসর দেবযোনির পশ্চাৎ গমন করিলেন।

আবির্ভূত ভূত কুমার সমভিব্যাহারে বিরল স্থান প্রাপ্ত হইলে আপনার মৌন ভঙ্গ করিয়া স্নেহান্বিত বচনে কহিতে লাগিল হে প্রিয় তনয়, আমি তোমার জনক, দেন্মার্কাধিপতি মৃত হাম্‌লেতের ছায়া, দুরাত্ম সোদরের নিষ্ঠুরতায় হত হইয়াছি, তাহার বিবরণ বর্ণন করি অবধান কর। হে পুত্র আমার প্রাণ বিয়োগের বিষয়ে তুমি যে সন্দেহ করিয়াছ তাহাই যথার্থ, তোমার পিতৃব্য ক্লাদিয়সই আমার জীবন বিনাশক। বৎস আমি জীবদ্দশায় অভ্যাসানুসারে এক দিন উদ্যানস্থ ভবনের শয়নাগারে অপরাহ্ণ সময়ে শয়ান হইয়া নিদ্রা যাইতেছিলাম আমার সুষুপ্তি দশা উপস্থিত হইলে সেই

বিশ্বাসঘাতী পাপিষ্ঠ সহোদর বিষ লতার রস আনয়ন পূর্ব্বক আমার কর্ণ কুহরে নিক্ষেপ করে। বিষ রস মানব জীবনের মহা বৈরী, সুতরাং শ্রবণ রন্ধ্র যোগে শরীর মধ্যে প্রবেশ মাত্র পারদের গতির ন্যায় সমস্ত শিরায় সঞ্চারিত হইয়া শোণিত শোষণ করিয়াছিল। তাহাতে অবিলম্বে দেহের উপরিস্থ চর্ম্ম কুষ্ঠরোগাবির্ভাবের ন্যায় গলিত ও প্রাণ বিনির্গত হয়। আমার সহোদর সিংহাসন ও রাজ মহিষী পরিগ্রহ করণাশয়ে এই রূপে আমার জীবন বিনাশ করিয়াছে। অতএব হে পুত্র যদিস্যাৎ তোমার পিতৃভক্তি থাকে আমি তোমাকে দিব্য দিয়া কহিতেছি সেই দুরাত্মার জিঘাংসা কর। পরে খেদ প্রকাশ পুরঃসর কহিতে লাগিল বৎস তোমার জননীও সদাচারা নহে, তাহার ধর্ম্মাধর্ম্ম বোধ নাই, আমার সহিত প্রথম পরিণয়ের নিয়ম উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক মদীয় অসুবিনাশককে অক্ষোভে বিবাহ করিল। যাহা হউক হে বৎস সে তোমার মাতা পরম গুরু, তাহার শরীরে তুমি হস্ত উত্তোলন করিও না, তাহার নিজ ধর্ম্মই পরকালে সমুচিত দণ্ড বিধান করিবে। তুমি কেবল কৃতঘ্ন পিতৃব্যের দুরাচারের প্রতিক্রিয়ার্থ যত্ন কর। অনন্তর যুবরাজ লোকান্তরস্থ পিতার প্রতিকৃতির সন্নিধানে কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রাণ পণে আজ্ঞাপালনাঙ্গীকার করিলে দেবযোনি তৎক্ষণাৎ তিরোহিত হইল।

ভূত অন্তর্ধান করিলে যুবরাজ নির্জনেবসিয়া মনেং বিবেচনা করিলেন পুস্তক পাঠে এবং দর্শনযোগে যে সকল বিষয়ের শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছি তাহা সর্ব্বদা স্মৃতিপথে আবির্ভূত হইলে ভূতের আদেশ পালনে যদি কোন ব্যাঘাত জন্মে অতএব সে সকল বিস্মরণ পূর্ব্বক কেবল দেব যোনির বচন ও নিদেশ মনোমধ্যে জাগরূক করিয়া রাখিব। অনন্তর সমভিব্যাহারি দিগের সন্নিধানে আগমন পূর্ব্বক আপনার প্রিয় মিত্র হোরেসিওকে গোপনে সমস্ত বিষয় কহিলেন। তদ্ব্যতীত অপর কেহই ভূতের বৃত্তান্ত জানিতে পারিল না।

পরে মার্সেলস্ এবং হোরেসিও দুই জনকেই নিষেধ করিলেন অদ্য রাত্রিযোগে যে ব্যাপার হইল কাহার নিকট প্রকাশ করিও না।

যুবরাজ হাম্‌লেতের চিত্ত পূর্ব্বাবধি ক্ষুণ্ণ ও বিকৃতিভাবাপন্ন ছিল, ভূত দর্শনের পর অধিক উদ্বেগান্বিত হইতে লাগিল। কিন্তু অন্তঃকরণের বৈক্লব্য অবলোকনে পাছে পিতৃব্য আপনার মানস জানিতে পারে এবং পিতার মৃত্যুর বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ যাহা প্রকাশ ছিল তদপেক্ষা অধিক বিবরণ অবগত হইবার কথা শুনিয়া পাছে সাবধান হয় এই নিমিত্ত মনেং পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন আমি আপন মানসিক এই উদ্বেগ উন্মাদ রূপে প্রকাশ করি। ফলতঃ যদি উন্মত্তের তুল্য আচার ব্যবহার করি তাহা হইলে পিতৃহন্তা পিতৃব্য আমার মনস্থ অবগত হইতে পারিবেক না মনের চাঞ্চল্য কৃত্রিম উন্মাদে আচ্ছন্ন হইলে তজ্জন্য সন্দেহই জন্মিবেক না যদি হয় সামান্য ভাবে হইবেক।

অতএব নৃপতনয় তৎকালাবধি বাতুলের বেশ ধারণ পুরঃসর তদ্রূপ আচার ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলেন তাহাতে আপন সংকল্প সিদ্ধি করিয়া কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনাও হইল কেননা ক্লাদিয়স্ ও নৃপজায়া ভূতের আবির্ভাব বৃত্তান্ত জানিতে পারে নাই সুতরাং জনকের অকালে করাল কাল করে নিপাত নিমিত্ত যুবরাজের শোকাবেগ এবং তজ্জন্য চিত্ত বিক্ষেপ অনুমান করিতে অক্ষম হইয়া মনে করিল কুমার কন্দর্প বাণে বিদ্ধ মনাঃ হইয়া প্রেম পীড়ায় পীড়িত হইয়াছেন।

যুবরাজ হাম্‌লেত উক্ত প্রকারে উন্মত্তের আকার ধারণ করণের অগ্রে রাজমন্ত্রির পরম সুন্দরী ওফিলিয়া নাম্নী কন্যার সহিত প্রণয়াভিলাষী হইয়াছিলেন এবং সেই কামিনীর প্রতি প্রেমানুরাগ প্রকাশ পূর্ব্বক অঙ্গুরী প্রদান করিয়া সর্ব্বদা লিপি প্রেরণ করিতেন। মন্ত্রি কন্যাও কুমারের গুণে আকৃষ্ট মনা হইয়া অনুরাগিণী হন্ এবং বিবিধ

প্রকারে আপনার প্রণয়চিহ্ন প্রকাশ করেন সুতরাং তাঁহাদের পরস্পর পরিণয় অবধারিত হয়। কিন্তু কুমার যদবধি জনকের মৃত্যু বিবরণ অবগত হইলেন তদবধি শোকে ব্যাকুল হওয়াতে নায়িকা প্রণয় বিসর্জ্জন দিলেন এবং সেই সময় হইতে কামিনীর সহিত প্রণয়ি ব্যবহার না করিয়া বরং অসদাচরণ করিতে লাগিলেন। মন্ত্রি কন্যা অতিশয় গুণবতী এবং বুদ্ধি বিবেকে বিভূষিতা ছিলেন প্রণয়ির হঠাৎ এবম্বিধ ভাব অবলোকন করিয়া মনে করিলেন নৃপনন্দনের মনঃ অবশ্য অন্য কোন মানসিক ক্লেশে বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকিবে যেহেতু তাল লয় বিহীন বাদ্য যাদৃশ কর্কশ ধ্বনি তুল্য বোধ হয় চিত্ত ক্ষোভ হেতু এক্ষণে প্রণয়ালাপও প্রিয়তমের শ্রবণপথে তদ্রূপ নীরসবৎ ভাসমান হইতেছে অতএব নায়কের এই অন্তঃকরণ বিকারে কারণান্তর থাকিবেক সুতরাং প্রণয়ির বিপরীত ব্যবহারে আপনি ক্ষুব্ধ হইলেন না এবং তাঁহাকেও কিছু অনুযোগ করিলেন না।

নৃপনন্দন হাম্‌লেত সেই সময় পিতৃহন্তার প্রতি হিংসা করণার্থ ব্যস্ত সমস্ত থাকাতে যদিও প্রণয়িনীর সহিত সপ্রণয় ব্যবহার করিলেন না বরং অন্তঃকরণের উদ্বেগ জন্য কখন২ বিপরীতাচার করিতে লাগিলেন তথাপি কামিনীর প্রতি অনুরাগ তাঁহার অন্তর হইতে একেবারে অন্তর হইল না। শোকাবেগে অপ্রণয়ির কর্ম্ম করিয়া অব্যবহিত পরেই মনোমধ্যে অনুতাপ করিতেন রমণীর প্রতি অন্যায় অসদাচরণ বা কাঠিন্য ব্যবহার করিলাম। অতএব কৃত্রিম উন্মাদের অনুসারে অসঙ্গতার্থ শব্দ বিন্যাস পূর্ব্বক মধ্যে২ প্রণয়িনীর নিকট যে পত্র প্রেরণ করিতেন তাহাতে স্নেহ প্রকাশক দুই এক পদও থাকিত। যুবতী সেই লিপি দর্শনে আপন মনোমধ্যে প্রবোধ দিতে পারিতেন যুবরাজ তাঁহার প্রণয় বিস্মৃত হন নাই। রাজকুমার একবার প্রিয়তমার প্রতি লিপিযোগে এই প্রকার অসঙ্গতার্থ বাক্যে প্রেম প্রকাশ করেন যথা হে সুন্দরি নভোমণ্ডলোদ্দীপক নক্ষত্রমণ্ডল

অনল পদার্থ কি না এবং দিবাকর ভ্রমণ করেন কি না অপর সত্য পদার্থ মিথ্যা কি না ঈদৃশ সংশয়কে আপন মনে স্থান দান করিও কিন্তু আমি তোমার প্রেমাসক্ত কি না এমত সন্দেহ যেন ত্বদীয় মানসে কদাপি স্থান প্রাপ্ত না হয়। মন্ত্রিসুতা ওফিলিয়া ঐ লিপি প্রাপ্ত হইয়া আপনার পিতাকে দেখাইলেন। মন্ত্রী তাহা রাজসদনে লইয়া গিয়া কৌতুক করত রাণী ও তদীয় নায়ক ক্লাদিয়সের জ্ঞাতসার করিলেন। অতএব তাঁহাদের দৃঢ় প্রতীতি হইল যুবরাজ হাম্‌লেত কেবল প্রেম পীড়ায় পীড়িত এবং তজ্জন্যই তাঁহার উন্মাদ। নৃপমহিষী মন্ত্রির প্রমুখাৎ শুনিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করত কহিলেন ওফিলিয়ার রূপ লাবণ্য দর্শনে পুত্রের উন্মত্ততা হইয়া থাকিলে ভাল বটে পরিণয় হইলেই সন্তান সুস্থ হইবে এবং এ বিবাহে উভয়ের গৌরব আছে।

কিন্তু যুবরাজের চিত্তবিক্ষোভ বাস্তবিক প্রেম পীড়ায় জন্মে নাই সুতরাং নৃপাঙ্গনা প্রতীকারের যে উপায় মনে করিলেন তাহাতে শান্তির সম্ভাবনা ছিল না। পিতৃভক্ত রাজতনয় জনকের আকার বিশিষ্ট দেবযোনির দর্শনাবধি তাহার আদেশে যে চিন্তায় চিন্তিত হন্ তাহাই তাঁহার অন্তঃকরণকে ব্যাকুল করিয়া রাখিয়া ছিল। যাবৎ পিতৃহন্তার প্রতিহিংসা না করিলেন তাবৎ মনের উদ্বেগ দূরীভূত হইল না। বরং যত কাল বিলম্ব হইতে লাগিল ততই পিত্রাজ্ঞায় অবজ্ঞা করিলাম বলিয়া পাপভয়ে সমধিক বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিলেন। জনকের বৈরি ক্লাদিয়স্ যখন বাহিরে বসিতেন তখন তদীয় শরীর রক্ষার নিমিত্ত প্রহরিগণ চতুর্দিকে দণ্ডায়মান থাকিত এবং অন্তঃপুরস্থ হইলে আপনার জননী নৃপমহিষী তাহার পার্শ্বে অবস্থিতি করিতেন সুতরাং কুমার পিতৃদ্বেষির অসু বিনাশ পূর্ব্বক বৈর নির্যাতন করিয়া সংকল্প সিদ্ধ করা সুযোগ বিরহে কঠিন কর্ম্ম জ্ঞান করিতে লাগিলেন। অপর যদিও ক্লাদিয়স্ তাঁহার পৈতৃক রাজ্যাধিকার বিনষ্ট করিয়াছিলেন তথাপি গর্ভধারিণীর পৌনর্ভব ভর্ত্তা

হওয়াতে সহসা সংকল্পিত সাধনে শঙ্কাও হইতে লাগিল বিশেষতঃ কোমল প্রকৃতি প্রযুক্ত একটা সহযোগি জীবের জীবন বিনাশ মহা ভয়ানক ও ঘৃণাকর বোধ হইল। ফলতঃ রাজনন্দন বহু দিবসাবধি পিতৃব্যের প্রতি সন্দিহান হইয়া ক্ষুণ্ণমনা ছিলেন বটে কিন্তু বিশেষ প্রমাণ কিছুই প্রাপ্ত হন্‌ নাই কেবল দেবযোনির প্রমুখাৎ তদ্বিবরণ শ্রবণ করিলেন। ভূতে সকল আকার ধারণ করিতে পারে তদ্বিষয় অবগত থাকাতে সেই অপচ্ছায় বস্তুতঃ জনকের ছায়া কিনা তাহাতেও সংশয় হইল সুতরাং কখনং মনে করিলেন জন্মদাতার আকৃতি ধারণ পুরঃসর কোন ভূত বুঝি ঘোর প্রাণিহত্যার পাপে প্রবৃত্তি দিয়া গেল। অপর একং বার ঈদৃশী আশঙ্কা করিতে লাগিলেন দেবযোনির ছায়া দর্শন স্বপ্ন ও ভ্রান্তি যোগেও হইতে পারে অতএব পিতার আকৃতি ধারি ভূতের বিষয়ে সংশয়ান্বিত হইয়া অবশেষে নিদ্ধার্য্য করিলেন প্রবল প্রমাণ না পাইলে সংকল্পিত কার্য্য সমাধা করণে অগ্রসর হইব না।

যুবরাজ আপনার কর্ত্তব্য বিষয়ে উক্ত প্রকার মত স্থির করিয়া কিঞ্চিৎ শান্ত হইলে কিয়দ্দিন পরে কতিপয় নট নাট্যক্রিয়া করিবার আশয়ে রাজসভায় আসিয়া উপস্থিত হইল। কুমার সেই নটদিগের নাট্য ইতিপূর্ব্বে একবার অবলোকন করিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে এক জন ত্রয় দেশের অধিপতি প্রায়েমের মৃত্যুর পর তদীয় মহিষীর শোক সন্তাপ অপূর্ব্ব ভাব ভঙ্গি সহকারে বক্তৃতা পূর্ব্বক যে অভিনয় করে তাঁহার স্মরণ পথে তাহা জাগরূক ছিল। অতএব পরিচিত চারণ গণের যথেষ্ট সমাদর করিয়া সেই নাট্যের পুনর্বার অভিনয় করিতে অনুরোধ করিলেন। সুশিক্ষিত নট রাজনন্দনের আদেশে অবিকল ভাব ভঙ্গি সহিত সেই নাট্যের অভিনয়ে প্রবৃত্ত হইল এবং ত্রয়ের প্রাচীন রাজা নিষ্ঠুরতা পূর্ব্বক নিহত ও প্রজাপুঞ্জ ছিন্ন ভিন্ন এবং অগ্নিদ্বারা নগর দাহ হইলে রাজমহিষী শোকে ব্যাকুলা হইয়া যে

প্রকারে বিলাপ করেন অর্থাৎ নৃপরমণী আপনার যে মস্তকে মহার্হ মণিময় মুকুট ধারণ করিতেন তাহাতে আচ্ছাদন মাত্র নিমিত্ত ছিন্ন বসন এবং যে কটিদেশে রাজপরিচ্ছদ অহর্নিশ শোভা পাইত তাহাতে জীর্ণ এক খণ্ড কম্বল মাত্র অর্পণ পূর্ব্বক রিক্ত পদে প্রাসাদের নিম্নদেশে অবিশ্রান্ত পর্য্যটন করত যদ্রূপে শোক প্রকাশ করেন তাহা আশ্চর্য্য প্রকারে অভিনয় করিয়া দেখাইল। নটের ভাব ভঙ্গি দর্শনে দর্শকগণের অনুভব হইতে লাগিল যেন ত্রয়ের রাজমহিষীর শোক সন্তাপ সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিতেছি সুতরাং সকলের নয়ন বাষ্পে পরিপূর্ণ হইল নাট্যকারীও ভাবে গদ্গাদ হইয়া আপনাকে যথার্থ রাজাঙ্গনা জ্ঞানে তাদৃক্ দুঃখ প্রকাশ করত লোচন নীরে ভাসিতে লাগিল। এই নাট্য সমাপন হইলে রাজতনয় স্বীয় মনোমধ্যে বিতর্ক করিতে লাগিলেন এ নট ত্রয় দেশীয় রাজমহিষীকে কদাপি নয়ন গোচর করে নাই, কত শত বৎসর অতীত হইল সেই মহিলার মৃত্যু হইয়াছে, এ ব্যক্তি তাহার দুরবস্থার বিষয় অভিনয় করিতে প্রবৃত্ত হইয়া আপন কল্পনায় আবির্ভূত তদীয় দুঃখ অনুভব করত মহা বিষণ্ণ হইল এবং তন্নিমিত্ত অজস্র অশ্রুপাত করিল। আঃ আমার অন্তঃকরণ কি পাষাণময়, আমার জনককে এক জন প্রাণে নিহত করিল আমি তজ্জন্য শোক সন্তাপ পরিত্যাগ করিয়া নিশ্চিন্ত বসিয়া আছি, পিতৃহন্তাকে প্রতিফল প্রদানেয় অভিপ্রায় অন্তর হইতে অন্তর হইয়া গিয়াছে ফলতঃ সে মানসকে সংপ্রতি যেন শয্যাগত বা পঙ্কিল হ্রদে নিমগ্ন করিয়া নিরুদ্বেগ আছি। তদনন্তর নাটকে বর্ণিত অন্যান্য মহোদয়ের জীবন চরিত্র স্মৃথিপথে উদিত হইল এবং তদ্বিষয় চিন্তা করিতেং সাক্ষাৎ দর্শন কারির ন্যায় মনোমধ্যে তত্তৎ ভাবের উদয় হইতে লাগিল। তৎপরে এক জন প্রাণ হন্তার ব্যাপার স্মৃতি পথারূঢ় হইল, সে ব্যক্তি নাটক দর্শন করিতে গিয়া প্রাণহন্তার বেশধারি নটের ভাব ভঙ্গি বিলোকনে আত্মবিস্মরণ পূর্ব্বক স্বয়ং স্বীয় কুক্রিয়া

স্বীকার করিয়াছিল। অতএব হাম্‌লেত পিতৃহন্তার প্রতি-হিংসার্থ পুনর্ব্বার ব্যস্ত হইয়া তদ্বিষয়ে সন্দেহ নিরসন নিমিত্ত যুক্তি পূর্ব্বক উপায় স্থির করিলেন এই চারণ গণকে গোপনে উপদেশ দিয়া রাজসভায় পিতৃব্য সমক্ষে একটা হত্যার ব্যাপার বর্ণন পূর্ব্বক এক দিন নাট্য ক্রিয়া করাই, তাহা হইলে নাট্য দর্শনে পিতৃব্যের কিরূপ ভাবোদয় হয় আকার ইঙ্গিতে অবশ্য প্রকাশ পাইবে তাহাতে তিনি আমার পিতৃহন্তা কি না নিশ্চয় করিতে পারিব। রাজকুমার মনোমধ্যে এই পরামর্শ করিয়া পিতৃহত্যার ব্যাপারের তুল্য এক গল্প রচনা পূর্ব্বক তদুপলক্ষে অপূর্ব্ব নাটক প্রস্তুত করাইলেন এবং তাহার অভিনয়ার্থ চারণ দিগকে অনুমতি দিয়া রাজসিংহাসনাধিষ্ঠিত পিতৃব্য এবং রাজমহিষীকে দর্শনের নিমন্ত্রণ করিলেন।

এই নূতন নাটকে বায়না দেশীয় এক জন সম্ভ্রান্ত মনুষ্যের হত্যার ব্যাপার কল্পিত হইয়াছিল, সেই মান্য পুরুষের নাম গঞ্জেগ, তাহার বনিতা ব্যাপ্তিস্তা নাম্নী। নটেরা এই নবীন নাট্যে সেই মর্য্যাদাবান্ পুরুষ লুসিয়ানস্ নামক এক জন আত্মীয় ব্যক্তির দ্বারা সম্পত্তি হরণ মানসে উদ্যানস্থ ভবনে বিষলতার রস যোগে যে প্রকারে নিহত হন্ এবং তদীয় মহিলা স্বল্প কাল মধ্যে স্বামি শোক বিস্মরণ পূর্ব্বক যদ্রূপে তাহার প্রণয়িনী হয় অবিকল ভাব ভঙ্গি প্রদর্শন পূর্ব্বক অভিনয় করিতে আরম্ভ করিল।

নৃপকুমার এই নাট্য যোগে আপনার সংশয় নিরাকরণ নিমিত্ত যে বাগুরা বিস্তার করিলেন রাজা ক্লাদিয়স্ তাহা জানিতে পারেন নাই, সুতরাং নূতন নাট্য দর্শন নিমিত্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া স্বীয় প্রেয়সী এবং সভাসদ্‌গণ সমভিব্যাহারে পরিষন্মধ্যে আসিয়া অধ্যাসীন হইলেন। নাট্য অবলোকনে পিতৃব্যের মুখে কি প্রকার ভাবের চিহ্ন আবির্ভূত হয় তন্নিরীক্ষণ নিমিত্ত রাজতনয় তাঁহার অদূরে উপ-

বেশ করিলেন। অনন্তর নাট্য ক্রিয়ার আরম্ভ হইলে গঞ্জেগ ও তাহার বনিতা ব্যাপ্তিস্তায় কিয়ৎক্ষণ পরস্পর প্রণয়ালাপ হইতে লাগিল তাহাতে ব্যাপ্তিস্তা বল্লভের প্রতি সাতিশয় অনুরাগ প্রকাশ পূর্ব্বক দৃঢ় প্রণয়ের প্রমাণ নিমিত্ত প্রতিজ্ঞা করিল নাথ ঈশ্বর না করুন যদিস্যাৎ দুরদৃষ্ট বশতঃ অথবা কাল সহকারে কদাচিৎ তোমাবিহীন হইয়া বিধবা হই, তথাপি অন্য পুরুষকে আর পাণি দান করিব না। তোমার সাক্ষাৎ শপথ করিলাম যদি পুরুষান্তর গামিনী হই যেন পাপের নিষ্কৃতি না হয়। হে প্রিয়তম যে সকল দুঃশীলা মহিলা পতি ঘাতিনী, তাহাদেরই ঐ রূপ ব্যবহারে প্রবৃত্তি হয়। যুবরাজ হাম্‌লেত এই সময়ে পিতৃব্যের প্রতি নেত্রপাত করাতে নিরীক্ষণ করিলেন কনিষ্ঠ তাতের বদন বিবর্ণ এবং জননীর বৈরক্তি ভাবের আবির্ভাব হইতেছে। তদনন্তর নাট্য প্রতিপাদ্য উপন্যাসানুসারে যখন এক জন নট লুসিয়ানসের রূপ ধারণ পূর্ব্বক উদ্যান সদনে পর্য্যঙ্কোপরি সুখ সুপ্ত গঞ্জেগের শরীরে বিষলতার রস সংযোগ নিমিত্ত গমনের অভিনয় করিল তখন প্রাচীন রাজা হাম্‌লেতকে বিষ প্রয়োগ পুরঃসর বিনষ্ট করণের ব্যাপার ক্লাদিয়সের স্মৃতিপথারূঢ় হওয়াতে বিজাতীয় চাঞ্চল্য হইল অতএব নাট্যশালায় অধিক কাল অবস্থিতি করিতে অসমর্থ হইয়া ভৃত্যদিগকে শয়নাগারে আলোক দানের আজ্ঞা দিলেন এবং পীড়ার ছলে ঝটিতি নাট্যশালা হইতে বহির্গত হইয়া গেলেন। রাজা সভা হইতে উত্থান করিলে সুতরাং নাট্যক্রিয়া স্থগিত হইল। কুমার পিতৃব্যের এই ভাব অবলোকন করিয়া এক্ষণে ব্যপেতসন্দেহ হইলেন এবং বন্ধু হোরেসিওর নিকট কহিতে লাগিলেন দেববোনির প্রমুখাৎ যাহা২ শুনিয়াছি সকলই সত্য, আমার ভ্রম বিলসিত নহে, অতএব কোন বিষয়ে সংশয় নিরাস হইলে অন্তঃকরণ মধ্যে যাদৃক্ সন্তোষ জন্মে, তাদৃশ সন্তোষান্বিত হইয়া ব্যক্ত করিলেন যাহা হউক ভূতের দর্শনে আমার

যথেষ্ট লভ্য হইয়াছে। পরে বিবেচনা করিতে বসিলেন এখন পিতৃহন্তা পিতৃব্যের প্রতিফল প্রদান নিমিত্ত কি উপায় করি। যুবা হাম্‌লেত একাকী এতদ্বিষয়ে তর্ক বিতর্ক করিতেছেন, ইত্যবসরে রাজমহিষী কথোপকথন করণার্থ আপনার নিভৃতালয়ে তাঁহাকে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন।

ক্লাদিয়স্ ঐ নাট্যে রাজকুমারের ষড়যন্ত্র জানিতে পারিয়া শঙ্কান্বিত হইয়াছিলেন একারণ রাণীকে সঙ্কেত করেন তনয়কে সন্নিধানে আহ্বান পূর্ব্বক সকোপ বাক্যে অনুযোগ করিয়া বিজ্ঞাপন কর তোমার আচরণে আমাদের ক্রমশঃ সাতিশয় অসন্তোষ জন্মিতেছে। রাজ্ঞী প্রিয়ের আজ্ঞা পালন নিমিত্ত কথোপকথন করিবার ছলে কুমারকে নিকটে ডাকেন। ক্লাদিয়স্ ঐ বিষয়ে তাঁহাদের মাতা পুত্রে কি প্রকার কথাবার্ত্তা হয় শ্রবণের নিমিত্ত যৎপরোনাস্তি উৎসুক হইলেন যদিও রাণীর প্রণয়ানুরাগ তৎকালাবধি দেদীপ্যমান দেখিয়া তাঁহার প্রমুখাৎ যুবরাজের সকল বাক্য শ্রবণের সম্পূর্ণ আশ্বাস করিতেন তথাপি সংশয়াকুলতা প্রযুক্ত বিতর্ক করিতে লাগিলেন অপত্যস্নেহ স্বভাবতঃ বলবান্, কি জানি রাণী যদি স্নেহপরবশ হইয়া তনয়ের প্রতি পক্ষপাতিতাচরণ পুরঃসর অবিকল সকল ব্যক্ত না করেন অতএব মাতাপুত্রের তাবৎ কথোপকথন গোপনে শ্রবণ পূর্ব্বক জ্ঞাপন নিমিত্ত রাজ্যের প্রাচীন মন্ত্রি পোলোনিয়স্‌কে রাজ জায়ার ভবনান্তর্ব্বর্ত্তি যবনিকার ব্যবধানে অবস্থিতি পূর্ব্বক শুনিতে পাঠাইয়া দিলেন। পোলোনিয়স্ মন্ত্রী ধূর্ত্ত শিরোমণি, এতাদৃশ ব্যাপারে ব্যাপৃত হইবার উপযুক্ত ছিল। সে ব্যক্তি ক্রমাগত রাজ্যসংক্রান্ত ব্যাপারের বিপর্য্যয় করিয়াও চাতুর্য্য প্রভাবে বিশিষ্ট নীতিজ্ঞ বলিয়া বিখ্যাত হয়। অতএব রাজার ইঙ্গিত মাত্রে রাজ্ঞীর আলয়ান্তর্ব্বর্ত্তি তিরস্করিণীর অন্তরালে গমন পুরঃসর দণ্ডায়মান হইয়া রহিল।

যুবরাজ গৃহাভ্যন্তরে আসিয়া উপস্থিত হইলে রাজমহিষী তাহার অসদাচরণ নিমিত্ত ভর্ৎসনা করিয়া কহিলেন হাম্‌লেত তুমি তোমার পিতার নিকট অতিশয় অপরাধী হইয়াছ। রাণী প্রিয় দেবর ক্লাদিয়সের পুনর্ভূ হইয়া তদবধি তাহাকে হাম্‌লেতের পিতা বলিয়া আহ্বান করিতেন। কিন্তু কুমার পিতৃহন্তা ব্যক্তিকে পিতা বলিয়া কদাপি গণ্য করেন নাই অতএব নৃপাঙ্গনাকে আপনার পক্ষ হইয়া তাহার প্রতি ঐ রূপ সম্মানান্বিত বচন প্রয়োগ করিতে দেখিয়া অন্তর্ব্যথিত এবং কোপে কম্পিত কলেবর হইয়া উত্তর করিলেন জননি আপনি আমার জনক সন্নিধানে বিস্তর ত্রুটি করিয়াছেন। রাজ্ঞী ঈষৎ কোপাবেশে বলিলেন এ কি উত্তর হইল? যুবরাজ কহিলেন প্রস্তাবের উপযুক্ত প্রতিবচন হইয়াছে। পরে নৃপরমণী রোষ প্রকাশ পুরঃসর জিজ্ঞাসিলেন যাহার সহিত কথা কহিতেছ ইহাকে কি ভুলিয়া গিয়াছ? নৃপনন্দন সাক্ষেপ বচনে উত্তর করিলেন আঃ বিস্মরণ হইলেই তো ভাল হইত, ভুলিয়াছি কোথায়? তুমি আমার মাতা, মৃত মহারাজের পট্ট মহিষী, এক্ষণে দেবরের পুনর্ভূ হইয়াছ, এ সকল বিষয় আমার মনোমধ্যে সতত প্রকাশ পাইয়া যৎপরোনাস্তি যাতনা দিতেছে। রাণী এই কথা আকর্ণন করিয়া কহিলেন কি আমাকে অবজ্ঞা করিলে? এই দণ্ডে গমন করিয়া তোমার অনুরূপ ব্যক্তি দিগকে এখানে পাঠাইয়া দিতেছি, তাহারাই তোমার সঙ্গে উচিত আলাপ করিবে। ইহা কহিয়া মন্ত্রি পোলোনিয়স্ অথবা রাজা ক্লাদিয়স্‌কে যুবরাজ সন্নিধানে প্রেষণ নিমিত্ত ক্রোধভরে বহির্গমনোদ্যতা হইলেন। কুমার এক্ষণে জননীকে নির্জ্জনে পাইয়াছিলেন অসদাচরণ নিমিত্ত পুনঃ২ অনুযোগ করিলে যদি মাতার মনোমধ্যে ঘৃণা এবং চৈতন্যের উদয় হয় এতদাশয়ে তাঁহাকে গৃহ হইতে নির্গমন করিতে দিলেন না, প্রস্থানের উপক্রম দেখিয়া বলে বাহু ধারণ পূর্ব্বক বসাইলেন। রাণী তনয়ের কাঠিন্যাচরণ দর্শনে ভীতা হইলেন এবং মনে

করিতে লাগিলেন পুত্র একবার ক্ষিপ্ত হইয়াছিল, বুঝি পুনর্বার উন্মাদের উদয় হইল, পাছে আর কোন উৎপাত করে, অতএব সাতিশয় আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিলেন। তাহাতে যবনিকার পশ্চাদ্ভাগ হইতে এই শব্দ হইতে লাগিল রাজ্ঞীকে রক্ষা কর, রাজ্ঞীকে রক্ষা কর। এই শব্দ কর্ণগোচর হইবা মাত্র রাজনন্দন মনে করিলেন ক্লাদিয়স্ তিরস্করিণীর অন্তরালে লুক্কায়িত হইয়া আছেন অতএব তৎক্ষণাৎ তূণ হইতে তীক্ষ্ণ বাণ নিষ্কাসন পূর্ব্বক শরাসনে সন্ধান করিয়া সেই শব্দের দিকে লক্ষ্য করত নিক্ষেপ করিলেন এবং তদনন্তর আর কোন শব্দ শ্রুতি গোচর না হওয়াতে অনুমান করিলেন দুরাত্মা ক্লাদিয়স্ বাণে বিদ্ধ হইয়া গত প্রাণ হইয়াছে। কিন্তু পরে যখন পর্দ্দার বাহিরে গমন পূর্ব্বক শব আকর্ষণ করত সম্মুখে আনিলেন তখন দেখিতে পাইলেন মৃতব্যক্তি ক্লাদিয়স্ নহে, পোলোনিয়স্ মন্ত্রী পরাধিকার চর্চ্চা করিয়া গোপনে যবনিকার ব্যবধানে ছিল, বাণে বিক্ষত হইয়া পঞ্চত্ব পাইয়াছে। নৃপভামিনী সম্মুখে শব দর্শনে চমৎকৃতা হইয়া কহিলেন হা কপাল এ কি? হাম্‌লেত তুমি অপরিণাম দর্শী হইয়া বাণ মোচন করত একটা মহাপ্রাণি বিনষ্ট করিলে। যুবরাজ এক্ষণে রোষ পরবশতা প্রযুক্ত অক্ষান্তি দ্বারা আক্রান্ত হৃদয় হইয়াছিলেন অতএব স্পষ্ট বাক্যে কহিতে লাগিলেন মা আমি একটী মানবের প্রাণ হত্যা করিয়া কুকর্ম্ম করিলাম সত্য বটে, কিন্তু তুমি অবনীপতির জীবন বিনাশ পূর্ব্বক তদীয় বিশ্বাস ঘাতি সোদরকে বর মাল্য দিয়া যে জঘন্য কার্য্য করিয়াছ এ তত্তুল্য ঘৃণ্য নহে।

যদিও মহাগুরু পিতামাতার দোষের কথা সন্তানদিগের বাচ্য নহে তথাপি গুরুতর অপরাধে উগ্রতাবলম্বন পূর্ব্বক তাঁহাদের প্রতি কঠিন বচন প্রয়োগ অবিধেয় নয় কেননা তাহাতে কুৎসিত বর্ত্ম হইতে প্রত্যানয়নের সম্ভাবনা, সুতরাং তাহা জনক জননীর হিতার্থ ব্যতিরিক্ত অপবাদার্থ বলা-

যায় না। অতএব নৃপকুমার ধার্ম্মিক হইয়াও মাতার প্রতি ঐ রূপ কটূক্তি করিলেন এবং তাঁহার আচরণের জঘন্যতা দর্শাইয়া অনুযোগ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন তুমি আমার জনককে কি একেবারে বিস্মরণ করিয়াছ কেননা তাঁহার পরলোক প্রাপ্তির পর অত্যল্প কাল মধ্যে তদীয় প্রাণ হিংসকের লোকবিগীতা বনিতা হইলে? আমার জনকের সহিত প্রথম পরিণয় সময়ে কি২ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে স্মরণ কর দেখি। তোমার ইদানীন্তন ব্যবহার দেখিয়া অবলা কুলের সকল প্রতিজ্ঞাতেই সন্দেহ জন্মায় এবং তাবৎ ধর্ম্ম ভণ্ড-তাচ্ছন্ন রূপে সপ্রমাণ হয়। অপর বিবাহের শপথ দ্যূত-কারির দিব্যের তুল্য অস্থির এবং ধর্ম্ম কথা কেবল কথার কথা বোধ হয়। মা তুমি যে কর্ম্ম করিয়াছ তাহাতে স্বর্গ সলজ্জ এবং ধরণী ভারাক্রান্তা হইয়াছেন। আমার মহাত্মা পিতা এবং দুরাত্মা পিতৃব্যের এই দুই খানি প্রতিমূর্ত্তি সম্মুখে আছে, নয়ন উন্মীলন পূর্ব্বক অবলোকন করিয়া বিবেচনা কর দেখি, উভয়ের মধ্যে কত প্রভেদ। এই মূর্ত্তির ভ্রূলতা কেমন শোভান্বিতা, দেবতার ন্যায় কি সুন্দর মনোহর রূপ, আহা ইহার শিরস্য কেশ সরস্বতীর চিকুরের সদৃশ অতি রমণীয়। ললাট বৃহস্পতি তুল্য কেমন চিক্কণ, নয়নের তারা মঙ্গল গ্রহের ন্যায় কি সুন্দর উজ্জ্বল। আহা শৈলোপরি উত্থিত বুধ নামা নক্ষত্র যেমন স্বর্গাভিমুখে গমন করেন তাঁহার সমান এই আকৃতি যেন শোভন গমন করিতেছেন। মা তোমার প্রথম পরিণেতার এই প্রতিকৃতি, নিরীক্ষণ করিয়া স্মরণ কর। তদনন্তর ক্লাদিয়সের প্রতিমূর্ত্তি প্রদর্শন করত কহিলেন এক্ষণে যাহার অঙ্কলক্ষ্মী হইয়াছ এই তাহার আকৃতি, অবলোকন কর, এ দুরাত্মা স্বভাবতঃ কুৎসিতাকার, তেজস্বি সহোদরের প্রাণ সংহার করিয়া কীদৃশ পরিম্লান ও নিষ্প্রভ হইয়াছে দেখিলে? রাজমহিষী সন্তানের অনুযোগ শ্রবণ এবং স্বামি দেবরের প্রতিকৃতি অলোকন করিয়া গভীর ভাবে চিন্তা করত এক্ষণে বুঝিতে পারিলেন যৎপরোনাস্তি

কুক্রিয়া করিয়াছি এবং আপনার গর্ব্বজ পুত্র তদ্বিষয়ে চৈতন্যোদয় করিয়া দেওয়াতে লজ্জিতা হইলেন। তদনন্তর কুমার জিজ্ঞাসা করিলেন মা যে দুরাত্মা তোমার পরিণেতার প্রাণ হত্যা পূর্ব্বক চোরের তুল্য চাতুর্য্য করিয়া রাজসিংহাসন হরণ করিয়াছে এখনও কি গৃহিণী হইয়া তাহার সহিত সহবাসের বাসনা করিবে? এই সময়ে যে দেবযোনি মৃত মহারাজ হাম্‌লেতের জীবদ্দশার আকৃতি ধারণ পূর্ব্বক পূর্ব্বে যুবরাজকে দর্শন দিয়াছিল সেই দেবযোনির ছায়া রাণীর ভবনাভ্যন্তরে প্রকাশমানা হইল। রাজনন্দন অবলোকন মাত্রে সাশঙ্ক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন কি আদেশ হয়? ভূত কহিল আমার অসুবিনাশকের প্রতি হিংসা করিতে অঙ্গীকার করিয়া বিস্মৃত হইয়াছ এতাদৃক্ বোধ হওয়াতে স্মরণ করিয়া দিবার জন্য আগমন করিলাম। হে পুত্র তোমার জননীর সহিত কথোপকথন কর নচেৎ শোক ও সন্ত্রাসে ইহার প্রাণ নাশের সম্ভাবনা। সেই অপচ্ছায় রাণীর দৃষ্টিপথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তনয়ের নয়ন গোচরে দণ্ডায়মান হইয়াছিল সুতরাং কুমার চিহ্ন অথবা বাক্য দ্বারা বর্ণনা করিয়া দেবযোনিকে জননীর পরিচিত করিতে পারিলেন না। রাজ্ঞী কুমারকে অদৃষ্ট ব্যক্তির সহিত কথোপকথন করিতে দেখিয়া সভয়ান্তঃকরণে বিবেচনা করিতে ছিলেন এখনও বুঝি পুত্রের উন্মাদ শান্তি হয় নাই। যুবরাজ জননীর অভিপ্রায় বুঝিয়া তাঁহাকে কহিলেন মা এমত বিবেচনা করিও না যে আমার এই সমস্ত বাক্য উন্মত্ত প্রলাপ, তোমার দুষ্ক্রিয়া জন্য জনক মহাশয়ের ছায়া অবনী মধ্যে প্রকাশমানা হইয়া এ সকল কথা কহিলেন, আমার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক নাড়ী নিরীক্ষণ কর কোন ধাতুর বৈষম্য হয় নাই, আমি সজ্ঞানাবস্থায় আছি, ক্ষিপ্ত নহি। পরিশেষে বাষ্পাকুল লোচন হইয়া নিবেদন করিলেন মা আপনার অতীত কুক্রিয়া নিমিত্ত এক্ষণে জগদীশ্বর সন্নিধানে ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং দুরাত্মা ক্লাদিয়স্‌কে পরিত্যাগ পূর্ব্বক

অসৎ সংসর্গ হইতে নিবৃত্ত হও। তুমি আমার জনকের প্রতি সম্মান দর্শাইলে আমিও তোমাকে শ্রদ্ধেয় মাতা জানিয়া তোমার নিমিত্ত পরমেশ্বরের নিকট অনুগ্রহ প্রার্থনা করিব। রাজ্ঞী পুত্রের সদুপদেশে প্রবোধ প্রাপ্ত হইলেন এবং তাঁহার অভিপ্রায়ানুসারে ব্যবহার করিতে অঙ্গীকার করিলেন অতএব মাতাপুত্রের কথোপকথন সমাপ্ত হইল।

অনন্তর রাজনন্দন হাম্‌লেত অবকাশ লাভে বিবেচনা করিতে লাগিলেন অপরিণাম দর্শী হইয়া তখন্ কাহার প্রাণ হত্যা করিলাম। তাহাতে স্মরণ হইল যে ওফিলিয়া তাঁহার প্রেমভাজন, নিহত ব্যক্তি তাহার পিতা পোলোনিয়স্। অতএব অনুতাপ করিতে২ সেই শবটী এক দিকে স্থাপন পূর্ব্বক আপনার কার্য্যের উপলক্ষে বিলাপ ও রোদন আরম্ভ করিলেন।

এদিকে ক্লাদিয়স্ রাজকুমার দ্বারা অনিষ্ট সম্ভাবনা দেখিয়া তাহার প্রাণ বিনাশের উপায় চিন্তা করিতেছিলেন কিন্তু প্রজাজন সকলেই যুবরাজকে ভাল বাসে এবং সন্তান শত২ অপরাধ করিলেও তাহার প্রতি মাতার স্নেহ নিবৃত্ত হয় না সুতরাং রাণীও আপন নন্দনের জীবন সংহার করিতে দিবেন না এই সমস্ত বিবেচনা করাতে শমন ভবন প্রেষণের কোন পন্থা দেখিতে পাইলেন না। এতদবসরে কুমারের বাণে মন্ত্রির মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্ত হওয়াতে মনে করিলেন এই অপদেশে রাজত্বের কণ্টকোদ্ধার করিতে পারিব। অন্যায় হত্যার অপরাধে হামলেতকে এতদ্রাজ্য হইতে বহিষ্করণ পূর্ব্বক নির্ব্বাসিত করি। অনন্তর মন্ত্রিবর্গ দ্বারা কুমারকে আজ্ঞা করিলেন পোলোনিয়সের হত্যাবিষয়ক অভিযোগ রাজসভায় উপস্থিত হইলে বিচারে তোমার উপর বিপদ্ ঘটিবার সম্ভাবনা, অতএব দুই জন সভাসদ্ সমভিব্যাহারে অবিলম্বে ইংলণ্ডে প্রস্থান কর। তৎকালে ইংলণ্ডীয় রাজা দেন্মার্কাধিপের করপ্রদ থাকাতে নবীন রাজা ধূর্ত্ততা পূর্ব্বক স্বীয় অভিলাষ পূর্ণ করিতে মানস করিলেন,

অতএব তদ্দেশীয় বিচারালয়ে সমর্পণ নিমিত্ত গোপনে সেই দুই সভাসদের হস্তে এক খানি বিজ্ঞাপনী লিপি দিলেন তাহার মর্ম্ম এই, হাম্‌লেত রাজ্য মধ্যে ভয়ানক কুক্রিয়া করাতে ইহাকে ইংলণ্ডে প্রেরণ করিলাম সেখানে উপস্থিত হইলে প্রাণদণ্ড করিবে। যুবরাজ দুরাত্ম পিতৃব্যের প্রকৃত অভিপ্রায় অবগত হইতে পারেন নাই অতএব অকারণে মানব বিনাশের অভিযোগে দোষী হইবার ভয়ে ত্বরায় দুই জন পারিষদ সমভিব্যাহারে বৃহৎ পোতারোহণ পূর্ব্বক ইংলণ্ড যাত্রা করিলেন। কিন্তু পিতৃব্যের চরিত্র স্মৃতিপথে নিরন্তর জাগরূক থাকাতে হঠাৎ সন্দিগ্ধ মনা হইয়া পথিমধ্যে এক দিন বিতর্ক করিতে লাগিলেন দুরাত্মা কি প্রতারণা পূর্ব্বক আমাকে দেশ হইতে নিষ্কাসিত করিল? পরে রজনী উপস্থিতা হইলে গোপনে সমভিব্যাহারি সভাসদ্‌দিগের বস্ত্র হইতে লিপি খানি উন্মোচন করিয়া লইলেন এবং বিকসিত করণানন্তর বাচনাবসানে জানিতে পারিলেন যে বিষয়ের সন্দেহ করিতে ছিলেন দুরাত্মা তাহারই অনুষ্ঠান করিয়াছে। কিন্তু ধূর্ত্তের উপরি ধূর্ত্ততা প্রকাশ করিতে স্থির করিয়া সেই লিপি মধ্যস্থ আপন নাম মোচন পূর্ব্বক সেই স্থলে ক্লাদিয়সের প্রিয় পাত্র সঙ্গি দুই জনের নাম লিখিয়া দিলেন এবং পুনর্ব্বার মুদ্রিত করণ পুরঃসর যথা স্থানে বান্ধিয়া রাখিলেন। কিয়দ্দিন পরে সমুদ্র পথে যাইতেং তাঁহাদের অর্ণব তরি নাবিক তস্করদিগের হস্তে পতিত হইল। তাহাতে সাগরোপরি দস্যুগণের সঙ্গে সংগ্রাম উপস্থিত হওয়াতে যুবরাজ বীরত্ব প্রকাশ পুরঃসর করে করবাল ধারণ করিলেন এবং বৈরিদিগের রণতরি আক্রমণ করিয়া সাহস প্রদর্শন পূর্ব্বক একাকী তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহার সমভিব্যাহারিরা ভীরুতা প্রযুক্ত ঐ অবসরে আপনাদের পোত লইয়া পলায়ন করিল সুতরাং রাজতনয় তস্কর দিগের তরিতে যাহা ঘটিবে একাকী তাহা ভোগ করিবার নিমিত্ত উপস্থিত

রহিলেন। কিন্তু সেই অনুচরদের সঙ্গে ক্লাদিয়সের ঐ লিপি খানি গেল যাহাতে যুবরাজ আপনার নাম মোচন পূর্ব্বক তাহাদের সংজ্ঞা অঙ্কিত করিয়া দিয়াছিলেন।

রাজনন্দন একাকী নাবিক দস্যু দিগের হস্তে পড়িলে তাহারা বিদ্রোহাচরণে ক্ষান্ত হইয়া সদ্ব্যবহার করিল এবং অসহায় নৃপতনয় দেন্মার্কাধিপতির সকাশে থাকিলে অবশ্য কোন প্রকার আশ্রয় প্রাপ্ত হইবেন এতদ্বিবেচনায় দয়ার্দ্র হইয়া দেন্মার্কের দিকে যাত্রা করত তদ্দেশের এক ঘাটে তাঁহাকে নামাইয়া দিয়া আপনারা স্বস্থানে প্রস্থান করিল। যুবরাজ পুনর্ব্বার পিতৃরাজ্যে উপস্থিত হওয়াতে সাতিশয় আহ্লাদিত হইলেন এবং তরি হইতে অবতরণের পরেই যে রূপ বিস্ময়াবহ ঘটনা ক্রমে স্বদেশ পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন তত্তাবতের বিবরণ তথা আগামি দিবসে রাজসভায় উপস্থিত হইবার অভিপ্রায় লিপি যোগে ক্লাদিয়সের সুগোচর করিলেন।

অনন্তর রাজবেশ্ম প্রবেশের বর্ত্ম অবলম্বন পূর্ব্বক পদব্রজে আগমন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎ পথ আসিলে পর এক স্থানে একটা শোকাবহ ব্যাপার দেখিতে পাইলেন, এ ব্যাপার ওফিলিয়ার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া। সেই মহিলা আপনার পিতা পোলোনিয়সের মৃত্যুতে খেদান্বিতা হইয়া নিরন্তর পরিতাপ করিতেন হায় যে ব্যক্তির প্রতি আমার সাতিশয় অনুরাগ ছিল তাঁহারই হস্তে আমার জনক প্রাণে বিনষ্ট হইলেন। এই পরিতাপ ভাবনা সহকারে উত্তরোত্তর বৃদ্ধিশীল হওয়াতে যুবতীর জ্ঞান বিগম এবং ক্রমে পূর্ণ উন্মাদ উপস্থিত হয়। রমণী পিতৃশোকে উন্মত্তা হইয়া কখন২ রাজসদনের অঙ্গনে পর্য্যটন পূর্ব্বক পুরস্থ মহিলা গণকে একং২টী কুসুম প্রদান পূর্ব্বক কহিতেন আমার জনকের স্বর্গার্থ তোমাদিগকে এই উপহার দিলাম। বায়ুর বিচিত্র প্রভাবে কখন বা প্রেম কখন বা করুণ রস পূর্ণ সুললিত গীত

বিরচিত করিয়া উচ্চস্বরে গান করিতেন। সেই সংগীত মধ্যে কোন২ পদ নিরর্থক প্রযুক্ত হওয়াতে শ্রোতৃমণ্ডলী অনুমান করিত ওফিলিয়া পূর্ব্ব ঘটনা সকল বিস্মরণ হইয়াছে। যুবতীর আবাস ভূমির অনতিদূরে কতক গুলা বেতস লতা ছিল তাহার অনেক শাখা লম্বমান হইয়া নিকটস্থ নদী স্রোতে পড়িয়া ছিল তাহাতে স্রোতস্বীর সলিল পত্রের প্রতিবিম্বে সুশোভিত হইত। এক দিন রমণী রক্ষক বিহীনা হইয়া থাকাতে বন্য কুসুমের হার গ্রন্থন করিতেং কাল প্রেরিতের ন্যায় অকস্মাৎ ঐ বেতসের মূলে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং উন্মত্ততা প্রযুক্ত এক ছড়া পুষ্পের মালা সেই লতার উপরি অর্পণ পূর্ব্বক দোলায়মান করিতে মানস করিলেন। কিন্তু ঊর্দ্ধবাহু হইয়া উল্লম্ফন করত যেমন শাখা ধারণ করিলেন তৎক্ষণাৎ বিটপ ভগ্ন হওয়াতে আপনার পরিধেয় মধ্যে স্থিত দ্রব্য সামগ্রী সহিত স্রোতোজলে পতিতা হইলেন। স্রোতে পড়িয়াও শুষ্ক ও লঘু বসনাদি নিমিত্ত কিয়ৎ ক্ষণ জলের উপরি ভাসিতে লাগিলেন কিন্তু অপ্রকৃতিস্থতা প্রযুক্ত বিপদ্ অনুধাবনে অক্ষমা হইয়া প্রাণ রক্ষার্থ কিঞ্চিন্মাত্র যত্ন করিলেন না বরং সেই অবস্থাতেও সংগীতে রতা রহিলেন সুতরাং কিয়ৎ ক্ষণানন্তর বসনাদি জল প্রবেশে আর্দ্র হওয়াতে ভারাক্রমণে নিমগ্না ও তরঙ্গিণীর পঙ্কিল তলে বিলীনা হইলেন। কিয়দ্দিন পরে সেই সুন্দরীর শব জলের উপর ভাসিয়া উঠাতে তাহার সহোদর লেয়ার্তিস্ শ্মশানে লইয়া অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া করিল এবং তদুপলক্ষে ক্লাদিয়স রাজা তদীয় প্রেয়সী ও সভাসদ্‌গণ তথায় দণ্ডায়মান ছিলেন। রাজকুমার এ সমস্ত ব্যাপার কিঞ্চিন্মাত্র অবগত ছিলেন না অতএব বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসায় অধীর হইতে লাগিলেন কিন্তু আপনার জিজ্ঞাসা নিবৃত্তি করিতে গেলে পাছে শব সৎকার ব্যাপারে কোন ব্যাঘাত জন্মে এই আশঙ্কা মনোমধ্যে উদিত হওয়াতে কাহাকেও কোন প্রশ্ন করিলেন না, একান্তে দাঁড়া-

ইয়া রহিলেন। কিয়ৎ ক্ষণ পরে নিরীক্ষণ করিলেন অপরিণীত স্ত্রীলোকের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার নিয়মানুসারে রাজমহিষী শ্মশানের চতুষ্পার্শ্বে পরিক্রমণ পূর্ব্বক পুষ্প বিকিরণ করিতেং কহিতেছেন বৎসে মনে করিয়াছিলাম তুমি আমার তনয়ের গৃহিণী হইবে বিবাহের কুসুম তোমার শয্যায় অর্পণ করিব, হায় তোমার শ্মশানে পুষ্প প্রক্ষেপ করিতে হইল। অপর দেখিলেন কুমারীর সহোদর ভগিনীর সমাধি স্থল হইতে কুসুমোদ্গমের প্রার্থনা করিয়া শোকাবেগ বশতঃ লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক শ্মশান মধ্যে পড়িয়া ভৃত্যদিগকে আদেশ করিতেছে আমার উপর মৃত্তিকা রাশি নিক্ষেপ কর আমিও অনুজার সঙ্গে মানব লীলা সম্বরণ করি। মৃত কুমারীর প্রতি তদীয় সোদর লেয়ার্তিসের ঈদৃশ স্নেহ প্রবৃত্তি সন্দর্শনে রাজনন্দনের প্রেমানল উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল যে প্রেয়সীকে অধিক ভাল বাসিতেন তাহারই অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া হইতেছে অবগত হইয়া কহিতে লাগিলেন কি যুবতীর অকাল মৃত্যুতে আমা অপেক্ষা ভ্রাতার শোক অধিক হইল আমি যে ইহাকে চত্বারিংশৎ সহস্র সোদর অপেক্ষা অধিক ভাল বাসিতাম। পরে লেয়ার্তিসের শোক প্রকাশ দর্শনে অশক্ত হইয়া তদপেক্ষা আপন শোকের গুরুত্ব প্রদর্শন মানসে যেখানে লেয়ার্তিস্ পড়িয়াছিল সেই স্থানে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক হঠাৎ পতিত হইলেন। মন্ত্রি নন্দন তাঁহাকে পিতৃহন্তা ও সহোদরার জীবনান্তক বলিয়া জানিত অতএব বৈরশুদ্ধি করণ দ্বারা শোকাবেগ নিবারণ মানসে তাঁহাকে ধারণ পূর্ব্বক ঘোরতর আঘাত করিতে লাগিল যাবৎ ভৃত্যবর্গ দুই জনকে পৃথক্ করিয়া না দিল তাবৎ তাঁহাকে ত্যাগ করিল না। অনন্তর শব সংক্রিয়া সমাপন হইলে যুবরাজ সৌজন্য প্রকাশ পূর্ব্বক লেয়ার্তিসের নিকট ত্রুটি স্বীকার করিয়া বলিলেন ওফিলিয়ার অকাল মরণে সর্ব্বাপেক্ষা আমার অধিক বিষাদ হইয়াছে রোষ বশম্বদ হইয়া আমি ক্রূরাচরণ

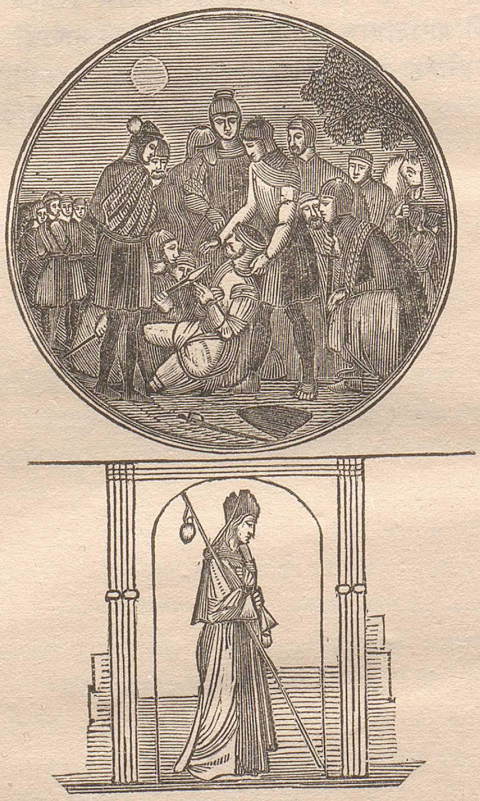
করিয়াছিলাম ইহাতে তাহাদের দুই জনের পুনর্ব্বার সম্প্রীতি হইবার উপক্রম হইল।

ক্লাদিয়স্ যুবরাজকে পুনরাগত দেখিয়া স্বীয়ানিষ্ট শঙ্কা করত তাঁহার বিনাশের নিমিত্ত অন্য উপায় সন্ধান করিতে লাগিল। মন্ত্রিতনয় লেয়ার্তিস্ জনক ও অনুজার শোকে ব্যাকুল থাকাতে তাহাকে পরামর্শ দিল রাজকুমার তোমার পিতৃহন্তা এবং তোমার ভগিনীর জীবনান্তক অতএব কপট মিত্রতা প্রদর্শন পূর্ব্বক কৌশলে তাহার প্রাণ সংহার করিয়া বৈরশুদ্ধি কর। তুমি তাহার সহিত এক দিন শস্ত্র ক্রীড়া করিবার প্রস্তাব কর তাহা হইলে ক্রীড়া যোগে কৃতকার্য্য হইতে পারিবে। লেয়ার্তিস্ রাজার মন্ত্রণায় এক দিন যুবরাজের নিকট গমন করিল এবং অন্যান্য কথোপকথনের পর প্রসঙ্গ করিল মিত্র তোমার সহিত এক দিবস শস্ত্র ক্রীড়া করিতে বাসনা করি। নৃপনন্দন তাহাতে তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন, তদ্দণ্ডেই দিন স্থির হইল। অনন্তর নির্দ্দিষ্ট দিবস সমাগত হইলে অস্ত্রক্রীড়ার ক্ষেত্রে রাজা এবং রাজসভাসদ্ গণ কৌতুক দর্শনার্থী হইয়া আগমন করিলেন। লেয়ার্তিস্ ও রাজকুমার উভয়েই শস্ত্র যুদ্ধে সুশিক্ষিত এ কারণ পরস্পরের রণ কৌশল প্রকাশ করণে উৎসাহ নিমিত্ত জয়ির পারিতোষিক সম্মুখে স্থাপিত হইল। পরে দুই বন্ধু অর্থাৎ লেয়ার্তিস ও রাজকুমার ক্রীড়া ভূমি প্রবিষ্ট হইয়া অস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক অসি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। লেয়ার্তিস দুরাত্মা ক্লাদিয়সের কুমন্ত্রণাক্রমে বিষাক্ত শস্ত্র আনিয়াছিল। কুমারের অন্তঃকরণে এতাদৃশ সন্দেহ হয় নাই যে ঐ ব্যক্তি বিশ্বাস ঘাতকতা করিবে অতএব প্রতিযোগির শস্ত্র পরীক্ষা না করিয়া ক্রীড়া যুদ্ধে যাদৃশ অস্ত্র গ্রহণ করিতে হয় তাদৃক্ একটী সামান্য করবাল ধারণ করিলেন, কিন্তু লেয়ার্তিস্ ক্রীড়ার ছলে তাহার প্রাণ সংহার নিমিত্ত বিষময় শাণিত শস্ত্র লইল। অনন্তর ক্রীড়ারম্ভ হইলে

লেয়ার্তিস্ আর্দো যুবরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রোত্তোলন না করিয়া তাঁহাকে তরবারি চালাইতে কহিল। নৃপকুমার রণ কৌশল প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলে ক্লাদিয়স্ তাঁহার যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিল এবং জয়ির নিমিত্ত পণ স্থাপন পূর্ব্বক কুমারের মঙ্গলোদ্দেশে মদ্য পান করিল। কিয়ৎ ক্ষণ বিলম্বে লেয়ার্তিস্ কৃত্রিম কোপ প্রকাশ পুরঃসর সেই বিষময় শস্ত্র দ্বারা যুবরাজের শরীরে সাংঘাতিক আঘাত করিল। বিপক্ষের ষড়্যন্ত্র রাজতনয়ের বিদিত না থাকিলেও কৌতুক যুদ্ধে মর্ম্মান্তিক প্রহার প্রাপ্তে রোষপরবশ হইলেন এবং লেয়ার্তিসের সেই শস্ত্র স্বয়ং গ্রহণ পূর্ব্বক ক্রোধভরে তাহার প্রতি নিক্ষেপ করিয়া তদ্দ্বারা তাহাকে বিলক্ষণ আঘাতিত করিলেন সুতরাং লেয়ার্তিসের বিশ্বাস ঘাতকতার ফল তদ্দণ্ডে ফলিবার সোপান হইল। এই সময়ে রাজমহিষী সাতিশয় ত্রস্তা হইয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন আ আমি কালকূট পান করিলাম এবং কিয়ৎ ক্ষণমধ্যে বিষজ্বালায় গতাসু হইয়া ভূমিতে পড়িলেন। রাণীর বিষোপযোগ হইবার বিবরণ এই, দুরাত্মা ক্লাদিয়স্ রাজতনয়ের জীবন বিনাশ নিতান্ত আবশ্যক স্থির করিয়াছিল। লেয়ার্তিস্কে কূটশস্ত্রে অস্ত্রক্রীড়া করিতে নিয়োগ করিয়া ভাবিয়াছিল যদি কৃতকার্য্য হইতে না পারে, অতএব সুরা সঙ্গে বিষ পান করাইয়া অভীষ্ট সিদ্ধি করিবার আশয়ে কালকূট নিক্ষেপ পূর্ব্বক একটা পানপাত্র সুরা পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল, বিস্মৃতিক্রমে রাণীকে সেই পাত্র গ্রহণ করিতে নিষেধ করে নাই সুতরাং রাজ্ঞী পিপাসু হইয়া সেই পান পাত্র গ্রহণ করাতে উপযোগের পরেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। কুমার এই ঘটনা অবলোকনে বিস্ময়ান্বিত হইলেন এবং বিতর্ক করিলেন অবশ্য এ বিষয়ে কোন প্রকার বিশ্বাসঘাতকতার ব্যাপার থাকিবেক। অতএব দ্বার সকল রুদ্ধ করিয়া তথ্যানুসন্ধান করিতে লাগিলেন। লেয়ার্তিস বিষাক্ত শর প্রহারে আপনার

জীবনাশা বিসর্জ্জন করিয়াছিল অতএব তদানীং মুক্তকণ্ঠে সমস্ত বৃত্তান্ত ব্যক্ত করত কহিতে লাগিল যুবরাজ কি অন্বেষণ কর, আমিই বিশ্বাসঘাতী, অসৎ প্রবৃত্তির ফল এখনি প্রাপ্ত হইব। পরে সেই কালকূটময় কূটশস্ত্র তাঁহাকে দর্শাইয়া কহিল এই অস্ত্র সাক্ষাৎ কৃতান্ত, এতদ্দ্বারা শরীর বিদ্ধ হইলে অর্দ্ধ দণ্ড কাল জীবন ধারণের সম্ভাবনা নাই, কোন ওষধি প্রতীকার করিতে পারে না, তুমি আমি উভয়েই এই শস্ত্রের প্রহার প্রাপ্ত হইয়াছি কিয়ৎ ক্ষণ মধ্যেই লৌকিক লীলা সম্বরণ করিব। যাহা হউক, এক্ষণে তোমার নিকট প্রার্থনা করি আমার অপরাধ ক্ষমা কর। এইরূপ উক্তি করিতেং তৎক্ষণাৎ গতাসু হইয়া পড়িল। অনন্তর যুবরাজ হাম্‌লেত শরীরের ভাবে বুঝিলেন তাঁহারও অন্ত কাল উপস্থিত। পরে সেই বিষাক্ত শস্ত্র গ্রহণ করাতে দেখিতে পাইলেন তাহাতে তখনও কিঞ্চিৎ গরল সংলগ্ন আছে অতএব পিতৃব্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া সাতিশয় তেজে সেই শস্ত্র নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাহাকে বধ করিলেন এবং পিতার ছায়ার নিকট যে অঙ্গীকার করিয়াছিলাম তাহার পালন হইল এই বোধে কৃতার্থম্মন্য হইলেন। অতঃপর কালকূট প্রভাবে কুমারের প্রাণ বায়ুর বিনির্গম এবং কণ্ঠ রোধের উপক্রম হইল অতএব প্রিয় মিত্র হোরেসিওর প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক মুমূর্ষু স্বরে প্রার্থনা করিলেন সখে তোমার ইঙ্গিতে বুঝিয়াছি আত্ম হত্যা করিয়া আমার সহগামী হইবার সংকল্প করিয়াছ, মিত্র বিনয় করি সে মানস পরিত্যাগ কর আমার এই উপন্যাস জগতে ঘোষণা করিয়া দেও। হোরেসিও মুমূর্ষু মিত্রের কাতরতা দর্শনে করুণার্দ্র হইলেন এবং পরম স্নেহ প্রদর্শন পূর্ব্বক অঙ্গীকার করত কহিলেন তোমার জীবন বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত আমার বিদিত আছে নিঃসন্দেহ প্রচার করিব। বন্ধুর এই বাক্য কুমার হাম্‌লেতের কর্ণগোচর হইলে পর তাঁহার প্রাণ প্রয়াণ হইল এবং

দর্শকগণ পিতৃভক্ত মহাসত্ত্ব সুজন যুবরাজের আত্মা ঈশ্বরে লীন হইবার প্রার্থনা করিতে লাগিল। পরে সকলে এই বলিয়া বিলাপ করিল হাম্‌লেত অতি সুশীল সদাচার যুবরাজ ছিলেন সদয় ব্যবহার নিমিত্ত সাধারণের প্রিয়পাত্র হন্, জীবিত থাকিলে দেন্মার্ক দেশের সর্ব্ব গুণান্বিত মহা-মহিম মহীপতি হইতেন ইতি।



R. D. SORNOKAR, ENGR. ১৭৩

শেষ সুখ পরম সুখ।

সেক্‌সপিয়র।

শেষ সুখ পরম সুখ।

রোসিলন্ দেশে বর্ত্রাম্ নামে এক নরপতি ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পরে রাজ্যাভিষিক্ত হইলে ফ্রান্সের সম্রাট স্বীয় রাজধানী পেরিস্ নগরস্থ রাজসভায় তাঁহাকে আহ্বান করিলেন। বর্ত্রামের পিতার সহিত মহারাজের সাতিশয় সৌহৃদ্য ছিল অতএব বন্ধুর নিধন সংবাদ প্রাপ্তির পর সদয় হইয়া মিত্রতনয়ের আনুকূল্য করিতে মানস করিয়াছিলেন।

বর্ত্রাম্ রাজকার্য্য পর্য্যালোচনের পর আপনার জননী বিধবা রাজমহিষী সন্নিধানে বসিয়া আছেন ইত্যবসরে ফ্রান্সের রাজসভাসদ্ লাফু নামক এক জন প্রাচীন পুরুষ রোসিলনে উপস্থিত হইয়া নবীন রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং সম্রাটের আদেশ বিজ্ঞাপন পূর্ব্বক তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবার নিমিত্ত যত্ন করিতে লাগিলেন। ফান্সাধিপতি রাজাধিরাজ ছিলেন, সুতরাং তাঁহার রাজ-সভা হইতে অধীন ভূপতিদিগের প্রতি নিমন্ত্রণ প্রেরিত হইলেও আজ্ঞাপত্রের ন্যায় লিখিত হইত। বশম্বদ নৃপগণ ধনসম্পত্তি ও সাতিশয় সম্ভ্রম সত্ত্বেও তাহাতে অবজ্ঞা করিতে পারিতেন না, অতএব বর্ত্রামের জননী বিধবা রাণী যদিও প্রিয় তনয়কে নয়নের বহিস্থ করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন এবং তদ্বিয়োগে অচির মৃত স্বামির শোক পুনর্ব্বার উত্থিত হইবার সম্ভাবনা ছিল তথাপি সম্রাটের আজ্ঞা হেলন বিষম বোধ করিয়া ফ্রান্সাধিপের সন্নিধানে পুত্র

প্রেরণে কাল বিলম্ব করিলেন না, ত্বরায় দূত সমভিব্যাহারে গমনের নিমিত্ত নন্দনকে অনুমতি করিলেন। রাজ্ঞী তনয়কে বিদায় দিয়া স্নেহবশতঃ শোকাকুল হইলে সম্রাটের সুবিজ্ঞ দূত লাফু বিবিধ প্রবোধ বচনে তাঁহাকে শান্ত্বনা করত কহিলেন আপনার পতি রোসিলনাধিপতি সংপ্রতি পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন, অবিলম্বে প্রাণাধিক প্রিয়তম সন্তান বিদেশ যাত্রা করিবেন ইহাতে অন্তঃকরণ বিষণ্ণ হইতে পারে বটে কিন্তু এক্ষণে বিষাদ বিসর্জ্জন করুন সম্রাট্ অতিশয় দয়ালু বিশেষতঃ আপনার স্বামির সহিত তাঁহার মহতী প্রীতি ছিল অতএব আপনার তনয়কে দেখিবার অভিলাষ করিয়াছেন অতঃপর ইহাঁর সহিত মিত্রবৎ সদ্ব্যবহার এবং পিতার তুল্য সর্ব্বদা তত্ত্বাবধারণ করিবেন। অনন্তর রাণীকে সংবাদ প্রদান করিলেন ফ্রান্সাধিপতি কিয়ৎকালাবধি সাতিশয় পীড়িত হইয়াছেন চিকিৎসকেরা নানা প্রকার চিকিৎসা করিয়া প্রতীকার করিতে পারে নাই। যুবরাজ বর্ত্রামের মাতা মহারাজের শারীরিক অসুস্থতার কথা শুনিয়া অনেক ক্ষণ সন্তাপ করিয়া কহিলেন আহা আমার সমাশ্রিতা হেলেনার পিতা যদি জীবিত থাকিতেন সম্রাট্‌কে অনায়াসে সুস্থ করিতে পারিতেন। পরে আপনার নিকটস্থা এক যুবতীকে দেখাইয়া বলিতে লাগিলেন এই হেলেনা, ইহার পিতা জেরার্দো-দি-নারবণ বিখ্যাত চিকিৎসক ছিলেন। উক্ত চিকিৎসক আপনার চরম সময়ে লালন পালন নিমিত্ত এই কন্যাটী আমার হস্তে সমর্পণ করিয়া যান্, তদবধি ইনি আমার সমীপে রহিয়াছেন। অনন্তর হেলেনার সদ্গুণ ও সুশীলতার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া কহিলেন পিতৃগুণেই এই রমণী গুণবতী হইয়াছেন। রাজ্ঞী যাবৎ সম্রাট্ প্রেরিত দূতের সহিত এই সকল কথা কহিতেছিলেন তাবৎ পর্য্যন্ত হেলেনা শোকাকুলা হইয়া ক্রন্দন করিতে ছিলেন। নৃপাঙ্গনা কুমারীর জনক শোক উদ্ভূত হইল বুঝিয়া তাঁহাকে শান্ত্বনা করিলেন।

অনন্তর বর্ত্রাম্ জননীকে অভিবাদন পূর্ব্বক মহারাজের বার্ত্তাবহ সমভিব্যাহারে ফ্রান্স যাত্রা করিলেন। রাজ্ঞী পুত্রের প্রস্থান কালে অশ্রুপাত করিতেং আশীর্ব্বিধান করিয়া সম্রাটের সদস্য লাফুকে সবিনয় বচনে কহিলেন হে মহাশয় আমি এই সন্তানটী আপনকার হস্তে সমর্পণ করিলাম আপনি ইহাকে সদুপদেশ ও সৎ শিক্ষা প্রদান করিবেন কুমার সম্রাট্ সভার রীতি বর্ত্ম কিছুই জানেন না।

বর্ত্রাম মাতার নিকট বিদায় হইয়া জননীর অনুচরী হেলেনার সহিত সম্ভাষণ করিলেন এবং তাহার নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক সুমধুর বচনে কহিলেন পরমেশ্বর তোমাকে সুখে রাখুন তুমি আমার মাতার শান্ত্বনা কারিণী এবং আনন্দ বর্দ্ধিনী হইয়া স্বচ্ছন্দে কাল যাপন কর।

হেলেনা বর্ত্রামের অঙ্গসৌষ্ঠব এবং সদ্গুণ নিরীক্ষণাবধি মনেং তাঁহার সহিত প্রণয়াভিলাষ করিয়াছিলেন, যদিও পিতার প্রতি সাতিশয় স্নেহবতী থাকাতে জনকের বিয়োগে শোকাকুলা হন্ তথাপি নবীন নরপতির প্রতি অনুরাগ অন্তঃকরণ মধ্যে লব্ধাস্পদ হইলে পর পিতার আকার বিস্মরণ পূর্ব্বক নিরন্তর নায়কের রূপ লাবণ্য ধ্যান করিতেন অতএব তাঁহার বিদেশ যাত্রায় অতিশয় ব্যাকুলা হইলেন। ইতি পূর্ব্বে প্রাচীন রাজমহিষীর সন্নিধানে দণ্ডায়মানা হইয়া মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক যে অশ্রুপাত করিতেছিলেন তাহাতে রাজ্ঞী মনে করেন যুবতী পিতার নাম স্মরণে রোদন করিলেন কিন্তু তখনও বর্ত্রামের নিমিত্ত রমণীর নয়ন হইতে বারিধারা নিঃসৃতা হয়।

যুবতীর মনোমধ্যে রোসিলনাধিপতির প্রণয় বাসনা যদিও উত্তরোত্তর প্রবলা হয় তথাপি তাহা ব্যক্ত করিতে পারেন নাই, কেননা আপনি অতি দীন ব্যক্তির নন্দিনী, আপনার জনক জননী রাজার তুল্য সম্ভ্রান্ত অথবা মহা কুলীন ছিলেন না অতএব বর্ত্রামের প্রতি নায়কের ন্যায় ব্যবহার না করিয়া অধিপকে যে ভাবে দর্শন করিতে হয় সেই প্রকারে

তাঁহাকে অবলোকন করিতেন তথাপি অনুরাগের আতিশয্য বশতঃ তাঁহার নিকটে থাকিয়া মানসিক প্রণয় সুখানুভব পূর্ব্বক জীবন কাল যাপনের সংকল্প করিয়াছিলেন। ফলতঃ যুবতী নরনাথের পরিণীতা হইয়া স্বীয় অভিলাষ সম্পূর্ত্তি করণ এবম্প্রকার দুর্ঘট বোধ করিতেন যে কখনং আপন মনে পরিতাপ করিতেং কহিতেন নভোমণ্ডলস্থ উজ্জ্বল নক্ষত্রের শোভা দেখিয়া তাহার সহিত প্রেমাকাঙ্ক্ষা পূর্ব্বক পরিণয়ের প্রার্থনা যাদৃশ হাস্যাস্পদ, আমার পক্ষেও নৃপতি গগণ বিহারী জ্যোতিঃস্বরূপ হওয়াতে তাঁহার অনুরাগে আত্মবিস্মরণ পুরঃসর তদীয় সহধর্ম্মিণী হইবার আশয় তদ্রূপ উপহাস্যতার আলয়।

যাহা হউক, বর্ত্রাম্ প্রস্থান করিলে হেলেনা তাহার অদর্শনে সাতিশয় কাতর হইলেন এবং অজস্র অস্রুপাত পূর্ব্বক মহা বিষাদে সময় যাপন করিতে লাগিলেন। যদিও যুবতী স্বীয় বংশের নিকৃষ্টতা বিবেচনা করিয়া আপন মনে স্থির করিয়াছিলেন বরমাল্য প্রদান পূর্ব্বক নরপতিকে পরিণয় করিয়া প্রণয় সুখ সম্ভোগ করিতে পারিবেন না তথাপি নিরঙ্কুশ অভিলাষ দমনে অক্ষমা হওয়াতে নিরন্তর তদীয় রূপ দর্শন পূর্ব্বক নয়নদ্বয়ের তৃপ্তি সম্পাদন এবং নির্জ্জনে উপবেশন পূর্ব্বক তদীয় শ্যামল লোচনের শোভা, ধনুর তুল্য সুন্দর ভ্রূভঙ্গি, মনোহর কুন্তল এবং অমল বদন সুধাকর স্মরণ করত মনেং মহৎ সুখানুভব করিতেন ফলতঃ আপনার নির্ম্মল মনোরূপ দর্পণে প্রতিবিম্ব রূপ তদীয় প্রতিকৃতি কল্পিত করিয়া চিত্ত চকোর চরিতার্থ করিতেন অতএব তাহার গমনে সুন্দরী আপনার প্রেমের মানসিক ফলভোগেও বঞ্চিত হওয়াতে যৎপরোনাস্তি খিন্না হইলেন।

হেলেনার পিতা জেরার্দো-দি-নারবণ চিকিৎসা বিদ্যায় অদ্বিতীয় ছিলেন, নিরন্তর বৈদ্যক শাস্ত্রাধ্যয়ন ও বিবিধ ওষধির গুণ পরীক্ষণ করিয়া কতকগুলি মহৌষধের প্রকরণ সঙ্কলন করেন। তাহার কন্যাকে প্রদান নিমিত্ত ধনসম্পত্তি

কিছুই ছিল না এ কারণ লীলা সম্বরণ সময়ে তনয়াকে সেই ভেষজ প্রয়োগের প্রকরণ উপদেশ করিয়া যান্। ফ্রান্সস্থ সম্রাটের দূত মহারাজের যে রোগের কথা কহেন ঐ প্রকরণ মধ্যে তাহারও এক ঔষধ ছিল। অতএব বর্ত্তামের গমনে যুবতী যদিও সকল বিষয়ে নিরাশা ও সাতিশয় খিন্না হইলেন তথাপি পীড়ার কথায় হঠাৎ পিতৃপ্রাপ্ত ভেষজের বিষয় স্মরণ হওয়াতে আশ্বাস করিতে লাগিলেন এবং স্বয়ং পেরিস্ নগরে গমন পূর্ব্বক সম্রাটের চিকিৎসা করিতে সংকল্প করিলেন। তাঁহার অন্তঃকরণে একং বার ঈদৃশ সংশয়ের উদয় হইল বটে যে রাজবৈদ্যগণ মহারাজের রোগ অচিকিৎস্য বলিয়া গিয়াছেন ইহাতে দীন হীন অবোধ বালার চিকিৎসায় কাহার্ বিশ্বাস হইবে? কিন্তু পিতার খ্যাতি প্রতিপত্তি এবং ঔষধের গুণে দৃঢ় প্রত্যয় থাকাতে মনোমধ্যে সম্পূর্ণ আশা করিলেন চিকিৎসা করিতে পাইলে মহারাজকে নীরোগ করিবেন এবং সেই সুযোগে স্বীয় সৌভাগ্য সঞ্চয় পুরঃসর অভিলষিত নায়ক রোসিলনাধিপের পরিণীতা হইয়া কামনা পূর্ণ করিতে পারিবেন।

রোসিলনের নবীন নৃপতি সম্রাটের আদেশে পেরিস্ যাত্রা করিলে কিয়ৎকালানন্তর এক দিন এক জন কর্ম্মকর প্রাচীন রাজমহিষীর সন্নিধানে আগমন পূর্ব্বক যথাবিধি বন্দনান্তে নিবেদন করিল আপনার প্রিয়তমা হেলেনা যুবরাজ বর্ত্রামের প্রেমাভিলাষিণী, যুবতী আপনা আপনি যে সকল কথা কহিতে ছিলেন তাহাতে এ বিষয় স্পষ্ট প্রকাশ পাইল এবং এই কারণে নায়কের অনুগামিনী হইয়া পেরিস্ রাজধানী গমনের সুযোগ দেখিতেছেন। বৃদ্ধা রাণী কিঙ্করের প্রমুখাৎ এই বৃত্তান্ত শুনিয়া প্রফুল্লমনা হইলেন এবং সেই দাসকে আদেশ করিলেন হেলেনাকে আমার নিকট পাঠাইয়া দাও তাঁহার সহিত আমার কথা আছে। অনন্তর প্রেষ্য বিদায় হইলে মনেং ভাবিতে লাগিলেন বর্ত্রামের পিতার প্রতি আমি যখন প্রেমাসক্তা হই তখন আমারও

ঈদৃশী দশা হইয়াছিল প্রেম স্বভাবতঃ যৌবন কালের অনুগামী এবং সকলেই স্বভাবের বশতাপন্ন সুতরাং তরুণ সময়ে যৌবন কুসুমে প্রেম স্বভাবতঃ কণ্টক স্বরূপে জন্মিয়া থাকে, অতএব স্বভাব বশতঃ উৎপন্ন প্রণয়ের দোষে সংস্পৃষ্ট হওয়া কাহার পক্ষে বিচিত্র নহে। আমার বিলক্ষণ স্মরণ হয় যৌবন দশায় আমারও এ বিষয়ে দোষ বোধ হয় নাই। বৃদ্ধা রাজ্ঞী আপনার মনে এই প্রকার চিন্তা করিতেছেন ইতিমধ্যে হেলেনা আসিয়া উপস্থিতা হইলেন তাহাতে রাণী স্নেহান্বিত বচনে কোমল সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন হেলেনা আমি তোমার জননী, জান কি না? হেলেনা সবিস্ময় চিত্তে উত্তর দিলেন আপনি আমার মহামান্যা ঠাকুরাণী। রাজ্ঞী তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কহিলেন বৎসে আমি তোমার মাতা, তুমি আমার কন্যা, কেন আমার কথায় চমৎকৃতা হইয়া মানা হইতেছ? হেলেনা রাজমহিষীর হঠাৎ এবম্বিধ সম্বোধনে চমৎকৃত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন রাণী বুঝি আমার প্রণয়ের বিষয় জানিতে পারিয়াছেন অতএব সভয় হইয়া কহিলেন মহারাণী ক্ষমা করুন, আপনি আমার মাতা নহেন, কেননা রোসিলনের অভিনব ভূপতি আমার ভ্রাতা হইতে পারেন না, আমি আপনার নন্দিনী হইব এতাদৃশ সুকৃত কি করিয়াছি? অনন্তর রাজ্ঞী কৌতুক করত কহিতে লাগিলেন হেলেনা তবে কি তুমি আমার পুত্রবধূ হইবে? কেননা মাতা ও দুহিতা শব্দে বিরক্তা হইলে। বৎসে আমার তনয়ের প্রতি কি তোমার প্রণয়ানুরাগ জন্মিয়াছে? হেলেনা সাতিশয় ভীতি প্রকাশ পুরঃসর কহিলেন ঠাকুরাণি ক্ষমা করুন, এ কি আজ্ঞা করিতেছেন? নৃপবনিতা পুনর্বার জিজ্ঞাসিলেন হে কুমারি বল না, আমার পুত্রের প্রতি কি তোমার চিত্ত প্রণয়াসক্ত হইয়াছে? ইহাতে হেলেনা এতাবন্মাত্র প্রত্যুক্তি করিলেন রাজ্ঞি আপনি কি তাঁহাকে ভালবাসেন না? এতৎশ্রবণে রাণী কহিতে লাগিলেন হেলেনা আর এবম্প্রকার বক্রোক্তি করিয়া উত্তর দেও কেন? তোমার প্রণ-

য়ের বিষয় ব্যক্ত কর, আকার ইঙ্গিতে প্রেম সংস্পর্শের চিহ্ন প্রকাশ পাইয়াছে। অনন্তর হেলেনা জানুদ্বয় পাতন পূর্ব্বক উপবিষ্টা হইয়া করপুটে আপনার প্রেমাসক্তি স্বীকার করিলেন এবং লজ্জা নম্রমুখে তাঁহার নিকট এই অপরাধের নিমিত্ত ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। পরে অভীষ্ট নায়কের সহিত সমাগমের অসম্ভাবনা দর্শাইয়া কহিলেন আমার এই প্রেম মনোমধ্যেই বিলীন হইবে যেহেতু আমি যে রোসিলনাধিপের প্রতি অনুরাগিণী ইহা তাঁহার বিদিত হয় নাই। অবশেষে আপনার প্রণয় যে কেবল ভ্রমবিলসিত, এতদ্বিষয়ে এক দৃষ্টান্ত দেখাইয়া কহিলেন হে মহারাণি ভারতবর্ষীয় লোকেরা স্বভাবতঃ রশ্মি বিতরণ কারি রবির আরাধনা করিয়া মনে করে ভানুমান অর্চ্চনায় প্রসন্ন হইয়া প্রসাদস্বরূপে প্রভা বিস্তার করিতেছেন কিন্তু সূর্য্য কিছুই জানেন না কেহ পূজা করে কি না তদীয় দ্যুতি প্রকৃতির নিয়মে অবনীর উপর বিস্তীর্ণ হয় আমার প্রেমেরও অবিকল এই ভাব। রাজ্ঞী এ সমস্ত বাক্য আকর্ণনানন্তর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কি সম্প্রতি পেরিস্ নগরে যাত্রা করিবার মানস করিয়াছ? হেলেনা কহিলেন হাঁ ঈদৃশ সংকল্প আছে, যৎকালে আপনার অদূরে দণ্ডায়মানা হইয়া রাজদূত লাফুর প্রমুখাৎ সম্রাটের শারীরিক অসুস্থতার বার্ত্তা শ্রবণ করি সেই সময়ে আমার তথায় যাইবার বাসনা হয়। রাণী জিজ্ঞাসা করিলেন রাজনন্দনের প্রণয়ানুরোধে সেখানে গমনের মানস করিয়াছিলে কি না? হেলেনা কাপট্য পরিহার পূর্ব্বক সরল বচনে উত্তর দিলেন হাঁ রাজকুমারের প্রতি অনুরাগই আমার ঐ রূপ মানস উৎপাদন করে নচেৎ কোথায় পেরিস্ নগর কোথায় ঔষধ কোথায় সম্রাট এ সকল বিষয়ের চিন্তা আমার চিত্তে উদিত হইবার সম্ভাবনা কি? রাজ্ঞী এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত সদসৎ কিছুই না কহিয়া ক্রমাগত কেবল যুবতীর প্রীতির বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতেছিলেন এক্ষণে সটীক জানিতে

চাহিলেন হেলেনার সন্নিধানে যে ঔষধ আছে তাহাতে সম্রাটের পীড়া শান্তির সম্ভাবনা কি না। অনন্তর অন্তঃকরণ নিবিষ্ট করিয়া চিন্তা করাতে স্মরণ হইল তরুণীর জনক জেরার্দো-দি-নারবণ যে সকল ঔষধ প্রস্তুত করেন তন্মধ্যে ঐ ভেষজ সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ, উক্ত ভিষক্ মৃত্যুকালে কন্যাকে প্রদান করেন। পরে হেলেনার জনকের মুমূর্ষু কালে তাঁহার নিকট কন্যা গ্রহণ করত যে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন রাণীর স্মৃতিপথে তাহা উদিত হইল এবং বিবেচনা করিতে লাগিলেন বিধাতা বুঝি তরুণীর সৌভাগ্য এবং ফ্রান্সাধিপতির জীবন এই ভেষজের অধীন করিয়া দিয়াছেন নচেৎ ইতিপূর্ব্বে এই কুমারীর মনে তাদৃক্ ভাবের উদয় কেন হইবেক। অতএব সযত্ন হইয়া অবিলম্বে যুবতীকে পেরিস নগরে গমন করিতে অনুমতি দিলেন এবং সমভিব্যাহারে উপযুক্ত লোকজন প্রেরণ করত সর্ব্ব প্রকারে আনুকূল্য করিলেন। হেলেনাও সানন্দ মনে রাজ্ঞীকে প্রণাম করিয়া বিদায় হইলেন।

যুবতী পেরিস্ নগরে উপস্থিতা হইয়া লাফু দূতের সাহায্যে সম্রাট্ সমীপে গমনের অনুমতি প্রাপ্তা হইলেন কিন্তু কৃতকার্য্য হইবার নিমিত্ত তাঁহাকে সাতিশয় যত্ন করিতে হইল। ফান্সাধিরাজ প্রথমতঃ স্ত্রীলোকের ভেষজ সেবন করিতে সম্মত হইলেন না অতএব তরুণী নরনাথকে আত্ম পরিচয় জ্ঞাপন করিলেন আমি জেরার্দো-দি-নারবণ ভিষকের নন্দিনী। ঐ বিখ্যাত বৈদ্যের নাম ও খ্যাতি প্রতিপত্তি মহারাজের বিদিত ছিল এবং কামিনী যখন কহিতে লাগিলেন আমি মহারাজকে যে ঔষধ প্রদান করিব আমার পিতা বহু দর্শন ও দূর বিবেচনা পূর্ব্বক এই ভেষজ প্রস্তুত করিয়া মৃত্যুকালে আমাকে দিয়া গিয়াছেন যদিস্যাৎ দুই দিবসের মধ্যে আরোগ্য করিতে না পারি মহারাজ আমার প্রাণ নষ্ট করিবেন তখন সম্রাট্ ঔষধ সেবনে সম্মত হইলেন। হেলেনা সম্রাটের নিকট পীড়া শান্তি করিতে পারিলে

পারিতোষিক স্বরূপে অভীষ্ট স্বামি লাভ প্রার্থনা করিলেন। মহারাজ অচিকিৎস্য রোগের অল্পকাল মধ্যে প্রতীকার করিবার প্রতিজ্ঞা দর্শনে তৎক্ষণাৎ অঙ্গীকার করিলেন কুমারি তুমি আমার পীড়া শান্তি করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারিলে আমার তনয় ব্যতীত ফ্রান্সের মধ্যে যে কোন পুরুষকে বরণ করিতে বাসনা করিবে তাহারই সহিত তোমার বিবাহ দেওয়াইয়া দিব।

হেলেনা পিতৃদত্ত ঔষধের প্রভাবে আপনার সৌভাগ্য সঞ্চয়ের যে আশা করিয়াছিলেন তাহাতে বঞ্চিতা হইলেন না। সম্রাট্ ভেষজ সেবন করিয়া দুই দিন অতীত না হইতেং সম্পূর্ণ রূপে আরোগ্য ও স্বাস্থ্য লাভ করিলেন। মহারাজ স্বস্থ হইয়া অবিলম্বে অঙ্গীকৃত সম্পাদন নিমিত্ত রাজসভা সংক্রান্ত সমস্ত যুবা ব্যক্তিদিগকে আহ্বান করিয়া তরুণীকে কহিলেন এই সকল তরুণ পুরুষদিগের মধ্যে কাহার্ গলে বরমাল্য প্রদান করিতে তোমার বাসনা হয়? হেলেনা সেই যুবক বৃন্দমধ্যে আপনার চিরাভিলষিত রোসিলনাধিপতি বর্ত্রামের দর্শন পাইয়া মনস্কামনা সিদ্ধ হইল বোধ করিলেন এবং হর্ষে পুলকিত হইয়া তৎক্ষণাৎ কহিলেন মহারাজ এই রাজনন্দন পাণিপীড়ন পুরঃসর নিরন্তর আমার লোচনানন্দ প্রদান করেন এই আমার প্রার্থনা। পরে বর্ত্রামের প্রতি সপ্রণয় নয়ন নিক্ষেপ পূর্ব্বক কহিলেন নাথ আমি এতাদৃক্ প্রার্থনা করিতে পারি না যে আপনি আমার প্রতি প্রণয়ী হয়েন কিন্তু আমি আত্মাকে চিরকালের নিমিত্ত আপনকার দাস্যকরণে নিযুক্ত করিলাম। সম্রাট্ দেখিলেন কামিনীর মনোভীষ্ট বর অভিনব রোসিলনাধিরাজ অতএব তাঁহাকে আদেশ করিলেন বর্ত্রাম এ যুবতী অতিশয় রূপবতী, গুণবত্তার পরিচয়ও পাওয়া গেল অতএব ত্বরায় ইহার পাণি গ্রহণ কর ইনি তোমার ভার্য্যা হইবেন। বর্ত্রাম্ সম্রাটের আদে-

শেও সহসা তরুণীকে গ্রহণ করিতে উৎসুক হইলেন না, সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া যুবতীকে কহিলেন তুমি অতি দীন চিকিৎসকের কন্যা, আমার পিত্রালয়ে পালিতা হইয়া এক্ষণেও আমার জননীর দানের উপর নির্ভর করত জীবন ধারণ করিতেছ, আপনার কুলের মান সম্ভ্রম বিবেচনা করিলে তোমাকে পরিণয় করিতে পারি না। হেলেনা বর্ত্রামের উপেক্ষায় সাতিশয় ক্ষুণ্ণা হইলেন কিন্তু তাঁহার প্রতি আপনার মন নিতান্ত অনুরক্ত থাকাতে ক্ষোভেও প্রণয়াশা ত্যাগ করিতে পারিলেন না। অতএব সম্রাট্ সমীপে গমন পূর্ব্বক নিবেদন করিলেন মহারাজ আমার ভেষজে আরোগ্য লাভ করিলেন পরমাহ্লাদের বিষয় কিন্তু আমি অভীষ্ট প্রাপ্ত হইলাম না যেহেতু রোসিলনাধিপতি মহারাজের আজ্ঞা লঙ্ঘন পূর্ব্বক আমাকে অবজ্ঞা করিলেন। ফ্রান্সাধিরাজের স্বাধিকারস্থ কুলীনগণের পরিণয় বিষয়ে বিশেষ ক্ষমতা ছিল যুবতীর প্রমুখাৎ বর্ত্রামের আজ্ঞা হেলন সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া ক্রুদ্ধ হইলেন এবং বর্ত্রাম্‌কে আনয়ন পুরঃসর বল দ্বারা সেই দিবস পাণিগ্রহণ ব্যাপার সম্পাদন করিয়া দিলেন। রোসিলনাধিপকে অগত্যা দারপরিগ্রহ করিতে হইল। কিন্তু চিরদুঃখিনী হেলেনা যদিও আপন জীবনকে সঙ্কটে নিক্ষেপ পূর্ব্বক মহারাজের আনুকূল্যে বহুকালের আশার বস্তু লাভ করিয়া মহামান্য সম্ভ্রান্ত পতির পরিণীতা ভার্য্যা হইলেন তথাপি সহসা কোন প্রকার সুখের মুখ সন্দর্শন করিতে পারিলেন না কেননা স্বামী পাণি গ্রহণ করিয়াও উপেক্ষা করিতে লাগিলেন, দম্পতীর প্রীতি পরস্পরের অনুরাগ সাপেক্ষ, সম্রাটের সাধ্য কি যে রাজশাসনে তাহা জন্মাইয়া দিবেন।

যাহা হউক যথাবিধি বিবাহ ক্রিয়া নির্ব্বাহ হইলে রোসিলন্‌রাজ বর্ত্রাম্ ভার্য্যাকে বলিলেন সম্রাটের সভা হইতে আমাদের বিদায় গ্রহণ কর। হেলেনা প্রিয়তমের আদেশে মহারাজের নিকট প্রার্থনা করিবামাত্র স্বদেশে প্রত্যাগম-

নের অনুমতি হইল। অনন্তর যুবরাজ জায়াকে বলিলেন তোমার সহিত অকস্মাৎ পরিণয় হওয়াতে মনোমধ্যে যৎ-পরোনাস্তি উদ্বিগ্ন হইয়াছি অতএব যে কোন ব্যবহার করিব তাহাতে বিস্ময় বা চমৎকার বোধ করিও না। যদিও হেলেনা জীবনাধীশের এই বাক্যের ভাব তদানীং অনুভব করিতে পারিলেন না কিন্তু অনতিবিলম্বে প্রকাশ পাইল স্বামী তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবার মানস করিয়াছেন, কেননা তৎপরেই জননীর সন্নিধানে গমনের আদেশ হইল। যুবতী পতির নির্দয় নিদেশে সাতিশয় খিন্না হইলেন এবং কাতরতা পূর্ব্বক সবিনয় বচনে নিবেদন করিলেন মহাশয় এ বিষয়ে আমার বাঙ্নিষ্পত্তি করণের ক্ষমতা নাই, আমি আপনার নিতান্ত অধীনা কিঙ্করী, দৈবযোগে আমার সৌভাগ্যের উদয় হইয়াছিল কিন্তু গ্রহবিগুণ প্রযুক্ত অনুরূপ গুণ না থাকাতে তাহার ফল ভোগে বঞ্চিত হইলাম যাহা হউক এই অভাবের দূরীভাব নিমিত্ত এখন অনুদিন যত্ন করিব। তরুণীর এবম্প্রকার কাতর্য্য অবলোকনে ও রোসিলনাধিপ বর্ত্রামের সাহঙ্কার হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল না। বনিতাকে একটাও সৎ কথা না কহিয়া সঙ্কল্প সাধনে কৃতনিশ্চয় হইলেন এবং অবিলম্বে পরিত্যাগ পুরঃসর প্রস্থান করিলেন।

অতএব হেলেনা যদিও অসম সাহসিতা পূর্ব্বক ফ্রান্সে যাত্রা করিয়া মহারাজের জীবন রক্ষা এবং রোসিলনাধিপতিকে পরিণয় করিয়া কৃতকার্য্যা হইলেন তথাপি অনুতাপ করিতেং পেরিস্ হইতে প্রাচীন রাজমহিষীর নিকট প্রত্যাগমন করিতে হইল। অপর গৃহে প্রবেশ করিয়া স্বামির আন্তরিক নির্দয়তা প্রকাশক এক লিপি প্রাপ্ত হইলেন তাহাতে তাঁহার আশা লতা একেবারে ভগ্না হইয়া গেল সুতরাং পূর্ব্বাপেক্ষা মহাবিষাদে কাল ক্ষেপ করণে প্রবৃত্ত হইলেন।

বৃদ্ধা রাজ্ঞী পুত্র ইচ্ছা পর্ব্বক পাণি গ্রহণ করিলে

সুষাকে যে রূপে গ্রহণ করিতে হয় তদ্রূপ সমাদর পুরঃসর হেলেনার অভ্যর্থনা করিলেন এবং রাজকুমার পরিণয়ের দুই দিবস পরে অসৌজন্য প্রকাশ পূর্ব্বক যুবতীকে বাটী প্রেরণ করাতে তাঁহার যে মনঃ ক্ষোভ হয় নানা প্রকার প্রবোধ বচনে শান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু রাণীর এবম্প্রকার সদয় ব্যবহারেও বধূর বিক্ষিপ্ত চিত্তে স্থৈর্য্য হইল না। কামিনী শোকাবেগে বিবশা হইয়া শ্বশ্রূকে নিবেদন করিলেন ঠাকুরাণি আমার হৃদয়েশ চিরকালের নিমিত্ত পরিত্যাগ করিয়াছেন যুবরাজের প্রেরিত পত্রী বাচন করিয়া দেখুন। পরে অধীরতা প্রযুক্ত স্বয়ং সেই লিপি গ্রহণ পূর্ব্বক পাঠ করিলেন যথা--হেলেনা যখন তুমি আমার অঙ্গুলিভূষণ প্রাপ্ত হইবে তখন আমাকে স্বামি বলিয়া সম্বোধন করিও। কিন্তু আমি অঙ্গুরী প্রদান করিব না ও ঐ তখন কখনই হইবেক না। পত্রী পাঠ করিয়া যুবতী মোহবশতঃ সংজ্ঞা শূন্য হইলে বৃদ্ধা রাণী শান্ত্বনা করিয়া বলিলেন বৎসে ধৈর্য্যাবলম্বন কর বর্ত্তাম এক্ষণে স্থানান্তরে আছেন তুমি আমার নিকট যে ভাবে ছিলে সেই ভাবে কন্যার ন্যায় অবস্থিতি কর। তোমার যে সমস্ত অনুপম গুণের নিদর্শন প্রাপ্ত হইয়াছি তাহাতে মূঢ় বর্ত্তাম কি, তদপেক্ষা বিংশতি গুণ গুণান্বিত স্বামী তোমাকে লাভ করিয়া চরিতার্থতা স্বীকার পূর্ব্বক অনুক্ষণ ভার্য্যা বলিয়া সম্বোধন করিতে বাসনা করিবে। কিন্তু দয়াশীলা শ্বশ্রূ সুষার শান্ত্বনা নিমিত্ত বৃথা চেষ্টা পাইলেন যুবতী অনিমিষ নয়নে স্বামির পত্রী নিরীক্ষণ করাতে পুনর্ব্বার শোকে ব্যাকুলা হইলেন এবং তদবস্থায় উচ্চ স্বরে পাণিগ্রাহির সেই লিপির এক প্রান্তস্থ এই লিখন পাঠ করিলেন যথা যখন আমার কলত্র নাই তখন ফ্রান্সদেশ মধ্যে আমার কিছুই নাই। বর্ষীয়সী মহিষী বধূর প্রমুখাৎ ঐ কএকটী শব্দ শুনিয়া জিজ্ঞাসিলেন বৎসে এ সকল কথা কি বর্ত্তামের লিপিমধ্যে লিখিত আছে? শোক

বিকলা হেলেনা কিঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক পত্রীর প্রতি পুনর্বার নেত্রপাত করিয়া নিরীক্ষণ করত কহিলেন হাঁ অম্ব, এই কএক পদ এক পার্শ্বে লেখা রহিয়াছে।

পর দিবস উষা সময়ে শোকসন্তপ্তা যুবতী রাজসদন হইতে নির্গত হইয়া এক দিকে গমন পূর্ব্বক অদৃশ্যা হইলেন এবং প্রস্থান সময়ে শ্বশ্রূর সুগোচর নিমিত্ত স্বীয় অভিপ্রায় জ্ঞাপন পুরঃসর এই লিপি লিখিয়া গেলেন আমার নিমিত্ত আপনকার নন্দন রাজ্য ও রাজসদন পরিত্যাগ করিয়া দূরদেশে আছেন এই অপরাধে আমি সাতিশয় লজ্জিতা হইয়াছিলাম অতএব এক্ষণে পাপের প্রায়শ্চিত্ত নিমিত্ত সেন্ত জেক্স-লি-গ্রান্দ তীর্থ পর্য্যটনে যাত্রা করিলাম আপনি নিজ সন্তানের সমীপে এতৎ সংবাদ প্রেরণ পূর্ব্বক লিপিতে লিখিবেন স্নুষা তোমার অবজ্ঞায় চিরকালের নিমিত্ত আলয় পরিত্যাগ করিয়াছে।

বর্ত্রাম্ পেরিস্ নগর পরিত্যাগ পূর্ব্বক ফ্লোরেন্সে গমন করিয়া সম্রাটের সেনানীপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং শৌর্য্য বীর্য্য প্রকাশ পুরঃসর কএকটা সমর বিজয় করেন। সে স্থানে মাতার প্রেষিত পত্রী প্রাপ্ত হইয়া তদ্‌যোগে এই আনন্দ বর্দ্ধক সংবাদ অবগত হইলেন যে হেলেনা আর তাঁহাকে উত্যক্ত করিবে না বিবেকিনী হইয়া দেশান্তরে প্রস্থান করিয়াছে। রোসিলনের নবীন অধিপ এই সমাচারে মহা হর্ষিত হইলেন এবং অবিলম্বে স্বদেশ প্রত্যাগমনের মানস করিয়া আয়োজন করিতে লাগিলেন। এই সময় পতিবিরহে বিষণ্ণা হেলেনা তীর্থযাত্রির বেশে ফ্লোরেন্স দেশে আসিয়া উপস্থিতা হইলেন।

সেন্ত জেকস-লি-গ্রান্দ তীর্থে গমন করিতে হইলে যাত্রিদিগকে ফ্লোরেন্স নগর দিয়া যাইতে হইত অতএব হেলেনার ঐ নগরে আগমন পথ ঘটিত হইল। যুবতী নগরী মধ্যে প্রবেশ করিয়া শুনিতে পাইলেন তথাকার ধর্ম্ম পরায়ণা এক বিধবা অবলা তীর্থ যাত্রি দিগকে আপন ভবনে স্থান

দান পুরঃসর যথোচিত আতিথ্য করিয়া থাকেন। অতএব সেই পুণ্যশীলা ললনার আলয় অনুসন্ধান পূর্ব্বক তথায় গিয়া উপনীত হইলেন। আতিথেয় যোষা অভ্যাগত রমণীর যথোচিত অভ্যর্থনা করিলেন এবং তাহাকে সেই নগরীস্থ আশ্চর্য্য বিষয় সকল প্রদর্শনের আশ্বাস দিয়া কহিলেন বৎসে যদিস্যাৎ অত্রত্য নরপতির সেনা দেখিতে অভিলাষ থাকে আমার সঙ্গে চল উত্তমরূপে দেখাইয়া আনিব। যদি অবনীপতির অনীকিনী দর্শন করিতে যাও তন্মধ্যে তোমার স্বদেশীয় এক জন যুবার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পাইবে। ঐ ব্যক্তি রোসিলন্ দেশের রাজা, এখানে সম্রাটের সেনানায়ক হইয়া শৌর্য্য বীর্য্য প্রকাশ পূর্ব্বক ভূরিং রণ জয় করিয়া মহাবীর পরাক্রম বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। হেলেনা যখন শুনিলেন ঐ নগরে রাজকীয় সেনামধ্যে আপনার পরম প্রণয় ভাজন বর্ত্রামের দর্শন পাইবেন তখন সাতিশয় ব্যগ্রতা সহকারে সেই মহিলার নিকট সৈন্যাবলোকনের বাসনা ব্যক্ত করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহার সমভিব্যাহারে পুনর্ব্বার প্রিয়তমের বদন সুধাকর নিরীক্ষণ দ্বারা শোকাকুল হৃদয়ের যৎকিঞ্চিৎ শান্ত্বনা করণাশয়ে গমন করিলেন। সেই প্রবীণা ললনা সেনা স্থানের অদূরে উপস্থিতা হইয়া বর্ত্রামকে দেখাইয়া সমভিব্যাহারিণী যুবতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন কেমন এ যুবা কি রূপবান্ নহেন? হেলেনা অকপটে উত্তর দিলেন হাঁ ইনি পরম সুন্দর, নিরীক্ষণে নয়নের সার্থক হইল। পথিমধ্যে গমন কালে সেই অবলা হেলেনাকে কেবল বর্ত্রামের কথা কহিয়াছিলেন অপর যুবরাজ যে প্রকারে দার পরিগ্রহ করেন এবং দুর্ভগা পত্নীর দুরদৃষ্ট বশতঃ অবিলম্বে তাহাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক যে রূপে মহারাজের সৈন্যাধ্যক্ষতা পদে নিযুক্ত হন্ এ সমস্ত বিষয় বিশেষরূপে বর্ণনা করিয়াছিলেন। হেলেনা সাতিশয় স্থিরতা সহকারে মনোযোগ পূর্ব্বক ঐ সকল কথা শ্রবণ করেন কিন্তু প্রাচীনা উল্লেখিত বিষয়ের বিবরণ সমাপন

করিয়া যখন অন্য একটী গল্প আরম্ভ করিলেন তখন হেলেনার হৃদয় শল্য বিদ্ধ প্রায় হইয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইল সেই গল্পের সংক্ষিপ্তার্থ এই যে বর্ত্রাম সেই বিধবার দুহিতার প্রতি আসক্ত হইয়াছেন।

ফ্রান্সাধিরাজ যে যুবতীর সহিত বর্ত্রামের বিবাহ দেন যদিও তাহাতে যুবার প্রীতি জন্মে নাই তথাপি অবলার প্রণয় রসাস্বাদনে তাঁহার চিত্ত বিরক্ত ছিল না কেননা সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে যখন ফ্লোরেন্স নগরে অবস্থিতি করিতেছিলেন তখন হেলেনা যে বিধবা যোষার সদনে আতিথ্য স্বীকার করিলেন সেই নারীর দাএনা নাম্নী কন্যার সহিত প্রণয়োৎপাদন নিমিত্ত যৎপরোনাস্তি যত্ন করিয়াছিলেন। দাএনার রূপ লাবণ্যে মোহিত হইয়া প্রতিদিন নিশাভাগে তদীয় শয়নাগারের গবাক্ষ তলে গিয়া দণ্ডায়মান হইতেন এবং সুন্দরীর শারীরিক সৌন্দর্য্যের বর্ণন পূর্ব্বক প্রেম ভিক্ষা করিতেন। অপর বিবিধ প্ররোচন বচন প্রয়োগ পুরঃসর প্রার্থনা করিতেন নিশীথ সময়ে পুরস্থ সমস্ত প্রাণি সুষুপ্তি প্রাপ্ত হইয়াছে সুন্দরি এক্ষণে আলয়ে প্রবেশের অনুমতি কর না কেন? কিন্তু দাএনা যুবাকে কৃতদার জানিতেন সুতরাং তাহার ঐ রূপ অনুপযুক্ত প্রার্থনা গ্রাহ্য অথবা আপন প্রেমের কোন লক্ষণ প্রকাশ করিতেন না। উক্ত যুবতীর জননী ধর্ম্মশীলা এবং সচ্চরিত্রা ছিলেন যদিও তাঁহার ধন সম্পত্তি সে সময় কিঞ্চিৎ খর্ব্ব হইয়াছিল তথাপি মহা সম্ভ্রান্ত কেপিউলেট্ বংশোদ্ভবা তনয়াকে সদুপদেশ দ্বারা সুনীতি সম্পন্না ও ধর্ম্মনিষ্ঠা করিতে ত্রুটি করেন নাই সুতরাং অসৎ প্রবৃত্তিতে যুবতীর মনঃ প্রবৃত্ত হয় নাই।

অতিথি বৎসলা মহিলা এতদ্বিষয়ের বিবরণ হেলেনার নিকট ব্যক্ত করিয়া আপনার নন্দিনীর সদ্গুণের প্রশংসা করত কহিলেন আমার নিরন্তর সদুপদেশ ও সুশিক্ষা প্রভাবেই আমার কন্যা ধর্ম্মভীরু ও সুশীলা হইয়াছেন।

অবশেষে জ্ঞাপন করিলেন বর্ত্ত্রাম্ বোধ হয় আগামি দিবসে ফ্লোরেন্স পরিত্যাগ করিয়া যাইবে কেননা গত রাত্রিতে আমার তনয়ার আলয় সন্নিধানে আসিয়া সাক্ষাৎ করণার্থ বিস্তর বিনয় করিতেছিল।

প্রেমাভিলাষিণী হেলেনা আপন নায়কের নায়িকান্তরের প্রতি আসক্তির কথা শুনিয়া যদিও উৎকলিকাকুলা এবং মনোনীত কান্তের পরিগ্রহ নিমিত্ত সমস্ত যত্ন বিফল বোধে খিদ্যমানা হইলেন তথাপি প্রণয়োৎপাদনের আশা পরিত্যাগ না করিয়া নির্দয় বল্লভকে পুনর্বার প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত উপায়ান্বেষণ করিতে লাগিলেন। উক্ত ধর্ম্মপরায়ণা যোষার সন্নিধানে আত্ম পরিচয় প্রদান পুরঃসর ব্যক্ত করিলেন মা এ অভাগিনীই বর্ত্ত্রামের পরিত্যক্তা বনিতা। অনন্তর সেই বৃদ্ধা ও তদীয় তনয়ার নিকট কাতরতা পূর্ব্বক সবিনয় বচনে নিবেদন করিলেন আপনারা যদিস্যাৎ এক্ষণে আমার প্রতি কৃপা প্রকাশ করেন তবে আপন দুর্ভাগ্য মোচনে যত্ন করিতে পারি। আপনারা অদ্য রাজনন্দনকে সদনে আগমনের অনুমতি করুন আমি দাএনার বেশ ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করি। হে জননি এ প্রকারে স্বামির সহিত সাক্ষাৎ করণের তাৎপর্য্য এই যে তাহার নিকট হইতে একটী অঙ্গুরী দাএনার বেশে অনায়াসে গ্রহণ করিতে পারিব, স্বামী আমাকে পরিত্যাগ করিয়া বলিয়াছেন যদি কখন তাঁহার হস্ত হইতে অঙ্গুলি ভূষণ আসাদন করিতে পারি আমাকে ভার্য্যা বলিয়া পুনর্ব্বার গ্রহণ করিবেন।

বর্ষীয়সী এবং তাঁহার বুদ্ধিমতী তনয়া হেলেনার পরিচয় পাইয়া বিবেচনা করিলেন এই দুর্ভগা ভামিনীর প্রতি অধুনা যৎকিঞ্চিৎ করুণা বিতরণ পুরঃসর আনুকূল্য করিলে উত্তর কাল বিলক্ষণ প্রত্যুপকার লাভের সম্ভাবনা অধিকন্তু ইহার সমভিব্যাহারে যে অর্থ আছে তাহা হইতে আপাততঃ কিয়ৎ সংখ্যক মুদ্রা লভ্য হইতে পারে অতএব

সাহায্য প্রদানে সম্মতা হইয়া সস্নেহ বচনে কহিলেন যদি এ প্রকার করিলে তোমার উপকার হয় করিব। অনন্তর হেলেনা দিবাভাগে কৌশলক্রমে প্রিয়তমের নিকট আপনার মৃত্যু সমাচার প্রেরণ করিলেন, ইহার তাৎপর্য্য এই যে বর্ত্রাম্ কলত্রের নিধন সংবাদ প্রাপ্ত হইলে দাএনাকে দাররূপে পরিগ্রহ করিবার নিমিত্ত আগ্রহান্বিত হইবেন তাহাতে আপনি দাএনার আকৃতি ধারণ পুরঃসর যুবরাজের সেই আগ্রহ সময়ে কৌশলক্রমে অঙ্গুরী প্রাপ্ত হইতে পারিবেন তাহা হইলেই ভবিষ্যতে নিঃসন্দেহ সৌভাগ্যোদয় হইবে।

অনন্তর দিবাকর চরমাচল চূড়া অবলম্বন করিলে নিশার অন্ধকারে অবনি মণ্ডল ক্রমে সমাবৃত হইতে লাগিল। বর্ত্রাম্ দাএনার অনুরাগে উৎকলিকাকুল থাকাতে সন্ধ্যার কিয়ৎ পরেই মহিলার আলয়ে যাত্রা করিলেন। এ দিকে হেলেনাও দাএনার বেশ ধারণ পূর্ব্বক যুবতীর আবাসে বসিয়া নায়কের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। অনতিবিলম্বে যুবরাজ দাএনার ভবন সন্নিধানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং অন্যান্য দিনের মত কামিনীর প্রণয় সঞ্চারাভিলাষে প্রেমালাপ আরম্ভ করিলেন। হেলেনা যদিও অন্য অঙ্গনা হইয়া প্রিয়তমের সহিত আলাপ করিলেন এবং নবানুরাগী নৃপতনয় যদিও নবীন নায়িকাকে দাএনা বোধে সাতিশয় ঔৎসুক্য সহকারে তাঁহার প্রতি প্রীতি মিশ্রিত উক্তি করিতে লাগিলেন তথাপি হেলেনা পতির প্রণয় আলাপ বলিয়া তাহাতে সাতিশয় প্রীতা হইলেন। দাএনা এপর্য্যন্ত যুবরাজের সহিত প্রেমের কথা কহেন নাই সে দিবস দাএনা রূপিণী হেলেনা কথায়২ আপনার অনুরাগ ব্যক্ত করাতে নৃপতনয়ও মহা সন্তুষ্ট হইলেন এবং ব্যগ্রতা পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি চিরানুরক্ত থাকিবার অঙ্গীকার করিলেন। হেলেনা আপনার চিরাভিলষিত প্রিয়তমের সহিত উক্ত প্রকারে কথোপকথন করিয়া এক্ষণে

সানন্দ চিত্তে আশ্বাস করিলেন নায়কের অবজ্ঞাত নায়িকা হইলেও কালক্রমে ঈদৃশ প্রণয় ভাজন হইতে পারিব।

হেলেনার রূপ গুণ ইতিপূর্ব্বে যুবরাজ বর্ত্রামের বিশেষ বিদিত ছিল না, এ কারণ ভাবিনীকে অবজ্ঞা করেন। গুণ-গ্রাহী যুবা যদি কামিনীর কমনীয় রূপ লাবণ্য ও অনুপম গুণের পরিচয় পাইতেন তাহা হইলে কখন অবিজ্ঞতা পূর্ব্বক তাদৃশ স্ত্রীরত্ন পরিত্যাগ করিতেন না। যদিও নৃপতনয় আপনার আলয়ে প্রতিদিন যুবতীকে অবলোকন করিতেন তথাপি তাঁহার রূপ লাবণ্যের দিকে বিশেষ মনোযোগ না থাকাতে তদ্বিষয়ের চিন্তা চিত্ত মধ্যে কদাপি উদিতা হয় নাই। অপর যে আকৃতি সর্ব্বদা দৃষ্টি গোচর হয় তাহার সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য প্রথমতঃ যাদৃশ মনের আকর্ষক হয় নিরন্তর দেখিতে থাকিলে তাদৃক্ থাকে না ইহাতে যদিও আদৌ হেলেনার রূপ লাবণ্য রাজকুমারের চিত্ত চমৎকৃত করিয়া থাকে তথাপি অনিশ অন্যভাবে নিরীক্ষণ করাতে প্রণয়োৎপাদন করিতে পারে নাই। অপিচ তরুণীর গুণচয়ে পূর্ব্বে রাজনন্দনের পরিচয় হইবার সম্ভাবনা ছিল না কেননা কখন কামিনীকে সম্মুখে দণ্ডায়মানা হইয়া মুক্তকণ্ঠে কথোপকথন করিতে দেখেন নাই। সে যাহা হউক। হেলেনা আপনার সৌভাগ্য ও পতির সহিত সম্প্রীতি সম্পাদনের যে উপায় অবলম্বন করেন তাহা সফল এবং পরিণামে মঙ্গল দায়ক করিবার আশয়ে স্থির করিলেন এই নিশার প্রণয়ব্যবহারে প্রিয়-তমের অন্তঃকরণ সম্পূর্ণ রূপে মুগ্ধ করিতে যত্ন করি। অত-এব বিবিধ সরস বচনে নায়ককে আনন্দিত করিতে লাগি-লেন। বর্ত্রাম্ প্রিয়তমার অকৃত্রিম আকৃতি সৌন্দর্য্য, সু-মধুর বচন, এবং সরল সদ্ব্যবহারে এরূপ মুগ্ধ হইলেন যে একেবারে তাঁহাকে বিবাহ করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। হেলেনা এই সময়ে আপনার সংকল্প সিদ্ধির নিমিত্ত সমুৎ-সুকা হইয়া চতুরতা পূর্ব্বক রাজকুমারের নিকট প্রণয়ের নিদর্শন অঙ্গুরী প্রার্থনা করিলেন। বর্তাম নবীন নায়িকার

ভাবে মগ্ন হইয়াছিলেন, তৎক্ষণাৎ অঙ্গুলি হইতে উন্মোচন করিয়া কমিনীর করে অঙ্গুরীয়ক সমর্পণ করিলেন। হেলেনা মনোভীষ্ট নায়কের অঙ্গুলীভূষণ প্রাপ্ত হইয়া মহা হর্ষিত হইলেন এবং আপনি ফ্রান্সাধিরাজ সকাশাৎ পুরস্কার স্বরূপে যে অঙ্গুরী লাভ করিয়াছিলেন নায়কের প্রতি গাঢ়ানুরাগের লক্ষণ ব্যক্ত করণার্থ তাঁহার হস্তে তাহা প্রদান করিলেন। এই রূপে পরম কৌতুকে যামিনী যাপন হইলে প্রত্যূষে রাজনন্দন প্রণয়িনীর নিকট বিদায় হইলেন এবং সেই দিন স্বদেশ গমনের নিমিত্ত অবধারিত হওয়াতে অবিলম্বে রোসিলন্ নগরে জননীর সন্নিধানে যাত্রা করিলেন।

হেলেনা অচিরে চিরপ্রণয় ভাজন প্রিয়তমের পরিগৃহীতা হইয়া চরিতার্থতা লাভ নিমিত্ত ব্যগ্রচিত্তা হইলেন অতএব আতিথেয় গৃহিণী এবং তদীয় নন্দিনীর নিকট আপনার প্রতি আনুকূল্য করণের নিমিত্ত কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া তাঁহাদের দয়ার যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা করিতে লাগিলেন শেষে সবিনয় বচনে নিবেদন করিলেন তোমাদের অনুগ্রহে বল্লভের সহিত এক দিন বিশ্রম্ভালাপ করিয়া চির তৃষিত চিত্ত চকোর চরিতার্থ করিলাম এবং অভিলষিত লাভের সোপানও হইয়াছে কেননা নায়কের অঙ্গুরী হস্তগত করিয়াছি এক্ষণে যদিস্যাৎ আর কিঞ্চিৎ করুণা প্রকাশ পুরঃসর একবার আমার সমভিব্যাহারে পেরিস্ যাত্রা কর, তাহা হইলে মনোবাঞ্ছা সম্পূর্ণ রূপে পরিপূর্ণ হয়। দয়াশীলা বিধবা মহিলা যুবতীর প্রার্থনায় সম্মতা হইলেন এবং কিয়দ্দিন মধ্যে তিন জনে পেরিস্ নগরে যাত্রা করিলেন। কিন্তু সে-স্থানে উপস্থিত হইবামাত্র শুনিতে পাইলেন মহারাজ প্রিয় সুহৃৎ রোসিলনাধিপের মহিষী সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত রোসিলনে প্রস্থান করিয়াছেন অতএব হেলেনা সমভিব্যাহারিণী সেই দুই নারী সঙ্গে করিয়া সম্রাটের

পশ্চাৎ গমন করিলেন এবং কতিপয় দিবসের মধ্যে রোসিলনে গিয়া উত্তীর্ণ হইলেন।

ফ্রান্সাধিরাজ হেলেনার ঔষধে নীরোগ হইয়া অনুদিন অধিক স্বাস্থ্য অনুভব করিতেছিলেন ইহাতে চিকিৎসিকার নাম নিরন্তর স্মরণ হইত। রোসিলনে উপনীত হইয়া তত্রত্য মহীপতির মহিলার সহিত সাক্ষাৎ করত মঙ্গল প্রশ্নান্তে তাঁহার কথা উত্থাপন করিলেন। তদ্বিষয়ে কথোপকথন হইলে পরিতাপ পূর্ব্বক বিধবা রাজ্ঞীকে কহিতে লাগিলেন তোমার সন্তান আপনার দোষে সেই বহুমূল্য কন্যারত্ন নষ্ট করিয়াছেন। প্রাচীন রাজমহিষী সদ্গুণালঙ্কৃতা সুষার প্রসঙ্গাবধি অধীরা হইয়া বারম্বার দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরিতাপ করিতে লাগিলেন। সম্রাট্ রাণীর শান্ত্বনা করত কহিলেন হে সুশীলে ধৈর্য্যাবলম্বন পুরঃসর শোকাবেগ নিবারণ কর, আমিও মনের উদ্বেগ শান্তি নিমিত্ত এ সকল বিস্মরণ করি। এতদবসরে সম্রাটের সর্ব্বাধিকারী সুশীল লাফু নিকটে আসিয়া উপস্থিত হওয়াতে তিনি রাজধিরাজকে হেলেনার কথা সহজে পরিত্যাগ করিতে দিলেন না, সম্রাটের সমীপে করপুটে দণ্ডায়মান হইয়া নিবেদন করিলেন মহারাজ যুবরাজ বর্ত্রাম্ আপনকার এবং তাঁহার মাতা ও বনিতার প্রতি অতিশয় অসদ্ব্যবহার করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার নিজেরও যথেষ্ট অনিষ্ট হইয়াছে। আহা তাদৃশ স্ত্রীরত্ন হারাইলেন, সেই অবলার রূপলাবণ্য নিরীক্ষণে কাহার লোচন চরিতার্থ, এবং মধুর বচন শ্রবণে কাহার শ্রবণেন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত, ও অনুপম গুণে মানস সমাকৃষ্ট না হইত। ফ্রান্সাধিরাজ মন্ত্রির পরিতাপে যদিও সন্তাপিত হইলেন তথাপি প্রকৃতির গাম্ভীর্য্য প্রযুক্ত কাতর না হইয়া বরং সুবিজ্ঞ অমাত্যকে শান্ত্বনা করত কহিতে লাগিলেন এক্ষণে নষ্ট নিধির গুণকীর্ত্তন বিফল, স্মরণে কেবল দুঃখোদয় হয়, যাহা ভবিতব্য ছিল হইয়াছে, এখন রোসিলনাধিপ বর্ত্রাম্কে ডাকাইয়া আন দেখি। তদনন্তর নৃপতনয়

বর্ত্রাম্ লজ্জা নম্রমুখে সম্রাট্ সমীপে আগমন করিলেন এবং আপনার অবিহিতাচরণ নিমিত্ত অনুতাপ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। মহারাজ মৃত রোসিলনাধিপতির চির সৌহৃদ্য এবং তদীয় মহিষীর সবিনয় সৌজন্যের অনুরোধে যুবরাজের প্রতি সদয় হইয়া অপরাধ মার্জ্জন করিলেন। পরন্তু অনতি বিলম্বে রাজকুমারের অঙ্গুলি পর্ব্বে আপনার অঙ্গুলি ভূষণ অবলোকন করাতে তাঁহার করুণাপূর্ণ মুখমণ্ডল পুনর্ব্বার বিবর্ণ হইয়া উঠিল। রাজাধিরাজের স্মরণ হইল হেলেনার চিকিৎসায় সন্তুষ্ট হইয়া এই অঙ্গুরী তাহাকে পারিতোষিক দিয়াছিলাম। সেই গুণবতী যুবতী পরিষদ্মধ্যে এই পুরস্কার গ্রহণ কালে ধর্ম্ম সাক্ষি করিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিল যদিস্যাৎ কদাচিৎ আপদ্ আপতিত হয় তাহা হইলে ইহা সম্রাট্ সমীপে প্রেরণ করিব নচেৎ অন্য সময়ে কদাপি হস্তান্তর করিব না। যুবরাজ বর্ত্রাম্ তাহার পাণিগ্রাহ বটে কিন্তু এ তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, কিরূপে এই অঙ্গুরী প্রাপ্ত হইল? অনন্তর রাজনন্দনকে জিজ্ঞাসা করিলেন বর্ত্রাম্ তুমি এই অঙ্গুলি ভূষণ কোথায় পাইয়াছ? বর্ত্রাম্ রাজাধিরাজের বিস্ময় উৎপাদন পুরঃসর উত্তর দিলেন মহারাজ আমার প্রণয়াভিলাষিণী এক কামিনী আপনার অনুরাগ ব্যক্ত করণাশয়ে স্বীয় আলয়ের গবাক্ষ দ্বার দিয়া আমার হস্তে এই অঙ্গুরী প্রদান করিয়াছিলেন। সম্রাট্ বর্ত্রামের এই অসঙ্গত উত্তর শ্রবণে বিবেচনা করিতে লাগিলেন এ ব্যক্তি আপনার বনিতাকে ঘৃণা করিত বোধ হয় তাহার প্রাণ সংহার করিয়াছে নচেৎ পরিত্যক্তা ভার্য্যার অঙ্গুরী ইহার হস্তে আসিবার সম্ভাবনা কি? অতএব হত্যাপরাধের আশঙ্কায় যুবরাজকে ধৃত করিবার নিমিত্ত রক্ষক দিগকে আদেশ করিলেন এবং সকলের সমক্ষে মুক্তকণ্ঠে কহিতে লাগিলেন আমার অন্তঃকরণ ঘোর চিন্তায় আচ্ছন্ন হইল। মনে হইতেছে যেন

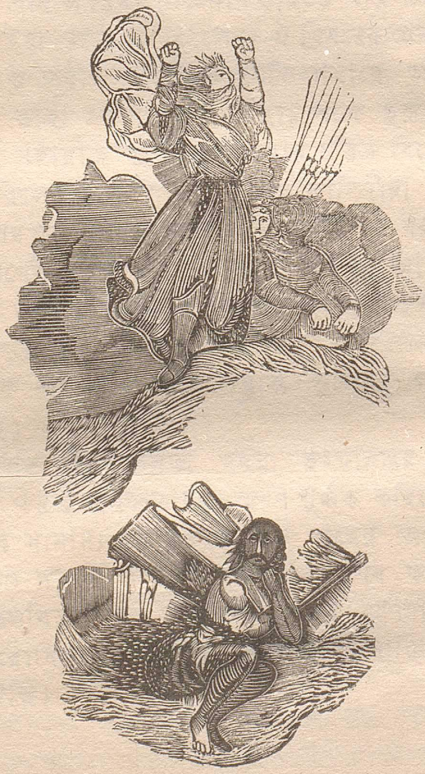
বর্ট্রাম্ অত্যাচার করিয়া হেলেনার জীবন বিনষ্ট করিয়াছে। এই সময় দাএনার জননী তনয়া সমভিব্যাহারে সম্রাটের সমীপে আগমন পুরঃসর আবেদন করিল মহারাজ রোসিলনাধিরাজ কুমার বর্ট্রাম্ আমার দুহিতাকে বিবাহ করিতে অঙ্গীকার করিয়া আসিয়াছেন যথাবিধি পাণিগ্রহণ নিমিত্ত তাঁহার প্রতি আদেশ হয়। বর্ট্রাম্ রাজাধিরাজ ফ্রান্সাধিপতির কোপ দর্শনে সাতিশয় ভীত হইয়া সমুদায় অস্বীকার করিলেন। দাএনা হেলেনার নিকট হইতে বর্ট্রামের অঙ্গুরী লইয়া আসিয়াছিল অতএব জননীর কথায় নৃপতনয় অস্বীকার করিলে সত্যতা সপ্রমাণ নিমিত্ত সেই অঙ্গুরী নৃপতি সমক্ষে বহির্গত করিয়া নিবেদন করিল মহারাজ বর্ট্রাম্ আমার পাণি গ্রহণার্থ অঙ্গীকার করিয়া এই অঙ্গুলি ভূষণ সমর্পণ করেন আমিও তাঁহাকে আপনার অঙ্গুলি মুদ্রা প্রদান করিয়াছি। সম্রাট্ সেই যুবতীর প্রমুখাৎ অঙ্গুরীয়কের কথা শ্রবণ করাতে তাহাকেও তৎক্ষণাৎ অবরোধ করিতে আজ্ঞা দিলেন এবং দাএনা অঙ্গুরীর যে আগম বৃত্তান্ত বর্ণনা করিল বর্ট্রামের কথার সহিত তাহার অনৈক্য দেখিয়া অতিশয় সংশয়ান্বিত হইলেন। অবশেষে সকলের সাক্ষাতে কহিলেন হেলেনার এ অঙ্গুরী, এই যুবতী এবং যুবরাজ কি প্রকারে ইহা প্রাপ্ত হইয়াছে যদিস্যাৎ যথার্থ না বলে উভয়ের প্রাণ দণ্ড করিব। দাএনা সম্রাটের কথায় বিনয় পুরঃসর নিবেদন করিল আমার জননী এক জন রত্ন বণিকের সন্নিধানে এই অঙ্গুরী ক্রয় করিয়াছেন আজ্ঞা হউক আমরা বণিক্‌কে আপনার সমীপে আনিয়া উপস্থিত করি। দাএনার এই প্রার্থনা গ্রাহ্য হইলে তাহার জননী বাহিরে গেল এবং অবিলম্বে হেলেনাকে সমভিব্যাহারে লইয়া প্রত্যাগমন করিল।

রোসিলনের প্রাচীন রাজমহিষী অঙ্গুরীর প্রসঙ্গাবধি স্নুষার শোকে ও তনয়ের বিপদাশঙ্কায় কাতরা হইয়া মনে

করিতেছিলেন যুবরাজ বুঝি যথার্থই স্ত্রী হত্যা করিয়াছে। দাএনার জননী গমন করিলে কিঞ্চিৎ পরে দূর হইতে দেখিতে পাইলেন সেই বর্ষীয়সীর সমভিব্যাহারে প্রিয়া হেলেনা আগমন করিতেছেন অতএব মনের সমস্ত বিষাদ বিস্মরণ পূর্ব্বক হর্ষে পুলকিত হইলেন। অনন্তর হেলেনা আসিয়া উপস্থিত হইলে নৃপতি যদিও তাহাতে আপনার জীবন প্রদা প্রমদা হেলেনার অবয়ব সাদৃশ্য দর্শনে আহ্লাদিত হইলেন তথাপি তিনি হেলেনা কি না, এতৎ সংশয় আশু নিবৃত্তি করিতে পারিলেন না। অতএব জিজ্ঞাসা করিলেন ইনি কি বর্ত্রামের বনিতা হেলেনা? হেলেনা পতির পরিত্যক্ত বধূ, এ প্রযুক্ত অভিমান প্রকাশ পুরঃসর উত্তর করিলেন প্রভো আমি বর্ত্রামের পরিণীতা পত্নী নহি, আপনি বুঝি তাঁহার ভার্য্যার ছায়া দর্শন করিতেছেন, যদি তাহা হয় তবে নামমাত্র বর্ত্রামের কলত্র বস্তুতঃ নহে। বর্ত্রাম্ এক্ষণে ভার্য্যার নিমিত্ত কাতর ছিলেন অতএব হেলেনার দর্শন ও তাহার এই সমস্ত বাক্য শ্রবণানন্তর চিনিতে পারিয়া আনন্দিত হইলেন এবং হর্ষাবেগ বশতঃ উচ্চ স্বরে কহিলেন এই যে আমার চিত্তপ্রীণনী প্রণয়িনী, সুন্দরি অপরাধ ক্ষমা কর। হেলেনা প্রিয়তমের বচনে প্রণয়ের্য্যা প্রকাশ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, নাথ আমি এই যুবতী দাএনার বেশ ধারণ করিয়া এক দিবস আপনকার প্রেম ভাজন হইয়াছিলাম বটে কিন্তু আমার স্বরূপে একটা প্রিয় কথাও প্রাপ্ত হই নাই, এই দেখুন আপনার লিপি বর্ত্তমান আছে ইহা বলিয়া পূর্ব্বে যে পত্রী অশ্রুপূর্ণ নয়নে অবলোকন করত কাতর স্বরে বাচন করিয়াছিলেন এক্ষণে হর্ষোৎফুল্ল লোচনে আনন্দ গদ্গাদ বাক্যে তাহা পাঠ করিতে লাগিলেন। তদনন্তর প্রিয়তমকে সম্বোধিয়া বলিলেন নাথ এক্ষণে অঙ্গুরী আসাদিতা হইয়াছে, এখন আপনি আমাকে গ্রহণ করিবেন কি না? আমি সর্ব্বপ্রকারে জয়ী হইয়াছি। যুবরাজ কহিলেন সুন্দরি আমি কি সে রাত্রি তোমার সহিত কথোপ-

কথন করিয়াছিলাম? সে দিন কি দাএনা আপন সদনে ছিলেন না? আমার এ বিষয়ে অতিশয় সংশয় হইল। যাহা হউক, তোমার সঙ্গে সে নিশা তাদৃশ সুখে বঞ্চন করিয়াছিলাম যদি এ বিষয় সপ্রমাণ করিতে পার তোমার চিরক্রীত হইয়া থাকিব। হেলেনা ঐ বিষয়ের প্রমাণ নিমিত্তই দাএনা ও তদীয় জননীকে সমভিব্যাহারে আনিয়াছিলেন অতএব তাহা সপ্রমাণ করা তাঁহার পক্ষে দুরূহ হইল না। অনন্তর মহারাজ সুশীলা দাএনার চরিত্র বিবেচনা করিয়া মনে করিলেন রূপ লাবণ্য সম্পন্ন কামিনীরা কোন প্রকার খ্যাতাপন্ন কর্ম্ম করিলে তাহাদিগকে বিশিষ্ট বরপ্রদান করিলেই যথেষ্ট পুরস্কার বোধ করে অতএব আপনার জীবন দায়িনী রমণীর প্রতি এবম্প্রকারে আনুকূল্য কারিণী দাএনার পুরস্কার নিমিত্ত অঙ্গীকার করিলেন হে যুবতি তোমাকে অবিলম্বে কোন সম্ভ্রান্ত পুরুষের গৃহিণী করিয়া দিতেছি।

হেলেনা স্বামি সঙ্গতা হইয়া দুঃখানন্তর পরম সুখ সম্ভোগ করত জনকের চরণ স্মরণ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন পিতৃদত্ত সামান্য ধন হইতে শুভ গ্রহের আনুকূল্যে এই সৌভাগ্য সম্পাদিত হইল, জনকের ঔষধ ফলেই এক্ষণে চিরাভিলষিত প্রিয় বর্ত্রামের পরম প্রণয়াস্পদ মহিষী এবং রোসিলনের প্রাচীন রাজ্ঞীর স্নেহান্বিতা স্নুষা হইলাম ইতি।



R. C. KORMOKAR, ENGR. ১৯৭

লিয়র নৃপতি।

সেক্‌সপিয়র।

লিয়র নৃপতির উপাখ্যান।

ব্রিটন্ দেশে লিয়র নামা এক নরপতি ছিলেন। তাঁহার তিন তনয়া হয়, জ্যেষ্ঠা গনেরিল্ নামধেয়া, মধ্যমা রিগান্ নাম্নী, কনীয়সীর সংজ্ঞা কর্দেলিয়া। আল্‌বানি দেশের ভূপাল সহিত প্রধানা দুহিতার পরিণয় হয়, মধ্যমা কর্ণওয়াল্ প্রদেশাধিপের সহধর্ম্মচারিণী, কনিষ্ঠা অনূঢ়াবস্থায় ছিলেন, তাঁহার পাণিগ্রহণ নিমিত্ত ফ্রান্সের অধিপতি এবং বর্গন্দি রাজ্যের অধ্যক্ষ ব্রিটনাধীশের রাজসভায় সর্ব্বদা গমনাগমন করিতেন।

রাজা লিয়র বয়োবাহুল্য বশতঃ জরাজীর্ণ হইয়া দেশশাসনের ক্লেশ সহনে দিন২ অসমর্থ হইতেছিলেন এ কারণ বিষয় ভোগের বাসনা বিসর্জ্জন পুরঃসর অচিরে অবশ্য ভাবি মৃত্যুর প্রতীক্ষা নিমিত্ত স্বীয় রাজত্বের ভার অন্যের হস্তে সমর্পণের মানস করিলেন। অতএব নৃপতি কন্যাত্রয়কে আপনার সন্নিধানে আহ্বান পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন আমি তোমাদিগের পিতৃভক্তির তারতম্যানুসারে তোমাদের মধ্যে আমার রাজ্য বিভাগ করিয়া দিতে ইচ্ছা করি তোমরা কে কেমন আমাকে শ্রদ্ধা কর আপন২ মুখে বর্ণনা পূর্ব্বক ব্যক্ত কর দেখি শ্রবণ করি।

ব্রিটনাধিরাজের এতদ্বচনাকর্ণনে জ্যেষ্ঠা গনেরিল বাগাড়ম্বর পূর্ব্বক কহিতে আরম্ভ করিল, তাত আপনকার প্রতি আমার যে ভক্তি আছে বাক্য দ্বারা তাহা ব্যক্ত করি সামর্থ্য কি? আপনি আমার নয়ন পুত্তলি অপেক্ষা প্রিয়তর, আমি

আত্ম জীবন ও স্বাতন্ত্র্যাপেক্ষাও আপনকাকে অধিক ভাল বাসি। কিন্তু জ্যেষ্ঠা কেবল পিতার শ্রবণ সুখ জন্মাইবার নিমিত্ত এবম্প্রকার মৌখিক মধুর বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিল তাহার অন্তঃকরণে বাস্তবিক স্নেহের সম্পর্ক ছিল না। ফলতঃ যে স্থলে আন্তরিক প্রেম না থাকে সেই স্থানেই বহুলভাবে বাক্যাড়ম্বর হয়। সে যাহা হউক। বৃদ্ধ নৃপতি তনয়ার মুখে তদীয় শ্রদ্ধার কথা শ্রবণে পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন এবং তাহার কথায় বিশ্বাস করিলেন ইহার আন্তরিক ভক্তি আছে অতএব ঐ কন্যা ও তাহার স্বামির প্রতি স্নেহ প্রকাশ পুরঃসর স্বীয় সুবিস্তীর্ণ রাজ্যের তৃতীয়াংশ তৎক্ষণাৎ প্রদান করিলেন।

তদনন্তর নরপতি মধ্যমা দুহিতাকে আহ্বান পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন বৎসে তুমি কেমন্ পিতাকে শ্রদ্ধা কর এ বিষয়ে যদি বক্তব্য থাকে ব্যক্ত কর। মধ্যমা কন্যা জ্যেষ্ঠার তুল্য সুচতুরা, বাগ্‌বিস্তার বিষয়ে তদপেক্ষা খর্ব্ব ছিল না অতএব অগ্রজা অপেক্ষা বরং অধিক আড়ম্বর করিয়া কহিল পিতঃ আমি আপনাতে যে প্রকার ভক্তি করি তাহা কিরূপে ব্যক্ত করিব। আপনার প্রতি শ্রদ্ধা দ্বারা স্বীয় অন্তঃকরণে সতত যে আনন্দ অনুভব করিয়া থাকি তাহা স্মরণ পথবর্ত্তী হইলে অবনীমণ্ডলে অন্য সুখ কিঞ্চিন্মাত্র নাই এবম্প্রকার বোধ হয়।

প্রাচীন রাজা মধ্যমা তনয়ার বাগ্‌জালে মুগ্ধ হইয়া আপনি আপনাকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন আহা আমি কি পুণ্যবান্ আমার ঔরসে ঈদৃশী পিতৃবৎসলা দুহিতা উৎপন্না হইয়াছে। অতএব জ্যেষ্ঠাকে যাদৃশ রাজ্যাংশ দান করিয়াছিলেন মধ্যমার বাক্যে পরিতুষ্ট হইয়া তাহাকে এবং তৎ স্বামিকে তাদৃশ তৃতীয়াংশ সম্প্রদান করিলেন।

ভূপতি কনিষ্ঠা তনয়াকে সাতিশয় ভাল বাসিতেন এই নিমিত্ত তাঁহাকে প্রায় সর্ব্বদা আনন্দ স্বরূপিণী বলিয়া সম্বোধন করিতেন সর্ব্বশেষে সেই অঙ্গজাকে আহ্বান করিয়া

জিজ্ঞাসিলেন হে নয়নানন্দবর্দ্ধিনি নন্দিনি তোমার পিতৃ ভক্তি কীদৃশী এ বিষয়ে কিছু বক্তব্য আছে বল। রাজার দৃঢ় প্রত্যয় ছিল যবীয়সী অঙ্গজা স্বীয় স্বসৃ দ্বয়ের তুল্য অথবা ভগিনীদের অপেক্ষা অধিক শ্রবণ তর্পণ বচন পরম্পরা দ্বারা শ্রদ্ধা প্রকাশ করত সাতিশয় সন্তুষ্ট করিবেন। কিন্তু সেই সুশীলা বালা অগ্রজা দ্বয়ের স্বভাব অবগতা ছিলেন তাহাদের বাক্য ও মনের পরস্পর সমধিক ভিন্নতা স্মরণ করিয়া জনক সন্নিধানে অনর্থক তোষামোদ জনক অলীক বাগ্‌বিস্তারে সাতিশয় বিরক্ত হইলেন এবং মনে করিলেন সহোদরারা পিতা জীবিত থাকিতেই তাঁহাকে সিংহাসন ভ্রষ্ট করিয়া রাজমুকুট ধারণে অভিলাষিণী হইয়াছেন এত-ন্নিমিত্ত ব্যাজস্তুতি করিলেন। অতএব কনিষ্ঠা পৃষ্টা হইয়া তাহাদের তুল্য বৃথা বাগাড়ম্বর না করিয়া এতাবন্মাত্র উত্তর দিলেন মহারাজ জনকের প্রতি সন্তান সন্ততির যাদৃশ ভক্তি স্নেহ করা উচিত আমি তাবন্মাত্র করিয়া থাকি তদপেক্ষা ন্যূনাধিক করিতে পারি না।

রাজা পরম স্নেহে পালিত প্রিয়তনয়ার এতাবদুক্তিতে অকৃতজ্ঞতার আভাস বোধ করিলেন এ কারণ সাতিশয় বৈরক্তি প্রকাশ পুরঃসর ক্রোধভাবে বলিলেন বিবেচনা পূর্ব্বক কথা কহ, তোমার গ্রহবৈগুণ্য ঘটিল না কি?

কনিষ্ঠা কর্দেলিয়া জনকের অকস্মাৎ কোপাবেশ দর্শনে বিনীতি প্রদর্শন পুরঃসর কহিতে লাগিলেন তাত আপনি আমার জন্মদাতা, আশৈশব যৎপরোনাস্তি যত্ন সহকারে পরম স্নেহে লালন পালন করিয়া আসিতেছেন আমার সম্পূর্ণ চেষ্টা যে কেবল সেই সকল অনুগ্রহের পরিশোধ করি, আমি আপনকার আজ্ঞানুবর্ত্তিনী, যাদৃশ ভক্তি ও সম্মান করিতে হয় তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্র ত্রুটি করি না। হে পিতঃ আমি ভগিনীদিগের তুল্য বচন পংক্তি রচন করিতে জানি না এবং এক্ষণে এতাদৃশ অঙ্গীকার করিতেও পারি না যে ভূমণ্ডলে অন্য কেহ ভক্তি ভাজন নাই।

আমার সহোদরারা কহিলেন আপনার প্রতি পরম ভক্তি মতী, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি যদি তাঁহারা সকল ভক্তি আপনকার প্রতি উৎসর্গ করিয়া থাকেন তবে আবার তাঁহাদের স্বামী কেন? পরিণীতা হইলে পাণিগ্রাহকেও ভক্তি করিতে হয়, আমি যখন বিবাহিতা হইব তখন আমার ভক্তি প্রীতি এবং গুরু সেবা ইত্যাদি তাবতের অর্দ্ধাংশ পতি প্রতি উৎসর্গ করিতে হইবে। কিন্তু আমি স্বসৃদ্বয়ের ন্যায় স্বামি বরণ করিব না, সম্পূর্ণ ভক্তি সহকারে আপনার উচিত শুশ্রূষা করিতে যত্ন করিব।

কর্দেলিয়ার ভগিনী দ্বয় পিতৃ সন্নিধানে কেবল বাক্য দ্বারা ভক্তি প্রদর্শন করিল কিন্তু তাঁহার অন্তঃকরণে বস্তুতঃ যথোচিত প্রীতি ছিল। এই কন্যা অন্য সময়ে উক্ত প্রকার অকোমল বাক্য প্রয়োগ না করিয়া বরং সাতিশয় সন্তোষকর মৃদু মধুর ভাষায় স্তব স্তুতি পূর্ব্বক ভক্তি প্রকাশ করিতেন কিন্তু এক্ষণে সোদরাদিগের কপট ভক্তি প্রকাশক তোষামোদে অতিরিক্ত পুরস্কার লাভ দেখিয়া আপনার আন্তরিক ভক্তি স্মরণ পূর্ব্বক মৌনাবলম্বন শ্রেয়ো বোধ করিলেন অতএব পিতার কোপ দর্শনে তাবন্মাত্র বিনয় করিয়া নীরব হইলেন। ফলতঃ কর্দেলিয়া প্রত্যুপকার প্রয়াসে পিতৃভক্তি করিতেন না এ কারণ তাঁহার বাক্যে সারল্য ব্যতিরিক্ত আড়ম্বরের সম্পর্ক মাত্র ছিল না।

লিয়র নরপতি যৌবন কালাবধি উগ্র প্রকৃতি, বিশেষতঃ রোষপরবশ এবং বার্দ্ধক্য দশায় বুদ্ধি বিহীন হন সুতরাং অকৃত্রিম পবিত্রাচার ও স্বার্থান্বেষি তোষামোদের প্রভেদ বুঝিতে পারিলেন না। অপর চিত্রিত বাক্য এবং নির্ম্মল চরিত্র এতদুভয়ের তত্ত্ব জিজ্ঞাসাও তাঁহার অন্তর হইতে অন্তর হইল। অতএব কনিষ্ঠা কন্যার পূর্ব্বোক্ত স্পষ্ট বাক্যে সাতিশয় অসন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকে অহঙ্কৃতা বলিয়া বিবেচনা করত রোষের বশতাপন্ন হইয়া আপনার ধন সম্বন্ধে বঞ্চনা করিলেন। ভূপাল রাজ্যের অবশিষ্ট

তৃতীয়াংশ কনিষ্ঠাকে প্রদান করিলেন না, জ্যেষ্ঠা ও মধ্যমা কন্যা এবং জামাতৃ দ্বয়কে তাহা বিভাগ করিয়া দিয়া সভাসদ্গণের সমক্ষে তাহাদিগের দুই জনের মস্তকে রাজ মুকুট প্রদান পূর্ব্বক সমুদয় রাজ্যের ভার সমর্পণ করিলেন। স্বয়ং নাম মাত্র রাজা রহিলেন এক শত কুলীনমাত্র তাঁহার পরিচারক রহিল। ভূপতি তনয়াদ্বয়কে রাজ্যদান করিয়া নিয়ম করিলেন পর্য্যায় ক্রমে উভয় কন্যা দ্বারা সপারিষদ্ পালিত হইবেন।

রাজা লিয়র অবিবেক বশতঃ রোষ পরবশ হইয়া এরূপ অন্যায় ব্যবহার করিলে সভাসদ্গণ বিস্ময়াকুল হইলেন এবং মনে২ কনীয়সী রাজকন্যার নিমিত্ত যৎপরোনাস্তি খেদ করিতে লাগিলেন কিন্তু আর্ল আব্ কেণ্ট নামা একজন মহাসত্ব সাহসী পুরুষ ব্যতীত এ বিষয়ে কাহারও বাঙ্নিষ্পত্তি করিতে সাহস হইল না। এই সাহসী ব্যক্তি যবীয়সী ভূপাল তনয়া কর্দেলিয়ার পক্ষ হইয়া বাগ্বিস্তার করিবার উপক্রম করিলেন। যদিও নৃপতি নিবারণ করিবার নিমিত্ত ভয়ানক কোপ প্রকাশ পুরঃসর ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিলেন তথাপি সদাশয় মহাশয় নিরস্ত হইলেন না। এই পারিষদ্ পুরুষ সাতিশয় প্রভুভক্ত ছিলেন, রাজা লিয়রের প্রতি সম্রাটের তুল্য সম্মান এবং পিতৃ তুল্য ভক্তি প্রকাশ করিতেন। অপর প্রভুর উপকারার্থ আপনার প্রাণ পর্য্যন্ত সমর্পণে উদ্যত হইতেন। অতএব এক্ষণে নরপতি ক্রোধান্ধতা প্রযুক্ত চিরকালীন সেবা বিস্মরণ পূর্ব্বক আত্ম কন্যার নিমিত্ত তাঁহার প্রতি বৈরক্তি প্রকাশ করিলেও প্রভুভক্ত ব্যক্তি মহীপতির হিত সাধনে ক্ষান্ত হইলেন না। নৃপতির অন্যায় আচরণে লোকতঃ ধর্ম্মতঃ মহা অনিষ্ট বিবেচনা করিয়া নির্ভয়ে ভ্রম শোধন করিতে অনুরোধ করিলেন এবং রাজার অপ্রকৃতিস্থতা নিমিত্ত ঈষৎ কার্কশ্য প্রকাশ পুরঃসর কথা কহিতে লাগিলেন। আর্ল আব কেণ্ট মহাশয় লিয়রের সৌভাগ্য সময়ে মন্ত্রী ছিলেন

আপনার মন্ত্রিত্ব স্মরণ করিয়া দিয়া নিবেদন করিলেন মহারাজ পূর্ব্ববৎ মন্ত্রণা পূর্ব্বক কার্য্য করুন অমূলক কোপের পরবশ হইয়া অবিবেচনার কর্ম্ম করা উচিত হয় না, প্রভো আমি নিশ্চয় কহিতে পারি আপনকার কনীয়সী তনয়া কর্দেলিয়া আপনাতে সাতিশয় ভক্তিমতী। স্বামী রিপু পরতন্ত্র হইয়া অন্যায়াচরণে প্রবৃত্ত হইলে হিতৈষি ভৃত্যদিগকে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া সৎপরামর্শ কহিতে হয় অতএব লিয়র প্রাণদণ্ডের ভয় দেখাইলেও স্বামীভক্ত কেণ্ট আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন না।

প্রভুভক্ত কেণ্ট প্রভুর হিতার্থ যে বাক্য কহিলেন তাহাতে কোপোপহতবিবেক লিয়রের চৈতন্যোদয় হইল না। মন্ত্রির অকপট বাক্যের কার্কশ্য বিবেচনা করাতে বরং তাঁহার ক্রোধ দ্বিগুণ হইয়া উঠিল। অতএব উন্মাদ রোগী যদ্রূপ স্বীয় সাংঘাতিক পীড়াকে হিত বোধ করিয়া চিকিৎসকের হত্যায় উদ্যত হয় লিয়র নৃপতিও তদ্রূপে বিশ্বস্ত অমাত্যের হিত কথায় অহিত জ্ঞান করত তৎক্ষণাৎ তাহার নির্বাসন দণ্ড বিধান করিলেন। প্রস্থানের আয়োজন নিমিত্ত কেবল পাঁচ দিন আপনার রাজ্য ব্রিটনে অবস্থিতি করিতে অনুমতি দিয়া কহিলেন যদি ষষ্ঠ দিবসে তোমার আকৃতি আমার রাজ্যমধ্যে দৃষ্ট হয় তদ্দণ্ডে প্রাণ দণ্ড করিব। কেণ্ট রাজার এই আদেশ শ্রবণে অকুতোভয়ে কহিলেন মহারাজ আপনার ঈদৃশী বিপরীত বুদ্ধির বিলাস কালে আমার পক্ষে এ স্থানে অবস্থানই দণ্ড। আমি এখনই বিদায় হইলাম। মন্ত্রী প্রস্থান সময়ে ধর্ম্মশীলা কর্দেলিয়াকে এই সদুপদেশ দিয়া গেলেন রাজপুত্রি তোমার ভগিনীরা বাগ্‌বিস্তার পূর্ব্বক ভক্তির বিষয় ব্যক্ত করিয়াছেন কিন্তু তুমি কার্য্যতঃ তাহা প্রদর্শন করিও তাহাতে যেন ত্রুটি না হয়, ঐকান্তিক ভক্তি থাকিলে পরমেশ্বর তোমাকে রাজ্য প্রদান করিবেন।

ফ্রান্সের রাজা এবং বর্গন্দি দেশের সর্ব্বাধিকারী ডিউক্

কর্দেলিয়ার পাণি গ্রহণার্থ যাতায়াত করিতেন। রাজা লিয়র কনিষ্ঠা তনয়ার প্রতি এতদ্রূপ ব্যবহার করিয়া তাঁহার বিষয় অবগত করাইবার নিমিত্ত ঐ দুই ব্যক্তিকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন আমার এই কন্যার অন্তঃকরণে পিতৃভক্তি-মাত্র নাই একারণ সৌভাগ্যে বঞ্চিতা হইয়াছে এখন ইহার পাণিপীড়ন বিষয়ে যাহা কর্ত্তব্য হয় কর। বর্গন্দির সর্ব্বাধিকারী কর্দেলিয়ার সৌভাগ্য বিনাশের কথা শুনিয়া তাঁহাকে পরিণয় করিতে অস্বীকার করিলেন কিন্তু ফ্রান্সাধিপতি পূর্ব্বাপর সমস্ত বিবরণ অনুসন্ধান পুরঃসর বিবেচনা করিয়া দেখিলেন কর্দেলিয়ার কোন অপরাধ নাই সহোদরাদের তুল্য অলীক প্রিয় বচন প্রয়োগ করিতে পারেন নাই স্বরূপাখ্যান করিয়া জনকের কোপে পড়িয়াছেন অতএব তদীয় গুণে রাজ্যলাভাপেক্ষা সৌভাগ্যোদয়ের সম্ভাবনা জ্ঞানে তাঁহার পাণি গ্রহণ করিলেন এবং প্রেয়সীকে কহিলেন তুমি নির্দয় পিতার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ পুরঃসর অবিলম্বে আমার সমভিব্যাহারে ফ্রান্সে চল আমি ফ্রান্সের রাজা আমার পট্টমহিষী হইলে তোমার ভগিনীদের অপেক্ষা বিশাল রাজ্যের অধিকারিণী হইতে পারিবে। অতঃপরে ফ্রান্সাধিপ বর্গন্দির অধিপতিকে বিদ্রূপ করিয়া কহিলেন তোমার প্রীতি জলবৎ, জল যেমন ক্ষণমাত্রে বহির্গত হয় প্রীতিও তদ্রূপ সহসা বিনির্গত হইল।

কর্দেলিয়া পতির উপদেশানুসারে স্বসৃদ্বয়ের সন্নিধানে গমন পুরঃসর সজল নয়নে বিদায় গ্রহণ করত কহিতে লাগিলেন ভগিনি তোমাদের স্বং প্রতিজ্ঞানুসারে জনকের প্রতি ভক্তি করিতে যেন ত্রুটি না হয়। তাঁহার সহোদরারা এতদ্বচন শ্রবণে কোপাবেশ প্রকাশ পুরঃসর কহিল তুমি যাও, আমাদিগকে আর শিক্ষা দিতে হইবেক না, আমরা আপনাদের ধর্ম্ম ভাল বুঝি, পরে ব্যঙ্গ করত কহিল তোমার ভর্ত্তার বড় ভাগ্য, মহাসৌভাগ্যের সহিত তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন, তুমি তাঁহাকে সুখী করিতে

চেষ্টা করিও। কর্দেলিয়া সহোদরাদের এ কথায় মনোযোগ না করিয়া কেবল জনকের নিমিত্ত উদ্বেগ প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং তন্নিমিত্ত ভগ্ন চিত্ত হইয়া স্বামির সহিত প্রস্থান করিলেন। ভগিনীদের দুঃস্বভাবের বিষয় তাঁহার বিলক্ষণ বিদিত ছিল এ কারণ এই ভাবনায় ব্যাকুল হইলেন পিতা আপনার ধন সম্পত্তি সমুদায় তাহাদের আয়ত্ত করিয়া দিয়াছেন বার্দ্ধক্য দশায় বা ক্লেশ পান।

কর্দেলিয়া প্রস্থান করিলে অনতিবিলম্বে তদীয় ভগিনী দ্বয়ের ধূর্ত্ত স্বভাব প্রকাশ পাইতে লাগিল। তাহারা আত্ম মুখে বর্ণনা করত যে পিতৃ ভক্তি ব্যক্ত করিয়াছিল তাহার চিহ্নও রহিল না। লিয়র রাজা জ্যেষ্ঠা ও মধ্যমা দুহিতাকে রাজ্য বিভাগ করিয়া দিয়া আপনি শত সংখ্যক কুলীন ভৃত্য সমভিব্যাহারে কন্যাদ্বয়ের ভবনে পর্য্যায়ক্রমে বাস করত কালক্ষেপ করণের নিয়ম করিয়াছিলেন এবং তদনুসারে প্রথমতঃ গনেরিলের আলয়ে অবস্থিতি করেন। কিন্তু গনেরিল্ প্রথম পর্য্যায়ের সময় শেষ না হইতেং আপনার পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা এবং শেষের আচরণে অতিশয় প্রভেদ দর্শাইতে লাগিল। এই পাপীয়সী পিতার সর্ব্বস্ব এবং রাজমুকুট পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইয়াছিল এক্ষণে জনকের যৎকিঞ্চিৎ রাজচিহ্নেতেও বিরক্তি প্রকাশে উন্মুখী হইল রাজা ও তাঁহার কুলীন ভৃত্যদিগের প্রতি উত্তরোত্তর অতিশয় অসন্তুষ্ট হইতে লাগিল। অতঃপর নৃপতির সহিত সাক্ষাৎ হইলে স্পষ্টরূপে ক্রোধমুখী হইত এবং প্রাচীন পিতা তনয়ার সহিত কথোপকথন করিবার বাসনা করিলে শরীরিক অসুস্থতা অথবা কার্য্যান্তর ব্যপদেশে তাঁহার দৃষ্টিপথ অতিক্রমণ করিয়া যাইত। গনেরিল্ পিতার সহিত এরূপ ব্যবহার করিতে লাগিল যে জনকের চরম বয়স অসহ্য ভার এবং তদীয় অনুচরগণের বেতন অনর্থক অপব্যয় বোধ করিতে লাগিল। এই কৃতঘ্না কন্যা কেবল স্বয়ং এবম্প্রকার আচরণ প্রকাশ পুরঃসর প্রাচীন

জনকের লাঞ্ছনায় প্রবৃত্ত হইল এমত নহে বোধ হয় তাহার পরামর্শানুসারে ভৃত্যবর্গও বৃদ্ধ ভূপতির অবজ্ঞা করিতে আরম্ভ করিল কেননা রাজার আজ্ঞা পালনে কেহই সম্মত হইল না। লিয়র তনয়ার এতাদৃশ বিসদৃশ ব্যবহার স্পষ্টরূপে দর্শন করিয়াও নয়ন নিমীলন করিয়া রহিলেন কারণ মানবগণ স্বয়ং ভ্রম বা দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ ক্লেশকর কার্য্য করিলে তজ্জন্য দুঃখ অনুভব করিয়াও কুকর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস করিতে চাহে না।

কৃত্রিম মিত্রের সহিত পদেং সদ্ব্যবহার করিলেও চির প্রণয় সঞ্চার দুরূহ হয় কিন্তু বিশ্বস্ত ও যথার্থ প্রণয় সম্পন্ন বন্ধু অসদ্ব্যবহারেও ভগ্নস্নেহ হন না। আর্ল আব কেণ্ট যদিও হিত কথা কহিতে গিয়া প্রাচীনাবস্থায় বিপরীত বুদ্ধি লিয়র নরপতি কর্ত্তৃক নির্বাসন দণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং যদিও তাঁহার প্রতি এই কঠিনাজ্ঞা হইয়াছিল যে ব্রিটনে পুনর্ব্বার আসিলে প্রাণ দণ্ড হইবেক তথাপি তিনি রাজার অবিহিত আচরণে উত্তর কাল অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা সে সময় যদিস্যাৎ আমাহইতে প্রভুর কোন উপকার হয় এই বিবেচনা করিয়া স্নেহ বশতঃ স্থানান্তরে গমন করেন নাই রাজ্যমধ্যেই একস্থানে ছদ্মবেশে কালযাপন করিতেছিলেন। অপর যদিও প্রভুভক্তির বিপরীত ফল সঙ্গেং লব্ধ হইয়াছিল তথাপি পূর্ব্ব উপকার স্মরণ থাকাতে ক্ষুণ্ণ হন নাই। অতএব ভূপালের বিষয় বিভব হস্তান্তর গত হইলে কেণ্ট ছদ্মবেশ ধারণ পুরঃসর কৈয়স্ সংজ্ঞায় আপনার পরিচয় দিয়া পুনর্ব্বার রাজ সেবায় প্রবৃত্ত হইতে অভিলাষ করিলেন। বৃদ্ধ রাজা তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না, তাঁহার সহিত কথোপকথন করিয়া যথার্থ বচন শ্রবণে সন্তুষ্ট হইলেন এবং অবিলম্বে আপনার সেবক মধ্যে নিযুক্ত করিলেন। অনন্তর অনেক বিষয়ে তাঁহার গুণ প্রকাশ পাওয়াতে আহ্লাদিত হইয়া কৈয়স্ বলিয়া সম্বোধন করত সর্ব্বদা তাঁহার সঙ্গে

কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। এক্ষণে রাজা তাঁহার যথার্থ বাক্য অপ্রিয় হইলেও তাহাতে বিরক্ত হইলেন না কেননা অলীক প্রিয় বচনের ফল মনোদুঃখের সহিত অনুভব করিতে ছিলেন।

কেণ্ট মন্ত্রী কৈয়স্ নাম গ্রহণ পুরঃসর রাজ সেবায় নিযুক্ত হইয়া অচিরাৎ প্রভু ভক্তি এবং বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করিবার উপায় প্রাপ্ত হইলেন। এক দিন রাজকন্যা গনেরিলের এক জন ভৃত্য প্রাচীন ভূপতির প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিতেছিল, কেণ্ট দেখিবামাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে বিলক্ষণ প্রহার করিলেন। রাজা নূতন কিঙ্করের এতাদৃশ স্বামিস্নেহ অবলোকনে অতিশয় অনুরক্ত হইতে লাগিলেন।

লিয়র নরপতির প্রতি কেণ্ট যাদৃশ স্নেহবান্ ছিলেন এক জন শ্লেষ ভাষি ভণ্ড তদ্রূপ যথার্থ ভক্তি প্রকাশ করিত। ভূপাল রাজত্ব ভোগ সময়ে নৃপনীত্যনুসারে ঐ চাটুকার ব্যক্তিকে আপনার সেবায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন, যখন রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া শ্রান্ত হইতেন তখন সে আমোদজনক বচন প্রয়োগ পুরঃসর তাঁহার চিত্ত বিনোদন করিত। নৃপতি কন্যাদ্বয়ের হস্তে রাজ্য সমর্পণ করিয়া সিংহাসন ভ্রষ্ট হইলেও ঐ ব্যক্তি তাঁহাকে পরিত্যাগ করে নাই পূর্ব্ববৎ সময়ে২ সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সুরস বাক্য প্রয়োগ পুরঃসর নরপতির মনঃপ্রীতি উৎপাদন করিতে চেষ্টা করিত। কিন্তু রাজা পরিণাম বিবেচনায় পরাঙ্মুখতা প্রযুক্ত দুহিতৃদ্বয়ের হস্তে সর্ব্বস্ব সমর্পণ পূর্ব্বক স্বয়ং নিঃস্ব হইয়াছিলেন বলিয়া তদনন্তর সময়ে২ শ্লেষ বচন প্রয়োগ না করিয়া থাকিতে পারিত না। কখন২ রসভাব প্রদর্শন পূর্ব্বক এতদ্রূপ কবিতা পাঠ করিয়া রাজাকে শুনাইত।

অকস্মাৎ সন্ততি বিস্মৃত আত্ম সুখে।
ভণ্ডেতে সংগীত করে দহে মনঃ দুঃখে॥
ভূপালের বাল লীলা এ কেমন রীতি।
জড় মূর্খ দলে মিশি হৃদে বড় প্রীতি॥

এই নর্ম্ম রসিক ভণ্ড উক্তপ্রকার শ্লেষ ও মনোভঙ্গ কর বাক্য এবং শ্লোক রাজকন্যা গনেরিলের সমক্ষেও উচ্চারণ করিতে সঙ্কুচিত হইত না। কখন২ অকুতোভয়ে রাজাকে বন্য চটকীর সহিত তুলনা করিয়া কহিত কোকিল শাবক যাবৎ যৌবন দশা প্রাপ্ত না হয় তাবৎ চটকী স্বয়ং বুভুক্ষায় অবসন্ন হইয়াও তাহাকে আহার প্রদান করে কিন্তু পরিশেষে সেই শিশু সন্তান বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তাহারই মস্তকে চঞ্চু প্রহার করে। কখন বা স্পষ্ট বাক্যে বলিত মহারাজ আপনি তনয়াদ্বয়কে লালন পালন করিয়া শেষে সর্ব্বস্ব প্রদান করিলেন ইহাদের কর্ত্তব্য এখনও আপনার আজ্ঞাধীনে থাকেন কিন্তু ইহাঁরা এ কি করিতেছেন? দেখিতে পাই যে আপনার উপরে প্রাধান্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। কখন বা স্থানান্তরে সকল লোকের সাক্ষাতে মুক্তকণ্ঠে কহিত মহারাজ লিয়র এখন আর সে লিয়র নাই, লিয়রের ছায়ামাত্র হইয়াছেন। এই ব্যক্তির এবম্বিধ স্পষ্ট বাক্য নিমিত্ত দুই এক বার দণ্ড হইবার সম্ভাবনা হইয়াছিল।

রাজকন্যা গনেরিল্ কৃতঘ্নতা পূর্ব্বক পিতার প্রতি অনাদর ও অবজ্ঞা করিতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে অপমান করণেও প্রবৃত্তা হইল। এক দিন স্পষ্ট বাক্যে জনককে কহিল তুমি শত জন কুলীন ভৃত্য সমভিব্যাহারে রাখিয়া কি কর? ইহাদের বেতনে অনর্থক অর্থ নষ্ট ও রাজবেশ্মে বৃথা কোলাহল হয়, যাবৎ ইহাদিগকে পরিত্যাগ না কর তাবৎ আমার আলয়ে তোমার অবস্থান শ্রেয়স্কর হইবেক না, এ সকল কেন? ইহাদিগকে বিদায় করিয়া কয়েক জন প্রাচীন বয়স্য মাত্র নিকটে রাখা উচিত।

লিয়র তনয়ার প্রমুখাৎ এরূপ নির্দয়তার কথা শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। যাহাকে আপনার বিভব ও রাজমুকুট সমর্পণ করিয়াছেন সে অচিরে এবম্প্রকার কৃতঘ্নতা ব্যবহার করিবে এবং আপনার যৎকিঞ্চিৎ রাজচিহ্ন নিরীক্ষণেও

বিরক্ত হইবে কখন মনেও করেন নাই। অতএব আদৌ বিশ্বাস করিলেন না যে গনেরিল্ তাঁহার প্রতি ঐরূপ উক্তি করিতেছে কিন্তু অবিলম্বে তাঁহার সংশয়ের অপনোদন হইল, দুঃশীলা দুহিতা আপনার অনুচিত আকাঙ্ক্ষা হইতে নিরস্ত না হইয়া পুনর্ব্বার ঐ সকল কথা কহিল। নরপতি আর সহিষ্ণুতা করিতে পারিলেন না, কোপে কম্পিত কলেবর হইয়া সাতিশয় ঘৃণা প্রকাশ পুরঃসর কহিলেন অহে এই কুৎসিতা হিংসকী কি অলীক উক্তি করিতেছে। বস্তুতঃ গনেরিল্ রাজাকে ভৃত্য রহিত করিবার বাসনায় ছল পূর্ব্বক কুলীন অনুচরদিগের প্রতি রাজসদনে কলরবকারি বলিয়া যে অপবাদ দিল তাহা নিতান্ত অসত্য ছিল যেহেতু ঐ সকল ব্যক্তি অতি সচ্চরিত্র এবং স্বং কর্ত্তব্য কর্ম্মে সদা অবহিত থাকিত। রাজা গনেরিলের প্রতি ঈদৃশী ঘৃণোক্তি করিয়া তৎক্ষণাৎ সেই শত সহচর সমভিব্যাহারে মধ্যমা নন্দিনী রিগানের নিকেতনে গমন নিমিত্ত অশ্বপালদিগকে বাজি সজ্জিত করিতে আজ্ঞা দিলেন। অনন্তর প্রস্থানকালে পরিতাপ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন কৃতঘ্ন অপত্য খল পিশাচ ও সামুদ্রিক হিংস্র জন্তু অপেক্ষা মহাভয়ানক। পরে রোষবশতঃ গনেরিল্কে অভিসম্পাত করত কহিলেন অরে পাপীয়সি তোর যেন সন্তান না হয়, আর যদি অপত্য প্রসব করিস্ তবে তুই আপন জনকের সহিত যদ্রূপ ব্যবহার করিলি সে যেন তোর প্রতি তাদৃক্ আচরণ করে তাহা হইলে জানিতে পারিবি অকৃতজ্ঞ সন্তান বিষধরাপেক্ষা কেমন্ পীড়াদায়ক হয়। গনেরিলের স্বামী আল্বানি দেশের সর্ব্বাধিকারী শ্বশুরের রোষ দর্শনে শঙ্কান্বিত হইয়া আপনার নির্দোষতা প্রদর্শন করত কহিতে লাগিল মহাশয় আমি এ ধৃষ্টতার কারণ নহি। কিন্তু রাজা তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না, ক্রোধভরে তৎক্ষণাৎ অশ্বারোহণ পুরঃসর জ্যেষ্ঠার আগার হইতে নির্গত হইয়া মধ্যমা তনয়া রিগানের সদনে প্রস্থান করিলেন এবং গমন সময়ে মনেং

বিলাপ করিতে লাগিলেন হা গনেরিলের সহিত তুলনা করিলে এখন কর্দেলিয়ার দোষ কত অল্প বোধ হয়? হায় এ অধমা পাপীয়সী আমার উপরে এতাদৃশী ক্ষমতা প্রাপ্ত হইল যে তজ্জন্য আমার নয়ন হইতে বারিধারা বহিতে লাগিল।

নরপতির মধ্যমা কন্যা রিগান্ পিতৃ বিভব প্রাপ্ত হইয়া স্বামি সহিত পরম সুখে সময় যাপন করিতেছিল। রাজা স্বগণ সমভিব্যাহারে তাহার ভবনাভিমুখে যাত্রা করিয়া আপনার প্রিয় সেবক কৈয়সকে এই বলিয়া অগ্রে পাঠাইয়া দিলেন তুমি অগ্রসর হইয়া তনয়াকে সমাচার দাও মহীপাল সহচরগণ সঙ্গে লইয়া তোমার আবাসে আসিতেছেন যথাবিধি অভ্যর্থনার্থ প্রস্তুত থাক। কিন্তু ভূপালের দুঃশীলা জ্যেষ্ঠা দুহিতা ইতিপূর্ব্বে সহোদরার নিকট লিপিযোগে সংবাদ প্রেরণ করিয়াছিল পিতা বার্দ্ধক্য প্রযুক্ত বিপরীত বুদ্ধি এবং সাতিশয় অবাধ্য হইয়াছেন অতএব যে সকল লোক জন সমভিব্যাহারে গমন করিতেছেন তাহাদিগের অভ্যর্থনা করিও না। ঐ পাপীয়সী ভগিনীর নিকট এবম্প্রকার লিপি প্রেরণ করিয়া কিঞ্চিৎ পরে স্বয়ং গমন করিয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে গনেরিলের যে ভৃত্য নৃপতির প্রতি অবজ্ঞা করাতে রাজার প্রিয় ভৃত্য কৈয়স্ কর্ত্তৃক নিগৃহীত হয় সেই ব্যক্তি রিগানের সন্নিধানে প্রেরিত হইয়াছিল কৈয়স্ ভূপালের নিয়োগানুসারে রিগানের সদনে যাইতে২ পথিমধ্যে তাহাকে দেখিতে পাইলেন এবং তাহার দুষ্ট প্রকৃতি স্মরণ পুরঃসর মনে২ আশঙ্কা করিলেন এ ব্যক্তি নরপতির গমন বিষয়ে অবশ্য কোন প্রকার খলতা প্রকাশ মানসে যাইতেছে অতএব তিরস্কার করিয়া তাহার নিকট বাহু যুদ্ধ যাচ্ঞা করিলেন। সে ব্যক্তি সম্মত না হওয়াতে সমুচিত শাস্তি দিয়া বিদায় করিলেন। মধ্যমা রাজকন্যা রিগান্ এতদ্বিষয়ের সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছিল অতএব পিতার প্রিয়

ভৃত্য কৈয়স্ ভূপতির বার্ত্তা বহন পুরঃসর সদনে আসিয়া উপস্থিত হইলে তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিল। ভূপতি সহচর নিচয় সমভিব্যাহারে দুর্গ প্রবেশ করিবামাত্র দেখিতে পাইলেন বিশ্বস্ত ভৃত্য কৈয়স আগমনের সংবাদ দিতে আসিয়া দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া কারাগারে বদ্ধ রহিয়াছেন।

লিয়র মধ্যমা তনয়ার আলয়ের প্রতি যাত্রা কালে সে স্থানে আদর ভক্তির যে প্রত্যাশা করিয়াছিলেন তাহা কি পর্য্যন্ত লাভ হইবেক বার্ত্তাবহ কৈয়সের দুরবস্থা অবলোকনে প্রকাশ পাইল অপর অনতি বিলম্বে একটা মহা অসুখের ব্যাপার ঘটিল। রাজা কন্যার সমীপে আপনার উপস্থিত হইবার সংবাদ প্রেরণ করিয়া প্রত্যুত্তর প্রাপ্ত হইলেন রিগান্ রজনীযোগে স্বামি সহ ভ্রমণ করিয়া শ্রান্তা আছেন অতএব আশু আসিয়া সাক্ষাৎ করিতে পারিবেন না। ভূপতি এই কথায় কোপান্বিত হইয়া সাতিশয় ক্ষোভ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। মধ্যমা এ বিষয়ের সংবাদ প্রাপ্ত হওয়াতে কিয়ৎ ক্ষণ পরে অভ্যর্থনার্থ আগমন করিল। কিন্তু রাজা তখন অবলোকন করিলেন কৃতঘ্না জ্যেষ্ঠা কন্যা সহোদরার সহিত থাকিয়া পিতার প্রতি তাহার মনোভঙ্গের নিমিত্ত চেষ্টা করিতেছে।

বৃদ্ধ ভূপাল দুঃশীলা গনেরিল্‌কে অবলোকন করিয়া অন্তর্দগ্ধ হইতেছিলেন। সে মধ্যমা সোদরার কর ধারণ পুরঃসর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হওয়াতে অমর্ষে পরিপূর্ণ হইলেন এবং আক্রোশ প্রকাশ পুরঃসর কৃতঘ্ন তনয়াকে কহিতে লাগিলেন অরে পাপীয়সি আমার শুক্ল শ্মশ্রু নিরীক্ষণ করিয়া কি তোর সন্ত্রাস হয় না? পরন্তু ধনমদে রাজার মধ্যমা কন্যা রিগানও পিতৃভক্তি বিস্মৃত হইয়াছিল। এ তনয়াও সহোদরার সমান কৃতঘ্ন হইয়া জনককে কহিল এ সমস্ত সহচর সঙ্গে রাখিবার আবশ্যক কি? ইহার অর্দ্ধাংশকে বিদায় দিয়া গনেরিলের আলয়ে গমন কর, ভগিনীর অবাধ্য হইও না, তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা

পূর্ব্বক শান্তভাবে সেই স্থানে অবস্থান করিয়া কালযাপন কর। তোমার বার্দ্ধক্য দশায় বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ পাইয়াছে, এখন তরুণদিগের মতানুসারে চলা উচিত হয়। রাজা মধ্যমার এই সকল কথা শুনিয়া তাহারও ভাব ভক্তি বুঝিতে পারিলেন কিন্তু প্রকৃতির পরিচয় না পাওয়াতে পরিতাপ প্রকাশ পুরঃসর কহিতে লাগিলেন কন্যার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা পূর্ব্বক যথাকথঞ্চিদ্রূপে প্রাণ ধারণ করিয়া জীবন যাপন করিব এ কি অসঙ্গত কথা কহিলে? আমি এবম্প্রকার পারতন্ত্র্য স্বীকার করিতে পারি না। এই সমস্ত অনুচর সমভিব্যাহারে তোমার সদনেই অবস্থান করি। পাপাত্মা গনেরিলের আগারাভিমুখেও কখন গমন করিব না। আমি তোমাকে বৃহদ্রাজ্যের অর্দ্ধাংশের অধিকারী করিয়া দিয়াছি বোধ করি তুমি বিস্মৃতা হও নাই কেননা তোমার নয়ন গনেরিলের তুল্য কোপারক্ত দেখিতেছি না। বৎসে রিগান্ আমি বরং ফ্রান্সাধিপতির নিকট আপনার বৃত্তি প্রার্থনা করিব তথাপি সহচর গণের অর্দ্ধ ভাগ বিদায় দিয়া গনেরিলের ভবনে গমন করিতে পারিব না।

রাজা মধ্যমার নিকট সদ্ব্যবহার প্রাপ্তির বাসনায় এ সকল উক্তি করিলেন কিন্তু সে তাহাতে জনকের উপকার স্মরণ করিয়া সদয় হইল না বরং ভগিনী অপেক্ষা অধিক অশ্রদ্ধা প্রকাশ পূর্ব্বক কহিল পঞ্চাশ জন অনুচরেই বা কি প্রয়োজন? পঁচিশ ব্যক্তি থাকিলেই যথেষ্ট হইবে। লিয়র মধ্যমার এতদ্বচন শ্রবণে সাতিশয় ভগ্নচিত্ত হইলেন এবং তাহাকে সম্বোধন করত কহিলেন বৎসে সত্য বটে এখন গনেরিলের আলয়ে গমন শ্রেয়স্কর বোধ হইল, সেই স্থানেই ফিরিয়া যাই, তুমি পঁচিশ জন অনুচর রাখিতে বলিতেছ সে তদ্দ্বিগুণ পঞ্চাশৎ সহচর নিয়ত নিযুক্ত রাখনে সম্মতা আছে, হে কুমারি আমি বিবেচনা করিয়া দেখিলাম গনেরিল তোমা অপেক্ষা দ্বিগুণ ভক্তিমতী। গনেরিল্

পিতার এই বাক্যে এক্ষণে কহিল পঁচিশ জন সহচরেতেই বা কি প্রয়োজন, দশ বা পাঁচ ভৃত্যেতেই বা কি আবশ্যক? আমার আশ্রয়ে থাকেন মদীয় ভৃত্যবর্গই সেবা শুশ্রূষা করিবে, ভগিনীর ভবনে থাকেন তাঁহার দাসেরা কর্ম্ম কায করিয়া দিবে। অতএব দুষ্ট প্রকৃতি দুহিতৃদ্বয় এক্ষণে যেন পণাপণি করিয়া রাজার প্রতি নিষ্ঠুরতাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। রাজা স্বীয় সমস্ত বিভব তাহাদিগকে সমর্পণ করিয়া আপনার রাজত্বের সামান্য চিহ্ন স্বরূপ কতিপয় সহচর সমভিব্যাহারে রাখিয়াছিলেন ইহাও তাহাদের অসহ্য হইল। যদিও কতিপয় অনুচর সঙ্গে থাকিলেই বাস্তবিক সুখ সম্ভোগ হয় এমত নিশ্চয় নাই সত্য বটে তথাপি এক সময়ে রাজা থাকিয়া পরে ভিক্ষু হওয়া এবং লক্ষ লোকের অধীশ্বর থাকিয়া একেবারে অনুচর বিহীন হওয়া ভূপতির পক্ষে অসহ্য ক্লেশ। কিন্তু ভৃত্যাভাবে পিতার ক্লেশ হইবেক কি না, কৃতঘ্ন কন্যাদ্বয় তাহা বিবেচনা করিল না, আপনারদের ব্যয় লাঘবে অর্থ রক্ষা নিমিত্ত জনকের সহিত অনুচর দিতে অস্বীকার করিল। সুতরাং কিঙ্কর বিরহ জন্য অপমানে বৃদ্ধ ভূপালের যৎপরোনাস্তি ক্লেশ হইল। নরপতি তনয়াদ্বয়ের এই কৃতঘ্নতায় মর্ম্মান্তিক বেদনা প্রাপ্ত হওয়াতে তদনন্তর তাহাদিগকে ডাকিনী বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিলেন এবং দুর্বাক্য প্রয়োগ পুরঃসর প্রতিজ্ঞা করিলেন ইহাদিগকে এতদ্রূপ প্রতিফল প্রদান করিব যে তদ্দর্শনে অবনীমণ্ডল মধ্যে অন্য ব্যক্তির এবম্বিধ আচারে প্রবৃত্তি না হয়।

প্রাচীন নরপতি কার্য্যতঃ নিস্তেজাঃ হইয়াছিলেন কন্যাদ্বয়ের কৃতঘ্নতায় উত্ত্যক্ত হইয়া উক্ত প্রকারে কেবল মৌখিক বল প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এই সময় দিনমণি গগণমণ্ডল ভ্রমণানন্তর চরমাচল চূড়াবলম্বী হইলে বিভাবরীর তামসী প্রভা ভুবনমণ্ডল আচ্ছন্ন করিল এবং হঠাৎ ঘোরতর ঘনঘটা নভোমণ্ডলে উদিত ও ঝঞ্ঝা বায়ু প্রবহমান

হওয়াতে পুর হইতে বিনির্গম দুষ্কর ব্যাপার হইয়া উঠিল। জ্যেষ্ঠা ও মধ্যমা তনয়া অসার নরনাথের তর্জ্জনে সন্ত্রস্ত না হইয়া বরং বিরক্ত ভাবে অনুচর রহিত করিবার নিমিত্ত বারম্বার ভর্ৎসন করিতে লাগিল তাহাতে রাজা সাতিশয় খিন্ন হইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন এই কৃতঘ্ন দুহিতাদের নিকট আর এক নিমেষও অবস্থান করিব না ইহাদের সহিত একত্র অবস্থিতি অপেক্ষা গৃহ বহির্ভাগে গমন পূর্ব্বক বাত্যার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ছিন্ন ভিন্ন বিপন্ন হওয়া বরং শ্রেয়স্কর। তৎক্ষণাৎ বাটী হইতে বহির্গত হইবার নিমিত্ত ভৃত্যদিগকে অশ্ব আনয়ন করিতে আজ্ঞা দিলেন। কন্যারা এ কথা শুনিয়া এতাবন্মাত্র উক্তি করিল কেহ স্বেচ্ছা পূর্ব্বক আপনাকে বিপদে নিক্ষিপ্ত করিলে স্বেচ্ছাচারিত্বের দণ্ড আপনিই বিধান করে কিন্তু পর ক্ষণে পিতা ভবন বিসর্জ্জন পুরঃসর বহির্দেশে ঘোরতর তিমিরাচ্ছন্ন প্রবল বাত্যায় মহা ভয়ঙ্কর বর্ত্মে নির্গত হইলেন একবারও নিবারণ করিল না বরং বিদায় দিয়া দ্বার বদ্ধ করত আপদ্ দূর হইল এতাদৃক্ জ্ঞান করিতে লাগিল।

লিয়র তনয়ার আলয় হইতে যখন বহির্গত হইলেন তখন প্রচণ্ড পবন মহাবেগে বহমান ও মুষল ধারে বারি বর্ষণ হইতে ছিল। রাজা ঝড় বৃষ্টিতে নিরাশ্রয় হইয়া পথেং ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাহাতে সাতিশয় ক্লেশ হইলেও কন্যাদ্বয়ের বাগ্‌যন্ত্রণার তুল্য অসহ্য বোধ করিলেন না। বাটীর বহির্ভাগে আসিয়া কিঞ্চিদ্দূরবর্ত্তী হইলে চতুর্দ্দিকে বহু ক্রোশ পরিমিত স্থান মধ্যে একটা বৃক্ষও আশ্রয় পাইলেন না, নিরাশ্রয়ে প্রবল বাত্যার আঘাত এবং বারি ধারা সহিষ্ণুতা করত ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ভয়ঙ্কর মেঘ গর্জ্জনে ও বিদ্যুতের দ্যুতিতে তাহার ভয় হইল না। কন্যাদের কৃতঘ্নতা স্মরণ হওয়াতে ঐ সকল উৎপাত সামান্য জ্ঞান হইতে লাগিল। রাজা ঘোর নিশা সময় নিরাশ্রয়ে বিপদ্ ভোগ করিতেং শোকাবেগে কহিতে

লাগিলেন এই ঝঞ্ঝা বায়ুতে অবনীমণ্ডল যেন সমুদ্রসাৎ হয় অথবা প্রলয় পয়োধির ন্যায় জলনিধির জল স্ফীত হইয়া পৃথিবীকে যেন নিমগ্না করে তাহা হইলে ভূমণ্ডলে মানব জাতির তুল্য কৃতঘ্ন জন্তু থাকিতে পারিবেক না। এই সময়ে অনাথ নরনাথের সমভিব্যাহারে একমাত্র সহচর ছিল। সেই ব্যক্তি নর্ম্মকর ভণ্ড, সর্ব্বদা পরিহাস পুরঃসর বাক্য প্রয়োগ করিত। ভূপালের বিলাপ শ্রবণে ব্যঙ্গ করত কহিল মহারাজ এই বিভাবরী অতিশয় ভয়ঙ্করী, এ সময়ে নিরাশ্রয় হইয়া কোথায় যাইবেন, প্রতি নিবৃত্ত হউন, কন্যাদিগের নিকট গিয়া অনুগ্রহ প্রার্থনা করিবেন চলুন্। রাজন্ উপায় কি?

অল্প বুদ্ধি হয় যার, অনুতাপ সার তার,
দেখে ঝড় বৃষ্টি অনুক্ষণ।
অদৃষ্টে লিখিত যাহা, কে খণ্ডিতে পারে তাহা,
সহ কেন বারি বরিষণ॥

রাজা লিয়র রাজ্যসম্পদ পরিভ্রষ্ট হইয়া ঘোর অন্ধকারাবৃত নিশায় নিরাশ্রয়ে প্রবল বাত্যা ও বারি বর্ষণ সহ্য করত পথেং ভ্রমণ করিতেছিলেন তাঁহার সমভিব্যাহারে একমাত্র নর্ম্মকর ভণ্ড অনুচর ছিল। আর্ল আব কেণ্ট কৈয়স্ নাম ধারণ পূর্ব্বক কিয়দ্দিনাবধি রাজ সেবায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন ভূপতিকে ঘোর নিশায় ভ্রমণ করিতে দেখিয়া বিস্ময় প্রকাশ পুরঃসর কহিলেন এ কি মহারাজ? আপনি এই ভয়ঙ্কর রজনীতে নিরাশ্রয় হইয়া ভ্রমণ করিতেছেন? দেব যে সকল নিশাচর রজনীপ্রিয়, তাহারাও এই ভয়ানক বিভাবরীতে নির্গত হয় না। প্রবল বাত্যা ও মহোদ্বেগজনক বর্ষণে পশু সকলও গুহা গহ্বরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, এ সময় সচেতন মনুষ্য কখন বহির্গত হইতে পারেন না, এ ঝড় বৃষ্টি মহা ক্লেশদায়ক, অতি অসহ্য, আপনি কি প্রকারে এ সময় ভ্রমণ করিতেছেন। রাজা আক্ষেপ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন দারুণ দুঃখে

পতিত হইলে সামান্য ক্লেশের অনুভব হয় না, স্বস্থাবস্থা-তেই ক্ষুদ্র ক্লেশ অনুভূত হইয়া থাকে, ওহে কৈয়স্ এখন আমার চিত্ত এতাদৃশ বিক্ষিপ্ত ও মর্ম্মান্তিক বেদনায় ব্যথিত যে এতদপেক্ষা সহস্রগুণ উৎপাত উপস্থিত হইলেও সামান্য বোধে তাহাতে ক্লেশানুভব হইবেক না। ওহে কৈয়স্ কৃতঘ্ন সন্তানের বাগ্‌যন্ত্রণা অতি অবিসহ্য, হস্ত আহার প্রদান-দ্বারা বদনের মহোপকার করে কিন্তু আস্য কৃতঘ্নতা পূর্ব্বক যদিস্যাৎ সেই করে রদনাঘাত করে তবে তাহা অসহ্য পীড় হয়, তনয়ের কৃতঘ্নতাও তদ্রূপ, পিতা মাতা তাহাদের পক্ষে হস্তের তুল্য মহোপকারী, তাহারা কৃতঘ্নতাচরণ করিলে সে দুঃখ সহিতে পারাযায় না।

কিন্তু প্রভুভক্ত কৈয়স্ রাজার যন্ত্রণা দর্শনে অসহিষ্ণু হইয়া বারম্বার অনুরোধ করিলেন মহারাজ এ ঝড় বৃষ্টিতে ভ্রমণ করিয়া কেন ক্লেশ পান্ যাহা হয় একটা আশ্রয় অব-লম্বন করুন্। রাজা তাঁহার অভ্যর্থনায় নিকটবর্ত্তি একটা জঘন্য জীর্ণ পর্ণ কুটীরে প্রবেশের উদ্যম করিলেন। ভূপতির সহচর ভণ্ড অগ্রে সেই পর্ণশালায় প্রবেশ করিল কিন্তু সে শীঘ্র সভয় হইয়া নির্গমন পুরঃসর কহিল মহারাজ বোধ হয় একটা ভূত এই কুটীরে আছে। পরে সবিশেষ অনুসন্ধান করাতে প্রকাশ পাইল দেবযোনি নহে একজন উন্মত্ত বাত্যা ও বারিবর্ষণ হইতে পরিত্রাণ নিমিত্ত ঐস্থানে আশ্রয় গ্রহণ পুরঃসর দণ্ডায়মান আছে। ঐ প্রকার কতক গুলা লোক প্রকৃত অথবা কৃত্রিম উন্মাদ গ্রস্ত হইয়া পল্লীগ্রামস্থ গৃহস্থ ব্যক্তি দিগের নিকট ভিক্ষা লাভের আকাঙ্ক্ষায় আপনা-দিগকে গরীব টম্ অথবা টর্লিগড্ নামে খ্যাত করিয়া বেড়াইত। কখন২ পথে২ ভ্রমণ করত এই কহিয়া লোকের অনুগ্রহ যাচ্ঞা করিত গরীব টম্‌কে কে ভিক্ষা দিবে? কখনবা রক্ত মোক্ষণাদি চিকিৎসা ব্যবসা করিয়া অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিকট হইতে কিঞ্চিৎ২ সংগ্রহ করিত। রাজা কুটীরে প্রবিষ্ট হইয়া অবধি অনিমিষ নয়নে তাহাকে অব-

লোকন করিতে লাগিলেন অনেক ক্ষণ নিরীক্ষণ করিতেং দৃষ্টি গোচর হইল তাহার কটিদেশে নগ্নতা নিরারণ নিমিত্ত একখান ছিন্ন কম্বল আচ্ছাদিত আছে তখন মনেং বিবেচনা করিতে লাগিলেন বোধ হয় এ ব্যক্তিও আপনার কন্যাদিগকে সর্ব্বস্ব প্রদান করিয়া এই দুরবস্থাপন্ন হইয়াছে। অনন্তর আপনাআপনি কহিলেন তনয়ার কৃতঘ্নতা ব্যতীত অন্য প্রকারে এতদ্রূপ দুর্দশা হয় না।

কৈয়স্ নরপতির এই অসম্বদ্ধ বচন শ্রবণ করিয়া স্থির করিলেন রাজা কন্যা দ্বয়ের জঘন্য আচরণে বিকৃতান্তঃকরণ হইয়াছেন, ইহাঁর ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্য ও স্বাভাবিক বুদ্ধি আর কিছুই নাই অতএব এ সময় প্রভুভক্তি প্রকাশ পুরঃসর ভূপতির উপকার করি। এই বিবেচনা করিয়া কতিপয় কৃতজ্ঞ অনুচরের সাহায্যে লিয়রকে ডোবর দুর্গে লইয়া গেলেন। সেই স্থানে আর্ল আব্ কেণ্ট স্বরূপে তাঁহার যথেষ্ট ক্ষমতা ছিল। তৎপরে সে স্থান হইতে ফ্রান্সে প্রস্থান পূর্ব্বক কনিষ্ঠা রাজনন্দিনী কর্দেলিয়ার নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সকরুণ বচনে নৃপতির ক্লেশের বিষয় বিশেষরূপে বর্ণনা পূর্ব্বক কহিলেন তোমার ভগিনীরা রাজার সর্ব্বস্ব গ্রহণ করিয়া শেষে তাঁহার এই দুর্দশা করিয়াছে। পিতৃভক্তি পরায়ণা কর্দেলিয়া জনকের যন্ত্রণার কথা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং অশ্রুপূর্ণ লোচনে খেদ করিতেং স্বামি সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক প্রার্থনা করিলেন আমার তাত তনয়াদ্বয়কে সর্ব্বস্ব দিয়া পরিণামে সাতিশয় ক্লেশ পাইতেছেন অতএব আপনি আমার সমভিব্যাহারে এক দল সৈন্য দেউন আমি ইংলণ্ডে গমন পুরঃসর পিতার রাজ্যাপহারিদিগের পরাভব করিয়া রাজাকে পুনর্ব্বার আপন রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া আসি। কর্দেলিয়ার স্বামী গুণবতী মহিলার সুশীলতায় সাতিশয় অনুরক্ত ছিলেন প্রণয়িনীর অনুরোধে তৎক্ষণাৎ সৈন্যসামন্ত তাঁহার সমভিব্যাহারে দিলেন। পরে কর্দেলিয়া ডোবর প্রদেশে যাত্রা করিলেন।

কেণ্ট ভূপতির উন্মাদ সঞ্চার দেখিয়া তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণ এবং সেবা শুশ্রূষা নিমিত্ত কতিপয় ভৃত্য রাখিয়া গিয়াছিলেন কিন্তু তিনি গমন করিলে রাজা লিয়র অন্তঃকরণের সাতিশয় ঔদাস্য প্রযুক্ত সম্পূর্ণ ক্ষিপ্ত হইয়া রক্ষকদের নিকট হইতে পলায়ন পূর্ব্বক ডোবরের নিকট পথে২ ভ্রমণ করিতে ছিলেন। কর্দ্দেলিয়ার সৈন্যদলস্থ কোন২ লোকের নয়নগোচর হওয়াতে তাহারা দেখিল বৃদ্ধ রাজা তৃণময় মুকুট মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক বন্য লতার যষ্টি হস্তে লইয়া উন্মত্তবৎ ভ্রমণ করিতেছেন। অতএব প্রত্যাগমন পূর্ব্বক আপনাদের কর্ত্রীর নিকট ঐ বিষয়ের সংবাদ প্রদান করিল তাহাতে কর্দ্দেলিয়া ব্যস্তসমস্তা হইয়া পিতাকে স্বীয় আলয়ে আনাইলেন এবং তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত সমুৎসুকা হইলেন। কিন্তু চিকিৎসকেরা নিবারণ করিয়া কহিল যাবৎ ভেষজ সেবন দ্বারা ভূপাল কিঞ্চিৎ সুস্থ না হন তাবৎপর্য্যন্ত সাক্ষাৎ করা বিধেয় নয়। কর্দ্দেলিয়া জনকের আশু আরোগ্য লাভ নিমিত্ত আপনার যাবন্ত রত্নাদি উৎসর্গ করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন অতএব আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ চিকিৎসকগণ মহা২ ঔষধ প্রয়োগ পুরঃসর চিকিৎসা করাতে নরপতি ত্বরায় নীরোগ হইলেন।

অনন্তর পিতা পুত্রীতে সাক্ষাৎ হইলে উভয়ের লোচন অশ্রু ধারায় পরিপূর্ণ হইল। কর্দ্দেলিয়া জনকের দুরবস্থা স্মরণ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ লিয়র যদিও পরম স্নেহাস্পদ নন্দিনী কর্দ্দেলিয়াকে দেখিয়া আনন্দিত হইলেন তথাপি পূর্ব্বে লঘু অপরাধে যে তনয়ার গুরু দণ্ড করিয়াছিলেন তাঁহা হইতে এক্ষণে আপনার এই উপকৃতি হওয়াতে বিশেষ লজ্জিত হইতে লাগিলেন। হর্ষ ও অপত্রপা তদীয় চিত্ত মধ্যে স্ব২ প্রসর বিস্তার নিমিত্ত ক্ষণকাল যেন তুমুল কলহ করিল সুতরাং তাঁহার নয়ন হইতে অনবরত বারি ধারা বিগলিত হইতে লাগিল। রাজার

অন্তঃকরণে ঈদৃশ বৈক্লব্য জন্মিল যে জানিতে পারিলেন না কোথায় রহিয়াছেন এবং কেবা তাঁহার চরণে প্রণাম পুরঃসর স্নিগ্ধালাপ করিতেছে। মুগ্ধপ্রায় হইয়া নিকটস্থ লোকদিগকে বারম্বার বিনয় করত কহিতে লাগিলেন আমি এই তরুণীকে স্বীয় নন্দিনী কর্দেলিয়া বলিয়া সম্বোধন করি তোমরা ইহাতে উপহাস করিও না। পরে আপনার কনীয়সী তনুজা বলিয়া বোধ হওয়াতে তাঁহার সন্নিধানে মার্জ্জনা প্রার্থনায় ভূমিতে দণ্ডবৎ পতিত হইবার উপক্রম করিলেন তাহাতে কর্দেলিয়া পিতার চরণে প্রণাম পুরঃসর আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিয়া কহিলেন পিতঃ আমি আপনার পুত্রী, সেই কর্দেলিয়া, আমারই কর্ত্তব্য আপনার পাদপদ্ম বন্দন করি। এই বলিয়া অভিবাদন পূর্ব্বক নিবেদন করিলেন তাত, আপনকার সেই অকৃতজ্ঞ কন্যাদ্বয় যে নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছে আমি আপনার পদচুম্বন পূর্ব্বক তাহা তুলিয়া লইলাম আপনি স্থিরচিত্ত হউন। আহা তাহারা কি নির্দয় যাঁহার বয়ো বাহুল্য বশতঃ শরীর শীর্ণ ইন্দ্রিয় জীর্ণ কেশ পলিত মাংস লোলিত হওয়াতে চরমাবস্থা উপস্থিত, তাঁহাকে বাত্যা ও ভূরি বৃষ্টিসমন্বিত নিশায় একাকী বহির্গমন করিতে দিয়াছিল? পিতঃ আপনি ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক শান্ত হউন তাহারা যখন আপনার মনে স্মরণ করিবে তখন আপনারাই লজ্জিত হইবে। আপনি যে রজনী ভাগে বাটীর বহির্গত হইয়াছিলেন সে সময় শত্রুর কুক্কুর যদিস্যাৎ বাটী আসিয়া দংশন করে তাহাকেও গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিতে পারা যায় না। পরে পিতাকে সংবাদ দিলেন আপনকার সহায়তা করিবার নিমিত্ত আমি সসৈন্য হইয়া ডোবরে আগমন করিয়াছি। রাজা লিয়র কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া তনয়াকে কহিলেন বৎসে আমি বার্দ্ধক্য প্রযুক্ত বুদ্ধি বিবেক বিহীন হইয়া তোমার প্রতি অতিশয় অসদ্ব্যবহার করিয়াছি তোমাকে ভাল বাসিবার প্রতি অনেক কারণ আছে কিন্তু তোমার ভগিনীদ্বয়ের প্রতি স্নেহ সঞ্চারের হেতুমাত্র নাই

তথাপি আমি তোমার প্রতি নির্দয়তা প্রকাশ করিয়াছি যাহা হউক এখন আমাকে মার্জ্জনা কর। কর্দেলিয়া প্রশ্রয়াবনত হইয়া প্রতিবচন প্রদান করিলেন আপনি ঈদৃশী আজ্ঞা করিবেন না আপনার প্রতি ভক্তি না হইবার কারণ আমাতে নাই, আমার ভগিনীদ্বয়েতেও দেখি না।

পরে নরপতি লিয়র পিতৃভক্তিযুতা দুহিতার আশ্রয়ে অবস্থিতি পূর্ব্বক বিজ্ঞ২ ভিষক্‌গণের চিকিৎসায় বুদ্ধি ভ্রংশ রোগ হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইলেন। লিয়র রাজার কৃতঘ্না দুই তনয়ার বিষয়ে অপর কিঞ্চিদ্বক্তব্য আছে এক্ষণে বর্ণনা করি।

মূর্ত্তিমতী কৃতঘ্নতা স্বরূপিণী দুই কন্যা প্রাচীন জনকের প্রতি ঐ রূপ ব্যবহার করিল ইহাতে পাণিগ্রাহের সহিত তাহাদিগের প্রীতি হইবার সম্ভাবনা সর্ব্বথা বিরহ। তাহারা দুই জনেই আপন২ পতির প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ পূর্ব্বক অনতিবিলম্বে অন্যের প্রণয়িনী হইল। আর্ল আব্ গ্লৌসেষ্টরের এদ্‌মন্দ নামা যে জারজ পুত্র পিতার যথার্থ উত্তরাধিকারী এদ্‌গারাভিধ সন্তানকে ধূর্ত্ততা পূর্ব্বক বিষয় চ্যুত করিয়া স্বয়ং আর্লত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল সেই একই ব্যক্তি গনেরিল্ ও রিগানের প্রীতি ভাজন হইল। যেমন দেব তেমনি দেবী কেননা গনেরিল্ ও রিগান্ এই দুই কন্যার যাদৃশ দুষ্ট প্রকৃতি ঐ ব্যক্তিও তাদৃশ কুস্বভাবান্বিত। যাহা হউক, কিয়দ্দিনানন্তর কর্ণওয়ালাধিপতির মৃত্যু হওয়াতে রিগান্ স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়া অবিলম্বে এদ্‌মন্দকে বিবাহ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিল। তাহাতে গনেরিল্ ঈর্ষান্বিত হইয়া বিষ প্রয়োগ পুরঃসর ভগিনীর প্রাণ বিনাশ করিল। গনেরিলের স্বামী আল্‌বানির রাজা জায়ার এই আচরণের বিবরণ অবগত হইয়া তাহাকে কারারুদ্ধ করিলেন তাহাতে ঐ পাপীয়সী আপনার মনস্কামনা পূর্ণ করিতে না পারিয়া মনো দুঃখে আত্মহত্যা করিল। অতএব ঐশিক বিচার কেমন অনি-

র্ব্বচনীয় ।ববেচনা কর। দুশ্চরিত্রা কন্যারা জনকের প্রতি অত্যাচার করিয়া উত্তরোত্তর অধিক অধর্ম্মে প্রবর্ত্তমান হইতেছিল শেষে আপনারাই আপনাদের দণ্ড প্রণয়ন করিল।

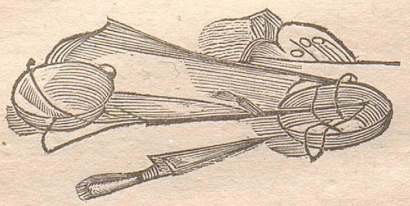
কিন্তু যে সকল ব্যক্তি গনেরিল্ ও রিগানের দুশ্চরিত্রতার প্রতিফল স্বরূপে তাহাদের হত্যা দর্শন করিয়া পরমেশ্বরের আশ্চর্য্য বিচার শক্তির প্রশংসা করিতেছিলেন অবিলম্বে তাঁহারা আর এক বিষয়ে অন্যায় অবলোকন করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। দুঃশীলা তনয়াদ্বয়ের অত্যুৎকট অধর্ম্মের যেমন অচিরে প্রতিফল হইল ধর্ম্মশীলা কর্দেলিয়ার পক্ষে সুশীলতা ও পরম ধর্ম্মাচরণের তাদৃক্ সৎফল হওয়া উচিত ছিল কিন্তু সেই ধর্ম্মনিষ্ঠা অবলা উপযুক্ত পুরস্কার প্রাপ্ত হইলেন না। তাঁহার পরিণামের যথার্থ ইতিহাস স্মরণ করিলে অন্তঃকরণ শঙ্কাকুল হয় পৃথিবীমণ্ডলে সৎ কর্ম্ম করিয়া বুঝি সর্ব্বদা পুরস্কার প্রাপ্ত হওয়া যায় না। গনেরিল্ ও রিগান্ মহাধূর্ত্ত আর্ল আব গ্লৌসেষ্টরের অধীনে যে সমস্ত সৈন্যদল প্রেরণ করে তাহারা কর্দেলিয়ার উপর আক্রমণ করিল এবং পরাজিত করিয়া কারাগারে অবরোধ পুরঃসর তাঁহার প্রাণ দণ্ড করিল। অতএব কৃতঘ্ন কন্যাদের কৃতঘ্নতার ফল সঙ্গে২ প্রকাশ পাইলেও ধর্ম্মিষ্ঠার সদাচরণের ফল অচিরে না হইয়া বরং বিপরীত ঘটনা হওয়াতে দর্শকগণ সাতিশয় চমৎকৃত হইতে লাগিলেন। ভূপাল লিয়রও এতৎ সংবাদ অবগত হইয়া মৃত্যুশয্যায় আরোহণ করিলেন।

লিয়র শোক বিহ্বলতা প্রযুক্ত জীবন বিসর্জ্জনে কৃতনিশ্চয় হইলে তাঁহার চিরভক্ত অনুরক্ত সহচর কেণ্ট বিবিধ প্রবোধ বচনদ্বারা শান্ত্বনা করিতে লাগিলেন এবং কহিলেন আমি কৈয়সের বেশ ধারণ পুরঃসর আপনার যে প্রকার সেবা করিয়াছি তাদৃশী শুশ্রূষা নিয়ত করিব আপনি কাতর্য্য পরিত্যাগ করুন। বৃদ্ধ রাজা যবীয়সী

তনয়ার শোক সম্বরণে অশক্ততা প্রযুক্ত হত বুদ্ধি হওয়াতে সন্দিহান হইলেন কেণ্ট ও কৈয়স্ কি রূপে এক ব্যক্তি হইতে পারে। কিন্তু কেণ্ট ক্লেশ প্রদান পূর্ব্বক এক্ষণে ঐ বিষয় রাজার হৃদয়ঙ্গম করাইতে যত্ন করিলেন না। অনন্তর রাজার মৃত্যু হইল, তাহাতে চিরানুরক্ত কেণ্ট প্রভু বিয়োগ জন্য শোকে ব্যাকুল হইয়া আপনিও কাল গ্রাসে নিপতিত হইলেন।

জগদীশ্বরের অনির্ব্বচনীয় প্রভাবে রাজ বিদ্রোহী আর্ল আব গ্লৌসেষ্টর যেরূপে পদচ্যুত হয় এবং সেই ব্যক্তি এদ্গারের সঙ্গে বাহু যুদ্ধ করিয়া যদ্রূপে লীলা সম্বরণ করে, অপর গনেরিলের স্বামী আল্বানির অধ্যক্ষ কর্দেলিয়ার মৃত্যু বিষয়ক অধর্ম্মাচরণের সংশ্রবে ছিলেন না এবং স্বীয় পত্নী পিতার প্রতি যে অসদাচার করে তাহাতেও সংলিপ্ত ছিলেন না এই কারণে বৃদ্ধ রাজা লিয়রের মৃত্যুর পর যে প্রকারে ব্রিটনের সিংহাসনে আরূঢ় হন্ এ সমস্ত বিষয়ের বর্ণন এস্থলে অনাবশ্যক। এই উপাখ্যানের প্রধান বিষয় লিয়র এবং তদীয় তনয়া ত্রয়, তাহারা কালধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া লীলা সমাপ্ত করাতে এ উপাখ্যানের পরিশেষ করা গেল ইতি।





R. D. SORNOKAR, ENGR. ২২৩

বেনিস্ নগরীয় বণিক্।

সেক্‌সপিয়র।

বেনিস্‌ নগরীয় বণিক্‌।

বেনিস নগরে সাইলক্‌ নামা এক জন ইহুদী বসতি করিত। সে অধিক বৃদ্ধির নিয়মে খ্রীষ্টিয়ান বণিক্‌গণের প্রতি অর্থ প্রয়োগ করত বিপুল বিত্ত সঞ্চয় করিয়াছিল। তাহার হৃদয়ে দয়ার লেশ মাত্র ছিল না, ঋণিগণকে নিষ্ঠুররূপে নিপীড়ন পুরঃসর সমধিক সুদ লইত একারণ নগরস্থ সমস্ত লোকের অপ্রিয় হইয়াছিল। অপর উক্ত নগর নিবাসী আন্তোনিও নামা এক বণিক্‌ সেই হেতু তাহাকে সাতিশয় ঘৃণা করিতেন। এই সদাশয় ধনী বিপন্ন লোক-দিগকে বিনা বৃদ্ধিতে ঋণ দান করাতে ধন লোভী ইহুদীও মনেং তাঁহার বিদ্বেষ করিত। এক দিবস আন্তোনিও বণিক্‌ সমাজে সাইলকের সাক্ষাৎ পাইয়া জঘন্য জীবিকার নিমিত্ত ভর্ৎসনা করিলে বার্দ্ধুষিক ইহুদী তৎকালে নীরব থাকিয়া মনেং বিদ্রোহাচরণ পুরঃসর বৈরশুদ্ধির উপায় চিন্তায় অস্থির হইল।

আন্তোনিও দয়ালু স্বভাব এবং সভ্যতাচার নিমিত্ত সকলের সাতিশয় প্রিয় পাত্র ছিলেন। তাঁহার চরিত্রে রুম নগরের গৌরব বৃদ্ধিশীল হয় সুতরাং প্রতিবাসিগণ যথোচিত শ্রদ্ধা করিত। ফলতঃ সকলের সহিত তাঁহার সংপ্রীতি ছিল বিশেষতঃ বেনিস্‌ নগরীয় বেসানিও নামা এক সম্ভ্রান্ত পুরুষের সঙ্গে আন্তরিক সৌহৃদ্য হয়। এই ব্যক্তি অত্যুচ্চ পদস্থ অথচ স্বল্প ধন সম্পন্ন থাকাতে উত্তরাধি-কারিত্বরূপে প্রাপ্ত পৈত্র্য বিভব অপমিরিত ব্যয়ে ক্ষয় করিয়া

ছিলেন এতন্নিমিত্ত যখনং অর্থ ক্লেশে পতিত হইতেন তখন আন্তোনিও তাঁহার সাহায্য করিতেন। অতএব লোকে বোধ করিত তাঁহাদের দুই বন্ধুর এক চিত্ত এবং এক ধনাগার।

বেসানিও এক দিবস প্রিয়মিত্র আন্তোনিওর ভবনে আগমন পূর্ব্বক অন্যান্য কথোপকথনের পর কহিলেন সখে আমি এক ধনাঢ্যা কামিনীর প্রণয়োৎপাদন পুরঃসর পাণি গ্রহণ করিয়া আপনার নিঃস্বতা দূর করিবার মানস করিয়াছি। সেই রমণী সুরূপা সুন্দরী এবং জনকের নিধনানন্তর সংপ্রতি অতুল সম্পত্তির অধিকারিণী হইয়াছেন। মিত্র আমি সেই যুবতীর পিতার জীবদ্দশায় তদীয় আলয়ে সতত যাতায়াত করিতাম তৎকালে ভাবিনী নয়ন ভঙ্গি দ্বারা আমার প্রতি যে প্রকার ভাব প্রকাশ করিতেন তাহাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয় আমার প্রতি প্রীতি বন্ধনে তাঁহারও বাসনা আছে কিন্তু সেই ধনবতী যুবতীর নায়কের উপযুক্ত বেশ ভূষা করিতে পারি আমার ঈদৃশী অর্থ সঙ্গতি নাই। প্রিয়তম তুমি আমার প্রতি নানা প্রকারে আনুকূল্য প্রকাশ করিয়া আসিতেছ যদিস্যাৎ সংপ্রতি তিন সহস্র মুদ্রা ঋণ দান কর তাহা হইলে মনোরথ পূর্ণ করিতে পারি।

আন্তোনিওর হস্তে সে সময় মুদ্রা ছিল না অতএব প্রার্থনা মাত্রে মিত্রের আনুকূল্য করিতে পারিলেন না কিন্তু স্নেহ প্রকাশ পুরঃসর কহিলেন সখা কিয়দ্দিন বিলম্ব কর আমার বাণিজ্য দ্রব্যে পরিপূর্ণ কতিপয় অর্ণব তরি ত্বরায় আসিয়া উপস্থিত হইবেক তাহা পহুঁছিলেই বার্দ্ধুষিক সাইলক্ ইহুদীর সন্নিধানে বন্ধক রাখিয়া তোমার নিমিত্ত ঋণ গ্রহণ করিব।

কিন্তু বেসানিও কালবিলম্বে অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন তাহাতে আন্তোনিও তাঁহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া বুদ্ধিজীবি সাইলকের নিকট গমন পূর্ব্বক কহিলেন

আমি তোমার নিকট তিন সহস্র মুদ্রা ধার চাহি যত বৃদ্ধি লইতে বাসনা কর তাহাই দিব, আমার কএক খান অর্ণবযান বাণিজ্যের দ্রব্য সামগ্রী লইয়া কিয়দ্দিন মধ্যে আসিবে পহুঁছিবা মাত্র দ্রব্য বিক্রয় পূর্ব্বক বৃদ্ধি সহিত টাকা পরিশোধ করিব। সাইলক্ মনেং বিবেচনা করিতে লাগিল এ ব্যক্তি আমাদিগের জাতিকে অতিশয় ঘৃণা করে আপনি বিনা বৃদ্ধিতে ঋণ দেয়, আমার কুশীদের কুৎসা করত বণিক্ সমাজে সর্ব্বদা অপমান করিয়া থাকে এখন ইহাকে মুষ্টির মধ্যে পাইয়াছি চিরন্তন বৈর নির্যাতন করিতে ত্রুটি করা উচিত হয় না। পরে আপনাআপনি কোপিত হইয়া মনো মধ্যে প্রতিজ্ঞা করিল আমি অবশ্য এই সুযোগে বিদ্বেষির প্রতিফল প্রদান করিব যদি ইহাকে মার্জ্জনা করি আমার জাতি যেন অভিশপ্ত হয়। আন্তোনিও বার্দ্ধুষিককে নিরুত্তর হইয়া ভাবনা করিতে দেখিয়া কহিল ওহে সাইলক্ আমার কথা শ্রবণ গোচর হইয়াছে? আমাকে কি ঋণ দিবে? ইহুদী বিস্ময় প্রকাশ পুরঃসর প্রতিবচন প্রদান করিল মহাশয় এ কি আশ্চর্য্য আপনি আমার নিকট অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করত ঋণ যাচ্ঞা করিতেছেন? আপনি আমাকে কুক্কুর বলিয়া ঘৃণা করত কতবার ভূমির উপর পদাঘাত করিয়াছেন, কুক্কুরের কি টাকা কড়ি থাকে? আপনি গ্রাম্যমৃগের নিকট কি বিবেচনায় তিন সহস্র মুদ্রা ধার চাহিলেন? আমার অন্তঃকরণে শল্য প্রায় আপনার ভৎর্সন বচন সকল নিরন্তর জাগরূক আছে স্মরণ করিয়া দেখুন দেখি, আমি বৃদ্ধি গ্রহণ পুরঃসর ধনপ্রয়োগ করি বলিয়া বণিক্মণ্ডলী মধ্যে কতবার কত প্রকারে আমার অপমান করিয়াছেন, সহিষ্ণুতা করা আমাদিগের জাতীয় ধর্ম্ম এ-কারণ বিনা ক্ষোভে সমুদয় সহ্য করিয়াছি, মহাশয় আপনার কি স্মরণ হয় না সে দিন আমাকে কণ্ঠচ্ছেদি বলিয়া তর্জ্জন করত আমার ইহুদীয় পরিচ্ছদে ঘৃণা পূর্ব্বক নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করিলেন? আহা আপনি আমার সহিত

যে প্রকার সদ্ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন আপনার আবশ্যক সময়ে ঋণ দিয়া সহায়তা করা আমার উচিত বটে। আন্তোনিও এই সমস্ত কথা শুনিয়া কোপাবেশে বলিলেন আমি তোমার সহিত যে প্রকার ব্যবহার করিয়া থাকি তাহাতে কদাপি ক্ষান্ত হইব না যাবৎ তুমি নিপীড়ন পুরঃসর সুদ গ্রহণে নিবৃত্ত না হইবে তাবৎ তোমার অঙ্গবসনে নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ ও কুক্কুর বলিয়া ভূভাগে পদাঘাত সর্ব্বদাই করিব। ওহে আমাকে মিত্র বোধে ধার দিবার আবশ্যক কি? বৈরি জ্ঞান করিয়া ঋণ দাও না কেন? যদি অঙ্গীকারানুসারে পরিশোধ করিতে না পারি স্বেচ্ছাক্রমে উত্তমর্ণের ব্যবহার করিয়া সুদ সমেত অর্থ লইবে। সাইলক্ এতদ্বচনাকর্ণনে প্রকৃতি গাম্ভীর্য্য প্রকটন পূর্ব্বক কহিল দেখিতে পাই আপনি বিলক্ষণ রাগিয়া উঠিয়াছেন কিন্তু আমি এখন আপনকার সহিত বিরোধ করিব না বরং প্রণয় প্রার্থনা পূর্ব্বক বন্ধুতা করিব আপনি আমাকে বিস্তর অপমান করিয়াছেন অনেক স্থানে লজ্জা দিয়াছেন এক্ষণে সকল বিস্মৃত হইব। আমি আপনাকে ঋণ দান করিতেছি কিন্তু আপনার নিকট বৃদ্ধি গ্রহণ করিব না। আন্তোনিও নির্দয় বার্দ্ধুষিকের বদনে এবম্প্রকার করুণান্বিত বচন শ্রবণ করিয়া চমৎকৃত হইলেন। পরে বার্দ্ধুষিক আন্তোনিওর প্রতি যেন যথার্থতঃ দয়ার্দ্র হইয়াছে এবং তাঁহার সহিত সম্প্রীতি করিতে আন্তরিক ইচ্ছান্বিত এবম্বিধ ভাব প্রকাশ পূর্ব্বক কহিল মহাশয় আমি আপনাকে বিনা বৃদ্ধিতে তিন সহস্র মুদ্রা ধার দিতেছি। কিন্তু আপনাকে রাজসচিবের সাক্ষাতে গমন পুরঃসর কৌতুক স্বরূপে কেবল এই রূপ একখানি ঋণ লেখ্য লিখিয়া দিতে হইবে যদি নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিশোধ না করি আমার শরীরের যে কোন স্থান ইচ্ছা করিবেন তথাকার অর্দ্ধ সের মাংস ছেদন করিয়া লইবেন।

আন্তোনিও ইহুদীর সদয় ব্যবহার দেখিয়া এ কথা

কেবল কৌতুক জ্ঞান করত মুক্তকণ্ঠে কহিলেন ভাল২ তোমার প্রস্তাবে সম্মত হইলাম উক্ত প্রকার ঋণ লেখ্য প্রস্তুত কর এখনি স্বাক্ষর করিয়া দিতেছি অতঃপর সকলের নিকট কহিব ইহুদী জাতি অতি দয়াশীল।

বেসানিও ঋণলেখ্যের নিয়ম শ্রবণে সংশয়াকুল হইলেন এবং স্নেহবশতঃ পরম প্রণয় ভাজন মিত্রের অমঙ্গল আশঙ্কা করিতে২ বন্ধুকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন সখে এবম্বিধ ঋণ লেখ্যে স্বাক্ষর করা বিধেয় নহে। আন্তোনিও অর্থের নিমিত্ত ব্যগ্র থাকাতে তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন মিত্র পরিশোধার্থ নির্দ্ধারিত সময়ের অগ্রে আমার বাণিজ্য নৌকা আসিয়া পহুঁছিবে তাহাতে যে সমস্ত দ্রব্য সামগ্রী আসিতেছে ঋণীকৃত মুদ্রাপেক্ষা অনেক গুণে অধিক হইবে পরিশোধের ভাবনা নাই ঐ রূপ ঋণলেখ্যে স্বাক্ষর করাতে ক্ষতি কি?

ইহুদী তাঁহাদের দুই বন্ধুর বাদানুবাদ শ্রবণ করিয়া বলিল আঃ খ্রীষ্টিয়ান লোকেরা কি সন্দিগ্ধ চিত্ত? আপনারদের যেমন নির্দয় মন অন্যের প্রতিও তদ্রূপ সন্দেহ করে। ওহে বেসানিও তোমাকে জিজ্ঞাসা করি যদি আন্তোনিও নিরূপিত সময়ে ঋণ পরিশোধ করিতে না পারেন ঋণলেখ্যানুসারে উক্ত প্রকারে দণ্ড বিধান করিলে আমার কি লভ্য হইবে? মানবদেহের অর্দ্ধ সের মাংস মেষ বা অন্য পশুর পলাপেক্ষা উপযোগী নয়। ওহে আমি কেবল তাঁহার হৃদয়ে সৌহৃদ্যের বীজ রোপণ মানসে এবম্প্রকার প্রস্তাব করিয়াছি যাহা কহিয়াছি আন্তোনিও তাহাতে সম্মত হন ভাল নচেৎ বিদায় গ্রহণ করুন।

বেসানিও এ কথা শুনিয়াও বন্ধুকে ঈদৃশ বিপজ্জনক পণে স্বীকৃত হইতে বারম্বার নিষেধ করিলেন কিন্তু আন্তোনিও মিত্রের বাক্যে মনোযোগ করিলেন না, আপনার অন্তঃকরণে বিবেচনা করিলেন ঋণলেখ্যে উক্ত রূপ দণ্ডের পণ কেবল কৌতুকার্থ সুতরাং ইহুদীর প্রস্তাবে সম্মতি

দান পুরঃসর লেখ্য প্রস্তুত করাইয়া তাহাতে তৎক্ষণাৎ স্বাক্ষর করিলেন।

বেসানিও যে ধনবতী যুবতীর পাণিগ্রহণ করিতে মানস করেন সেই ভাবিনী বেনিস্ নগরের সন্নিহিত বেল্‌মন্ত প্রদেশে অবস্থিতি করিতেন তাঁহার নাম পোর্সিয়া। ব্রুতসের পরিণীতা কেতোর তনয়া যে পোর্সিয়া রূপ গুণের নিমিত্ত অবনী মণ্ডলে বিখ্যাতা হন্, যাঁহার গুণের গরিমা ইতিহাস পরম্পরায় শ্রুত হয়, তাঁহার সহিত তুলনায় এই গুণবতী পোর্সিয়া কোন অংশে নিকৃষ্টা ছিলেন না।

মিত্রবৎসল আন্তোনিও এই রূপে আত্ম জীবন বিপদ্‌গ্রস্ত করিয়া বন্ধুর নিমিত্ত মুদ্রা সংগ্রহ করিলেন এবং অবিলম্বে বয়স্যের হস্তে সমর্পণ পূর্ব্বক কহিলেন সখা সত্বর হইয়া নায়িকার প্রণয়োৎপাদনের সজ্জা করত অভিলষিত সম্পাদন নিমিত্ত প্রস্থান কর। বেসানিও বন্ধুর বাক্যে বসন ভূষণ সংকলন পূর্ব্বক সজ্জিত হইলেন এবং শীঘ্র দল বল সংগ্রহ করত গ্রাশিয়ানো নামক এক জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সমভিব্যাহারে বেল্‌মন্ত প্রদেশে যাত্রা করিলেন।

বেসানিও মনোভাবিনী কামিনীর নিকট গমন করিলে আশু তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধি হইল কেননা সেই গুণবতী যুবতী তাঁহার গুণে অত্যল্প কালের মধ্যে সম্প্রীতা হইয়া তাঁহার প্রতি প্রীতি নিবন্ধন পুরঃসর পাণিপ্রদান নিমিত্ত অঙ্গীকার করিলেন।

বেসানিও নায়িকার অভিপ্রায় প্রাপ্ত হইলে তাঁহার নিকট স্বীকার করিলেন সুন্দরি প্রধান ও সম্ভ্রান্ত বংশে আমার উদ্ভব বটে কিন্তু সংপ্রতি নিঃস্ব হইয়াছি। গুণবতী যুবতী নায়কের সদ্গুণে মোহিতা হইয়া তাঁহার প্রতি স্বতঃ প্রণয় নিবন্ধন করিয়াছিলেন এবং আপনার প্রচুর ধন সম্পত্তি ছিল সুতরাং ভর্ত্তার নির্দ্ধনতায় কোন প্রকার হানি বিবেচনা করিলেন না। লজ্জা নম্রমুখে মৃদু মধুর স্বরে প্রিয়তমকে কহিতে লাগিলেন গুণনিধান আমি তোমার মনো

নীতা বনিতা হইলে আপনাকে সহস্রগুণে গুণবতী অযুত গুণে ধনাঢ্যা বোধ করিয়া কৃতার্থম্মন্যা হইব। তদনন্তর আপনার কুৎসা করত কহিলেন হে দয়াময় আমি কোন প্রকার সদুপদেশ প্রাপ্ত হই নাই ইহাতে নিতান্ত অব্যবহার্য্যা হইয়া আছি কিন্তু এখনও আমার এতাদৃশ অধিক বয়স্ হয় নাই যে শিক্ষা গ্রহণে অসমর্থা, হে নাথ আপনি আমাকে উপদেশ করিবেন আমি আপনকার অধীনা হইয়া আদেশানুসারে সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিব। আপনি আপনাকে নিঃস্ব কহিলেন কেন? এক্ষণে আমি আপনকার হইয়াছি আমার ধনসম্পত্তি আপনকারই হইল। প্রভো আমি গত কল্য এই সুরম্য হর্ম্ম্যের অধিকারিণী এবং এই সমস্ত ভৃত্যবর্গের কর্ত্রী ছিলাম এক্ষণে এই অট্টালিকা ও দাস দাসী সকল আপনার হইল। আমি আত্ম সর্ব্বস্ব সমেত এই অঙ্গুরী আপনাকে সমর্পণ করিতেছি। এই কথা বলিয়া স্বীয় অঙ্গুলি হইতে উন্মোচন পুরঃসর একটী অঙ্গুরী কান্তের করে প্রদান করিলেন।

মহাধন সম্পন্না পোর্সিয়া এবম্বিধ সদয় সদাচরণ পুরঃসর নির্ধন পুরুষকে পতিত্বে বরণ করিতে স্বীকার করিলে বেসানিও সাতিশয় বিস্ময়ান্বিত হইলেন। আনন্দ জন্য বাষ্পোদ্গমে কণ্ঠদেশ অবরুদ্ধ হওয়াতে কিয়ৎ পল আপনার হর্ষ ও যুবতীর প্রতি সমুচিত সম্মান প্রকাশ করিতে পারিলেন না। অনেক ক্ষণ পরে কেবল এই কএকটী শব্দ দ্বারা আপনার প্রণয় ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পুরঃসর অঙ্গুরী গ্রহণ করিয়া কহিলেন প্রিয়ে এ অঙ্গুরী জীবন সত্ত্বে হস্তান্তর করিব না।

যৎকালে পোর্সিয়া বেসানিওর গুণে মোহিতা হইয়া তদীয় করে আত্ম সমর্পণ পুরঃসর তাঁহার বনিতা হইতে অঙ্গীকার করিলেন সে সময় বেসানিওর সহচর গ্রাশিয়ানো এবং পোর্সিয়ার সহচরী নেরিসা তাঁহাদের সন্নিধানে

দণ্ডায়মান ছিল। গ্রাশিয়ানো প্রভুর কার্য্য নিষ্পন্ন দেখিয়া আপনার বিবাহের নিমিত্ত তাঁহাদিগের আদেশ প্রার্থনা করিল।

বেসানিও সমভিব্যাহারি সহচরের অভ্যর্থনা শ্রবণে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া কহিলেন গ্রাশিয়ানো যদিস্যাৎ তুমি উপযুক্ত কন্যা প্রাপ্ত হইয়া থাক আমি এক্ষণে অনুমতি দিতেছি তাহার পাণি পীড়ন কর।

গ্রাশিয়ানো বিনীতি প্রদর্শন পুরঃসর নিবেদন করিল প্রভো কর্ত্রী পোর্সিয়ার সহচরী নেরিসার সহিত আমার প্রণয় হইয়াছে। এই রমণী আত্ম প্রেম প্রকাশ পূর্ব্বক মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করিয়াছিল যদিস্যাৎ আপনকার সহিত ঠাকুরাণীর পরিণয় হয় তাহা হইলে এ আমার বনিতা হইবেক। পোর্সিয়া এ কথার তথ্য জিজ্ঞাসু হইলেন এবং নিকটস্থা নেরিসাকে তাহার সমক্ষে জিজ্ঞাসা করিলেন কেমন তুমি এই ব্যক্তির প্রতি আসক্তা হইয়া ঐ রূপ উক্তি করিয়াছিলে? নেরিসা বিনয় বিনম্রা হইয়া উত্তর করিল হাঁ ঠাকুরাণি এ প্রকার অঙ্গীকার করিয়াছিলাম, যদি অনুমতি করেন গ্রাশিয়ানোর গলে বরমাল্য প্রদান করি। পোর্সিয়া সানন্দ চিত্তে তৎক্ষণাৎ সম্মতি প্রদান করিলে বেসানিও আহ্লাদ প্রকাশ পুরঃসর বলিলেন ওহে গ্রাশিয়ানো তবে শুভ কর্ম্ম আশু সম্পন্ন কর আমাদের পরিণয়োৎসব তোমাদের বিবাহোৎসবে গৌরবান্বিত হউক।

এই সময়ে এক জন বার্ত্তাবহ আন্তোনিওর লিপি লইয়া উপস্থিত হওয়াতে নব প্রণয়ি নায়ক নায়িকার আনন্দানুভবে ব্যাঘাত হইল। বেসানিও বাহকের কর হইতে পত্রী গ্রহণ পুরঃসর পাঠ করিয়া বিস্ময়ে কিয়ৎ ক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। সুশীলা পোর্সিয়া লিপি প্রাপ্তে কান্তকে ব্যাকুল দেখিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন বোধ হয় পত্রী মধ্যে পতির কোন প্রিয় জনের অনিষ্ট সংবাদ লিখিত আছে অতএব স্বয়ং সাশঙ্ক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন লিপিযোগে

কি সমাচার প্রাপ্ত হইলেন? অন্তঃকরণ ব্যাকুল দেখি কেন? বেসানিও বিষাদ প্রকাশ পুরঃসর কহিলেন প্রিয়ে লিপি-মধ্যে একটা মহা অশুভ সংবাদ প্রাপ্ত হইলাম, হে সুশীলে আমি তোমার প্রতি প্রণয় প্রকাশ করিয়া অবধি অকপট ব্যবহার করিয়াছি আমার ধন সম্পত্তির বিষয় সকল বলিয়াছি কেবল আমার ঋণের কথা তোমাকে কহি নাই কিন্তু তাহাও বলা উচিত ছিল। তদনন্তর প্রেয়সীর সন্নিধানে আগমন নিমিত্ত প্রিয় মিত্র আন্তোনিওর নিকট যে মানসে মুদ্রা যাচ্ঞা করেন এবং সেই মহোদার পুরুষ হৃদয়ঙ্গম বান্ধবের অভিলষিত বিষয়ে আনুকূল্য করিবার নিমিত্ত সাইলক্ ইহুদীর সমীপে যে প্রকার নিয়মে ঋণলেখ্য লিখিয়া ঋণ গ্রহণ পূর্ব্বক মুদ্রা দেন ও নির্দ্ধারিত দিবসে ঋণ শোধ না করিতে পারিলে ঋণলেখ্যের নিয়মানুসারে বন্ধুর শরীরের মাংস উৎকর্ত্তন দ্বারা যে রূপে জীবন বিনাশের সম্ভাবনা, সমুদায় বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিয়া শেষে পত্রী পাঠ করিতে লাগিলেন যথা হে প্রিয়তম বেসানিও আমার দুর্ভাগ্য বশতঃ বাণিজ্য তরি সকল বিনষ্ট হইয়াছে এবং ইহুদীর নিকট ঋণলেখ্য লিখিয়া দিয়া যে ধার লইয়াছিলাম তাহা পরিশোধের অঙ্গীকৃত সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে ঋণ সংশোধনে অক্ষমতা প্রযুক্ত জীবনে নিরাশ হইয়াছি অতএব অন্তকালে একবার তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার বাসনা করি, কিন্তু মিত্র তুমি আপন মতানুসারে কার্য্য করিও, আমাকে অতিশয় ভালবাস এতন্নিমিত্ত আমার মৃত্যু দর্শন করিতে যদিস্যাৎ তোমার প্রবৃত্তি না হয় আমার অনুরোধ গ্রহণ করিও না। পোর্সিয়া পত্রার্থ অবগত হইয়া উদ্বিগ্নমনা হইলেন এবং সাতিশয় ব্যস্ততা প্রকাশ পুরঃসর প্রিয়তমকে নিবেদন করিলেন নাথ এবম্বিধ বন্ধুর বিপদ্ অতি অসহ্য, আপনি শীঘ্র যাত্রা করুন, ঋণ সংখ্যাপেক্ষা বিংশতি গুণাধিক স্বর্ণ মুদ্রা আনিয়া দিতেছি লইয়া গিয়া বয়স্যকে বিপদ হইতে

উদ্ধার করুন। আপনি আমার এই সাহায্য দ্বারা ক্রীত হইবেন বটে কিন্তু আমি আপনাতে যাদৃশী ভক্তি করিতেছি তাহাতে ত্রুটি হইবেক না, অবিলম্বে প্রস্থানের আয়োজন করুন, আহা যে বন্ধু আপনার নিমিত্ত বিপন্ন হইয়াছেন তাঁহাকে শীঘ্র গিয়া সাহায্য করুন। তদনন্তর তরুণী আপনার ধন সম্পত্তির উপরে প্রিয়তমের অধিকার স্থাপন নিমিত্ত বিদায় দানের অগ্রে পাণি দানের মানস করিলেন তাহাতে সেই দিনেই তাঁহাদের এবং সহচর সহচরীর বিবাহ সম্পন্ন হইল। বেসানিও পাণি গ্রহণ হইবামাত্র সহচর গ্রাশিয়ানো সমভিব্যাহারে সত্বর বেনিস্ নগরে প্রস্থান করিলেন। সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন প্রিয়-মিত্র ঋণের দায়ে কারাগারে রুদ্ধ রহিয়াছেন।

বেসানিও ইহুদীর নিকট গমন করিয়া কহিলেন অহে বার্দ্ধুষিক বৃদ্ধি সহিত এই ঋণ গ্রহণ কর আমার মিত্র আন্তোনিওকে এখনি মুক্ত করিয়া দাও। নিষ্ঠুর ইহুদী মুদ্রা স্পর্শ করিল না, কহিতে লাগিল ঋণ পরিশোধের নিরূপিত সময় অতীত হইয়া গিয়াছে এখন লইব কেন? ঋণলেখ্যের অঙ্গীকারানুসারে অধমর্ণের অঙ্গের অর্দ্ধ সের মাংস উৎ-কর্ত্তন করিয়া লইব। বেসানিও ইহাতে আপত্তি উত্থাপন পূর্ব্বক বাদানুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইলে ইহুদী বিচারালয়ে গিয়া বিচার প্রার্থনা করিল এবং রাজাজ্ঞায় বিচারের দিন অবধারিত হইল তাহাতে বেসানিও বিচারে কি আজ্ঞা হয় এতন্নিমিত্ত উৎকলিকাকুল হইলেন এবং অতি ভগ্ন চিত্তে বিচার দিনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

বেসানিওর বনিতা পোর্সিয়া প্রিয়তমকে বিদায় দান সময়ে বলিয়া দিলেন মিত্রকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া প্রত্যাগমন কালে সমভিব্যাহারে আনিবেন। স্বামী প্রস্থান করিলে একাকিনী হওয়াতে আন্তোনিওর বিষয় স্মরণ পূর্ব্বক শঙ্কান্বিত চিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন পতির প্রিয় বান্ধ-বের জীবন সংশয়াপন্ন, দেখি আমি এ বিষয়ে কোন উপায়

করিতে পারি কি না, যদিস্যাৎ চিন্তা করিয়া কোন পন্থা দেখিতে পাই, প্রিয়তমের হৃদয়ঙ্গম সুহৃদের প্রাণ পরিরক্ষণ নিমিত্ত অবশ্য অবলম্বন করিব। যদিও তরুণী আপন নায়কের সহিত প্রণয় বন্ধন সময়ে নম্রতা প্রকাশ পূর্ব্বক অঙ্গীকার করিয়াছিলেন আপনার আত্মা পর্য্যন্ত প্রিয়তমে সমর্পণ করিলাম অনন্তর সকল বিষয়ে আপনকার পরতন্ত্রা হইয়া থাকিব তথাচ এক্ষণে স্বামি বয়স্যের বিপদ্ সময়ে সাহায্য করণে ইচ্ছুক হওয়াতে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বনে কিঞ্চিন্মাত্র প্রতিবন্ধক জ্ঞান করিলেন না। অতএব বিবেচনা পূর্ব্বক স্থির করিলেন বেনিস্ নগরে যাত্রা করিয়া বিচারালয়ে প্রবেশ পুরঃসর আন্তোনিওর পক্ষে বক্তৃতা করি।

পোর্সিয়ার সহিত বেলারিও নামক এক জন সম্ভ্রান্ত ব্যবস্থাপকের সম্পর্ক ছিল। তরুণী আন্তোনিওর বিষয় আদ্যোপান্ত বর্ণন পূর্ব্বক তাঁহার সমীপে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন এবং তাঁহার পরিচ্ছদ পাইবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিলেন। তাহাতে সেই ব্যবস্থাপকের নিকট হইতে ঐ বিষয়ের সদ্যুক্তি লিপিবদ্ধ হইয়া আসিল এবং কামিনী তদীয় পরিচ্ছদও প্রাপ্ত হইলেন।

অনন্তর বুদ্ধিমতী যুবতী সহচরী নেরিসার সহিত পুরুষের আকৃতি ধারণ পুরঃসর ব্যবস্থাপকের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া বেনিস্ নগরে যাত্রা করিলেন। তত্রস্থ বিচারাগারে রাজা ও নগরীয় সভ্য জন সমক্ষে আন্তোনিওর বিষয়ে বিচারের উদ্যোগ হইতেছে এতদবসরে তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং অবিলম্বে ধর্ম্মাধিকরণ প্রবেশ পূর্ব্বক বেলারিও ব্যবস্থাপকের লিপি রাজার হস্তে প্রদান করিলেন। ব্যবস্থাবিশারদ বেলারিও ঐ লিপি মধ্যে এই লিখিয়াছিলেন স্বয়ং উপস্থিত হইয়া আন্তোনিওর নিমিত্ত বাদানুবাদ করিব ইচ্ছা ছিল শারীরিক অসুস্থতা প্রযুক্ত অক্ষম হইলাম পত্রবাহক বালথাসার সংজ্ঞক এই সুবিজ্ঞ যুবককে প্রতিনিধি পাঠাইতেছি আমার পরিবর্ত্তে ইহাঁর প্রতি

বাদানুবাদ করণের আদেশ হয়। রাজা বেলারিও ব্যবস্থাপকের বিদ্যা বুদ্ধি স্মরণ করিয়া তাঁহার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিলেন কিন্তু অপরিচিত তরুণ পুরুষের অদ্ভুত রূপ লাবণ্য দর্শনে মনোমধ্যে সাতিশয় চমৎকৃত হইতে লাগিলেন। পোর্সিয়া ব্যবস্থাপকের পরিচ্ছদ পরিধান করাতে তাঁহার অঙ্গনাকৃতির পরিবর্ত্ত হইয়া অপরূপ আকার হইয়াছিল।

তদনন্তর বিচারালয়ে উপস্থিত অভিযোগের গুরুতর বিষয়োপলক্ষে বিচার আরম্ভ হইল। ব্যবস্থাপকের বেশধারি পোর্সিয়া রাজাজ্ঞায় বিচারকমণ্ডলী মধ্যে উপবিষ্টা হইয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপানন্তর অবলোকন করিলেন নব প্রণয় ভাজন বেসানিও বন্ধুর বিপদ্ জন্য বিষণ্ণ বদনে আন্তোনিওর পার্শ্বে দণ্ডায়মান আছেন কিন্তু কামিনী ছদ্মবেশ ধারণ করাতে বেসানিও তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না।

পোর্সিয়া সাতিশয় সাহস প্রকাশ পুরঃসর স্বীয় সংকল্পিত দুঃসাধ্য সাধনে প্রবৃত্তা হইলেন। প্রথমতঃ বার্দ্ধুষিক ইহুদীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক কহিলেন ঋণী আন্তোনিও নির্দ্দিষ্ট সময়ে ঋণানপাকরণাপরাধে বেনিস্ নগরীয় ব্যবস্থানুসারে আপনার অঙ্গীকৃত দণ্ড পাইবার যোগ্য বটে কিন্তু দয়ার অতি মহৎ ফল এই বলিয়া সুমধুর ভাষায় করুণার গুণ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তদনন্তর বক্তৃতা করিয়া কহিলেন যাহার প্রতি অনুকম্পা করা যায় কেবল সেই ব্যক্তি কৃপা নিমিত্ত মঙ্গলাস্পদ হয় এমত নহে অনুগ্রহ বিতরণকারী পুরুষও কল্যাণাশ্রয় হন্। অপিচ দয়ার্দ্রতা রাজমুকুটাপেক্ষা বিশেষ শোভাকর ভূষণ, অতএব জগদীশ্বর ক্ষিতীশ্বরদিগের অন্তঃকরণে অধিক পরিমাণে করুণা স্থাপন করিয়াছেন। তদনন্তর বার্দ্ধুষিককে সম্বোধন করিয়া কহিলেন ওহে সাইলক্ বিবেচনা করিয়া দেখ আমরা সকলেই অনুগ্রহ প্রাপ্তি নিমিত্ত প্রার্থনা করিয়া থাকি অতএব অন্যের প্রতি করুণা বিতরণ আমাদিগেরও কি কর্ত্তব্য হয় না?

ইহুদী উত্তর দিল সময়াতিক্রম নিমিত্ত অধমর্ণ স্বয়ং যে দণ্ড ঋণলেখ্যে স্বীকার করিয়াছে আমি তন্মাত্র প্রার্থনা করিতেছি। পোর্সিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন আন্তোনিও কি ঋণ পরিশোধ করিতে অক্ষম? সাইলক্ এতৎ প্রশ্নের উত্তর না করিতেং বেসানিও কহিতে লাগিলেন ধর্ম্মাবতার তিন সহস্র মাত্র মুদ্রা ঋণীকৃত, নিরূপিত সময়ে পরিশোধ করিতে পারি নাই, কিন্তু এক্ষণে যত গুণ অধিক টাকা চাহে দিতে প্রস্তুত আছি। সাইলক্ কহিল এখন মুদ্রা লইব কেন? খাদকের অঙ্গীকারানুসারে তদীয় অঙ্গের অর্দ্ধ সের মাংসই গ্রহণ করিব। তদনন্তর বেসানিও অনুরোধ করিলেন এ বিষয়ে ব্যবস্থাভাব দর্শাইবার উপায়ান্বেষণ করুন। তাহাতে পোর্সিয়া প্রবীণত্ব প্রকাশ পূর্ব্বক উত্তর দিলেন ব্যবস্থা এক বার স্থাপিত হইলে তাহার পরিবর্ত্তন হয় না। ইহুদী ব্যবস্থাপকের পরিচ্ছদধারি পোর্সিয়ার প্রমুখাৎ ব্যবস্থা পরিবর্ত্ত হয় না এই কথা শুনিয়া মনেং বিবেচনা করিল এ ব্যক্তি ব্যবস্থাজ্ঞ এবং আমার সপক্ষ। অতএব আহ্লাদ প্রকাশ পূর্ব্বক কহিল আহা এই ধর্ম্মাধিকরণে সাক্ষাৎ ধর্ম্মাবতারের আগমন হইয়াছে। হে জ্ঞানি সুবিবেচক যুবক তোমার প্রতি আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে তুমি বয়সে কনিষ্ঠ বট কিন্তু জ্ঞান ও বিবেচনায় যে কত বৃদ্ধ তাহার ইয়ত্তা করা যাইতে পারে না।

তদনন্তর পোর্সিয়া আন্তোনিওর ঋণ লেখ্যের রচনা দর্শন করিবার অভিপ্রায়ে সাইলকের নিকট ঐ লিপি প্রার্থনা করিলেন এবং গ্রহণ পূর্ব্বক পাঠ করিয়া বলিলেন হাঁ ঋণ শোধের অঙ্গীকৃত কাল অতিক্রান্ত হইয়াছে ব্যবস্থানুসারে উত্তমর্ণ ঋণিকের অর্দ্ধ সের মাংস লইতে পারেন। পরে ইহুদীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক কোমল বচনে কহিলেন ওহে বার্দ্ধুষিক করুণা বিতরণ পুরঃসর মুদ্রা গ্রহণ কর। আমাকে অনুমতি দাও এই লেখ্য পত্র ছিন্ন করিয়া ফেলি। কিন্তু নির্দয় ইহুদী তাঁহার অভ্যর্থনায় সম্মত না

হইয়া বলিল আমি আপন জীবাত্মার শপথ করিয়াছি এ বিষয়ে মত পরিবর্ত্ত করিব না। তখন পোর্সিয়া আন্তোনিওর প্রতি কটাক্ষ করিয়া কহিলেন তবে তুমি আপন অঙ্গীকারের ফল অনুভব করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হও। সাইলক্ এতৎ শ্রবণে চিরবিদ্বেষি আন্তোনিওর বক্ষঃস্থলের মাংস ছেদন করিয়া লইবার নিমিত্ত ব্যস্ত সমস্ত হইয়া এক খান অস্ত্র তীক্ষ্ণ করিতে বসিল। এতদবসরে পোর্সিয়া আন্তোনিওকে জিজ্ঞাসা করিলেন তোমার কিছু বক্তব্য থাকে ব্যক্ত কর। আন্তোনিও জীবিতে নিরাশ হওয়াতে অতি মৃদু স্বরে কহিলেন আমার আর বক্তব্য কি, মৃত্যু স্থির হইল। পরে বন্ধুর প্রতি সজল নয়ন নিক্ষেপ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন মিত্র নিকটে আইস জন্ম শোধ আলিঙ্গন করিয়া বিদায় হই, তোমার নিমিত্ত আমার এ বিপদ্ ঘটিল বলিয়া শোক করিও না। তোমার সম্ভ্রান্তা বনিতার সন্নিধানে আমার কথা কহিও এবং আমাদের পরস্পর যেরূপ সৌহৃদ্য ছিল জ্ঞাপন করিও। বেসানিও অকৃত্রিম মিত্রের নৈরাশ্য বাক্য শ্রবণ করিয়া মর্ম্মান্তিক দুঃখ প্রাপ্ত হইলেন এবং আক্ষেপ প্রকাশ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন প্রিয় সুহৃদ্ আমার অভিনব পরিণীতা বনিতা প্রাণ তুল্য প্রিয়া বটেন কিন্তু তুমি আমার প্রাণ প্রণয়িণী এবং সমস্ত ধন সম্পদ-পেক্ষা প্রিয়তর। এই দুরাত্মা ইহুদী যদি আমার এই সমস্ত গ্রহণ করিয়াও তোমাকে পরিত্যাগ করে তাহাতেও আমি স্বীকৃত আছি।

দয়াশীলা পোর্সিয়া স্বামিকে বয়স্যের প্রতি এবম্প্রকারে স্নেহ বচন প্রয়োগ করিতে দেখিয়া যদিও মনোমধ্যে কিঞ্চিন্মাত্র দুঃখিতা হইলেন না তথাপি শেষের প্রস্তাবে প্রতিবচন প্রয়োগ করিতে নিরস্ত হইতে পারিলেন না, বেসানিওকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন ওহে যদিস্যাৎ তোমার বনিতা এস্থানে উপস্থিতা থাকিত তবে তোমার এই প্রতিজ্ঞায় তোমাকে অত্যল্প ধন্য বাদ করিত। বেসানিওর সহচর

গ্রাশিয়ানো সর্ব্ব বিষয়ে আনুকূল্য করিত প্রভুর মনের ভাব ব্যক্ত করত বক্তৃতা করিয়া কহিল আমি ভার্য্যাকে অতিশয় ভাল বাসি কিন্তু বাসনা করি তিনি স্বর্গে থাকিয়া কোন দেবতার উপাসনা পূর্ব্বক এই নির্দয় ইহুদীর চিত্ত পরিবর্ত্তিত করিয়া দেন। নেরিসা পোর্সিয়ার লেখক স্বরূপে বিচারাগারে উপস্থিত ছিল আপন প্রিয়তমের এতদ্রূপ উক্তি শ্রবণ করিয়া তাহাকে কহিল তুমি স্বীয় প্রণয়িনীর অসাক্ষাতে এই অভিলাষ করিলে মঙ্গলের বিষয়, নচেৎ এই কথায় তাহার সহিত তোমার মহা দ্বন্দ্ব হইত।

অনন্তর ইহুদী অধৈর্য্য প্রকাশ পূর্ব্বক বিচারক সন্নিধানে নিবেদন করিল অনর্থক কালক্ষেপ হয় আমার অভিযোগের বিষয়ে আজ্ঞা প্রচারে অবধান হউক। ইহুদীর এতদভ্যর্থনায় ধর্ম্মাধিকরণ স্থিত সমস্ত ব্যক্তি সাতিশয় সন্ত্রস্ত হইল এবং সকলের অন্তঃকরণ আন্তোনিওর নিমিত্ত শোকে মহা ব্যাকুল হইল।

পোর্সিয়া সময়াতিবাহনের মানসে জিজ্ঞাসা করিলেন এখানে কি পল পরিমাণ নিমিত্ত তুলাদণ্ড প্রস্তুত আছে? পরে ইহুদীর প্রতি বলিলেন যদি দেহের মাংস গ্রহণের আগ্রহ ত্যাগ না হইল তবে এক জন অস্ত্রচিকিৎসক আনাইয়া উপস্থিত কর কি জানি মাংস কর্ত্তন করিতে গেলে যদি ইহার মূর্চ্ছা অথবা অধিক যন্ত্রণা হয় চিকিৎসক নিকটে থাকিলে সঙ্গেং চিকিৎসা করিয়া অপমৃত্যু নিবারণ করিতে পারিবে। ইহুদী আন্তোনিওর জীবন বিনাশ নিমিত্তই ইচ্ছান্বিত ছিল এ কথা শুনিয়া উত্তর করিল ঋণলেখ্যে এ প্রকার কিছু লেখা নাই। পোর্সিয়া বলিলেন ঋণপত্রে ঈদৃশী কথার উল্লেখ না থাকুক একটা প্রাণির প্রতি করুণা করিয়া এই মত করিলে ভাল হয়। ইহাতে ইহুদী পুনর্ব্বার এতাবন্মাত্র উক্তি করিল লেখ্যে এরূপ কোন নিয়ম দেখি না। পোর্সিয়া আপাততঃ তাহাকে সন্তুষ্ট করণাশয়ে কহিল তবে আন্তোনিওর বক্ষঃস্থলের অর্দ্ধ সের পলই তোমার প্রাপ্য, তাহার উরোদেশ

হইতে কর্ত্তন করিয়া লও। ইহাতে ইহুদী আহ্লাদে প্রফুল্ল হইয়া উচ্চস্বরে ধন্যবাদ করণাশয়ে কহিল আহা এই বিচারালয়ে যেন সদ্বিচারক মহাত্মা দানিএলের আগমন হইয়াছে। এই কথা বলিয়া দীর্ঘ কর্ত্তরী গ্রহণ পূর্ব্বক ত্বরায় তীক্ষ্ণ করিতে লাগিল এবং আন্তোনিওর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক বলিল শীঘ্র প্রস্তুত হও।

পরে ইহুদী আন্তোনিওর বক্ষঃস্থল বিদারণের উপক্রম করিলে পোর্সিয়া কহিলেন কিঞ্চিৎ বিলম্ব কর একটা কথা আছে। অধমর্ণের অঙ্গীকারানুসারে তদীয় অঙ্গের অর্দ্ধ সের মাংস মাত্র ছেদন পূর্ব্বক গ্রহণে তোমার ক্ষমতা আছে তাহাই গ্রহণ কর কিন্তু ইহার শরীরের শোণিত পাতনে তোমার অধিকার নাই ঋণলেখ্যে কেবল মাংসচ্ছেদনের কথা লিখিত আছে রক্তপাত করিবার কথা নাই অতএব কেবল মাংসচ্ছেদন কর কিন্তু যদিস্যাৎ খ্রীষ্টধর্ম্মপরায়ণ আন্তোনিওর দেহ হইতে এক বিন্দু রক্তপাত হয় তবে ব্যবস্থানুসারে তোমার সম্পত্তি রাজসাৎ হইবেক। বিনা রক্তপাতে জীবিত শরীরের মাংসচ্ছেদন কি প্রকারে হইতে পারে সুতরাং ইহুদী অস্ত্রশস্ত্র তীক্ষ্ণ করিয়া নৈরাশ্যে পড়িল। এইরূপে নবীন ব্যবস্থাপকের সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি কৌশলে আন্তোনিওর জীবন রক্ষার সম্ভাবনা হইলে বিচারাগারস্থ সমস্ত ব্যক্তি এই তর্ক ও যুক্তির নিমিত্ত পোর্সিয়ার অগণ্য ধন্যবাদ করিল এবং গ্রাশিয়ানো সাইলক্ ইহুদীর বাক্য উচ্চারণ করত উচ্চস্বরে কহিল এই ব্যবস্থাপক কি সূক্ষ্ম বিচারক, ওহে ইহুদী তুমি যাহা কহিলে তাহাই সত্য অদ্য এই ধর্ম্মাধিকরণে সাক্ষাৎ ধর্ম্মাবতার মহাত্মা দানিএল্ যেন উপস্থিত হইয়াছেন।

দুষ্ট ইহুদী আপনার অসৎ সংকল্প সিদ্ধ করণে নিরাশ হইয়া বিমর্ষভাবে মুদ্রার কথা উত্থাপন করিল। বেসানিও বন্ধুর জীবন রক্ষা জন্য আনন্দে মগ্ন থাকাতে টাকার কথায় উচ্চস্বরে কহিলেন এই মুদ্রা সমভিব্যাহারে আছে। কিন্তু পোর্সিয়া তাঁহার প্রতি ভ্রূভঙ্গি করিয়া সঙ্কেতে ব্যস্ত হইতে

বারণ করিলেন। পরে স্পষ্ট বাক্যে কহিতে লাগিলেন এ-বিষয়েরও বিচার করিতে হইবেক ঋণ পত্রের মর্ম্মানুসারে পরিশোধ কালাতিক্রম হওয়াতে উত্তমর্ণ অধমর্ণের অর্দ্ধ সের দেহ মাংস মাত্র প্রাপ্ত হইতে পারেন টাকার কথা কোথায়? তাহার প্রসঙ্গ নাই, অতএব ওহে সাইলক্ মুদ্রার কথা কেন কহিতেছ? অস্ত্র তীক্ষ্ণ করিলে ঋণির মাংস ছেদন করিয়া লও কিন্তু সাবধান যেন শোণিত দর্শন না হয়। অপর অর্দ্ধ সেরের ন্যূন বা অতিরিক্ত কর্ত্তন করিও না যদিস্যাৎ পরিমাণ কালে তুলাকোটি চুল পরিমাণে নত হয় তাহা হইলেও বেনিস্ নগরের ব্যবস্থানুসারে দোষী হইবে এবং তোমার সমস্ত সম্পত্তি গ্রহণানন্তর প্রাণ দণ্ড করা যাইবেক। সাইলক্ এতৎশ্রবণে পুনর্ব্বার বলিল আমার মূল ধন দাও আপনার ভবনে গমন করি। বেসানিও বিপদ্বিনাশে আনন্দিত থাকাতে কহিলেন এই যে তোমার নিমিত্ত তাবৎ টাকা সংকলিত হইয়া প্রস্তুত আছে।

ইহুদী মুদ্রা গ্রহণার্থ কর প্রসারণ করিলে পোর্সিয়া পুনর্ব্বার তাহাতে বাধা দিয়া তাহাকে কহিলেন কিঞ্চিৎ বিলম্ব কর সংপ্রতি তোমার বিরুদ্ধে আর এক অভিযোগ আছে তুমি ঋণলেখ্যের অদ্ভুত নিয়ম করিয়া এতন্নগরীয় এক জন মনুষ্যের জীবন বিনাশের সংকল্প করিয়াছিলে স্পষ্টরূপে প্রমাণ হইল অতএব তোমার সমুদায় সম্পত্তি রাজকোষে নিবিষ্ট হইবে এক্ষণে তোমার জীবনও নৃপতির অধীন কেননা এবম্বিধ অপরাধে সর্ব্বস্ব হরণ পুরঃসর প্রাণ দণ্ডের বিধান আছে যদি প্রাণ দান চাহ ভূপতির সমীপে জানু পাতিয়া উপবেশন পূর্ব্বক করপুটে ক্ষমা প্রার্থনা কর।

অনন্তর ভূপাল সাইলক্‌কে ক্ষমা করিয়া কহিলেন ওহে ইহুদী খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বিদিগের কেমন্ সৎ স্বভাব বিবেচনা করিয়া দেখ তুমি ক্ষমা প্রার্থনা না করিতেং তোমাকে জীবন দান করিলাম। কিন্তু ঈদৃশ গুরুতর দোষ বিনা দণ্ডে মার্জ্জনা করা উচিত হয় না এ নিমিত্ত অর্থ দণ্ড করিয়া

তোমার সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ আন্তোনিওকে পুরস্কার স্বরূপে প্রদান করিব অপরার্দ্ধ রাজকোষে সমর্পিত হইবেক।

নরনাথের এই কথা শুনিয়া আন্তোনিও বিনীতি প্রদর্শন পুরঃসর নিবেদন করিলেন মহারাজ সাইলকের সম্পত্তি গ্রহণে আমার অভিলাষ নাই যদিস্যাৎ এ ব্যক্তি আপনার বিভব ত্যাগ করিতে পারে তবে বরং দান পত্র লিখিয়া তাহার দুহিতা ও জামাতাকে ঐ বিষয় প্রদান করুক, এই ইহুদীর এক মাত্র কন্যা আছে সে ইহার অবাধ্যা হইয়া লরেঞ্জ নামক এক জন খ্রীষ্টিয়ান যুবকের সহিত প্রণয় করত তাহাকে পাণি দান করিয়াছে। ঐ যুবার সহিত আমার সংপ্রীতি থাকাতে এই ক্রূর স্বীয় তনয়ার প্রতি নির্দয় হইয়া আপনার বিত্তবিভবে তাহাকে অনধিকারিণী করিয়াছে।

ইহুদী দেখিল আপনার বিষয় সম্পত্তি সকল যায় তনয়া অর্দ্ধেক পাইলেও বংশের মধ্যে কিছু থাকিতে পারে অতএব ঐ প্রস্তাবে সম্মত হইল কিন্তু বৈর নির্যাতনে নিরাশ এবং রাজ দণ্ডে ধন নাশ হওয়াতে খিন্ন হইয়া শারীরিক রোগের ব্যপদেশ করত কহিল মহারাজ আমার একটা পীড়া উপস্থিত হইল অনুমতি হউক গৃহে প্রস্থান করি দানপত্র প্রস্তুত হইলে প্রেরণাজ্ঞা হইবেক স্বাক্ষর করিয়া সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ কন্যাকে সমর্পণ করিব। রাজা পীড়ার কথা শুনিয়া কহিলেন তবে এক্ষণে বিদায় হও কিন্তু দানপত্রে স্বাক্ষর করিও পরে তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন ওহে সাইলক্ তুমি যদিস্যাৎ নিষ্ঠুরাচার পরিত্যাগ পুরঃসর ধর্ম্মনিষ্ঠ হও তবে রাজদণ্ডে দণ্ডিত তোমার সম্পত্তির অর্দ্ধ পুনর্ব্বার তোমাকে প্রদান করা যাইবে।

আন্তোনিও এই রূপে প্রাণান্তিক দণ্ডের দায় হইতে পরিত্রাণ পাইলে রাজা বিচারসভা ভঙ্গ করত সভাসদ্গণকে বিদায় দিলেন এবং যুবা ব্যবস্থাপকের বুদ্ধির বিস্তর প্রশংসা করিয়া তাঁহার সম্মান নিমিত্ত রাজসদনে ভোজনের নিমন্ত্রণ করিলেন। কিন্তু পোর্সিয়ার স্বামী না যাইতেং অগ্রে

বেল্‌মন্তস্থ আপন ভবনে গমনের অভিপ্রায় ছিল অতএব বিনয় পুরঃসর নৃপতিকে নিবেদন করিলেন মহারাজ এই অনুকম্পা নিমিত্ত চিরকাল ধন্যবাদ করিব। বিশেষ প্রয়োজনানুরোধে আশু আলয়ে গমন করিতে বাসনা করি এ বার বিদায় দানে আজ্ঞা হয়। রাজা যদিও একত্র ভোজন করিয়া তাঁহার সহিত আমোদ প্রমোদ করিতে অভিলাষ করিয়াছিলেন তথাপি তাঁহার অনবকাশ ও বিশেষ প্রয়োজনের কথায় আর অনুরোধ করিলেন না। পরে আন্তোনিওর প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন ওহে তোমার উচিত হয় এই সম্ভ্রান্ত ব্যবস্থাপকের পুরস্কার কর, ইহাঁর বুদ্ধি কৌশলে তোমার মহোপকার হইয়াছে।

অনন্তর ভূপতি অমাত্যবর্গ সমভিব্যাহারে বিচারাগার হইতে প্রস্থান করিলে বেসানিও যথেষ্ট সম্মান করত পোর্সিয়াকে কহিতে লাগিলেন হে যুবক ব্যবস্থাজ্ঞ আমার পরম বন্ধু আন্তোনিও আপনকার বুদ্ধি প্রভাবে প্রাণান্তিক দণ্ড হইতে পরিত্রাণ পাইলেন বিনীতি পূর্ব্বক নিবেদন করি আপনি এই তিন সহস্র মুদ্রা গ্রহণ করুন ইহুদীর নিকট আমাদের ঋণ ছিল অবশ্য দিতে হইত আপনার তর্ক বলে সে বঞ্চিত হইয়াছে ইহা আপনার পুরস্কার হউক। অপরন্তু আমরা তোমার গুণে চির বাধিত আছি নিরন্তর প্রত্যুপকার করণে প্রস্তুত থাকিব।

পোর্সিয়া তাঁহাদের পারিতোষিক গ্রহণে বারম্বার অস্বীকার করিতে লাগিলেন কিন্তু বেসানিওর প্রতিজ্ঞা হইল কিঞ্চিৎ গ্রহণ না করিলে ত্যাগ করিবেন না অতএব পোর্সিয়া অগত্যা কহিলেন বেসানিও যদি নিতান্তই আমার পুরস্কার করিবে তোমার দস্তানা আমাকে সমর্পণ কর আমি তোমাদের স্মরণার্থ নিরন্তর কর দ্বয়ে ধারণ করিব। বেসানিও তৎক্ষণাৎ হস্ত হইতে তাহা উন্মোচন করিলে পোর্সিয়া আপনার প্রদত্ত অঙ্গুরী তাঁহার অঙ্গুলী পদ্মে

দেখিতে পাইলেন এবং পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ হইলে কান্তের সহিত কৌতুক করণাশয়ে সেই অঙ্গুলি ভূষণ গ্রহণের মানস করিলেন। তরুণী এই অভিপ্রায়েই দস্তানা প্রার্থনা করিয়াছিলেন অতএব বেসানিও দস্তানা আনিয়া উপস্থিত করিলে তাঁহাকে কহিলেন যদি পুরস্কার লইতে হইল তবে তোমার অঙ্গুরীটী প্রদান কর। বেসানিও মহোপকারি ব্যবস্থাপকের এই প্রার্থনা পূর্ণ করণে অক্ষমতা প্রযুক্ত অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন আমি এ অঙ্গুরী দিতে পারিব না, আমার প্রণয়িনী নূতন প্রণয়ের নিদর্শন স্বরূপ ইহা আমাকে দিয়াছেন। অধিকন্তু আমি তাঁহার নিকট শপথ পূর্ব্বক অঙ্গীকার করিয়াছি কখন হস্তান্তরে অর্পণ করিব না আপনার নিমিত্ত বেনিস্ নগরে ঘোষণা দিয়া বহু মূল্য অঙ্গুলি ভূষণ এখনি ক্রয় করিয়া আনিতেছি। পোর্সিয়া এ কথায় অভ্যর্থনা ভঙ্গে যেন অপমানিতা হইলেন এবম্প্রকার ভাব প্রকাশ করত এতাবন্মাত্র উক্তি করিয়া বিদায় হইলেন মহাশয় যাচকদিগকে কি প্রকারে উত্তর দান করিতে হয় আপনার নিকট তদ্বিষয়ে শিক্ষা পাইলাম।

আন্তোনিও মহোপকারি ব্যবস্থাপকের এই অনুযোগে বেসানিওকে কহিতে লাগিলেন প্রিয় মিত্র আমাদের নিমিত্ত এই সুবুদ্ধি যুবক যথেষ্ট পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন এবং আমার সহিত তোমার আন্তরিক প্রণয় অতএব ভার্য্যার অসন্তুষ্টি অপেক্ষা এই দুই বিষয় গুরুতর জ্ঞান করত এই অঙ্গুরীটী ব্যবস্থাবিশারদের সন্নিধানে প্রেরণ কর। বেসানিও বন্ধুর এতদ্বচনে আপনাকে কৃতঘ্ন বোধ করিয়া লজ্জিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া গ্রাশিয়ানোর হস্তে সেই অঙ্গুলি ভূষণ সমর্পণ পূর্ব্বক পোর্সিয়াকে দিবার নিমিত্ত তাঁহার অনুপদে প্রেরণ করিলেন। গ্রাশিয়ানো অর্দ্ধ পথে তাঁহার দর্শন পাইয়া তাঁহাকে বেসানিওর অঙ্গুরী প্রদান করিলে তদীয় সহচরী নেরিসা আপন প্রেমাস্পদ গ্রাশিয়ানোকে যে অঙ্গুরী প্রদান করিয়াছিল তাহা

তাহার হস্তে দেখিয়া যাচ্ঞা করিল। গ্রাশিয়ানো আপনার প্রভুকে বদান্যতায় শ্রেষ্ঠ হইতে না দিবার মানসে তৎক্ষণাৎ তাহা উন্মোচন পূর্ব্বক নেরিসার হস্তে প্রদান করিল। অনন্তর সে বিদায় হইলে দুই কামিনী হাস্য করত কহিতে লাগিল আমাদের স্বামী ভবনে প্রত্যাগমন করিলে এই অঙ্গুরীর নিমিত্ত মহা কৌতুক হইবেক। প্রণয়ের নিদর্শন অঙ্গুলি ভূষণ হস্তান্তর করিয়াছ বলিয়া অভিমান করত যথোচিত অনুযোগ পুরঃসর কহিব অন্য অঙ্গনার প্রেমে আসক্ত হইয়া তাহাকে প্রদান করিয়াছ।

পরে পোর্সিয়া সহচরী সমভিব্যাহারে আবাসে প্রস্থান করিলেন এবং একটা মহৎ সৎকর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া আসাতে মনোমধ্যে সাতিশয় আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। অন্তঃকরণের প্রফুল্লতা প্রযুক্ত যে দিকে দৃষ্টি পাত করিলেন সেই দিকেই হর্ষের কারণ প্রকাশমান হইতে লাগিল; তাঁহার মনে হইল ইতি পূর্ব্বে চন্দ্র এক্ষণকার ন্যায় উজ্জ্বল রশ্মি বিতরণ করেন নাই, ইদানী আনন্দ চন্দ্রের উদয় হওয়াতে আপনার ভবনস্থ একটা দীপ দর্শনে পুলকিতা হইয়া সহচরীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন এই বর্ত্তিকা আমার ভবনের দালানে জ্বলিতেছে আহা কি উজ্জ্বল জ্যোতিঃ, ইহাতে কত দূর পর্য্যন্ত আলোকময় করিয়াছে, নেরিসা এই অসার সংসারে সৎকর্ম্মও ঈদৃশ দীপ্তি বিস্তার করে। পরে আপনার বাটীর বাদ্যধ্বনি শ্রবণ করিয়া বলিলেন সহচরি দিবা অপেক্ষা রজনীযোগের তূর্য্য নিনাদ কি মধুর।

তদনন্তর পোর্সিয়া এবং নেরিসা অন্তঃপুরে প্রবেশ পূর্ব্বক পুরুষের পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিলেন এবং পূর্ব্ববৎ বেশ ভূষা করিয়া স্বং কান্তের আগমন প্রতীক্ষায় পথ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বেসানিও এবং গ্রাশিয়ানো আন্তোনিও সমভিব্যাহারে আসিয়া উপস্থিত হইলে আনন্দিতা হইয়া তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিতে গেলেন। বেসা-

নিও প্রেয়সীর সন্নিধানে বয়স্যের পরিচয় দিয়া কহিলেন প্রিয়ে ইহাঁর নাম আন্তোনিও, কেবল দেহ পৃথক্ দেখিতেছ আমাদের উভয়ের একই জীবন। পোর্সিয়া স্বামির কথার অভিপ্রায় হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাঁহাকে সাতিশয় সমাদর পুরঃসর গ্রহণ করিলেন এবং বিবিধ মিষ্টালাপ করিতে লাগিলেন। এতদবসরে নেরিসা এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া আপন প্রিয়তম গ্রাশিয়ানোর সঙ্গে কথোপকথন করিতে ছিল হঠাৎ তাহাদের বাক্‌কলহ উপস্থিত হওয়াতে পোর্সিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন দ্বন্দ্ব বাধিল না কি? কলহ করিতেছ কেন? গ্রাশিয়ানো উত্তর দিল ঠাকুরাণি আপনার সহচরী সুবর্ণ মণ্ডিত একটা সামান্য অঙ্গুরী প্রদান করিয়াছিল আমি তাহা এক ব্যক্তিকে বিতরণ করাতে কোপ প্রকাশ করিতেছে। সেই অঙ্গুলি ভূষণে কর্ম্মকারের দ্বারা এই কএকটী অক্ষর অঙ্কিত ছিল যথা "আমাকে ভালবাসিও কদাপি পরিত্যাগ করিও না।"

নেরিসা পোর্সিয়ার সমক্ষে কোপাবেশে স্বামিকে কহিতে লাগিল অঙ্গুরীর মূল্য ও তদুপরি অঙ্কিত পদ সকলের সামান্যতায় কি করে? আমি যখন তোমাকে দিয়াছিলাম তুমি শপথ পূর্ব্বক অঙ্গীকার করিয়াছিলে যাবজ্জীবন যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করিবে এখন বলিতেছ এক ব্যক্তিকে প্রদান করিয়াছি? এ কেমন কথা? আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে কোন নায়িকার নবানুরাগে আসক্ত হইয়া শপথ ভঙ্গ করিয়াছ। গ্রাশিয়ানো উত্তর করিল আমি দিব্য করিয়া বলিতেছি একটী বালককে দিয়াছি সে তোমা অপেক্ষা উচ্চ হইবেক না, যে ব্যবস্থাপকের বুদ্ধি কৌশলে আন্তোনিওর জীবন রক্ষা হয় তাঁহার সঙ্গে গমন করিয়াছিল। সেই বালক আমাদের সাহায্য করিয়া বেতন স্বরূপে আমার নিকট অঙ্গুরী প্রার্থনা করাতে আমি প্রদানে অস্বীকার করিতে পারি নাই। পোর্সিয়া বলিলেন গ্রাশিয়ানো তুমি প্রণয়িনীর প্রেম নিবন্ধনের নিদর্শনাঙ্গুরী

অন্যকে সমর্পণ করিয়াছ ইহাতে দোষী হইতে পার, আমি আপনার প্রভু বেসানিওর সহিত প্রণয় বন্ধন পুরঃসর তাহার চিহ্ন স্বরূপ যে অঙ্গুরীটী প্রদান করিয়াছি নিশ্চয় বলিতে পারি প্রভু যদিস্যাৎ ত্রিভুবনের আধিপত্য প্রাপ্ত হন তথাপি সে অঙ্গুলিভূষণ কখন হস্তান্তরে অর্পণ করিবেন না। গ্রাশিয়ানো স্বীয় দোষ হইতে নিস্তার প্রাপ্তি নিমিত্ত কহিতে লাগিল ঠাকুরাণি বেসানিও সেই অঙ্গুরীটী ব্যবস্থাপককে বিতরণ করিয়াছেন। ব্যবস্থাপকের সমভিব্যাহারি বালক আন্তোনিওর নিমিত্ত অনেক বিষয় লিপি করণে ক্লেশ স্বীকার করিয়া আমার নিকট পুরস্কার স্বরূপে অঙ্গুরী প্রার্থনা করাতে আমিও তাহাকে আপনার অঙ্গুরীয়ক প্রদান করি।

পোর্সিয়া আপন কান্তের অঙ্গুরী পরিত্যাগের কথা শ্রবণমাত্রে অতিশয় ক্রুদ্ধা হইয়া উঠিলেন এবং স্বামির প্রতি যথেষ্ট অনুযোগ করত কহিতে লাগিলেন নেরিসা যাহা কহিল তাহাতে আমার প্রত্যয় হইতেছে আপনকার অঙ্গুরীও অপর কোন বিলাসিনী লাভ করিয়া থাকিবেক। বেসানিও প্রেয়সীকে অসন্তুষ্ট করিতে অনিচ্ছু হইয়া কাতর স্বরে কহিলেন সুন্দরি যথার্থ কহিতেছি কোন রমণীকে তোমার প্রণয়াঙ্গুরী প্রদান করি নাই যে বিশেষ বিজ্ঞ ব্যবস্থাপকের ব্যবস্থা কৌশলে আমার প্রাণাধিক প্রিয়তম প্রাণদান প্রাপ্ত হন তাঁহাকে প্রদান করিতে বাধ্য হইয়াছি প্রিয়ে সেই ব্যবস্থা বিশারদ নবীন যুবার পুরস্কার নিমিত্ত প্রথমতঃ তিন সহস্র মুদ্রা প্রদান করিয়াছিলাম তিনি তাহা গ্রহণ না করিয়া আমার অঙ্গুরীটী যাচ্ঞা করিলেন। আমি অঙ্গুরীর বৃত্তান্ত বর্ণন পূর্ব্বক প্রদানে অস্বীকার করাতে মহোপকারি ব্যবস্থাপক ক্ষুণ্ণমনা হইয়া প্রস্থান করেন সে সময় কি করি অগত্যা লোক লজ্জায় অঙ্গুলি হইতে উন্মোচন পুরঃসর তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিতে হইল। বিধুমুখি আমাকে এ বিষয়ের নিমিত্ত

ক্ষমা কর আমি নিঃসন্দেহ কহিতে পারি যদিস্যাৎ তৎকালে স্বয়ং উপস্থিত থাকিতে তাহা হইলে ব্যবস্থাপকের অভিমান দেখিয়া তুমিই আমার হস্ত হইতে অঙ্গুরী লইয়া তাঁহাকে সমর্পণ করিতে।

দম্পতীর দ্বন্দ্ব শ্রবণ করিয়া আন্তোনিও বিষাদ প্রকাশ পূর্ব্বক বলিলেন হায় আমিই এই অসুখকর কলহের মূল। পোর্সিয়া তাঁহাকে সন্তাপ করিতে নিষেধ করিয়া বিনয় পূর্ব্বক কহিলেন আপনি এ বিবাদে কর্ণপাত করিয়া বিরক্ত হইবেন না। আন্তোনিও বলিলেন আমি প্রিয়মিত্র বেসানিওর নিমিত্ত একবার শরীর বন্ধক দিয়াছিলাম, তোমার স্বামী যে মহাত্মাকে অঙ্গুরী বিতরণ করিয়াছেন তিনি বিচারালয়ে উপস্থিত না হইলে আমার প্রাণ দণ্ড হইত। অতএব পুনর্বার তোমার নিকট এই দেহ আধি করত সাহস পূর্ব্বক বলিতেছি ইনি তোমার প্রতি কদাপি অপ্রত্যয়ের কর্ম্ম করিবেন না। পোর্সিয়া হাস্য করত কহিলেন তবে মহাশয় ইহাঁর প্রতিভূ হইলেন। অনন্তর আপনার অঙ্গুলি হইতে একটী অঙ্গুরী উন্মোচন পূর্ব্বক তাঁহার হস্তে দিয়া কহিলেন আপনার মিত্রকে এই অঙ্গুরীয়কটী যত্ন করিয়া রাখিতে কহুন পুনর্বার এটী যেন কাহাকেও দেন না।

বেসানিও অঙ্গুরী নিরীক্ষণ করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করিলেন ইহা যে আমার সেই অঙ্গুরী, আমি ব্যবস্থাপককে প্রদান করিয়াছিলাম কিরূপে প্রিয়তমার হস্তগত হইল? অনন্তর পোর্সিয়া আনন্দ গদ্গাদ স্বরে কহিতে লাগিলেন নাথ আমিই ব্যবস্থাপকের বেশ ধারণ পুরঃসর রাজসভায় গমন করি এবং আমার সহচরী নেরিসা কর্ম্মচারী হইয়া আমার সঙ্গে গিয়া ছিল। বেসানিও এতৎ শ্রবণে সাতিশয় চমৎকৃত হইলেন পরে আহ্লাদ সাগরে মগ্ন হইয়া আপনা আপনি ধন্যবাদ করত কহিতে লাগিলেন ধন্য আমি, আমার ঈদৃশী বনিতা, ইহাঁর

সাহস ও বুদ্ধি প্রভাবে আমার জীবিতাধিক বন্ধু জীবন রক্ষা পাইয়াছেন।

পরিশেষে পোর্সিয়া আন্তোনিওকে সংবাদ দিলেন মহাশয় আপনকার কতিপয় লিপি দৈবাৎ আমার হস্তগত হইয়াছে গ্রহণ পূর্ব্বক অবলোকন করুন। আন্তোনিও সেই লিপিযোগে অবগত হইলেন তাঁহার বাণিজ্য তরণী জল মগ্না হয় নাই নির্বিঘ্নে ঘাটে আসিয়া পহুঁছিয়াছে। অতএব সেই ঐশ্বর্য্যশালি বণিকের দুর্ভাগ্য দূরীভূত হইয়া পুনর্বার সৌভাগ্যের উদয় হইল তাহাতে তাঁহার পূর্ব্ব দুর্গতি বিস্মরণ পূর্ব্বক সকলে আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হইলেন। বেসানিও ও গ্রাশিয়ানো স্বং পত্নীকে বিচারালয় মধ্যে চিনিতে পারেন নাই অতএব অঙ্গুরীর বৃত্তান্ত উপলক্ষে পরিচয় দিয়া উভয় রমণীতে তাঁহাদিগের সহিত কৌতুক করিতে লাগিলেন। গ্রাশিয়ানো পত্নীর নিকট অঙ্গুরী গ্রহণ পূর্ব্বক রসিকতা করিয়া শপথ করত এই কবিতা পড়িল।

পৃথ্বী মধ্যে যত কাল জীবিত থাকিব।
নেরিসার অঙ্গুরীটী যতনে রাখিব॥
মনোমধ্যে এই মাত্র করি মহা ভয়।
কি জানি বিপাকে ইহা পাছে নষ্ট হয়॥



R. D. SORNOKAR, ENGR. ২৪৯

বেরোনা নগরের দুই সম্ভ্রান্ত।

সেক্‌সপিয়র।

বেরোনা নগরের দুই সম্ভ্রান্ত।

প্রসিদ্ধ বেরোনা নগরী মধ্যে বালেন্তাইন্ ও প্রোতিয়স নামে দুই জন সম্ভ্রান্ত যুবা বসতি করিতেন। তাঁহাদের বহু কালাবধি পরস্পর সাতিশয় সৌহৃদ্য ছিল। সর্ব্বদা একত্র অধিবেশন পুরঃসর বিশ্রম্ভালাপ ও অধ্যয়নাদি করিতেন। কিয়ৎ কাল পরে প্রোতিয়স জুলিয়া নাম্নী পরম রূপবতী এক যুবতীর প্রতি আসক্ত হইলেন সুতরাং একং দিন বন্ধুকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক একাকী কামিনীর সহিত সাক্ষাৎ করণার্থ গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার নায়িকানুরাগ এবং তদনুরোধে বয়স্যের সহিত অদর্শন ক্রমে ব্যাপক হইতে লাগিল অতএব পরস্পরের অন্তঃকরণে পূর্ব্ব ভাবের পরিবর্ত্তন হইয়া ভাবান্তরের আবির্ভাব হইবার উপক্রম হইল। বালেন্তাইন্ মিত্রের প্রমুখাৎ তদীয় মনোভাবিনী ভাবিনীর গুণানুবাদ সর্ব্বদা শ্রবণ করিতেন কিন্তু তাহাতে হর্ষ বা ঔৎসুক্য প্রকাশ না করিয়া বরং বৈরক্তি ভাব ব্যক্ত করিতেন এবং কখনং সহাস্য আস্যে প্রেম পদার্থকে পরম বৈরী বলিয়া পরিহাস পূর্ব্বক কহিতেন মিত্র আমার মনে নিরর্থক প্রণয়ভাবনা যেন কদাপি লব্ধাবকাশ না হয়, বয়স্য প্রেমজন্য তোমার চিত্তোচ্চাটন এবং মানসিক মহোদ্বেগ বিবেচনা করাতে আমার নির্বিকার অন্তঃকরণ অতিশয় সুখদায়ক বোধ হইতেছে।

বালেন্তাইন্ দেশ ভ্রমণে কৃতমানস হইয়া এক দিবস

প্রত্যূষে প্রিয় সুহৃৎ প্রোতিয়সের সমীপে গমন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন সখা কিয়ৎ কালের নিমিত্ত বিদায় প্রার্থনা করি মিলান্ নগরে যাত্রা করিব সংকল্প করিয়াছি। প্রোতিয়স্ এ কথায় তটস্থ হইয়া বয়স্য বিয়োগ ভয়ে নানা প্রকারে বারণ করিতে লাগিলেন। তাহাতে বালেন্তাইন্ প্রতিবচন প্রদান করিলেন মিত্র আমার যাত্রায় প্রতিবন্ধকতা করিতে যত্ন করিও না, অলস লোকের তুল্য গৃহপঞ্জরে বদ্ধ থাকিয়া জীবন ক্ষয় করিতে আমার প্রবৃত্তি হয় না। প্রিয়তম, পুরুষ কূপমণ্ডূকের ন্যায় চিরকাল এক স্থানে অবস্থিতি করিলে কুবুদ্ধির উদয়ে অবসন্ন হয়, বিচিত্র জগতের বিবিধ আশ্চর্য্য বস্তু অবলোকন করিয়া জন্ম সফল করিতে পারে না। বন্ধো যদিস্যাৎ তুমি জুলিয়ার প্রেমে বিমোহিত না হইতে সমভিব্যাহারে লইয়া যাইতাম। তুমি ভাবিনীর ভাবে বিমুগ্ধ হইয়াছ এখন তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারিবে না সুতরাং সমভিব্যাহারি হইতে অনুরোধ করা বৃথা অতএব তুমি প্রেম লইয়া থাক, আমাকে বিদায় দাও, প্রার্থনা করি তোমার প্রেম সুখ দায়ক হউক।

বালেন্তাইন্ এবম্প্রকার অনুযোগ করিয়া তদনন্তর মিষ্টালাপ করত বিদায় হইলেন। প্রোতিয়স্ প্রণয়িনীর নবীন প্রেমে আসক্ততা প্রযুক্ত সমভিব্যাহারী হইতে না পারিয়া স্নেহ প্রকাশ পূর্ব্বক এতাবন্মাত্র কহিলেন বয়স্য বিদায় হইলে হও কিন্তু দেশ পর্য্যটন করিতেং যখন কোন অদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন করিবে তখন আমাকে স্মরণ করিয়া আপন সুখের অংশী করিও।

বালেন্তাইন্ বয়স্যের সকাশাৎ বিদায় গ্রহণ পুরঃসর মিলান্ নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। প্রোতিয়সও বন্ধু হইতে পৃথক্ হইয়া চিত্তবিলাসিনী ভাবিনীর ভাবনায় নিমগ্ন হইলেন। অনন্তর কামিনীর প্রণয় জিজ্ঞাসার্থ ব্যস্ত হইয়া তাঁহার নিকট এক খানি লিপি প্রেরণের মানস করত লিখিতে আরম্ভ করিলেন এবং লিপি সমাপ্ত

হইলে অবিলম্বে জুলিয়ার দাসী লুসেতার দ্বারা পাঠাইয়া দিলেন।

জুলিয়া প্রোতিয়সের প্রতি মনেং সাতিশয় অনুরাগবতী ছিলেন কিন্তু সুবুদ্ধি ও বিজ্ঞতা প্রযুক্ত আপনার প্রণয় প্রকাশ করেন নাই। বিবেচনা করিয়াছিলেন কুমারী হইয়া ত্বরায় অনুরাগ ব্যক্ত করা উপযুক্ত নয় অতএব নায়ক তাঁহার সহিত সংপ্রীতির বাসনা করেন তাহা যেন অবগত নহেন এবম্বিধ ভাব প্রকটন পুরঃসর কপট ব্যবহার করিতেন সুতরাং প্রোতিয়স্ অন্তঃকরণ মধ্যে সাতিশয় ব্যাকুল হইতেছিলেন।

লুসেতা লিপি গ্রহণ পূর্ব্বক জুলিয়ার নিকট আসিল এবং কামিনীর করে সমর্পণ করিয়া কহিল প্রোতিয়স্ এই পত্র পাঠাইয়া দিলেন। যুবতী প্রোতিয়সের নাম শ্রবণে সাতিশয় কোপ প্রকাশ করিলেন এবং দাসীর হস্তে লিপি প্রত্যর্পণ পূর্ব্বক তাহাকে যৎপরোনাস্তি ভর্ৎসনা করিয়া কহিতে লাগিলেন তুই কি নিমিত্ত প্রোতিয়সের পত্র লইয়া আসিলি? যা, তোর্ মুখাবলোকন করিব না, এখনই বাহিরে গমন কর্। কিন্তু কিঙ্করী ভবন হইতে নির্গতা হইলে লিপ্যর্থ অবগত হইবার নিমিত্ত মনেং মহা ব্যস্তা হইলেন অতএব অবিলম্বে তাহাকে নিকটে আহ্বান করিলেন। সে সমক্ষে আসিয়া উপস্থিতা হইলে জিজ্ঞাসা করিলেন এখন বেলা কত? লুসেতা মনেং বিবেচনা করিল এতৎ প্রশ্ন ছল মাত্র, লিপি পাঠ করিতে ঠাকুরাণীর অভিলাষ আছে, অতএব ঐ কথায় কোন উত্তর না দিয়া পুনর্বার সেই পত্র খানি তাঁহার হস্তে অর্পণ করিল। কিন্তু জুলিয়া আপনার অভিপ্রায় দাসী বুঝিতে পারিল বলিয়া ক্রোধে প্রজ্বলিতা হইলেন এবং রোষাবেগে তাহার সমক্ষে সেই লিপি খণ্ডং করিয়া তৎক্ষণাৎ ভূমিতে ফেলিয়া দিলেন। পরে কিঙ্করীকে তিরস্কার করত কহিলেন অরে পাপীয়সি ত্বরায় এস্থান পরিত্যাগ কর্। লুসেতা কর্ত্রীর ক্রোধ দর্শনে

শঙ্কিতা হইল এবং শীঘ্র সে স্থান হইতে প্রস্থান করিবার মানসে ছিন্ন লিপি কুড়াইতে লাগিল। জুলিয়া লিপি খণ্ড পাঠ করিয়া নায়কের অভিপ্রায় বিদিত হইতে ইচ্ছান্বিতা ছিলেন অতএব কোপভরে দাসীকে পুনর্ব্বার কহিলেন অবিলম্বে আমার দৃষ্টি পথের বহির্ভূত হ, ছিন্ন লিপি পড়িয়া থাকুক, পুনর্ব্বার উহা স্পর্শ করিতে দেখিয়া আমার ক্রোধ বাড়িতেছে।

এবম্প্রকার তর্জ্জনে কর্ম্মকরী সত্বর প্রস্থান করিলে জুলিয়া লিপি খণ্ড সকল উত্তোলন পূর্ব্বক একত্র সংকলন করিতে লাগিলেন তাহাতে প্রথমতঃ এই কএকটী শব্দ যোগ করিয়া পাঠ করিলেন যথা "প্রণয় নিহত প্রোতিয়স্" পরে অন্যান্য ক্ষুদ্র২ খণ্ড একত্র সংযোগ করাতে তাহাতেও প্রেম সূচক পদ পাঠ করিয়া বিলাপ করত কহিলেন হায় এই সকল প্রেমপদ আমা হইতে এরূপে আঘাত প্রাপ্ত হইল যাবৎ ইহাদের ক্ষত প্রতীকার না হয় তাবৎ আপনার হৃদয় শয়নে শয়ান করিয়া রাখি এবং প্রত্যেক খণ্ডকে চুম্বন করিয়া আপন ত্রুটির প্রায়শ্চিত্ত করি।

কামিনী এবম্প্রকারে অবোধ বালিকার তুল্য আপনা আপনি বিলাপ করিতে লাগিলেন। প্রিয়তমের পত্রীস্থ স্নেহ সূচক পদ সকল স্বয়ং বিনষ্ট করাতে আপনাতে কৃতঘ্ন জ্ঞান হইতে লাগিল। লিপির ক্ষুদ্র২ খণ্ডে নেত্রপাত পুরঃসর যত মর্ম্মাববোধে অসমর্থা হইলেন ততই আপনার প্রতি অনর্গল ধিক্কার বাক্য মুখ হইতে বিনির্গত হইল। অনন্তর কাল বিলম্বে অসহিষ্ণু হইয়া সাতিশয় প্রণয় প্রকাশক এক লিপি স্বহস্তে লিখিলেন এবং ত্বরায় নায়কের নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

প্রোতিয়স্ প্রেয়সীর সকাশাৎ প্রত্যুত্তর পত্রী প্রাপ্ত হইয়া সাতিশয় উল্লাসিত হইলেন। মুকুলিত করণানন্তর পাঠ করিতে২ তাঁহার ঈদৃশ আনন্দোদয় হইল যে হর্ষাবেগ সম্বরণে অসমর্থ হইয়া উচ্চ স্বরে পরস্পর অসম্বদ্ধ

এই কএকটী পদ উচ্চারণ করিলেন হায় সুধাভিষিক্ত প্রেম, আহা কি মধুর রচনা, মনোহর জীবন। যুবক এইরূপে আহ্লাদ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলে তাঁহার পিতা কহিলেন প্রোতিয়স্ ও কি? কাহার্ লিপি পাঠ করিলে? জনকের এতদ্বচনে তাঁহার আনন্দানুভবে হঠাৎ যেন ব্যাঘাত হইল।

প্রোতিয়স্ প্রকৃত বিষয় গোপন পূর্ব্বক পিতার কথায় উত্তর করিলেন তাত এতল্লিপি মিলান্ নগর হইতে আসিয়াছে, মদীয় হৃদয়ঙ্গম বয়স্য বালেন্তাইন্ পাঠাইয়া দিয়াছেন।

তাঁহার পিতা কহিলেন তবে পত্রখান একবার আমার হস্তে প্রদান কর, কি সংবাদ আছে পাঠ করিয়া দেখি।

প্রোতিয়স্ অন্তঃকরণ মধ্যে সাতিশয় ভীত হইয়া কহিতে লাগিলেন পিতঃ ইহাতে এমন কোন সমাচার নাই, বন্ধু এতাবন্মাত্র লিখিয়াছেন মিলান্ নগরাধিপতির প্রিয় পাত্র হইয়া তন্নিকটে প্রতিদিন অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইতেছি। অপর আমিও তাঁহার সঙ্গী হইয়া তদীয় সৌভাগ্যের ভাগী হই ঈদৃশী বাসনা প্রকাশ করিয়াছেন।

পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন তোমার মানস কি? তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ করিতে চাহ?

প্রোতিয়স বিনীতভাবে প্রতিবচন প্রদান করিলেন প্রভো আমি আপনকার আজ্ঞানুবর্ত্তী, বয়স্যের বাসনানুসারে কার্য্য করি না।

তদনন্তর এক দিন প্রোতিয়সের পিতা আপনার এক জন বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ঐ বিষয়ের প্রসঙ্গ করত কথোপকথন করিতে লাগিলেন তাহাতে তদীয় বয়স্য বলিলেন কি আশ্চর্য্য আপনি উপযুক্ত সন্তানকে নিরন্তর কেবল বাটীতে রাখিয়া তাহার বয়স্ বৃথা ক্ষয় করাইতেছেন? প্রায় তাবৎ মহৎ লোকেরা স্বং তনয়ের বুদ্ধি বৃদ্ধি ও উচ্চ

পদ প্রাপ্তি নিমিত্ত তাহাদিগকে বিদেশে পাঠাইয়া দিয়া থাকেন। কেহ২ আপনার নন্দনকে যুদ্ধে কেহ বা দূর স্থিত উপদ্বীপাদি দর্শনে কেহ বা ভিন্ন দেশীয় চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন নিমিত্ত প্রেরণ করেন। আপনকার পুত্রের মিত্র বালেন্তাইন কিয়ৎ কাল হইল মিলান্ নগরীয় নরপতির সভায় গমন করিয়াছেন। আপনকার পুত্র উপযুক্ত হইয়াছে এখন যদি তাহাকে নিরন্তর সদনে রাখিয়া অনর্থক যৌবনকাল যাপন করিতে দেন তাহা হইলে পরে চরম বয়সে তাহার পক্ষে পরম ক্ষতির সম্ভাবনা।

প্রোতিয়সের পিতা বয়স্যের এই সমস্ত উক্তি অতি সদযুক্তি বোধ করিলেন এবং তাঁহার স্মরণ হইল তনয়ের মিত্র বালেন্তাইন স্বীয় সখাকে আত্ম সৌভাগ্যের ভাগী করিতে বাসনা করেন অতএব সন্তানকে মিলান্ নগরে প্রেরণ করিবার সংকল্প করিলেন। বৃদ্ধ আত্মজকে আপনার সহিত কোন বিষয়ে বাদানুবাদ করিতে কদাপি স্বাধীনতা দেন নাই সুতরাং সংকল্পের বিষয় তাঁহাকে না কহিয়া এক দিন একেবারে আজ্ঞা করিলেন প্রোতিয়স্ তোমার মিত্র বালেন্তাইনের যাদৃশী বাসনা আমারও তাদৃশ অভিলাষ। এতদ্বিষয়ে যুবা বিস্ময় প্রকাশ করিলে তাঁহাকে কহিলেন বৎস মিলান নগরের রাজসভায় আমি তোমাকে প্রেরণ করিতে মনস্থ করিয়াছি এতন্নিমিত্ত বিস্ময়াপন্ন হইও না, আমার যাহা মানস হয় নিঃসন্দেহ সম্পূর্ণ করি অতএব এ বিষয়ে কোন আপত্তি করিও না, আমার প্রতিজ্ঞা অচল, কল্য যাত্রা করিতে হইবে, এখনি গিয়া প্রস্তুত হও।

প্রোতিয়স বিবেচনা করিলেন জনকের আজ্ঞায় আপত্তি করিয়া কদাপি কোন ফল দেখি নাই তাঁহার যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই করেন কাহারও অনুরোধ রক্ষা করেন না। অতএব আপনারই দোষ দিয়া খেদ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হায় পিতার নিকট জুলিয়ার লিপি সংগোপন করিয়া কেন

মিথ্যা কহিয়াছিলাম, আমি আত্ম দোষে প্রেয়সীর সহিত বিচ্ছেদ ঘটাইলাম।

অনন্তর প্রেয়সী জুলিয়ার আলয়ে গমন পূর্ব্বক তাঁহার সন্নিধানে বিষণ্ণ বদনে জনকের আদেশ ব্যক্ত করিলেন। তাহাতে নবানুরাগিণী রমণী প্রিয়তমের সহিত ব্যাপক কাল বিচ্ছেদ হইল বিবেচনা করিয়া সাতিশয় খিন্না হইলেন। প্রথমং কপটতা পূর্ব্বক নায়কের প্রতিকূলতা করিতেন এক্ষণে মুক্তকণ্ঠে প্রণয়ানুরাগ ব্যক্ত করিতে লাগিলেন সুতরাং উভয়ে বিস্তর বিশ্রম্ভালাপ হইল। পরে অপ্রসন্ন মনে পরস্পর বিদায় গ্রহণ পুরঃসর অন্যোন্যের স্মরণ নিমিত্ত অঙ্গুরী বিনিময় করিয়া স্বং অঙ্গুলি পর্ব্বে পরম যত্নে ধারণ করিলেন। প্রোতিয়স্ এই রূপে প্রণয়িনীর নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক পিতার আজ্ঞাক্রমে মিলান্ নগরে যাত্রা করিয়া প্রিয় সুহৃদ্ বালেন্তাইনের নিকট গমন করিলেন।

প্রোতিয়স্ পিতার সমীপে কল্পনা করিয়া কহিয়াছিলেন মিত্র মিলানাধিপতির অতিশয় প্রিয়পাত্র হইয়াছেন তথায় উপস্থিত হইয়া বস্তুতঃ তাঁহার তদ্রূপ খ্যাতি প্রতিপত্তি দেখিতে পাইলেন, এতদ্ব্যতীত অন্য এক অদ্ভুত অচিন্ত্য ঘটনা অবলোকিতা হইল, ইহাতে সাতিশয় বিস্ময়াকুল হইলেন। বালেন্তাইন্ সর্ব্বদা গর্ব্ব করিয়া কহিতেন কদাপি প্রেমের বশতাপন্ন হইবেন না, সে স্থলে দৃষ্ট হইল নায়িকার প্রণয়ে একেবারে উন্মত্ত হইয়াছেন।

মিলানাধিপতির দুহিতা সিল্‌বিয়া বালেন্তাইনের প্রতি আসক্তা হইয়া আত্ম প্রেমনিগড়ে তাঁহাকে বন্ধন পূর্ব্বক তদীয় মতের পরিবর্ত্ত করেন কিন্তু তাঁহাদের প্রণয়ানুরাগ নরপতির সুগোচর ছিল না। যদিও ভূপাল বালেন্তাইনের প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রকাশ পুরঃসর সর্ব্বদা তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া রাজসদনে গমনাগমন করিতে দিতেন তথাপি তনয়ার বরপাত্র করিতে মানস করেন নাই, থুরিও নামক

এক যুবককে কন্যা সম্প্রদান করিবেন ধার্য্য করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজনন্দিনী বালেন্তাইনের প্রতি অনুরাগিণী হইয়া থুরিওকে ঘৃণা করিতে লাগিলেন কারণ ঐ ব্যক্তিতে নায়কের তুল্য রূপ লাবণ্য ও সুবুদ্ধি সদ্গুণ কিঞ্চিন্মাত্র দেখিতে পান নাই।

এক দিবস থুরিও এবং বালেন্তাইন্ উভয়ে মিলিত হইয়া নৃপবালা সিলবিয়ার সহিত সাক্ষাৎ করণাশয়ে তদীয় আলয়ে গমন করিলেন। সেখানে উপস্থিত হইয়া থুরিও রাজনন্দিনীর সমক্ষে যেং কথা কহিলেন বালেন্তাইন তাহাতে পরিহাস করত কুমারীকে প্রমুদিতা করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে মিলানেশ্বর ঐ স্থানে উপনীত হইয়া বালেন্তাইনকে তদীয় মিত্র প্রোতিয়সের আগমন সংবাদ কহিলেন। বালেন্তাইন্ এতদ্বার্ত্তায় মহা আহ্লাদিত হইয়া মনেং কহিতে লাগিলেন আমার অতিশয় বাসনা ছিল এস্থানে হৃদয়ঙ্গম সুহৃদের দর্শন প্রাপ্ত হই। পরে নৃপতি সমীপে তদীয় বিস্তর প্রশংসা করিয়া বলিলেন মহারাজ আমি বরং অনেক সময় অনর্থক ক্ষেপণ করিয়াছি মদীয় সখা সর্ব্ব ক্ষণ কেবল গুণোপার্জ্জনে নিযুক্ত ছিলেন অতএব সম্ভ্রান্ত সদ্বংশীয় লোকদের যে সমস্ত সদ্গুণ প্রয়োজনীয়, আমার বন্ধুতে তাহার কিঞ্চিন্মাত্র অভাব নাই।

মিলানাধিপতি এতাবৎ শ্রবণে স্বীয় নন্দিনী ও থুরিওকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন সেই যুবা যাদৃশ গুণ ভূষিত তাঁহার তদনুরূপ সমাদর করিও। পরে বালেন্তাইনের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ পুরঃসর বলিলেন তোমাকে কিছু কহিতে হইবেক না আপন বন্ধুর অভ্যর্থনা অবশ্যই করিবে। ভূপাল এই কথা বলিয়া প্রস্থান করিলে প্রোতিয়স্ পুরীমধ্যে প্রবেশিত হইয়া তাঁহাদের সমীপে আনীত হইলেন সুতরাং পূর্ব্বে যে সকল কথোপকথন হইতেছিল তাহাতে ব্যাঘাত পড়িল। বালেন্তাইন্ রাজকুমারীর নিকট

বয়স্যের পরিচয় দিয়া কহিলেন সুন্দরী এই যুবককে আমার তুল্য কিঙ্কর করিতে আজ্ঞা হয়।

এইরূপে অন্যান্য সকলের সহিত প্রোতিয়সের সাক্ষাৎ হইলে পর দুই মিত্রে নির্জ্জনে অধিবেশন পূর্ব্বক কথোপকথন করিতে লাগিলেন। বালেন্তাইন্ হর্ষোৎফুল্ল হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন বয়স্য সমাচার কি? তোমার চিত্তবিলাসিনী জুলিয়া কেমন্ আছেন? তাঁহার সহিত তোমার প্রীতির কি রূপ উন্নতি হইতেছে? প্রোতিয়স্ প্রতিবচন প্রদান করিলেন মিত্র প্রেমের কথায় তোমার আমোদ হয় না নায়িকার অনুরাগের বিষয় ব্যক্ত করিয়া বৃথা কেন তোমাকে উত্ত্যক্ত করিব?

বালেন্তাইন্ বিনয় প্রকাশ পুরঃসর বলিলেন মিত্র আমার আর সে ভাব নাই, আমি প্রেমের প্রতি দোষারোপ করিয়া সমুচিত শাস্তি প্রাপ্ত হইয়াছি। পূর্ব্বে যে প্রণয়কে ঘৃণা করিতাম অধুনা সেই প্রণয় আমাকে সর্ব্বতোভাবে পরাভব করত বিলক্ষণ প্রতিহিংসা করিতেছে। মিত্র প্রেমের প্রাদুর্ভাবে আমার আহার নিদ্রার অভাব হইবার উপক্রম হইয়াছে। হে বয়স্য, প্রেম পরাক্রান্ত রাজা আমাকে শাসন করিয়া এবম্প্রকার অধীন করিয়াছে যে আমি অকপট মনে স্বীকার করিতে পারি তাহার দণ্ডের তুল্য কঠিন দণ্ড ভূমণ্ডলে নাই। কিন্তু সখা এই অসার সংসার মধ্যে প্রেমের সদৃশ সুখপদার্থও দেখিতে পাই না তাহাতে আমার এতাদৃশী আসক্তি হইয়াছে যে তৎ প্রসঙ্গের কথা বার্ত্তাতেও সন্তুষ্ট থাকি এবং তাহার নামোল্লেখেও জীবন শীতল হয়।

প্রোতিয়স্ নায়িকানুরাগে বয়স্যের এবম্প্রকার ভাব পরিবর্ত্তন অবলোকন করিয়া আহ্লাদে পুলকিত হইলেন কিন্তু অনতিবিলম্বে তাঁহারদের বন্ধুত্ব বিগমের উপক্রম হইল। বালেন্তাইন্ যাঁহার উপর আপনার প্রণয়াসক্তির কথা কহিলেন প্রোতিয়সের অন্তঃকরণে তদীয় প্রেমা-

কাঙ্ক্ষা হঠাৎ প্রবলা হইয়া উঠিল। অতএব যে ব্যক্তি ইতি পূর্ব্বে বিশ্বস্ত সুহৃদ্ ছিল মিত্রের প্রণয়াস্পদ প্রমদার সন্দর্শনাবধি অবিশ্বাসী ও কাল্পনিক সৌহৃদ্য ব্যবহারী হইতে লাগিল। ফলতঃ সিল্‌বিয়ার রূপ লাবণ্য অবলোকনে তাঁহার সহিত স্বীয় প্রণয় নিবন্ধন নিমিত্ত প্রোতিয়সের এতাদৃশ ঔৎসুক্য হইল যে নিজ প্রণয়িনী জুলিয়ার প্রেম চিন্তা চিত্ত হইতে দূরীভূতা হইয়াগেল এবং বয়স্যের অনুপম গুণে বিমোহিতা তদীয় নায়িকা কিরূপে তাঁহার প্রতি হতাদর হয় তদুপায় করণার্থ যৎপরোনাস্তি যত্ন হইল। সচ্চরিত্রান্বিত লোকেরা যৎকালে কোন অন্যায় কার্য্যে প্রবর্ত্তমান হয় তখন তাহারদিগের অন্তঃকরণে নানা প্রকার সংশয়ের আবির্ভাব হইয়া থাকে অতএব চির প্রণয়িনী জুলিয়ার পরিত্যাগ এবং আবালবন্ধু বালেন্তাইনের সহিত বহিরঙ্গতা উৎপাদন প্রসঙ্গে যদিও প্রোতিয়স্ বিবিধ প্রকার চিন্তা করিল তথাপি প্রেম অতি দুর্জয় রিপু, তাহার আক্রমণে হিতাহিত দর্শন হয় না সুতরাং ঐ রূপ চিন্তাকালে প্রোতিয়সের মনে কিঞ্চিন্মাত্র দোষ বোধ হইল না।

বালেন্তাইন্ বয়স্যের আন্তরিক ভাব বুঝিতে পারিলেন না, পূর্ব্ববৎ বিশ্বস্ত জ্ঞানে আপনার প্রণয়ের আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া কহিলেন মিত্র আমাদের পরস্পর প্রেমাসক্তির কথা মিলানাধিপতি মহারাজের কর্ণগোচর হয় নাই। পরন্তু এতদ্বিষয় অবগত হইলে নৃপতি সম্মতি দিবেন এতাদৃশী সম্ভাবনা দেখি না অতএব সিল্‌বিয়া সুন্দরীর মতানুসারে এই পরামর্শ স্থির করিয়াছি অদ্য রজনী যোগে রাজসদন হইতে পলায়ন পূর্ব্বক তাঁহার সহিত মেন্তুয়া নগরে প্রস্থান করিব। অনন্তর রজ্জুনির্ম্মিত একটা সোপান প্রদর্শন পুরঃসর কহিলেন বয়স্য নিশাগমে অন্ধকারাচ্ছন্ন হইলে রাজভবনের কোন গবাক্ষ দ্বার দিয়া এই সোপান যোগে প্রণয়িনী বহির্ভূতা হইবেন।

প্রোতিয়স্ বালেন্তাইনের এই সকল গোপনীয় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া মনোমধ্যে বিবেচনা করিল এ বিষয় প্রকাশ করিয়া দিতে পারিলেই ইহাকে নিরাশ করিতে পারা যায় অতএব বিশ্বাস ঘাতকতা পূর্ব্বক নৃপতি সন্নিধানে প্রকটন করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিল।

অনন্তর মিলানাধিপতির সমীপে গমন পূর্ব্বক ঐ সমস্ত বৃত্তান্ত ব্যক্ত করণাশয়ে চতুরতার সহিত বক্তৃতা আরম্ভ করিল মহারাজ আমি যে বিষয় প্রকাশ করিতে উপস্থিত হইলাম মিত্রতাধর্ম্মে তাহা গোপন রাখাই উচিত কিন্তু আপনি আমার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ করিয়াছেন যদি-স্যাৎ জানিয়া শুনিয়া আপনার সাবধানার্থ অগ্রে অনিষ্ট সম্ভাবনার সংবাদ জ্ঞাপন না করি কৃতঘ্ন হইতে হইবেক অতএব কেবল কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন নিমিত্ত আমাকে কহিতে হইল। হে নরনাথ আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি যে বিষয় নিবেদন করিব তাহাতে আমার সাংসারিক কোন প্রকার লাভাকাঙ্ক্ষা নাই। এই রূপে ভূমিকা করিয়া বয়স্যের নিকট যেং বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছিল এবং বালে-ন্তাইন রজ্জু নির্ম্মিত সোপান যে প্রকারে স্বীয় পরিচ্ছদের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছিল সমুদায় প্রকাশ করিয়া কহিল।

মিলানাধিপতি প্রোতিয়স্কে স্বীয় বয়স্যের অন্যায় ও দুষ্ট প্রবৃত্তি এবম্প্রকারে প্রকাশ করিতে দেখিয়া বিবেচনা করিলেন এ ব্যক্তি অতি সজ্জন, অকর্ত্তব্য বিষয়ে মিত্রেরও অনুরোধ রক্ষা করে না। অতএব যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া তাহাকে বিশ্বস্ত জ্ঞান করিতে লাগিলেন। অধিকন্তু তাহার নিকট স্বীকার করিলেন এ সকল সমাচার কি প্রকারে প্রাপ্ত হইলাম দুরাত্মা বালেন্তাইনের নিকট ব্যক্ত করিব না, তাহার গুপ্তাভিপ্রায় যাহাতে স্বতঃ প্রকাশ পায় তদুপায় করিতেছি। অতএব সন্ধ্যা কালাবধি নৃপতি সতর্ক হইয়া বালেন্তাইনের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিয়দ্বিলম্বে দৃষ্টিগোচর হইল ঐ ব্যক্তি নৃপ নিকেতনে

আসিয়াছে এবং তদীয় পরিচ্ছদে একটা দ্রব্য লুক্কায়িত রহিয়াছে। রাজা তাহাকে অবলোকন করিবামাত্র স্থির করিলেন বসনান্তর্ব্বর্ত্তি বস্তু রজ্জু নির্ম্মিত সোপান ব্যতীত অন্য কিছু নহে।

মিলানাধিপতি বালেন্তাইন্‌কে নিরীক্ষণ করিয়া গতি-রোধের মানসে উচ্চ স্বরে আহ্বান পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন বালেন্তাইন্ ব্যস্তসমস্ত হইয়া কোথায় যাইতেছ? বালেন্তাইন্ রাজাকে দেখিয়া সচকিত হইলেন এবং আপনার অভিপ্রায় গোপন পূর্ব্বক সম্মান করিয়া উত্তর করিলেন মহারাজ আমার বাটীতে একখান লিপি লইয়া যাইবার নিমিত্ত একজন বার্ত্তাবহ ঐ স্থানে দণ্ডায়মান রহিয়াছে তাহার হস্তে পত্র প্রদান নিমিত্ত সত্বর গমন করিতেছি। প্রোতিয়স্ জনকের নিকট অলীক কথা কহিয়া যে প্রকার বিপদে পড়িয়াছিল বালেন্তাইনের এই মিথ্যা কথনেও তাদৃশী দশা ঘটিল।

নৃপতি জিজ্ঞাসা করিলেন পত্রে কি কোন বিশেষ সংবাদ আছে?

বালেন্তাইন উত্তর দিলেন, না মহারাজ, লিপিতে এতাবন্মাত্র লিখিয়াছি আমি আপনকার আশ্রয়ে পরম সুখে কাল যাপন করিতেছি।

রাজা কহিলেন এত ব্যস্ত কেন? আমার নিকট কিঞ্চিৎ কাল অবস্থিতি কর একটা বিষয়ের পরামর্শ করি। অনন্তর তদীয় গুপ্তাভিপ্রায় প্রকাশ নিমিত্ত চতুরতা পূর্ব্বক একটা কথার প্রসঙ্গ করিয়া বলিলেন ওহে তোমার বিদিত আছে আমি তনয়ার পরিণয় দান নিমিত্ত থুরিওকে বরপাত্র অবধারিত করিয়াছি কিন্তু আমার কন্যাটা অতিশয় অবাধ্যা, আমাকে পিতা বলিয়া সম্মান বা ভয় করে না, তাহার এই অহঙ্কার নিমিত্ত তৎপ্রতি আমার যে স্নেহ তাহা আর নাই, মনে করিয়াছিলাম আমার প্রাচীনাবস্থায় পুত্রের ন্যায় ব্যবহার করিবে কিন্তু তাহার প্রকৃতি দেখিয়া

এক্ষণে পুনর্বার সংসার ধর্ম্মে প্রবেশ পুরঃসর দার পরিগ্রহ করিবার মানস করিয়াছি। আমি আর তাহার নিমিত্ত বর-পাত্রের অনুসন্ধান করিব না যে তাহাকে জিষ্ণু হইবে তাহাকেই প্রদান করিব। তাহার রূপ লাবণ্যই তাহার বিবাহের যৌতুক হইবে, আমি কিছু দিব না, কেননা আমার সম্পত্তি তাহার লক্ষ্য হয় না।

বালেন্তাইন্ বিবেচনা করিয়া নৃপতির এই সমস্ত উক্তির তাৎপর্য্য কিঞ্চিন্মাত্র বুঝিতে পারিলেন না, আশ্চর্য্য প্রকাশ পুরঃসর এতাবন্মাত্র নিবেদন করিলেন মহারাজ এত-দ্বিষয়ে আমার প্রতি কি আদেশ হইবেক?

ভূপাল বলিলেন আমি যে অঙ্গনার পাণিগ্রহণ করিতে বাসনা করিয়াছি সেই কামিনী পরমা সুন্দরী ও অতিশয় লজ্জা শীলা। আমি জরাগ্রস্ত এ প্রযুক্ত আমার কথোপকথন তাঁহার মনোনীত হয় না। ফলতঃ যৌবনাবস্থায় যুবতী-দের সহিত যে প্রকারে কথা বার্ত্তা কহিতাম এক্ষণে তাহার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে অতএব উপদেশ কর দেখি আমার প্রতি সেই তরুণীর প্রীতি কি রূপে জন্মিতে পারে।

তদানীন্তন তরুণ পুরুষেরা তরুণীর মনোহরণ নিমিত্ত যে প্রকারে প্রেমালাপ করিত আনুপূর্ব্বিক তদ্বিষয়ের বর্ণনা করিয়া বালেন্তাইন্ বলিলেন মহারাজ, সর্ব্বদা সন্দর্শন ও উত্তমোত্তম দ্রব্যাদি প্রদান করিলে কামিনীগণ অসংশয় প্রণয় বাগুরায় পতিত হয়।

ভূপাল বলিলেন ওহে বালেন্তাইন আমি কামিনীর সন্নিধানে অনেক বার অনেক প্রকার উপায়ন প্রেরণ করিয়া-ছিলাম কিন্তু তিনি গ্রহণ করেন নাই। অপর তাঁহার পিতা তাঁহাকে সর্ব্বদা কঠিনতার সহিত রক্ষা করেন ইহাতে তাঁহার সহিত দিবাভাগে সাক্ষাৎ হওয়া সুকঠিন।

বালেন্তাইন কহিলেন রজনীযোগে সুন্দরীর আবাস সমীপে গমন পূর্ব্বক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করুন না?

রাজা কথা প্রসঙ্গেই স্বীয় অভীষ্ট সাধন মানসে বলিলেন

নিশাভাগে সেই যোষার শয়নাগারস্থ দ্বার রুদ্ধ থাকে সে সময় কি রূপে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিব?

তদনন্তর দুর্ভাগ্য বশতঃ বালেন্তাইন্ অসাবধানতা পূর্ব্বক এই প্রস্তাব করিলেন মহারাজ রজ্জু নির্ম্মিত সোপান অবলম্বন করিলে অনায়াসে শূন্যেং আপন প্রেয়সীর শয়নাগারে প্রবেশ করিতে পারিবেন আমি এতদ্বিষয়ে সাহায্যার্থ একটা দড়ির সিঁড়ি আনাইয়া দিব। পরিশেষে নৃপতিকে পরামর্শ দিলেন যদি সেই সিঁড়ি গোপনে রাখিবার বাসনা হয় আমি যাদৃশ বসন পরিধান করিয়াছি এপ্রকার পরিচ্ছদ ধারণ করিলে তন্মধ্যে লুক্কায়িত করিয়া রাখিতে পারিবেন। বালেন্তাইনের পরিচ্ছদ মুক্ত করিয়া তন্মধ্যে কি আছে দেখিবেন এতন্মানসেই ভূপাল একটা প্রসঙ্গ কল্পনা করিয়া তাহার সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন, পরিচ্ছদ মধ্যে সিঁড়ি গোপন করিয়া রাখিবার কথা শ্রবণ মাত্রে কহিলেন তবে তোমার অঙ্গাবরণ একবার আমাকে দাও দেখি, কিপ্রকারে লুকাইয়া রাখিব বুঝিয়া লই। এই কথা বলিয়া বালেন্তাইনের অঙ্গ বসন উন্মোচন করিবা মাত্রে তদভ্যন্তরে রজ্জু নির্ম্মিত সোপান এবং সিল্‌বিয়ার নামাঙ্কিত এক খান লিপি দেখিতে পাইলেন। রাজকন্যা বালেন্তাইন্ সমভিব্যাহারে যেপ্রকারে পলায়ন করিবেন তত্তাবদ্বৃত্তান্ত সেই পত্র মধ্যে লিখিয়াছিলেন। মিলানাধিপতি এক্ষণে কোপ কম্পিত কলেবর হইয়া সাতিশয় তর্জ্জন পূর্ব্বক ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন অরে দুরাচার কৃতঘ্ন তুই বিশ্বাস ঘাতকতা পূর্ব্বক আমার তনয়াকে লইয়া গোপনে পলায়নের মানস করিয়াছিস্। এবম্প্রকার ভূরিং তিরস্কার করিয়া যৎপরোনাস্তি অপমান পূর্ব্বক স্বীয় রাজধানী মিলান্ নগরী হইতে দূর করিয়া দিতে আদেশ করিলেন। অতএব বালেন্তাইন্ আপনার পরম প্রণয়িনী রাজনন্দিনী সিল্‌বিয়ার লাভে নিরাশ হইয়া সেই দিবস নিশা ভাগে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

প্রোতিয়স্ যৎকালে প্রণয় পরাধীনতা প্রযুক্ত মিত্রদ্রোহী হইয়া বয়স্য বালেন্তাইনের এই রূপ অনিষ্ট করিতেছিল সে সময় তাহার পূর্ব্ব প্রণয়িনী জুলিয়া বেরোনা নগরে বিরহ ব্যাকুলা হন। কামিনী নিরন্তর নায়কের অনুধ্যানে নিমগ্না হওয়াতে উন্মত্ত প্রায়া হইলেন। শেষে অধীরতা প্রযুক্ত হিতাহিত বিবেচনা বিসর্জ্জন করিয়া স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মিলান্ নগরে প্রিয়তমের অন্বেষণ নিমিত্ত প্রস্থান করিতে সংকল্প করিলেন। সুন্দরী আপনার এই মানস সিদ্ধি নিমিত্ত অবিলম্বে স্বীয় কিঙ্করী লুসেতার সহিত যাত্রা করিলেন এবং বর্ত্মোপরি উত্তীর্ণ হইয়া উভয়ে পুরুষের পরিচ্ছদ ধারণ পূর্ব্বক ছদ্মবেশে মিলান নগরে গিয়া উপনীতা হইলেন। তাঁহার সে স্থানে উপস্থিত হইবার কিয়ৎকাল পূর্ব্বে বালেন্তাইন্ বন্ধুর অবিশ্বস্ত ব্যবহার নিমিত্ত তথা হইতে পলাইয়া আসেন।

জুলিয়া মিলানে উত্তীর্ণ হইয়া এক গৃহস্থের সদনে বাস স্থল গ্রহণ করিলেন এবং কিয়ৎকাল বিশ্রামানন্তর অন্তঃকরণের ব্যাকুলতা প্রযুক্ত বাটীর কর্ত্তার সহিত কথোপকথন করিতে লাগিলেন।

গৃহাধিকারী জুলিয়াকে যুবা পুরুষ বোধ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার রূপ লাবণ্য ও অবয়ব সৌষ্ঠব অবলোকনে মনে করিতেছিলেন এ ব্যক্তি কোন সম্ভ্রান্ত সন্তান, সন্দেহ নাই। অতএব সাতিশয় সন্তুষ্ট চিত্তে মিত্র ভাবে তাঁহার সহিত কথা বার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। অধিকন্তু গৃহস্থ অতিশয় সুশীল ও সচ্চরিত্র ছিলেন, অভ্যাগত তরুণকে বিষণ্ণ বদন দেখিয়া তদীয় চিত্তের বিনোদন মানসে কথাবসরে প্রস্তাব করিলেন অদ্য আমাদের এতন্নগরী মধ্যে এক স্থানে এক বিশিষ্ট ব্যক্তির প্রেমাস্পদ প্রমদার মনোরঞ্জন নিমিত্ত তৌর্য্যত্রিক হইবে, কেমন, শ্রবণে বাসনা হয়? আমার সমভিব্যাহারে চল শুনিয়া আসি।

জুলিয়ার আস্য কমল ম্লান থাকিবার কারণ এই,

তিনি বিরহ যন্ত্রণায় অধীরা হইয়া আপন ভবন বিসর্জ্জন পুরঃসর ছদ্ম বেশে বিদেশে আসিয়া অনুক্ষণ এই চিন্তা করিতেছিলেন প্রিয়তম প্রোতিয়স্ আমার পলায়ন ব্যাপার অবগত হইয়া কি মনে করিবেন? নিষ্কলঙ্ক কৌমার ও গৌরবান্বিত প্রকৃতি নিমিত্তই আমার প্রতি তাঁহার অতিশয় আস্থা হয়, এখন পাছে কামুকী বোধে হেয় জ্ঞান করেন। যুবতী এই উদ্বেগে মনোমধ্যে সতত ব্যাকুলা ছিলেন সুতরাং তাঁহার আকৃতিও বিষাদের চিহ্নে আচ্ছন্ন হইয়াছিল।

অতএব বাটীর অধ্যক্ষ তৌর্য্যত্রিক দর্শনাদি নিমিত্ত সমভিব্যাহারে লইয়া যাইবার প্রসঙ্গ করিলে কামিনী অন্তঃকরণের বিনোদন মানসে তৎক্ষণাৎ তাহাতে সম্মতা হইলেন। অপর মনোমধ্যে তাঁহার আশা হইল যাইতেং পথের মধ্যে প্রিয়তমের সহিত সাক্ষাৎ হইলেও হইতে পারিবেক।

অনন্তর গৃহাধিকারির সঙ্গে গমন করিয়া রাজসদনে উপনীত হইলেন এবং সংগীত সভা মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক ইতস্ততো নয়ন নিক্ষেপ করাতে দেখিতে পাইলেন আপনার প্রেমাস্পদ প্রোতিয়স্ রাজকন্যা সিল্‌বিয়ার প্রমোদ নিমিত্ত গীত বাদ্য এবং মধ্যেং প্রেমালাপ করিতেছেন। জুলিয়া এতদবলোকনে অন্তঃকরণ মধ্যে আরো অধীরা হইলেন সুতরাং গৃহাধ্যক্ষ যে অভিপ্রায়ে তাঁহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া গিয়াছিলেন তাহার বিপরীত ঘটিল। পরন্তু যুবতী গোপনে শ্রবণ করিলেন রাজকুমারী আপনার আগারের গবাক্ষদ্বারে বসিয়া প্রোতিয়সকে এই বলিয়া ভর্ৎসনা করিতেছেন অরে নির্দয় বিশ্বাসঘাতক তোকে ধিক ধিক, তুই একজন অবলাকে প্রেমশৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া পরে পরিত্যাগ করিয়াছিস্ এবং তোর পরম বিশ্বস্ত মিত্র বালেন্তাইনের সঙ্গে তাদৃশ বিশ্বাসঘাতকতা ব্যবহার করিলি, তুই আমার সহিত সংপ্রীতি করিতে যত্ন করিস কি?

রাজকন্যা বারম্বার এই সকল তিরস্কার বাক্য কহিতেছিলেন তাহার গীত বাদ্যে মনোযোগ দেন নাই এবং কিয়ৎ ক্ষণ পরেই সে স্থান হইতে অন্তরে গেলেন। বস্তুতঃ নৃপ নন্দিনী বালেন্তাইনের গুণে তৎপ্রতি অত্যন্ত আসক্তা হইয়াছিলেন সুতরাং তদীয় কৃত্রিম মিত্র প্রোতিয়সের কৃতঘ্নতায় তাঁহার সহিত বিচ্ছেদ হওয়াতে ঐ ব্যক্তিকে বিজাতীয় ঘৃণা করিতেন ইহাতে প্রেমের সম্ভাবনা কি?

জুলিয়া যদিও প্রিয়তমের ব্যবহার প্রত্যক্ষ নিরীক্ষণ করিয়া আপনার আশায় নিরাশ্বাস হইলেন তথাপি চিত্ত তদীয় অনুরাগে বিমুগ্ধ থাকাতে তাহার সহিত প্রণয় বাসনা পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। ঐ সময়ে প্রোতিয়স্ আপনার একজন কর্ম্মচারিকে বিদায় দিয়াছিল যুবতী অবগত হইয়া গৃহপতির সাহায্যে তাহার নিকট সেই কার্য্যে নিবিষ্ট হইবার প্রার্থনা করিলেন। প্রোতিয়স্ পুরুষ বেশধারিণী রমণীকে চিনিতে পারিল না সুতরাং গৃহপতির অনুরোধে তাঁহাকে ভৃত্যের কার্য্যে নিযুক্ত করিল। তরুণী কিঙ্কর হইলে প্রোতিয়স্ তদ্দ্বারা স্বীয় নব প্রণয়ভাজন সিল্‌বিয়ার সন্নিধানে সর্ব্বদা উপায়নাদি প্রেরণ করিতে আরম্ভ করিল। অধিকন্তু কামিনী তাহার সহিত প্রণয় বন্ধন করিয়া বেরোনা নগর হইতে বিচ্ছেদ সময়ে যে অঙ্গুরীয়ক তাহাকে সমর্পণ করিয়াছিলেন এক দিন তাহা ঐ যুবতীর হস্তে নৃপনন্দিনীর নিকট পাঠাইয়া দিল।

জুলিয়া যে দিবস অঙ্গুরী গ্রহণ পূর্ব্বক রাজবালা সিলবিয়ার সন্নিধানে গমন করিলেন সে দিন নৃপনন্দিনী প্রোতিয়সের প্রার্থনা সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করাতে ছদ্মবেশ ধারী কিঙ্কর বিমর্ষ না হইয়া বরং সাতিশয় আনন্দিত হইলেন। জুলিয়া পুরুষের বেশে সিবাস্তিন্ নাম ধারণ পূর্ব্বক দাসত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন প্রোতিয়সের প্রতি নৃপকুমারীর কোপ দেখিয়া আপনিও স্বীয় প্রভুর উপরে বৈরক্তি ভাব

ব্যক্ত করত তৎ প্রসঙ্গে কথোপকথন করিতে বসিলেন। অন্যান্য আলাপের পর আপনার পক্ষে একটা কথার উত্থাপন পূর্ব্বক বলিলেন জুলিয়ার সহিত আমার বিলক্ষণ পরিচয় আছে আমি তাঁহাকে বিলক্ষণ রূপে জানি। তদনন্তর জুলিয়া প্রোতিয়সের প্রতি কিরূপ প্রেম করিতেন এবং ঐ যুবা তাঁহাকে অবজ্ঞা করাতে সেই কামিনী কি প্রকার ব্যাকুলা হইয়া বেড়ায় আনুপূর্ব্বিক সমুদায় বিবরণ ব্যক্ত করিলেন। পরে সন্দিগ্ধ বচনে রাজতনয়াকে জুলিয়ার অবয়ব সৌষ্ঠবের পরিচয় দিয়া বলিতে লাগিলেন সেই তরুণী দেখিতে প্রায় আমারই তুল্য, আমার ও তাঁহার শরীরের বর্ণ প্রায় এক প্রকার। জুলিয়া পুরুষের পরিচ্ছদ পরিধান করিলেও তাঁহার রূপ লাবণ্যের বৈলক্ষণ্য হয় নাই অতএব ভূপালবালা সিল্‌বিয়া কিঙ্করের সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিয়া জুলিয়ার শরীরের ভাব অনুভব করিলেন এবং তাদৃশী সুরূপা অঙ্গনার প্রতি নায়কের অসদ্ব্যবহারের কথা শুনিয়া অতিশয় দয়ার্দ্র হইলেন। অতএব ভৃত্য যখন তাঁহার করে অঙ্গুরী প্রদান করিল তখন গ্রহণে অস্বীকার করিয়া কহিলেন এ আরো লজ্জার বিষয়, জুলিয়া যে অঙ্গুরী আপনার প্রিয়তমকে প্রদান করিয়াছিলেন প্রোতিয়স্ সেই অঙ্গুরী আমার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছে আমি কদাপি গ্রহণ করিব না। আমি তাহারই প্রমুখাৎ কত দিন শুনিয়াছি তাহার অঙ্গুলি পর্ব্বে জুলিয়ার প্রদত্ত একটী অঙ্গুরীয়ক আছে, এ জুলিয়ারই অঙ্গুলি ভূষণ। হে সুশীল ভৃত্য তোমার প্রতি আমার যথেষ্ট স্নেহ হইল কেননা তুমি সেই অভাগিনী রমণীকে ভালবাস। আহা সেই বিরহিণী অবলা অতি দুঃখিনী, আমি তোমার হস্তে তাহার নিমিত্ত এক তোড়া টাকা দিতেছি লইয়া যাও। নৃপসুতা সিলবিয়ার এতাদৃশ শান্তনা বচনে ছদ্মবেশি কিঙ্কর অতিশয় আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন এবং চির বিরহ দুঃখে মুদিত তদীয় হৃদয় কমল আনন্দে বিকসিত হইল।

এক্ষণে বালেন্তাইনের বৃত্তান্ত বর্ণনা করি। তিনি যৎপরোনাস্তি অপমান সহকারে তাড়িত হওয়াতে স্বালয়ে আসিতে অনিচ্ছু হইলেন। কোথায় যাইবেন ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। মনোহারিণী সিলবিয়ার রূপ লাবণ্য ও প্রণয়ের বিষয় ভাবিতেং এক দিকে গমন করিয়া মিলান নগরের নিকটস্থ একটা অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেখানে বিমনস্কভাবে ইতস্ততো ভ্রমণ করিতেছেন ইত্যবসরে কতিপয় দস্যু আসিয়া উপস্থিত হইল এবং তাঁহাকে ধারণ পূর্ব্বক ধন প্রার্থনা করিল।

বালেন্তাইন্ তাহাদিগকে আত্ম অবস্থা বিজ্ঞাপন পূর্ব্বক কহিলেন আমি দেশ হইতে নিষ্কাসিত হইয়াছি আমার নিকট টাকা কড়ি কিছুই নাই, সম্বলের মধ্যে কেবল পরিহিত বসন মাত্র আছে, তোমরা কি লইবে?

দস্যুরা তাঁহার দুর্দশার কথা শুনিয়া দয়ান্বিত হইল এবং মহৎ মনুষ্যের আকৃতি ও ভদ্র সন্তানের তুল্য প্রকৃতি দেখিয়া প্রস্তাব করিল তুমি আমাদের সহিত একত্র অবস্থান পূর্ব্বক অস্মদাদির সম্প্রদায়ের অধ্যক্ষতা স্বীকার কর আমাদের সম্পূর্ণ অভিলাষ। তাহা হইলে তোমার মঙ্গল হইবে আমরা আজ্ঞাবহ হইয়া থাকিব কিন্তু যদি এ বিষয়ে অঙ্গীকার না কর অবিলম্বে শমন ভবনে প্রেরণ করিব।

বালেন্তাইন্ দস্যুদের প্রদর্শিত ভয়ে ভীত না হইয়া এতাবন্মাত্র উত্তর করিলেন যদিস্যাৎ তোমরা অবলা এবং দীন দরিদ্র পান্থ জনের প্রতি কখন কোন প্রকার অত্যাচার না কর তাহা হইলে তোমাদের সম্প্রদায়ে প্রবেশ পূর্ব্বক অধ্যক্ষতা স্বীকারে সম্মত হইতে পারি।

এইরূপে সম্ভ্রান্ত বংশীয় মহান বালেন্তাইন বিখ্যাত দস্যু রবিন্হুদের ন্যায় সাহসিক তস্কর দলের অধিপতি হইলেন। কিয়ৎ কালানন্তর ঐ অবস্থায় সিলবিয়ার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তাহার বিবরণ নিম্নে লিখিতেছি।

মিলানাধিপতি থুরিওর সহিত স্বীয় তনয়া সিলবিয়ার

পরিণয় সম্পাদন নিমিত্ত অতিশয় যত্ন করিতেছিলেন। কামিনী নিরন্তর তাহাতে বাধা দিতে অসমর্থা হইয়া উপায় বিরহে প্রতিজ্ঞা করিলেন মেন্তুয়া নগরে প্রণয়ি বালেন্তাইন লুকাইয়া আছেন গোপনে পলায়ন পুরঃসর তাঁহার নিকট গমন করি। কিন্তু প্রিয়তমের বাসস্থলের বিষয়ে ভূপাল-বালা সটীক সংবাদ প্রাপ্ত হন নাই কেননা সে সময় বালেন্তাইন দস্যুদের দলপতি হইয়া বিপিন মধ্যে সাহসিক তস্কর সমভিব্যাহারে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি অধ্যক্ষতা করিয়া দস্যুদিগের অপহার ব্যাপারের কোন সংশ্রবে থাকিতেন না কেবল যে সময় তাহারা অনাথ পথিকদের উপর আক্রমণ পূর্ব্বক অত্যাচার করিবার উপক্রম করিত তৎকালে ক্ষমতা বিস্তার পূর্ব্বক করুণা বিতরণ করিয়া বিপন্ন জনের ক্লেশ নিবারণ করিতেন।

সিল্‌বিয়া পিত্রালয় হইতে পলায়ন পূর্ব্বক বর্ত্ম মধ্যে যদি কোন বিপদ্ ঘটে এই ভয়ে এগ্লামোর নামক এক জন সম্ভ্রান্ত বৃদ্ধ পুরুষ সমভিব্যাহারে গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর যে বিপিন মধ্যে বালেন্তাইন্ দস্যু সম্প্রদায়ের প্রধান হইয়া রাজত্ব করিতেছিলেন সেই বনে প্রবেশ করিলেন। তাহাতে উক্ত দলের এক জন দস্যু ভয়ানক বেশ ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে ধৃত করিল। সঙ্গি এগ্লামোরও তাহাদের হস্তে পতিত হইতেন চতুরতা পূর্ব্বক পলায়ন করাতে রক্ষা পাইলেন।

দস্যু সিল্‌বিয়ার কলেবর ভয়ে কম্পিত দেখিয়া আশ্বাস প্রদান পুরঃসর বলিল সুন্দরি ভীতা হইও না, চল, তোমাকে আমাদের আলয়ে লইয়া যাই। সেখানে অস্মদাদির প্রধানাধ্যক্ষ আছেন, তিনি অতিসজ্জন, বিশেষতঃ কামিনীগণের প্রতি নিরন্তর করুণা বিতরণ করিয়া থাকেন তোমার কোন চিন্তা নাই। রাজকুমারী তস্করের এতাদৃশী শান্ত্বনা বাক্যেও অধিক শান্তা হইতে পারিলেন না বন্দীভূতা হইয়া দস্যুদলপতির সমীপে নীতা হইতেছি এই

ভাবিয়া সাতিশয় বিষাদ প্রকাশ পূর্ব্বক উচ্চস্বরে কহিতে লাগিলেন হা বালেন্তাইন্ কোথায় গেলে তোমার নিমিত্ত ঈদৃক্ দুঃখ সহ্য করিতেছি।

অনন্তর দস্যু সিল্‌বিয়া সমভিব্যাহারে স্বীয় প্রভুর সন্নিধানে গমন করিতে উদ্যত হইলে প্রোতিয়স আসিয়া তাহাতে বাধা দিল। এই ব্যক্তি নৃপবালার পলায়ন বার্ত্তা শ্রবণাবধি ছদ্মবেশি জুলিয়া ভৃত্যের সহিত তাহার অনুসন্ধান করিতে ছিল। রাজকুমারীর পদ চিহ্ন লক্ষ্য করত যাইতে২ ঐ অরণ্য মধ্যে গিয়া উপস্থিত হইল এবং রাজতনয়াকে দস্যু হস্তে পতিতা দেখিয়া শৌর্য্য বীর্য্য প্রকাশ পূর্ব্বক উদ্ধার করিল। যদিও নৃপনন্দিনী তাহার বিদ্বেষিণী ছিলেন তথাপি বিপদ্ সময়ে ঈদৃক্ আনুকূল্য করাতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পারিতেন কিন্তু তিনি তাহার ধন্যবাদ না করিতে২ সে আপনার প্রণয়ের কথার উত্থাপন করিল সুতরাং যুবতী মহতী যন্ত্রণায় পড়িলেন। প্রোতিয়স কামিনীকে একাকিনী পাইয়া আপনার গলে বরমাল্য প্রদানে অঙ্গীকার করাইবার নিমিত্ত সাতিশয় উত্তেজনা করিতে লাগিল এই সময়ে তাহার ছদ্ম বেশী কিঙ্কর অর্থাৎ জুলিয়া সোদ্বেগান্তঃকরণে নিকট দণ্ডায়মান হইয়া রহিলেন এবং আপনার মনে এই আশঙ্কায় ব্যাকুল হইতে লাগিলেন রাজকুমারী উপকারে বাধ্য হইয়া যদি তাহার প্রতি দয়ার্দ্রা হন্ তাহা হইলে বিপদ ঘটিবে। কিন্তু নৃপনন্দিনী প্রোতিয়সের উত্তেজনায় কেবল উত্ত্যক্ত হইতেছিলেন তাঁহার অন্তঃকরণে তৎপ্রতি স্নেহ বা দয়ার সঞ্চার মাত্র হয় নাই। ইতিমধ্যে বালেন্তাইন্ সহসা তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন তাহাতে সকলেই সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইল। যে তস্কর নৃপতনয়াকে ধৃত করিয়াছিল সে প্রোতিয়স কর্ত্তৃক নিরাকৃত হইয়া আপনার প্রভু সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক সংবাদ প্রদান করিয়াছিল সুতরাং বালেন্তাইন অবলার উদ্ধার নিমিত্ত স্বয়ং আগমন করিলেন।

প্রোতিয়স আপন বয়স্যের প্রেয়সী রাজকুমারীর নিকট প্রণয় যাচ্ঞা করিতেছিল মিত্র হঠাৎ আসিয়া ঐ কথা শ্রবণ করাতে সাতিশয় লজ্জিত হইল। পরে স্বীয় অসদাচরণ নিমিত্ত অনুতাপ করিয়া বিনীতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল। বালেন্তাইন্ অতিশয় সদাশয় ছিলেন এ প্রযুক্ত তাহার কিয়ৎক্ষণের বিনয়ে মহাং বিদ্রোহ বিস্মরণ করিলেন এবং পুনর্ব্বার সৌহৃদ্য করিয়া মহানুভবতা প্রকাশ পুরঃসর বলিলেন প্রোতিয়স্ আমি তোমাকে ক্ষমা করিলাম অকপটে কহিতেছি সিলবিয়ার উপর আমার যে অধিকার আছে তুমি গ্রহণ কর, তোমাতে অর্পণ করিলাম। জুলিয়া দাস বেশে স্বীয় প্রণয়াস্পদ প্রোতিয়সের পার্শ্বে দণ্ডায়মানা ছিলেন নায়কের বয়স্য বালেন্তাইনের এতাদৃশী অদ্ভুত বদান্যতার কথা শুনিয়া চমৎকৃতা হইলেন এবং আপনার মনোনীত পতি এই অভিনব সৌহৃদ্যের অনুরোধে রাজকুমারীর করগ্রহণে বুঝি স্বীকার করিবেন এতদাশঙ্কায় ক্ষণ কাল মধ্যে সেই স্থলে মূর্চ্ছান্বিত হইয়া পড়িলেন। তাহাতে সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাঁহাকে সুস্থ করিতে লাগিল। যদিস্যাৎ এই ঘটনা না হইত তাহা হইলে রাজকুমারী বালেন্তাইনের বন্ধুর প্রতি তাদৃশ সদ্ব্যবহার দর্শনে তদীয় প্রতিজ্ঞায় বিশ্বাস করিতেন এবং প্রোতিয়সের হস্তে পতিত হইলাম ভাবিয়া একেবারে ভগ্নচিত্তা হইতেন। জুলিয়া মূর্চ্ছাভঙ্গ হইলে একটী অঙ্গুরী অঙ্গুলী হইতে উন্মোচন পুরঃসর সিলবিয়া সুন্দরীকে দেখাইয়া কহিতে লাগিলেন প্রভু এই অঙ্গুলি মুদ্রা আপনকার হস্তে সমর্পণ নিমিত্ত আমাকে দিয়াছিলেন আমি আপনাকে দিতে বিস্মৃত হইয়াছি। প্রোতিয়স ঐ অঙ্গুলি ভূষণ অবলোকন মাত্রে চিনিতে পারিয়া মনেং বিবেচনা করিতে লাগিল আমি জুলিয়াকে যে অঙ্গুরী প্রদান করিয়াছিলাম এ যে সেই অঙ্গুরী দেখিতে পাই। রাজকুমারীর নিকট এ অঙ্গুরী প্রেরণ করি নাই, সে অন্য অঙ্গুলি ভূষণ, অনন্তর ভৃত্যকে

জিজ্ঞাসা করিল ওহে তুমি এ অঙ্গুরী কোথায় কি প্রকারে পাইলে? আমি পূর্ব্ব প্রণয়িনী জুলিয়াকে ইহা প্রদান করিয়াছিলাম। এ অঙ্গুরী যে তাহার অঙ্গুলি পর্ব্বে শোভমানা ছিল। ভৃত্য অব্যক্ত বচনে প্রতিবচন প্রদান করিল জুলিয়া স্বয়ং ইহা এ স্থলে আনয়ন করিয়া আমাকে দিলেন।

প্রোতিয়স্ ভৃত্যের তদ্রূপ উত্তরে সংশয়াকুল হইয়া মনোযোগ পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া রহিলেন। অনেক ক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া নিশ্চয় করিলেন সেবক সিবাস্তিনই জুলিয়া। অতএব প্রিয়তমার অকৃত্রিম প্রণয়ের প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়াতে তাহার মনে কামিনীর প্রতি পূর্ব্বে যে প্রেম উৎপন্ন হয় তাহা পুনর্ব্বার আবির্ভূত হইল। তৎক্ষণাৎ কামিনীর কর গ্রহণ পুরঃসর প্রণয়ির ব্যবহার করত বন্ধু বালেন্তাইনকে বলিল মিত্র নব নায়িকা সিলবিয়া রাজনন্দিনী, তুমিই তাঁহার উপযুক্ত বরপাত্র, আমিও তোমার হস্তে তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিলাম।

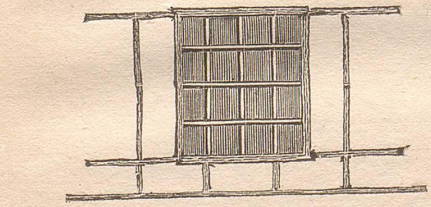
অতএব প্রোতিয়স্ ও বালেন্তাইন্ স্বং চির প্রণয়িনী প্রমদালাভে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া পরস্পর সুখানুভব করিতে লাগিলেন। কিয়ৎ ক্ষণ বিলম্বে মিলানাধিপতি ও থুরিও সিলবিয়ার অন্বেষণ করিতেং হঠাৎ সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন তাহাতে সকলে বিস্মিত ও অতিশয় সন্ত্রস্ত হইল।

থুরিও সিলবিয়াকে বালেন্তাইনের পার্শ্বে অবলোকন করিয়া ক্রোধে প্রজ্বলিত হইলেন এবং তাঁহার নিকট গমন পূর্ব্বক বলে কর ধারণের উপক্রম করিয়া কহিলেন রাজকুমারী মদীয় বনিতা। ইহাতে বালেন্তাইন বিভীষিকা প্রদর্শন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন থুরিও মানেং নিবৃত্ত হও, পুনর্ব্বার যদি কহ সিলবিয়া তোমার মহিলা, অবিলম্বে শমন সদনে প্রেরণ করিব। এখানে নৃপনন্দিনী দণ্ডায়মানা রহিলেন ইহাঁর অঙ্গ স্পর্শ কর্ দেখি, আমার প্রেয়সীর গাত্রে হস্তার্পণ করিলে কি হয় এখনি দৃষ্টি গোচর হইবে।

থুরিও স্বভাবতঃ ভীত এ প্রযুক্ত বালেন্তাইনের এই সমস্ত শৌর্য্য বচনে মনে২ মহা শঙ্কিত হইলেন কিন্তু মুখে কহিতে লাগিলেন আমি এ রমণীকে গ্রহণ করিতে চাহি না। আমি এতাদৃশ উন্মত্ত হই নাই যে নিঃস্নেহা প্রমদা নিমিত্ত সংগ্রাম করিব।

মিলানাধিপতি মহাবল পরাক্রান্ত ও অতিশয় সাহসী ছিলেন থুরিওকে নিবৃত্ত হইতে দেখিয়া ক্রোধ প্রকাশ পূর্ব্বক তিরস্কার করিতে লাগিলেন তুই এমন কাপুরুষ, আপন প্রেয়সীর উদ্ধার নিমিত্ত কিঞ্চিন্মাত্র সাহস প্রকাশ করিতে পারিলি না, ছি তুই অতি অপদার্থ, কোন কর্ম্মের নহিস্। অনন্তর বালেন্তাইনের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাঁহাকে সম্বোধিয়া কহিলেন তোমার সাহস অতিশয় প্রশংসনীয়, তুমিই মদীয় নন্দিনীর আনন্দ বর্দ্ধন নায়কের উপযুক্ত পাত্র। ওহে বালেন্তাইন্ আমি তোমাকেই স্বীয় কন্যা সম্প্রদান করিব। বালেন্তাইন্ মিলানাধিপতির কোপাবসানে ঈদৃক্ কোমলান্তঃকরণ দর্শনে হর্ষে পুলকিত হইয়া বিনয় প্রকাশ পুরঃসর তাঁহার কর চুম্বন করিলেন। পরে রাজনন্দিনীর কর গ্রহণ করিয়া নৃপসন্নিধানে যথোচিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অবশেষে এই আনন্দের সময় অরণ্য নিবাসি দস্যুগণের প্রতি মহারাজের অনুগ্রহ প্রার্থনা করিয়া তাহাদিগকে ক্ষমা করিতে অনুরোধ করিয়া কহিলেন মহারাজ ইহাদের প্রতি করুণা বিতরণ পুরঃসর লোকালয়ে বসতি করিবার আদেশ হয় আমি নিঃসন্দেহ বলিতে পারি তাহা হইলে ইহাদের রীতি প্রকৃতির সংশোধন হইবে। অধিকন্তু ইহাদের বৃত্তান্তানুসন্ধান পুরঃসর বিবেচনা করিলে মহারাজের বিদিত হইতে পারিবে যে অনেকে আমার ন্যায় রাজবিদ্রোহাপরাধে দূরীকৃত হইয়াছে। মিলানেশ্বর বালেন্তাইনের শৌর্য্য বীর্য্য ও গুণের পরিচয় পাওয়াতে যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন অতএব তাহার প্রস্তাবে তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন। তদনন্তর

মহারাজ প্রোতিয়সের মিত্র দ্রোহ নিমিত্ত এতাবন্মাত্র দণ্ড বিধান করিলেন সে নব নায়িকার সহিত স্বীয় প্রণয় বাসনায় যে সমস্ত প্রতারণা ব্যবহার করে তাহার সমক্ষে উল্লেখ করিলেন। তাহাতে প্রোতিয়স্ জন সমাজে বিজাতীয় লজ্জা প্রাপ্ত হইল। পরিশেষে প্রণয়ি চতুষ্টয় স্ব২ চির প্রেমাসক্ত নায়ক নায়িকা সহ মিলিত হইয়া পরমাহ্লাদে মিলান নগরে প্রত্যাগমন করিলেন এবং নৃপতি সমক্ষে অতিশয় সমারোহ পুর্ব্বক তাঁহাদের পরিণয় ব্যাপার সম্পন্ন হইল ইতি।





R. D. SORNOKAR, ENGR. ২৭৫

যেমন কর্ম্ম তেমন ফল।

সেক্‌সপিয়র।

যেমন কর্ম্ম তেমন ফল।

বায়ানা নামক প্রসিদ্ধ নগর মধ্যে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার অন্তঃকরণ নিরন্তর এবম্প্রকার করুণায় আচ্ছন্ন থাকিত যে প্রজাজন রাজনিয়মাতিক্রম করিলেও দণ্ড বিধান করিতেন না। রাজ্য মধ্যে পারদার্য্য ব্যাপারের শাসন নিমিত্ত পূর্ব্বাবধি একটী সুকঠিন দণ্ড ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল অর্থাৎ পরযোষা সঙ্গে সহবাস করিলে প্রাণ দণ্ডের বিধান হইত। কিন্তু নৃপতির কৃপা পরবশতা প্রযুক্ত সেই ব্যবস্থানুসারে শাসন না হওয়াতে পরিণয় ব্যবহার ক্রমে উন্মূলিত হইবার উপক্রম হইল। অধিকারস্থ যুবতী রমণী দিগের জনক জননী অহরহ রাজদ্বারে আসিয়া অভিযোগ করিতে লাগিল অকৃতদার পুরুষেরা কন্যাগণকে ছলে বলে আলয় হইতে বহির্গত করিয়া তাহাদের কৌমার হরণ করিতেছে।

নৃপতি রাজ্যমধ্যে পারদার্য্য দোষের আতিশয্য দ্বারা প্রজাপুঞ্জের দুর্গতি দেখিয়া মনোমধ্যে যৎপরোনাস্তি বিষণ্ণ হইলেন তথাপি দয়াবশতঃ ব্যবস্থাপিত দণ্ড বিধানে উন্মুখ হইতে পারিলেন না। বিবেচনা করিলেন এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত প্রজাদের প্রতি করুণা বিতরণ পুরঃসর কোমল ব্যবহার করিয়া আসিতেছি এক্ষণে যদিস্যাৎ সুকঠিন দণ্ড প্রণয়নে প্রবৃত্ত হই সকলে নির্দ্দয় উপদ্রবি জ্ঞান করিবে অথচ পর স্ত্রী হরণের সুকঠিন দণ্ড বিধান না করিলেও প্রজাদের কন্যা কলত্রাদির সতীত্ব রক্ষা হয় না। অতএব রাজ্যের ব্যবস্থানুসারে দণ্ড প্রণয়ন পুরঃসর শাসন নিমিত্ত

এক ব্যক্তিকে প্রতিনিধি রাখিয়া কিয়ৎকাল স্থানান্তরে গিয়া অবস্থান করিতে মনস্থ করিলেন।

সে সময় বায়ানা নগর মধ্যে পুণ্যশীল অথচ কঠোর প্রকৃতি এঞ্জিল নামে এক জন বসতি করিতেন। মহারাজ তাঁহাকে উপদ্রুত রাজ্যের শাসন নিমিত্ত উপযুক্ত পাত্র জ্ঞান করিয়া প্রতিনিধি স্বরূপে স্থাপন নিমিত্ত মনোমধ্যে স্থির করিলেন। অনন্তর প্রধান মন্ত্রি ইস্কেলস্‌কে আহ্বান করিয়া এতদ্বিষয়ের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলে অমাত্য কহিলেন মহারাজ বায়ানা নগরাভ্যন্তরে সুশীল এঞ্জিল ব্যতীত কোন ব্যক্তিকে এ বিষয়ে উপযুক্ত দেখি না। মন্ত্রির সহিত আত্ম মতের ঐক্য হওয়াতে রাজা আপনার অবর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত ব্যবস্থাপিত দণ্ডনীত্যনুসারে রাজ্য শাসন নিমিত্ত ঐ ব্যক্তিকে প্রতিনিধি স্বরূপে নিযুক্ত করিলেন এবং আপনি পোলান্দ দেশে পর্য্যটনের ছলে রাজ্য হইতে বহির্গত হইয়া গেলেন। কিন্তু স্বদেশ হইতে অধিক দূরবর্ত্তী হইয়া থাকিতে ভূপালের মানস হইল না যে ব্যক্তিকে প্রতিনিধি করিলেন তাঁহাকে পুণ্যাত্মা বলিয়া জানিতেন বস্তুতঃ তাঁহার রীতি চরিত্র কীদৃক্, তাহা বিদিত হইবার নিমিত্ত উদাসীনের বেশ ধারণ পূর্ব্বক গোপনে বায়ানা নগরে পুনর্ব্বার আগমন করিলেন।

এঞ্জিল রাজসিংহাসনে অধিবেশন করিলে পর ক্লাদিও নামা এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি প্রতারণা দ্বারা কোন একটী নবীনা ললনা হরণাপরাধে অভিযুক্ত হইল। রাজপ্রতিনিধি তৎক্ষণাৎ তাহাকে কারাবরোধের আদেশ করিলেন। অনন্তর তদ্বিষয়ের বিচার হইলে পুরাতন দণ্ড ব্যবস্থার মর্ম্মানুসারে তাহার শিরশ্ছেদার্থ অনুমতি হইল। এই অপরাধির প্রতি ক্ষমা বিধান নিমিত্ত রাজ সভাস্থ সকলে সাতিশয় যত্ন করিতে লাগিল। রাজমন্ত্রী ইস্কেলস কাতরতা প্রকাশ পুরঃসর কহিতে লাগিলেন ধর্ম্মাবতার এ ব্যক্তি অতি সম্ভ্রান্ত সন্তান, একারণ অনুরোধ করিতেছি ইহার

অপরাধ মার্জ্জনা হয়। কিন্তু এঞ্জিল ক্ষমার কথায় সকলকে কহিতে লাগিলেন দণ্ডনীতিকে বিহঙ্গকুলের ভয় প্রদর্শনার্থ কল্পিত প্রতিমূর্ত্তির তুল্য করা উচিত হয় না পক্ষিগণ যেমন নির্ম্মিত মূর্ত্তিকে অহিংসক দেখিয়া ক্রমে নির্ভয় চিত্তে তদুপরি আরোহণ করে দণ্ড ব্যবস্থা ফলতঃ প্রচলিত না হইলে তাহাতেও প্রজাজনের সন্ত্রাসমাত্র থাকিবে না, অতএব অপরাধি ক্লাদিওর প্রাণদণ্ড অবশ্যই হইবেক।

ক্লাদিও যৎকালে কারাগারে অবরুদ্ধ ছিল সে সময় লুসিও নামা তদীয় এক জন মিত্র তাহার সহিত সাক্ষাৎ করণাশয়ে তথায় গমন করেন। ক্লাদিও অন্যান্য আলাপের পর বয়স্যকে কহিল বন্ধো কৃপা প্রকাশ পূর্ব্বক একটী কর্ম্ম করিতে হইবে। আমার ভগিনী ইজাবেল অদ্য সেণ্ট ক্লারের ধর্ম্মশালায় প্রবেশ করিবেন। তাঁহার নিকট গিয়া মদীয় বিপদের বার্ত্তা জ্ঞাপন পূর্ব্বক এই কথাটী বল যদিস্যাৎ রাজপ্রতিনিধির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার প্রণয়োৎপাদন কর তাহা হইলে তোমার সহোদরের জীবন রক্ষা হইতে পারে। মিত্র আমার ভগিনী সুচতুরা, চাতুর্য্য প্রকাশ পূর্ব্বক কথোপকথন করিয়া আমার প্রতি ক্ষমা করণের প্রবৃত্তি লওয়াইতে পারিবেন কেননা তরুণীদিগের সবিষাদ বচনের অভ্যর্থনায় পুরুষের হৃদয় সহজে দয়ার্দ্র হইয়া থাকে।

ক্লাদিওর সহোদরা ইজাবেল লুসিওর আগমনের অগ্রে ধর্ম্মশালায় প্রবেশ পূর্ব্বক নিয়মানুসারে অবগুণ্ঠন ধারণ মানসে তত্রস্থ এক উদাসীনা ললনার নিকট তদ্বিষয়ের রীতিবর্ত্ম জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। তৎকালে লুসিও ধর্ম্মালয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক উচ্চস্বরে বলিলেন কুশল হউক। ইজাবেল মনুষ্যের কণ্ঠ শব্দ শ্রবণে সচকিতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ও কে কথা কহিতেছে? উদাসীনা কহিলেন পুরুষের স্বর বোধ হইতেছে, ইজাবেল তুমি ঐ স্থানে গিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া আইস দেখি কি নিমিত্ত আসি-

য়াছে, হে সুশীলে তুমি এখনও বালিকা আছ, অবগুণ্ঠন ধারণ কর নাই, পুরুষের সমক্ষে অনায়াসে যাইতে পার আমি গমন করিতে পারি না। তুমিও যখন মুখাবরণ ধারণ করিবে তখন তপস্বিনীর সাক্ষাৎ ব্যতীত পুরুষের সহিত বাক্যালাপ করণে নিষিদ্ধা হইবে। তখন যদ্যপি অলাপ করিতে হয় সাক্ষাৎ করিও না, হঠাৎ সন্দর্শন হইলে আর আলাপ করিবা না। ইজাবেল বলিলেন আপনাদের এতদ্ব্যতীত আর অধিক ক্ষমতা নাই? উদাসীনা কহিলেন কেন এ কি অধিক ক্ষমতা নয়? ইজাবেল বলিলেন হাঁ অধিক বটে কিন্তু আমি এতদপেক্ষা সমধিক বাসনা করি। আমার ইচ্ছা এই যে সেণ্ট ক্লারের উপাসিকাগণ কঠিন রূপে বদ্ধ থাকেন। এই সময়ে লুসিওর কণ্ঠ শব্দ পুনর্ব্বার তাঁহাদের কর্ণগোচর হইল। তাহাতে উপদেশিনী বলিলেন বৎসে ঐ ব্যক্তি পুনশ্চ চীৎকার করিতেছে একবার গিয়া তাহার অভ্যর্থনা শুনিয়া আইস। এতদ্বচন শ্রবণে ইজাবেল আপনাদের উপবেশন গৃহ হইতে বহির্গতা হইয়া লুসিওর নিকট গমন পূর্ব্বক মৃদু ভাষায় জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কে? বারম্বার কেন চীৎকার করিতেছ? লুসিও তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইয়া সম্মান প্রদর্শন পুরঃসর কহিলেন আপনকার বদনারবিন্দ দর্শনে বোধ হইতেছে আপনি কুমারী হইবেন যদি কুমারী হয়েন তদনুরূপ নমস্কার করিয়া এই প্রার্থনা করি অনুগ্রহ বিধান পুরঃসর এই ধর্ম্মশালার শিষ্যা হতভাগ্য ক্লাদিওর ভগিনী ইজাবেল সন্নিধানে একবার আমাকে লইয়া যাইতে পারেন? ইজাবেল জিজ্ঞাসা করিলেন আপনি ক্লাদিওকে দুর্ভাগ্য কহিলেন কেন, কারণ কি? আমি তাঁহার সহোদরা। তখন লুসিও কহিলেন হে সুশীলে তোমার সহোদর কারাবদ্ধ হইয়াছেন আমার দ্বারা আপনার সমীপে সমাচার পাঠাইয়া দিলেন। ইজাবেল এতৎ শ্রবণে বিষাদ প্রকাশ পূর্ব্বক কহিলেন হায় কি দুঃখ, ভ্রাতা কি জন্য কারারুদ্ধ হইলেন? লুসিও বলিলেন তিনি এক নবীনা

ললনা হরণাপরাধে কারাবদ্ধ হইয়াছেন। ইজাবেল কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া আশঙ্কা পূর্ব্বক কহিলেন বোধ হয় ঐ কামিনী আমার ভগিনী সেই জুলিএট্ হইবে। তাহার সহিত আমার কোন নৈকট্য সম্পর্ক নাই শৈশব সময়ে একত্র অধ্যয়ন করিতাম তন্নিমিত্ত অদ্যাবধি পরস্পর ভগিনী সম্বোধন করিয়া থাকি। আমার সহোদর বহু কালাবধি তাহার প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিতেন অতএব সেই বুঝি এক্ষণে প্রেমাসক্তা হইয়া ভ্রাতার এই বিপদ্ ঘটাইয়াছে। লুসিও কহিলেন হাঁ জুলিএটই ঐ ব্যাপারের মূল বটে। ইজাবেল জিজ্ঞাসা করিলেন আমার ভ্রাতা তাহার পাণিগ্রহণ করিলেন না কেন? লুসিও উত্তর প্রদান করিলেন ক্লাদিও বিবাহ করিতে প্রস্তুত আছেন কিন্তু রাজপ্রতিনিধি তাহাকে ত্যাগ করেন না, পরস্ত্রী সংগ্রহণাপরাধে তাহার প্রাণ দণ্ডের আজ্ঞা করিয়াছেন। অতএব আপনি যদি একবার এঞ্জিল সন্নিধানে গমন পুরঃসর মিষ্ট বাক্য দ্বারা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়া ক্ষমা করাইতে চেষ্টা করেন তাহা হইলে আপনকার সোদরের প্রাণ রক্ষা হইতে পারে। আপনকার ভ্রাতা এ বিষয়ের জন্য আপনাকে অনুরোধ করিতে আমাকে পাঠাইয়া দিলেন। ইজাবেল ভগ্ন চিত্ততা প্রকাশ পুরঃসর বলিলেন আমি কি ভ্রাতার জীবন রক্ষা করিতে পারিব? অনুমান করি এঞ্জিলকে তুষ্ট করিয়া এতদ্ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত করা সুকঠিন কর্ম্ম। লুসিও বলিলেন অয়ি চতুরে সন্দেহ এক প্রকার প্রতারক স্বরূপ, কেননা মঙ্গল চেষ্টায় নিরস্ত রাখিয়া তাহার ফল লাভে বঞ্চিত করে অতএব সংশয়কে স্থান দিয়া এ বিষয়ে নিরুৎসাহ হইবেন না। এঞ্জিল সমীপে গমন করুন। আমার বিলক্ষণ বিদিত আছে যুবতীগণ জানুপাতন পুরঃসর উপবেশন করিয়া সজল নয়নে পুরুষ সন্নিধানে কোন বিষয় যাচ্ঞা করিলে পুরুষেরা করুণার্দ্র-চিত্ত হইয়া কল্প তরু তুল্য সর্ব্বতোভাবে তাহাদের প্রার্থনা পূর্ণ করেন। ইজাবেল বলিলেন দেখি কি করিতে পারি

ধর্ম্মশালার উপদেশিনীকে এতদ্বিষয় জানাইয়া এঞ্জিলের নিকট যাই। তুমি এক্ষণে বিদায় হও, ভ্রাতাকে গিয়া কহিও নিশাভাগে এ বিষয়ের সমাচার পাইতে পারিবেন।

তদনন্তর ইজাবেল দেশাধিপের প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন এবং এঞ্জিলের সম্মুখে পাতিত জানু হইয়া উপবেশন পুরঃসর সবিনয় বচনে বলিলেন মহারাজ এ দীনা কিঞ্চিৎ নিবেদন করিতে প্রার্থনা করে কৃপাবলোকন পূর্ব্বক শ্রবণাজ্ঞা হউক। এঞ্জিল বলিলেন কি প্রার্থনা কর? ইজাবেল স্তুতি নতি পূর্ব্বক নিবেদন করিলেন মহারাজ এই দুঃখিনী সহোদরের জীবন দান প্রার্থনা করে। রাজপ্রতিনিধি কহিলেন কুমারি তোমার ভ্রাতার প্রতি পরস্ত্রী গ্রহণাপরাধে ব্যবস্থানুসারে প্রাণ দণ্ডের আদেশ হইয়াছে তাহাকে অবশ্যই সেই দণ্ড ভোগ করিতে হইবে এক্ষণে আর কোন উপায় নাই। ইজাবেল শাসন কর্ত্তার এ কথায় আর কিছু কহিতে না পারিয়া সাতিশয় পরিতাপ প্রকাশ পূর্ব্বক এতাবন্মাত্র কহিলেন ধর্ম্মাবতার এ রাজশাসন অতি সুকঠিন। হায় আমার একমাত্র সহোদর ছিল তাহাকেও হারাইলাম। ভাল পরমেশ্বর আপনার মান রক্ষা করুন। কুমারী এতাবদুক্তি করিয়া বিষণ্ণ বদনে নৃপসদন হইতে বহির্গমন পূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। পথিমধ্যে ভ্রাতৃবন্ধু লুসিওর সহিত সাক্ষাৎ হইল। ঐ ব্যক্তি তাঁহার প্রমুখাৎ নৈরাশ্যের কথা শুনিয়া বলিলেন এত ত্বরায় আপনার প্রার্থনায় নিরাশা হওয়া উচিত হয় না, পুনর্ব্বার এঞ্জিলের সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক বিনীতভাবে উপবেশন করিয়া তাঁহার চরণ ধারণ করত সোদরের জীবন দান প্রার্থনা করুন। অনুমান হয় আপনি প্রার্থনা করিবার রীতি জানেন না এপ্রকার গুরুতর বিষয়ে যৎসামান্যরূপ প্রার্থনা করিলে সহসা কৃতকার্য্য হওয়া যায় না। কোন বস্তু যাচঞা করিতে হইলে অতি তুচ্ছ হইলেও তদ্বিষয়ে অযত্ন করা উচিত হয় না। আপনি যত্ন পূর্ব্বক প্রার্থনা করুন

অবশ্য অভীষ্ট সিদ্ধি করিতে পারিবেন। অতএব ইজাবেল পুনর্ব্বার নৃপ নিকেতনে গমন পূর্ব্বক ভূপতির প্রতিনিধি সমক্ষে জানুপরি বসিয়া করপুটে সবিনয় বচনে কহিতে লাগিলেন ধর্ম্মাবতার অনাথার প্রার্থনায় অবধান হউক। এঞ্জিল বলিলেন কুমারী অনর্থক কেন ক্লেশ পাও, দণ্ডাজ্ঞা প্রচার হইয়াছে, এখন আর অনুগ্রহের সময় নাই, করুণার কাল অতীত হইয়াছে। ইজাবেল বলিলেন ধর্ম্মাবতার এখনও সময় আছে কৃপা কটাক্ষ হইলেই আমার প্রার্থনা সিদ্ধ হইতে পারে। প্রভো রাজমুকুট অস্ত্রশস্ত্র শৌর্য্য বীর্য্য এবং বিচারপতির পরিচ্ছদ এ সকল পদার্থ করুণাপেক্ষা শোভাকর নহে, মহদ্ব্যক্তির ক্ষমাই ভূষণ, ক্ষমাতেই লোকে প্রতিষ্ঠা পায়, অতএব ক্ষমা করিতে আজ্ঞা হউক। ইহাতে এঞ্জিলের অন্তঃকরণ নম্র না হওয়াতে পুনর্ব্বার প্রত্যাখ্যান করত কহিলেন তুমি এস্থান হইতে প্রস্থান কর। ইজাবেল তাহা শুনিয়া পুনর্ব্বার সবিনয় বচনে বলিতে লাগিলেন মহাশয় আমার ভ্রাতা যদিস্যাৎ আপনকার ন্যায় ক্ষমতাবান এবং আপনি তাহার তুল্য কুকর্ম্ম করিয়া তদ্রূপ দুর্দশাপন্ন হইতেন তাহা হইলে তিনি আপনার প্রতি কদাচ ঈদৃক্ নির্দয় হইতেন না। আহা পরমেশ্বর কেন আমাকে আপনকার ক্ষমতা প্রদান করেন নাই, আপনাকে ইজাবেল কেন করিলেন না? তাহা হইলে আমার অন্তঃকরণের ক্লেশ বুঝিতে পারিতেন, এবম্প্রকারে বারম্বার নিরাকৃত করিতেন না। এঞ্জিল কহিলেন কুমারী বৃথা কেন বিলাপ করিতেছ? আমি তোমার সহোদরের দণ্ড বিধান করি নাই, ব্যবস্থানুসারে দণ্ডিত হইয়াছে। ক্লাদিও যদিস্যাৎ আমার আপনার তনয়, সহোদর অথবা কোন আত্মীয় ব্যক্তি হইত তাহা হইলেও দণ্ড নীত্যনুসারে তাহাকে ঈদৃশ দণ্ড ভোগ করিতে হইত অতএব বৃথা কেন বাক্য ব্যয় কর আপনার আলয়ে যাও, কল্য তোমার ভ্রাতার অবশ্যই প্রাণ দণ্ড হইবেক। ইজাবেল বিস্ময় প্রকাশ পূর্ব্বক বলিলেন কি কল্য? আহা অকস্মাৎ

আমার ভ্রাতার মৃত্যু নিবন্ধন করিলেন। ধর্ম্মাবতার বিনয় পূর্ব্বক নিবেদন করি কিয়ৎ দিন রক্ষা করুন এখনও অভাগিনীর ভ্রাতা মরণের নিমিত্ত প্রস্তুত হয় নাই। প্রভো আমরা আত্ম সেবার নিমিত্ত পক্ষিদিগকেও কাল বিশেষে বধ করিয়া থাকি যখন তখন নষ্ট করি না অতএব আপনাদের সেবায় যদিস্যাৎ কাল বিশেষ অপেক্ষিত হইল তবে দণ্ডনীতির অনুসরণ করণক পরমেশ্বর সেবায় কি কাল বিশেষের অপেক্ষা করা উচিত হয় না? কৃপানিধান স্মরণ করিয়া দেখুন অনেকেই আমার সোদরের সদৃশ অপরাধ করিয়াছেন কিন্তু কাহারও কদাপি প্রাণ দণ্ড বিহিত হয় নাই। রাজব্যবস্থা পূর্ব্বাবধি আছে বটে কিন্তু তদনুসারে এই প্রথম কঠিন দণ্ডাজ্ঞা হইল এবং আমার ভ্রাতাকেই সর্ব্বাগ্রে তাহা ভোগ করিতে হইল। প্রভো ধর্ম্মতঃ বলুন দেখি আমার সহোদরের তুল্য দোষ ভুরি২ লোকের আছে কি না? পরন্তু যদিস্যাৎ আপনকার অন্তঃকরণ আমার ভ্রাতার তুল্য স্বভাবতঃ দোষাঘ্রাত হয় তাহা হইলে এ প্রকারে তাহার জীবনের বিরোধি হওয়া নিতান্ত অনুচিত। কুমারী সুমধুর বচনে বিবিধ যুক্তি প্রদর্শন পুরঃসর এবম্পকার বক্তৃতা করিলে এঞ্জিলের মত পরিবর্ত্তন হইবার উপক্রম হইল। কুমারীর রূপ লাবণ্য অবলোকনাবধি তাহার আপনার অন্তঃকরণে অসৎ প্রবৃত্তির উদয় হইতেছিল এবং ক্লাদিও যে ব্যাপারে দোষী হয় মনে২ তাদৃশ ব্যাপারের উপায় চিন্তায় ব্যাকুল হইতেছিল অতএব কামিনীর প্রতি কেবল মৌখিক বিমুখতাচরণ করিতে আরম্ভ করিল। অনন্তর ইজাবেল নৃপতির প্রতিনিধিকে সম্বোধন করিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন প্রভো বিমুখ হইবেন না আমি আপনাকে যথাশক্তি পুরস্কার প্রদান করিব। এঞ্জিল এতৎ প্রস্তাবে রোষ প্রকাশ পূর্ব্বক কহিল কি আমি উৎকোচগ্রাহী? ইজাবেল বিনয় করিয়া বলিলেন ধর্ম্মাবতার আমি সুবর্ণ রজতাদি প্রদান করিব না

আপনকার নিমিত্ত নিয়মানুসারে জগদীশ্বর সন্নিধানে প্রার্থনা করিব। প্রভো আপনি তাহার ফল স্বর্গে দেবগণের সঙ্গে অনুভব করিবেন। হে মহানুভব যে সকল কুমারীর অন্তঃকরণ সাংসারিক ব্যাপারে লিপ্ত হয় নাই তাহারা উপবাস পুরঃসর উপাসনা করিয়া যে আশীর্ব্বাদ বদন হইতে নির্গত করে তাহা অমূল্য ও অক্ষয় ধন। অনন্তর এঞ্জিল সদয় হইয়া কহিল ভাল তুমি অদ্য প্রস্থান কর কল্য আসিও দেখা যাইবে। ইজাবেল কিয়ৎ ক্ষণের নিমিত্ত ভ্রাতার জীবন রক্ষা হওয়াতে সাতিশয় সন্তুষ্টচিত্তা হইলেন অধিকন্তু বিচারপতি পুনশ্চ প্রার্থনা শ্রবণ করিবেন বিদায় গ্রহণ কালে এতদাভাস প্রাপ্ত হওয়াতে মনেং আশা করিতে লাগিলেন দণ্ড প্রণেতার মত পরিবর্ত্তন করিতে পারিব। অতএব প্রস্থান সময়ে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন পুরঃসর এই শুভাবহ বচন বলিয়া গেলেন পরমেশ্বর আপনাকে ধন মান সহিত রক্ষা করুন। এঞ্জিল এতৎ শ্রবণে মনেং কহিতে লাগিল পরমেশ্বর তাহাই করুন। আমি তোমার চিন্তা হইতে নিস্তার পাই, তাহা হইলে প্রাণ মান সকলই থাকিবে। অনন্তর সৎ প্রবৃত্তির প্রাদুর্ভাবে আপনা আপনি বলিয়া উঠিলেন এ কি? এ কি? ঐ কামিনীর উপর আমার মনঃ প্রেম প্রবণ হইল না কি? তাহার বাক্য পুনর্বার শ্রবণ করিতে ও সুলোচন অবলোকন করিতে আমার অভিলাষ হয় কেন? আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি? স্বপ্নই মানব জাতির দুর্জ্জয় বৈরী, সাধু লোকের অনিচ্ছাতেও অন্তঃকরণ মধ্যে অসদ্ভাবের আবির্ভাব করিয়া দেয়। কি আশ্চর্য্য কোন নির্লজ্জা বার যোষাও কদাপি আমার মনে কুপ্রবৃত্তি জন্মাইয়া দিতে পারে নাই ধর্ম্ম শীলা মুগ্ধা বালিকাকে অবলোকন করিয়া ঈদৃশ চাঞ্চল্য হইল। আমি এই কিয়ৎ ক্ষণ পূর্ব্বে প্রেমাকাঙ্ক্ষি ব্যক্তিদিগের প্রতি পরিহাস করিতেছিলাম এক্ষণে আমার চিত্ত

কুমারীর প্রণয় বাসনায় ব্যাকুল হইল এ কি চমৎকার ব্যাপার?

এঞ্জিল নায়িকানুরাগ বশতঃ এবম্প্রকার ব্যাকুল হইয়া দোষাদোষ পর্য্যালোচনা করাতে কারারুদ্ধ ক্লাদিও অপেক্ষা সমস্ত নিশা সাতিশয় যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিল। ফলতঃ বায়ানাধিপতি মহারাজ সেই রজনীযোগে উদাসীনের বেশে কারাগারে উপস্থিত হইয়া ক্লাদিওর সহিত সাক্ষাৎ করত অনুতাপ পূর্ব্বক তাহার মনের শান্ত্বনা নিমিত্ত নানাবিধ ধর্ম্মোপদেশ করিতে ছিলেন ইহাতে তাহার যাতনা বরং খর্ব্ব হইয়াছিল। কিন্তু এঞ্জিল প্রণয়ানুরাগে একেবারে অস্থির হইল, কখন ইজাবেলকে ভুলাইয়া ধর্ম্মভ্রষ্ট করিবার অভিলাষ করিল কখন বা চৈতন্যোদয়ে ঐ ব্যাপার পাপজনক বোধ করিয়া তাদৃশ প্রবৃত্তির নিমিত্ত অনুতাপ করিতে লাগিল। পরন্ত পরিশেষে কুপ্রবৃত্তিই প্রবলা হইয়া উঠিল তাহাতে পূর্ব্বে যে উৎকোচের কথা শ্রবণে চমৎকৃত হইয়াছিল এক্ষণে স্বয়ং কুমারীর কৌমার হরণ নিমিত্ত তদপেক্ষা ঈদৃক্ গুরুতর উৎকোচ প্রদান করিতে সংকল্প করিল যে কুমারী তাহার লোভ সম্বরণ করিতে না পারে অর্থাৎ তাহার সহোদরের জীবন রক্ষা করিতে স্থির করিল।

অতএব পর দিবস প্রাতঃকালে ইজাবেল রাজসভায় প্রবেশ করিলে এঞ্জিল তাহাকে নির্জনে আপনার সমীপে আহ্বান করিল। কুমারী রাজ প্রতিনিধির নিদেশ ক্রমে একাকিনী তন্নিকটে উপনীতা হইলে এঞ্জিল বিরলে তাঁহাকে কহিতে লাগিল হে সুন্দরি তোমার রূপ লাবণ্য অবলোকনাবধি আমার অন্তঃকরণ তোমার প্রণয়াকাঙ্ক্ষি হইয়া অত্যন্ত অস্থির হইয়াছে। জুলিএট যদ্রূপ ক্লাদিওর সহিত ব্যবহার করিয়াছে তুমি যদিস্যাৎ কৌমার প্রদান পুরঃসর আমার সহিত তাদৃক্ আচরণ কর তাহা হইলে এখনি তোমার সহোদরের জীবন রক্ষা করি। ইজাবেল

এ কথা শ্রবণ মাত্রে অতিশয় বিস্ময়াকুলা হইলেন এবং বিনয় প্রকাশ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন ধর্ম্মাবতার আমার ভ্রাতা আপনার ন্যায় জুলিএটের সহিত প্রণয় ব্যবহার করিয়াছেন তবে আপনি কি বিচারে তাঁহার প্রাণ দণ্ডাজ্ঞা করিলেন? এঞ্জিল এতদ্বচনে মনোযোগ না করিয়া পুনশ্চ কহিল যুবতি যে রূপে জুলিএট পিত্রালয় হইতে নিশাভাগে বহির্গতা হইয়া ক্লাদিওর সন্নিধানে আগমন করে তুমি যদি তদ্রূপে গোপনে আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ কর তাহা হইলে তোমার সহোদর ক্লাদিওর রাজদণ্ডে কদাপি মৃত্যু হইবেক না। ইজাবেল এ সকল কথায় মনোমধ্যে বিবেচনা করিয়া কহিলেন কি আশ্চর্য্য রাজপ্রতিনিধি যে দোষের নিমিত্ত আমার ভ্রাতার প্রাণদণ্ডাজ্ঞা করিয়াছে স্বয়ং সেই দোষ করিবার নিমিত্ত বারম্বার আমার প্রবৃত্তি জন্মাইতে লাগিল। পরে সাতিশয় বিষাদ প্রকাশ পুরঃসর বলিলেন যদিস্যাৎ ভ্রাতার পরিবর্ত্তে আমার প্রতি প্রাণদণ্ডাজ্ঞা হইত তাহা হইলে আমি স্বীয় অঙ্গে আভরণ ন্যায় বেত্রাঘাত গ্রহণ করত শমন সদনে গমন করিতাম কিন্তু ভ্রাতার জীবন রক্ষা নিমিত্ত আপনি যে প্রস্তাব করিতেছেন তাহা অতিশয় লজ্জাকর কদাপি স্বীকার করিতে পারি না। পরে ঐ প্রস্তাব রাজপ্রতিনিধির বাস্তব অভিপ্রেত কি না এতদ্বিষয় জিজ্ঞাসু হইয়া আশঙ্কা করত কহিলেন বোধ করি আপনি আমার সতীত্ব পরীক্ষা নিমিত্ত ঐ কথা কহিলেন। এঞ্জিল কুমারীর বিশ্বাস নিমিত্ত কহিল সুন্দরি আমি স্বীয় মর্য্যাদার শপথ করিয়া বলিতেছি আমার আন্তরিক অভিলাষ ব্যক্ত করিয়াছি। রাজপ্রতিনিধি ঈদৃশ অসদভিপ্রায়ের প্রসঙ্গে আপনার মর্য্যাদার শপথ করিলে কুমারী অন্তঃক্রুদ্ধা হইয়া সাতিশয় বিস্ময় প্রকাশ পুরঃসর বলিলেন কি আপনার এতাদৃশ কুৎসিত সংকল্প? আপনি ঈদৃক্ অসৎ কার্য্যে রত, আমি এ কথায় প্রত্যয় করিতে পারি না, ইহাতে বিশ্বাস করিলে আপনার মানহানি হইবেক। এঞ্জিল কহিল

কি করি তোমার রূপে মোহিত হওয়াতে এবম্বিধ অভিলাষ জন্মিয়াছে। পরে ইজাবেল ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহাকে এই অসদাগ্রহ হইতে নিবৃত্ত করিবার মানসে কহিলেন আমার ভ্রাতার নিমিত্ত ক্ষমা পত্র লিখিয়া এখনি তাহাতে স্বাক্ষর করিয়া দাও নচেৎ তোমার রীতি চরিত্রের কথা সর্ব্বত্র প্রচার করিব। এঞ্জিল কহিল সুন্দরি তোমার কথায় কে প্রত্যয় করিবে? আমার খ্যাতি সর্ব্বত্র প্রচরদ্রূপ আছে। আমি অতি ন্যায় শীল এবং অত্যন্ত কঠোর জীবন ধারণ করি সকলেই জানে তুমি আমার চরিত্রের বিরুদ্ধে কোন কথা কহিলে কেহই তাহাতে বিশ্বাস করিবে না। বৃথা কেন গোলযোগ কর আমার অভিলাষ পূর্ণ করিয়া ভ্রাতাকে কৃতান্তের করাল কবল হইতে রক্ষা কর না কেন? যদি সম্মতা না হও কল্য সহোদরের নিধন দর্শন করিতে হইবে। আমি তোমার অপবাদের কথায় ভীত হই না আমার বিরুদ্ধে যাহা কহিতে চাহ কহিও তোমার সত্য কথা অপেক্ষা আমার অলীক বাক্যে লোকে অধিক বিশ্বাস করিবে। এখন আমার প্রার্থনায় সম্মতা হইলা না কল্য দেখিতে পাইবে। অতএব ইজাবেল সহোদরের জীবনে নিরাশা হইয়া এই ভাবিতেং ভ্রাতার নিকট কারাগারে গমন করিলেন আহা কাহার নিকট গিয়া শরণ প্রার্থনা করিব। যদি রাজপ্রতিনিধির কথা প্রকাশ করি কেহ তাহাতে প্রত্যয় করিবে না। পরে কারালয়ে প্রবেশ পূর্ব্বক সোদরের সমক্ষে উপস্থিতা হইয়া দেখিলেন সহোদর ক্লাদিও এক জন উদাসীন পুরুষের সহিত ধর্ম্ম বিষয়ে কথোপকথন করিতেছে সেই ব্যক্তি বস্তুতঃ উদাসীন নহেন, তিনি বায়ানাধিপতি। মহারাজ আকৃতি গোপন পূর্ব্বক তথায় গিয়াছিলেন। নৃপতি দণ্ডনীত্যনুসারে রাজ্য শাসন নিমিত্ত এঞ্জিলকে প্রতিনিধি রূপে নিযুক্ত করিয়া আপনি ছদ্মবেশে সমস্ত বিষয় অনুসন্ধান করিতেছিলেন। স্ত্রীসংগ্রহণাপরাধে ক্লাদিওর প্রাণ দণ্ড বিধান হইলে তাহার দোষের বিবরণ

অন্বেষণ করেন তাহাতে জুলিএটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নায়ক নায়িকার মনের ভাব জানিতে পারিয়াছিলেন। অভাগিনী জুলিএট সজল নয়নে নরপতির সন্নিধানে অনুতাপ পূর্ব্বক স্বীকার করেন ক্লাদিও অপেক্ষা আমিই অধিক দোষী কেননা ইচ্ছা পূর্ব্বক অসৎ প্রার্থনায় সম্মতা হইয়াছিলাম।

ইজাবেল সহোদরের উদ্দেশ নিমিত্ত কারালয়ে প্রবেশ করিয়া কহিলেন এস্থানে কুশল হউক, সুখে থাক। ছদ্মবেশী নৃপতি শব্দ শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন কে তুমি? অভ্যন্তরে আগমন কর, অত্রত্য দুর্ভগ লোকদিগের মঙ্গল প্রার্থকেরা সর্ব্ব প্রকারে অভ্যর্থনীয় হইয়া থাকেন। ইজাবেল আলয় মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিলেন ক্লাদিওর সহিত বিশেষ কথা আছে। ইহাতে ভূপাল তাহাদের ভ্রাতা ভগিনীকে একত্র রাখিয়া আপনি সে স্থান হইতে নির্গত হইলেন। কিন্তু অন্যত্র প্রস্থান না করিয়া কারাগারের রক্ষককে বলিলেন আমাকে এখানে এমত কোন স্থলে লুক্কায়িত করিয়া রাখ যেখানে থাকিয়া ইহাদের কথোপকথন শুনিতে পাই।

ক্লাদিও ভগিনীকে নিরীক্ষণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল সমাচার কি? ইজাবেল বিষাদ প্রকাশ পুরঃসর উত্তর দিলেন আর সংবাদ কি, কল্য মৃত্যু হইবে, প্রস্তুত হও। ক্লাদিও জীবন নিমিত্ত কাতর হইয়া কহিল ভগিনি কোন উপায় কি নাই? ইজাবেল কহিতে লাগিলেন ভ্রাতঃ একটা অতি ঘৃণাকর জঘন্য উপায় আছে তাহাতে যদি সম্মত হওয়া যায় তবে তোমার জীবন রক্ষা হইতে পারে কিন্তু সে জীবন অপমানে জীবন নাশাপেক্ষা অতিশয় ক্লেশদায়ক হইবেক। ক্লাদিও কহিল কি আমাকে বল দেখি। ইজাবেল বলিলেন ভ্রাতঃ বলিতে ভয়ে আমার হৃৎকম্প হইতেছে, কি জানি যদি অনিত্য জীবন স্বল্প কাল রক্ষা করিবার নিমিত্ত পুরুষ পরম্পরায় সমাগত মহা সম্ভ্রমে অনাদর কর। ভ্রাতঃ তোমার কি মরিতে সাহস হয়? মৃত্যু চিন্তাও

অতি ভয়ানক, মহাবীর পরাক্রান্ত পুরুষের মৃত্যু যাতনা যদ্রূপ, যে সকল ক্ষুদ্রং কীটের উপর আমরা অহরহ পদার্পণ করি তাহাদিগের মরণ ক্লেশও তদ্রূপ। ক্লাদিও কহিলেন ভগিনি তুমি কি নিমিত্ত লজ্জা দিতে লাগিলে? তুমি জান কি না আমার প্রকৃতি কুসুমের তুল্য সুকুমার বটে কিন্তু আমি মনে করিলে তাহাতে কাঠিন্য উৎপাদন করিতে পারি? যদি ঘৃণাকর উপায় হয় তাহাতে সম্মত হইব কেন? বাহুপ্রসারণ পুরঃসর নবোঢ়া নায়িকা বোধে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিব। ইজাবেল প্রাণ সংশয়ে পতিত সহোদরের এবম্প্রকার সাহসিক বাক্য শ্রবণ করিয়া বিষাদেও হর্ষ প্রকাশ পূর্ব্বক কহিলেন ভ্রাতঃ আমার সনাভির ন্যায় কথা কহিলে। শুনিতে পাও আমাদের জনকের সমাধি স্থান হইতে যেন এই সকল বাক্য উচ্চারিত হইতেছে এক দিন অবশ্য মরিতে হইবে এমত কি মনে করিতে? ভাই এ কি বলিবার কথা? আমাদের রাজপ্রতিনিধি আমাকে কহিলেন কি যদি কৌমার প্রদান কর তাহা হইলে তোমার ভ্রাতার জীবন রক্ষা করি। দুরাত্মা যদিস্যাৎ তোমার মোচন নিমিত্ত আমার কুমারীত্বের পরিবর্ত্তে জীবন যাচঞা করিত অবিলম্বে তুচ্ছ প্রাণ সমর্পণ করিতাম কিন্তু সে কৌমার হরণ করিতে চাহে তাহাতে সম্মতা হইয়া কলঙ্কিত জীবন লইয়া কি করিব? ক্লাদিও আহ্লাদ পূর্ব্বক কহিল ভগিনি এতন্নিমিত্ত তোমাকে অবশ্য ধন্যবাদ করি। ইজাবেল তাহার তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন তবে কল্য প্রাণ দণ্ড স্বীকারে প্রস্তুত হও। ক্লাদিও এখন আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করত কহিতে লাগিল ভগিনি মৃত্যু যন্ত্রণা অতিশয় ভয়ঙ্করী। ইজাবেল বলিলেন ভ্রাতঃ অপমানগ্রস্ত ঘৃণিত জীবন তদপেক্ষা ভয়ানক। ক্লাদিওর স্বভাব এক্ষণে মরণ ভয়ে অন্য ভাবান্বিত হইল এবং বধদণ্ডাজ্ঞা প্রচার হইলে দোষি ব্যক্তিরা যে ভাবনায় ব্যাকুল হয় ক্লাদিওর অন্তঃকরণে সেই রূপ চিন্তা প্রবলা

হইয়া উঠিবাতে উচ্চ স্বরে বলিল ভগিনি প্রাণ অতি প্রিয় পদার্থ, তাহা রক্ষা করিতে চেষ্টা কর। ভ্রাতার জীবন রক্ষা নিমিত্ত যে পাপ করিবে অনেকে স্বভাবতঃ তদ্রূপ কিল্বিষ করিয়া থাকে। তোমার এ বিষয়ে অধর্ম্ম হইবেক না বরং বিপন্নের প্রাণ পরিত্রাণ নিমিত্ত কলুষের বিনিময়ে নিরতিশয় সুখসাধন পুণ্য হইবে। ইজাবেল সহোদরের ভীরুতা প্রযুক্ত এই নীচ প্রকৃতির কথা শ্রবণে কোপাবেশে বলিলেন অরে পাপাত্মা কাপুরুষ তুই ভগিনীর সতীত্ব নষ্ট করিয়া আপনার অনিত্য অধম জীবন রক্ষা করিতে বাসনা করিস্, ছিঃ তোরে ধিক্, তোর জীবনেও ধিক্, আমি মনে করিয়াছিলাম তোর একটা মুণ্ড কি বিংশতি মস্তক থাকিলে তাহাও আমার সতীত্ব রক্ষা নিমিত্ত স্বয়ং বধযন্ত্রে সমর্পণ করিতে স্বীকার করিবি, তোর ঈদৃক্ নীচ প্রবৃত্তি। ক্লাদিও কহিল ভগিনি আমার কথার শেষ পর্য্যন্ত না শুনিয়া অকারণ কেন ক্রোধ কর? এই বাক্য কহিয়া ভীরু স্বভাব প্রযুক্ত পুণ্যবতী ভগিনীর ব্যভিচার দ্বারা স্বীয় জীবন রক্ষার নিমিত্ত অন্য প্রকারে প্রবৃত্তি লওয়াইতে বচনারম্ভ করে ইত্যবসরে মহারাজ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাহাদিগকে কহিলেন আমি গোপনে থাকিয়া তোমাদের সমুদায় কথোপকথন শ্রবণ করিয়াছি। আমার জ্ঞাত আছে পুণ্যশীলা কুমারীর কৌমার হরণ নিমিত্ত এঞ্জিলের বাস্তবিক মানস নাই কেবল সতীত্ব পরীক্ষার্থ তাদৃক্ উক্তি করিয়াছিলেন, যুবতী সতী এতজ্জন্য অবশেষে তাঁহার যথেষ্ট সন্তোষ জন্মিয়াছে। অতএব ওহে ক্লাদিও তোমার ক্ষমা প্রাপ্তির কোন সম্ভাবনা দেখি না পরমেশ্বরের স্মরণ করত মৃত্যু নিমিত্ত প্রস্তুত হও। ক্লাদিও দুর্ব্বল স্বভাব এ প্রযুক্ত ঐ কথা শ্রবণে খেদ করিয়া কহিল ভগিনি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমার আর জীবন ধারণে বাসনা নাই তাহাতে অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছে এক্ষণে আশু নিষ্কৃতি

পাইবার অভিলাষ করি। এতাবন্মাত্র উক্তি করিয়া লজ্জিত হওত বিষণ্ণ বদনে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল।

অনন্তর ছদ্মবেশী নৃপতি ইজাবেলকে একাকিনী পাইয়া সতীত্ব রক্ষণে তাঁহার সুদৃঢ় যত্নের বিষয়ে বিস্তর প্রশংসা করত কহিতে লাগিলেন অয়ি কুমারি যে হস্ত তোমাকে রূপবতী করিয়াছে সেই কর দ্বারা তোমার অন্তঃকরণ মধ্যে অনুপম গুণ রত্ন নিহিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। ইজাবেল এঞ্জিলের বিষয় উত্থাপন পূর্ব্বক কহিলেন আহা বায়ানাধিরাজ দুরাত্মা এঞ্জিল কর্ত্তৃক ঈদৃক্ প্রবঞ্চিত হইয়াছেন যদি কদাচিৎ স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন এবং আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বাক্যালাপ করিতে পাই তাহা হইলে তাঁহার সুশীল প্রতিনিধি কি প্রকারে ন্যায়ানুবর্ত্তন পুরঃসর রাজত্ব করিতেছে নিবেদন করি। কুমারী কোন ক্রমে জানিতে পারিলেন না যে যাহা প্রকটিত করিতে বাসনা করিতেছেন তখনই প্রকাশ হইল। ছদ্মবেশী কহিলেন মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ হইবার অসম্ভাবনা কি? কিন্তু তোমার যাদৃশী অবস্থা তাহাতে অনুমান করি তুমি যে অপবাদ আরোপ করিবে এঞ্জিল অবলীলাক্রমে তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিবেক। অতএব আমি একটা পরামর্শ বলি শ্রবণ কর। তুমি একটী দুঃখিনী রমণীর হিত চেষ্টা কর তাহা হইলে তোমার যথেষ্ট পুণ্য হইবে এবং স্বীয় সহোদরকে রাজ প্রতিনিধির নিদারুণ কোপ হইতে পরিত্রাণ করিতে পারিবে অথচ তোমার চরিত্রে কোন প্রকার কলঙ্ক স্পর্শ হইবারও সম্ভাবনা নাই। যদিস্যাৎ বায়ানাধিরাজ কখন স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন তদ্বিষয়ের কথা বার্ত্তা শ্রবণে তাঁহার যৎপরোনাস্তি আনন্দ জন্মিবেক সন্দেহ নাই। ইজাবেল কহিলেন যদিস্যাৎ কোন প্রকার কুক্রিয়ার সংশ্রব না থাকে তাহা হইলে আপনকার নিয়োগানুসারিণী হইতে প্রস্তুত আছি। নরনাথ কহিলেন ধর্ম্মের পরাক্রম অতিশয় প্রবল। পরে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন সমুদ্রে

নিমগ্ন মহাবীর ফ্রেড্রিকের এক ভগিনী ছিলেন তাঁহার নাম তোমার শ্রুত আছে? ইজাবেল বলিলেন হাঁ শুনিয়াছি সেই তরুণীর আখ্যা মেরিয়ানা। তাঁহার সুখ্যাতির বিষয়েও অনেক কথা শুনা আছে। ভূপাল কহিলেন সেই মহিলা এঞ্জিলের পরিণীতা ভার্য্যা। সেই দুর্ভগা অবলার ভ্রাতা যে অর্ণবতরি সহিত জলসাৎ হন্ তাহার মধ্যে অঙ্গনার পারিণায্য ধন থাকাতে সে সকলও সাগরের উদরে নিক্ষিপ্ত হয়। ইহাতে সেই হতভাগ্য ভামিনীর যৎপরোনাস্তি দুর্গতি হইল। প্রিয় সহোদর হারাইলেন। যৌতুক ধন হঠাৎ বিনষ্ট হওয়াতে তাঁহার স্বামী ভাক্ত ধার্ম্মিক এঞ্জিল নিঃস্নেহ হইয়া সাতিশয় ঘৃণা করিতে লাগিল এবং ক্রমে সুশীলা অবলার অখ্যাতি রটনা করিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল। পরিত্যাগের কারণ কেবল ধন বিনাশ। দুর্ভগা ভামিনী এই রূপে পতি কর্ত্তৃক ত্যক্তা হইয়া নিরন্তর পরিতাপ করত সজল নয়নে রোদন মাত্র পরায়ণা হইলেন। তাঁহার পতি দেখিয়া শুনিয়াও কিঞ্চিন্মাত্র করুণান্বিত হইল না। তাহার মুখ হইতে কদাপি শান্তনা বাক্য উচ্চারিত হয় নাই। কিন্তু দুরাত্মা এবম্প্রকার নির্দয় ব্যবহার করিলেও সচ্চরিত্রা যুবতীর মনঃ নিরন্তর তাহাতেই প্রণয় প্রবণ হইয়া রহিল। প্রথম মিলন কালে স্বামির প্রতি যদ্রূপ স্নেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন নিরন্তর তদ্রূপ ভক্তি করিতেছিলেন। অনন্তর নৃপতি আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করত কহিলেন ইজাবেল তুমি এঞ্জিলের নিকট গমন পূর্ব্বক তাহার অভিলষিতানুসারে অদ্য যামিনীর দ্বিতীয় যামে তদীয় আলয়ে উপস্থিত হইতে স্বীকার করিয়া ভ্রাতার নিমিত্ত ক্ষমা প্রার্থনা কর। মেরিয়ানা তোমার পরিবর্ত্তে নিরূপিত সময়ে তাহার নিকট গমন করিবেন। সে অন্ধকারে চিনিতে পারিবেক না, তুমি অঙ্গীকারানুসারে উপস্থিত হইয়াছ বোধ করিয়া সাতিশয় ঔৎসুক্য সহকারে তাঁহার সহিত মিলিত হইবেক। বৎসে এতদ্ব্যাপারানুষ্ঠানে কিঞ্চি-

ন্মাত্র সঙ্কুচিত হইও না। এঞ্জিল মেরিয়ানার পাণিগ্রাহ স্বামী, তাহাদের উভয়ের এইরূপে সংঘটন করিয়া দিলে তাহাতে অধর্ম্ম হইবেক না। ইজাবেল এই পরামর্শে হর্ষান্বিত হইয়া তদনুরূপ অনুষ্ঠান নিমিত্ত তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিলেন এবং রাজাও এই বৃত্তান্ত মেরিয়ানার সুগোচর করিতে সত্বর তাঁহার সদনে গেলেন। মহারাজ ইতিপূর্ব্বে দুর্ভগা মেরিয়ানার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার প্রমুখাৎ পতির অসদাচরণের বিবরণ শ্রবণ করিয়াছিলেন এবং সেই সুশীলা অবলাকে নানা প্রকার সদুপদেশ দিয়া শান্ত্বনা করেন অতএব তিনি পুনর্ব্বার অঙ্গনার আলয়ে উপস্থিত হইবামাত্র সেই সীমন্তিনী পরম সমাদর পুরঃসর তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন এবং উপদেশানুসারে কর্ম্ম করিতে তৎক্ষণাৎ সম্মতা হইলেন।

অনন্তর ইজাবেল এঞ্জিলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যামিনীযোগে তদীয় অভিলষিত সিদ্ধির বিষয় অবধারিত করিলেন। পরে উদাসীনের বেশধারি মহারাজের নিদেশানুসারে মেরিয়ানার নিকেতনে উপনীত হইলেন। সে স্থানে মহারাজ উপস্থিত ছিলেন। যুবতীকে দেখিয়া সহর্ষে বলিলেন ভাল হইল উপযুক্ত সময়ে সাক্ষাৎ হইয়াছে প্রতিনিধির সমাচার কি বল দেখি? ইজাবেল রাজপ্রতিনিধির অভিলষিত বিষয় সম্পাদন নিমিত্ত যে রূপ অবধারিত করিয়া আসিলেন আনুপূর্ব্বিক কহিতে লাগিলেন হে উদাসীন মহাশয় এঞ্জিলের এক উদ্যান আছে তাহার চতুর্দ্দিকে ইষ্টকময় প্রাচীর। পশ্চিমাংশে দ্রাক্ষা ক্ষেত্রের নিকটস্থ একটা বৃহৎ দ্বার দিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করা যায়। তৎপরে এঞ্জিলের প্রদত্ত দুইটা চাবি দেখাইয়া কহিলেন এই বড় চাবিতে দ্রাক্ষা ক্ষেত্রের দ্বার মুক্ত করা যায়, আর ক্ষুদ্রটীতে উদ্যানের কপাট উদ্ঘাটিত হয়। আমি অদ্য রজনী যোগে ঐ দ্বার দিয়া উদ্যান মধ্যে গমন পূর্ব্বক তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে অঙ্গীকার করিলে সে আমার ভ্রাতার জীবন

রক্ষার্থ সত্য করিল। যে স্থানে গোপনে আমার সহিত সম্মিলিত হইবার বিষয় ধার্য্য করিল আমি বিলক্ষণ রূপে চিনিয়া আসিয়াছি। নৃপতি কহিলেন কোন সঙ্কেত কি অবধারিত হইয়াছে? হইয়া থাকে বল মেরিয়ানা অবগত হইয়া থাকুন তদনুসারে কার্য্য করিবেন। ইজাবেল বলিলেন, না, কোন সঙ্কেত কহে নাই, রাত্রি অন্ধকারাচ্ছন্ন হইলে যাইতে হইবেক। আমি তাহাকে কহিয়াছি কিয়ৎক্ষণ মাত্র সহবাস করিতে পারিব কেননা আমার সমভিব্যাহারে এক জন কিঙ্কর আসিয়া থাকে সে জানে আমি ভ্রাতার কার্য্যোপলক্ষে যাতায়াত করি। ভূপাল ইজাবেলের এবম্প্রকার প্রজ্ঞতা ব্যবহারে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অনন্তর ইজাবেল মেরিয়ানার প্রতি নেত্রপাত করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করত কহিলেন, ভগিনি যদিও এঞ্জিল তোমার পাণিগ্রাহ তথাপি পরকীয়া ভাবে অত্যল্প কথোপকথন করিবে এবং বিদায়াবসরে মৃদুস্বরে কহিবে এক্ষণে আমার সহোদরের বিষয় যেন স্মরণ থাকে।

অনন্তর নিশাগমে দিনমণির কিরণ বিরহে সমস্ত জগৎ অন্ধকারাবৃত হইলে ইজাবেল মেরিয়ানা সমভিব্যাহারে নির্দ্দিষ্ট উদ্যান দ্বারের নিকট গমন করিলেন এবং দুরাচার প্রতিনিধির পরিণীতা বনিতাকে তাহার নিকট পাঠাইয়া দিয়া স্বীয় সতীত্বের অবিরোধে সোদরের জীবন রক্ষা হইল ভাবিয়া মনেং যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইলেন। কিন্তু রায়ানাধিরাজ ইজাবেলের সহোদরের জীবন তখনও নিরাপদ জ্ঞান করিলেন না। ঐ বিষয়ে তাঁহার সংশয় প্রবল হওয়াতে রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর সময়ে পুনর্ব্বার কারাগারে গমন করিলেন। মহারাজ যদিস্যাৎ দীনবাৎসল্য প্রযুক্ত হঠাৎ তথায় গিয়া উপস্থিত না হইতেন তাহা হইলে সেই বিভাবরী ভাগেই অনাথ ক্লাদিওর শিরশ্ছেদ হইত। রাজা বন্দিশালায় প্রবেশ করিলে পর কারা রক্ষকের প্রতি রাজপ্রতিনিধির এই আদেশ আসিল ক্লাদিওর জীবন সংহার পূর্ব্বক ছিন্ন মস্তক

কল্য প্রত্যূষে পাঠাইয়া দিবে। কারালয়ের অধ্যক্ষ প্রভুর আদেশক্রমে ক্লাদিওর শিরশ্ছেদনে উদ্যত হইলে নৃপতি তাহাকে নিবারণ করত কহিতে লাগিলেন কেন একটা মহা-প্রাণি হিংসা করিবে প্রতারণা অবলম্বন পূর্ব্বক রাজপ্রতিনিধির নিদেশ পালন কর। অদ্য প্রাতঃকালে এক ব্যক্তি এই কারালয়ে নিধন প্রাপ্ত হইয়াছে তাহার মস্তক ছেদন পূর্ব্বক এঞ্জিলের সন্নিধানে পাঠাইয়া দাও। কারারক্ষক ছদ্মবেশধারি নৃপতিকে বাস্তবিক উদাসীন জ্ঞান করিয়াছিল যদিস্যাৎ উদাসীনের প্রস্তাবে সম্মত না হয় একারণ রাজা তাহার সম্মতি নিমিত্ত কৌশল করিয়া বায়ানাধিপের স্বাক্ষর ও মুদ্রাঙ্কিত এক লিপি প্রদর্শন করাইলেন। কারাধ্যক্ষ লিপি অবলোকন করিয়া সবিস্ময় চিত্তে বিবেচনা করিতে লাগিল বোধ হয় এই ব্যক্তি অনুপস্থিত স্বামির গুপ্তাদেশ প্রাপ্ত হইয়া থাকিবেক অতএব ক্লাদিওর প্রাণ রক্ষণে সম্মত হইল এবং মৃত বন্দির মুণ্ড ছেদন পূর্ব্বক এঞ্জিলের সমীপে পাঠা-ইয়া দিল।

তদনন্তর ভূপাল কারালয়ের এক প্রদেশে অবস্থিতি পূর্ব্বক গোপনে বাহক দ্বারা প্রতিনিধি এঞ্জিল সন্নিধানে এই আদেশ পত্র প্রেরণ করিলেন আমি অদ্য রাজধানী প্রত্যা-গমন করিতাম দৈবী দুর্ঘটনা বশতঃ গমন স্থগিত হইল। কল্য পূর্ব্বাহ্ণে নগরীর অভ্যন্তরে গিয়া উপস্থিত হইব। পুরপ্রবে-শাবসরে পথিমধ্যে সাক্ষাৎ করিয়া আমার রাজকীয় ক্ষমতা প্রত্যর্পণ করিও। অপর অন্য লিপিযোগে প্রজাগণ মধ্যে এই ঘোষণা প্রদানের আজ্ঞা করিলেন রাজ্যমধ্যে কেহ যদি অবিচারের ক্ষোভ নিবারণ নিমিত্ত কোন প্রকার অভিযোগ করিতে বাসনা করে রাজার পুর প্রবেশ কালে পথিমধ্যে আবেদন পত্র অর্পণ করিলে তাহাতে মনোযোগ বিধান হইবেক।

ছদ্মবেশি বায়ানাধিরাজ একটা কৌশল করিবার আশয়ে ইজাবেলের নিকট তদীয় সহোদরের শিরশ্ছেদের

কথা ব্যক্ত করিতে মনস্থ করিয়া কারালয়ে তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন ইত্যবসরে ভ্রাতৃবৎসলা যুবতী ব্যস্ত সমস্তা হইয়া তথায় আসিয়া উপস্থিতা হইলেন এবং ব্যগ্রতা পূর্ব্বক উদাসীনের বেশধারি মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন আমার সহোদরের মুক্তির বিষয়ে রাজপ্রতিনিধির সকাশ হইতে কোন সমাচার আসিয়াছে কি না? রাজা বিষণ্ণতা প্রকাশ পুরঃসর প্রতিবচন প্রদান করিলেন বৎসে এঞ্জিল তোমার ভ্রাতাকে একেবারে পৃথিবীমণ্ডল হইতে উদ্ধার করিয়াছে, কিয়ৎ ক্ষণ মাত্র গত হইল তাহার ছিন্ন মুণ্ড রাজপ্রতিনিধির সমীপে পাঠান গেল। ইজাবেল এতচ্ছ্রবণে অচেতন হইয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন হাঃ দুর্ভাগ্য ক্লাদিও, হাঃ জগৎদ্বেষ্টা এঞ্জিল, হাঃ দুঃখিনী ইজাবেল। ছদ্মবেশী নৃপতি অবলার এইরূপ করুণাকর বিলাপ কালে বিবিধ প্রকার প্রবোধ প্রদান করিলেন এবং যুবতীর শোকাবেগ কিঞ্চিৎ শান্ত হইলে তাঁহাকে কহিলেন বৎসে বায়ানাধিপতি মহারাজ অবিলম্বে রাজধানী মধ্যে প্রত্যাগমন করিবেন তাঁহার নিকট রাজপ্রতিনিধি এঞ্জিলের নামে অভিযোগ করিও। যদিও এ বিষয়ে অমঙ্গল সম্ভাবনা হয় তথাপি ভীতা হইও না, নির্ভয়ে তাহার আচরণের বিষয় ব্যক্ত করিও। উদাসীনের বেশধারী মহারাজ এইরূপে ইজাবেলকে উপদেশ দিয়া মেরিয়ানার সন্নিধানে গমন করিলেন এবং দুরাশয় এঞ্জিলের দমনার্থ তাঁহাকে যে২ কার্য্য করিতে হইবে তদ্বিষয়ে সৎ পরামর্শ দিলেন।

তদনন্তর মহারাজ উদাসীনের বেশ পরিত্যাগ পুরঃসর রাজপরিচ্ছদ গ্রহণ করিলেন এবং রাজ দর্শনে হৃষ্ট প্রজাজনে বেষ্টিত হইয়া রাজধানী প্রবেশ করিলেন। এঞ্জিল নৃপতির আগমন সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া প্রত্যুদ্গমন পূর্ব্বক পথিমধ্যে সাক্ষাৎ করত রাজকীয় শক্তি প্রত্যর্পণ করিল। ইজাবেলও এই সময় বিচার প্রার্থিনীর ন্যায়

উপস্থিতা হইয়া উচ্চ স্বরে আবেদন করিতে লাগিলেন মহারাজ বিচারাজ্ঞা হউক আমি ক্লাদিও নামক এক ব্যক্তির ভগিনী, আমার ভ্রাতা অবিবাহিতা এক যুবতীর সহিত ব্যভিচার করণাপরাধে দোষী হওয়াতে রাজ প্রতিনিধি তাহার শিরশ্ছেদাজ্ঞা করে। মহারাজ আমি স্বীয় সহোদরের প্রতি রাজপ্রতিনিধির করুণা উৎপাদন নিমিত্ত যে প্রকার কাতরোক্তি বিনতি করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং রাজপ্রতিনিধি যদ্রূপে তাহাতে উপেক্ষা করে সে সকল বিষয়ের পুনরুক্তি করা নিষ্প্রয়োজন, এতদ্বিষয়ের জন্য শেষে যে শোকাবহ ও ঘৃণ্য ঘটনা হয় তাহাই প্রকাশ করি অবধান হউক। মহারাজ বলিতে লজ্জা হইতেছে রাজপ্রতিনিধি এঞ্জিল আমার প্রার্থনায় কহিয়াছিল কি, যদিস্যাৎ আমি তাঁহার সহিত ব্যভিচার করিতে স্বীকৃতা হই, তাহা হইলে আমার ভ্রাতাকে মুক্ত করিবে। ধর্ম্মাবতার রাজপ্রতিনিধির এতদ্বাক্যে যদিও আমার অন্তঃকরণে সাতিশয় ঘৃণা জন্মিয়াছিল তথাপি ভ্রাতৃ বাৎসল্য প্রবল হওয়াতে বিবিধ বিতণ্ডার পর স্বীয় সতীত্ব ধর্ম্ম বিসর্জ্জন পুরঃসর তদীয় কুৎসিতাভিলাষ সম্পাদনে সম্মত হইয়াছিলাম। কিন্তু দুরাত্মা এঞ্জিল এক প্রকার অঙ্গীকার করিয়া আপনার ঘৃণ্য কামনা পূর্ণ করিয়াছে অথচ এ দুঃখিনীর সোদরের প্রাণ দণ্ড বিধানে ক্ষান্ত হয় নাই অতএব আপনার প্রতিনিধি হইতে অন্যায়তঃ আমার সতীত্ব ও সহোদরের প্রাণ বিনাশ হইয়াছে বিচারাজ্ঞা হউক। মহারাজ এতচ্ছ্রবণে ছল করত এবম্প্রকার ভাব ব্যক্ত করিলেন যেন অবলার বাক্যে তাঁহার বিশ্বাস হয় না। অতএব এঞ্জিল কহিতে লাগিল মহারাজ ব্যবস্থানুসারে এই স্ত্রীলোকের সহোদরের প্রাণ দণ্ড করা গিয়াছে এ অবলা ভ্রাতৃশোকে ব্যাকুলা ইহার বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছে সন্দেহ নাই এ সকল কেবল প্রলাপ বাক্য। তদনন্তর অন্য এক মহিলা অর্থাৎ মেরিয়ানা মহীপতি সন্নিধানে উপস্থিতা হইয়া নিবেদন

করিতে লাগিলেন মহারাজ যথার্থ জ্ঞান সত্যের অভ্যন্তরে অবস্থিতি করে এবং সত্যতেই ধর্ম্ম বিরাজমান হয় আমি সত্য বাক্য কহিতেছি শ্রবণে অবধান হউক। আমি এই পুরুষের পরিণীতা বনিতা। ধর্ম্মাবতার ইজাবেল আমার স্বামির চরিত্রে দোষারোপ পূর্ব্বক যাহা২ কহিলেন সকলি অলীক, কেননা ইনি যে নিশাভাগে এঞ্জিলের সহিত সহবাসের কথা কহিলেন সে রাত্রি উদ্যানালয়ে আমি স্বামির সহিত যাপন করিয়াছিলাম। হে নরনাথ আমি এ বিষয়ে শপথ করিতে পারি, যে সকল কথা কহিলাম যদি সত্য হয় যেন এ স্থান হইতে নির্বিঘ্নে উত্থান করিতে পারি আর যদি মিথ্যা হয় এখানেই যেন আমার শ্মশান ভূমি হয়। তৎপরে ইজাবেল স্বীয় কথার সত্যতা প্রমাণ নিমিত্ত উদাসীন লাদোইককে সাক্ষী মানিলেন। নৃপতি ছদ্মবেশাবস্থায় ঐ নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইজাবেল এবং মেরিয়ানা উভয়েই উদাসীনের উপদেশানুসারে স্ব২ পক্ষে বাদ বিতণ্ডা করিতেছিলেন। ফলতঃ মহারাজের এই অভিসন্ধি ছিল যে তাঁহাদিগের বাক্য কৌশল দ্বারা ইজাবেলের সতীত্ব বায়ানা নগরবাসিদের সমক্ষে সপ্রমাণ হয়। কিন্তু এঞ্জিল কিছুই বুঝিতে পারিল না যে কামিনীদ্বয় কি কারণে এবম্বিধ বাগ্বিতণ্ডা করিতেছে। রমণীদ্বয়ের উক্তির অনৈক্য দ্বারা তাহার মনে২ প্রত্যাশা হইল ইজাবেলের অপবাদ হইতে আপনাকে মুক্ত করিতে পারিব অতএব কিয়ৎ ক্ষণ পরে নির্দোষির ন্যায় ভাব প্রকাশ পুরঃসর বলিল আমি এই দুই প্রমদার কথোপকথনে এত ক্ষণ পর্য্যন্ত কেবল হাস্য করিতেছিলাম কিন্তু হে মহারাজ আর ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া থাকিতে পারি না, আমার বোধ হইতেছে এই দুই অবলা কেবল যন্ত্রমাত্র, কোন মহৎ ব্যক্তি যন্ত্রী হইয়া মন্ত্রণা প্রদান করত ইহাদিগকে এবম্প্রকার বাগ্বিতণ্ডায় নিযুক্ত করিয়া থাকিবেন। অতএব হে নরনাথ ঐ মন্ত্রণা কি? প্রকটন করিতে মানস করি, এতদ্বিষয়ের উপায়ান্বে-

যথার্থ অনুমতি হউক। নৃপতি কহিলেন আমি সর্ব্বান্তঃকরণে আজ্ঞা দিলাম তুমি এ বিষয় অনুসন্ধান কর যাহার কুমন্ত্রণা প্রকাশ করিয়া দিবে তাহার প্রতি তোমার ইচ্ছানুসারে দণ্ড বিধান করিব। অনন্তর ইস্কেলস্‌কে বলিলেন হে সম্ভ্রান্ত পুরুষ তুমিও এঞ্জিলের সহিত একত্র হইয়া এ বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধান করিতে যত্ন কর। যে উদাসীন এই দুই অবলাকে রাজ প্রতিনিধির গ্লানি করণে প্রবৃত্ত করিয়াছে তাহাকে আনয়ন নিমিত্ত লোক পাঠান গিয়াছে, সে ব্যক্তি আসিয়া উপস্থিত হইলে তাহার দোষের বিষয়ে প্রমাণ লইয়া যে দণ্ড বিবেচনা সিদ্ধ হয় তাহাই বিধান করিও। আমি কিয়ৎ ক্ষণের নিমিত্ত স্থানান্তরে গমন করি। কিন্তু এঞ্জিল তোমাকে একটী কথা কহিয়া রাখি যাবৎ এই গ্লানিকর বিষয়ে কোন একটা স্থির না হয় তাবৎ তুমি এ স্থান হইতে অন্যত্র যাইতে পারিবে না। রায়ানাধিপতি এই জঘন্য ঘৃণ্য বিষয়ের বিচার নিষ্পত্তি নিমিত্ত এঞ্জিলকেই বিচারপতি ও মধ্যস্থ রূপে নিযুক্ত করিয়া পুনর্বার রাজধানী হইতে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু ভূপাল কেবল রাজপরিচ্ছদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক উদাসীনের বেশ ধারণ নিমিত্ত অন্তর্ধান হইলেন। রাজধানীর বাহিরে গিয়া এক নিভৃত স্থানে বেশ পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক উদাসীন ভাবে পুনর্বার পুরী প্রবেশ পূর্ব্বক এঞ্জিল ও ইস্কেলসের সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। ইস্কেলস্‌ অতি সুশীল ও প্রবীণ পুরুষ, রাজপ্রতিনিধি এঞ্জিল যে অপবাদ গ্রস্ত হন তাহা সর্ব্বতোভাবে অলীক বোধ করিয়াছিলেন, সেই উদাসীন পুরুষ সম্মুখীন হইবা মাত্র তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন তুমি কি এই দুই অবলাকে প্রভু এঞ্জিলের প্রতি কলঙ্কারোপ করিতে নিযুক্ত করিয়াছ? উদাসীন আত্ম গোপনচ্ছলে কহিলেন মহারাজ কোথায়? তাঁহার সমক্ষে কহিতে বাসনা করি। ইস্কেলস্‌ বলিলেন ভূপতি আমাদিগের দেহাভ্যন্তরে বর্ত্তমান আছেন আমরা তোমার বাক্য শুনিলেই

রাজার শ্রুতি গোচর হইবেক। উদাসীন বলিলেন তবে অভয় দান কর নির্ভয়ে অবিকল বিবরণ নিবেদন করি। অনন্তর ইজাবেল যাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন তাহার প্রতি বিচার নিষ্পত্তির ভার হইলেও তাহার যে সমস্ত জঘন্য ব্যবহার বায়ানা নগরীমধ্যে অবলোকন করিয়াছিলেন মুক্তকণ্ঠে সমুদায় ব্যক্ত করিয়া কহিলেন। ইস্কেলস্ উদাসীন ব্যক্তির প্রমুখাৎ রাজপ্রতিনিধির গ্লানিকর বাক্য শ্রবণ করিয়া সাতিশয় বিরক্ত হইলেন এবং এ পুরুষ মহারাজের চরিত্রে দোষারোপ করিতেছে এই কথা বলিয়া ভয় প্রদর্শন করত তাঁহাকে কারালয়ে অবরোধ করিবার আদেশ দিলেন। পরন্তু রাজসভায় উপস্থিত সমস্ত ব্যক্তি তাঁহার কথা শুনিয়া সাতিশয় চমৎকৃত হইল এবং এঞ্জিলের মুখ ম্লান হইয়া গেল। অধিকন্তু সে বিস্ময় ও বিষাদে হতবুদ্ধি হইল কেননা উদাসীনের শরীর হইতে কল্পিত বেশ হঠাৎ পড়িয়া গেল সুতরাং উপস্থিত সকলে প্রকৃতাকৃতি অবলোকন করাতে রাজা বলিয়া সমুচিত ভক্তি প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

এক্ষণে নৃপতি ইজাবেলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন বৎসে নিকটে আইস, তোমার প্রমাণীকৃত সাক্ষী সেই উদাসীন পুরুষ সংপ্রতি রাজা হইলেন কিন্তু উদাসীনের পরিচ্ছদ পরিত্যাগ হইল বটে আমার অন্তঃকরণ পরিবর্ত্তন করি নাই তোমার উপকার সাধন নিমিত্ত সর্ব্বথা প্রস্তুত আছি। ইজাবেল বিনতি পুরঃসর বলিতে লাগিলেন প্রভো অপরাধ ক্ষমা করুন আমি অজ্ঞানতঃ আপনাকে বিস্তর ক্লেশ দিলাম। নৃপতি যুবতীর সতীত্বের পুনঃ পরীক্ষা নিমিত্ত তদীয় সহোদর ক্লাদিওর জীবন সংবাদ তখনও ব্যক্ত না করিয়া কহিলেন আমি তোমার ভ্রাতার প্রাণ দণ্ড নিষেধ করি নাই এতন্নিমিত্ত তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। এক্ষণে এঞ্জিল বুঝিতে পারিল মহারাজ গোপনে আমার কুকর্ম্মের তাবদ্বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছেন অতএব সে আত্ম মুখে

স্বীয় দোষ স্বীকার পূর্ব্বক কহিল হে পরাক্রান্ত প্রভো আমি অতিশয় অপরাধী, মনে করিয়াছিলাম আমার কুব্যবহার প্রকাশ পাইবেক না কিন্তু এক্ষণে বুঝিলাম আপনার দেব তুল্য প্রভাব সমক্ষে কিছুই অপ্রকাশ নাই, অতএব হে দয়াময় মহারাজ আর দীর্ঘ কাল আমাকে লজ্জা দিবেন না আমার অপরাধ সপ্রমাণ হইয়াছে আমি আত্ম মুখে স্বীকার করিতেছি করুণাবলোকন পুরঃসর অবিলম্বে প্রাণ দণ্ডাদেশ হউক। মহারাজ বলিলেন এঞ্জিল যথার্থ বটে তোমার দোষ স্পষ্টরূপে সপ্রমাণ হইল। ক্লাদিও যাদৃক্ দোষে দোষী তুমিও তদ্রূপ অপরাধে অপরাধী ত্বরায় বধ দণ্ড স্বীকারে প্রস্তুত হও। পরে তদীয় সীমন্তিনী মেরিয়ানাকে বলিলেন হে সুশীলে তোমার দুর্বিনীত পতির প্রাণ নাশ করিয়া তোমাকে তদীয় সকল সম্পত্তির অধিকারিণী করিব তুমি পরে দুরাত্ম এঞ্জিল অপেক্ষা সম্ভ্রমান্বিত স্বামী প্রাপ্ত হইতে পারিবে। মেরিয়ানা এতৎ শ্রবণে কাতরা হইয়া বিনয় পুরঃসর নিবেদন করিতে লাগিলেন প্রভো আমি এঞ্জিল ভিন্ন অন্য পতি প্রার্থনা করি না। তদনন্তর ইজাবেল যদ্রূপে ভ্রাতার নিমিত্ত বিবিধ বিনয় করিয়াছিলেন ঐ রমণী স্বামির জীবন রক্ষা নিমিত্ত তদ্রূপে জানুপরি উপবেশন পুরঃসর এই প্রকারে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন হে সুশীল অধিরাজ, হে করুণানিধান, কৃপাকটাক্ষ নিক্ষেপ হউক। পরে সাতিশয় বিনয় সহকারে ইজাবেলকে বলিতে লাগিলেন ভগিনি তুমিও আমার নিমিত্ত মহারাজ সন্নিধানে প্রার্থনা কর। তুমি আমার প্রার্থনায় সাহায্য করিলে আমি যাবজ্জীবন তোমার দাস্যে নিযুক্ত থাকিব। নৃপতি বলিলেন মেরিয়ানা এ বিষয়ের জন্য ইজাবেলকে অনুরোধ করা অতিশয় অন্যায়। যদিও ইনি তোমার নিমিত্ত পাতিত জানু হইয়া প্রার্থনা করেন তথাপি ইহাঁর সহোদর স্নেহ আবির্ভূত হইয়া হঠাৎ ইহাঁকে অবশ করত এস্থান হইতে অন্যত্র লইয়া যাইবে। মেরিয়ানা এ কথা শুনিয়া ব্যগ্রতা

সহকারে বলিতে লাগিলেন হে সুশীল ইজাবেল আমার প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ পূর্ব্বক এক বার কেবল অঞ্জলি বন্ধন কর তোমাকে কিছু কহিতে হইবেক না, যাহা বক্তব্য আমি বলিব। অয়ে ইজাবেল লোকে বলিয়া থাকে সদ্ব্যক্তিরা দোষ করণক সৃষ্ট হইয়াছে এবং তাহাদের শরীরে দোষ আছে বলিয়া তাহাদের হইতে অধিকাংশ ভাল হয়, আমার স্বামীও তদ্রূপ হইতে পারেন অতএব তুমি আমার অনুরোধে জানু পাতিয়া উপবেশন কর। মহারাজ বলিলেন মেরিয়ানা তোমার এ কেমন অনুরোধ? ইজাবেলের ভ্রাতা তোমার স্বামী হইতে নিধন প্রাপ্ত হইয়াছে তাহার প্রাণ রক্ষার্থ কি বিবেচনায় ইহাঁকে অনুরোধ করিতেছ? পরন্তু ইজাবেল যখন বিনীত ভাবে উপবেশন পূর্ব্বক করপুটে বলিতে লাগিলেন হে দয়াময় অধিরাজ আমার সহোদর যেন জীবিত আছে ঈদৃক্ বোধ করিয়া এই দোষি ব্যক্তির প্রতি করুণা করিতে আজ্ঞা হয়, কেননা যাবৎ পর্য্যন্ত আমি ইহার নয়নপথবর্ত্তিনী না হইয়াছিলাম তাবৎ এ ব্যক্তি ন্যায়ানুসারে কর্ম্ম করিয়াছিল। অতএব ইহার নিধন নিবারণে অনুমতি হউক। আমার সোদর কুক্রিয়া করিয়াছিল দণ্ড নীত্যনুসারে হত হইয়াছে উপায় কি? তখন মহারাজ মনেং মহা আনন্দিত হইলেন যেহেতু ঈদৃশ করুণাকর ও গৌরবান্বিত প্রার্থনা স্বয়ং অভিলাষ করিতেছিলেন।

মহানুভব ইজাবেল এবম্প্রকারে আপনার বৈরির জীবন দান প্রার্থনা করিলে মহারাজ তাঁহার সমুচিত পুরস্কারার্থ তৎক্ষণাৎ কারাগার হইতে তদীয় সহোদর ক্লাদিওকে আনয়ন পুরঃসর তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করিলেন এবং সুশীলা যুবতীকে কহিতে লাগিলেন ইজাবেল তোমার হস্ত প্রদান কর, তোমার নিমিত্ত ক্লাদিওকে ক্ষমা করিলাম, তুমি আমার হইবে স্বীকার কর, ক্লাদিও আমার ভ্রাতৃতুল্য হইল। এক্ষণে এঞ্জিল মনেং আশ্বাস করিতে লাগিল বিপদ্

হইতে পরিত্রাণ পাইলাম। মহারাজও তাহার লোচনদ্বয় যৎকিঞ্চিৎ প্রফুল্ল হইতে দেখিয়া প্রসন্নভাবে বলিলেন এঞ্জিল তুমি এই গুণবতী ভার্য্যার সহিত প্রণয় কর ইহার গুণেই মহা সঙ্কট হইতে নিস্তার পাইলে। পরে মেরিয়ানাকে সস্নেহ বচনে বলিলেন পতিদেবতে যাও স্বামি সহ স্বচ্ছন্দে কাল যাপন কর। পরিশেষে এঞ্জিলকে পুনর্বার বলিলেন সাবধান, অতঃপর কেবল মেরিয়ানাতে অনুরাগী হইও, আমি ইহাঁর কথোপকথন দ্বারা সচ্চরিত্রের বিশেষ প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াছি ঈদৃশী সুশীলা ধর্ম্মিষ্ঠা পত্নীর বিমাননা পুনশ্চ কদাপি যেন না হয়। এঞ্জিল কিয়ৎকালমাত্র রাজকীয় শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল কিন্তু তখন দয়া যে কি পদার্থ, হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই এক্ষণে মহারাজের অনুকম্পায় জীবন রক্ষা হওয়াতে তাহার মর্ম্ম বুঝিতে পারিল।

অনন্তর নৃপতি ক্লাদিওকে আজ্ঞা করিলেন তুমি জুলিএটের পাণিগ্রহণ পুরঃসর পতি পত্নী ভাবে তাহার সহিত সুখে কাল যাপন কর। আর আপনি ইজাবেলের সুশীলতা ও সদ্গুণে পরম সন্তুষ্ট হওয়াতে তাঁহাকে বিবাহ করিতে মানস করিলেন। ইজাবেল তৎকালে ধর্ম্মশালার রীত্যনুসারে মুখাবরণ ধারণ করেন নাই সুতরাং অবাধে মহারাজের মানস পূর্ণ হইল। মহারাজ উদাসীনের বেশ ধারণ করত ঐ যুবতীর প্রতি যথেষ্ট সৌহৃদ্য ব্যবহার করিয়াছিলেন অতএব তরুণী পরিণয়ের পর কৃতজ্ঞতা পুরঃসর সেবা শুশ্রূষা করিতে অনুরাগিণী হইলেন। তাঁহার পতি ভক্তি দেখিয়া বায়ানা পুরবাসিনী যাবতীয় কামিনী সুশীল ও সচ্চরিত্রান্বিত হইতে লাগিল। ক্লাদিওর অনুতাপিনী বনিতা জুলিএটের তুল্য আর কেহ দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইল না। অতএব কৃপালু মহীপাল দয়ার মাহাত্ম্যে সদ্গুণান্বিত বনিতা লাভ ও তদ্দ্বারা পুরবাসি মহিলা কুলের চরিত্র শোধন পুরঃসর পরম সুখে চরম কাল রাজত্ব করিতে লাগিলেন ইতি।



R. D. SORNOKAR, ENGR. ৩০৩

যাদৃশী বাসনা তাদৃশী ঘটনা।

সেক্‌সপিয়র।

যাদৃশী বাসনা তাদৃশী ঘটনা।

মেসালিন্ নগরে সিবাস্তিন নামা এক যুবা এবং বাইওলা নাম্নী এক যুবতী বসতি করিতেন। তাঁহারা যমজ ভ্রাতৃ ভগিনী, এক সময়ে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। জন্মাবধি তাঁহাদের পরস্পরের অবয়বে এতাদৃশ সৌসাদৃশ্য ছিল যে কেবল পরিচ্ছদের ভিন্নতায় উভয়ের মধ্যে প্রভেদ করা যাইতে পারিত। একদা দুই জনে অর্ণব যানারোহণ পুরঃসর জলপথে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন দৈবাৎ অর্ণবতরি ইলাইরা দেশের সম্মুখে জলমগ্ন হওয়াতে উভয়ের প্রাণ বিনাশের সম্ভাবনা হয়। সমুদ্রপোত প্রবল ঝটিকা দ্বারা সাগরের মধ্যবর্ত্তি প্রকাণ্ড পর্ব্বতোপরি নিক্ষিপ্ত হইয়া আদৌ চূর্ণীকৃত হইয়াছিল তাহাতে পোতস্থ ভূরি২ ব্যক্তি ছিন্ন ভিন্ন হইয়া বিনষ্ট হয়। পরে তরণী জলসাৎ হইবার কালে অবশিষ্ট মানবের নিমগ্ন হইল কেবল কর্ণধার ও কতিপয় নাবিক বাইওলাকে লইয়া একখানি ক্ষুদ্র তরিযোগে পয়োধি তীরে আসিয়া উত্তীর্ণ হইলেন। তরুণী যদিও কূলপ্রাপ্তা হওয়াতে আপনাকে নিরাপদ বোধ করিলেন তথাপি সহোদর জলমগ্ন হইয়াছেন ভাবিয়া সাতিশয় শোকাকুলা হইলেন এবং চীৎকার স্বরে অত্যর্থ বিলাপ করিতে লাগিলেন। কর্ণধার তাঁহাকে বিবিধ প্রবোধ বচনে শান্ত্বনা করিয়া কহিলেন হে ভ্রাতৃবৎসলে তোমার সহোদর জলসাৎ হন্ নাই, যৎকালে অর্ণবযান ভগ্ন হয় তখন বহু দূরে একটা মাস্তুল অবলম্বন পূর্ব্বক সাগর তরঙ্গোপরি তাঁহাকে ভাসিতে দেখিয়াছিলাম অতএব

অবশ্য ইলাইরা দেশের নিকট কূল প্রাপ্ত হইয়া থাকিবেন। এতচ্ছ্রবণে বাইওলার শোকাবেগ যৎকিঞ্চিৎ শান্ত হইল কিন্তু কি প্রকারে একাকিনী কাল যাপন করিবেন এতদ্ভাবনায় মহা ব্যাকুলা হইলেন। কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া কর্ণধারকে জিজ্ঞাসা করিলেন ইলাইরা দেশ কোন্ দিকে? তদ্বিষয় কি তোমার জ্ঞাত আছে? নাবিক উত্তর করিলেন হাঁ ঐ দেশের বিষয় বিলক্ষণ রূপে অবগত আছি, ইলাইরা নগর আমার জন্মভূমি, এ স্থান হইতে তিন ঘটিকার পথ দূর হইবেক। বাইওলা জিজ্ঞাসিলেন তবে ঐ নগরের অধিপতি কে বল দেখি? কর্ণধার কহিল ইলাইরা নগরের অধিপতির নাম অর্সিনো, তিনি অতি মহাশয় লোক। বাইওলা বলিলেন হাঁ আমিও জনকের প্রমুখাৎ অর্সিনোর মাহাত্ম্যের কথা শুনিয়াছি তৎকালে তিনি অকৃতদার যুবরাজ ছিলেন। কর্ণধার কহিলেন অয়ি বিনীতে ইলাইরাধিরাজ এক্ষণেও অবিবাহিতাবস্থায় আছেন। এক মাস গত হইল আমি উক্ত নগর হইতে আসিয়াছি, আগমন কালে শুনিয়াছিলাম ইলাইরাধিপতি ওলিভিয়া নাম্নী একটী সুশীলা মহিলার প্রেমে সংপ্রতি আসক্ত হইয়াছেন। সেই কামিনী এক জন সম্ভ্রান্ত লোকের দুহিতা। এক বৎসর গত হইল সেই ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে। তিনি মরণ কালে তনয়াটীকে স্বীয় তনয়ের হস্তে সমর্পণ করিয়া যান্ কিন্তু বিধাতার কি বিড়ম্বনা, কিয়দ্দিন গত হইল কামিনীর সহোদরও পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। সেই অবলা ভ্রাতার প্রতি অতিশয় স্নেহবতী ছিলেন। সর্ব্বদা সহোদরের সহিত একত্র অবস্থিতি করিয়া পরম সুখে কাল যাপন করিতেন। সোদরের শোকে খিন্না হইয়া শপথ করিয়াছেন অন্য পুরুষের মুখাবলোকন অথবা সহবাস করিবেন না। অয়ি সুশীলে মহদ্ব্যক্তিদের কথা সর্ব্বদা সকল লোকে আন্দোলন করিয়া থাকে অতএব পরম্পরায় তদ্বিষয় আমার শ্রুতিগোচর হইয়াছে। বাইওলাও সহোদরের শোকে দগ্ধ হৃদয় হইতে-

ছিলেন অতএব ভ্রাতৃশোকার্ত্তা ওলিভিয়ার কথা শুনিয়া তাঁহার সমীপে গমন পূর্ব্বক একত্র বাস করিতে বাসনা করিলেন। কামিনী সাতিশয় বিনয় পুরঃসর কর্ণধারকে কহিলেন যদি তুমি অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক আমাকে ওলিভিয়ার নিকট লইয়া গিয়া তাঁহার সহিত পরিচয় করিয়া দেও তাহা হইলে আমি তাঁহার সেবা করিয়াই চিত্ত বিনোদন পূর্ব্বক কালযাপন করি। কর্ণধার কহিলেন অয়ি সরলে সংপ্রতি ওলিভিয়ার সহিত সাক্ষাৎ হওয়া অতি দুর্ঘট, কামিনী ভ্রাতৃ বিয়োগাবধি খেদে অন্য পুরুষের কথা দূরে থাকুক প্রণয়ভাজন ইলাইরাধিপতিকেও আপন ভবনে প্রবেশ করিতে দেন না। বাইওলা এতচ্ছ্রবণে উপায়ান্তরাবলম্বন অর্থাৎ পুরুষের পরিচ্ছদ ধারণ পুরঃসর ইলাইরাধিরাজের ভৃত্য বর্গ মধ্যে নিযুক্ত হইতে মানস করিলেন। সুশীলা যুবতীর পুরুষ বেশে নরপতির নিকট পরিচিত হওয়া দূষণাবহ ব্যাপার বটে কিন্তু তিনি যে প্রকার নিরাশ্রয়ে পড়িয়াছিলেন তাহাতে সে সময় ছদ্মবেশাবলম্বনে তাঁহার প্রতি দোষারোপ করিতে পারা যায় না।

বাইওলা কর্ণধারকে সদন্তঃকরণ ও করুণান্বিত দেখিয়া তাঁহার সমীপে আপনার মানস প্রকাশ করিলেন। কর্ণধারও অবলার দুঃখে দুঃখিত হইয়া তৎক্ষণাৎ সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইলেন। পরে যুবতী স্ব সমভিব্যাহারে যে কিঞ্চিৎ অর্থ ছিল তাহা নাবিকের হস্তে সমর্পণ করিয়া কহিলেন আমার ভ্রাতা যে প্রকার পরিধেয় ধারণ করিতেন এই অর্থ দ্বারা তদ্রূপ এক প্রস্থ পরিচ্ছদ আমার নিমিত্ত ক্রয় করিয়া আনিয়া দাও। কর্ণধার তাঁহার আদেশ ক্রমে তাদৃশ সজ্জা আনিয়া দিলে তরুণী যখন পুরুষের বেশ ধারণ করিলেন তখন অবিকল ভ্রাতার ন্যায় তাঁহার আকৃতি দৃষ্ট হইতে লাগিল। অতএব তিনি তাদৃশ বেশে ইলাইরা নগরে গমন করিলে তত্রত্য কোন২ ব্যক্তির অদ্ভুত ভ্রম জন্মিবার উপক্রম হইল কেননা সে স্থানে তাঁহার তুল্যাকৃতি সোদরও সমুদ্র

হইতে রক্ষা পাইয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন, তদ্বিবরণ পশ্চাৎ প্রকাশিত হইবে।

অনন্তর সকরুণ কর্ণধার পুরুষ বেশ ধারিণী নব যৌবনান্বিতা সেই কামিনীর সিজারিও নাম করণ পুরঃসর তাঁহাকে অনায়াসে মহারাজ অর্সিনোর সন্নিধানে লইয়া গেলেন কেননা আপনি রাজসভায় মান্য ছিলেন। ইলাইরাধিরাজ কর্ণধারের সমভিব্যাহারি যুবকের রূপ লাবণ্য অবলোকনে অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং সিজারিও রাজ সেবকের পদে নিযুক্ত হইবার প্রার্থনা করাতে তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ভৃত্য মধ্যে নিযুক্ত করিলেন। বাইওলা যে কর্ম্মের ভার প্রাপ্ত হইলেন তাহা উত্তমরূপে সম্পাদন করত নিরন্তর নৃপতির পরিতোষ জন্মাইতে লাগিলেন এবং ত্বরায় ইলাইরাধিপের স্নেহ ও প্রিয়পাত্র হইলেন। যুবরাজ অর্সিনো সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া সর্ব্বদা তাঁহার সহিত কথোপকথন করিতে আরম্ভ করিলেন। এক দিন ওলিভিয়ার প্রতি আপনার প্রেমের কথা ব্যক্ত করিয়া বলিলেন দেখ সিজারিও আমি সেই তরুণীর প্রণয়োৎপাদন নিমিত্ত বহু দিনাবধি উপাসনা করিয়াছি কিন্তু অনুমান করি তিনি আমার শারীরিক সৌন্দর্য্য ও সম্পত্তিতে ঘৃণা করেন কেননা সংপ্রতি আমাকে সম্মুখে যাইতেও নিষেধ করিয়াছেন, তথাচ সেই নির্দয়া দয়িতার প্রতি আমার অন্তঃকরণ এতাদৃক্ প্রণয় প্রবণ হইয়া আছে যে আমি তাঁহার বিরহে পুরুষ সাধ্য তাবৎ ব্যাপারে নিরুৎসাহ হইয়াছি। পূর্ব্বে পৌরুষ প্রকাশের কথা শুনিলে অন্তঃকরণ সমুৎসুক হইত এক্ষণে ঔৎসুক্য মাত্র জন্মে না কেবল নিরন্তর প্রেমালাপ ও সংপ্রীতির গীত শ্রবণে আমোদ হয় এবং তাহাতেই কাল ক্ষেপ করিতেছি। ইলাইরাধিরাজ রাজকার্য্য পরিহার পূর্ব্বক অহোরাত্র কেবল সিজারিওর সহিত কথোপকথনে অনুরাগী হওয়াতে সভাসদ্গণ অতিশয় বিরক্ত

হইতে লাগিলেন এবং সিজারিওকে রাজার অযোগ্য সঙ্গি বোধ করিলেন।

তরুণীদের পক্ষে সুরূপ যুবরাজদিগের বিশ্বাস পাত্রতায় প্রায় বিপদ্ ঘটিয়া থাকে। ইলাইরাধিরাজ ওলিভিয়ার প্রতি স্বীয় আসক্তির বিষয়ে পুরুষবেশি বাইওলার সহিত যে সকল কথোপকথন করিলেন তাহাতে তাঁহার হৃদয়ে প্রণয়ানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। বাইওলা ভূপালের প্রেমাভিলাষিণী হইয়া মদনবাণে জর্জ্জরিতা হইতে লাগিলেন। কিন্তু ওলিভিয়ার ব্যবহার স্মরণ পুরঃসর সাশ্চর্য্য চিত্তে একবার এই বিতণ্ডা করিলেন সেই যুবতী অতুল্য রূপবান্ অনুপম গুণ নিধান এই পুরুষকে কি নিমিত্ত উপেক্ষা করিলেন। মহারাজ রূপে রতিপতি, যাহার নয়নগোচর হন সেই ব্যক্তিই দৃষ্টির সার্থকতা বোধে কৃতার্থম্মন্য হইয়া ইহাঁর প্রশংসা করেন। অনন্তর যুবরাজ অর্সিনোর প্রতি নিবেদন করিলেন মহারাজ এ অতি খেদের বিষয়। সেই রমণী দৃষ্টিহীনা, আপনার এতাদৃশ অসংখ্য গুণ কিছুই দেখিতে পায় না তথাপি আপনি অনুরাগ প্রকাশ করত তাহাকে প্রেমাসক্তা করিতে যত্ন করিতেছেন। প্রভো আপনি ওলিভিয়াতে যদ্রূপ প্রীতি প্রদর্শন করিলেন অন্য কোন কামিনী যদিস্যাৎ আপনার প্রতি তদ্রূপ প্রেম প্রকাশ করে তবে কি তাহাতে অনুরাগী হইবেন না? হে কৃপানিধান আমি নিশ্চয় বলিতে পারি কোন সুরূপা সুন্দরী আপনার প্রতি ততোধিক প্রণয় নিবন্ধন করিয়াছে কিন্তু আপনি যদিস্যাৎ সেই অবলাতে অনুরাগ প্রদর্শন না করেন প্রত্যুত তাহাকে কহেন আমি তোমার সহিত প্রণয় করিব না তাহা হইলে আপনার এতদ্রূপ নিষ্ঠুর উত্তর প্রাপ্তা হইয়া সে মহিলা কি নিরস্ত থাকিবে না? অবশ্য থাকিবে। যুবরাজ অর্সিনো বাইওলা সুন্দরীর এতদ্বচনের তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনে মনোযোগ না করিয়া তাহা সমূলে অস্বীকার করত কহিলেন সিজারিও আমি

ওলিভিয়াতে যে প্রকার প্রণয় নিবন্ধন করিয়াছি স্ত্রীলোকের তাদৃক্ প্রেম কদাপি সম্ভবে না। ফলতঃ অবলা জনের অন্তঃকরণ স্বভাবতঃ সঙ্কীর্ণ সুতরাং তন্মধ্যে অধিক প্রেম থাকিতে পারে না অতএব আমি ওলিভিয়াকে যদ্রূপ ভালবাসি কোন অঙ্গনার তাদৃশী আসক্তি আমার প্রতি হওয়া সর্ব্বতোভাবে অসম্ভব। যদিও বাইওলা ভৃত্যত্ব স্বীকারাবধি যুবরাজের কথা অত্যন্ত মান্য করিতেন তথাপি এতদ্বাক্য মনেং অপ্রকৃত জ্ঞান করিতে লাগিলেন কেননা অর্সিনোর হৃদয়ের ন্যায় তাঁহার অন্তঃকরণ প্রণয় রসে আর্দ্রীভূত হইয়াছিল। অতএব তিনি যুবরাজের ঐ কথায় এতাবন্মাত্র প্রত্যুক্তি করিলেন প্রভো এতদ্বিষয় আমার বিদিত আছে। অর্সিনো ব্যস্ত সমস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন কি জান বল দেখি? বাইওলা নিবেদন করিলেন মহারাজ কামিনীগণ নায়কের প্রতি কি পর্য্যন্ত অনুরাগ প্রকাশ করেন শ্রবণ করিবেন হে নরনাথ আমারদের অন্তঃকরণ যদ্রূপ, অবলাজনের মনও তদ্রূপ। হে নৃপবর আমার পিতার এক কন্যা ছিল। সে কোন যুবা পুরুষের প্রেমে বিমুগ্ধা হইয়াছিল অর্থাৎ আমি অবলা হইলে আপনাতে যাদৃক্ প্রণয় নিবন্ধন করিতাম সেও নায়কের প্রতি তাদৃক্ প্রেম করিত। যুবরাজ বলিলেন তাহার প্রেমের বৃত্তান্ত বল দেখি। বাইওলা বিনীতি প্রদর্শন পুরঃসর নিবেদন করিলেন প্রভো বৃত্তান্ত জ্ঞাত নাই, আমার ভগিনী প্রেমের কথা কাহার নিকট ব্যক্ত করিত না, সতত গোপন করিয়া রাখিত। তাহার প্রণয় বাসনা কুসুম কলিকা মধ্যস্থ কীটের ন্যায় ক্রমশ মধুরাকৃতির শোভা হরণ করিয়াছিল অর্থাৎ নিরন্তর চিন্তাদ্বারা শরীর শীর্ণ ও মনঃপীড়ায় বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল তথাচ ধৈর্য্যাবলম্বন পুরঃসর উপবেশন করিয়া হাস্য করিত। যুবরাজ জিজ্ঞাসিলেন সে কামিনী কি প্রেমের জন্য প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে? বাইওলা এতৎ প্রশ্নে ঈদৃশী ভঙ্গি করিয়া উত্তর দিলেন তাহাতে স্পষ্ট বোধ হইল যেন স্বয়ং

অর্সিনোর প্রতি স্বীয় গূঢ়ানুরাগ ব্যক্ত করিবার নিমিত্ত উক্ত উপন্যাস কল্পনা করিলেন।

সে যাহা হউক। বাইওলা যুবরাজের সহিত যৎকালে এবম্প্রকারে কথোপকথন করিতেছিলেন সে সময় হঠাৎ এক ব্যক্তি আসিয়া তাঁহাদের সম্মুখবর্ত্তী হইল। যুবরাজ তাহাকে ওলিভিয়ার ভবনে প্রেরণ করিয়াছিলেন। সে তথাকার সমাচার আনয়ন পূর্ব্বক নিবেদন করিল মহারাজ আমি কামিনীর দর্শন প্রাপ্ত হইলাম না, যুবতী স্বকীয় কর্ম্মকরীর দ্বারা আপনার কথার এই উত্তর পাঠাইয়া দিলেন অদ্যাবধি সপ্ত বৎসর কাহাকেও আপনার আস্য দর্শন করাইবেন না, সন্ন্যাসিনীর ন্যায় বদনাবরণ ধারণ পুরঃসর সোদরের নিমিত্ত নিজ কুটীরে বসিয়া অজস অস্রপাতে কাল যাপন করিবেন। যুবরাজ এতদ্বার্ত্তা শ্রবণে উচ্চ স্বরে বলিলেন হায় যাহার চিত্ত মৃত সোদরের নিমিত্ত এতাদৃশ শোকাকুল, তাহার হৃদয় মদনবাণে আহত হইলে, না জানি কতই প্রেম প্রকাশ হইবে। পরে পুরুষ বেশধারিণী বাইওলাকে সম্বোধন করত কহিলেন সিজারিও আমার মনোগত সকল বিষয় তোমার নিকট প্রকাশ করিয়া কহিয়াছি হে সুশীল তুমি একবার ওলিভিয়ার নিকেতনে গমন কর, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া আসিও না, তাঁহার গৃহদ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া সম্ভাষা করিও যাবৎ তোমার সহিত সাক্ষাৎ না করেন তাবৎ সে স্থান হইতে বিচলিত হইও না। বাইওলা বলিলেন প্রভো যদিস্যাৎ সেই মহিলা কথোপকথন করিতে অনুমতি করেন কি করিব? অর্সিনো বলিলেন কথা উপস্থিত হইলে আমার প্রণয়ের প্রসঙ্গ করিও আমি তাঁহার নিমিত্ত যে প্রকার ব্যাকুল হইয়াছি দেখিতেছ উত্তম রূপে কহিয়া শুনাইও, তুমি অতি উপযুক্ত পাত্র, আমার পক্ষ হইয়া তাঁহার সহিত বিলক্ষণ রূপে কথোপকথন করিতে পারিবে এবং দৃঢ় বিশ্বাস হয় প্রবীণ

ব্যক্তি অপেক্ষাও তোমার কথায় তাঁহার অধিক মনোযোগ হইবে।

বাইওলা স্বয়ং যাহার অঙ্কলক্ষ্মী হইবার নিমিত্ত মনোমধ্যে সাতিশয় অভিলাষ করিতেন তাঁহার প্রতি অন্য কামিনীর প্রণয়োৎপাদনার্থ প্রেরিত হওয়াতে যদিও প্রশস্ত মনে যাত্রা হইল না, তথাপি ভৃত্যত্ব স্বীকার করাতে প্রভুর নিদেশ রক্ষা নিমিত্ত সত্বর ওলিভিয়ার সদনে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং যে কার্য্যের ভার হইল অতি বিশ্বস্ত রূপে তাহা সম্পন্ন করিলেন। কিঙ্করবেশ ধারিণী তরুণী ওলিভিয়ার আলয়ে উপনীতা হইয়া একজন ভৃত্যদ্বারা সংবাদ করিলেন এক যুবক সাক্ষাৎ করিবার আশয়ে দ্বারে আসিয়াছে। ভৃত্য কর্ত্রীর সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক নিবেদন করিল একটী তরুণ কিঙ্কর আপনকার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া দ্বারদেশে দণ্ডায়মান রহিয়াছে আমি তাহাকে কহিয়াছি এক্ষণে কর্ত্রী অসুস্থা আছেন সাক্ষাৎ হইবে না, কিন্তু সে কহিল তাহা আমার জ্ঞাত আছে তজ্জন্যই কথোপকথন করিতে আসিলাম। তদনন্তর তাহাকে নিরস্ত করণাশয়ে মিথ্যা করিয়া কহিলাম কর্ত্রী শয়নাগারে নিদ্রিতা আছেন সাক্ষাৎ হইবে না। তাহাতে সে বলিল তাহাও আমার অবিদিত নাই তন্নিমিত্ত আলাপ করিবার মানসে আসিয়াছি, এ বিষয়ে আপনকার কি আদেশ হয় বলুন সে দ্বারে দণ্ডায়মান আছে গিয়া কি বলিব। নানা প্রকার আপত্তি করিয়াছি কোনমতে আপনার সঙ্কল্প হইতে বিচলিত হয় নাই। তাহার সহিত আলাপ করিতে আপনকার ইচ্ছা থাকুক আর না থাকুক সে সাক্ষাৎ করণ পুরঃসর কথোপকথন করিতে বোধ হয় দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। ওলিভিয়া দূতের দৃঢ়প্রতিজ্ঞতার বার্ত্তা শ্রবণে তাহাকে দেখিতে মানস করিয়া নিকটে আহ্বান করিলেন কিন্তু ভৃত্যকে কহিয়া দিলেন বসনদ্বারা বদনাবরণ পুরঃসর একবার মাত্র তাহার বাক্য শ্রবণ করিব বার্ত্তাবহের দৃঢ়

প্রতিজ্ঞতার দ্বারা নিঃসন্দেহ বোধ হয় সে ব্যক্তি মহারাজের দূত হইবে, নৃপ নিকেতন হইতে আসিয়াছে। অনন্তর ভৃত্য আসিয়া কর্ত্রীর সন্নিধানে যাইবার কথা কহিলে কিঙ্কর রূপিণী বাইওলা পুরুষের প্রকৃতি ধারণ পূর্ব্বক সম্ভ্রান্ত মনুষ্যের ভৃত্যের ন্যায় ওলিভিয়ার সমীপে গিয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং বসনাবৃত মুখী কামিনীর প্রতি অতি মধুর বচনে কহিতে লাগিলেন অয়ি রূপ লাবণ্যময়ি আপনিই কি এই বাটীর কর্ত্রী? গৃহাধ্যক্ষার সমীপেই আমার বক্তব্য আছে তদ্ভিন্ন অন্য ব্যক্তির নিকট আমার বাঙ্নিষ্পত্তি নিষ্ফল। ফলতঃ আমি বহু পরিশ্রমে বাক্য রচনা অভ্যাস করিয়াছি কর্ত্রীর সন্নিধানে কহিতে পারিলে কৃতার্থম্মন্য হইব। ওলিভিয়া পুরুষবেশি কিঙ্করের এতাবদুক্তি শ্রবণানন্তর জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কোথা হইতে আসিলে? বাইওলা ইহাতে এতাবন্মাত্র প্রতিবচন প্রদান করিলেন এরূপ প্রশ্নের উত্তর অভ্যাস করি নাই আমি কেবল অভ্যস্ত বিষয় কহিতে পারি। ওলিভিয়া বলিলেন তুমি কৌতুকী পুরুষ না কি? বাইওলা বলিলেন, না, আমার আকৃতি যদ্রূপ প্রকাশ পাইতেছে তদ্রূপ নহে অর্থাৎ ভঙ্গিক্রমে বলিলেন আমি অবলা, পুরুষের বেশ ধারণ করিয়াছি। পরে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন আপনিই কি বাটীর কর্ত্রী? ওলিভিয়া বলিলেন হাঁ আমি এ গৃহের অধ্যক্ষা। বাইওলা স্বীয় প্রভুর নিদেশ তাঁহার সুগোচর করণ অপেক্ষা তদীয় মুখমণ্ডল অবলোকন করিতে সমুৎসুকা হইয়া বলিলেন ঠাকুরাণি আপনকার বদনারবিন্দ সন্দর্শনার্থ অতিশয় বাসনা হইতেছে। ওলিভিয়া কিঙ্করের এই সাহসিক প্রস্তাব গ্রহণ করিতে পরাঙ্মুখী হইলেন না। যদিও ঐ প্রগল্‌ভা অবলা যুবরাজের প্রেমে এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত দয়ার্দ্রা হন্ নাই তথাপি রাজভৃত্য সিজারিওর রূপ গুণ দর্শনে যৎপরোনাস্তি বিমুগ্ধা হইলেন।

বাইওলা মুখমণ্ডল অবলোকনার্থ প্রার্থনা করিলে ওলিভিয়া ঈষদ্ধাস্য করত কহিতে লাগিলেন তোমার প্রভু কি আমার মুখের সহিত কার্য্য করিতে আদেশ করিয়াছেন? কিন্তু বার্ত্তাবহের ভাব ভক্তির দ্বারা আশু তাঁহার প্রতি সন্তোষ জন্মিবাতে সপ্ত বৎসর পর্য্যন্ত বদনাবরণ ধারণ করিবেন যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন তাহা বিস্মৃত হইয়া গেলেন। কিয়ৎ ক্ষণ পরে আবরণ উন্মোচন পূর্ব্বক বলিলেন আমি এই অবগুণ্ঠন উত্তোলন করিলাম বিচিত্র চিত্র অবলোকন কর, কেমন এ কি উত্তম নহে? বাইওলা পরম পরিতোষ প্রকাশ পুরঃসর কহিতে লাগিলেন আপনকার বদনারবিন্দ অনুপম সৌকুমারান্বিত এতাদৃশ না হইবেক কেন? প্রকৃতি সুনিপুণ কর করণক চমৎকার ভাবে আপনকার কপোল দ্বয় নির্ম্মাণ করিয়াছেন। কিন্তু যদিস্যাৎ আপনার এই আকৃতি জগতের মধ্যে প্রতিকৃতি না রাখিয়া কাল বশতঃ ভূমিসাৎ হয় তাহা হইলে আপনা অপেক্ষা এ ভূমণ্ডলে নির্দয় মহিলা আর নাই। ওলিভিয়া বলিলেন, না, আমি এতদ্বিষয়ে নিষ্কৃপ হইব না, জগতীতলে আপন আকৃতির প্রতিকৃতি অবশ্য স্থাপন করিব। কিন্তু তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি তুমি কি মদীয় শোণবর্ণ ওষ্ঠ, ধূষরবর্ণ লোচন, বিচিত্র গ্রীবাদেশ এবং চমৎকার চিবুকাদি অবয়বের প্রতিষ্ঠা নিমিত্ত এ স্থানে প্রেরিত হইয়াছ? বাইওলা বলিলেন ঠাকুরাণি আমি আপনকার অঙ্গ সৌষ্ঠব অবলোকন করিলাম আপনি পরমা সুন্দরী বটেন কিন্তু অতিশয় অভিমানবতী, কেননা আমার প্রভু আপনার প্রতি অনির্ব্বচনীয় রূপে প্রেম করেন আপনি তাঁহার সহিত সমুচিত সম্ভাষণ করিয়াও প্রণয়ের পুরস্কার করেন না? আপনি কামিনী মণ্ডলের কিরীট স্বরূপা বটেন কিন্তু গুণজ্ঞা নহেন। আহা, অর্সিনোর চিত্ত চকোর চন্দ্রবৎ আপনাতে প্রণয়ী হইয়া বিরহে নিরন্তর বিষণ্ণ হইতেছে আপনি তাহার প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়াও অনুকম্পা করেন না। ওলিভিয়া বলি-

লেন তোমার প্রভু জানিতে পারিয়াছেন আমি তাঁহার প্রতি অনুরাগিণী হইব না, তবে কেন আমার প্রণয়াভিলাষ করেন? তিনি অতিশয় সদ্গুণান্বিত, ধর্ম্মিষ্ঠ, ধনবান্, এবং নিষ্কলঙ্ক নবীন পুরুষ বটেন, সকলেই স্থির প্রতিজ্ঞ সুশীল ও পরাক্রমী বলিয়া তাঁহার প্রতিষ্ঠা করে ইহাও সত্য, কিন্তু আমার চিত্ত তাঁহার প্রতি প্রণয় নিবন্ধনে কোন ক্রমে উৎসুক নহে তোমার প্রভু কি এতদ্বিষয় অবগত নহেন? এত দিন কহিয়া পাঠান্ নাই কেন? কোন্ কালে উত্তর প্রাপ্ত হইতেন। বাইওলা বলিলেন আমি যদিস্যাৎ প্রভুর ন্যায় আপনার প্রেমে আসক্ত হইতাম তাহা হইলে নিরন্তর আপনকার দ্বারে তরুবৎ দণ্ডায়মান হইয়া থাকিতাম এবং সংগীত রচনা করিয়া নিশাযোগে গান ও উচ্চস্বরে নামোচ্চারণ করিতাম। আপনার নামের প্রতিধ্বনি গিরি গহ্বর ব্যাপিনী হইয়া বায়ুবেগে বহুদূর চালিতা হইলে আপনি স্নেহ প্রকাশ না করিয়া অবনিমণ্ডলে অবস্থিতি করিতে পারিতেন না, অবশ্য করুণা বিতরণ করিতেন। ওলিভিয়া বলিলেন এবম্প্রকার ব্যবহার করিলে কিছু হইলেও হইতে পারিত। সে যাহা হউক, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি কোন্ বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ? বাইওলা উত্তর প্রদান করিলেন ঠাকুরাণি আমার অদৃষ্টই মন্দ কিন্তু সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মিয়াছি এবং অবস্থাও অপ্রশস্ত নহে। ওলিভিয়া এতদ্বচন শ্রবণে বিদায় দিতে ইচ্ছা না হইলেও এই বলিয়া নিবৃত্ত করিলেন তুমি স্বীয় প্রভুর সমীপে গিয়া বল আমি তাঁহার সহিত প্রেম করিব না, আর যেন আমার নিকট দূত প্রেরণ না করেন। তোমার প্রমুখাৎ এই সমস্ত কথা শুনিয়া কি প্রকার ব্যবহার করেন তদ্বিষয় অস্মদাদির সুগোচর করণার্থ যদিস্যাৎ তোমার বাসনা হয় আসিও বারণ করি না। বাইওলা এতদ্বচনে ওলিভিয়াকে নির্দয় মহিলা বলিয়া সম্বোধন করত নমস্কার করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ সে স্থান হইতে প্রস্থান

করিলেন। দূত এবম্প্রকারে নিরাকৃত হইয়া গমন করিলে ওলিভিয়া আপনাআপনি তাঁহার কথা উচ্চারণ করিতে লাগিলেন যথা অদৃষ্টই মন্দ কিন্তু সম্ভ্রান্ত বংশে জন্ম এবং অবস্থাও অপ্রশস্ত নয়। কিয়ৎ ক্ষণ পরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন আমিও শপথ পূর্ব্বক কহিতে পারি তিনি বাস্তব মহদ্ব্যক্তি, তাঁহার আকৃতি প্রকৃতি দ্বারা স্পষ্ট রূপে সপ্রমাণ হইয়াছে ভদ্র লোক বটেন। অনন্তর ইচ্ছাপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন আহা সিজারিও কেন যুবরাজ হন নাই, আবার আপনাতে ধিক্কার দিয়া বলিলেন ছিঃ আমি কি অপদার্থ, এত ত্বরায় তদীয় প্রণয় রজ্জুতে বদ্ধ হইলাম। কিন্তু আত্মকর্ম্মের উপর যে দোষ প্রদান করে তাহা অন্তঃকরণ মধ্যে প্রায় প্রগাঢ় হইয়া থাকে না সুতরাং সুশীলা ওলিভিয়া অপনার ও রাজ কিঙ্করের অবস্থার অসমানতা ও কুমারীদিগের প্রধান অলঙ্কার যে গাম্ভীর্য্য তাহা বিস্মরণ পুরঃসর পুনর্ব্বার যুবা সিজারিওর প্রেমাভিলাষিণী হইলেন। অতএব একটী হীরকাঙ্গুরী স্বীয় দাসের হস্তে দিয়া ছল পূর্ব্বক এই বলিয়া তন্নিকটে প্রেরণ করিলেন যুবরাজ অর্সিনোর সকাশাৎ এই অঙ্গুরীয়ক উপহার আনিয়াছিলে প্রত্যাগমন কালে বিস্মৃতি ক্রমে রাখিয়া যাও অতএব পাঠাইয়া দিলেন। ওলিভিয়ার এবম্প্রকার ছল করিবার তাৎপর্য্য এই যে সিজারিও তদীয় মানস বুঝিতে পারিবেন। ভৃত্য অঙ্গুরী আনিয়া উপস্থিত হইলে বাইওলা মনোমধ্যে পরিতাপ করিতে লাগিলেন এবং স্মরণ করিয়া দেখিলেন নিজ প্রভু তাঁহার দ্বারা কোন অলঙ্কার প্রেয়সীর নিকট উপহার পাঠান্ নাই। অধিকন্তু তাঁহার স্মৃতি পথে আবির্ভূত হইল তরুণী ওলিভিয়া অন্তঃস্নিগ্ধ বচনে তাঁহার সহিত কথোপকথন করিয়াছেন অতএব অঙ্গুরী দর্শনে স্পষ্ট রূপে বুঝিতে পারিলেন প্রভুর প্রেয়সী আমার প্রণয়াকাঙ্ক্ষিণী হইয়াছেন। অবশেষে খেদ করিতেং কহিতে লাগিলেন হায় আমার সহিত প্রেম করা ও স্বপ্নের প্রতি প্রণয় বন্ধন তুল্য পদার্থ। যাহা হউক, ছদ্ম-

বেশ অতি ভয়ঙ্কর, আমি যেমন অর্সিনোর নিমিত্ত অনর্থক দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছি ওলিভিয়াও কি আমার জন্য তাদৃক্ বিলাপ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর বাইওলা ভূপালালয়ে প্রবেশ পূর্ব্বক যুবরাজ অর্সিনোর সন্নিধানে নিবেদন করিলেন মহারাজ ভবদীয় প্রার্থনা সিদ্ধির সম্ভাবনা মাত্র দেখিলাম না, হে নৃপবর আপনকার প্রণয়াস্পদ ওলিভিয়া কহিলেন কি, যুবরাজ আমাকে এ প্রকারে নিরন্তর কেন বিরক্ত করেন? কিন্তু অর্সিনোর অন্তঃকরণ কামিনীর প্রণয় বাসনায় বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল সুতরাং এতদ্রূপ নিরাকরণ বচনেও নিবৃত্ত হইল না। তিনি ক্ষণ কাল নিরাশ হইয়া পুনর্ব্বার আপন প্রণয়োদ্রেকে আশা করিতে লাগিলেন সুচতুর সিজারিও যত্ন করিলে প্রিয়তমার প্রবৃত্তি লওয়াইতে পারিবে। অতএব তাঁহাকে আদেশ করিলেন আগামি কল্য পুনর্ব্বার প্রেয়সীর সদনে গমন করিতে হইবে। পরে প্রিয়তমার নিমিত্ত অস্থির হওয়াতে কোন প্রকারে কাল হরণের মানসে যে গীত ভাল বাসিতেন তাহা গান করিতে অনুমতি করিয়া প্রিয় কিঙ্করকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন সিজারিও গত নিশাভাগে যে গীত গাহিয়াছিলে তাহা পুরাতন বটে কিন্তু ভাব অতি চমৎকার, শ্রবণ করিয়া আমার বিরহাতুর হৃদয়ের যথেষ্ট শান্ত্বনা হইয়াছিল। কুমারীরা আতপে উপবেশন করিয়া সূত্রকর্ত্তন করিবার কালে ঐ গীত গান করিয়া থাকে। যদিও তাহার রচনা বিচিত্র নহে তথাচ আমি অতিশয় ভাল বাসি কেননা তাহাতে প্রাচীন কালীন প্রেমের বিবরণ জানিতে পারাযায়।

সেই সংগীতে সুললিত ভাষায় বিরহ যন্ত্রণার বর্ণনা থাকাতে যুবরাজের আদেশ হইবা মাত্র বাইওলা গান করিতে প্রবৃত্তা হইলেন এবং গীতের ভাবার্থ স্বয়ং যে বিলক্ষণ রূপে বুঝিয়াছেন মুখভঙ্গি দ্বারা প্রকাশ করিলেন। অর্সিনো সংগীত সময়ে তাঁহার শোকাবহ আকার অবলো-

কন করিয়া কহিলেন সিজারিও তোমার বয়ঃক্রম অল্প বটে কিন্তু অনুমান হয় কোন প্রিয়তমার বদন সুধাকর নিরীক্ষণে তোমার চিত্ত তাহাতে আসক্ত হইয়াছে তাহাকে দেখিবার নিমিত্ত সর্ব্বদা বাসনা কর। বল দেখি সত্য কি না? বাইওলা বিনয় পুরঃসর নিবেদন করিলেন প্রভো কিঞ্চিৎ সত্য বটে। অর্সিনো জিজ্ঞাসা করিলেন তোমার মনোহারিণীর আকার কি রূপ, কত বয়স্? বাইওলা বলিলেন মহারাজ আমার চিত্ত বিলাসিনী অবিকল আপনাকার তুল্য। যুবরাজ এ কথায় হাস্য করিয়া মনে করিলেন এই যুবক স্বাপেক্ষা অধিক বয়স্কা কোন কামিনীর প্রণয়াসক্ত হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু বাইওলা তাঁহাকেই লক্ষ্য করিয়া ঐ রূপ উক্তি করিলেন যুবরাজের ন্যায় তাঁহার চিত্তে কোন অঙ্গনা স্থান লাভ করে নাই।

সে যাহা হউক, বাইওলা প্রভুর আদেশ ক্রমে পর দিবস ওলিভিয়ার আলয়ে গমন করিলেন এবং অতি সহজে সমীপে গিয়া সাক্ষাৎ করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন। কামিনীগণ সুরূপ যুবা দূতদের সঙ্গে সানন্দ চিত্তে কথোপকথন করিলে ভৃত্যেরা তাহাদের অভিপ্রায় প্রায় বুঝিতে পারে ওলিভিয়ার কিঙ্কর বর্গ পুরুষ রূপি বাইওলার সহিত কর্ত্রীর কথাবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া মনোগত ভাব লক্ষ্য করিয়াছিল সুতরাং পুনর্ব্বার তিনি আসিয়া দ্বার দেশে দণ্ডায়মান হইলে সমাদর পুরঃসর কর্ত্রীর সন্নিধানে লইয়া গেল। বাইওলা সাক্ষাৎ করণানন্তর প্রভুর প্রণয়ের প্রসঙ্গ করত কথোপকথন আরম্ভ করিলে ওলিভিয়া কহিলেন তোমাকে পূর্ব্বেই নিষেধ করিয়াছি আমার নিকট তাঁহার প্রসঙ্গ করিও না। আমি তাঁহার কোন কথা শুনিতে চাহি না, যদি অন্য কোন বিষয়ের কথা কহ তাহা হইলে সুমধুর বাদ্যধ্বনি অপেক্ষা অধিক মিষ্ট বোধে মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করিব। ওলিভিয়ার এতদ্বচনে বাইওলার সহিত প্রণয়বাসনা স্পষ্ট রূপে প্রকাশমান হওয়াতে বাইওলা কিঞ্চিৎ বৈরক্তি লক্ষণ ব্যক্ত করিতে

লাগিলেন তাহাতে ওলিভিয়া বলিলেন আহা তোমার অবজ্ঞা কি মনোজ্ঞা এবং কোপ কি শোভাকর। ওহে সিজারিও যৌবন গৌরব যদিও বসন্ত সময়ের সুরভি সুদৃশ্য কুসুম তুল্য অচিরস্থায়ি তথাপি তাহার প্রাবল্যে অতিশয় অধীর হইয়াছি। আমি শপথ পূর্ব্বক কহিতেছি তোমার প্রতি আমার যৎপরোনাস্তি আসক্তি জন্মিয়াছে তোমার সাহঙ্কার প্রকৃতি অবলোকন করিয়াও স্বীয় প্রণয় বাসনা গোপন করিতে পারিলাম না। কিন্তু কামিনীর এতাবদুক্তি বিফল হইল, কেননা বাইওলা আর প্রভুর প্রণয়ের কথা কহিতে আসিব না এতাবন্মাত্র কহিয়া তৎক্ষণাৎ সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। গমন কালে অব্যক্ত স্বরে এই কথাটী কহিয়া গেলেন অবলা হইয়া কখন অবলাতে প্রেম করিও না।

বাইওলা বিরক্ত ভাবে প্রত্যাগমন করেন ইত্যবসরে ওলিভিয়ার প্রেমে বঞ্চিত এক ব্যক্তি তাঁহার পরাক্রম পরীক্ষা নিমিত্ত সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে মহারাজের এক জন যৎ সামান্য দূতের প্রতি প্রেয়সীর আসক্তির কথা শ্রবণ করিয়াছিল অতএব সম্মুখীন হইয়া মল্লযুদ্ধ যাচ্ঞা করিল। বাইওলা অবলা, কেবল ভ্রাতৃশোকে পুরুষ বেশে কাল যাপন করিতেছিলেন, যুদ্ধের কথায় চক্ষুঃস্থির করিয়া রহিলেন। ফলতঃ স্ত্রীস্বভাব প্রযুক্ত আপনার অসির প্রতিই দৃষ্টি করিতে তাঁহার শঙ্কা হইত পুরুষের সঙ্গে সমরের কথায় সুতরাং যৎপরোনাস্তি ত্রাস জন্মিল।

পরন্তু বাইওলা যখন দেখিলেন শত্রু অসি নিষ্কাসন পুরঃসর আক্রমণার্থ অগ্রসর হইতে লাগিল তখন মনেং বিবেচনা করিয়া স্থির করিলেন এক্ষণে আপনার অবলা রূপ প্রকাশ করি কেননা তদ্ব্যতীত পরিত্রাণের উপায়ান্তর দেখি না। কিন্তু তৎকালে হঠাৎ এক ব্যক্তি আগমন পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি আনুকূল্য করাতে যুবতী পথিমধ্যে ছদ্মবেশ প্রকাশের লজ্জা হইতে পরিত্রাণ পাইলেন। ঐ ব্যক্তির সহিত যদিও তরুণীর পরিচয় ছিল না তথাপি

তিনি বহু কালের পরিচিত ও পরম বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করত সেই আক্রমণকারির প্রতি আক্রোশ পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন যদিস্যাৎ এই যুবা তোমার কোন অপকার করিয়া থাকেন সে অপরাধ আমার বলিয়া গণ্য কর, সাবধান, ইহার অপমান করিবার উপক্রম করিলে আমি তোমার সহিত সংগ্রাম করিব। বাইওলা এই অপরিচিত মিত্রের অকৃত্রিম সৌহার্দ্য নিমিত্ত ধন্যবাদ এবং তাঁহার অকস্মাৎ ঈদৃশ করুণা প্রকাশের কারণ জিজ্ঞাসা না করিতেং ঐ ব্যক্তি হঠাৎ অপর এক প্রবল শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হইলেন তাহাতে তাঁহার শৌর্য্য বীর্য্যের কোন কার্য্য হইল না। ঐ অপরিচিত পুরুষ পূর্ব্বে রাজার কোন প্রকার অনিষ্ট করিয়াছিলেন এ কারণ রাজপুরুষগণ সেই সময় দেখিতে পাওয়াতে মহারাজের নাম গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাকে ধৃত করিল। সুতরাং তিনি বাইওলাকে কহিতে লাগিলেন তোমার অন্বেষণ করিতে আসিয়া আমার এই দুর্দশা ঘটিল। অনন্তর বাইওলার নিকট কতকগুলি মুদ্রা যাচ্ঞা করত কহিলেন বিশেষ প্রয়োজন বশতঃ তোমার নিকট সেই টাকা চাহিতেছি, স্বয়ং দুরবস্থায় পতিত হইলাম এতন্নিমিত্ত দুঃখিত নহি, তোমার বিপদের প্রতীকার করিতে অক্ষম হওয়াতে সাতিশয় খেদিত হইতেছি। তুমি নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলে কেন? ধৈর্য্যাবলম্বন কর। বাইওলা সেই ব্যক্তির এই সমস্ত কথাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন অনেক ক্ষণ হতজ্ঞান হইয়া থাকিয়া শেষে কহিলেন তুমি কে? আমি চিনি না, তোমার নিকট কখন্ মুদ্রা লইলাম? তুমি আমার প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়াছ এ নিমিত্ত আমার সমীপে যৎকিঞ্চিৎ যাহা আছে প্রদান করি গ্রহণ কর। তিনি এতৎ শ্রবণে কোপাবিষ্ট হইয়া নিষ্ঠুর কৃতঘ্ন বলিয়া ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন এবং কহিলেন আমি তোকে মৃত্যুর করাল গ্রাস হইতে রক্ষা করিয়াছি এবং তোর নিমিত্ত এ নগরে আসিয়া এই বিপদে পড়িলাম সমুদায় উপকার

বিস্মৃত হইলি আমার এতদবস্থাতেও তোর দয়া হইল না? কিন্তু রাজপুরুষগণ তাঁহার বাক্যে মনোযোগ করিল না, তাহারা বলিল আমাদের এ সকল কথায় কর্ণপাত করিবার প্রয়োজন কি? এই বলিয়া বলে ধারণ পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ সে স্থান হইতে লইয়া গেল। সে ব্যক্তি গমন কালে বাইওলাকে সিবাস্তিন বলিয়া সম্বোধন করত সাক্রোশ বচনে বলিতে লাগিলেন ভাল তোর ব্যবহার মনে রহিল। বাইওলা আপনার প্রতি সিবাস্তিন সম্বোধন শ্রবণে বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং তাঁহার বিশেষ যত্ন হইল তথ্য জিজ্ঞাসা করেন কিন্তু রাজপুরুষেরা সেই ব্যক্তিকে লইয়া সত্বর গমন করাতে অনুসন্ধান করিতে পারিলেন না। আপনি আপনার মনে বিতর্ক করিতে লাগিলেন বোধ হয় ঐ অপরিচিত ব্যক্তি অবয়ব সাদৃশ্যে আমার সহোদর ভাবিয়া আমাকে ঐ প্রকার সম্বোধন করিয়া গেলেন অনুমান করি তাঁহা কর্ত্তৃক ভ্রাতার জীবন রক্ষা হইয়া থাকিবেক। বস্তুতঃ সেই ব্যক্তি তাঁহার সহোদরের জীবনদাতা। তাঁহার নাম আন্তোনিও, তিনি এক অর্ণবযানের কর্ণধার ছিলেন। সিবাস্তিন যৎকালে সমুদ্রোপরি মাস্তুল সঙ্গে ভাসিয়া ক্লান্ততা প্রযুক্ত নিমগ্ন প্রায় হন্ তখন তিনি তাঁহার প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া স্বীয় পোতমধ্যে তুলিয়া লয়েন এবং তাঁহাকে আশ্রয় প্রদান পুরঃসর স্বনিকটে রাখিয়া প্রতিপালন করেন যেখানে গমন করিতেন সেই স্থানেই সমভিব্যাহারে লইয়া যাইতেন। সিবাস্তিন অর্সিনো নৃপতির রাজসভা দর্শনের মানস প্রকাশ করাতে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া ইলাইরা নগরে আসিয়াছিলেন। পরন্তু তিনি নাবিক যুদ্ধে মহারাজ অর্সিনোর ভ্রাতৃ পুত্রকে আঘাতি করিয়াছিলেন ইহাতে নিশ্চয় জানিতেন রাজপুরুষদের কর্ত্তৃক ধৃত হইলে ঐ দোষের কারণ দারুণ সঙ্কটে পড়িবেন স্নেহ বশতঃ সিবাস্তিনের অনুরোধে ইলাইরা নগরে আসাতে তাহাই ঘটিল রাজপুরুষেরা তাহাকে ধরিয়া কারাবৃত করিল।

আন্তোনিও সিবাস্তিন সমভিব্যাহারে ইলাইরা নগরে পদার্পণ করিয়া তাঁহার হস্তে কতকগুলি মুদ্রা প্রদান পূর্ব্বক কহিয়াছিলেন এই নগরে বহুবিধ উত্তমোত্তম দ্রব্য সামগ্রী বিক্রয় হয় যদিস্যাৎ কোন দ্রব্য ক্রয় করিতে অভিলাষ জন্মে এই মুদ্রা ব্যয় করিও আমি তোমার সঙ্গে যাইব না পান্থশালায় অবস্থিতি করি তুমি নগর ভ্রমণ করিয়া ত্বরায় আসিও। কিন্তু সিবাস্তিন অধিক কাল বিলম্বেও প্রত্যাগমন না করাতে তাঁহার অন্বেষণ নিমিত্ত স্বয়ং বহির্গত হয়েন্ এবং পথিমধ্যে তাঁহার তুল্যাকার বাইওলাকে দেখিয়া বোধ করেন এই সিবাস্তিন্। বাইওলা সে সময় পরাক্রান্ত বৈরি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিলেন আন্তোনিও অবলোকন করিয়া সিবাস্তিনকেই বিপদ্‌গ্রস্ত ভাবিলেন এবং তাঁহার রক্ষার্থ অসি ধারণ পুরঃসর সমর করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু রাজপুরুষ কর্ত্তৃক স্বয়ং ধৃত হইয়া যখন সিবাস্তিন বোধে বাইওলার নিকট মুদ্রা চাহিলেন তখন বাইওলা বাস্তবিক সিবাস্তিন নহেন সুতরাং টাকার কথায় বিস্ময় প্রকাশ করাতে তাঁহাকে কৃতঘ্ন বলিয়া ভর্ৎসনা করিবেন বিচিত্র কি?

যাহা হউক রাজপুরুষেরা আন্তোনিওকে ধারণ পূর্ব্বক কারালয়ে লইয়া গেলে বাইওলা পুনর্বার বৈরি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবার ভয়ে দ্রুতগতি আপন ভবনে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার পলায়নের কিয়ৎ ক্ষণ পরে তাঁহার শত্রু সিবাস্তিনকে হঠাৎ সেই স্থলে আসিতে দেখিয়া অবয়ব সাদৃশ্যে বাইওলা বোধে তাঁহার প্রতি পুনর্বার আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল এবং কহিতে লাগিল পুনর্বার সাক্ষাৎ পাইয়াছি এবার প্রতিফল না দিয়া ত্যাগ করিব না এইরূপ তর্জ্জন করিয়া এক মুষ্ট্যাঘাত করিল। সিবাস্তিন সাহসী পুরুষ ছিলেন যদিও অকস্মাৎ আক্রোশে বিস্ময়ান্বিত হইলেন তথাপি সে মুষ্ট্যাঘাত করিলে বিলক্ষণমতে প্রতিফল দিয়া শিরশ্ছেদার্থ অসি নিষ্কাসন করিলেন।

সে সময় হঠাৎ এক যুবতী তথায় উপস্থিতা হওয়াতে তাঁহা হইতে দুই ব্যক্তির সমর নিবৃত্ত হইল। সেই তরুণী ওলিভিয়া, স্বীয় ভবন হইতে কোন কারণে বহির্গতা হইয়াছিলেন, সিবাস্তিনকে দেখিয়া সিজারিও জ্ঞানে তাঁহার হস্ত ধারণ করিলেন এবং তাঁহার প্রতি অকারণ আক্রমণ নিমিত্ত বিস্তর বিষাদ করিয়া স্বালয়ে লইয়া যাইতে যত্ন করিতে লাগিলেন। সিবাস্তিন অপরিচিতা যুবতীর সদ্ব্যবহারে এবং বৈরির মূঢ়তায় চমৎকৃত হইয়াছিলেন সুতরাং ইচ্ছা পূর্ব্বক কামিনীর সমভিব্যাহারে গমন পূর্ব্বক তদীয় আবাসে প্রবেশ করিলেন। ওলিভিয়া তাঁহাকে সিজারিও বলিয়া বারম্বার সম্বোধন করত তাঁহার সহিত আমোদ করিতে লাগিলেন এবং মনে২ আশা করিলেন সিজারিও এত দিনে আমার প্রণয় রজ্জুতে বদ্ধ হইলেন কেননা যদিও বাইওলা সিবাস্তিনের তুল্যাকার ছিলেন তথাপি বাইওলা যেমন প্রেমের কথায় মুখ ভঙ্গিদ্বারা বৈরক্তি চিহ্ন প্রকাশ করিতেন সিবাস্তিন তদ্রূপ করিলেন না সুতরাং ওলিভিয়া আহ্লাদে পুলকিতা হইলেন।

সিবাস্তিন ওলিভিয়ার প্রীতির কথায় কোন প্রকার বাধা দিলেন না বরং সন্তোষ প্রকাশ করিলেন কিন্তু মনে২ বিতর্ক করিতে লাগিলেন এ অবলা কি বিহ্বলা হইয়াছেন। আবার আপনিই সিদ্ধান্ত করিলেন ইহার বুদ্ধিভ্রংশ কিপ্রকারে অনুমান করিব প্রত্যক্ষ দেখিতেছি বাটীর কর্ত্রী হইয়া পরিজন দিগকে যথা নিয়মে শাসন ও সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন কেবল অকস্মাৎ আমার প্রতি এবম্প্রকারে প্রণয় প্রকাশই উন্মাদের চিহ্ন। পরন্তু ওলিভিয়া তাঁহার মানস তর্ক করিলেন না আপনার সঙ্গে প্রেমের কথায় আমোদ করিতেছেন দেখিয়া আনন্দে গদ্গাদ হইলেন এবং কি জানি যদি নায়কের মনঃ পুনর্বার অন্য প্রকার হয় এই ভয়ে প্রস্তাব করিলেন প্রিয়তম আমার পুরীমধ্যে পুরোহিত উপস্থিত আছেন অতএব আমাদের পরিণয়

এক্ষণেই সম্পন্ন হইলে ভাল হয় না? সিবাস্তিন কামিনীর রূপ লাবণ্য এবং গুণ দর্শনে সাতিশয় প্রীত হইয়াছিলেন বিবাহের প্রস্তাবে তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন সুতরাং অবিলম্বে তাঁহাদের পরিণয় সম্পন্ন হইল। সিবাস্তিন হঠাৎ সুরূপা রমণী লাভে আহ্লাদিত হইয়া আপনার পরম মিত্র আন্তোনিওকে তদ্বিষয়ের সংবাদ কহিতে মানস করিলেন অতএব পত্নীর নিকট ক্ষণ কালের নিমিত্ত বিদায় গ্রহণ করিয়া তদীয় ভবন হইতে বহির্গত হইয়াছেন ইতিমধ্যে দেখিতে পাইলেন যে ইলাইরাধিরাজ অর্সিনো ওলিভিয়ার ভবনাভিমুখে আসিতেছেন এবং অনতিদূরে রাজপুরুষেরা আন্তোনিওকে ধারণ পূর্ব্বক রাজার নিকট আনিতেছে। বাইওলা সে সময় নৃপতির সমভিব্যাহারে থাকাতে আন্তোনিও তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া সিবাস্তিন বোধে চীৎকার পূর্ব্বক কহিতেছিলেন আমি এই যুবাকে মহা সাগরের তরঙ্গ হইতে রক্ষা করিয়াছি এবং নানা প্রকারে ইহার প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ করিয়াছি এ প্রায় তিন মাস আমার সহিত অহোরাত্র একত্র অবস্থিতি করিয়াছে এক্ষণে আমাকে চিনিতে পারিল না কি কৃতঘ্ন। ওলিভিয়া পুরদ্বারের অদূরে কলরব আকর্ণন করিয়া অন্তঃপুর হইতে বহির্গতা হইলেন। ইলাইরাধিরাজ তাঁহাকে দেখিতে পাওয়াতে আন্তোনিওর কথায় মনোযোগ না করিয়া কহিলেন ঐ দেখ রাজ্ঞী আসিতেছেন আহা স্বর্গীয় বিদ্যাধরী যেন অবনী মণ্ডলে অবতীর্ণা হইয়াছেন। পরে বন্দিকে বলিলেন অরে তুই মিথ্যা কি চীৎকার করিতেছিস এ যুবা গত তিন মাসাবধি আমার নিকট আছে এই বলিয়া বন্দিকে স্থানান্তর করিতে আজ্ঞা দিলেন। কিন্তু ওলিভিয়ার ব্যবহার অবলোকন করিয়া আন্তোনিওর ন্যায় মহারাজকেও প্রিয় ভৃত্য সিজারিওর প্রতি অবিলম্বে কৃতঘ্ন পদ প্রয়োগ করিতে হইল। যুবতী যুবরাজকে উপেক্ষা করিয়া তদীয় কিঙ্করের প্রতি সপ্রণয়

বচনে স্নেহ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলে নৃপতি স্বীয় ভৃত্যকে আপন প্রেয়সীর চিত্ত হারক জ্ঞান করত কোপে প্রজ্বলিত হইলেন এবং তর্জ্জন পুরঃসর প্রতি-হিংসার ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎ ক্ষণ পরে সে স্থান হইতে প্রত্যাগমন করত তাঁহাকে কহিলেন অরে কৃতঘ্ন বালক আমার পশ্চাৎ আগমন কর। সমুচিত শাস্তি না দিয়া তোকে ত্যাগ করিব না। ভূপাল যে প্রকার কোপ প্রকাশ করিতে লাগিলেন তাহাতে সকলেই অনুমান করিল অবিলম্বে শিরশ্ছেদের আজ্ঞা হইবেক কিন্তু বাইওলা প্রেমানলে বিপ্লুষ্ট হৃদয় হইয়া থাকাতে তাহাতে ভীতা হইলেন না। মুক্ত কণ্ঠে নিবেদন করিলেন মহারাজ আমার প্রতি বধ দণ্ডাদেশ করিয়া যদি আপনার স্বাস্থ্য বোধ হয় আমি আহ্লাদ পূর্ব্বক তাহা স্বীকারে প্রস্তুত আছি। এতৎ শ্রবণে ওলিভিয়া পতিবিরহাসহিষ্ণু হইয়া কহিতে লাগিলেন প্রিয়তম কোথায় যাও? বাইওলা বলিলেন আপন জীবন অপেক্ষা যাঁহার প্রতি আমার চিত্ত প্রণয়াসক্ত তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিতেছি। তখন ওলিভিয়া তাঁহাকে স্পষ্ট রূপে পতি বলিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক পরিণয় দাতা পুরোহিতকে উচ্চস্বরে ডাকিতে লাগিলেন তাহাতে রাজার পরিজন সহিত প্রত্যাগমনে বাধা জন্মিল কেননা যাজক যুবতীর আর্ত্তস্বরে সত্বর আগমন পূর্ব্বক কহিলেন দুই ঘটিকা মাত্র অতীত হইয়া থাকিবেক আমি ওলিভিয়ার সহিত এই যুবার বিবাহ দিয়াছি। বাইওলা বিবাহের কথায় বিস্মিতা হইলেন এবং দৃঢতর বচনে বলিতে লাগিলেন সে কি আমি কখন্ ইহার পাণি গ্রহণ করিলাম? কিন্তু তাঁহার কথায় কোন ফল দর্শিল না, ওলিভিয়া এবং পুরোহিতের বচনে অর্সিনোর বিশ্বাস হইল বিশ্বাসঘাতক কিঙ্কর তাঁহার জীবিতাধিক রত্ন হরণ করিয়াছে কিন্তু অতীতের অনুতাপ বিফল বিবেচনা করিয়া শেষে ধৈর্য্যাবলম্বন করিলেন। অপর প্রণয় ভাজন প্রিয়তমার নিকট বিদায় গ্রহণ পুরঃসর প্রস্থান কালে তদীয়

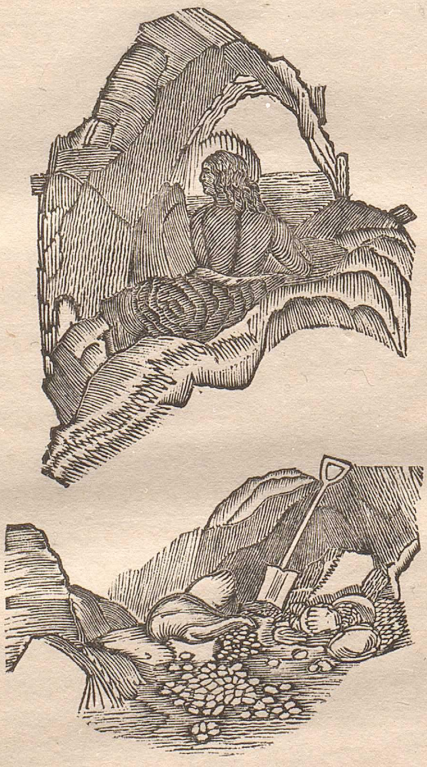
পাণিগ্রাহ যুবা কিঙ্করকে কহিতে লাগিলেন আর কখন তোর মুখাবলোকন করিব না। কিন্তু যুবরাজ পরিজন সমভিব্যাহারে প্রত্যাবৃত্ত হন্ ইত্যবসরে একটী বিস্ময়াবহ বিচিত্র ব্যাপার ঘটিল অর্থাৎ অন্য এক জন সিজারিও তথায় আসিয়া ওলিভিয়াকে পত্নী বলিয়া সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন, এই ব্যক্তি সিবাস্তিন, ইনিই যুবতীর পাণি গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাঁর আগমনে উপস্থিত লোকেরা তুল্যাকৃতি ও তুল্য পরিচ্ছদ ধারি দুই সিজারিও সমক্ষে অবলোকন করিয়া সাতিশয় বিস্ময় প্রকাশ করিতে লাগিল। অনন্তর সহোদর সহোদরায় কথোপকথন আরম্ভ হইল। তাঁহারা পরস্পর মনে করিয়াছিলেন ভ্রাতা ভগিনী সাগর সলিলে নিমগ্ন হইয়া লৌকিক লীলা সম্বরণ করিয়াছেন এক্ষণে পুরুষ বেশে উভয়ে এক স্থানে উপস্থিত হওয়াতে অন্যোন্যের সহিত সাক্ষাৎ হইলেও সহসা কিছু স্থির করিতে পারিলেন না। কিন্তু বাইওলা কিঞ্চিৎ বিলম্বে সহোদরকে চিনিতে পারিয়া কহিলেন আমি তোমার ভগিনী, ছদ্ম বেশ ধারণ করিয়া কাল যাপন করিতেছি।

পরে তাঁহাদের উভয়ের অনুরূপ আকৃতি নিমিত্ত যে সমস্ত ভ্রম জন্মিয়াছিল তাহা উন্মূলিত হইল এবং ওলিভিয়া ছদ্ম বেশে অবলার প্রতি প্রণয়িনী হওয়াতে উপস্থিত ব্যক্তিরা তাঁহার সহিত অনেক ক্ষণ পরিহাস করিলেন। কিন্তু ওলিভিয়া তাহাতে ক্ষুণ্ণ হইলেন না কেননা ভগিনীর পরিবর্ত্তে ভ্রাতাকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

ওলিভিয়ার এবম্প্রকারে পরিণয় হওয়াতে যুবরাজ অর্সিনো একেবারে নৈরাশ্যে পতিত হইলেন। তাঁহার বহু কালের প্রণয় বিফল হইয়া গেল। পরন্তু প্রিয় কিঙ্কর সিজারিওর বেশ পরিবর্ত্তনে তাঁহাকে পরম রূপবতী যুবতী অবলোকন করিয়া সাতিশয় বিস্ময়াকুল হইলেন এবং সাশ্চর্য্য চিত্তে অনেক ক্ষণ চিন্তা করিলেন। কিয়দ্বিলম্বে আপনা আপনি কহিলেন কতবার মনে করিয়াছিলাম সিজা-

রিও যদিস্যাৎ রমণীর বেশ ধারণ করে তাহা হইলে চমৎকার দেখায় এখন ফলতঃ তাহাই দেখিলাম। অধিকন্তু স্মরণ হইতেছে সিজারিও কতবার বলিয়াছিল আমাতে প্রেম করে তৎকালে তাহা আজ্ঞাবহ বিশ্বস্ত ভৃত্যের বাক্য বলিয়া জ্ঞান করিয়াছিলাম এখন স্পষ্ট বোধ হইল তাহার অর্থান্তর ছিল। এই রূপে যুবরাজ সিজারিও ভৃত্যের পূর্ব্বকার ভূরি২ উক্তির ভাব ভঙ্গি এক্ষণে হৃদয়ঙ্গম করিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট চিত্তে তাঁহারই পাণিগ্রহণ স্থির করিলেন কিন্তু অভ্যাস বশতঃ তখনও তাঁহাকে বালক বলিয়া সম্বোধন করত কহিতে লাগিলেন কেমন তোমার স্মরণ হয় কতবার বলিয়াছিলে আমার ন্যায় কোন কামিনীর সহিত প্রণয় করিবে না? যাহা হউক তুমি অবলা হইয়া যে প্রকার বিশ্বস্ত কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়াছ অপর অঙ্গনা হইতে তদ্রূপ কার্য্য কদাপি হইতে পারে না। তুমি এ পর্য্যন্ত আমাকে কর্ত্তা বলিয়া সম্বোধন করিয়াছ এক্ষণে স্বয়ং কর্ত্রী অর্থাৎ ইলাইরার রাজমহিষী হও।

অনন্তর ওলিভিয়া আপনার প্রতি মহারাজের প্রণয় বাইওলাতে সংক্রান্ত হইতে দেখিয়া পরম পরিতোষ প্রকাশ পূর্ব্বক যৎপরোনাস্তি যত্ন সহকারে তাঁহাদিগকে আপনার আলয়ে লইয়া গেলেন এবং যে পুরোহিত প্রাতঃকালে সিবাস্তিনের সহিত তাঁহার পরিণয় সম্পাদন করিয়া দিয়াছিলেন তাঁহাকে সেই দিনেই বাইওলার সহিত মহারাজের বিবাহ দেওয়াইয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। অতএব যমজ সহোদর সহোদরার বিবাহ এক দিনেই সম্পন্ন হইল। তাঁহারা সমুদ্রে অর্ণবযান যোগে ভ্রমণ করিতে গিয়া দুরদৃষ্ট বশতঃ জল মগ্ন হইয়া পরস্পর বিযুক্ত হইয়াছিলেন এক্ষণে অদৃষ্ট প্রসন্ন হওয়াতে অকস্মাৎ উভয়ের মিলন ও অতুল ঐশ্বর্য্য হইল। বাইওলা ইলাইরাধিপের রাজমহিষী এবং সিবাস্তিন মহা ধনসম্পন্না রূপ লাবণ্যবতী সম্ভ্রান্তা ওলিভিয়ার স্বামী হইলেন ইতি।



R. D. SORNOKAR, ENGR. ৩২৭

এথেন্স নগরীয় টাইমন্।

সেক্‌সপিয়র।

টাইমনের উপাখ্যান।

এথেন্স নগরে টাইমন্ নামা ধনবান বদান্য এক ভূম্যধিকারী বাস করিতেন। দানশৌণ্ডতার সম্ভ্রম প্রকাশে তাঁহার নিরন্তর অনুরাগ ছিল। অপরিমিত সম্পত্তির আশু ক্ষয় সম্ভাবনা না থাকাতে মুক্ত হস্তে অনবরত ধন বিতরণ করিতেন। তাঁহার বদান্যতায় দীন হীন অনাথ জনের উপকার ব্যতীত ভাগ্যধর মহৎ লোকেরও বিশেষ কার্য্য দর্শিত সুতরাং আপামর সাধারণ সকলে তাঁহার অনুগত হইয়া অধীনতার শৃঙ্খল বহন করিতে অনুরাগী হয়। যে সকল ব্যক্তিরা বহু ভোক্তা, তাহারা প্রায় প্রতিদিন তদীয় নিকেতনে নিমন্ত্রিত হইত এবং এথেন্স নগরে উপস্থিত ধনার্থি লোকদিগের নিমিত্ত তাঁহার ভবন অবারিত দ্বার ছিল ইহাতে অহরহ কত লোক তদীয় আগারে গমনাগমন করিত সংখ্যা করা যাইতে পারিত না। ফলতঃ টাইমনের দানশীলতা ও উদার চরিত্রে এথেন্স নগরের আবাল বৃদ্ধ সমস্ত লোক সাতিশয় প্রীত হইয়াছিল এবং সকলেই তাঁহার উপাসনা করিয়া কৃতকার্য্য হইবার প্রত্যাশা করিত। যে সকল লোক চাটুকার, সর্ব্ব বিষয়ে কেবল প্রিয় বাক্য প্রয়োগ পুরঃসর প্রতিপালকের ভাবে গদ্গদ হওত চিত্তানুবৃত্তি করে তাহারা অসৎ প্রবৃত্তি প্রত্যক্ষ নিরীক্ষণ করিয়াও প্রভুর অপ্রিয় বোধে ব্যক্ত করে না। বিদূষক লোকেরা অকারণ বিদ্বেষ ও নিন্দা করণে নিয়ত রত হইয়া থাকে বটে কিন্তু মহাত্মা টাইমনের সুশীলতা ও মহৌদার্য্য দর্শনে

তাহাদের স্বভাবের পরিবর্ত্ত হইয়াছিল। তাঁহার সম্ভাষণে এবং অজস অর্থ বিতরণে পরিতুষ্ট হইয়া তদীয় মনোরঞ্জন নিমিত্ত তাহাদিগকে তাঁহার ভাবে চলিতে হইত সুতরাং অসৎ ভাব মনোমধ্যে লব্ধাস্পদ হইতে পারিত না।

টাইমন্ বিদ্যাবান্ ব্যক্তি দিগের যথেষ্ট সমাদর করিতেন এবং বিদ্যার বিষয়ে উৎসাহ প্রদানে কোন অংশে পরাঙ্মুখ হইতেন না। কোন কবি নূতন কাব্য রচনা করিয়া যদি সাধারণ সমীপে প্রকাশের মানস করিতেন তাঁহার নামে স্বীয় গ্রন্থ উৎসর্গ করিবামাত্র অনায়াসে মানস সফল করিতে পারিতেন। চিত্রকরেরা বিচিত্র কোন চিত্র প্রস্তুত করিয়া যদিস্যাৎ তাঁহার সমীপে গমন পূর্ব্বক দর্শাইত তৎক্ষণাৎ সমুচিত পুরস্কার প্রাপ্ত হইত। বহু মূল্য বসন ভূষণ নির্ম্মাণানন্তর তত্তদ্ব্যবসায়িরা যদিস্যাৎ অন্যত্র তাহা বিক্রয় হওয়া দুর্ঘট বোধ করিত উদার চরিত্র টাইমনের সম্মুখে উপস্থিত করিলেই অভীষ্ট লাভ করিতে পারিত। টাইমন্ এইরূপে সর্ব্বপ্রকার ব্যবসায়ির পুরস্কার করাতে সকলে স্ব২ ব্যবসায়ে যথেষ্ট উৎসাহান্বিত এবং তাঁহার আলয় বিবিধ বিচিত্র দ্রব্যে পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। কিন্তু তাঁহার বদান্যতার খ্যাতি ক্রমশঃ সর্ব্বত্র প্রচারিত হওয়াতে চতুর্দ্দিক্ হইতে যেমন দীন দরিদ্র লোকে শরণাকাঙ্ক্ষী হইয়া আসিতে আরম্ভ করিল মিথ্যা চাটুকার ও ধূর্ত্ত ব্যবসায়ি ব্যক্তি ব্যূহও অর্থ গৃধ্নুতা প্রযুক্ত তদ্রূপে আগমন করিতে লাগিল। এই সকল ব্যক্তি ভবনের চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান হইয়া নানা প্রকার প্রশংসা ও স্তব স্তুতি করিত। তাহাদের চাটু বচন নিরন্তর শ্রুতিগোচর হওয়াতে ক্রমে টাইমন্ তাহাতে অনুরাগী হইতে লাগিলেন। ঐ সকল চাটুবাদী মিথ্যা স্তাবক মণ্ডলী আপনাদের অর্থাকাঙ্ক্ষা পূর্ত্তি নিমিত্ত ঈশ্বর বলিয়া তাঁহার স্তব করত কহিত আপনকার বদান্যতা প্রভাবে আমরা জগজ্জীবন সমীরণেরও সেবা করিয়া প্রাণ ধারণ করিয়া থাকি

কতিপয় ভদ্র সন্তান স্বং বিভব অবিবেচনা পূর্ব্বক ব্যয় করিয়া অবশেষে ঋণগ্রস্ত হইয়াছিল। তাহারা ঋণাপকরণে অক্ষমতা প্রযুক্ত উত্তমর্ণের অভিযোগে কারারুদ্ধ হইলে পরোপকারী টাইমন্ তাহাদের ঋণ পরিশোধ পুরঃসর অবরোধ মোচন করেন। এই উপকৃত ব্যক্তিরা তাঁহার প্রিয় চিকীর্ষায় নিরন্তর প্রশংসা করিত। তাঁহার সহিত প্রণয় নিবদ্ধ হইলে ক্রমে আপনাদের ন্যায় অপরিমিত ব্যয়ে তাঁহার প্রবৃত্তি জন্মাইতে লাগিল। যাহারা স্বকীয় ধনে স্নেহ শূন্য তাহাদের পরকীয় বিত্তে মমতা হইবার সম্ভাবনা কি? সর্ব্বদা তুষ্প্রবৃত্তি দিয়া ক্রমশঃ অপব্যয়ে প্রবর্ত্ত করাইল। মাংসাশি দলের মধ্যে বেন্তিদিয়স্ নামা এক ব্যক্তি অবিহিত ব্যয়ে ঋণী হইয়া শরণাপন্ন হইলে দয়ালু টাইমন্ কারুণ্যগুণে ভূরি বিত্ত প্রদান পুরঃসর তাহাকে তৎক্ষণাৎ ঋণ হইতে উদ্ধার করিলেন।

টাইমনের মুক্তহস্ততা দেখিয়া তাঁহার নিকট ধন লাভের আশয়ে কত ব্যক্তি কত প্রকার কৌশল করিত তাহার সংখ্যা হয় না। অনেকে উপহার দিয়া তদ্বিনিময়ে বহু মূল্য পারিতোষিক লাভ করিত। মহানুভব টাইমন তাহাদের সৌভাগ্যক্রমে আনীত উপায়ন মধ্যে যদি কোন সামান্য দ্রব্যের প্রশংসা করিতেন তাহা হইলে ঐ ব্যক্তিরা পর দিবস পুনর্ব্বার তথাবিধ সামগ্রী আনয়ন পুরঃসর শিষ্টতা ও বিনয় সহকারে নিবেদন করিত এবং পুনশ্চ বহু গুণ পারিতোষিক প্রাপ্ত হইত। মহাত্মা টাইমন্ বদান্যতায় কাহার নিকট পরাভব স্বীকার করিতে ইচ্ছা করিতেন না যৎকিঞ্চিৎ গ্রহণ করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার বিনিময়ে প্রচুর প্রদান করিতেন। একদা লুসিয়স নামা এক ব্যক্তি তাঁহার প্রমুখাৎ একটা শ্বেতাশ্বের প্রশংসা শ্রবণ করাতে রৌপ্যালঙ্কারে ভূষিত চারিটী শুভ্র ঘোটক তাঁহার নিকট উপঢৌকন স্বরূপে প্রেরণ করে তাহাতে অবিলম্বে তাহার বিস্তর লাভ হয়। অন্য এক সময় লুকলস নামা অপর এক ব্যক্তি তাঁহার মুখে

শীকারী কুক্কুরের গুণানুবাদ শুনাতে দুইটী তাদৃক্ কুক্কুর দিয়া প্রচুর পারিতোষিক প্রাপ্ত হইল। সরল স্বভাব বদান্য টাইমন্ উপহার দাতাদিগের প্রতারণা পূর্ব্বক ধনাপহরণের মানস তর্ক করিতেন না সুতরাং প্রতারক মণ্ডলী উপায়ন প্রদান দ্বারা সম্ভ্রম প্রকাশ চ্ছলে যৎসামান্য বা নগণ্য পদার্থ সম্মুখে আনয়ন করত সর্ব্বদাই বহু মূল্য পারিতোষিক লাভ করিত।

টাইমনের ঔদার্য্য দর্শনে শঠ দিগের শাঠ্য পূর্ব্বক ধন গ্রহণে কত প্রকারে প্রবৃত্তি হইতে লাগিল ইয়ত্তা হয় না। তিনি ঔদার্য্য প্রযুক্ত প্রিয় ভাষায় শীঘ্র সন্তুষ্ট হন এত-দ্বিষয় অবগত হইয়া অনেক লোক তদীয় সদনে গমন পুরঃসর বিবিধ দ্রব্যাবলোকনে তৎ প্রত্যাশায় অকস্মাৎ গুণানুবাদ করিত। তাহাদের প্রশংসা বচনে অজ্ঞান হইয়া আপ-নার অধিকৃত বা ক্রীত সেই দ্রব্য তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে পুরস্কার স্বরূপে প্রদান করিতেন। এক সময় কোন প্রতারক ভূম্যধিকারী তাঁহার সুরঙ্গ একটী তুরঙ্গ নিরীক্ষণ করিয়া অনর্গল তাহার গুণানুবাদ করিতে লাগিল তাহাতে তিনি মনে২ বিবেচনা করিলেন এ ব্যক্তি অবশ্য এই ঘোটক লাভ করিবার আশয়ে প্রশংসা করিতেছে অতএব তাহাকে তদ্দণ্ডে সেই অশ্ব দান করিলেন। বন্ধুবর্গ মধ্যে কে কৃত্রিম কে অকৃত্রিম এতদ্বিষয়ে অনুসন্ধান লইতেন না, বাহ্যে সদ্ব্যবহার ও বাক্যেতে প্রীতির নিদর্শন প্রকাশ হইলেই সন্তুষ্ট হইতেন। অপর দান বিষয়ে ঈদৃশ অনুরাগ ছিল যে অনেক রাজ্য থাকিলে যাচককে তাহাও প্রদান করিতে সঙ্কু-চিত হইতেন না।

টাইমনের বিপুল বিত্ত কেবল প্রতারক প্রিয়বাদি লোকদের সন্তোষার্থ ব্যয়ীকৃত হইত এমত নহে সদ্ব্যয় করি-য়াও সতত সৎপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতেন। এতদ্বিষয়ের একটা নিদর্শন এই, এক সময়ে তাঁহার এক জন কিঙ্কর এথেন্স নগরীয় কোন ধনির কন্যার রূপ লাবণ্য অবলোকনে

তাহার প্রাণিগ্রহণার্থ ব্যাকুল হয়। ধনী স্বীয় দুহিতার বিবাহ নিমিত্ত আপন অপেক্ষা অধিক ধনবান্ ও সম্ভ্রান্ত বংশীয় পাত্রের অনুসন্ধান করিতেছিলেন, ভৃত্যের সহিত তনয়ার বিবাহ দিবেন কেন? অধিকন্তু পরিণয়ের পণ বহুল বিত্ত নিরূপণ করিয়াছিলেন সুতরাং ভৃত্য প্রেমাস্পদ প্রমদা লাভের সম্ভাবনা বিরহে উন্মত্ত প্রায় হইল। টাইমন্ পরম্পরায় তদ্বিষয় অবগত হওয়াতে প্রচুর ধন প্রদান পুরঃসর সেই ধনি তনয়ার সহিত তাহার পরিণয় করিয়া দেন। টাইমনের ধনাপহারিগণের মধ্যে তাঁহার বন্ধুবর্গই অধিকাংশ। তাহারা চাটু বচনে মৌখিক মিত্রতা প্রদর্শন করিত কিন্তু তিনি তাহাদের মনোগত ভাব তর্ক করিতেন না স্বয়ং সরল স্বভাব এ প্রযুক্ত তাহাদিগকে তাদৃক্ জ্ঞান করত ক্রমাগত এক প্রকার সৌহৃদ্য ব্যবহার করিতেন এবং তাঁহার সন্নিধানে নিয়ত অবস্থান পূর্ব্বক স্তব স্তুতি করিলে তাহা শুনিতে মহা আহ্লাদিত হইতেন। কৃত্রিম মিত্র গণের ব্যাজ স্তুতি নিমিত্ত তাঁহার মনে ক্রমেং এরূপ অহমিকা আশ্রয় করিল যে চিন্তা করিতে লাগিলেন আমার সদাচরণে ইহারা সন্তুষ্ট আছে এবং আমার হিতার্থ সকলে অনুরাগী। পরন্তু তাঁহার ঔদার্য্য গুণে খলের খলতার অনুসন্ধান না হওয়াতে তাহারা কেবল তদীয় বিত্ত ব্যয় করত তাঁহাকে নিঃস্ব করিতে লাগিল। বহুং ব্যক্তি তাঁহার কুশল বৃদ্ধি চ্ছলে নিরন্তর মদ্যপান ও বিবিধ সুস্বাদ দ্রব্যাহারে নিরত হইল সুতরাং ধনসম্পত্তি ক্ষয় হইতে লাগিল।

টাইমন স্বীয় কোষাধ্যক্ষকে কুবের তুল্য বোধ করিয়া নিরন্তর ধন বিতরণের আদেশ করিতেন আয়াবস্থিতির প্রতি নেত্রপাত করিয়া ঐ রূপ ব্যয় চিরকাল প্রচলিত থাকিবে কি না এ বিষয় বিবেচনা করিতেন না, কেবল দীয়তাং ভুজ্যতাং শব্দ প্রয়োগ করত আমোদেই থাকিতেন। তাঁহার ধন বাস্তব অক্ষয় নহে সুতরাং বহু ব্যয়ের সম্মুখে ক্রমে বিনষ্ট হইবে বিচিত্র কি? অজস বিশ্রাণনে

সম্পত্তি ক্রমশঃ অল্পীয়সী হইয়া পরিক্ষীণা হইতে লাগিল। তিনি স্বয়ং তদ্বিষয় অবগত হইলেন না, পারিষদ বর্গের মধ্যেও কেহ সহসা বিজ্ঞাপন করিল না ফলতঃ যাহারা তাঁহার নয়নাবরোধ পুরঃসর অর্থ মোষণ করিবার সংকল্প করিয়াছিল তাহারা অপব্যয়ে ধন ক্ষয়ের কথা কহিয়া সচেতন করিয়া দিবে সম্ভাবনা কি? তাঁহার ধনাধ্যক্ষ ফ্লাবিয়স্ যখন দেখিলেন কোষ শূন্য হয় আর বিলম্ব নাই তখন স্বয়ং আয় ব্যয় স্থিতির একটা তালিকা প্রস্তুত করিয়া এক দিন নির্জনে প্রভুর সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক সজল নয়নে নিবেদন করিলেন প্রভো নিরন্তর ধন বিতরণের আমোদে কাল হরণ করিতেছেন একবার আয়াবস্থিতির বিষয় অবলোকন করিতে আজ্ঞা হউক। হে মহাশয় ভৃত্যের পক্ষে এবম্বিধ ব্যবহার ধৃষ্টতার লক্ষণ বটে কিন্তু আপনকার যে অবস্থা হইবার উপক্রম দেখিতেছি তাহাতে নিবেদন না করিলে চলে না। কিন্তু টাইমন্ তাঁহার ঐ কথায় মনোযোগ করিলেন না অন্য বিষয়ের প্রসঙ্গ করিয়া তদুপলক্ষে কথোপকথন করত বিদায় করিলেন কেননা বদান্য ব্যক্তিরা ধন ক্ষয়ের কথা শ্রবণে প্রায় বধির হয়। প্রভু আত্ম বিষয় অবলোকন করেন না কোষাধ্যক্ষ কি করিবেন আপন মনে খিন্ন হইয়া যৎপরোনাস্তি বিষাদ করিতে লাগিলেন। এক দিন যে সময় পাত্রে সমিত সহচর গণের আমোদ প্রমোদে প্রভুর সদনে কোলাহল এবং তাহাদের পীতাবশিষ্ট সুরা ইতস্ততঃ পতিত হইতেছিল তৎকালে কোষাধ্যক্ষ তথায় উপস্থিত হওয়াতে ধন ক্ষয়ের কারণ প্রত্যক্ষ নিরীক্ষণ করত মহা বিষণ্ণ হইলেন। কিয়ৎ ক্ষণ চিন্তা করিয়া মনেং কহিতে লাগিলেন স্বামী কি উন্মত্ত, ধনের কি বিচিত্র মহিমা, প্রভু ধন প্রভাবে এই সমস্ত জনের ধন্যবাদাস্পদ হইয়াছেন কিন্তু নিঃস্ব হইলে স্তুতি বা প্রশংসাবাদ কোথায় অন্তর্ধান হইবেক। স্বামী এক্ষণে এ সকল লোককে যথেচ্ছ আহার প্রদান করিতেছেন এতন্নিমিত্ত ইহাদের প্রশংসা ধ্বনির

এই কোলাহল কিন্তু নিঃস্বাবস্থায় ইহারা শীতকালীন নীহার পতনে মক্ষিকা পুঞ্জ তুল্য কোথায় অন্তর্হিত হইবেক তাহার নিদর্শন হইবে না।

টাইমন কোষাধ্যক্ষের আবেদনে অগ্রে মনোযোগ করেন নাই বটে কিন্তু অবিলম্বে ঈদৃশী অবস্থা ঘটিয়া উঠিল যে তাঁহার কথায় বাধির্য্য অথবা অবিশ্বাস অবলম্বন করিতে আর সক্ষম হইলেন না। অর্থের প্রয়োজন হওয়াতে কোষাধ্যক্ষকে আজ্ঞা করিলেন স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া মুদ্রা সংকলন কর। তাহাতে ধনাধ্যক্ষ বিনয় পুরঃসর নিবেদন করিলেন প্রভো ভূমি সম্পত্তির অধিকাংশ বিক্রীত হইয়া গিয়াছে তন্মূল্যেই এত দিন ব্যয় ভূষণ করিলেন এক্ষণে যৎকিঞ্চিন্মাত্র অবশিষ্ট আছে তাহা বিক্রয় করিলে আপনার ঋণ পরিশোধও হইবেক না। টাইমন্ এতৎ শ্রবণে বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিলেন কি আমার আর ভূমি নাই এথেন্স অবধি লেসিদিমন পর্য্যন্ত সমুদায় ভূমি যে আমার অধিকৃত ছিল। ধনাধ্যক্ষ উত্তর করিলেন মহাশয় আপনার সকল সম্পত্তিই প্রচুর পরিমাণে ছিল কিন্তু কোন ধন অপরিমিত বা অক্ষয় নহে এই ব্রহ্মাণ্ডেরও সীমা আছে আপনি যদিস্যাৎ সমস্ত জগতের অধিকারী হইতেন নিমেষ মধ্যে তাহাও বিতরণ করিয়া ফেলিতেন।

টাইমন্ ধনাধ্যক্ষের প্রমুখাৎ আপন নির্দ্ধনতার সংবাদ প্রাপ্ত হওয়াতে যদিও ক্ষণকাল বিস্ময়ব্যাকুল হইলেন তথাপি মনোমধ্যে এই বলিয়া প্রবোধ প্রদান করিতে লাগিলেন আমি কখন বুদ্ধি পূর্ব্বক দুষ্কর্ম্মে ধন ব্যয় করি নাই যদিও অপব্যয় করিয়া থাকি কিন্তু কদাপি দুষ্ক্রিয়া করি নাই ফলতঃ বন্ধুবর্গের পরিতোষ ও উপকার নিমিত্তই অনুদিন ধন বিতরণ করিয়াছি অতএব কোষাধ্যক্ষ কোষ শূন্য হইবার সমাচার দিয়া রোদনারম্ভ করিলে তাঁহাকে শান্ত্বনা করিতে লাগিলেন ধন নাই বলিয়া কেন বিষাদ কর। আমার অনেক মিত্র আছেন তাঁহারা সর্ব্বদা আমা হইতে যথেষ্ট

উপকার প্রাপ্ত হইয়াছেন অবশ্য আমার এই দৈন্যাবস্থায় আনুকূল্য করিয়া অভাব মোচন করিবেন। ফলতঃ মনেং আশা করিলেন যে নির্ধনতার প্রতীকার নিমিত্ত অন্য উপায় অবলম্বনের প্রয়োজন নাই বন্ধুবর্গের নিকট ঋণ যাচ্ঞা করিলেই তাঁহারদের হইতে সাহায্য হইবেক। অনন্তর লুসিয়স্ লুকলস্ এবং সেম্প্রোনিয়স্ নামক কতিপয় ব্যক্তি তাঁহার নিকট যথেষ্ট লাভ করাতে পরম মিত্র ভাবিয়া তাহাদের সন্নিধানে দূত পাঠাইয়া দিলেন। অপর বেন্তিদিয়স নামা এক জন মিত্রের ঋণ শোধন পুরঃসর তাহাকে কারাগার হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন পরম্পরায় শুনিতে পাইলেন সে ব্যক্তি আপন পিতার পরলোক হওয়াতে পৈত্র প্রচুর বিভব প্রাপ্ত হইয়াছে অতএব তাহা হইতে এই দুঃসময়ে বিশেষ আনুকূল্য পাইবার প্রত্যাশা করিলেন এবং তাহার সমীপে এক জন কিঙ্কর প্রেরণ পূর্ব্বক কহিয়া পাঠাইলেন অসময়ে আপনাকে যে সমস্ত মুদ্রা প্রদান করিয়াছিলাম এক্ষণে আমার দুঃসময়ে প্রত্যর্পণ করুন। পূর্ব্বোক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট কিয়ৎ সংখ্যক মাত্র মুদ্রা প্রার্থনা করাতে মনেং আশা করিতে লাগিলেন আবশ্যক মতে যাচ্ঞা করিলে তাঁহারা আমার পূর্ব্বোপকার স্মরণ করিয়া অবশ্য সাহায্য পাঠাইয়া দিবেন।

পরন্তু টাইমনের দূত লুকলস্ সন্নিধানে গিয়া উপস্থিত হইলে ঐ ব্যক্তি তাহাকে দেখিয়া মনে করিল কল্য নিশাভাগে স্বপ্নে রৌপ্য পাত্র দেখিয়াছি বোধ হয় স্বপ্ন সত্য হইল পরম বন্ধু টাইমনের দূত অবশ্য তদ্রূপ সামগ্রী উপহার আনিয়া থাকিবে কিন্তু যখন বার্ত্তাবহ প্রভুর বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন পূর্ব্বক মুদ্রা প্রার্থনার কথা কহিল তখন আপনার বন্ধুত্ব ব্যবহার কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল। সে মিত্রের আনুকূল্যার্থ কোন প্রকার ঔৎসুক্য প্রকাশ না করিয়া দূতের নিকট এই বলিয়া আক্ষেপ করিতে লাগিল আমি তোমার প্রভুর ভাবি অমঙ্গল পূর্ব্বেই অনুধাবন করিয়াছিলাম

তাঁহাকে শুদ্ধ ঐ বিষয়ে সচেতন করিয়া দিবার নিমিত্ত মধ্যাহ্নে ভোজন কালে তাঁহার আগারে গমন করিতাম এবং সায়ং কালে আহারাদির সময়েও একত্র বসিয়া ব্যয়লাঘব নিমিত্ত মন্ত্রণা দিতাম কিন্তু তিনি সৎপরামর্শ গ্রহণ করেন নাই সদুপদেশেও মনোযোগ দেন নাই এক্ষণে তাহার ফল ভোগ করুন। এই ব্যক্তি এবম্প্রকারে পাকতঃ স্বীকার করিল বটে যে টাইমনের নিকট ধন প্রাপ্ত হইয়াছিল কিন্তু সৎপরামর্শ প্রদান নিমিত্ত কদাপি গমন করিত না তাহা হইলে এক্ষণে তদনুরূপ ব্যবহার করিত। এখন ভৃত্যকে এই বলিয়া বিদায় করিল তোমাকে কিছু পারিতোষিক দিব তুমি আপন প্রভুর নিকট গিয়া মিথ্যা করিয়া বল আমার দেখা পাইলে না।

অপর লুসিয়সের সমীপে যে দূত গমন করিয়াছিল সেও অকৃতকার্য্য হইয়া প্রত্যাগমন করিল। ঐ ব্যক্তি টাইমনের ভবনে নিরন্তর পলান্নাদি বিবিধ সুখাদ্য পুষ্টিকর আহার করিয়া সবল হইয়াছিল এবং তাঁহার বদান্যতার প্রভাবে প্রচুর ধন সঞ্চয় করিয়াছিল প্রেষ্যের প্রমুখাৎ তাঁহার দৈন্যের কথা শ্রবণ করিয়া সন্দেহ প্রযুক্ত আদৌ তাহাতে বিশ্বাস করিল না পরে দূতের সটীক বচনে মনোযোগ করাতে যখন তাঁহার নিঃস্বতা প্রতীত হইল তখন কাপট্যাবলম্বন পূর্ব্বক খেদ করিয়া কহিতে লাগিল হায় মহাত্মা টাইমন দুরবস্থায় পতিত হইয়াছেন আমি কি পাপাত্মা তাঁহার দুঃসময়ে আনুকূল্য করিতে পারিলাম না। ওহে বার্ত্তাবহ আমি এখনি তোমার প্রভুর প্রার্থনা পূর্ণ করিতাম কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ তাহাতে অক্ষম হইলাম, কল্য বহুমূল্যের একটা বস্তু ক্রয় করিয়াছি তাহাতে তাবৎ ধন আবদ্ধ হইয়াছে। আমার অতিশয় দুরদৃষ্ট, উপকারি মহাত্মার সন্তোষ প্রদানে কিঞ্চিন্মাত্র সামর্থ্য হইল না।

অতএব যে সকল ব্যক্তি এক পাত্রে ভোজন করে তাহারাও মিত্র হয় না। প্রিয়ম্বদ ধূর্ত্ত লোকের স্বভাব এই সম্পদ

সময়ে মৌখিক মৈত্রী প্রদর্শন পূর্ব্বক কেবল আপন অভীষ্ট সিদ্ধ করে কিন্তু বিপদে বাক্য দ্বারাও উপকার করে না। এই লুসিয়স্ বিপন্ন হইয়া টাইমনের শরণাপন্ন হইলে তিনি জনকবৎ পরম স্নেহে প্রতিপালন করেন এবং আপনার ধনাগার হইতে বিপুল বিত্ত প্রদান পুরঃসর ঐ ব্যক্তির মনোহর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া দেন ও সকল সময়ে সর্ব্ব বিষয়ে আনুকূল্য করেন কিন্তু এক্ষণে প্রতিপালকের বিপদ্ বৃত্তান্ত অবগত হইয়াও প্রত্যুপকার করণে উন্মুখ হইল না। আঃ কৃতঘ্নতা কি ভীষণ পদার্থ, এ পাপাত্মা তাদৃশ উপকার প্রাপ্ত হইয়া এক্ষণে কতিপয় মুদ্রার প্রার্থনাও অগ্রাহ্য করিল। টাইমন তাহাকে যে প্রকার দান করিয়াছিলেন তাহার সহিত তুলনা করিলে এক্ষণকার ঐ প্রার্থনা যৎসামান্য। বদান্য পুরুষ তাদৃশ দানে লজ্জা বোধ করিয়া থাকেন কিন্তু কি আশ্চর্য্য তাহা দিয়া প্রত্যুপকার করিতেও মানস হইল না অবলীলা ক্রমে মিথ্যাচ্ছলে বঞ্চনা করিল।

সেম্প্রোনিয়স্ ও অন্যান্য যে২ ব্যক্তির প্রতি কৃত উপকার স্মরণ করিয়া আনুকূল্য প্রার্থনা হয় তাহারাও টাইমনের দৈন্য দশা শ্রবণে তৎ প্রতি হতাদর হইয়া উপেক্ষা করিল। অধিকন্তু টাইমন আপনার শেষ দশায় বেন্তিদিয়স্ নামা যে ব্যক্তিকে অর্থ দান পূর্ব্বক তদীয় দুরবস্থার সময় সাহায্য করিয়াছিলেন সে ব্যক্তি এক্ষণে পৈতৃক বিভব লাভে মহা ধনী হইয়াছিল সেও তাঁহার আনুকূল্য করণে উন্মুখ হইল না।

সম্পদ সময়ে যে টাইমনের সহিত সমাগম ও সহবাস নিমিত্ত লোকে মহা২ অনুরাগ প্রকাশ করিত অধুনা ধন ক্ষয়ে দৈন্য দশা হওয়াতে তাঁহার সহিত দৈবাৎ সাক্ষাৎ হইলে আলাপ করিতেও বিরক্ত হইতে লাগিল। অপর সৌভাগ্য সময়ে যাহাদের রসনা হইতে সদাশয় এবং মুক্তহস্ত বলিয়া প্রশংসাবাদ অনর্গল নির্গত হইত ইদানীং

তাহারা ব্রীড়াশূন্য হইয়া তাঁহাকে উন্মত্ত নির্বোধ বলিয়া মুক্তকণ্ঠে নিন্দা করিতে লাগিল। অথচ তিনি তাহাদের সংসর্গ ও প্ররোচনাতেই উন্মত্ততাদির কার্য্য করেন। অপর এক্ষণে তাঁহার ভবনে কেহ ভ্রমক্রমেও পদার্পণ করিতে উৎসুক হইল না। পথিকেরা পূর্ব্বে পুরী প্রবেশ পূর্ব্বক পানীয় পান করত কতই আমোদ প্রমোদ করিত এখন নিকট দিয়া গমনাগমন করিয়াও তৎপ্রতি নেত্রপাত করে না। কিয়দ্দিন অগ্রে তাঁহার আলয় ভোক্তাদের কোলাহলে সতত শব্দায়মান হইত এক্ষণে উত্তমর্ণ গণের চীৎকার শব্দে ভীষণ হইয়া উঠিল। মহাজনেরা কেহ আপনার প্রাপ্য মুদ্রা আদায় নিমিত্ত অঙ্গীকার পত্র, কেহ বন্ধকী পত্র, কেহ বা কুষীদ গণনার তালিকা করতলে লইয়া অবিশ্রান্ত তর্জ্জন আরম্ভ করিল। অতএব টাইমনের পক্ষে নিজালয়ও কারালয় স্বরূপ হইয়া উঠিল কেননা তথায় অবস্থানে যৎপরোনাস্তি ক্লেশ হইতে লাগিল। অন্য ধনিকগণ তাহাকে যে সকল ঋণ দান করিয়াছিল তাহার নিমিত্ত বাটী আসিয়া চীৎকার আরম্ভ করিল। তিনি কি প্রকারে তাহাদের ঋণ হইতে পরিত্রাণ পাইবেন কোন উপায় দেখিতে পাইলেন না।

টাইমন এই দুরবস্থায় পতিত হইয়া বন্ধু বান্ধব সকলের অনালাপ্য হইলে মনোমধ্যে যৎপরোনাস্তি সন্তাপিত হইলেন এবং কৃতঘ্ন মিত্রদিগের ভর্ৎসনা করণাশয়ে এক দিন কৌশল করিয়া আপন ভবনে মহাভোজের আয়োজন করিলেন। তাঁহার এই দৈন্য দশায় পূর্ব্ববৎ ভোজের সমারোহ দেখিয়া সকলে চমৎকৃত হইল কিন্তু পূর্ব্বালাপিত ভোক্তা ও কুলীনবর্গ নিমন্ত্রিত হইবামাত্র আহ্লাদ পূর্ব্বক গমন করিল। যে লুসিয়স লুকলস ও বেন্তিদিয়স কিয়দ্দিন হইল দৈন্য দশা শুনিয়া মৈত্রীভাব ত্যাগ করিয়াছিল তাহারাও ভোজের আয়োজনে তদীয় ধন সম্পত্তি অক্ষয় বিবেচনা করিয়া পুনর্বার পরম মিত্রতা প্রকাশ করিতে আসিল। কিন্তু আপ-

নাদের মনে এই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিল আমরা অতি মূর্খ, মহানুভব টাইমনের ভাব বুঝিতে পারি নাই। ইনি দৈন্য দশাগ্রস্ত হন নাই, কেবল আমাদের প্রণয় পরীক্ষা নিমিত্ত কপটতা পূর্ব্বক নিঃস্বতা প্রকাশ করিয়া আনুকূল্য চাহিয়াছিলেন। হায়২ কি কুবুদ্ধির কর্ম্ম করিয়াছি, সে সময় যদিস্যাৎ উপকার করিতে উন্মুখ হইয়া মিত্রতা প্রদর্শন করিতাম তাহা হইলে এত দিন কত প্রকারে তাঁহার বদান্যতায় আপনাদের অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়া লইতে পারিতাম। অতএব নিকটে আসিয়া মনঃ ক্ষোভ ও অপত্রপা প্রকাশ পূর্ব্বক প্রত্যেকে বিজ্ঞাপন করিল মহাশয় ইতিমধ্যে আপনার দূত একবার আমার সমীপে আনুকূল্য করিবার কথা কহিতে গিয়াছিল দুর্ভাগ্য বশতঃ আমার হস্তে সে সময় অর্থ না থাকাতে মহোপকারি মহাশয়ের প্রত্যুপকার করিতে পারি নাই, অনুগ্রহ প্রকাশ পুরঃসর অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। টাইমন তাহাদের কাপট্য ব্যবহার এক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছিলেন অতএব আপনিও কপট ভাবে সুললিত বচনে বলিলেন আঃ সামান্য বিষয়ের জন্য আপনারা সঙ্কুচিত হইতেছেন কেন? কি কথা বলিয়া পাঠাইয়াছিলাম আমার মনেও নাই। পরন্তু অন্তঃকরণ মধ্যে এই বিবেচনা করিতে লাগিলেন অহো মানবগণ সম্পদ্ ঋতুর আশ্চর্য্য বিহঙ্গ। এই সকল লোক আমার ব্যসনের কথা শুনিয়া আলাপ করণেও পরাঙ্মুখ হইয়াছিল এক্ষণে ভোজের আয়োজন ও ধন সম্পত্তির প্রভা দেখিয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ মিত্রতা প্রকাশ করিতেছে। তৃষিত চাতক যদ্রূপ সজল জলদের প্রতি ধাবমান হয় নির্বারি বারিদের দিকে দৃক্‌পাতও করে না ইহারাও তদ্রূপ আমার নির্ধনতার সংবাদে বিমুখ হইয়া এক্ষণে ধনবত্তার নিদর্শনে ব্যগ্রতা সহকারে মিলিত হইতেছে। অনন্তর যাবতীয় নিমন্ত্রিত ব্যক্তি আসিয়া উপস্থিত হইলে সুশ্রাব্য তূর্য্য ধ্বনি আরম্ভ হইল এবং অভ্যবহারের দ্রব্য সামগ্রী পরিবেশিত হইতে লাগিল। উপস্থিত লোকদিগের

মধ্যে কেহ২ ভোজনপাত্র অবলোকন করিয়া আপনার অন্তঃকরণ মধ্যে কহিতে লাগিল টাইমন নিঃস্ব হইয়াছেন শুনিয়াছিলাম, কি প্রকারে বহু ব্যয় সাধ্য এতাদৃশ ভোজের আয়োজন করিলেন? কেহ২ কহিল আমার তো দৃষ্টি বিভ্রম হয় নাই এ কি আয়োজন? যাহা হউক উদর পূর্ত্তি করিয়া আহার করিব। পরন্তু অবিলম্বে যখন সঙ্কেতানুসারে ভোজন পাত্র সকল অনাবৃত হইল তখন সকলের আশা লতা ভগ্না হইয়া গেল। লুব্ধ উদরম্ভরি জনগণ আবৃত ভোজন পাত্র দেখিয়া মনে করিয়াছিল এতন্মধ্যে পূর্ব্ববৎ কেবল সুখাদ্য সামগ্রী সকল আছে কিন্তু আবরণ মোচনে দেখিতে পাইল টাইমনের অবস্থানুরূপ দ্রব্যে ভোজন পাত্র পরিপূর্ণ অর্থাৎ কেবল সধূম ঈষদুষ্ণ যৎকিঞ্চিৎ জলমাত্র তাহাতে রহিয়াছে। যে সকল ব্যক্তি এই ভোজে অভ্যবহার নিমিত্ত আমন্ত্রিত হয় তাহারা সকলেই টাইমনের কৃত্রিম মিত্র অতএব তাহাই তাহাদের উপযুক্ত খাদ্য কেননা তাহাদের ব্যবহার ধূমবৎ, প্রভিন্ন করিতে পারা যায় না। অপর তাহাদের অন্তঃকরণ জলবৎ তরল। সে যাহা হউক। টাইমন্ উক্ত প্রকার আহারীয় সামগ্রী সমস্ত প্রত্যেক ব্যক্তিকে পরিবেশন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন অরে কুক্কুরগণ পাত্রাচ্ছাদন মোচন করিয়া অবলোকন কর্। পরে তাহারদের এতদ্বিষয়ে যে বিস্ময় জন্মে তাহার মোচন না হইতে২ সেই অশীতল সলিল তাহাদের মুখে সেচন করিতে২ বলিতে লাগিলেন খাও যেন উদর পূর্ত্তি ও পরিতৃপ্তি হয়। অবশেষে ভোজন পাত্র ও জল পাত্রাদি গ্রহণ পুরঃসর তাহাদের প্রতি নিক্ষিপ্ত হইতে আরম্ভ হইল তাহাতে তাহারা স্ব২ বসন ভূষণ গ্রহণ পুরঃসর ব্যস্ত সমস্ত হইয়া পলায়ন পরায়ণ হইল। ভয়ে স্ত্রী পুরুষ কে কাহার গাত্রে পতিত হয় জ্ঞান রহিল না, মহা গোলযোগ উপস্থিত হইল। টাইমন্ তাহাদের পশ্চাৎ গমন করিয়া সমুচিত সম্বোধন পুরঃসর কহিতে লাগিলেন অহে হাস্যবদন, প্রিয়ম্বদ মানবগণ, তোমরা নীতিমণ্ডিত লোকের নিপাতকারী,

ধার্ম্মিক শার্দ্দূল, সুধী ভল্লুক, সম্পদে উন্মাদ দাও, ভোজে বন্ধুতা প্রকাশ কর, পলায়ন কর কেন? তাহারা তাঁহার এই ঈর্ষান্বিত বচনে আরো ত্রস্ত হইয়া মনে করিল বুঝি আবার অন্য প্রকার লাঞ্ছনা করিবে অতএব সত্বর প্রস্থান করিতে লাগিল, গতিবেগে কাহার অঙ্গ বসন, কাহার ভূষণ পতিত হইতে লাগিল কিন্তু তাহাতে কেহ দৃক্‌পাত করিল না। দ্রুতগতি গমন করিয়া টাইমনের হস্ত হইতে আপনাদিগকে পরিত্রাণ করত নিরাপদ্ জ্ঞানে হর্ষিত হইল।

টাইমনের পক্ষে এই জনতা সঙ্গতিই শেষ সঙ্গতি হইল। তাহার পর ক্ষণে এথেন্স নগর এবং লোকালয় হইতে বহির্গত হইয়া অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। গমন কালে ঘৃণ্য পুরী ও পুরবাসি কৃতঘ্ন মানবদিগের প্রতি পশ্চাৎ করিয়া সকোপ বচনে আক্রোশ করিতে লাগিলেন আশু যেন দৈবী বিড়ম্বনা ঘটিয়া এই পুরীর উচ্চতর প্রাচীর ভূমিসাৎ হয় এবং প্রকাণ্ড অট্টালিকা যেন ভগ্না হইয়া কৃতঘ্ন পৌর জনের মুণ্ডে পড়ে। অনন্তর দুঃখাবেগে অধীর হইয়া কহিতে লাগিলেন হে ধর্ম্ম, এথেন্স নগরীয় আবাল বৃদ্ধের আচার দেখিলে, এখন বিচার করিয়া ইহাদের প্রতিফল প্রদান কর। এই মানবগণ অতিশয় দুরাত্মা, ইহাদের বিড়ম্বনা নিমিত্ত অবিলম্বে যেন মারীভয়, সংগ্রাম, দারিদ্র্য এবং রোগ আবির্ভূত হয়। এই রূপে নগরবাসি লোকের অনিষ্টাকাঙ্ক্ষা করিতে২ বিপিনে প্রবেশ করিয়া বলিলেন এখানে সেই সকল কৃতঘ্ন মানবাপেক্ষা নিষ্ঠুর পশুগণেরও দয়া দেখিতে পাইব। পরে আপনার শরীরে কোন প্রকার মনুষ্যের চিহ্ন না থাকে এতন্নিমিত্ত অঙ্গের বসন পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিলেন এবং বসতির নিমিত্ত একটা গহ্বর খনন করিয়া পশুর ন্যায় নিরাশ্রয়ে তন্মধ্যে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। বন্য ফল মূল অশনে তাঁহার জীবন ধারণ হইতে লাগিল। মনুষ্যের মুখাবলোকনে একেবারে বিরতি হইল। নরাপেক্ষা বরং

বানর দিগের সহিত প্রণয় করিয়া একত্র বাস করিতে অনুরাগী হইলেন।

আহা যে টাইমন্ পূর্ব্বে মহার্হ পরিচ্ছদ ধারণ করিতেন এবং সকলের আনন্দ ভাজন হইয়া সুখে কাল যাপন করিতেন এক্ষণে তিনি বিবসন ও বিদ্বেষী হইয়া মনোদুঃখে সময়াতিবাহন করিতে লাগিলেন। এখন তাঁহার সেই সমস্ত প্রিয়ম্বদ পারিষদ্‌গণ কে কোথায় গেল নিদর্শন থাকিল না। অধুনা গহন বনে শীতকালীন শীতল সমীরণ কি স্বয়ং বসন আনিয়া দিয়া তাঁহার কলেবর রক্ষা করিবে? অচল তরুনিকর নবানুরাগ বশতঃ মনোহর বেশ ধারণ পুরঃসর তাঁহার সহচরতা করত আদেশ মাত্রে কি কার্য্য সম্পাদন করিবে? উৎকট ভোজন বশতঃ পীড়িত হইলে বনাভ্যন্তর দিয়া প্রবহমানা সরিৎ কি সেবা শুশ্রূষা করত উষ্ণ যূষ প্রস্তুত করিয়া দিবে? অপর কাননবাসি মাংসাশি জীবজন্তু কি নিকটস্থ হইয়া কর চুম্বন ও চাটুবাদ করিবে?

পরন্তু দৈবযোগে টাইমনের অদৃষ্ট পুনর্ব্বার প্রসন্ন এবং সুখ সম্পত্তি পুনশ্চ প্রত্যাগত হইবার সুযোগ হইল। অরণ্য মধ্যে এক দিন প্রাণ ধারণোপযোগি আহারীয় মূল আহরণ নিমিত্ত মৃত্তিকা খনন করিতে ছিলেন হঠাৎ তাঁহার অস্ত্র কোন কঠিন দ্রব্যের উপর আহত হওয়াতে চতুর্দিক্ বিস্তৃত রূপে খনন করিয়া দেখিলেন বৃহদাকার একটা তৈজস পাত্র সুবর্ণে পরিপূর্ণ। কোন কৃপণ দস্যুভয়ে ভীত হইয়া ঐ ধন ঐ স্থানে ধরণী গর্ব্ভে নিক্ষিপ্ত করিয়া রাখিয়া থাকিবে বোধ হয় তাহার এই মানস ছিল সময়ানুসারে উত্তোলন পূর্ব্বক লইয়া যাইবে সুবিধার কাল আগত না হইতেং স্বয়ং কাল গ্রাসে পতিত হওয়াতে ঐ স্থানেই চির নিখাত রহিয়াছিল যাহা হউক এক্ষণে দৈব প্রসন্নতায় ধরিত্রী টাইমনের প্রতি সেই নিধি প্রসব করিয়া দিলেন।

টাইমন্ সুদৈবযোগে পুনর্ব্বার প্রচুর সম্পত্তির অধিকারী হইলেন। তাহার পূর্ব্বকার অভিপ্রায় বর্ত্তমান থাকিলে পুনশ্চ অনায়াসে বন্ধু বান্ধব ও তোষামোদকারির সম্প্রদায় ক্রয় করিয়া পূর্ব্ববৎ আমোদ প্রমোদে কালযাপন করিতে পারিতেন। কিন্তু মনোমধ্যে বৈরাগ্যের আবির্ভাব হওয়াতে সংসারের প্রতি অনাস্থা জন্মিয়াছিল অতএব ঐ নিধি তাঁহার নয়নাগ্রে বিষ তুল্য বোধ হইতে লাগিল। সুতরাং সেই ধন অবনীর উদরেই স্থাপন করিতে মনস্থ করিলেন। ফলতঃ পূর্ব্বকার ব্যাপার স্মরণ হওয়াতে বিবেচনা করিতে লাগিলেন অর্থই অনর্থের মূল, অর্থেতেই অশেষ অনিষ্ট ঘটে, অর্থের নিমিত্তই চৌর্য্য দস্যুবৃত্তি অন্যায় অবিচার হত্যা ইত্যাদি বিবিধ কুক্রিয়া নিষ্পন্ন হইয়া থাকে অতএব আর অর্থে লিপ্ত হইব না, আমার যে বৈরাগ্য জন্মিয়াছে তাহাকেই পালন করত নিঃস্ব ভাবে শেষ কাল হরণ করি, এই ধন পুনর্বার প্রোথিত করিয়া রাখি, ইহাও সম্পদ্, অবশ্য পুনর্ব্বার ঘোরতর বিপদ্ জন্মাইতে পারে। এই রূপে আপনার মনোমধ্যে চিন্তা করিতেছেন ইত্যবসরে কতকগুলি পদাতিক সেনা সেই স্থান দিয়া গমন করিতে লাগিল। এলসিবাইদিস নামক সেনাপতি এথেন্স দেশের রাজমন্ত্রিদিগের অন্যায়াচরণে বিরক্ত হইয়া তাহাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম নিমিত্ত সেই সমস্ত সেনা সমভিব্যাহারে গমন করিতেছিলেন। তাঁহার জয়ী অনীকিনীগণ পূর্ব্বে আর একবার তুমুল রণ করিয়া এথেন্স নগর রক্ষা করিয়াছিল। টাইমন সেনাপতির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ভূমি নিখাত সম্পত্তি প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন, আপনি যোদ্ধাদিগের পুরস্কারে এই বিত্ত ব্যয় করিবেন, কোন প্রত্যুপকার প্রত্যাশায় এই অর্থ প্রদান করিতেছি না, আমার এতাবন্মাত্র প্রার্থনা, আপনকার দিগ্বিজয়ী সেনাগণ এথেন্স নগর যেন সমভূমি করিয়া অগ্নি দাহ দ্বারা তত্রত্য দুরাত্মাদিগকে দগ্ধ করত নিহত করে। হে মহাশয় এথেন্স দেশীয় আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই

দুরাত্মা ; প্রাচীন লোকদিগের পক্ব শ্মশ্রু দেখিয়া দয়া করিবেন না, তাহারা কুষীদ জীবী। অপর বালক দিগের মৃদু মধুর হাস্য অবলোকনে বিমুগ্ধ হইবেন না, তাহারাও ক্ষমার পাত্র নহে, কেননা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া পিতৃ পিতামহের বর্ত্মানুসরণ পুরঃসর বিশ্বাসঘাতী হইবে। আপনি এথেন্সের দুষ্ট দমনার্থ যাত্রা করিতেছেন তন্নিমিত্ত নিবেদন করি তথায় উপস্থিত হইয়া দর্শন শ্রবণ দুই ইন্দ্রিয়কে কঠিন করিবেন দুঃখাবহ আকৃতি দর্শন ও কাতর শব্দ শ্রবণ মাত্রে যেন অন্তঃকরণে করুণার সঞ্চার না হয় তাহা হইলে কাহারও দমন হইবেক না। কুমারী গণের ক্রন্দন শিশুদের আর্ত্তরব ও প্রসূতিদিগের বিলাপ শ্রবণে দয়ার্দ্র হইবেন না, আবাল বৃদ্ধ সকলের বিনাশ করিয়া যেন নিবৃত্ত হন্। অনন্তর আপনার অন্তঃকরণ মধ্যে এথেন্সের ও মানব জাতির প্রতি সাতিশয় বিদ্বেষ থাকাতে মনেং পরমেশ্বর সন্নিধানে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন সেনানী সকল বিনষ্ট হইয়া কৃতকার্য্য হউক কিন্তু এ ব্যক্তিও যেন ত্বরায় কালের করাল গ্রাসে পতিত হয় তাহা হইলেই নগর একেবারে নির্নাম হইবেক।

সেনানী গমন করিলে টাইমন্ সেই অরণ্যমধ্যে পশুবৃত্তি দ্বারা জীবন ধারণ পুরঃসর পূর্ব্বভাবে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎ কাল গতে এক দিন তাঁহার কুটীর দ্বারে এক ব্যক্তি আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। সে ব্যক্তি সেই হিতৈষী ধনাধ্যক্ষ ফ্লাবিয়স। প্রভুর প্রতি সাতিশয় ভক্তি ও স্নেহ থাকাতে তাঁহার অদর্শনাবধি নানা স্থানে অন্বেষণ করিতেছিলেন। কুটীর দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া দেখিলেন প্রভু বিবসন পশুবৎ জীবন যাপন করিতেছেন। তাঁহার পূর্ব্বাবস্থা স্মরণ হওয়াতে মনেং কহিতে লাগিলেন প্রভু জীবন্মৃত হইয়া বুঝি এই কুটীরকে আপনার সমাধি স্থান করিয়াছেন। যাহা হউক ফাবিয়স্ টাইমনের এই অবস্থা অবলোকনে অপার দুঃখার্ণবে মগ্ন হইয়া শোকাবেগে অনেক ক্ষণ নির্বাক ও নিস্পন্দ হইয়া রহিলেন।

কতক ক্ষণ পরে চৈতন্যোদয় ও কথা কহিবার শক্তি হইল কিন্তু বাষ্পভারে কণ্ঠাবরোধ হওয়াতে বাক্য স্পষ্ট রূপে বোধগম্য হইল না অতএব টাইমন অনেক কষ্টে বহু বিলম্বে তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন। তিনি ফ্লাবিয়সকে নরাকার দেখিয়া আদৌ মনে করিতেছিলেন এ কে? মনুষ্য জাতির মধ্যে এতাদৃশ সৌহৃদ্য ব্যবহার কি কাহার আছে যে আমার এই ব্যসন সময়ে সম্ভাষা করিতে আসিয়াছে? আমি মানব মণ্ডলীর সহিত ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি মনুষ্যের এ ব্যবহার নহে তবে যদি এ ব্যক্তি মনুষ্য হয় অবশ্য পুনর্ব্বার কোন প্রকার বিশ্বাসঘাতকতা নিমিত্ত আসিয়া থাকিবে। আমার অবস্থা অবলোকনে ইহার লোচন হইতে যে অশ্রু নির্গত হইতেছে এ একটা কুহক। কিন্তু ফ্লাবিয়স্ বিবিধ চিহ্ন দ্বারা স্বীয় সাধুতা সপ্রমাণ করত নিবেদন করিলেন প্রভো আপনার প্রতি পরম ভক্তি থাকাতে এস্থান পর্য্যন্ত আগমন করিয়াছি। টাইমন্ যদিও তাঁহার প্রভু ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা স্মরণ করিলেন তথাপি মানবজাতির প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মিবাতে তাঁহার প্রতি ঘৃণার সহিত দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার বদন বিনির্গত বাক্য শ্রবণে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন সুতরাং প্রভুভক্ত ভৃত্য আপনার মানবাকার দুর্ভাগ্যের কারণ হইল বলিয়া বিলাপ করিতেং প্রত্যাগমন করিলেন।

অনন্তর কৃতজ্ঞ মানবদের ন্যায় কৃতঘ্ন লোকেরাও টাইমনের গুণানুস্মরণ পুরঃসর তাঁহার নিমিত্ত পরিতাপ করিতে লাগিল। এলসিবাইদিস সেনানী মহা কোপে এথেন্স নগর আক্রমণ করিলেন এবং প্রাচীর ভগ্ন করিয়া নগর ভূমিসাৎ করিবেন এতাদৃশ ক্রোধ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন সুতরাং তৎকালে সকলকে টাইমনের শৌর্য্য বীর্য্য স্মরণ পূর্ব্বক অনুতাপ করিতে হইল। তাহারা কহিতে লাগিল হায় মহানুভব টাইমনকে কেন উচ্ছিন্ন করিলাম তিনি এ সময় উপস্থিত থাকিলে কৌশল প্রকাশ পূর্ব্বক

সাহস ও বীর্য্যদ্বারা এ দুর্দান্ত বৈরির অনায়াসে দমন করিতে পারিতেন। পূর্ব্বে কত বার এই নগর বিদেশীয় বলিষ্ঠ শত্রু কর্ত্তৃক বেষ্টিত হইয়াছিল তাহাতে তিনিই প্রবল পরাক্রম প্রকাশ পুরঃসর তাহাদিগের নিরাকরণ করিয়া নগর রক্ষা করেন।

রাজমন্ত্রিগণ এই বিপদে উপায়ান্তর না দেখিয়া এক্ষণে টাইমনের শরণ প্রার্থনা করিতে মানস করিল। ইহারা তাঁহার দুর্গতির সময় বাক্য দ্বারাও হিত চেষ্টা করে নাই, অধুনা আপনাদের দুর্দশা আপতিত হওয়াতে বনে গিয়া শরণাপন্ন হইতে উদ্যত হইল। স্বার্থ কি চমৎকার পদার্থ, পূর্ব্বে যাঁহাকে রুষ্ট করিতে কোন অংশে ত্রুটি করে নাই ইদানী প্রয়োজন উপস্থিত হওয়াতে তাঁহার নিকট গিয়া নিষ্ঠুর ব্যবহারের পরিবর্ত্তে প্রীতি উৎপাদন নিমিত্ত যত্ন করিতে লাগিল।

অনন্তর তাহাদের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি বিপিন প্রবেশ পূর্ব্বক টাইমনের উদ্দেশ করিতে গেল এবং অনেক অন্বেষণের পর তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া বিবিধ স্তব স্তুতি পুরঃসর নিবেদন করিল মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া নগরে প্রত্যাগমন করুন আপনি বিনা আমাদের রক্ষক কেহ নাই। আপনি অস্মদাদির নিষ্ঠুর ব্যবহারে সাতিশয় বিরক্ত হইয়াছেন ক্ষমা করুন। আমরা শপথ পূর্ব্বক কহিতেছি আপনি প্রত্যাগমন পুরঃসর দুর্দান্ত বৈরির আক্রমণ হইতে রক্ষা করিলে আমাদের ধন প্রাণ সকলই আপনার প্রতি সমর্পণ করিয়া চিরকাল আজ্ঞাবহ থাকিব। কিন্তু নগ্ন ও নরদ্বেষি টাইমন্ এক্ষণে সে টাইমন্ ছিলেন না পূর্ব্বের ন্যায় বদান্যতা বিক্রম ও মানবের প্রতি দয়া প্রকাশ আভরণ জ্ঞান করিলেন না। স্বদেশীয়দের কৃতঘ্নতায় মর্ম্মান্তিক বেদনা পাওয়াতে এলসিবাইদিস সেনাপতি কর্ত্তৃক তাহাদের নিপীড়ন সংবাদে মনোমধ্যে বরং উল্লাসিত হইলেন। অতএব স্পষ্ট বাক্যে সমাগত লোকদিগকে কহিলেন বিপক্ষগণ স্বর্ণময়

এথেন্স নগর আক্রমণ পূর্ব্বক যদিস্যাৎ তত্রস্থ আবাল বৃদ্ধ বনিতার সংহার করিয়া সকলের সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া লইয়া যায় তাহাতেও আমার দুঃখ নাই, এক্ষণে বোধ হইতেছে সেই কটকাভ্যন্তরের সামান্য খড়্গও দেশীয় প্রাচীন সম্ভ্রান্ত লোকের মস্তক অপেক্ষা অধিক মূল্যবান্।

রাজমন্ত্রিগণ টাইমনের মুখে এবম্প্রকার নির্দয় বচন শ্রবণ করিয়া আর্ত্তস্বরে রোদন আরম্ভ করিল তখনও তিনি পূর্ব্বোক্ত বাক্যমাত্র পুনরুক্তি করিলেন। তদনন্তর তাহারা বিষণ্ণ মনে বিদায় গ্রহণ করিলে এতাবন্মাত্র কহিলেন তোমরা নগরে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক তত্রস্থ জনগণকে আমার বৃত্তান্ত জ্ঞাপন পুরঃসর কহিও তাহাদের পরিতাপ মোচন ও দুর্দান্ত সেনাপতির কোপ নিবারণের এক মাত্র উপায় আছে। ওহে মন্ত্রিবর্গ, স্বদেশীয় মানবদিগের প্রতি আমার এখনও যথেষ্ট স্নেহ আছে এবং দেহপাতের পূর্ব্বে সাধ্যানুসারে তাহাদের উপকার করিতে বাসনা করি অতএব এক উপায় কহিতেছি শ্রবণ কর। মন্ত্রিরা বিদায়কালে এবম্বিধ সানুকূল বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে করিল ইহাঁর হৃদয়ে বুঝি দয়ার উদ্রেক হইল। কিন্তু টাইমন্ ব্যঙ্গোক্তি পূর্ব্বক সেই উপায়ের এইরূপ বিবরণ করত কহিলেন আমার কুটীর সন্নিকটে একটী প্রকাণ্ড তরু আছে ত্বরায় ছেদন করিতে হইবে অতএব এথেন্স দেশীয় ক্ষুদ্র মহৎ সর্ব্ব সাধারণ জনগণ এস্থানে আগমন পূর্ব্বক যদি সেই তরুর আশ্রয় গ্রহণ করে তাহা হইলে নিষ্কৃতি পাইতে পারে। এ কথার তাৎপর্য্য এই তাহারা যদিস্যাৎ স্বং গলে রজ্জু প্রদান করিয়া এই বৃক্ষে উদ্বন্ধন পূর্ব্বক দেহ ত্যাগ করে তাহা হইলে কৃতঘ্নতা হইতে নিস্তার পাইবেক।

টাইমন্ মানবগণের প্রতি বদান্যতা ও দয়া প্রকাশে যে অনুরাগ করিতেন তাঁহার অন্তর হইতে তাহা একেবারে অন্তর হইলে অবিলম্বে দেহপাত হইল। কিয়দ্দিনানন্তর কোন যোদ্ধা নদী তীর দিয়া গমন করত তাঁহার বাসস্থলী

হইতে কিয়দ্দূরে একটা সমাধি স্থান অবলোকন করিল তাহাতে লেখা ছিল নরদ্বেষি টাইমনের এই সমাজ। টাইমন্ বিপিনবাসী হইয়া অবশিষ্ট জীবন নরদ্বেষে যাপন করেন বিশেষতঃ স্বদেশীয় রাজমন্ত্রিদিগের নিকট আপন মানস ব্যক্ত করেন দেশের মানববর্গ যেন দুঃখ ও দৈব উৎপাতে বিনষ্ট হয় অতএব তাঁহার সমাধিতে নরদ্বেষী টাইমন্ বলিয়া তাঁহার নাম অঙ্কিত হইয়াছিল।

টাইমন আত্মহত্যা দ্বারা দুঃখের অন্ত করেন অথবা দুঃখাবেগে তদীয় অসু বিনাশ হয় এতদ্বিষয়ের কোন বিবরণ প্রকাশ নাই, সমাধির উপরি কেবল পূর্ব্বোক্ত কথা মাত্র লিখিত ছিল। যাহা হউক ঐ কথাতে স্পষ্ট বোধ হয় মনুষ্যজাতির কৃতঘ্নতা দর্শনে তাহাদের প্রতি যে দ্বেষ ভাব উৎপন্ন হয় চরম কাল পর্য্যন্ত তাহা দেদীপ্যমান ছিল। কেহ২ অনুমান করিয়া বলেন তাঁহার সমাধি স্থান সিন্ধুতীরে নির্ণীত হইবার তাৎপর্য্য এই সমাধি অবলোকনে দুষ্ট ও শঠ লোকের নয়ন হইতে নিঃসৃত বারিবিন্দু অপেক্ষা প্রকাণ্ড বারিভাণ্ড সাগরের অনবরত তরঙ্গোৎক্ষেপণ দ্বারা সমাধির উপর অশ্রুধারা স্বরূপে জলাভিষেক মনোনীত করিতেন এই নিমিত্ত তদ্রূপ স্থলে সমাধি স্থাপন করিয়া যান্ ইতি।



R. D. SORNOKAR, ENGR. ৩৪১

নিদাঘ নিশীথের স্বপ্ন।

সেক্‌সপিয়র।

নিদাঘ নিশীথের স্বপ্ন।

এথেন্স নগরে কন্যাদান বিষয়ে এই নিয়ম প্রচলিত ছিল পিতা আপনার মতানুসারে পাত্র নির্দ্দিষ্ট করিয়া কন্যা সম্প্রদান করিতেন। কোন কুমারী যদিস্যাৎ জনকের মনোনীত বরকে কর প্রদানে অস্বীকার করিত তাহা হইলে ব্যবস্থানুসারে তাহার প্রাণদণ্ড হইতে পারিত। অপত্যস্নেহ স্বভাবতঃ প্রবল এ প্রযুক্ত কোন অঙ্গজা অবাধ্যা হইলেও পিতা প্রায় তাহার মৃত্যু বাঞ্ছা করেন না ইহাতে যদিও ঐ ব্যবস্থানুসারে দণ্ড বিধান প্রায় হইত না তথাপি জনকেরা ঐ ব্যবস্থার উল্লেখ করত সর্ব্বদা স্বং তনয়াদিগকে ভয় প্রদর্শন করিতেন।

একদা ইজিয়স্ নামা এক বৃদ্ধ এথেন্সের ভূপতি থিসিয়স্ সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া বিনয় পুরঃসর আবেদন করিলেন মহারাজ হারমিয়া নাম্নী আমার এক তনুজা আছে। আমি কন্যাকে পাত্রসাৎ করিবার নিমিত্ত দেমিত্রিয়স নামক মহাকুলীন সম্ভ্রান্ত এক পাত্র স্থির করিয়া আজ্ঞা করিয়াছিলাম তাহার গলে বরমাল্য প্রদান কর। কিন্তু দুহিতা লাইসেন্দর সংজ্ঞক অপর এক যুবার প্রেমাসক্তা হওয়াতে আমার আজ্ঞা অবজ্ঞা করিয়াছে অতএব ধর্ম্মাবতার বিচার পূর্ব্বক দেশের নিয়মানুসারে অবাধ্যা পুত্রীর প্রাণদণ্ড বিধানে অনুমতি হউক।

অনন্তর হারমিয়া ধর্ম্মাধিকরণে আনীতা হইলেন। তাঁহাকে পিত্রাজ্ঞা হেলনের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে কহিতে লাগিলেন মহারাজ জনকের আদেশ লঙ্ঘন করিবার হেতু আছে, পিতা আমার নিমিত্ত যে বরপাত্র মনোনীত করিয়াছিলেন আমার প্রিয়সখী হেলেনা তাহার প্রতি আসক্তা হইয়া বিরহে উন্মত্ত প্রায়া হইয়াছেন অতএব সহচরীর অনুরোধে আমি পিতার নির্দ্দিষ্ট বরপাত্রকে বিবাহ করিতে অস্বীকার করিয়াছি। ধর্ম্মাবতার কেবল সখ্য ধর্ম্ম পরিপালনার্থ আজ্ঞা লঙ্ঘন হইয়াছে এতন্নিমিত্ত পিতাকে যৎপরোনাস্তি অনুনয় করিয়াছি তাঁহার চিত্তে কোন মতে দয়ার সঞ্চার হয় নাই।

এথেন্সাধিপতি থিসিয়স্ যদিও সদয়ান্তঃকরণ ছিলেন তথাপি রাজ্যের নিয়মাতিক্রমে ক্ষমতা ছিল না। অতএব হারমিয়াকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন এতদ্দেশের আচার ও নিয়মানুসারে কন্যা সম্পদানে পিতার সম্পূর্ণ অধিকার, তোমার তাত যে বরপাত্র মনোনীত করিয়াছেন অবশ্য তাঁহার গলে বরমাল্য প্রদান করিতে হইবে, তোমাকে চারি দিবস অবকাশ দিলাম, বাটী গিয়া বিবেচনা কর, যদি পিতার নির্ণীত বরকে পতিত্বে বরণ করিতে একান্ত অস্বীকার কর ব্যবস্থানুসারে প্রাণদণ্ড হইবেক।

হারমিয়া নৃপতির এতদ্বচন শ্রবণানন্তর বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক আপনার প্রণয়াস্পদ লাইসেন্দরের সন্নিধানে আগমন করিলেন এবং উপস্থিত বিপদের বিষয় বিজ্ঞাপন করত তাঁহাকে কহিলেন প্রিয়তম তোমাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেমিত্রিয়স্‌কে পরিণয় অথবা বাসর চতুষ্টয়াবসানে প্রাণদণ্ড স্বীকার করিতে হয় এতদ্ব্যতীত গত্যন্তর নাই কর্ত্তব্য কি?

লাইসেন্দর প্রণয়িনীর প্রমুখাৎ উক্ত বার্ত্তা শুনিয়া দুঃখার্ণবে নিমগ্ন হইলেন এবং বিবিধ প্রকারে বিষাদ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অনন্তর উপায় চিন্তনে প্রবৃত্ত হইলে স্মরণ হইল তাঁহার পিতৃব্য পত্নী কিয়দ্দূরবর্ত্তি এক স্থানে

বসতি করিতেছেন এথেন্স নগরীয় নিয়ম সেখানে প্রচলিত নাই। বিবেচনা করিয়া দেখিলেন সে স্থানে প্রস্থান করিলে উপস্থিত বিপদ্ হইতে হারমিয়া পরিত্রাণ পাইতে পারেন অতএব প্রেয়সীকে কহিলেন অদ্য নিশাভাগে তুমি পিত্রালয় হইতে পলাইয়া আইস, আমার পিতৃব্য পত্নী এস্থান হইতে কিয়দ্দূরে বাস করেন সেখানে পরিণয়ের এ নিয়ম চলিত নাই, তাঁহার মন্দিরে প্রত্যূষে দুই জনে পলায়ন পূর্ব্বক তথায় তোমার পাণি গ্রহণ করিব। নগরের বহির্ভাগস্থ যে ক্রীড়া কাননে বসন্ত কালে হেলেনার সহিত ভ্রমণ করিতাম সেখানে থাকিয়া তোমার প্রতীক্ষা করিব তথায় আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও।

হারমিয়া এই পরামর্শে সাতিশয় আহ্লাদিতা হইলেন, স্বীয় সহচরী হেলেনা ব্যতীত কাহার নিকটে ইহা প্রকাশ করিলেন না। কামিনীগণ প্রণয় পাশে নিবদ্ধ হইলে নায়কের নিমিত্ত উন্মত্ত প্রায় হয়, হেলেনা দেমিত্রিয়সের প্রেমে পড়িয়া তদ্রূপ হওয়াতে প্রিয়সখীর গুপ্ত কথা আপনার প্রিয় সন্নিধানে ব্যক্ত করিলেন। ইহাতে হেলেনার কোন প্রকার অভীষ্ট সম্ভাবনা ছিল না কেবল নায়কের আন্তরিক ভাবের পরীক্ষা নিমিত্ত সৌহৃদ্য ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ করিলেন কেননা মনে করিয়াছিলেন হারমিয়ার প্রতি দিমিত্রিয়সের আসক্তি থাকিলে এ সংবাদে অবশ্য তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইবেন।

সে যাহা হউক লাইসেন্দর যে কাননে হারমিয়ার সহিত মিলিত হইবার কল্পনা করিলেন সেখানে দেবযোনি পরী জাতির সতত সমাগম হইত।

পরীজাতির নৃপতি অবিরণ এবং তাঁহার মহিষী তিতেনিয়া আপনাদের অনুচর সমভিব্যাহারে নিশাযোগে সমাগমন পূর্ব্বক ঐ স্থানে আমোদ প্রমোদ করিতেন।

এই সময়ে রাজ্ঞীর সহিত পরীরাজ অবিরণের একটা কলহ উপস্থিত হইয়াছিল। চন্দ্রিকোজ্জ্বল নিশায় কাননাভ্যন্তর বর্ত্তি সুশোভিত তরু পংক্তির অভ্যন্তরে পরস্পর

সাক্ষাৎ হইলে বিবাদে মত্ত হইতেন তাহাতে অধীনস্থ পরী সকল ত্রাসে শস্যাদির ত্বক্ মধ্যে লুক্কায়িত হইয়া থাকিত।

পরী দম্পতীর মধ্যে দ্বন্দ্ব ঘটিবার কারণ এই, তিতেনিয়া একটী বালক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহাকে রাজা অবিরণের করে সমর্পণ করিতে স্বীকার করেন নাই। ঐ শিশু রাজ-মহিষীর সখীগর্ব্ভজ। বয়স্যা সন্তান প্রসব করিয়া লোকান্তর প্রাপ্তা হইলে বালক ধাত্রী কর্ত্তৃক পালিত হইতেছিল। রাজ্ঞী তাহাকে দেখিয়া দয়ার আবির্ভাব হওয়াতে ধাত্রীর ক্রোড়ে তাদৃশ অন্য একটী বালক স্থাপন পূর্ব্বক হরণ করিয়া আনেন এবং লালন পালন করত বনের মধ্যে রাখিয়াছিলেন।

লাইসেন্দর হারমিয়ার সহিত পলায়ন নিমিত্ত যে সময় কাননে পরস্পর সম্মিলনের মন্ত্রণা করিয়াছিলেন তদবসরে পরীরাজের বনিতা তিতেনিয়া সহচরীগণ সমভিব্যাহারে বন বিহার করিতেছিলেন। সম্মুখে দেখিতে পাইলেন স্বামীও পাত্র মিত্র সহ তথায় অধিষ্ঠিত হইয়াছেন।

তিতেনিয়া নয়নগোচর হইলে পরীরাজ বিবাদ স্মরণ করত তাঁহাকে কহিলেন আঃ দুর্ললিতা তিতেনিয়া পূর্ণ নিশাকর কিরণোজ্জ্বল এই শুভ বিভাবরীভাগে তোর সহিত আবার অশুভ সাক্ষাৎ হইল। তাঁহার মহিলাও ঐ ভাবে কহিলেন হে দ্রোহি অবিরণ, তুমি কি এখানে ভ্রমণ করিতেছ? পরে রাজানুচরদিগকে বলিতে লাগিলেন ওহে তোমরা আশু এস্থান হইতে প্রস্থান কর, আমি শরীরার্দ্ধ জায়া, আমিও শপথ পূর্ব্বক ইহার সহ বাস ত্যাগ করিলাম পরীরাজ মহিষীর এতদ্বচনে রোষ প্রকাশ করিলেন না, শান্তভাবে বলিলেন অয়ি অবোধ মহিষি, শপথ কর কেন? আমি কি তোমার স্বামী নহি? কি নিমিত্ত ত্যাগ করিবে? হে প্রেয়সি তোমার সেই ক্ষুদ্র বালকটী আমাকে দাও তাহাকে সহচর করিয়া সর্ব্বদা আপনার সন্নিধানে রাখিব।

রাজ্ঞী কহিলেন মহারাজ ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক সেই

বালক প্রাপ্তির প্রয়াস পরিত্যাগ করুন সমুদায় রাজত্ব প্রদান করিলেও তাহাকে পাইতে পারিবেন না। ইহা কহিয়া রাজার রোষানল প্রদীপ্ত করত তাঁহার সম্মুখ হইতে গমন করিলেন। পরে পরীরাজ সরোষ বচনে কহিতে লাগিলেন ভাল এখন যাও, কিন্তু নিশাবসান না হইতেং এই অবমাননার বিনিময়ে তোমার চিত্ত দাহ করিব।

তদনন্তর রাজা আপনার প্রিয়পাত্র পক্ নামক প্রধান মন্ত্রিকে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন।

ঐ মন্ত্রির অপর এক সংজ্ঞা রবিন্-গুড-ফেলো। সে অতি চতুর ধূর্ত্ত শিরোমণি দেবযোনি ছিল, নিকটস্থ গ্রাম সকলে গমন পূর্ব্বক সর্ব্বদা অদ্ভুত ও কৌতুক জনক ক্রীড়া করিত। কখন গোপদিগের গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক পাত্রস্থ দুগ্ধ অকস্মাৎ ফেণাবৃত করিত, কখন সূক্ষ্ম দেহ ধারণ পুরঃসর নবনীত পাত্র মধ্যে আপনার কল্পিতাকৃতি নিমগ্ন করত এবম্প্রকারে নৃত্য করিত যে গোপীগণের দধি মন্থন পূর্ব্বক নবনীতোদ্ধারের যত্ন বিফল হইয়া যাইত। গ্রামস্থ অন্যান্য লোকদিগের কর্ম্মেও এই রূপে সতত ব্যাঘাত করিত, কখনং পানপাত্রের সহিত খেলা করিতে গিয়া সুরা নষ্ট করিয়া আসিত। অপর প্রতিবাসি লোকেরা অনেকে একত্র উপবেশন পুরঃসর আসব সেবনের উদযোগ করিলে দগ্ধ কর্কটাকার ধারণ পুরঃসর আসবাধার মধ্যে পতিত হইত, এবং কোন প্রাচীনা প্রমদা মদ্য পানার্থ উদ্যতা হইলে কুণ্ডলাকৃতি ধারণ পুরঃসর তাহার মদ্য পাত্রে পতিত হইয়া জিহ্বাগ্রে বাধা দিত তাহাতে মদ্য গলাধঃকৃত না হইয়া চিবুক দিয়া বিস্তৃত হইয়া পড়িত। অপর প্রবীণ স্ত্রীলোকে অঙ্গনাগণ মধ্যে উপবেশন পুরঃসর কোন বিষয় বর্ণন করিয়া গল্প করিতে আরম্ভ করিলে হঠাৎ উপস্থিত হইয়া তাহার আসন স্থানান্তরে লইয়া রাখিত তাহাতে সেই অবলা ভয়ে ভূতলে পতিত হইত। ইহাতে অন্যান্য প্রাচীন জল্পকেরা তাহার নিকট গমন পূর্ব্বক

চতুর্দ্দিগে বেষ্টন করিয়া হাস্য করিতেং কহিত আর কোন সময় ঈদৃশ কৌতুকাবহ ঘটনা হয় নাই।

সেই কৌতুকাসক্ত রসিক অমাত্য আসিয়া উপস্থিত হইলে পরীরাজ তাহাকে সমীপে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন কুমারীগণ যাহাকে প্রেম কুসুম বলে সেই পুষ্প একটা আনিয়া দাও দেখি। সেই কুসুম অতি ক্ষুদ্র বার্ত্তাকু পুষ্পের তুল্য, তাহার রস সুপ্ত ব্যক্তির নয়নে প্রদান করিলে নিদ্রা ভঙ্গে যাহার দিকে নেত্র পাত করে তাহার প্রতি প্রেমাসক্ত হয়, আমার মহিষী তিতেনিয়ার নিদ্রা সময়ে সেই কুসুমের রস তদীয় লোচনে প্রদান করিব তাহাতে তিনি সুপ্তোত্থিতা হইয়া প্রথমতঃ যাহার প্রতি দৃষ্টি পাত করিবেন তাহারই প্রেমে আসক্তা হইবেন যদি নিদ্রাভঙ্গে দৈবাৎ সিংহ ভল্লুক অথবা চপল শাখামৃগের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন তাহার প্রতিই আসক্তা হইবেন। আমি অন্য এক দ্রব্যের দ্বারা তাঁহার নয়নেন্দ্রিয়ের এই মোহ নাশ করিতে পারিব কিন্তু যাবৎ তাঁহার বালককে প্রাপ্ত না হইব তাবৎ পর্য্যন্ত করিব না সুতরাং অগত্যা বালক সমর্পণ করিবেন।

পক্ মন্ত্রী নিরন্তর পরাপকারে রত থাকিত সুতরাং প্রভুর কুমন্ত্রণার মতে পোষকতা করিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে তৎক্ষণাৎ কুসুমান্বেষণ করিতে গেল। এই সময়ে দেমিত্রিয়স হারমিয়ার উদ্দেশে কানন মধ্যে প্রবেশ করিলেন। হেলেনা পশ্চাদ্গামিনী হইয়া আসাতে দেমিত্রিয়স তাঁহাকে যে সকল কথা কহিয়া ভর্ৎসনা করিতেছিলেন সমুদায় পরীরাজের কর্ণগোচর হইল। অনন্তর দেমিত্রিয়স্ কামিনীকে নানা প্রকার নিষ্ঠুর বাক্য কহিলেন তরুণী তাহাতে প্রত্যুক্তি না করিয়া বিনীতি প্রদর্শন পুরঃসর কেবল আপনার প্রতি তাঁহার পূর্ব্ব প্রণয় ও তদর্থ সত্য বন্ধনের বিষয় স্মরণ করিয়া দিতে লাগিলেন কিন্তু তাহাতে নির্দয় দেমিত্রিয়সের হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল না অবলাকে বিপিনে হিংস্র শ্বাপদের

মধ্যে পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনি সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। হেলেনা ভীষণ বনমধ্যে একাকিনী কোথায় কি আশ্রয় পাইবেন? নায়ক বিমুখতাবলম্বন পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন পরায়ণ হইলে ঊর্দ্ধ শ্বাসে তাঁহার পশ্চাতে ধাবমানা হইলেন।

পরীরাজ প্রেমাসক্ত ব্যক্তি দিগকে ভাল বাসিতেন, হেলেনার দুঃখ দর্শনে সাতিশয় দয়ার্দ্র হইলেন। লাই-সেন্দর তরুণীকে পূর্ব্বে কহিয়াছেন চন্দ্রিকোজ্জ্বল রজনীতে আনন্দ দায়ক কানন মধ্যে ভ্রমণ করিতেন এক্ষণে বোধ হয় দেমিত্রিয়স্ যখন হেলেনার প্রতি অনুরক্ত ছিলেন সেই সুখের সময়ে কামিনী বন বিহার করিয়া থাকিবেন এবং তদবস্থায় পরীরাজ অবিরণের দৃষ্টিগোচর হইয়াছিলেন। যাহা হউক রাজা যুবতীর কাতরতা দেখিয়া যৎপরোনাস্তি খিন্ন হইলেন এবং কুসুমানয়নার্থ প্রেরিত মন্ত্রী কখন্ আইসে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিয়ৎ ক্ষণ পরে অমাত্য পুষ্প গ্রহণ পূর্ব্বক প্রত্যাগত হইলে তাহাকে কহিলেন মন্ত্রিন্ এই কুসুমের কিয়দংশ লইয়া সত্বর ঐ দিকে গমন কর এথেন্স নগর বাসিনী একটী কামিনী এই বিপিন মধ্যে একটা ঘৃণ্য নায়কের প্রেমে আসক্তা হইয়া ব্যাকুলা হইয়াছেন উক্ত পুরুষ নিদ্রাগত হইলে এই কুসুমের রস তাহার নয়নে নিক্ষেপ করিও কিন্তু যখন তাহার সন্নি-ধানে তৎ প্রেমানুরক্ত নায়িকা থাকে সে সময় ঐ কর্ম্ম করিও তাহা হইলে ঐ ব্যক্তি নিদ্রাপগমে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক অবশ্য সেই কামিনীকে অবলোকন করিবে। সেই পুরুষের অঙ্গে এথেন্স দেশীয় পরিচ্ছদ আছে তুমি দেখিলেই চিনিতে পারিবা। অমাত্য রাজার বচন শ্রবণানন্তর নিবেদন করিল মহারাজ চতুরতা প্রকাশ পূরঃসর আপনার সমুদায় আদেশ অবিলম্বে সম্পন্ন করিয়া আসিতেছি। অনন্তর মন্ত্রী প্রস্থান করিলে রাজা সংগোপনে স্বীয় মহিষী তিতেনিয়ার আবাসে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন অতি মনোহর নিকুঞ্জ, জাতী যূতি

মল্লিকা মালতী প্রভৃতি নানাবিধ লতায় সুরঞ্জিত, নিকট-বর্ত্তি নদীর শীকর বাহি সমীরণের বিবিধ সুরভি কুসুম সঞ্চালন পুরঃসর মন্দ২ বহনে চতুর্দ্দিক্ আমোদিত হইয়াছে, মধু গন্ধে লুব্ধ মধুকর নিকর মধুরাব্যক্ত কলরব করত পুষ্পে২ ভ্রমণ করিতেছে। সেই কুঞ্জান্তর্ব্বর্ত্তি কুটীরে দুগ্ধ-ফেণনিভ শয্যার উপরি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী পরীশ্বরী শয়ানা। শয়নের আচ্ছাদন বসন ভুজঙ্গের বিচিত্র কঞ্চুকময়, সেই আস্তরের ঈদৃশী বিস্তার যে তাহাতে রাণীর কলেবর সম্যক্ প্রকারে আচ্ছাদিত হইবার সম্ভব।

পরীরাজ অবিরণ রাণীর শয়ন সন্নিধানে দণ্ডায়মান হইয়া শ্রবণ করিলেন মহিষী নিদ্রার প্রাক্ কালে কর্ম্ম-করীগণের মধ্যে কাহাকেও আজ্ঞা করিতেছেন গোলাপ পুষ্পের অভ্যন্তরবর্ত্তি কীট সকল বিনষ্ট করিও, কাহাকে কহিতেছেন অধীনস্থা পরীদিগের বেশ ভূষণ নিমিত্ত চর্ম্ম-চটিকার সহিত যুদ্ধ করিয়া পক্ষ আহরণ কর, কাহাকেও বলিতেছেন এখানে উপস্থিত থাকিয়া প্রহরিতা কর পেচক যেন নিশীথে নিকটে আসিয়া রব না করে। পরে সকলকে কহিলেন অগ্রে তোমরা নিকটে বসিয়া সংগীত করত আমার নিদ্রাকর্ষণ করাও পশ্চাৎ উপদিষ্ট স্ব২ কর্ত্তব্য সম্পাদন করিও ইহাতে সহচরীগণ সন্নিধানে উপবেশন পূর্ব্বক গান করিতে লাগিল। যথা।

দুই জিহ্বা ফণা ধারি ওহে অহি গণ।
গোধিকা শল্লকী তথা হও অদর্শন॥
অহে অন্ধ কৃমি কীট না কর অনিষ্ট।
রাজ্ঞীর নিকটে কেহ না হও প্রবিষ্ট॥
ওহে ফাইলোমেল তুমি কর সেই গান।
যোগ করি নিদ্রাকর সুললিত তান॥
নিদ্রা দেবি রাণী নেত্র কর আকর্ষণ।
কুহক কাপট্য মায়া যাও স্বভবন॥
আসিও না পুনঃ কভু রাণী সন্নিধান।
আবির্ভব নিদ্রে করি আমরা প্রস্থান॥

সহচরীগণ এবম্প্রকার সুললিত সংগীত দ্বারা রাজ্ঞীকে নিদ্রামগ্ন করিয়া গাত্রোত্থান পুরঃসর স্ব২ কর্ম্ম সম্পাদন নিমিত্ত গমন করিল। পরে রাজা মহিষীর পার্শ্বে অধিষ্ঠান করিয়া নিম্ন লিখিত মন্ত্রোচ্চারণ পুরঃসর তদীয় নয়নে প্রণয় কুসুমের কিঞ্চিৎ রস নিক্ষেপ করিলেন।

নিদ্রাভঙ্গে যার প্রতি পড়িবে নয়ন।
প্রেমাসক্তা হয়্যে তাকে করিও গ্রহণ॥

ইদানী হারমিয়ার বৃত্তান্ত বর্ণনা করা যাইতেছে। হারমিয়া পিতৃ নির্দ্দিষ্ট সৎপাত্র দেমিত্রিয়সের গলে বরমাল্য দানে অস্বীকার করিয়া ব্যবস্থানুসারে প্রাণ দণ্ড হইবার আশঙ্কায় ভীতা হইলেন এবং অবিলম্বে পিত্রালয় হইতে পলায়ন পুরঃসর নায়কের সঙ্কেতানুসারে বন মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন প্রিয় লাইসেন্দর তৃষিত চাতক প্রায় তাঁহার পদবী অবলোকন করত অপেক্ষা করিতেছেন, মনে করিতেছেন প্রেয়সী আসিয়া উপস্থিতা হইলেই তাঁহাকে লইয়া খুড়ীর আলয়ে গমন করি। অনন্তর তরুণী আসিয়া সম্মুখীনা হইলে পরস্পর আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হইলেন এবং মিলিত হইয়া যাত্রা করিলেন। কিন্তু অর্দ্ধেক বন উত্তীর্ণ না হইতে২ হারমিয়া অতিশয় ক্লান্তা হইয়া পড়িলেন আর পদবিক্ষেপে ক্ষমতা হইল না। হারমিয়া স্বীয় জীবন বিপদাস্ত করিয়া লাইসেন্দরের প্রতি প্রণয় নিবন্ধন করিয়াছিলেন সুতরাং তাঁহার সুখস্বাচ্ছন্দ্য নিমিত্ত লাইসেন্দরও যৎপরোনাস্তি যত্ন করিতেন, সুকুমারী প্রেয়সীকে পথি শ্রান্তা দেখিয়া এক নদী তীরে লইয়া গেলেন এবং তথায় কোমল শৈবাল দ্বারা শয্যা রচনা করিয়া তদুপরি শয়ন পূর্ব্বক যামিনী যাপন করিতে অনুরোধ করিলেন। তরুণী অধ্ব শ্রান্তি হেতু নিতান্ত খিন্না থাকাতে তৎক্ষণাৎ শয়ন করিলে আপনিও নিকটে ভূমিশয্যায় শয়ান হইলেন, কিঞ্চিৎ বিলম্বে উভয়ের নিদ্রাকর্ষণ হইল। তদনন্তর পরীরাজের মন্ত্রী তথায় আগমন পূর্ব্বক অবলো-

কন করিলেন এথেন্স দেশীয় পরিচ্ছদ ধারী অতি মনোহর রূপবান্ এক পুরুষ, এবং তৎপার্শ্বে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী এক রমণী ভূমিশয্যায় শয়ন করিয়া অচেতনে নিদ্রা যাইতেছেন। তাঁহাদের দুই জনকে দেখিয়া স্মরণ হইল পরীরাজ অবিরণ যে ঘৃণিত নায়ক ও তৎপ্রণয়াসক্তা এথেন্স নগরী নিবাসিনী নায়িকার অন্বেষণ করিতে অনুজ্ঞা করিয়াছিলেন তাঁহারাই এই দম্পতী। অনন্তর বিবেচনা করিতে লাগিলেন এ স্থানে অন্য প্রাণির সমাগম সম্ভাবনা নাই, এ পুরুষ নিদ্রাভঙ্গে অবশ্য এই কামিনীরই মুখাবলোকন করিবে অতএব অধিপের আদেশানুসারে প্রেম কুসুমের রস ইহার নয়নে নিক্ষেপ করি। কিন্তু দৈবী বিড়ম্বনা কি বিচিত্র। পরীরাজের অমাত্য সেই প্রকার করিয়া প্রস্থান করিলে সে স্থানে হঠাৎ হেলেনা আসিয়া উপস্থিতা হইলেন দৈবযোগে তৎকালে লাইসেন্দরেরও নিদ্রাভঙ্গ হইল সুতরাং তাঁহার লোচন হেলেনার প্রতি নিপতিতা হওয়াতে অদ্ভুত কুসুম রসের আশ্চর্য্য শক্তি দ্বারা হেলেনা তদীয় পরম প্রণয় ভাজন হইলেন, হারমিয়ার প্রতি যে প্রেম ছিল তাহা একেবারে অন্তর্ধান হইয়া গেল।

লাইসেন্দর শয়ন হইতে গাত্রোত্থানানন্তর নয়ন দ্বয় বিনিদ্র করিবার সময় অগ্রে যদিস্যাৎ হারমিয়ার প্রতি নেত্রপাত করিতেন তাহা হইলে পরীরাজের অমাত্য ভ্রমবশতঃ যে কুহক করিল তাহাতে বিশেষ ফল দর্শিত না কেননা লাইসেন্দর তাঁহার প্রতি পূর্ব্বাবধি অনুরাগী ছিলেন। কিন্তু ইদানী মোহনীয় কুসুম রসযোগে জাগ্রৎ হইয়া হঠাৎ হেলানাকে অবলোকন করাতে তদাসক্ত হইলেন। একেবারে প্রেমের বশম্বদ হওয়াতে নিশীথে চির প্রণয়িনী সমভিব্যাহারিণী রমণীকে অরণ্য মধ্যে একাকিনী পরিত্যাগ পূর্ব্বক নবানুরাগ ভাজন হেলেনার আনুগত্য করিতে উদ্যত হইলেন। সুতরাং হারমিয়া বিষম সঙ্কটে পড়িলেন, তাঁহার পরিতাপের পরিসীমা রহিল না।

দেমিত্রিয়স্ যখন হেলেনার নিকট হইতে বেগে পলায়ন করেন তখন এই দুঃখিনী কামিনী তাঁহার সঙ্গ হারাইবার ভয়ে পশ্চাদ্ধাবমানা হইয়াছিলেন কিন্তু অবলা অপেক্ষা পুরুষ স্বভাবতঃ সবল এপ্রযুক্ত বহু ক্ষণ পশ্চাৎ২ দ্রুত গমন করিতে পারেন নাই। কিয়ৎ ক্ষণ পরে নায়ক অদৃশ্য হওয়াতে বিরহে ব্যাকুলা হইয়া একাকিনী ইতস্ততো ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। শেষে লাইসেন্দর যে কাননে আপন প্রিয়তমা সহিত নিদ্রায় নিশা যাপন করিতেছিলেন হঠাৎ সে স্থানে গিয়া উপস্থিত হওয়াতে পূর্ব্ব পরিচিত দেখিয়া চিনিতে পারিলেন এবং তাঁহার অবস্থায় করুণান্বিত হইয়া বিস্ময় প্রকাশ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন এ কি এখানে লাইসেন্দর যে ভূমিশয্যায় শয়ান, ইহাঁর কি প্রাণ বিয়োগ হইয়াছে? অথবা নিদ্রাভিভাবে পড়িয়া আছেন? তদনন্তর ধীরে২ স্বীয় করশাখা দ্বারা তদীয় অধর ধারণ পুরঃসর কহিলেন হে যুবা যদি জীবিত থাক নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সচেতন হও। লাইসেন্দর কামিনীর করস্পর্শে বিনিদ্র হইলেন এবং নয়ন দ্বয় উন্মীলন করত আদৌ তাঁহার বদন অবলোকিত করাতে প্রণয় পাশে পড়িলেন। নেত্রগত মোহনীয় কুসুম রসের প্রভাবে একে বারে বশম্বদ হইয়া প্রণয়ালাপ নিমিত্ত বাহুল্য রূপে তদীয় রূপ লাবণ্যের বর্ণনা করত কহিলেন অয়ি এণনয়না হেলেনা বায়সাপেক্ষা পারাবত যদ্রূপ অধিক সুরূপ, হারমিয়া অপেক্ষা তুমিও তদ্রূপ রূপে গুণে সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ। তোমার নিমিত্ত আমার অন্তঃকরণ মোহিত হইয়াছে তোমাকে প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত সর্ব্বপ্রকার কষ্ট স্বীকারে প্রস্তুত আছি। এবম্বিধ বিবিধ চাটুবচনে আনতি উৎপাদনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। হেলেনা আপনার প্রণয় ভাজন পরম প্রিয়তম হারমিয়ার প্রতি তাঁহার আসক্তি অবগতা ছিলেন যুবা তাঁহার পাণি গ্রহণ নিমিত্ত যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেন তাহাও তাঁহার অবিদিত ছিল না। অতএব এক্ষণে লাইসেন্দরের ঐ সমস্ত প্রেমের কথা শ্রবণে সন্তুষ্ট না

হইয়া বরং বিরক্ত হইলেন অধিকন্তু তাঁহার আশঙ্কা হইল যুবা বুঝি তাঁহার সহিত ব্যঙ্গ করিতেছেন অতএব পরিতাপ প্রকাশ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন হাঃ কপাল, লোকের অবজ্ঞা ও ঘৃণার ভাজন হইবার নিমিত্ত কি জন্মিয়া ছিলাম? ওহে তরুণ, আমার প্রেমাস্পদ দেমিত্রিয়স কদাপি আমাকে সপ্রণয় নয়নে অবলোকন করেন নাই কখন একটী মিষ্ট কথাও কহেন নাই, তন্নিমিত্ত সদা মনোদুঃখে কাল হরণ করিতেছি তুমি আবার ঈদৃশ ব্যঙ্গ বচনে ঘৃণা প্রকাশ করিয়া মৃত শরীরে খড়্গাঘাত কেন কর? ওহে আমি তোমাকে তদপেক্ষা সৎ ও সুশীল জ্ঞান করিতাম তাহার কি এই ফল? এতাবদুক্তি করিয়া কোপভরে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। লাইসেন্দর কুহক বশতঃ প্রেম বাগুরায় পড়িয়াছেন প্রকৃত বচনও প্রণয়ের্ষার কথা বোধ করিতে লাগিলেন কামিনী পরাঙ্মুখী হইয়া গমন করিলে সহচরী হারমিয়াকে নিদ্রিতাবস্থায় অরণ্য মধ্যে পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন।

অনন্তর হারমিয়ার নিদ্রাভঙ্গ হইল। নির্মনুষ্য অরণ্য মধ্যে আপনাকে একাকিনী দেখিয়া ব্যাকুলা হইলেন। প্রিয়তম লাইসেন্দর নিদ্রাবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গেলেন কাতর হইয়া বনের চতুর্দিকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কুত্রাপি দর্শন পাইলেন না এবং কোথায় গেলে উদ্দেশ হইবে তাহাও স্থির করিতে পারিলেন না। এ দিকে দেমিত্রিয়স্ হারমিয়ার সহিত লাইসেন্দরের পলায়ন সংবাদ শ্রবণাবধি সর্ব্বত্র তাঁহাদের অনুসন্ধান করিতেছিলেন কোন স্থানে দেখিতে পান নাই, অনর্থক পর্য্যটনে শ্রান্ত ও নৈরাশ্যে খিন্ন হইয়া বিপিনের এক প্রান্তে তরুমূলে শয়ন করিলেন ক্রমে নিদ্রাকর্ষণে অচেতন হইয়াছেন এতদবসরে পরীরাজ অবিরণ তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন। রাজা মন্ত্রিকে প্রেম কুসুমের বিষয়ে প্রশ্ন করাতে অবগত হইয়াছিলেন ভ্রমবশতঃ অন্য পুরুষের নয়নে তাহা প্রদত্ত

হইয়াছে। অতএব যে মনুষ্যকে মুগ্ধ করিবার মানস করেন এক্ষণে তাঁহাকে সম্মুখে প্রাপ্ত হওয়াতে তাঁহার লোচনে সেই কুসুম রস তৎক্ষণাৎ নিক্ষেপ করিলেন। হেলেনা লাইসেন্দরকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভ্রমণ করিতে২ দৈবাৎ ঐ সময়ে তথায় আসিয়া উপস্থিত হওয়াতে দেমিত্রিয়স্ নিদ্রা-ভঙ্গে নয়নোন্মীলনানন্তর তাঁহাকে অবলোকন করিলেন সুতরাং ইনিও এক্ষণে লাইসেন্দরের ন্যায় প্রেমাসক্ত হইয়া তরুণীর প্রণয়োৎপাদন নিমিত্ত বিবিধ চাটূক্তি করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে লাইসেন্দর এবং তৎপশ্চাৎ হারমিয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন কিন্তু হার-মিয়ার প্রতি এক্ষণে কোন নায়কের স্নেহ নাই যেহেতু পরীরাজের অমাত্যের ভ্রম বশতঃ তাঁহার মনোনীত নায়ক হেলেনার সহিত প্রণয়োৎপাদন নিমিত্ত মুগ্ধ হই-য়াছেন, আর পরীরাজের বাসনায় দেমিত্রিয়সও হেলেনার নিমিত্ত সাতিশয় ব্যাকুল। দুই নায়ক অধুনা হেলেনার সহিত প্রণয়ালাপ করিতে লাগিলেন কেননা উভয়েই অপূর্ব্ব প্রণয় কুসুম রস প্রভাবে তদাসক্ত হইয়াছিলেন।

হেলেনা দেখিলেন দুই নায়ক আমার প্রতি প্রেম প্রকাশ করিতেছেন পরম প্রিয়সখী হারমিয়া মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইয়া কৌতুক দেখিতেছেন অতএব কিয়ৎ ক্ষণ বিস্ময়াপন্না হইয়া থাকিয়া মনে করিলেন তিন জনে পরা-মর্শ করিয়া আমার প্রতি শ্লেষোক্তি করিতে আসিয়াছেন।

হারমিয়াও হেলেনার ন্যায় বিস্ময়াবিষ্টা হইলেন যেহেতু তাঁহার দৃঢ় প্রত্যয় ছিল লাইসেন্দর ও দেমিত্রিয়স্ উভয়ে তাঁহারই প্রেমাসক্ত, কিন্তু এক্ষণে দুই জনকে হেলেনার প্রতি সাতিশয় ব্যগ্রতা সহকারে প্রণয় প্রকাশ করিতে দেখিলেন। ফলতঃ তাঁহারা পূর্ব্বে হারমিয়ারই রূপ লাবণ্যের ভূরি২ প্রশংসা করিয়াছিলেন এবং হারমিয়াও তাহাতে কোন প্রকার শ্লেষ জ্ঞান করেন নাই এক্ষণে হঠাৎ উভয়ের এবম্প্র-

কার প্রীতির পরিবর্ত্তন হওয়াতে চমৎকৃত হইবেন বিচিত্র কি?

হারমিয়া ও হেলেনার পরস্পর পরম সৌহৃদ্য ছিল কিন্তু এই ঘটনায় এক্ষণে বিজাতীয় বিদ্বেষ জন্মিল, উভয়ে উভয়ের প্রতি গ্লানি ও কটূক্তি করিতে আরম্ভ করিলেন।

হেলেনা সকোপ বচনে কহিতে লাগিলেন প্রিয়সখি হারমিয়া তুমি কি একেবারে এত নির্দয় হইলে? উপহাস জনক প্রশংসা দ্বারা আমার অপমান করিতে লাইসেন্দরকে এবম্প্রকারে প্রবৃত্ত কর? তোমার প্রেমাস্পদ দেমিত্রিয়স নিরন্তর আমাকে ঘৃণা করিয়াছেন এক্ষণে ঈশ্বরী, অপ্সরা, কিন্নরী, দেবকন্যা, অমূল্য রত্ন, বলিয়া সম্বোধন করিলেন এ উপহাস কি তোমার মন্ত্রণা ব্যতীত সম্ভবে? তোমার ষড়যন্ত্র না থাকিলে আমার চির নিন্দক অকস্মাৎ কখন এরূপ প্রশংসা করিত না। যাহা হউক, আমি তোমাকে পরম সুহৃদ্ বলিয়া জানিতাম আমাকে দুঃখিনী দেখিয়া পুরুষের সহিত সম্মিলন পূর্ব্বক এ প্রকার অপমান করা উচিত হয় না। হারমিয়া তুমি কি বাল্যাবস্থায় পাঠশালার সৌহৃদ্য একেবারে বিস্মৃতা হইয়াছ? মনে পড়ে না, দুই জনে একাসনে উপবেশ পূর্ব্বক এক গীতের আলাপ করিতেং বসনের উপর সূচি দ্বারা এক কুসুম নির্ম্মাণ করিতাম? উভয়ে সর্ব্বদা একত্র ভোজন শয়ন করিয়া এতদ্রূপ অভিন্ন ভাবে বর্দ্ধিত হইয়াছি যে কেহ হঠাৎ বুঝিতে পারে নাই আমরা পৃথক্ ব্যক্তি। এক্ষণে পুরুষের সহিত মিলিয়া হতভাগ্যা দেখিয়া সেই বয়স্যার প্রতি পরিহাস করিতেছ এ কি সৌহৃদ্য ধর্ম্ম?

হারমিয়া এ সমস্ত বাক্য শ্রবণে বিস্ময় প্রকাশ পূর্ব্বক কহিলেন হেলেনা তোমার কোপান্বিত কথায় আমার চমৎকার বোধ হইতেছে আমি তোমাকে ঘৃণা করি নাই বরং তুমি আমাকে অবজ্ঞা করিতেছ। ইহাতে হেলেনা সবিষাদ বচনে বলিলেন উপহাস করিয়া গম্ভীর আকৃতি ধারণ কর এ যে বিচিত্র ব্যাপার দেখি। আমি স্বচক্ষে নিরীক্ষণ

করিলাম যখন বিমুখ হইলাম মুখভঙ্গি পূর্ব্বক পরস্পর নয়নেঙ্গিত দ্বারা ব্যঙ্গ করিলে, স্নেহ অথবা শীলতা থাকিলে কদাপি এবম্প্রকার ব্যবহার করিতে না।

এ দিকে হেলেনা ও হারমিয়া উক্ত প্রকার বাক্য দ্বারা পরস্পরের ক্রোধানল প্রজ্বলিত করিতে আরম্ভ করিলেন। ও দিকে দেমিত্রিয়স ও লাইসেন্দর উভয়ে একতরের পরাজয় পূর্ব্বক হেলেনা লাভার্থ পরস্পর সংগ্রাম করিতে রণ ক্ষেত্রে গেলেন।

কামিনী দ্বয় কলহে নিমগ্ন থাকাতে তাঁহারা কখন গেলেন জানিতে পারেন নাই কিয়ৎক্ষণ পরে বিবাদে শ্রান্ত হইয়া দেখিলেন স্ব২ নায়ক নিকটে নাই অতএব পৃথক্ হইয়া আপন২ প্রিয়তমের অন্বেষণ নিমিত্ত অরণ্যের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

পরীরাজ এবং তদীয় মন্ত্রী তরুণী দ্বয়ের কলহ সমুদায় শ্রবণ করিয়াছিলেন। দুই জনে আপন২ নায়কের অনুসন্ধানার্থ গমন করিলে অমাত্যকে কহিলেন মন্ত্রিন্ তোমার অসাবধানতা হেতু কি এই উৎপাত ঘটিয়াছে কিম্বা তুমি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সেই কর্ম্ম করিয়াছিলে? মন্ত্রী নিবেদন করিল মহারাজ আমার ভ্রমবশতঃ সে ব্যাপার ঘটে। স্মরণ করিয়া দেখুন না, আমাকে কহিয়াছিলেন এথেন্স দেশীয় পরিচ্ছদ ধারির নয়নে কুসুম রস নিক্ষেপ করিও। কিন্তু হে পরীরাজ আমার ভ্রমবশতঃ যাহা ঘটিয়াছে তাহাতে দুঃখ বোধ হইতেছে না, দেখুন দেখি তাঁহাদের কলহে কেমন প্রমোদকর কৌতুক হইতেছে। পরীরাজ কহিলেন উৎপাতও ঘটিয়াছে। দেমিত্রিয়স ও লাইসেন্দর পরস্পরের পরাভব কারণ রণ ক্ষেত্রে সংগ্রাম করিতে গিয়াছেন অতএব এক্ষণে এক কর্ম্ম কর, এই রজনীকে ঘোরতর কুজ্ঝটিকায় আবৃতা করণের চেষ্টা দেখ, রাত্রি নিবিড়ান্ধকারাচ্ছন্না হইলে বিরোধি যুবক দ্বয়ের দিক্ ভ্রম হইবেক, পরস্পরকে দেখিতে পাইবেন না। তুমি তাঁহাদের স্বরে কটুবাক্য প্রয়োগ পুরঃসর

পরস্পরের অপমান করিও তাহা হইলে বৈরির বাক্যজ্ঞানে ক্রুদ্ধ হইয়া রোষবশতঃ শব্দানুসারে অন্যোন্যের অনুগমন করিবেন। যাবৎ চলিয়াং শ্রান্ত না হন তাবৎ পর্য্যন্ত ক্রমাগত ঐ রূপ করিবে। পরে যখন দেখিবে দুই জনে ক্লান্ত হইয়া কোন স্থানে শয়ন পূর্ব্বক নিদ্রা গেলেন তখন লাইসেন্দরের নয়নে এই পুষ্পের রস প্রদান করিও তাহাতে তিনি নিদ্রা ভঙ্গের পর হেলেনার প্রণয় বিস্মরণ করিয়া হারমিয়ার পুরাতন প্রেমে আসক্ত হইবেন ইহা হইলেই এই দুই দুঃখিনী কামিনী স্বং নায়ক সহ সঙ্গতা হইয়া এ দুঃখের শেষ করত শেষে মহা সুখে কাল যাপন করিতে পারিবেন এবং এই সকল উৎপাত পরে তাঁহাদিগের স্বপ্নবৎ প্রতীয়মান হইবেক। অতএব মন্ত্রিবর সত্বর গমন পূর্ব্বক এই কার্য্যটী সমাধা করিয়া আইস। আমিও রাণী তিতেনিয়া সন্নিধানে প্রস্থান করিয়া দেখি তিনি কোন্ ব্যক্তিকে প্রণয় ভাজন পাইলেন।

তিতেনিয়া এ পর্য্যন্ত স্বাপাবেশে ছিলেন। পরীরাজ অবিরণ নিকটে গিয়া অবলোকন করিলেন রাণীর নিকুঞ্জ সন্নিধানে অধ্বশ্রান্ত একটা মূঢ় পুরুষ শয়ন করিয়া রহিয়াছে। তাহাকে দেখিয়া কহিলেন এই ব্যক্তিকে মদীয় গর্ব্বিণী বনিতার নায়ক করা যাউক। অনন্তর রাজা ঐ নিদ্রিত মূঢ়ের মস্তকোপরি একটা গৃর্দ্দভের মুণ্ড সংযোগ করিলেন। সেই মস্তক এতাদৃশ উপযুক্ত রূপে স্কন্ধ সংলগ্ন হইল যে স্পষ্ট বোধ হইতে লাগিল যেন স্কন্ধের উপর জন্মিয়াছে। যাহা হউক, যদিও পরীরাজ তাহা অতি ধীরেং বসাইলেন তথাপি স্পর্শ মাত্রে সে ব্যক্তি জাগ্রৎ হইয়া গাত্রোত্থান করিল। কিন্তু পরীরাজ তাহার মুণ্ড কিরূপ করিয়াছেন বোধগম্য করিতে পারিল না, নিকুঞ্জের যে স্থলে রাজ মহিষী শয়ন করিয়াছিলেন তথায় গমন করিল।

রাণীর নিদ্রাভঙ্গে নয়নোন্মীলন হইবামাত্র তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত হইল সুতরাং কুসুম রসের গুণ তৎক্ষণাৎ কার্য্য

কারক হইল। রাজ্ঞী শয্যা হইতে গাত্রোত্থানানন্তর কহিতে লাগিলেন আহা মরি কি সুন্দর পরম সুশ্রী সুশোভন পুরুষ দর্শন করিলাম। ওহে চিত্ত হারক মনোমোহন তোমার যেমন রূপ লাবণ্য তেমনি কি বাক্যের লালিত্য, কতই পাণ্ডিত্য শিখিয়াছ।

মূঢ় পুরুষ রাণীর এ সকল বাণীর তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিল না এতাবন্মাত্র কহিল ওহে যুবতি যদিস্যাৎ এ বন হইতে বহির্গত হইবার পথ প্রাপ্ত হই তাহা হইলে কৃতার্থতা বোধ করি।

পরীরাজ বনিতা কুহক বশতঃ প্রেমাসক্তা হইয়াছেন তাহার এই কথা শুনিয়া কহিলেন প্রাণনাথ অরণ্য হইতে নিষ্ক্রমণের বাসনা বিসর্জ্জন কর। আমি সামান্যা দেবযোনি নহি, তোমার প্রতি অনুরাগিণী হইয়াছি, কোথায় যাইবে? এখানে বসিয়া আমার সঙ্গে প্রেমালাপ কর তোমার সেবা নিমিত্ত দাস নিযুক্ত করিয়া দিব।

অনন্তর রাণী চারি জন কিঙ্করকে আহ্বান করিলেন তাহাদের নাম পিস্‌বোসম, কবওএব, মথ, এবং মস্তার্দসিদ।

ভৃত্যেরা আসিয়া সম্মুখীন হইলে রাজ্ঞী তাহাদিগকে আজ্ঞা করিলেন তোমরা এই সুন্দর পুরুষের সেবায় নিযুক্ত হও সর্ব্বদা ইহাঁর সম্মুখে থাকিবে। ইনি যখন শয়ন করিবেন পদসেবা করিও। অপর ইহাঁর সম্মুখে নৃত্য করিয়া আমোদ করিও। আহার নিমিত্ত দ্রাক্ষাদি উত্তমোত্তম সুস্বাদ ফল আনিয়া দিও। যদি ইহাঁর মধু পানে ইচ্ছা হয় মধু মক্ষিকার নিকট হইতে মধুভাণ্ড আহরণ করিও। ভৃত্যদিগকে এই রূপ উপদেশ করিয়া পরে নায়কের প্রতি কহিলেন হে রূপনিধান, তোমার রাসভ মুণ্ড কি মনোহর, তুমি আমার পার্শ্বে আসিয়া উপবেশন কর, আমি তোমার লোমশ গণ্ডস্থলে হস্তার্পণ করিয়া ক্রীড়া করি। হে প্রমোদবর্দ্ধক, নিকটে আইস, তোমার সুশোভন দীর্ঘ শ্রবণ দ্বয় চুম্বন করি।

কিন্তু গর্দ্দভ মুণ্ড ধারী মূঢ় পরীরাজ্ঞীর এ সমস্ত প্রণয় বচনে মনোযোগ করিল না, সে আজ্ঞাবহ দাস চতুষ্টয় প্রাপ্ত হওয়াতে অভিমানী হইয়া একজন কিঙ্করকে আহ্বান করিল। অরে পিস্‌ব্লোসম কোথায়?

পিসব্লোসম কহিল, এই যে আমি উপস্থিত আছি।

গর্দ্দভমুণ্ড মূঢ় তাহাকে আজ্ঞা করিল আমার মস্তক কণ্ডূয়ন কর। কবওএব কোথায়?

কব্‌ওএব নিকটে গিয়া কহিল মহাশয় এই আমি সম্মুখে দণ্ডায়মান, আজ্ঞা করুন। মূঢ় তাহাকে বলিল ওহে কব-ওএব ঐ দিকে কণ্টকময় গুল্মের উপর একটা লোহিত বর্ণ মক্ষিকা বসিয়া আছে তাহাকে বিনষ্ট করিয়া মধুচক্র আমার সন্নিধানে আনয়ন কর। এই ব্যাপার সাধনে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিও না, সাবধানে উপদিষ্ট কর্ম্ম করিও, মধুভাণ্ড যেন ভগ্ন না হয়, মধুভাণ্ড ভাঙ্গিলে তদ্দ্বারা তোমার সর্ব্ব শরীর প্লাবিত হইয়া যাইবে। পরে জিজ্ঞাসা করিলেন ওহে মস্তার্দসিদ কোথা গিয়াছে?

মস্তার্দসিদ আপনার নামোল্লেখমাত্রে সম্মুখে গিয়া নিবেদন করিল মহাশয় দাস উপস্থিত, আদেশদ্বারা প্রসাদ করিতে আজ্ঞা হয়।

মূঢ় কহিল তোমাকে এতাবন্মাত্র আজ্ঞা করি পিসব্লোসম আমার শিরঃ কণ্ডূয়ন করিতেছে ইহার সাহায্য কর। আমি একবার নাপিতালয়ে গমন করিব কেননা বোধ হইতেছে আস্যদেশে শ্মশ্রুগুলা সাতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে।

অনন্তর পরীরাজ মহিষী মূঢ়কে কহিলেন ওহে মনো-মোহন কি ভোজন করিতে ইচ্ছা হয়? আমার এক জন সাহসী দাস আছে তোমার নিমিত্ত বৃক্ষ মার্জ্জারের সঞ্চিত ভাণ্ডার হইতে উত্তমোত্তম ফল আনয়ন করিতে তাহাকে পাঠাইয়াছি।

মূঢ় রাসভাস্য ধারণ করাতে খরের খাদ্যে সস্পৃহ হইয়া কহিল উত্তম ফলে কি প্রয়োজন? আমাকে একমুষ্টি শুষ্ক

মটর প্রদান করিও। কিন্তু এক্ষণে কিছুতেই কার্য্য নাই তোমাদিগকে বিনতি করি এখন আমাকে উত্ত্যক্ত করিও না আমার নিদ্রাকর্ষণ হইতেছে।

রাণী সপ্রণয় বচনে কহিলেন তবে তুমি নিদ্রা যাও আমি আপন বাহুলতা দ্বারা তোমাকে গাঢ় আলিঙ্গন করি। ওহে আমি তোমাকে অন্তঃকরণ সহিত ভাল বাসি, তুমি যে প্রকারে আমার চিত্তরঞ্জন করিতেছ বাক্য দ্বারা বর্ণনা করিয়া ব্যক্ত করা অসাধ্য।

অনন্তর গর্দ্দভমুণ্ড মূঢ় রাণীর ক্রোড়ে শয়ন করিয়া নিদ্রাভিভূত হইলে পরীরাজ মহিষীর সম্মুখে প্রকাশমান হইয়া রাসভের প্রতি প্রণয় নিবন্ধন নিমিত্ত তাঁহাকে যৎ-পরোনাস্তি ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন।

রাণী এ বিষয় গোপন করিতে পারিলেন না কেননা সেই মূঢ়ের গর্দ্দভমুণ্ডে কুসুমের মুকুট প্রদান পূর্ব্বক তাহা আপনার ক্রোড়ে অর্পিত করিয়া রাখিয়াছিলেন রাজা স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিলেন।

পরীরাজ নানাপ্রকার তিরস্কার করিয়া শেষে কোপভরে তাঁহার সেই বালকটী যাচ্ঞা করিলেন। রাণীর অভিনব প্রণয়াস্পদ নায়ক স্বামির নিকট প্রকাশ পাইল ইহাতে সাতিশয় লজ্জিতা ও ভীতা হইলেন অতএব এক্ষণে আর বালকার্পণে অস্বীকার করিতে সাহস হইল না।

অবিরণ বহুকালাবধি বাসনা করিতেন সেই ক্ষুদ্র বালক-টীকে লইয়া আপনার দাস করিবেন এত কাল বনিতার নিকট হইতে লইতে পারেন নাই এক্ষণে কৌশলে মনোভীষ্ট সিদ্ধ হইলে আপনার প্রেয়সী মহিষীর লজ্জা ও ভয় দেখিয়া তৎপ্রতি সদয় হইলেন অতএব রাজ্ঞীর নয়নে অন্য কুসুমের রস নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাঁহার মোহ দূর করিলেন। রাণী মোহান্তে আপনার নূতন প্রণয়ের বিষয় স্মরণ করত বিস্ময়া-বিষ্টা হইলেন এবং রাসভাস্য মূঢ়কে দেখিয়া কহিলেন এ টা কে, ঘৃণিত রাক্ষস।

অনন্তর পরীরাজ সে মূঢ়ের গর্দ্দভমুণ্ড তুলিয়া লইলেন তাহাতে সে স্বীয় স্কন্ধে আপনার নির্ব্বোধের মুণ্ড ধারণ পুরঃসর নিদ্রা যাইতে লাগিল।

অবিরণ আপনার মহিষীর সঙ্গে সম্মিলন হইলে তাঁহার নিকট উল্লেখিত নায়ক নায়িকাদের সমুদায় বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন এবং শেষে কি হইয়াছে দেখিবার নিমিত্ত রাণীকে সমভিব্যাহারে লইয়া তাঁহাদের সন্নিধানে গমন করিলেন।

রাজা মহিষীর সহিত একত্র হইয়া প্রস্থান পূর্ব্বক কিয়দ্দূরে নিরীক্ষণ করিলেন সেই দুই নায়ক এবং তাঁহাদের নায়িকা দ্বয় পরস্পরের অদূরে ভূমি শয্যায় শয়ান রহিয়াছে। পক মন্ত্রী স্বীয় ভ্রান্তি শোধন নিমিত্ত বহু পরিশ্রমে তাঁহাদের অজ্ঞাত সারে সকলকে এক স্থানে উপনীত করিয়া নিদেশানুসারে রাজদত্ত ওষধি রসে লাইসেন্দরের নয়ন হইতে মোহ বিমোচন করিয়াছে।

অনন্তর হারমিয়ার নিদ্রাভঙ্গ হইল। নেত্রদ্বয় উন্মীলন পূর্ব্বক অবলোকন করিলেন নিকটে লাইসেন্দর শয়ান। তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া সাশ্চর্য্যচিত্তে কহিতে লাগিলেন এ কি লাইসেন্দর যে, যাহা হউক, ইহাঁর চরিত্র অতি চমৎকার। পরে লাইসেন্দর জাগ্রৎ হইয়া নয়ন দ্বয় বিনিদ্র করত তাঁহার প্রতি দৃষ্টি করিলেন তাহাতে মোহন গুণ রূপ ঘন তিমির বিধ্বংস করিয়া জ্ঞান শশাঙ্ক উদিত হইল এবং হৃদয়ে যুবতীর নিমিত্ত যে প্রেমাঙ্কুর জন্মে পুনর্ব্বার লতা পল্লবান্বিত হইয়া পরিপুষ্ট হইল। উভয়ে একত্র উপবেশন পূর্ব্বক প্রণয়ালাপ ও রাত্রির ঘটনা বিষয়ে কথোপকথন করিতে লাগিলেন দুইজনেরই সংশয় হইল যে সমস্ত ব্যাপার ঘটিল তাহা স্বপ্ন কি না।

তদনন্তর দেমিত্রিয়স ও হেলেনার নিদ্রাভঙ্গ হইল। এই তরুণীর স্বীয় নায়ক প্রতি যে ক্রোধ ও বৈরক্তি জন্মে সুখসুপ্তির প্রভাবে তাহার শান্তি হইয়াছিল। সুপ্তোত্থিতা হইয়া সুস্থির চিত্তে আহ্লাদ পূর্ব্বক নায়কের সপ্রণয় বচন

শ্রবণে অবহিতা হইলেন। অধুনা বিভাবরীভাগে ঘটনার বিষয় স্বপ্নবৎ প্রকাশমান হইল তদুপলক্ষে কথোপকথন করিয়া উভয়ে নানা কৌতুক ও আমোদ করিতে লাগিলেন।

যুবতী দ্বয়ের স্ব২ মনোভীষ্ট নায়ক সহ এই রূপে পুনর্ব্বার সম্মিলন হইলে পরস্পরের মনোমালিন্য দূরীভূত হইল অগ্রে যাদৃক্ সৌহৃদ্য ছিল পুনশ্চ তাহার আবির্ভাব হইতে লাগিল। উভয়ে পরস্পর কটূক্তি ও গ্লানি করণ নিমিত্ত ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। তদনন্তর দুইজনে পরামর্শ করিতে বসিলেন এক্ষণে আমাদের কি করা উচিত? বিবেচনা করিয়া দেখিলেন দেমিত্রিয়স্ এক্ষণে আর হারমিয়ার প্রেমাকাঙ্ক্ষী নহেন অতএব যুক্তি পূর্ব্বক এই স্থির করিলেন দেমিত্রিয়স তাঁহার পিতার নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে সানুনয় বচনে জ্ঞাপন করুন আপনার কন্যাকে বিবাহ করণের মত পরিবর্ত্তন করিয়াছি অতএব তাঁহার প্রাণদণ্ডে ক্ষান্ত হউন। দেমিত্রিয়স তাঁহাদের পরামর্শ ক্রমে এথেন্স নগরে যাত্রা করিবেন ইতিমধ্যে দেখিতে পাইলেন হারমিয়ার পিতা ইজিয়স পলায়িতা দুহিতার তত্ত্বে কাননমধ্যে তাঁহাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত।

ইজিয়স্ যখন শ্রবণ করিলেন দেমিত্রিয়স কন্যাকে গ্রহণ করিবেন না দুহিতা তদীয় মনোনীত পাত্রের সহিত পরিণয়ে সম্মতা হইয়াছেন তখন তনয়ার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাহাতে সম্মতি দিলেন অতএব রাজাজ্ঞা ক্রমে যে দিবস হারমিয়ার প্রাণ দণ্ড অবধারিত হইয়াছিল সেই দিনে তাঁহার শুভবিবাহ সম্পাদন স্থিরীকৃত হইল। হেলেনাও সেই বাসরে স্বীয় প্রিয় নায়ক দেমিত্রিয়সকে পরিণয় করিতে সম্মতা হইলেন।

উল্লেখিত নায়ক নায়িকা দিগের এই রূপে পুনর্ব্বার সম্প্রীতি কেবল পরীরাজ অবিরণের অনুকম্পায় সম্পাদিত হইল। রাজা স্বীয় মহিষী সহিত অলক্ষ্য রূপে তাঁহাদের এই সমস্ত কথোপকথন শ্রবণ করিয়া পরম প্রমুদিত হইলেন

এবং আপনার রাজ্যমধ্যে তাঁহাদের পরিণয়োপলক্ষে সাতিশয় সমারোহ পূর্ব্বক উৎসব করিতে আজ্ঞা করিলেন।

পরীজাতি এক প্রকার ভূতযোনি, তাহাদের উপন্যাস ও ক্রীড়া কৌতুক অলীক বোধে বিশ্বাস্য হইতে পারে না বটে কিন্তু উপস্থিত বৃত্তান্ত পাঠে এতাদৃশ অনুমান করা উচিত যে নিদ্রাবস্থার ঘটনা কিছুই অসম্ভব নহে, নিদাঘ নিশীথের নির্দোষ স্বপ্ন অসন্তোষকর না হইয়া বরং চিত্তের প্রমোদ জনক হইয়া থাকে অতএব এতৎপাঠে পাঠক বর্গের বৈরক্তির সম্ভাবনা বিরহ ইতি।



R. D. SORNOKAR, ENGR. ৩৭১

পেরিক্লিস্।

সেক্‌সপিয়র।

পেরিক্লিসের উপাখ্যান।

টায়র নগরে পেরিক্লিস্ নামা এক নরপতি ছিলেন। একদা গ্রীশ দেশীয় সম্রাট্ দুরাচার কোপন স্বভাব আন্তিওকসের কোন রহস্য বিষয় প্রকাশ করিয়া অপরাধী হন্। তাহাতে সম্রাট্ স্বভাব দোষে রোষ পরবশ হইয়া সমুচিত শাসন নিমিত্ত তাঁহার সর্ব্বনাশ করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। পরাক্রান্ত লোকের দোষালোচনায় প্রায় অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। পেরিক্লিস্ ঐ বিষয়ের সংবাদ প্রাপ্তি মাত্রে সম্রাটের প্রবল প্রতাপে ভীত হইয়া স্বয়ং রাজ্যভোগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক যাবৎ তাঁহার ক্রোধ শান্তি না হয় তাবৎ দূরবর্ত্তি দেশে অজ্ঞাত বাসের মানস করিলেন। অতএব আপনার রাজত্বের ভার কার্য্য কুশল ধর্ম্মপরায়ণ প্রভুভক্ত শচিব হেলিকেনসের হস্তে সমর্পণ পূর্ব্বক অবিলম্বে পোতারূঢ় হইলেন।

অর্ণব যানারোহণ সময়ে শ্রবণ করিলেন থার্সস্ নগরের লোকেরা দুর্ভিক্ষ নিমিত্ত সাতিশয় ক্লেশ সহ্য করিতেছে অতএব তাহাদের সাহায্য নিমিত্ত যথেষ্ট খাদ্য সামগ্রী সমভিব্যাহারে লইয়া প্রথমতঃ ঐ নগরের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দিন মধ্যে সেখানে উত্তীর্ণ হইয়া দেখিলেন তত্রত্য আপামর সাধারণ যৎপরোনাস্তি কষ্ট পাইতেছে। সে দেশের অধিপতি তাঁহার আগমন সংবাদ শ্রবণে আহ্লাদিত হইয়া মনে করিলেন আমার রাজ্যের দুর্ভাগ্য দূরীভূত হইল পরমেশ্বর অত্রত্য মানব নিকরের উপর দয়া করিয়া ইহাঁকে প্রেরণ করিয়া থাকিবেন অতএব পাত্র মিত্র সমভি-

ব্যাহারে তাঁহার অভ্যর্থনা করিতে গেলেন এবং যথেষ্ট সমাদর পূর্ব্বক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন। পেরিক্লিস্ থার্সস্ নগরে অবস্থিতি করিয়া অত্যল্প কাল মধ্যে স্বীয় বিশ্বস্ত মন্ত্রির এক লিপি প্রাপ্ত হইলেন তাহাতে অমাত্য লিখিয়াছিলেন থার্সস নগরে অবস্থান তাঁহার পক্ষে শ্রেয়স্কর নহে, সম্রাট্ আন্তিওকস চর দ্বারা তাঁহার বাসস্থল নির্ণয় করত প্রাণে বিনষ্ট করিবার অভিসন্ধি করিয়াছেন। পেরিক্লিস স্বীয় মন্ত্রির এই পত্রী প্রাপ্ত হইয়া অবিলম্বে থার্সস নগর পরিত্যাগার্থ পোতারোহণ করিলেন। তাহাতে সেখানকার লোকেরা তাঁহার নিমিত্ত দুঃখিত হইয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও বিবিধ প্রকারে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল।

পেরিক্লিস অর্ণবতরি আরোহণ করিয়া থার্সস হইতে কিয়দ্দূরে গমন করিয়াছেন ইতিমধ্যে দুর্দৈব বশতঃ হঠাৎ প্রবল ঝটিকা উত্থিতা হইল তাহাতে পোত ছিন্ন ভিন্ন হইয়া মগ্ন হওয়াতে সমুদায় আরোহি জলসাৎ হইয়াগেল কেবল তিনি সমুদ্রের প্রবল তরঙ্গাঘাতে বিবিধ ক্লেশ পাইয়া এক অপরিজ্ঞাত কূলে নিক্ষিপ্ত হইলেন। সাগরের ভয়ানক ঊর্ম্মি করণক নিতান্ত খিন্ন হইয়া কূলে বসিয়া আছেন এতদবসরে কতিপয় ধীবর নিকট দিয়া গমন করাতে তাঁহার দুরবস্থা দর্শনে দয়ার্দ্র হইল এবং তাঁহাকে আপনাদের সমভিব্যাহারে আলয়ে লইয়া গিয়া অশন বসন প্রদান করিল। পেরিক্লিস জালজীবিদের প্রমুখাৎ অবগত হইলেন ঐ দেশের নাম পেন্তাপোলিস, সেখানকার রাজা সাইমন্দিস প্রজাবাৎসল্য ও সুশীলতা পূর্ব্বক রাজ্য শাসন নিমিত্ত সাধু নামে বিখ্যাত। অপর সেই রাজার থৈসা নাম্নী পরম রূপবতী এক কন্যা আছেন আগামি দিবসে তদীয় বর্ষ বৃদ্ধির উপলক্ষে রাজসভা সন্নিধানে শস্ত্র ক্রীড়া হইবে। তৎকালে রাজকুমারীর মনোহরণ নিমিত্ত নানা দেশীয় সুকুমার রাজকুমার শৌর্য্য বীর্য্য ও রণ পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিবেন তদর্থ অনেকের সমাগম হইয়াছে। এই সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া আপ-

নার মনোমধ্যে যৎপরোনাস্তি বিষাদ করিতে লাগিলেন যেহেতু স্বীয় অভেদ্য বর্ম্ম সাগরের ঊর্ম্মিতে বিনষ্ট হওয়াতে সমরোৎসাহি রাজতনয় দিগের শ্রেণিভুক্ত হইতে পারিবেন না। পরন্তু সেই সময় এক জন ধীবর সাগর মধ্যে প্রাপ্ত একটা কবচ গ্রহণ পুরঃসর নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। পেরিক্লিস সেই বাণ বারণ হারাইয়াছিলেন, জালজীবির করে তাহা দেখিতে পাইয়া হর্ষ গদ্গাদ স্বরে কহিতে লাগিলেন হে অদৃষ্ট তোমাকে নমস্কার করি এতাবৎ দুঃখের পর অধুনা প্রতীকারের উপায় করিয়া দিলে। আমার পিতা পরলোক গমন কালে এই বর্ম্ম আমাকে প্রদান করিয়া যান এ নিমিত্ত ইহাকে পরম প্রিয় জ্ঞান করিয়া থাকি, সঙ্গে না লইয়া কুত্রাপি গমন করি না, প্রচণ্ড পবনোদ্ধূত সাগর তরঙ্গ ইহার সহিত আমার বিচ্ছেদ ঘটাইয়াছিলেন এক্ষণে করুণার্দ্র হইয়া পুনর্বার প্রত্যর্পণ করিলেন অতএব সাগর চরণেও কোটি২ প্রণাম করি। আমি এক্ষণে পিত্র্য কবচ পুনঃ প্রাপ্ত হইলাম এখন পোত ভগ্ন ও সমুদ্রে নিমগ্ন হওয়াকে দুর্ভাগ্য বলিয়া গণনা করিব না।

অনন্তর পরম সমাদর পুরঃসর সেই বর্ম্ম গ্রহণ করিলেন এবং পর দিবস তাহার দ্বারা শরীরাবরণ পূর্ব্বক শৌর্য্য প্রকাশ মানসে সাইমন্দিসের সভায় গমন করিলেন। রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ নিমিত্ত ভূরি২ রণ পুঙ্গব ও বীর্য্যবান রাজকুমার তথায় উপস্থিত ছিলেন। কল্পিত সমর ক্ষেত্রে তাঁহাদের সহিত সংগ্রাম করিয়া অনুপম যুদ্ধ নৈপুণ্য ও সাতিশয় শৌর্য্য বীর্য্য প্রকাশ পুরঃসর সকলকেই পরাস্ত করিলেন। তৎকালে রাজকন্যা দিগের পরিণয় বিষয়ে এই নিয়ম চলিত ছিল বিবাহার্থি ব্যক্তিদের মধ্যে বল বিক্রম প্রকটন পূর্ব্বক যিনি সর্ব্বজয়ী হইতেন তাঁহারই গলে বরমাল্য প্রদান হইত। সাইমন্দিস্ নৃপনন্দিনী ঐ নিয়মের অতিক্রম করিলেন না, সমাগত সমুদায় রাজতনয় দিগকে বিদায় দিয়া

পেরিক্লিস্‌কে পাণিদান পূর্ব্বক তদীয় অঙ্কলক্ষ্মী হইতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। পেরিক্লিসও রাজকুমারীর রূপ লাবণ্যে মোহিত হইয়া প্রাণ মনঃ সমর্পণ পূর্ব্বক সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার প্রণয় উৎপাদন করিতে চেষ্টা করিলেন।

সর্ব্ব গুণাকর সকলবিদ্যাবিশারদ পেরিক্লিসের শৌর্য্য বীর্য্যে সাইমন্দিস্‌ নৃপতির বিশেষ সন্তোষ জন্মিল। পেরিক্লিস গ্রীশদেশীয় সম্রাটের ভয়ে আত্ম গোপন পূর্ব্বক আপনাকে টায়র দেশের এক জন সাধারণ লোক বলিয়া পরিচয় দেওয়াতে সাইমন্দিস যদিও তাঁহার সম্ভ্রান্ত বংশ ও উচ্চ পদের বিষয় কিঞ্চিন্মাত্র অবগত হইতে পারিলেন না, তথাপি তদীয় গুণে মুগ্ধ হওয়াতে তাঁহাকে স্বীয় নন্দিনী সম্প্রদান করিতে কোন অংশে বিমত হইলেন না।

পেরিক্লিস এই রূপে স্ত্রীরত্ন লাভ করিয়া অত্যল্প কাল মধ্যে সমাচার পাইলেন পরম শত্রু আন্তিওকস্‌ কালবশতঃ কৃতান্তের করাল দশনান্তর্গত হইয়াছে এবং টায়র দেশীয় প্রজা নিকর তাঁহার সুদীর্ঘকাল অনুপস্থিতি হেতু রাজদ্রোহী হইয়া শূন্য সিংহাসনে হেলিকেনসকে অভিষিক্ত করিবার উদ্‌যোগ করিতেছে। হেলিকেনস অতিশয় ধার্ম্মিক ও প্রভুভক্ত এ প্রযুক্ত প্রজাদের দত্ত ঐ প্রকার উচ্চ পদ গ্রহণ না করিয়া আপনি পেরিক্লিসের নিকট ঐ সংবাদ প্রেরণ পূর্ব্বক লিপিযোগে প্রার্থনা করিয়াছিলেন ত্বরায় স্বদেশে প্রত্যাগমন পুরঃসর আপনার যথার্থ স্বত্ব অধিকার করুন। পেরিক্লিস এই বার্ত্তা প্রাপ্ত হওয়াতে এক্ষণে শ্বশুর সন্নিধানে আত্ম পরিচয় দিলেন এবং অবিলম্বে স্বদেশে যাত্রা নিমিত্ত বিদায় প্রার্থনা করিলেন। সাইমন্দিস্‌ যদিও অজ্ঞাত কুলশীল জামাতাকে অধুনা টায়র নগরের বিখ্যাত মহীপতি জানিয়া আহ্লাদ সাগরে মগ্ন হইলেন তথাপি জামাতা এক দেশের রাজা, স্বদেশে প্রত্যাগমন সময়ে অবশ্য সস্ত্রীক হইয়া যাইবেন, কন্যা অন্তরাপত্যা, কি রূপে সমুদ্র পথে তাহাকে প্রেরণ করিব এই ভাবনার উদয় হওয়াতে বিষাদেরও আবি-

ভাব হইতে লাগিল। পেরিক্লিস শ্বশুরের অমত দেখিয়া সহধর্ম্মচারিণীকে কহিলেন প্রসব পর্য্যন্ত পিত্রালয়ে অবস্থিতি কর পরে লইয়া যাইব। কিন্তু তাঁহার বনিতা সঙ্গে গমনার্থ পুনঃ২ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন সুতরাং তাঁহাকে সমভিব্যাহারে লইতে হইল। পরন্তু মনে২ আশা করিলেন প্রসব কালের পূর্ব্বে টায়র নগরে গিয়া উত্তীর্ণ হইতে পারিব।

অর্ণব যাত্রা করিলেই দুরদৃষ্ট বশতঃ পেরিক্লিসের এক২টা দুর্ঘটনা ঘটে। পোতারোহণ পূর্ব্বক গমন করিয়া টায়র নগরে উত্তীর্ণ না হইতে২ পথিমধ্যে প্রবল বাত্যা উত্থিতা হইল, অর্ণবতরি মহাতরঙ্গে সাতিশয় আন্দোলিত হইতে আরম্ভ হইল। থৈসা তরণীর এক কুঠরী মধ্যে ধাত্রীসহ অবস্থিতি করিতেছিলেন প্রচণ্ড সমীরণ বেগে জলধির প্রবল কল্লোল ও তদ্দ্বারা জাহাজের উন্মজ্জন নিমজ্জন দেখিয়া ভয়ে যৎপরোনাস্তি পীড্যমানা হইলেন। কিয়ৎ ক্ষণ পরে ধাত্রী সদ্যোজাতা একটী বালিকা ক্রোড়ে করিয়া রোদন করিতে২ পেরিক্লিসের কুঠরী মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক নিবেদন করিল আপনার অন্তরাপত্যা পত্নী বাত্যার ভয়ে এই অপত্য প্রসব করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিলেন। হে নরপুঙ্গব এই ক্ষুদ্র জীবটী আপনকার অপত্য, অবলোকন করুন। পেরিক্লিস প্রাণপ্রতিমা পত্নীর জীবন বিনাশের বার্ত্তা প্রাপ্ত হইয়া শোকে মূর্চ্ছিতা হইলেন। অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত সংজ্ঞা রহিল না, বহু বিলম্বে চৈতন্য ও বাক্য শক্তির উদয় হইলে বিলাপ পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন হাঃ বিধাতঃ প্রিয় বস্তু প্রদান করিয়া অবিলম্বে প্রত্যাহরণ কর। ধাত্রী শান্ত্বনা করত কহিল মহারাজ আপনি ধীর, কলত্র শোকে এবম্প্রকার অধীর হওয়া উচিত হয় না, ধৈর্য্যাবলম্বন করুন, মহিষী ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন বটে এই কন্যাকে রাখিয়া গিয়াছেন ইহার বদনারবিন্দ অবলোকন করিয়া মনুষ্যত্ব করুন। পেরিক্লিস ধাত্রীর বচন শ্রবণ করিয়া নব কুমারীকে ক্রোড়ে লইলেন এবং তাহাকে সম্বোধিয়া বলিতে লাগিলেন বৎসে

এতাদৃক ভয়ঙ্কর কালে কখন কোন শিশুর জন্ম হয় নাই, তুমি এমন দুর্যোগ সময়ে ভূমিষ্ঠা হইলা, দেখিও তোমার জীবন যেন নম্রশীল হয়। রাজার অপত্য পৃথিবীতে জন্মিয়া কস্মিন্ কালে অসৎকৃত হয় না তুমি যেন আদরণীয়া হইতে পার, তোমার ভাগ্য যেন ভাল হয়। পঞ্চভূত একত্র হইয়া তোমার জন্ম স্থানকে সাধ্যানুসারে ভয়ানক করিয়াছে ভবিষ্যতে আর যেন ভয়ানক অবস্থায় না পড়িতে হয়। অয়ি দুর্দৈবোপহতে পৃথিবীতে পদার্পণ মাত্রে তোমার যে ক্ষতি হইল সমগ্র পার্থিব সুখেও তাহার পূরণ হইবেক না।

অনন্তর বাত্যা ক্রমশঃ প্রবল হইতে লাগিল। নাবিক লোকদের ভ্রান্তিমূলক এই এক সংস্কার ছিল তরণী মধ্যে মৃত শরীর থাকিলে ঝটিকা নিবৃত্ত হয় না অতএব তাহারা মহিষীর শব পোত হইতে সলিলে নিক্ষেপ করিবার পরামর্শ দিতে পেরিক্লিসের সমীপে আগমন করিল। আদৌ এতাবন্মাত্র কহিল মহাশয় পরমেশ্বর আপনাকে রক্ষা করুন, সাহস হীন হইবেন না। পেরিক্লিস প্রতিবচন প্রদান করত কহিলেন আমার যথেষ্ট সাহস আছে, আমি ঝটিকাকে ভয় করি না, ইহাতে আমার যে ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা ছিল তাহা হইয়া গিয়াছে। কেবল এই নিরাশ্রয় শিশুটার নিমিত্ত ইচ্ছা করি ঝড় নিবৃত্ত হয়। পোতবাহিরা বলিল মহাশয় তবে রাজ্ঞীর মৃতদেহ পোত হইতে নীরে নিক্ষেপ করিতে আজ্ঞা হউক। বাত্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিশীল হইতেছে, পোত মধ্যে শব থাকিলে সামুদ্রিক ঝঞ্ঝা বায়ু নিবৃত্ত হয় না। যাবৎ জাহাজে মৃত শরীর থাকিবে তাবৎ পর্য্যন্ত বাত্যা প্রবল থাকিবে। পেরিক্লিস যদিও বুঝিতে পারিলেন অর্ণবযানে শব থাকিলে ঝড় বাড়ে এ অমূলক ভ্রান্তি মাত্র, তথাপি অবস্থা বশতঃ নাবিকদের মতেই মত দিতে হইল। কহিলেন তোমাদের যাহা ইচ্ছা কর হতভাগ্যা রাণীর দেহ তরি হইতে অপসারিত হইলে যদি প্রচণ্ড পবন শান্ত হয়, কর। এই কথা বলিয়া প্রাণাধিক প্রিয়তমার সহিত চরম

সাক্ষাৎ করিতে সেই কুঠরীমধ্যে গমন করিলেন এবং অশ্রু পূর্ণ নয়নে তদীয় কলেবর অবলোকন করত কহিতে লাগিলেন হায় তোমার কি কাল প্রসব কাল উপস্থিত হইয়াছিল, এ স্থান আলোক ও অনলে বর্জ্জিত, তদ্দ্বারা যে কোন উপকার সম্ভাবনা ছিল তোমার ভাগ্যে তাহাও ঘটে নাই। আহা তোমার দেহের যথাবিধি সৎকার করিতেও আমার সাধ্য হইল না, বিনা সংস্কারে তোমার এই সুকোমল অঙ্গ মমুদ্রের সলিলে ফেলিয়া দিতে হইল। হাঃ বিধাতঃ, প্রিয়ার এ দেহ সমাধিস্থ হইয়া উপরি নির্ম্মিত সুশোভন স্তম্ভে সম্মানিত হইবার যোগ্য, এক্ষণে গভীর সাগর গর্ব্ভে শম্বূকাদির সহিত অবস্থিতি করিতে চলিল। তদনন্তর ধাত্রী লাইকোরিদাকে সম্বোধিয়া আদেশ করিলেন নেস্তরকে কাগজ কলম মসী গন্ধদ্রব্য এবং আমার সেই রত্ন পূর্ণ কৌটাটী আনিতে বল আর নিকান্দরকে সাটিনের বসনে কৃতাস্তরণ সিন্দুক আনয়নার্থ পাঠাও। শেষে লাইকোরিদাকে বলিলেন এই শিশুকে ধর, ইহার মস্তকে একটা ক্ষদ্র উপধান দিয়া এক বার শয়ন করাও, বিলম্ব করিও না, আমি প্রিয়তমার নিকট চিরকালের নিমিত্ত বিদায় লই।

কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহার সন্নিধানে একটা সিন্দুক আনীত হইল এবং কাগজ কলম ইত্যাদি যাহা২ চাহিলেন তাহাও প্রস্তুত হইল অতএব প্রেয়সীর শরীর শাটিন নির্ম্মিত শবাচ্ছাদনে আচ্ছাদিত করিয়া রত্নাদি দ্বারা ভূষিত করত সিন্দুক মধ্যে স্থাপন করিলেন এবং এক পত্রীতে প্রিয়ার পরিচয় লিখিয়া এই প্রার্থনা লিপিবদ্ধ করত তন্মধ্যে রাখিয়া দিলেন যদি দৈবাৎ কেহ এই সিন্দুক প্রাপ্ত হন অনুগ্রহ করিয়া এই অবলার দেহ যেন সমাধি মধ্যে স্থাপন করেন। তৎপরে সিন্দুক বন্ধ করিয়া আপনার হস্ত দ্বারা সিন্ধুমধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। সমনন্তর ঝটিকা ক্রমে২ নিবৃত্তা হইল এক্ষণে নাবিকদিগকে কহিলেন টায়র নগর যাইতে অনেক বিলম্ব হইবে তাবৎ পর্য্যন্ত এই বালিকার প্রাণ রক্ষা

সুকঠিন অতএব থার্সস নগরাভিমুখে জাহাজ লইয়া চল সেখানে শিশুটী রাখিয়া আসি, সাবধানে লালন পালন প্রাপ্ত হইবে।

পেরিক্লিস্ যে নিশায় স্বীয় প্রেয়সীর শবাধার সাগর নীরে নিক্ষেপ করিলেন সেই রাত্রি প্রভাতা হইলে প্রত্যূষে এফিসস্ দেশীয় সেরিমন নামা একজন ভদ্র লোক একটী সুচিকিৎসক সমভিব্যাহারে জলধি কূলে ভ্রমণ করিতে-ছিলেন তদবসরে তাঁহার কতিপয় ভৃত্য একটা সিন্দুক লইয়া সমীপে আগমন পূর্ব্বক নিবেদন করিল সমুদ্রের ঊর্ম্মিতে এই সিন্দুক উৎক্ষিপ্ত হইয়া কূলে আসিয়া পড়িল। মহাশয় এতাদৃশ বৃহৎ তরঙ্গ কদাপি দৃষ্ট হয় নাই, কি আশ্চর্য্য, প্রকাণ্ড একটা সিন্দুক বীচিবেগে উপরে আসিয়া উঠিল। সেরিমন্ বিস্ময় প্রকাশ পুরঃসর কিঙ্করদিগকে আদেশ করিলেন এ সিন্দুক আমার আলয়ে লইয়া চল। সিন্দুক বাটীতে আনীত হইলে যখন তাহা উন্মুক্ত হইল তখন তন্মধ্যে এক পরমা সুন্দরী তরুণীর মনোহর কলেবর শয়ান দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। তত্রস্থ বিবিধ সুগন্ধি গন্ধদ্রব্যের সৌরভাঘ্রাণে এবং বহুমূল্য রত্নে পরিপূর্ণ কৌটা দর্শনে মনেং অনুমান করিলেন ইনি কোন মহ-দ্ব্যক্তি হইবেন। অনন্তর সিন্দুকের মধ্যে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি-পাত করাতে এক খান লিপি প্রাপ্ত হইলেন তাহা পাঠ করাতে জানিতে পারিলেন ঐ অবলা টায়র দেশীয় রাজা পেরিক্লিসের বনিতা। সেরিমন এই অদ্ভুত ঘটনায় সাতি-শয় বিস্ময় প্রকাশ করিলেন। পরিশেষে পেরিক্লিসের দুর্ভাগ্যে খিন্ন হইয়া কহিতে লাগিলেন আহা পেরিক্লিস তুমি যদি জীবিত থাক তবে তোমার হৃদয় ইহার শোকে বিদীর্ণ হইতেছে সন্দেহ নাই। পরে সিন্দুক মধ্যে শয়ানা রমণীর বদনারবিন্দ মনোযোগ পূর্ব্বক অবলোকন করিতে গেলেন কিয়ৎ ক্ষণ এক দৃষ্টে নিরীক্ষণ করিয়া বিবেচনা করিলেন ইহাঁর মুখে মৃতের চিহ্ন প্রকাশ পায় না, অবিকৃত

লাবণ্য দেখিতে পাই। অতএব তাঁহাকে গতাসু জ্ঞান ন করিয়া জীবিতা বলিয়া অবধারিত করত কহিলেন ইহাঁর বন্ধু বান্ধব ত্বরান্বিত হইয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, সত্বর শুশ্রূষা করিয়া চৈতন্য উৎপাদনের চেষ্টা দেখিতে হইল। পরে কিঙ্করদিগকে আশু ইন্ধন আনয়ন পূর্ব্বক অনল প্রজ্বলিত করিতে আদেশ করিয়া ধাতু পোষক ঔষধ গৃহ হইতে বাহির করিয়া আনিলেন এবং তাঁহার বদনে অর্পণ পূর্ব্বক রসনায় সংযোগ করিয়া দিলেন। চতুর্দিকে অগ্নির উত্তাপ এবং জিহ্বাযোগে ঔষধ গলাধঃকৃত হওয়াতে ক্রমে মোহাপসরণ পুরঃসর চৈতন্যোদয়ের উপক্রম হইল। এতদবলোকনে যৎকিঞ্চিৎ আশ্বাস পাইয়া বাদকদিগকে আহ্বান পূর্ব্বক ব্যাকুল চিত্তের স্থিরতা নিমিত্ত মৃদুভাবে মধুর বাদ্য ধ্বনি করিতে আদেশ করিলেন। এই আশ্চর্য্য ব্যাপার পরিজ্ঞানার্থ মহা জনতা হইল। সকলে সমুৎসুক চিত্তে চতুর্দিক বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল। তাহাতে দয়ালু সেরিমন তাহাদিগকে সবিনয় বচনে বলিতে লাগিলেন তোমরা একবার কিঞ্চিৎ অন্তর হও, ইহাঁর গাত্রে বায়ু সংলগ্ন হউক, ইনি মরেন নাই, জীবিত আছেন, আমার অনুমান হয় চারি পাঁচ ঘটিকার অধিক কাল ইহাঁর এবম্প্রকার মোহ হয় নাই, ঐ দেখ প্রাণ বায়ুর সঞ্চার হইতেছে, বোধ হয় পুনর্জীবিতা হইলেন, কেমন নেত্রের পক্ষ্ম স্পন্দমান বোধ হইতেছে না? এখন তোমরা জনতা ভাঙ্গিয়া দাও, এই যুবতী কিঞ্চিৎ কাল পরেই সুস্থ হইয়া আপনার সমুদায় বিবরণ স্বয়ং বর্ণন করিবেন, বোধ করি তাহা আকর্ণন করিয়া আমরা নয়ন বারি ধারণ করিতে পারিব না। বস্তুতঃ তরুণীর প্রাণ বিয়োগ হয় নাই, আকস্মিক শঙ্কায় প্রসব করিয়া মোহবশতঃ সংজ্ঞা শূন্যা হইয়াছিলেন। ধাত্রী তাঁহাকে প্রমীত জ্ঞান করিয়া তাঁহার স্বামি সন্নিধানে মৃত্যু সংবাদ দেয়। শোক বিহ্বলতা প্রযুক্ত তিনি বিশেষ অনুধাবন করেন নাই যথার্থ শব বোধে

সাগর মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। অধুনা করুণাকর সেরিমনের শুশ্রূষায় অবলার মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল, ক্রমে নয়নোন্মীলন পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি করিয়া মৃদু স্বরে কহিলেন আমি কোথায় আসিয়াছি? আমার প্রভু পেরিক্লিস্ কোথায় গেলেন? এ আবার কোন্ জগৎ? সেরিমন তাঁহার এই বাক্য আকর্ণনানন্তর মৃদুস্বরে আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া শুনাইলেন। এবং তরুণীর দর্শন সামর্থ্য জন্মিয়াছে বোধ করিয়া কিঞ্চিৎ পরে পেরিক্লিসের লিখিত লিপি এবং রত্ন সকল তাঁহার করে সমর্পণ করিলেন। যুবতী পত্রী নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন এ আমার স্বামির হস্তাক্ষর বটে কিন্তু আমি অর্ণব যানারোহণ করিয়াছিলাম এতাবন্মাত্র স্মরণ হয়, সন্তান প্রসব করিয়াছিলাম কি না দেবতা জানেন, মনে পড়ে না। এ কি? কোথায় আসিয়াছি? আর কি আমার স্বামির সহিত সাক্ষাৎ হইবে না? তোমরা আমাকে কেন বাঁচাইলে? এতদবস্থায় মৃত্যু যে শ্রেয়স্কর ছিল, যদি বাঁচিলাম যাবজ্জীবন ব্রহ্মচারিণী হই। সেরিমন্ অবলার বিলাপ শুনিয়া বলিলেন যাহা কহিতেছেন সত্য কিন্তু এক্ষণে কোন উপায় নাই যদি অভিলাষ হয় ঐ কর্ম্ম করুন, এ স্থানের কিয়দ্দূরে দিয়ানা দেবীর মন্দির আছে তথায় প্রবেশ পূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্য ব্রতেই কাল যাপন করুন, আপনকার যদি ইচ্ছা হয় আমার একটী ভাগিনেয়ীকে নিকট থাকিয়া সেবা শুশ্রূষা করিতে বলিয়া দিব। থৈসা দেখিলেন অপরিচিত দেশে পড়িয়াছেন, সমুদ্রে জীবন নাশ হইল না, অগত্যা সেই দেবীর সদনেই জীবন যাপন করিতে সম্মতা হইলেন এবং তদ্বিষয়ে সেরিমনের আনুকূল্য নিমিত্ত নানা প্রকারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন। তদনন্তর সুস্থা হইয়া আদেশানুসারে মন্দিরে প্রবেশ পূর্ব্বক যাজিকাবস্থায় কাল হরণ করিতে প্রবৃত্তা হইলেন কিন্তু দৃঢ়তর পতিভক্তি থাকাতে বিরহে নিরন্তর মনোদুঃখের আতিশয্য হইতে লাগিল।

এ দিকে পেরিক্লিস কলত্রশোকে কাতর হইয়া থার্সস

নগরাভিমুখে গমন করিলেন। কন্যা সাগরের উপরি জন্মিল একারণ তাহার নাম সাগরিকা রাখিলেন। কিয়দ্দিন মধ্যে তনয়া সহ থার্সসে উত্তীর্ণ হওয়াতে তাঁহার আশা হইল অত্রত্য প্রজা পুঞ্জকে দুর্ভিক্ষ হইতে রক্ষা করিয়াছি এখানকার অধিপতি ক্লিওন ও তদীয়া মহিলা দিওনাইজা অবশ্য এই মাতৃহীন শিশুর প্রতি দয়া করিবেন। অনন্তর তাঁহাদের ভবনে গিয়া উপনীত হইলে ক্লিওন মহোপকারি মিত্রকে পুনরাগত দেখিয়া আহ্লাদিত হইলেন কিন্তু যখন তাঁহার প্রমুখাৎ দুঃসহ শোকাবহ সাগরীয় ঘটনার কথা শ্রবণ করিলেন তখন পরিতাপের পরিসীমা রহিল না। বিবিধ প্রকারে বিষাদ প্রকাশ করিয়া কহিলেন আহা যদি আপনার প্রিয়তমা মহিষীকে এখানে আনয়ন করিতেন তদীয় আকৃতি অবলোকন করিয়াও চরিতার্থ হইতাম। পেরিক্লিস উত্তর করিলেন মহাশয় দৈব অপ্রতিসমাধেয়, আমার অদৃষ্টে যাহা ছিল হইয়াছে, আমার প্রাণ সমা প্রিয়তমা সমুদ্রের গর্ব্ভে আছেন, এখন চীৎকার বা আর্ত্তরব করিলে কিছুই হইবেক না। ভবিতব্য কে খণ্ডিতে পারে, ভাবিয়া কি করিব। সংপ্রতি আপনকার নিকট আমার সানুনয় নিবেদন এই মাতৃহীনা তনয়াটীকে আশ্রয় দান পুরঃসর প্রতিপালন করুন, এ কন্যা হতভাগ্য রাজার ঔরসে জন্মিয়াছে তাহাতে যদিও ভাগ্যবতী হইবে এমত সম্ভাবনা দেখি না তথাপি রাজকন্যাদের উপযুক্ত শিক্ষা লাভে যেন বঞ্চিতা না হয়। তদনন্তর ক্লিওনের বনিতা দিওনাইজাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন আমি এই সন্ততিটী আপনকার হস্তে সমর্পণ করিতেছি ইহার প্রতি মনোযোগ রাখিবেন যত্ন পূর্ব্বক ইহার লালন পালন করিলেই আমি সুখী হইব। দিওনাইজা বিনয় পুরঃসর নিবেদন করিলেন মহারাজ এ কি আজ্ঞা করিতেছেন আপনি আদেশ করিবেন তবে আমি আপনার কন্যার প্রতি যত্ন করিব? ইনি আমার গর্ব্ভজা দুহিতা অপেক্ষা স্নেহাস্পদ। ক্লিওনও সানুনয় বচনে বলি-

লেন মহারাজ আপনি আমার রাজ্যের যে উপকার করিয়াছেন অত্রত্য সামান্য লোকেও অদ্যাবধি তাহা বিস্মৃত হয় নাই। আপনকার অন্নদান স্মরণ করিয়া নিরন্তর সকলে ঊর্দ্ধ মুখে মঙ্গল প্রার্থনা করিয়া থাকে। আপনকার তনয়ার বিষয়ে মনোযোগ করণার্থ আমাকে নিয়োগ করিতে হইবে না। যদি আমি ইহাঁর লালন পালনে অবহেলা করি আমার প্রজারাই আমাকে মনোযোগের নিমিত্ত উত্তেজনা করিবে। মহারাজ প্রজাদের কথাতেও যদি আমি ঐ বিষয়ে ত্রুটি করি যাবৎ চন্দ্র দিবাকর থাকেন দেবতারা যেন চিরদিন আমার প্রতি বৈর নির্যাতন পুরঃসর বিবিধ যন্ত্রণা দেন। পেরিক্লিস এবম্প্রকারে আশ্বাস পাইয়া তনয়াকে তাঁহাদের হস্তে সমর্পণ পূর্ব্বক বিদায় হইলেন। যাত্রা কালে অঙ্গজার সেবা নিমিত্ত ধাত্রী লাইকোরিদাকে তাহার নিকট রাখিয়া গেলেন। সাগরিকা দুগ্ধপোষ্যা, জ্ঞানোদয় হয় নাই, কে পিতা জানিতে পারিলেন না কিন্তু ধাত্রী রোদন করিতে লাগিল। পেরিক্লিস তাহাকে শান্ত্বনা করত কহিলেন বৎসে ক্রন্দন করিও না, তোমার ক্ষুদ্র ঠাকুরাণীর প্রতি মনোযোগ রাখিও, যদি বাঁচিয়া থাকে ইহার অনুগ্রহে তোমার পরম সৌভাগ্য হইবেক।

তদনন্তর স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং কিয়দ্দিন মধ্যে নির্বিঘ্নে আপনার রাজধানী টায়র নগরে উত্তীর্ণ হইয়া রাজ্যভার প্রত্যাদান পুরঃসর রাজত্ব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কল্পিতমরণা মহিষী থৈসা সিন্ধু কল্লোলে সিন্দুক সহিত কূলপ্রাপ্তা হইয়া এফিসস্ দেশে মনোদুঃখে কাল হরণ করিতে থাকিলেন। কন্যা সাগরিকা থার্সস নগরে পালিত হইতে লাগিল। থার্সসাধিপ ক্লিওন অতিশয় কৃতজ্ঞ ও পরম ধার্ম্মিক এ প্রযুক্ত পেরিক্লিসের উপকার স্মরণ পূর্ব্বক তদীয় তনয়াকে বিবিধ গুণ শিক্ষা করাইতে যথেষ্ট চেষ্টা করিলেন তাহাতে সেই কন্যা চতুর্দশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে সর্ব্ব বিদ্যায় সুনিপুণা হইয়া উঠিলেন। নৃত্যগীতে

ঈদৃশী দক্ষা হইলেন যে গান শ্রবণ এবং নৃত্য দর্শনে বোধ হইত যেন কোন বিদ্যাধরী অথবা দেবকন্যা শাপবশতঃ স্বর্গপুর চ্যুতা হইয়া মর্ত্ত্য লোকে অবতীর্ণা হইয়াছেন। তিনি শিল্পজ্ঞান প্রকাশ নিমিত্ত সূচি দ্বারা যে সমস্ত পশু পক্ষি ফল পুষ্পের আকৃতি রচনা করিতেন তদ্দর্শনে বোধ হইত স্বভাবের অবিকল অনুকরণ করিয়াছেন। ফলতঃ সূচিদ্বারা পট্ট সূত্রযোগে যে কুসুম নির্ম্মাণ করিতেন তাহার নিকট যথার্থ সুরভি গোলাব পুষ্পও লজ্জা পাইত। তাঁহার বিদ্যা ও গুণের যশঃ ক্রমশঃ সর্ব্বত্র বিস্তীর্ণ হইল, সকলেই তাঁহার শিল্পাদি দেখিয়া সাশ্চর্য্য চিত্তে প্রশংসা করিতে লাগিল। এই সময়ে তিনি সর্ব্ব সাধারণ লোকের পরম স্নেহ ভাজন হইলেন কিন্তু ক্লিওনের বনিতা দিওনাইজা স্বীয় দুহিতার তাদৃশ গুণ না থাকাতে ঈর্ষা প্রযুক্ত তাঁহার পরম রিপু হইয়া উঠিল। দিওনাইজার গর্ব্ভজা কন্যা এবং সাগরিকা উভয়ে সমান বয়স্কা এবং সমান যত্নে শিক্ষিতা হইয়াছিল কিন্তু সাগরিকা স্বীয় স্বাভাবিক বুদ্ধি প্রভাবে তদপেক্ষা অধিক গুণবতী হন। তজ্জন্য কেবল তাঁহারই সম্মান ও সুখ্যাতি হওয়াতে দিওনাইজা মনেং বিবেচনা করিল যাবৎ সাগরিকা এ স্থান হইতে দূরীভূতা না হয় তাবৎ আমার তনয়ার যশঃ সম্ভাবনা নাই, আমার স্বামী ক্লিওন ইহাকে ভাল বাসেন তাড়াইয়া দিবার সুযোগ দেখি না অতএব কৌশল ক্রমে শমন সদনে প্রেরণের ষড়যন্ত্র করা যাউক। দিওনাইজার এই দ্বেষভাবের আবির্ভাব হইবার কিয়দ্দিন পরে সাগরিকার ধাত্রী লাইকোরিদা কাল বশতঃ লোকান্তর গমন করিল। দিওনাইজা দেখিল আপনার সংকল্প সিদ্ধির এই উপযুক্ত সময়, অতএব সাগরিকার প্রাণ সংহারার্থ লিওনাইন নামক এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিল। একদা সাগরিকা ধাত্রীর নিমিত্ত রোদন করিতে ছিলেন নিষ্ঠুর দিওনাইজা সেই সময় লিওনাইনকে আদিষ্ট ব্যাপার সমাধানার্থ প্রবৃত্তি দিতে লাগিল। সে ব্যক্তি যদিও দুরাত্মা

ও অধার্ম্মিক ছিল তথাপি সাগরিকার গুণ নিকর স্মরণ করিয়া সহসা তাঁহার সংহারে সাহস করিল না, রাজ্ঞীকে কহিল এই কুমারী পরম পবিত্রা। নির্দয়া দিওনাইজা এ কথায় উত্তর করিল তবে মর্ত্ত্য লোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুরপুরে দেবতা সহ বাস করাই তাহার পক্ষে উচিত হয়। পরে কোপ প্রকাশ পূর্ব্বক কহিল অরে তুই আমার কথা শুনিবি, কি না, বল? ঐ দেখ, সাগরিকা ধাত্রীর নিমিত্ত ক্রন্দন করিতেং এ দিকে আসিতেছে। লিওনাইন রাণীর ক্রোধ দর্শনে সভয় হইয়া কহিল আমি কিঙ্কর আপনকার আজ্ঞা শুনিব না? এই সংক্ষিপ্ত বচনেই গুণাকর সাগরিকার অচিরে চরম কাল উপস্থিত হইবার উপক্রম হইল। অনন্তর সাগরিকা বিবিধ পুষ্পে পরিপূর্ণ একটী পাত্র হস্তে লইয়া আগমন করিলেন এবং কুসুমগুলি ভূমির উপর বিকীর্ণ করত মৃতা ধাত্রীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন হায় লাইকোরিদা কোথায় গেলে? আমি তোমার শ্মশান ভূমিতে প্রতিদিন এই রূপে পুষ্প বর্ষণ করিব। যাবৎ নিদাঘ কালের অবসান না হয় তাবৎ বাসন্তী কুসুম ও সুবর্ণ পুষ্পে শয্যা রচনা করিয়া দিব। হায় আমি কি দুর্ভাগ্যা, বন্ধু বান্ধব কেহ রহিল না, শুনিয়াছি অর্ণব মধ্যে প্রবল ঝটিকার সময় আমাকে প্রসব করিয়াই জননী পার্থিব লীলা সম্বরণ করেন। হে ধাত্রি তুমি কেবল আমার সহচরী ছিলে, কাল আমার কপালে প্রবল পবন স্বরূপ হইয়া তোমারও সহিত বিচ্ছেদ ঘটাইল। কুমারীর সকরুণ রোদন স্বকর্ণে আকর্ণন করিয়াও নির্দয়া দিওনাইজার হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল না, কপটতা পূর্ব্বক তাঁহাকে সম্বোধিয়া কহিল সাগরিকে ক্রন্দন করিতেছ কেন? আমার কন্যা কি তোমার সঙ্গে নাই? সে কোথায় গেল? লাইকোরিদা কাল বশতঃ ইহলোক ত্যাগ করিয়া গিয়াছে তাহার জন্য শোক করিলে কি হইবে? তোমার ভাবনা কি? আমি তোমার ধাত্রী স্বরূপা আছি। আহা অজস্র অসপাতে বদন মলিন হইয়া গিয়াছে, রোদন

করিও না, এ দিকে আইস, কুসুম গুলি আমাকে দাও, সাগর সম্বন্ধীয় সমীরণে শুষ্ক হইয়া যাইবে। যাও একবার লিওনাইনের সঙ্গে বেড়িয়া আইস। পরে পূর্ব্বোপদিষ্ট কিঙ্করকে কহিল অরে লিওনাইন এ দিকে আয়্, সাগরিকার কর ধারণ পূর্ব্বক ভ্রমণ করিয়া ইহাকে বায়ু সেবন করাইয়া আন্। সাগরিকা কহিল মা, তোমার সেবকে আমার প্রয়োজন নাই। পাপীয়সী দিওনাইজা লিওনাইনের সহিত তাঁহাকে বিরলে প্রেরণের মানস করাতে তাঁহার কথায় মনোযোগ করিল না। পুনর্ব্বার কপট স্নেহ প্রকাশ পূর্ব্বক নিকটে ডাকিয়া কহিল আমি তোমাকে প্রাণ তুল্য ভাল বাসি এবং তোমার পিতার প্রতিও যথেষ্ট ভক্তি করিয়া থাকি প্রতি দিন প্রার্থনা করি এখানে তোমার জনকের আগমন হয়, যদি ইতিমধ্যে হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হন তোমার অনুপম শরীরের লাবণ্য বিবর্ণ দেখিয়া মনে করিবেন আমরা তোমার প্রতি যত্ন করি না। অতএব ধাত্রীর নিমিত্ত শোক পরিত্যাগ কর, যাও, ইহার সমভিব্যাহারে ভ্রমণ করিয়া আইস। একবার হাস্য কর দেখি, আহা তোমার শরীরের সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে আবাল বৃদ্ধ সকলের অন্তঃকরণ হর্ষে প্রফুল্ল হয়, এ কান্তির গ্লানি করিও না, বরং বৃদ্ধিশীল রাখিতে যত্ন কর। সাগরিকা পালিকা মাতার কাপট্য বুঝিতে পারিলেন না যথার্থ স্নেহবাক্য জ্ঞানে কহিলেন আমার ইচ্ছা নাই, আপনি যত্ন করিতেছেন, ভাল, ইহার সমভিব্যাহারে গমন করি। ক্রূরস্বভাবা দিওনাইজা অচিরে কৃতকার্য্য হইবার বাসনায় তাহাদের গমন কালে লিওনাইনকে পূর্ব্বোপদেশ স্মরণ করিয়া দিবার ছলে সঙ্কেত করিল দেখিস্ যেন ভুলিস্ না।

পরে সাগরিকা লিওনাইনের সমভিব্যাহারে ভ্রমণ করিতে২ সাগরের কূলে গিয়া উপস্থিত হইলেন। আপনার জন্মস্থান জলনিধি জ্ঞানাবচ্ছেদে দেখেন নাই এক্ষণে সাক্ষাৎ

নিরীক্ষণ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সমুদ্রের উপর ভয়ানক শব্দে বায়ু বহিতে আরম্ভ হইল তাহাতে জিজ্ঞাসা করিলেন এ পবন কি পশ্চিম দিক্ হইতে প্রবহমান হইতেছে? লিওনাইন কহিল, না, এ সমীরণ নৈঋর্ত কোণ হইতে আসিতেছে। সাগরিকা কহিলেন আমি শুনিয়াছি আমার জন্ম সময়ে উত্তর দিক্ হইতে বায়ু বহিয়াছিল। এই কথা কহিবা মাত্র তাঁহার অন্তঃকরণে তাৎকালিক বাত্যার পরাক্রম, জনকের পরিতাপ, জননীর প্রাণ বিয়োগ, এই সমস্ত শ্রুত বিষয়ের স্মরণ হওয়াতে শোকে ব্যাকুলা হইলেন। তদনন্তর সঙ্গিকে কহিতে লাগিলেন শুনিয়াছি আমার পিতা পয়োনিধির উপর প্রবল ঝটিকা দেখিলেও ভয় করিতেন না, পোত বাহিদিগকে কহিয়াছিলেন অরে আমার যথেষ্ট সাহস আছে। তিনি আপনার সুকোমল রাজকরে অর্ণবযান আকর্ষণ পূর্ব্বক আলিঙ্গন করত উত্তাল তরঙ্গ বেগ সহিষ্ণুতা করিয়াছিলেন। শ্রুত আছে সেই ঊর্ম্মির আঘাতে তরণী ভগ্ন প্রায়া হইয়াছিল। লিওনাইন জিজ্ঞাসা করিল এ কত দিনের কথা? সাগরিকা উত্তর দিলেন আমার জন্ম কালে ঐ সকল ঘটনা হয়, বয়স্ দেখিয়া কাল নির্ণয় করিতে পার। রত্নাকরের উপর সে প্রকার তরঙ্গ ও প্রচণ্ড পবনের বহন আর কখন হয় নাই। তদনন্তর বাত্যার বিবরণ পোত বাহকদের ব্যবহার এবং অর্ণবযানের দুর্গতি প্রভৃতির বৃত্তান্ত বর্ণন আরম্ভ করিলেন। সাগরিকার ধাত্রী বাল্যাবস্থায় তাঁহাকে সেই সমস্ত বিবরণ বারম্বার বর্ণন করিয়া শুনাইয়াছিল তাহাতে ঐ বিষয় সর্ব্বদা তাঁহার মনে জাগরূক ছিল। কিয়ৎক্ষণ পরে লিওনাইন তাঁহাকে কথা কহিতে বারণ করিয়া ঈশ্বরের নামোচ্চারণ করিতে কহিল। সাগরিকা যদিও এ কথার ভাব ঝটিতি বুঝিতে পারিলেন না তথাপি মনোমধ্যে আশঙ্কার উদয় হওয়াতে জিজ্ঞাসা করিলেন তোমার কোন মানস আছে না কি? লিওনাইন এতৎ প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর দিল না, কহিল, যদি পরমেশ্বরের স্মরণ পূর্ব্বক আরাধনা

নিমিত্ত কিঞ্চিৎ অবকাশ প্রার্থনা কর দিতেছি কিন্তু বৃথা সময় ক্ষেপ করিও না, দেবতাদের শ্রবণ করিতে বিলম্ব হয় না, আদিষ্ট কর্ম্ম সত্বর সম্পাদন করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছি। কুমারী এক্ষণে তাহার অভিপ্রায় হৃদয়ঙ্গম করিয়া বিষাদ সাগরে মগ্না হইলেন। লোচন দ্বয় হইতে অনর্গল জলধারা বহিতে লাগিল। জীবনের নিমিত্ত ব্যাকুলা হইয়া বলিলেন তুমি কি এখনি আমাকে হত্যা করিবে? কেন? কি নিমিত্ত? লিওনাইন কহিল ঠাকুরাণীর সন্তোষ নিমিত্ত। সাগরিকা কহিলেন আমাকে বিনষ্ট করিতে কেন তাঁহার মানস হইল? আমি এ শরীরে কদাপি তাঁহার অনিষ্ট করি নাই, কখন একটা পরুষ বাক্য প্রয়োগ অথবা কোন জীবের হিংসা করি নাই, শপথ করিয়া বলিতে পারি জন্মাবচ্ছেদে একটা মূষিক কি মক্ষিকারও অপকার আমা হইতে হয় নাই। একবার একটা কৃমি দৈবাৎ আমার পদতলে পড়িয়া মর্দ্দিত হইয়াছিল তজ্জন্য ঠাকুরাণীর নিকটে অশেষ প্রকারে অনুতাপ করি। ইদানী কি অপরাধ করিলাম? নিষ্ঠুর লিওনাইন কুমারীর এবম্প্রকার সকরুণ বিনয়ান্বিত বচনে মনোযোগ করিল না, এতাবন্মাত্র কহিল আমি কার্য্যের ঔচিত্যানৌচিত্য বিচারার্থ নিযুক্ত হই নাই আজ্ঞা পালন নিমিত্ত আসিয়াছি। এই বলিয়া সংহারের উপক্রম করে ইত্যবসরে হঠাৎ কতিপয় সামুদ্রিক তস্কর সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং বলদ্বারা সুকুমারী কুমারীকে আপনাদের পোতে আরোপণ পূর্ব্বক পলায়ন করিল।

নৌতস্করেরা হতভাগ্যা সাগরিকাকে লুঠে পাইয়া মাইটিলিনি নাম্নী নগরীতে গেল এবং তত্রত্য এক জন গৃহস্থের নিকট তাঁহাকে দাসী স্বরূপে বিক্রয় করিল। সাগরিকা যদিও দাসী ভাবাপন্না হওয়াতে ঐ স্থানে সাতিশয় জঘন্যাবস্থায় রহিলেন তথাপি তাঁহার অনুপম রূপ লাবণ্য ও অসামান্য গুণ নিচয় বহু দিন অমান্য হইয়া থাকিল না। ক্রেতা তাঁহার উপার্জ্জিত ধনে অনতিবিলম্বে ধনবান হইয়া

উঠিলেন। সাগরিকা সেই নগরে তৌর্য্যত্রিক বিদ্যা ও সূচি কর্ম্মের শিক্ষা প্রদানে নিযুক্তা হইলেন। তদ্দ্বারা যে অর্থ উপার্জ্জিত হইত আপনার প্রভু এবং প্রভু পত্নীকে প্রদান করিতেন। সাগরিকার গুণনিচয়ের সুখ্যাতি ক্রমেং মাইটি-লিনি নগরীর অধিপতির শ্রুতিগোচর হইল। তাহাতে তদ্দেশাধীশ্বর লাইসিমাকস্ কৌতুকাবিষ্ট হইয়া স্বয়ং দেখিতে আসিলেন। কুমারীর সহিত প্রসঙ্গ সঙ্গতি ক্রমে কিয়ৎ ক্ষণ কথোপকথন হওয়াতে রাজার পরম পরিতোষ জন্মিল। নৃপতি লোক মুখে তাঁহার রূপ গুণের প্রশংসা শ্রবণ করিয়াছিলেন স্বচক্ষে নিরীক্ষণ ও আলাপ করিয়া তদ্বিষয়ের প্রমাণ পাইবেন ঈদৃশী প্রত্যাশা তদীয় মনো-মধ্যে স্থান লাভ করে নাই। কিন্তু এক্ষণে দেখিয়া শুনিয়া রূপ গুণ বিদ্যা বুদ্ধির যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং বিদায় সময়ে এই উপদেশ করিয়া গেলেন এবম্প্রকার সৎ পরি-শ্রম ও ধর্ম্মানুশীলনে নিয়ত রত থাকিও। যদি আমার প্রমুখাৎ তোমার বিষয়ের কোন কথা কখন শুনিতে পাও তাহাতে পরম শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিও। সাগরিকার বুদ্ধি কৌশল ও পরমোৎকৃষ্ট গুণের পরিচয়ে এবং মধুরাকৃতি ও নম্রতা অবলোকনে নরপালের মনঃ মুগ্ধ হইয়াছিল। তাহাতে যদিও দাস্যাবস্থায় তাঁহার পরিচয় পাইলেন না তথাপি আকৃতি প্রকৃতিতে সদ্বংশজাতা বলিয়া বিশ্বাস করত পাণিগ্রহণের মানস করিলেন। সাগরিকা রাজনন্দিনী বটেন কিন্তু তাঁহার পরিচয় পাইবার সম্ভাবনা মাত্র ছিল না, যদি কেহ জনক জননীর কথা জিজ্ঞাসা করিত কিয়ৎ ক্ষণ নিঃস্তব্ধ হইয়া শেষে কেবল বিলাপ করিতেন।

এ দিকে থার্সস নগরে সমুদ্রকূলে নাবিক তস্কর কর্ত্তৃক হঠাৎ সাগরিকা অপহৃতা হওয়াতে লিওনাইন মনোমধ্যে ক্ষুণ্ণ হইয়া কিয়ৎ ক্ষণ ভাবিতে লাগিল সাগরিকার প্রাণ সংহার হইল না দস্যুরা জীবন্ত ধরিয়া লইয়া গেল ঠাকুরাণী বা আমার উপর ক্রুদ্ধা হন্। পরে বিবেচনা পূর্ব্বক স্থির

করিল তাঁহাকে গিয়া সাগরিকার মৃত্যু সংবাদ শুনাই, মলি-মুচেরা কোথায় লইয়া গেল বোধ হয় আর কোন সন্ধান হইবেক না। এই স্থির করিয়া দিওনাইজার সন্নিধানে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক সমাচার দিল সাগরিকার পঞ্চত্ব প্রাপ্তি হইল। সে শ্রবণমাত্র মনোমধ্যে সাতিশয় হৃষ্ট ও কৃতার্থম্মন্য হইল এবং সমারোহ পূর্ব্বক অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সমাধা করিয়া শোক সূচক মৌখিক স্নেহ প্রকাশ নিমিত্ত একটী সুন্দর সমাধি নির্ম্মাণ করিয়া দিল। কিয়ৎ কালানন্তর পেরিক্লিস আপনার অঙ্গজাকে স্বদেশে আনয়ন করিবার মানসে ধার্ম্মিক মন্ত্রি হেলিকেনস্ সমভিব্যাহারে থার্সস নগরে যাত্রা করিলেন। কন্যাকে অতি শৈশব কালে বিদেশে ক্লিওন ও তাঁহার বনিতা দিওনাইজার হস্তে সমর্পণ করিয়া আসিয়াছিলেন তদবধি বহুকাল দেখিতে পান নাই পুনর্বার নিরীক্ষণ করিয়া চিত্তচকোর চরিতার্থ করিবেন এই আশয়ে মনোমধ্যে সাতিশয় উল্লাসিত হইয়াছিলেন অতএব থার্সসে উত্তীর্ণ হইয়া যখন শুনিলেন সাগরিকার লোকান্তর প্রাপ্তি হইয়াছে এবং স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিলেন স্মরণার্থ স্তম্ভ নির্ম্মিত রহিয়াছে তখন মনস্তাপের পরিসীমা রহিল না। তাঁহার পরম প্রিয়তমা বনিতার একমাত্র চিহ্ন থার্সস নগরে ছিল তাহারও বিনাশ সংবাদ শ্রবণ করাতে শোকে ক্ষণকাল সেখানে তিষ্ঠিতে পারিলেন না, তৎক্ষণেই প্রস্থান পূর্ব্বক পোতে আসিয়া উঠিলেন। পোতারূঢ় হইলেও শোকে মনের এতাদৃশ বৈকল্য হইল যে সমভিব্যাহারি সঙ্গেও বাক্যালাপ ত্যাগ করিয়া কেবল বিলাপ করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিকস্থ সমস্ত পদার্থে পরিপূর্ণ পৃথিবী একেবারে শূন্য বোধ হইল।

তাঁহার অর্ণবযান থার্সস পরিত্যাগ পূর্ব্বক টায়রে প্রত্যাগমন করিবার কালে পথ ঘটিত মাইটিলিনি নগরের নিকট দিয়া যাইতেছিল। দৈবাৎ সে সময় ঐ নগরীর অধিপতি সাগর তীরে ভ্রমণ করিতে আগমন করিলেন।

একখান বৃহৎ পোত দৃষ্টি গোচর হওয়াতে তাহাতে কোন ব্যক্তি আরোহণ করিয়া কোথায় যাইতেছে অবগত হইতে উৎসুক হইলেন। পরে কৌতুকাবিষ্ট হইয়া একখানি ক্ষুদ্র তরণী যোগে গমন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন এ কোন্ দেশের তরি? পেরিক্লিসের অমাত্য হেলিকেনস্ যথোচিত অভ্যর্থনানন্তর পরিচয় দিলেন এই তরি টায়র নগরীয়, তথাকার অধিপতি পেরিক্লিস এই তরণীতে আছেন। আমাদের রাজা পরম স্নেহাস্পদ বনিতার ও দুহিতার বিয়োগে সাতিশয় ব্যাকুল, প্রায় মাসত্রয় গত হইল জলগ্রহণ ও কাহারও সহিত বাক্যালাপ করেন নাই, নিরন্তর বিলাপ করিয়া কেবল শোকের বৃদ্ধি করিতেছেন। মাইটিলিনির অধিপতি এতদ্বচন শ্রবণে সাতিশয় দয়াবিষ্ট হইলেন এবং শোকার্ত্ত নৃপতির সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিলেন। মন্ত্রী তাঁহাকে রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া দিলে দেখিলেন ভূপতির বদন অজস্র অস্রপাতে মলিন, শরীর নিরন্তর পরিতাপে শীর্ণ, এবং বর্ণ বিবর্ণ হইয়াছে, শোকাবেগে একং বার অচেতন হইতেছেন। মাইটিলিনিরাজ কিয়ৎক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া সমুচিত সম্বোধন পুরঃসর কহিলেন কুশল হউক, পরে উচ্চস্বরে বলিলেন জগদীশ্বর কল্যাণ করুন, মহাশয় মঙ্গল হউক। কিন্তু তাঁহার চীৎকার বিফল হইল, যাঁহার প্রতি বাক্য প্রয়োগ করিলেন তিনি শূন্যহৃদয় হইয়া ছিলেন কে তাহাতে প্রতিবচন দিবে? ফলতঃ শোকাভিভব প্রযুক্ত পেরিক্লিসের বাহ্যজ্ঞান ছিল না, কে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কথা কহিতেছে ইহাই জানিতে পারিলেন না মান্য ব্যক্তি দেখিয়া সমুচিত সমাদর কি করিবেন? মাইটিলিনিরাজ সম্ভ্রান্ত নরপতির শোক নিমিত্ত এবম্বিধ দুর্গতি দেখিয়া বিবেচনা করিলেন সাগরিকা অতি মধুরভাষিণী, তাঁহার কথা শুনিবামাত্র মনঃ আর্দ্র হয় অতএব তাঁহাকে আনয়ন করি তিনি মধুর বচন দ্বারা এই শোকাভিভূত ভূপতির দুঃখাবেগ নিবারণ পুরঃসর অবশ্য বাক্যস্ফূর্ত্তি করাইতে পারিবেন।

পরে সাগরিকার কথা হেলিকেনসকে কহিয়া উভয়ে পরামর্শ পূর্ব্বক তাঁহার আনয়ন নিমিত্ত লোক প্রেরণ করিলেন। দেশাধিপতির আদেশ শ্রবণ মাত্রে সাগরিকা সেই ব্যক্তির সমভিব্যাহারে তৎক্ষণাৎ আসিয়া উপস্থিতা হইলেন। পোতস্থ লোকেরা তাঁহার আকৃতি প্রকৃতি অবলোকন করিয়া প্রশংসা করত কহিল ইনি বিশেষ ক্ষমতাবতী হইবেন সন্দেহ কি? মাইটিলিনির অধিপতি তাহাদের প্রতিষ্ঠা বচনে সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন ইহাঁর গুণবত্তার কথা কি কহিব যদি বংশের পরিচয় পাইতাম পাণি গ্রহণ পূর্ব্বক দিব্যাঙ্গনা লাভ বোধে আপনার স্ত্রীভাগ্য প্রশংসিত করিতাম? অনন্তর শিষ্ট-ভাষায় সেই যুবতীকে যথোচিত সম্বোধন করিয়া কহিলেন সুন্দরি এই তরি মধ্যে একজন সম্ভ্রান্ত নরপতি শোকাভি-ভূত হইয়া আছেন শোকহর সুখকর স্বকীয় মধুর বচন দ্বারা তাঁহার সন্তাপ হরণ কর। সাগরিকা সবিনয় বচনে নিবেদন করিলেন মহাশয় যদিস্যাৎ আমি এবং আমার সঙ্গিনী ভিন্ন অন্য কেহ তাঁহার নিকট না যায় তাহা হইলে আদেশ পালনার্থ সাধ্যানুসারে যত্ন করি।

সাগরিকা রাজার ঔরসে জন্মিয়া দুর্ভাগ্য বশতঃ দাসী-ভাব প্রাপ্ত হওয়াতে মাইটিলিনি নগরী মধ্যে কাহার নিকট আত্ম পরিচয় প্রদান করেন নাই, অর্ণবোপরি পোতস্থ শোকা-কুল ভূপালের শান্ত্বনার্থ নিযুক্ত হইয়া তাঁহার সমীপে আপনার দৈন্যাবস্থার ইতিহাস বর্ণন করিতে মনস্থ করি-লেন। বিবেচনা করিলেন দুঃখার্ত্ত লোকে অন্যের দুঃখের কথা শুনিলে তুলনা করিয়া আপনার ব্যাকুল চিত্তে প্রবোধ জন্মাইয়া থাকে আমার দুরবস্থার বৃত্তান্ত শ্রবণে অবশ্য নৃপতির শোকশান্তি হইবেক। অতএব নিকট বর্ত্তিনী হইয়া যেন জনক সন্নিধানে দণ্ডায়মানা হইলেন এবম্প্রকার ভাবে আপনার দুঃখের বিষয় বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলেন। বীণার তুল্য সুমধুর কণ্ঠস্বর এবং পীযূষ সন্নিভ বচন শ্রবণ বিবরে প্রবেশ মাত্রে শোকাভিভূত ভূপতির স্থিরতর নেত্র

স্পন্দমান হইবার উপক্রম হইল। কিয়ৎ ক্ষণ পরে নয়নোন্মীলন করাতে দেখিতে পাইলেন নবীনা তরুণীর আকার আপনার পরম প্রণয় ভাজন মৃত মহিষীর সমান, অতএব আর মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিতে পারিলেন না আপনা আপনি কহিতে লাগিলেন আমার বনিতার এই রূপ গঠন ছিল যদিস্যাৎ কন্যা জীবিতা থাকিতেন অবিকল এইরূপ দেখিতে পাইতাম। আহা মৃতা রাজ্ঞীর অবয়ব ও স্বরের প্রতিচ্ছায়া সমুদায় ইহাতে অবলোকন করিতেছি। পরে সম্মুখস্থা কন্যাকে সস্নেহ বচনে সম্বোধন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন বৎসে তুমি কোথায় থাক? তোমার পিতা মাতার নাম কি? এই মুহূর্ত্তে কহিলে না দুর্ভাগ্যবশতঃ জঘন্য অবস্থায় পতিত হইয়াছ দৈবী দুর্ঘটনার বিষয় ব্যক্ত করিলে উভয়ের দুঃখ সমান হইবে? সাগরিকা কহিলেন আমার মনে যাহা উদিত হইল তাহাই নিবেদন করিলাম। পেরিক্লিস্ বলিলেন তোমার সমুদায় ইতিহাস আমার নিকট বর্ণনা করিয়া বল দেখি আদ্যোপান্ত বিবরণ শ্রবণ করিয়া যদি বুঝিতে পারি তুমি আমার ক্লেশের সহস্রাংশের একাংশ সহ্য করিয়াছ তাহা হইলে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিব তুমি ধীর পুরুষের ন্যায় গম্ভীর প্রকৃতি এবং আমি বালিকার ন্যায় অস্থির চিত্ত, দুঃখে অধৈর্য্য হইতেছি। এই কথা বলিয়া ঔৎসুক্য প্রযুক্ত তৎক্ষণেই পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন বৎসে তোমার নাম কি? আপন বিবরণ বর্ণন করিয়া বলনা, এ দিকে আইস, আমার সমীপে আসন পরিগ্রহ পুরঃসর উপবেশন কর। পরে যখন শুনিলেন ঐ তরুণীর নাম সাগরিকা তখন তাঁহার বিস্ময়ের ইয়ত্তা রহিল না, সাশ্চর্য্য চিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন আমার সেই কন্যা সাগরোপরি উৎপন্না হয় তদ্বিষয় চিরস্মরণ মানসে আমিই ঐ অসাধারণ নামের সৃষ্টি করি, এই তরুণী কিরূপে সেই আখ্যায় বিখ্যাতা হইলেন? ইনি বুঝি আমার সহিত পরিহাস করিতেছেন। পরে বিমাননার ক্লেশ প্রকাশ পুরঃ-

সর বলিয়া উঠিলেন হা কপাল, তোমার নিকটেও উপহসিত হইলাম। প্রতিকূল দৈবের কি কোপ? অবনী মণ্ডলে আমাকে লোকের হাস্যাস্পদ করিবার নিমিত্ত তোমাকে প্রেরণ করিয়াছেন? সাগরিকা এই বিলাপ বচন আকর্ণনে ঈষদ্বিরাগ প্রকাশ পূর্ব্বক কহিলেন মহারাজ ধৈর্য্যাবলম্বন করুন নচেৎ আমি আত্ম বৃত্তান্ত বর্ণনে নিরস্ত হই। পেরিক্লিস বলিলেন নিবৃত্তা হইও না, আমি ধীরভাবেই আছি। বৎসে তুমি সাগরিকা বলিয়া আপন সংজ্ঞার পরিচয় দেওয়াতে আমার যে রূপ আশ্চর্য্য জ্ঞান জন্মিল তুমি কি বুঝিবে? সাগরিকা বলিলেন সামান্য লোকে আমার এ নাম স্থির করে নাই নামকরণে যাঁহার অধিকার ছিল তিনিই এই নাম রাখিয়াছিলেন আমার জন্মদাতা পিতা নামকরণ করেন তিনি সামান্য ব্যক্তি নহেন এক দেশের রাজা। পেরিক্লিস এই কথা আকর্ণনান্তে সমধিক বিস্ময় প্রকাশ পূর্ব্বক বলিলেন তুমি কি রাজতনয়া? সাগরিকা তোমার নাম? তোমার এ শরীর কি শুক্রশোণিত সম্ভব? তুমি কি দেবকন্যা নহ? তবে বল দেখি কোন স্থানে তোমার জন্ম হইয়াছিল এবং কেন তোমার সংজ্ঞা সাগরিকা হইল? সাগরিকা এক্ষণে আপনার পরিচয় দিতে প্রবৃত্তা হইয়া নিবেদন করিলেন মহারাজ সাগরোপরি জন্ম হওয়াতে আমার নাম সাগরিকা হয়। আমার গর্ব্ভধারিণী এক রাজার দুহিতা ছিলেন। আমার ধাত্রী লাইকোরিদা নাম্নী এক প্রবীণা অঙ্গনা আমাকে প্রতিপালন করিবার সময় নিরন্তর পরিতাপ করত কহিত আমি ভূমিষ্ঠা হইবামাত্র আমার জননীর মৃত্যু হয়। আমার পিতা আমাকে থার্সস নগরের রাজসদনে রাখিয়া যান্ থার্সসাধিপতি ও তদীয় মহিষী সাতিশয় যত্নে আমার লালন পালন করিয়াছিলেন কিন্তু পরে রাজ্ঞী হঠাৎ বিদ্বেষিণী হইয়া আমার প্রাণ সংহার করিতে উদ্যতা হন আমার পরমায়ুঃ আছে একারণ যে সময় সেই রাজমহিষীর কিঙ্কর অর্ণব তীরে

আমার জীবন নাশের উদ্‌যোগ করে তৎকালে দৈবাৎ এক দল নাবিক তস্কর তথায় উপস্থিত হয় তাহারা আমাকে গ্রহণ পূর্ব্বক সমুদ্র পথে মাইটিলিনি নগরে দাসীরূপে বিক্রয় করিয়া গিয়াছে। মহারাজ অশ্রুপাত করেন কেন? আপনি কি আমাকে প্রতারিকা বোধ করিলেন? ধর্ম্মাবতার সমুদায় সত্য কহিলাম, মিথ্যা প্রবঞ্চনা জানি না, আমি পেরিক্লিসের কন্যা, যদি সেই সাধু রাজা জীবদ্দশায় থাকেন এখনও রাজকন্যা বলিয়া অভিমান করিতে পারি। পেরিক্লিস সাগরিকার কথার সত্যতা বিষয়ে যদিও সংশয় করিতে ছিলেন তথাপি এক্ষণে সে সংশয়কে আপনার মনোমধ্যে স্থান দান করিলেন না, অতর্কিতোপস্থিত আনন্দে গদ্গাদ হইয়া উচ্চস্বরে অনুচর দিগকে আহ্বান করিলেন। তাহারা অনেক দিনের পর প্রভুর কথা শুনিয়া হর্ষে পুলকিত হইল এবং তৎক্ষণাৎ সকলেই নিকটে গিয়া দণ্ডায়মান হইল। পরে রাজা প্রিয় মন্ত্রি হেলিকেনসকে সম্বোধন পূর্ব্বক আহ্লাদে কহিতে লাগিলেন ওহে ওহে হেলিকেনস আমার শরীরে নির্দয় প্রহার কর, অঙ্গ সকল চূর্ণীকৃত হউক, নচেৎ হর্ষভরে এখনই পঞ্চত্ব হয়। বৎসে সাগরিকে এ দিকে আইস, আহা তুমি সাগরের উপর জন্মিয়া থার্সসে নিক্ষিপ্তা হইয়াছিলে পুনর্বার তোমাকে সাগরের উপর দেখিতে পাইলাম। ওহে হেলিকেনস দেবতাদের নিকট দণ্ডবৎ প্রণিপাত কর, এই আমার সেই সাগরিকা, পুনর্ব্বার লব্ধা হইলেন। হে পুত্রি তোমার মঙ্গল হউক। ওহে হেলিকেনস সেই নূতন পরিচ্ছদ আনিতে বল। আহা আমার সাগরিকাকে পাপীয়সী থার্সস্ রাজমহিষী বিনষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছিল পরমেশ্বর ইহাকে রক্ষা করিয়াছেন। হে মন্ত্রিন্ আমার তনয়ার সম্মান কর আমার সাক্ষাতে ইহাঁকে রাজনন্দিনী বলিয়া আহ্বান কর। ইহাঁর প্রমুখাৎ এখনি সমুদায় বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারিবে। ইতিমধ্যে মাইটি-

লিনির অধিপতি লাইসিমেকসের প্রতি দৃষ্টিপাত হওয়াতে মৃদুভাবে মন্ত্রিকে জিজ্ঞাসা করিলেন ইনি কে? মন্ত্রী নিবেদন করিলেন মহারাজ ইনি এ স্থানের নিকটবর্ত্তি মাইটিলিনি দেশের রাজা, আপনকার শোক বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া দেখিতে আসিয়াছেন। পেরিক্লিস সাতিশয় সমাদর করিয়া কহিলেন মহাশয় নিকটে আগমন করুন আপনাকে আলিঙ্গন করি। আপনকার সন্দর্শনে পরমাপ্যায়িত হইলাম। অনন্তর আহ্লাদে পুনর্ব্বার প্রলাপবৎ বাক্য কহিতে লাগিলেন হে পরমেশ্বর আমার কন্যার কল্যাণ কর। ওহে তোমরা অবহিত হইয়া শ্রবণ কর কেমন মধুর বাদ্যধ্বনি হইতেছে। দেবতার প্রসন্নতায় যথার্থই হউক অথবা হর্ষাতিরেক হেতু মনঃ কল্পিতই হউক সে সময় তাঁহার বোধ হইতে লাগিল যেন বাদ্য নিনাদ হইতেছে। কিন্তু হেলিকেনস উত্তর দিলেন মহারাজ কোথায় কি? কিছুই শুনিতে পাই না। পেরিক্লিস বলিলেন সে কি? কোন শব্দ শ্রবণ গোচর হইল না? তবে বোধ হয় স্বর্গ হইতে দুন্দুভি বাদ্য হইল। মাইটিলিনিরাজ সম্মুখে দণ্ডায়মান ছিলেন কোন প্রকার বাদ্যধ্বনি কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট না হওয়াতে বিবেচনা করিলেন হঠাৎ হর্ষোদয়ে ইহাঁর চিত্ত চঞ্চল হইয়াছে এক্ষণে বাগ্‌বিতণ্ডা করিয়া আনন্দানুভবে প্রতিবন্ধকতা করিবার প্রয়োজন নাই অতএব রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন মহাশয় সত্য বটে বাদ্যধ্বনি হইতেছে আমরাও শুনিতেছি। এ কথায় পেরিক্লিসের অন্তঃকরণ স্বস্থ হইল এবং নিদ্রা তাঁহার নেত্রদ্বয় আকর্ষণ করিল তাহাতে মাইটিলিনিরাজ তাঁহাকে পর্য্যঙ্কোপরি শয়ন করিতে কহিলেন। পেরিক্লিস পল্যঙ্কে আরোহণ পুরসর শয়ন করিবামাত্র অপরিমিত আনন্দ প্রভাবে অবিলম্বে গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইলেন এবং সাগরিকা নীরব হইয়া তাঁহার সমীপে বসিয়া রহিলেন।

পেরিক্লিস নিদ্রা যাইতেং স্বপ্ন দেখিলেন যেন এফিসসস্থ

দিয়ানা দেবী প্রত্যক্ষে দর্শন দিয়া আদেশ করিতেছেন এফিসস্ নগরে অচিরে গমন করিয়া আপনার সমুদায় দুর্ভাগ্যের বৃত্তান্ত দেবী সম্মুখে বর্ণন কর আমি স্বীয় করস্থ রৌপ্য ধনুঃ স্পর্শ পূর্ব্বক শপথ করিয়া বলিতেছি যদি আমার আজ্ঞা পালন কর অনুপম সুখ প্রাপ্ত হইবে। কিয়ৎক্ষণ পরে পেরিক্লিসের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। গাত্রোত্থান পূর্ব্বক নিকটস্থ লোক দিগকে স্বপ্নের কথা শ্রবণ করাইয়া কহিলেন দিয়ানা দেবীর আজ্ঞা পালন নিমিত্ত এফিসসে গমন করিতে হইবে।

মাইটিলিনিরাজ এই প্রকারে পেরিক্লিসের শোকাপসরণান্তে আনন্দোদয় দেখিয়া কৃতার্থম্মন্য হইলেন এবং তীরে অবতরণ পুরঃসর নিকটবর্ত্তি নিজ নগরে প্রবেশ করিয়া অতিথি সৎকার গ্রহণ নিমিত্ত যৎপরোনাস্তি যত্ন করিলেন। পেরিক্লিস তাঁহার অনুরোধে দুই এক দিবস তদীয় সদনে বিশ্রাম করিতে সম্মত হইলেন। অতএব মাইটিলিনির অধিপতি লাইসিমাকস্ স্বীয় পরম প্রেমাস্পদ সাগরিকার পিতৃ সম্মতিক্রমে পাণি গ্রহণ করণাশয়ে শ্বশুরভাবে পেরিক্লিসের সাতিশয় সমাদর করিতে লাগিলেন। পেরিক্লিস আত্ম তনয়ার প্রতি তাঁহার করুণা দর্শনে মহা সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন সুতরাং তাঁহার আশয় বিদিত হইলে বিমর্ষ বা অমর্শ প্রকাশ করিলেন না বরং অনাথা কন্যার জঘন্যাবস্থায় তিনি যথেষ্ট সম্মান করিয়াছেন এবং দুহিতাও তাঁহার প্রতি অপ্রীতা নহেন বিবেচনা করিয়া সম্মতি দিতে ইচ্ছা করিলেন। পরন্তু তদ্বিষয়ে আশু অভিপ্রায় প্রকাশ না করিয়া এই স্থির করিলেন আপাততঃ সকলে মিলিয়া দিয়ানা তীর্থে গমন করা যাউক তথা হইতে প্রত্যাগমনানন্তর যাহা কর্ত্তব্য করা যাইবেক। অতএব কতিপয় দিবস বিশ্রামের পর এফিসসে যাত্রা নিমিত্ত সাগরিকা এবং লাইসিমাকস সমভিব্যাহারে পোতারোহণ করিলেন এবং দিয়ানা দেবীর প্রভাবে কিয়দ্দিন মধ্যেই তথায় গিয়া উত্তীর্ণ হইলেন।

পেরিক্লিস্ যৎকালে স্বগণ সমভিব্যাহারে দিয়ানা দেবীর ভবনে প্রবেশ করিলেন তখন তাঁহার বনিতার জীবনদাতা বৃদ্ধ সেরিমন এবং তাঁহার মহিষী যাজিকা থৈসা সে স্থানে বেদী সন্নিধানে দণ্ডায়মান ছিলেন। যদিও বহুকাল কলত্র বিচ্ছেদে পেরিক্লিসের পূর্ব্ববৎ শরীরের কান্তি পুষ্টি ছিল না, বিশ্রী হইয়াছিলেন, তথাপি থৈসা তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন। অধিকন্তু পেরিক্লিস যখন বেদীর অদূরে আসিয়া কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন তখন অবিকল কণ্ঠস্বর কর্ণ কুহরে প্রবিষ্ট হওয়াতে থৈসার সংশয় মাত্র রহিল না। চমৎকৃত হইয়া সাশ্চর্য্য চিত্তে স্বামির বাক্য শ্রবণ করিতে লাগিলেন। পেরিক্লিস বেদী সমীপে দণ্ডায়মান হইয়া অঞ্জলি বন্ধন পুরঃসর স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন হে দেবি হে মাতঃ জয়যুক্তা হও আপনার আদেশ পালনার্থ আত্ম পরিচয় প্রদান করি, অবধান হউক, আমি টায়র নগরের অধিপতি, বৈরিভয়ে রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক পেন্তাপোলিস নগরে পলায়ন করি সেই অবস্থায় থৈসা নাম্নী এক যুবতীর সহিত আমার পরিণয় হয়। আমার সহধর্ম্মিণী অর্ণবোপরি পোতমধ্যে এক কন্যা প্রসব করিয়া দুর্ভাগ্য বশতঃ কালের করাল কবলে পতিতা হন। আমি থার্সস নগরে তত্রত্য রাজমহিষী দিওনাইজার হস্তে প্রতিপালনার্থ সেই তনয়াটীকে শৈশবকালে সমর্পণ করি আমার দুহিতার নাম সাগরিকা। দিওনাইজা তাহার চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়ঃক্রম সময়ে প্রাণ বিনাশার্থ উদ্যতা হয় কিন্তু শুভগ্রহের আনুকূল্যে কন্যা মাইটিলিনি নগরে আনীতা হইয়াছিলেন। আমি এ সকল ব্যাপার কিছুই জানিতে পারি নাই, ঐ নগরের নিকট দিয়া সমুদ্র পথে তরিযোগে গমন করিতেছিলাম দৈবাৎ সেই এই সাগরিকা আমার অর্ণবযানে আনীতা হইয়া আপনার পরিচয় প্রদান করিলেন।

থৈসা হৃদয় বল্লভের এই সমস্ত বাক্য আপন কর্ণে আকর্ণন

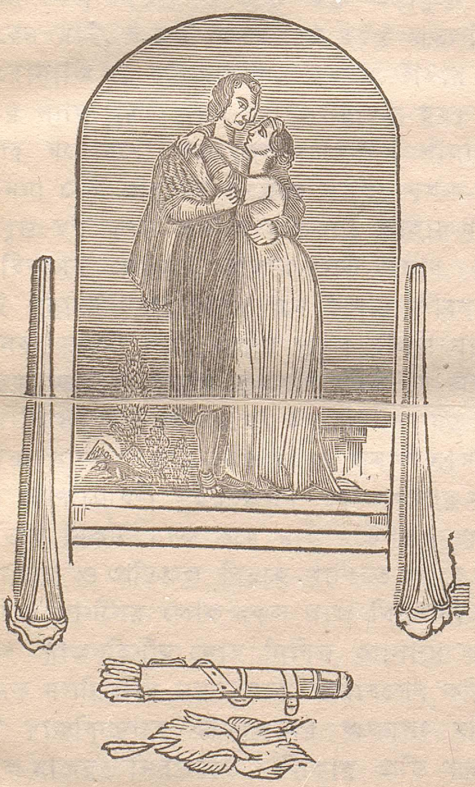
করিয়া মনোমধ্যে সাতিশয় উল্লাসিতা হইতেছিলেন প্রিয়তমের কথাবসানে আপনার আনন্দ আর গোপন করিতে পারিলেন না, অধীরা হইয়া গদ্গদ স্বরে কহিয়া উঠিলেন রাজন্ পেরিক্লিস্। এই বাক্য ব্যাহারের পরেই তাঁহার মূর্চ্ছা হইল। পেরিক্লিস্ দৃষ্টিক্ষেপ পূর্ব্বক কহিলেন এ অবলা কি বলিতেছে? এ কে? হঠাৎ ভূমিতে পড়িল কেন? মরে না কি? ও গো মহাশয় এ দিকে আসিয়া এ অঙ্গনাকে অবলোকন করুন। সেরিমন তাঁহার কথা প্রথমাবধি শ্রবণ করিতেছিলেন নিকটে গিয়া কহিলেন মহাশয় আপনি দেবীর বেদী সমীপে যে সমস্ত বাক্য কহিলেন যদি তাহা সত্য হয় তবে ইনি আপনকার পত্নী। পেরিক্লিস বিস্ময় প্রকাশ পুরঃসর প্রতিবচন দিলেন সে কি? আমি অতি দুর্ভাগ্য, পত্নীর মৃত্যু হইলে তাঁহার সৎকার করিতে পারি নাই, আপন হস্তদ্বারা তাঁহার শবাধার সাগরে নিক্ষেপ করিয়াছি। অনন্তর সেরিমন বিস্তার পূর্ব্বক সমুদায় ইতিবৃত্ত বর্ণন করিয়া শুনাইলেন। থৈসাও কিয়ৎ ক্ষণ পরে মোহাপগমে লব্ধসংজ্ঞা হইয়া কহিলেন হে ভ্রান্ত আপনি কি পেরিক্লিস নহেন? তাঁহার তুল্য আপনার স্বর শুনিতেছি এবং তদাকৃতি দৃষ্ট হইতেছেন। আপনি এই মুহূর্ত্ত সমুদ্রের উপরি কন্যা প্রসব এবং বনিতার মৃত্যুর কথা কহিলেন না? পেরিক্লিস সংশয়ারূঢ় হইয়া বিস্ময় প্রকাশ পূর্ব্বক কহিলেন মৃতা থৈসার স্বরই যে শ্রুত হয়। থৈসা বিনয় প্রদর্শন পুরঃসর নিবেদন করিলেন মহাশয় আমিই সেই হতভাগ্যা থৈসা। আমাকেই গতাসু বোধ করিয়া গভীর নীরধি মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছিলেন। পেরিক্লিস এই সমস্ত অভীষ্ট লাভে দেব প্রসাদ বোধ করিলেন এবং পরম ভক্তি প্রকাশ পূর্ব্বক চীৎকার করিয়া বলিলেন দিয়ানা দেবি তুমিই সত্য। থৈসা তাঁহার করশাখা অবলোকন করত কহিতে লাগিলেন মহারাজ এই যে আমার পিতৃ দত্ত সেই অঙ্গুরী এখনও আপনার অঙ্গুলী পর্ব্ব শোভিত করিতেছে আমরা যখন পেন্তাপোলিস হইতে যাত্রা

করি পিতা বিদায় কালে এই অঙ্গুরী আপনাকে প্রসাদ দান করিয়াছিলেন মনে পড়ে না? পেরিক্লিস ঊর্দ্ধ মুখে দেবগণের প্রতি দৃষ্টি করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন হে অমর নিকর আপনাদের করুণার ইয়ত্তা নাই আপনাদের দয়ায় ইদানী আমার পূর্ব্ব ক্লেশ কৌতুক স্বরূপ বোধ হইতেছে। পরে প্রেয়সীর প্রতি দৃষ্টিপাত করত কহিলেন থৈসা আইস একবার আলিঙ্গন করি পুনর্ব্বার আমার বাহু দ্বয়ের মধ্য শোভান্বিত কর।

অনন্তর সাগরিকা কহিলেন পিতঃ মাতৃক্রোড়ে উপবেশ করিতে আমার বাসনা হইতেছে। পেরিক্লিস এতৎ শ্রবণে তনয়াকে অগ্রে করিয়া পত্নীকে বলিলেন থৈসা এই তোমার অঙ্গজা, সমুদ্রের উপর তোমার শরীরে ভার স্বরূপা হইয়াছিল, সাগর মধ্যে উৎপন্ন হওয়াতে ইহার নাম সাগরিকা রাখিয়াছি। থৈসা কন্যাকে ক্রোড়ার্পিত করিয়া আপনার ধন্যবাদ করিলেন এই সময়ে পেরিক্লিস দেবী সমীপে প্রণিপাত করিয়া কহিতে লাগিলেন দেবি আমার প্রতি স্বপ্নযোগে দর্শন দিয়া যে আদেশ করিয়াছিলেন তন্নিমিত্ত কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি আমি সংকল্প করিলাম প্রতি নিশায় তোমার উদ্দেশে নৈবেদ্য উৎসর্গ করিব। তদনন্তর মহিষীর নিকট লাইসিমেকসের পরিচয় ও সাগরিকার প্রতি তাঁহার সদ্ব্যবহারের বৃত্তান্ত কহিলেন এবং সহধর্ম্মচারিণীর সম্মতি ক্রমে সেই দেবালয়েই জামাতা বলিয়া তাহার অভ্যর্থনা করিয়া কন্যা সম্প্রদান করিলেন।

পেরিক্লিস থৈসা এবং সাগরিকা ইহাঁদিগের বৃত্তান্তে সপ্রমাণ হইল যে ধর্ম্মমার্গে প্রবর্ত্তমান হওয়াতে যদিও ক্লেশের অনুভব হয় তথাপি পরিণামে মহা সুখ এবং পরম সৌভাগ্য হইয়া থাকে। অতএব ধর্ম্মার্থ দুঃখ বা দুর্গতি চিরকাল মনোমধ্যে পীড়াদায়ক হয় না, তিতিক্ষার শিক্ষার্থ উত্থাপিত বলিয়া পরিজ্ঞাত হইলে অবিলম্বে কৌতুকাবহ হইয়া উঠে। অপর ভৃত্যের পক্ষে বিশ্বস্ততা ও প্রভুভক্তি অতি অনির্ব্বচনীয়

ধর্ম্ম। সেই ধর্ম্মেতেই তাহার ঐহিক পারত্রিক সমৃদ্ধি হইয়া থাকে। হেলিকেনসের চরিত্রে তাহার বিলক্ষণ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গেল। ঐ ব্যক্তি স্বীয় প্রভু বিদেশস্থ হইলে অনায়াসে সিংহাসন অধিকার পূর্ব্বক রাজ্যেশ্বর হইতে পারিতেন কিন্তু বিশ্বস্ত ও প্রভু ভক্ত এপ্রযুক্ত তাহা স্বীকার করেন নাই, যথার্থ অধিকারির হস্তে প্রত্যর্পণ নিমিত্ত যৎপরোনাস্তি যত্ন করিয়াছিলেন সুতরাং তাঁহার ঐহিক সুখ্যাতির ন্যায় পরত্র পরম শ্রেয়ঃ সম্ভাবনা হয়। অপিচ মনুষ্যের মনোমধ্যে দয়া প্রবৃত্তি দেববৎ মান্যতার নিদান, কেননা সেই প্রবৃত্তির উদ্রেকে মনুষ্য যখন পরোপকারে প্রবৃত্ত হয় তখন সকলে মুক্তকণ্ঠে তাহার ধন্যবাদ করে। সেরিমনের আচরণে তাহার স্পষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হইল, এই মহাত্মা দয়ার আবির্ভাবে থৈসার জীবন রক্ষা করিয়া মানব মণ্ডলী মধ্যে স্বর্গীয় পুরুষ বলিয়া মান্য হইলেন। পরন্তু এস্থলে ইহাও সপ্রমাণ হইল যে অসৎ প্রবৃত্তির কদাপি সৎ পরিণাম হয় না, অধর্ম্মের সমুচিত ফল অবশ্যই হইয়া থাকে। দুষ্টা দিওনাইজা অনাথা সাগরিকার অকারণ প্রাণ দ্বেষিণী হইয়াছিল। সে আপনার সংকল্প দ্বিতীয় ব্যক্তির নিকট ব্যক্ত করে নাই বটে কিন্তু অধর্ম্ম কদাপি গোপনে ও প্রতিফল বিরহে থাকিতে পারে না এ কারণ অচিরে থার্সসের লোক সকল রাজ বিদ্রোহী হইয়া উঠিল এবং রাজমহিষীর দ্রোহ নিমিত্ত প্রাসাদে অনল যোজন পূর্ব্বক সপরিবারে নরপালকে ভস্মাবশেষ করিয়া ফেলিল। এই রাজবিদ্রোহে প্রজাজনের অপযশঃ বা পাপ স্পর্শ হইল না বরং নিরপরাধ বালিকার প্রতি অকারণ হত্যার সংকল্প সমুচিত দণ্ডে পর্য্যবসিত হইল ভাবিয়া মনুষ্য ও দেবগণ তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইলেন ইতি।



R. D. SORNOKAR, ENGR. ৪০১

রোমিও এবং জুলিএত।

সেক্‌সপিয়র।

রোমিও জুলিএতের উপাখ্যান।

বেরোনা নগরে ক্যাপিউলেত এবং মন্তেগ্ নামে দুই প্রধান বংশ ছিল। তাঁহাদিগের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হওয়াতে পরস্পর বৈর নির্যাতন নিমিত্ত অশেষ প্রকারে যত্ন করিতেন। তাহাতে উভয় পক্ষের সন্নিকৃষ্ট জ্ঞাতি কুটুম্ব এবং অনুগত লোক জন পর্য্যন্ত সকলকেই সর্ব্বদা উৎপাত সহ্য করিতে হইত। দুই গোষ্ঠীর কোন পরিজন পথিমধ্যে দৈবাৎ পরস্পর সাক্ষাৎ হইলে বাক্ কলহ আরম্ভ করিত শেষে দণ্ডপারুষ্যে প্রবৃত্ত হইয়া শোণিত দর্শন না হইলে ক্ষান্ত হইত না। এতদ্রূপে দুই পরিবারের মধ্যে নিরন্তর বিবাদ বিসম্বাদ আরম্ভ হওয়াতে বেরোনা নগর সর্ব্বদা সোপদ্রব হইল তজ্জন্য পথিক লোকেরা বিশেষ রূপে উত্ত্যক্ত হইতে লাগিল।

একদা ক্যাপিউলেত দলাধিপতি আপন ভবনে সাতিশয় সমারোহ পূর্ব্বক নিশাভোজের আয়োজন করিলেন। তদুপলক্ষে সৎকুলীন ভদ্রসন্তান ও তরুণী গণের আমন্ত্রণ হইল। সেই ভোজে বেরোনা নগরীস্থ প্রায় সমস্ত সম্ভ্রান্ত পুরুষ এবং যাবতীয় বিখ্যাতা সুন্দরী আগমন করিলেন কেবল মন্তেগ বংশীয় কোন ব্যক্তি আসিতে পাইল না। ক্যাপিউলেত বংশীয়েরা যৎকালে ভোজনোৎসব আরম্ভ করিলেন তখন রোজালাইন নাম্নী এক যুবতী তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন। মন্তেগ দলাধিপতির পুত্র রোমিও নামক যুবা কোন সময়ে ঐ তরুণীকে নয়ন গোচর করিয়া তাঁহার প্রতি

অভিলাষী হন এবং নিরন্তর তদ্গত চিত্তে চিন্তা করত নিতান্ত অধীর হইয়া ছিলেন। তাঁহার হৃদয়ঙ্গম সুহৃৎ বেন্‌বোলিও নামা এক ব্যক্তি তাঁহাকে ঐ তরুণীর প্রণয় হইতে নিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন কোন প্রকারে সেই মহিলার প্রতি তাঁহার বিরাগ জন্মাইয়া দিতে পারেন নাই। ক্যাপিউলেত দিগের ভোজের সময় নগরীয় সমস্ত সীমন্তিনীর সমাগম বার্ত্তা অবগত হইয়া রোমিওকে সংবাদ প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন মিত্র যদিও উক্ত ভোজের সমাজে মন্তেগ বংশীয় কোন ব্যক্তি গমন করিলে মহা বিরোধ ও উৎপাত হইবার সম্ভাবনা আছে তথাপি ছদ্মবেশে আত্ম গোপন পূর্ব্বক সেই সভায় যাই চল, সেখানে সুরূপা সুন্দরী রমণী দিগকে নিরীক্ষণ করিয়া তাহাদের সহিত তুলনা করত হংসীর সহিত বায়সীর ন্যায় স্বীয় প্রেমাস্পদ প্রিয়তমা রোজালাইনকে নিঃসন্দেহ অপকৃষ্ট জানিতে পারিবে। রোমিও বন্ধুর এই বচনে যদিও মনোনীতা নায়িকার অপকৃষ্টতা বিশ্বাস করিলেন না তথাপি সেই সমাজে গমন করিলে প্রেয়সীর মনোহর রূপ নিরীক্ষণ করিয়া নয়ন দ্বয়ের চরিতার্থতা লাভ করিতে পারিব এই আশয়ে বয়স্য সমভিব্যাহারে গমন করিতে সম্মত হইলেন। রোজালাইনের প্রতি রোমিওর অকৃত্রিম প্রণয় জন্মে এজন্য আহার নিদ্রা বিসর্জ্জন করিয়া একান্ত চিত্তে কেবল তাঁহার চিন্তা করিতেন। কিন্তু রোজালাইন তাঁহাকে ভাল বাসিত না, অনুরাগের কোন চিহ্ন কদাপি প্রকাশ করে নাই। এই কারণেই বেন্‌বোলিও বন্ধুকে নিঃস্নেহার প্রতি প্রীতি বন্ধন করিতে নিবারণ করিলেন। সে যাহা হউক রোমিও প্রেয়সী দর্শন মানসে ছদ্মবেশ পরিধান এবং মুখাবরণ ধারণ পুরঃসর আত্ম গোপন করিয়া পরম সুহৃৎ বেন্‌বোলিও এবং মর্কুসিও সহিত ক্যাপিউলেত দিগের ভোজন স্থানে গমন করিলেন। ক্যাপিউলেত দলাধ্যক্ষ তাঁহাদিগকে মন্তেগ বংশীয় বলিয়া চিনিতে পারিলেন

না, নিমন্ত্রিত জ্ঞানে যথোচিত অভ্যর্থনানন্তর কহিলেন আসন পরিগ্রহ পূর্ব্বক এই উৎসবের অবসান পর্য্যন্ত অবস্থিতি করুন আপনাদের সম্মুখে রূপবতী নর্ত্তকী রমণী সকল নৃত্য করিবে তাহাদের অপূর্ব্ব নৃত্যে অবশ্য আপনাদের চমৎকার বোধ হইবে। অনন্তর দলপতি তাঁহাদের মুখাবরণ দর্শন করিয়া কহিলেন আমি যৌবন দশায় তোমাদের ন্যায় এই রূপ বদনাচ্ছাদন ধারণ করিয়া কত শত যুবতীর কর্ণ সমীপে মুখ দিয়া গল্প করিয়াছি। তদনন্তর তৌর্য্যত্রিক আরম্ভ হইল। রোমিও নৃত্য কারিণী কোন কামিনীর অনুপম রূপ লাবণ্য অবলোকন করিয়া মুগ্ধ হইলেন। তাঁহার বোধ হইল তরুণীর শরীরের জ্যোতিঃ প্রদীপের প্রভা অপেক্ষা প্রকাশমান। নিশাসময়ে শ্যামবর্ণ পুরুষের গল-দেশস্থ মহার্হ মণি ন্যায় রূপের ছটা বাহির হইতেছে। পরে আপনা আপনি কহিতে লাগিলেন বায়সী সংঘ সহিত কপোতিকা গমন করিলে সঙ্গিনীগণ অপেক্ষা তাহার যেমন শোভা প্রকাশ পায় এই রামা আপনার অনুপম কান্তিদ্বারা সেই রূপে সমস্ত সমভিব্যাহারিণী রমণীর রূপ লাবণ্য অভিভব করিয়া দীপ্তি পাইতেছেন। তাঁহার এই সমস্ত প্রশংসা বাক্য ক্যাপিউলেত দলপতির ভ্রাতৃপুত্র তাইবাল্‌ত শুনিতে পাইল এবং স্বর পরিচয়ে চিনিতে পারিল। তাইবাল্‌ত স্বভাবতঃ কোপন, ঐ কথা শুনিয়া মনে করিল বিপক্ষ পক্ষের এক ব্যক্তি ছদ্মবেশে আসিয়া উৎসব কালে পরিহাস করিতেছে। অতএব রোষ বশতঃ ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ পুরঃসর তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে শমন সদনে প্রেরণের উদ্যম করিল। সে তদ্দণ্ডে স্বীয় সংকল্প সিদ্ধ করিতে পারিত, ক্যাপিউলেত দলপতি তাহাকে নিরস্ত করত কহিলেন এ সময় গোলযোগ উপস্থিত করিলে নিমন্ত্রিত লোকের বৈরক্তি জন্মিবে এবং এই যুবা রোমিও ভদ্রবেশে আসিয়াছে অধিকন্তু বেরোনাস্থ অপামর সাধা-রণ সকল লোকে মুক্তকণ্ঠে সুশীল ও ধার্ম্মিক বলিয়া ইহাঁর

প্রতি প্রীতি করিয়া থাকে অতএব বিদ্রোহাচরণে ক্ষান্ত হও। তাইবাল্‌ত জ্যেষ্ঠ পিতৃব্যের অনুরোধে অগত্যা শান্ত মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক সেই অধ্যবসায় হইতে ক্ষান্ত হইল কিন্তু শপথ পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা করিল সময়ান্তরে এ ব্যক্তিকে সমুচিত শাস্তি দিব।

সে যাহা হউক, নৃত্য ভঙ্গ হইলে রোমিও আপনার মনোহারিণী সেই ভাবিনী যে স্থানে দণ্ডায়মানা ছিলেন আপনিও তথায় গিয়া দাঁড়াইলেন। মুখাবরণ গ্রহণে তাঁহার যে সাহস প্রকাশ হয় তজ্জন্য ত্রুটির ক্ষমা হওয়াতে শিষ্টতার সহিত কামিনীর কর ধারণ পূর্ব্বক কহিলেন হে সুন্দরি তোমার এই পাণিতল পবিত্র তীর্থ স্বরূপ। স্পর্শ করিয়া কি অপবিত্র করিলাম? আমার সংস্পর্শে যদিস্যাৎ অমেধ্য হইয়া থাকে তবে তো আমি অপরাধী হইলাম, পাপের প্রায়শ্চিত্ত নিমিত্ত ইহা কি চুম্বন করিব? যুবতী তাঁহার এই বাক্ কৌশলে সন্তুষ্টা হইয়া আপনিও বাগ্‌ভঙ্গি ক্রমে বলিলেন ওহে তোমার কথার দ্বারা বোধ হইল তুমি অচল ভক্তিমান কিন্তু তুমি কেমন তীর্থী? যাত্রিরা তীর্থ বাসি ঋষি গণের হস্ত স্পর্শ করিয়া থাকে কখন তো চুম্বন করে না? রোমিও কহিলেন তরুণি একটা কথা জিজ্ঞাসা করি ঋষি এবং যাত্রী উভয়ের কি ওষ্ঠাধর নাই? কামিনী কহিলেন থাকিবে না কেন? কিন্তু কেহ প্রার্থনা কালে ব্যবহার করে না। রোমিও কৌতুক করত কহিলেন তবে তুমি এ তীর্থের ঋষি সদৃশী, এক্ষণে আমার প্রার্থনা শুনিয়া বর দাও পশ্চাৎ যেন নিরাশ হইতে না হয়। দুই জনে এবম্প্রকারে রসিকতা প্রকাশ পুরঃসর বাগ্‌ভঙ্গি করিতেছেন ইতিমধ্যে তরুণীর জননী কন্যাকে নিকটে ডাকিলেন। রোমিও স্বীয় প্রেয়সীর প্রসূতির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়াতে এক্ষণে জানিতে পারিলেন যাঁহার অসামান্য রূপ লাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া প্রেমাকাঙ্ক্ষা করিতেছেন তিনি ক্যাপিউলেত পতির দুহিতা ও তদীয় উত্তরাধিকারিণী জুলিএত,

বিপক্ষ পক্ষীয় একজন যুবার প্রতি প্রণয়িনী হইয়া তাঁহাকে আত্ম মনঃ সমর্পণ করিয়াছেন। এই বৃত্তান্ত বিদিত হইলে যদিও তাঁহার মনোমধ্যে সাতিশয় ক্ষোভ জন্মিল তথাপি তরুণীর প্রতি প্রণয়ানুরাগ প্রকাশে পরাঙ্মুখ হইতে পারিলেন না। এদিকে জুলিএতও জানিতে পারিলেন যে পুরুষের সহিত বচন বৈদগ্ধী প্রকাশ পূর্ব্বক কথোপকথন করিয়া আসিলাম তিনি পিতার বিপক্ষ পক্ষ মন্তেগ বংশীয়। তখন নৈরাশ্য নীরধিতে নিমগ্না হইয়া নানা প্রকারে বিষাদ প্রকাশ করিতে লাগিলেন কেননা রোমিওর রূপ লাবণ্য ও অনুরাগ দর্শনে আপনি তাঁহার প্রণয় আকাঙ্ক্ষা করিতে ছিলেন কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না। অনন্তর যুবতী আপনার মনে ধিক্কার দিয়া কহিলেন আমি অতি নীচ প্রকৃতি, এবম্প্রকার প্রণয়াকাঙ্ক্ষাকে আপনার অন্তঃকরণে স্থান দান করি যে তাহাতে শত্রুমিত্র জ্ঞান থাকিল না, যাহাকে পরম প্রেমের আস্পদ করিলাম বংশ-মর্য্যাদা সহকারে বিবেচনা করিলে সে ব্যক্তি ঘৃণার আধার হইতে পারে।

জুলিএত জননীর আজ্ঞা পালনার্থ সত্বর প্রস্থান করিলে রোমিও নিশীথসময়ে বয়স্য সমভিব্যাহারে বহির্গত হইলেন কিন্তু তাঁহার মনোহারিণী যে স্থানে গমন করিলেন তাহা পরিত্যাগ পুরঃসর স্বালয়ে আসিতে সামর্থ্য হইল না। অতএব কৌশলে সমভিব্যাহারিদের সঙ্গ পরিহার পূর্ব্বক একটা প্রাচীরে লম্ফ প্রদান করিয়া প্রেয়সীর সদন সন্নিহিত উদ্যান মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেই স্থানে গিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করত চিত্তবিলাসিনীর চিন্তা করিতেছেন ইত্যবসরে উদ্যান সংলগ্ন প্রাসাদের উপরিস্থ গৃহের গবাক্ষদ্বার উদ্ঘাটিত হইল তাহাতে ঊর্দ্ধ দৃষ্টি হইয়া অবলোকন করিলেন পূর্ব্ব দিক্স্থ প্রাসাদোপরি হইতে প্রকাশ মান দিনমণির ন্যায় পরম শোভা বিস্তার করত প্রণয় ভাজন জুলিএত সেখানে দণ্ডায়-

মানা। তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া নিশাকরের দিকে নয়ন নিক্ষেপ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন এ কি? এই অদ্ভুত প্রভাকরের প্রদীপ্ত প্রভা প্রভাবে শশাঙ্ক নিষ্প্রভ হইলেন না কি? অনন্তর রমণী ভাবনা প্রযুক্ত করতলে গণ্ড-স্থলার্পণ করিলে রোমিও সম্মিলনৌৎসুক্য প্রকাশ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন হায়, বিধাতা আমাকে হস্তাবরণ করেন নাই কেন? তাহা হইলে এই চারুদর্শনার গণ্ডস্থল স্পর্শ করিয়া কৃতার্থ হইতাম। জুলিএত তাঁহাকে দেখিতে পান নাই এবং অন্যমনস্কা প্রযুক্ত তাঁহার কণ্ঠ শব্দও শুনিতে পাইলেন না, অদূরে কেহ নাই ভাবিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরি-ত্যাগ পূর্ব্বক আপনা আপনি কহিলেন হায় কি দুরদৃষ্ট। তরুণীর তন্মাত্র বচন রোমিওর শ্রবণ গোচর হওয়াতে সুখসাগরে মগ্ন হইয়া আহ্লাদ প্রকাশ পূর্ব্বক অনুচ্চস্বরে কহিলেন আহা কি মধুর স্বর। হে বিদ্যাধরি আর একটী কথা কহিয়া পুনর্বার অমৃত বর্ষণ কর। তুমি কি স্বর্গ হইতে অবতরণ পুরঃসর আমার সম্মুখস্থ এই প্রাসাদে দাঁড়াইলে। জুলিএতের অন্তঃকরণে সেই রজনী মধ্যেই সাতিশয় প্রণয়োদ্রেক হইয়াছিল নিকটে কেহ নাই বিবেচনা করিয়া অসঙ্কোচে নায়কের নাম গ্রহণ পুরঃসর স্বীয় মানস ব্যক্ত করিতে আরম্ভ করিলেন। মনের চাঞ্চল্য প্রযুক্ত চীৎ-কার করিয়া বলিয়া উঠিলেন রোমিওহ? আহা তুমি কেন রোমিও নাম গ্রহণ করিয়াছিলে? আমার নিমিত্ত আপনার এবং জনকের আখ্যা গোপন কর যদি তাহাতে অসম্মত হও বিনয় করি আমার নায়ক হইতে শপথ কর আমি এই দণ্ডে ক্যাপিউলেত বংশে জলাঞ্জলি দিব। রোমিও এবম্প্রকার আশ্বাস বচন স্বকর্ণে শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ আত্মপ্রকাশ পুরঃসর উত্তর প্রদান করিতে পারিতেন, প্রেয়সীর সম্পূর্ণ মানস জিজ্ঞাসু হওয়াতে সবিশেষ বচন শ্রবণ করিতে বাসনা করিলেন। জুলিএত আপনাকে একাকিনী ভাবিয়া হৃদ-য়ের কপাট উদ্ঘাটন পূর্ব্বক মনোমধ্যে যেং ভাবের আবি-

র্ভাব হইয়াছিল স্পষ্ট বাক্যে সমুদায় প্রকাশ করিলেন। শেষে আপনার ভর্ৎসনা করত অধীরা হইয়া কহিলেন আমার অদৃষ্ট অতিশয় মন্দ, নচেৎ রোমিও কেন মন্তেগ বংশীয় হইলেন। আবার নায়ককে সম্বোধন করিয়া সস্নেহ বচনে বলিলেন হে প্রিয়তম তোমার রোমিও নামেই মহাসঙ্কট দেখি অতএব এ রোমিও সংজ্ঞাকে বিসর্জ্জন দাও তাহা হইলে মানস পূর্ণ করিতে পারিব। রোমিও প্রেয়সীর এই প্রেমামৃত বচনে প্রতিবচন না দিয়া থাকিতে পারিলেন না প্রসঙ্গ সঙ্গতি ক্রমে উত্তর প্রদান করিলেন তবে আমাকে মদন অথবা অন্য কোন সংজ্ঞা যাহা ইচ্ছা কর সেই অভিধানে আহ্বান কর। রোমিও নাম যদি তোমার অভীষ্ট সিদ্ধির প্রতিবন্ধক হয় আর আমি রোমিও নহি। জুলিএত উদ্যান মধ্য হইতে এবম্প্রকার মনুষ্য বাক্য শ্রবণ করিয়া বিস্ময়াপন্না হইলেন কোন্ ব্যক্তি নৈশ অন্ধকারের আশ্রয়ে থাকিয়া অন্তঃকরণের গুপ্ত কথা শ্রবণ করিল নির্ণয় করিতে অক্ষম হওয়াতে ভয়ে তাঁহার হৃৎকম্প হইতে লাগিল। কিন্তু প্রেমাসক্ত ব্যক্তির কি বিচিত্র স্মরণ শক্তি? যুবতী রোমিওর সহিত ভোজের সমাজে সাক্ষাৎ সময়ে যদিও তাঁহার বদন বিনির্গত শত কথাও শ্রবণ করেন নাই তথাপি এক্ষণে ঐ শব্দ শুনিয়া কিয়ৎক্ষণ অনুধাবনের পরে নিশ্চয় করিলেন এ আমার হৃদয়েশের স্বর, জীবিতেশ্বর এই স্থলে উপস্থিত আছেন সন্দেহ নাই। পরে তাঁহাকে নিকটে আহ্বান পূর্ব্বক আদৌ এই বলিয়া অনুযোগ করিতে লাগিলেন নিশীথ সময়ে প্রাচীর উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক এখানে প্রবেশ করিয়া আপনাকে এ কি বিষম সঙ্কটে নিক্ষেপ করিয়াছ? কোন ক্যাপিউলেত দেখিতে পাইলেই যে শমন সদনের আতিথ্য স্বীকার করাইবে। রোমিও কহিলেন প্রিয়ে আমি তাহাদের নেত্র পথে পতিত হইলে তাহারা আমার উপরি শস্ত্রাঘাত করিবে এইমাত্র বিপদ্ কিন্তু আমি তোমার নয়ন বাণে জর্জ্জরিত হৃদয় হইয়া তদপেক্ষা ঘোর বিপদে

পতিত আছি, বিপন্নের বিপদে ভয় কি? এক্ষণে তুমি আমার প্রতি কৃপা কটাক্ষ নিক্ষেপ কর তাহাদের অস্ত্রাঘাতে ভয় করি না। তোমার প্রেম ব্যতিরেকে এই ঘৃণিত জীবন ধারণ করা অনুচিত, যদিস্যাৎ তাহারা আমাকে সংহার করে আমার পক্ষে তাহাই শ্রেয়ঃ। অনন্তর জুলিএত জিজ্ঞাসা করিলেন: কি প্রকারে এ স্থানে আগমন করিলে? তোমার পথ প্রদর্শক কে? রোমিও উত্তর দিলেন সুন্দরি প্রেম আমার বর্ত্মোপদেশক, সে সামান্য ব্যক্তি নহে, যদিস্যাৎ তুমি সমুদ্র পারে থাকিতে তাহা হইলেও তোমার সহিত সঙ্গতি করিয়া দিতে পারিত। নায়কের সহিত পরিচয় হওয়াতে জুলিএত সাতিশয় লজ্জিত হইলেন মনেং কহিতে লাগিলেন কি হইল অজ্ঞানতঃ আমার সমুদায় হৃদয়ের অভিপ্রায় বল্লভের নিকট প্রকাশ করিলাম। এই অপত্রপা জন্য তাঁহার বদন কিঞ্চিৎ ম্লান হইল কিন্তু রাত্রি প্রযুক্ত রোমিও লক্ষ্য করিতে পারিলেন না। লজ্জান্বিতা কামিনী দিগের রীতি এই যে প্রথমতঃ কর্কশ বচনে অভীপ্সিত নায়কের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করে, দূরে থাকিয়া ত্রপা বশতঃ অনুরাগ সত্ত্বেও বিরাগ জানায় সুতরাং নায়কেরা প্রেয়সীর প্রতি প্রণয় বন্ধন কঠিন বোধে সাতিশয় যত্নবান হয়, যে বিষয় যাবৎ পরিমাণে আয়াস সাধ্য তাহার ততই গৌরব ও সমাদর হইয়া থাকে ইহাতে পরে প্রেম স্থাপন করিতে পারিলে একেবারে তদ্গত চিত্ত ও নিতান্ত বশম্বদ হইয়া পড়ে। জুলিএতও ঐ রীতির অতিক্রম করিতেন না কিন্তু এক্ষণে তাঁহার পক্ষে ঐ নিয়মের অনুবৃত্তি করা সুকঠিন হইল যেহেতু আপনার মুখে রোমিওর সমক্ষে তৎপ্রতি সাতিশয় প্রীতি ও তদর্থ ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়াছেন। অতএব নায়িকাদের সামান্য রীতির অনুবর্ত্তিনী হইতে পারিলেন না, নায়ক সাক্ষাতে তখনই সরলভাবে আপনার পূর্ব্ব বাক্য সকলের পুনরুক্তি করিতে হইল। অনন্তর নিরতিশয় প্রীতির প্রভাবে নায়কের উগ্র

নাম স্নিগ্ধ করত রোমিওর পরিবর্ত্তে তাঁহাকে মন্তেগ বলিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন নাথ আমি এতাদৃশী অধীরা হইয়া আপনাতে আত্ম সমর্পণ করিয়াছি এ বিষয় কোন চপল স্বভাব ব্যক্তির নিকট যেন প্রকাশ না হয় তাহাতে কলঙ্ক সম্ভাবনা। মনোমধ্যে সর্ব্বদাই বিবিধ ভাবের আবির্ভাব হইয়া থাকে আমি নির্জন জানিয়া আপনা আপনি কহিতেছিলাম তাহাতে যদি তোমার প্রতি কোন প্রকার বিভাব অথবা কঠিনতা প্রকাশ হইয়া থাকে ক্ষমা করিও। হে প্রিয়তম কোনং নায়িকা নায়কের প্রতি আদৌ প্রাতিকূল্য প্রকাশ করিয়া থাকে আমি তাহা করিলাম না ইহাতে কি অধিক বিশ্বাস পাত্রী হইতে পারি না?

রোমিও মনোহারিণী ভাবিনীর নাম কলঙ্কিত করিবেন কখন মনেও করেন নাই, প্রেয়সীর প্রমুখাৎ তাদৃশ আশঙ্কার কথা শ্রবণে মর্ম্মান্তিক বেদনা প্রকাশ পুরঃসর শপথ করিতে উদ্যত হইলেন। যুবতী তাঁহাকে নিবারণ পূর্ব্বক কহিলেন আমি তোমার হস্তে জীবন সমর্পণ করিয়াছি যাহা ইচ্ছা করিবে, দিব্য করিবার প্রয়োজন নাই, কিন্তু হে হৃদয় বল্লভ এই রাত্রিতেই সম্মিলনের সুখ অনুভব করিতে উৎসাহ হইতেছে না, কেননা বিশেষ বিবেচনা ও পরামর্শ ব্যতিরেকে সম্প্রীতি করা শ্রেয়স্কর নহে। রোমিও সেই নিশীথেই পরস্পর প্রণয় স্থাপন পূর্ব্বক মনস্কামনা পূর্ণ করতে সাতিশয় ব্যগ্র হইলেন তাহাতে তরুণী বিনীতি প্রদর্শন পূর্ব্বক মধুর বচনে কহিলেন প্রিয়তম তোমার বাসনা পূর্ব্বেই পরিপূর্ণ হইয়াছে, বর্ণন করিবার আবশ্যক নাই, আমার মনের কথা স্বকর্ণে শুনিয়াছ। পূর্ব্বে প্রাণ সমর্পণ করিয়াছি এখনও অর্পণ করিতে স্বীকার করিতেছি। ফলতঃ তাঁহার দানশক্তি সাগর তুল্য অপার, এবং প্রেমেরও পরিচ্ছদ ছিল না। নায়ক নায়িকা এই প্রকারে কথোপকথন করিতেছেন ইত্যবসরে জুলিএতের ধাত্রী তাঁহাকে আহ্বান করিল। সে বৃদ্ধা একত্র

শয়ন করিত শয্যায় আরোহণের সময় উপস্থিত হওয়াতে ডাকিল। জুলিএত শয়নার্থ সঙ্গিনীর আহ্বানে জানিতে পারিলেন প্রভাতের অধিক বিলম্ব নাই অতএব প্রিয়তমকে ত্বরায় বিদায় করণার্থ সংক্ষেপে এই কথা কহিলেন আমার প্রণয়ে যদি তোমার সম্মান বোধ হয় এবং পাণিগ্রহণের অভিপ্রায় থাকে বল তাহা হইলে আগামি দিবস দূতী প্রেরণ পূর্ব্বক কাল অবধারিত করি আমি আত্ম ভাগ্য আপনার চরণে সমর্পণ পূর্ব্বক যাবজ্জীবন অনুগামিনী হইব। তাঁহাদের এই কথোপকথনের সময়ে ধাত্রী বারম্বার ডাকিতে লাগিল এবং ক্রমেং নিকটে আসিবার উপক্রম করিল। এ দিকে রোমিওর প্রণয় বচন রূপ রজ্জু দ্বারা তাঁহার মনঃ আকৃষ্ট হইতে ছিল সুতরাং কামিনী বিষম সঙ্কটে পড়িলেন। পরিশেষে বিচ্ছেদ ভয়ে উভয়ের হৃদয় ব্যাকুল হইলেও সেই রাত্রির জন্য পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া বিশ্রামার্থ স্বং স্থানে প্রস্থান করিলেন।

জুলিএত শয়নার্থ গমন করিলে রোমিও অরুণোদয়ের কিয়ৎ মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে উদ্যান হইতে নির্গত হইলেন কিন্তু গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন না, প্রাণসমা প্রিয়তমার সহিত পরম সুখাবহ যে সাক্ষাৎকার হইল এতদ্বিষয়ের চিন্তা করিতেং লরেন্স নামক এক সন্ন্যাসির মঠে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সুশীল ধর্ম্মিষ্ঠ লরেন্স সে সময় প্রাতঃকালীন উপাসনা করিতেছিলেন নিত্যক্রিয়া সমাপন করিয়া ইতস্ততো দৃষ্টি নিক্ষেপ করাতে দেখিলেন রোমিও আসিয়াছেন। তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় নিরীক্ষণ করিয়া অনুমান করিলেন এ ব্যক্তি সমস্ত নিশা শয্যা স্পর্শ করে নাই, যৌবনের কোন কার্য্যে অর্থাৎ কামিনী সহ সমাগমে রজনী জাগরণ করিয়া আসিল। লরেন্সের বিদিত ছিল রোজালাইনের প্রতি রোমিও সস্পৃহ আছেন, আশঙ্কা করিলেন সেই কামিনীর সহিত সমাগমই বুঝি ইহার অনিদ্রার কারণ। কিন্তু অবিলম্বে রোমিও যখন জুলিএতের সঙ্গে নূতন প্রণয়ের বৃত্তান্ত জ্ঞাপন

পূর্ব্বক ঐ দিবসে উভয়ের পরিণয় সম্পাদন নিমিত্ত তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিলেন তখন হঠাৎ প্রীতি পরিবর্ত্তের ব্যাপারে চমৎকৃত হইলেন। অনেক ক্ষণ হস্ত ও নয়নের ভঙ্গি করত তর্ক বিতর্ক পূর্ব্বক আপনা আপনি যেন কিছু কহিতে লাগিলেন। অনন্তর ব্যক্ত করিয়া বলিলেন তরুণদিগের প্রণয় হৃদয়ে থাকে না, নয়নদ্বয় তাহার আধার, ওহে রোমিও তুমি আপনিই রোজালাইনের প্রতি সাতিশয় অনুরাগের কথা কহিতে না? রোমিও প্রতিবচন প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন আমিই তাহার সহিত প্রণয়াকাঙ্ক্ষায় সাতিশয় স্নেহ করিতাম সে আমার প্রতি অনুরাগ মাত্র প্রদর্শন করে নাই, তজ্জন্য আপনিই কত বার ধিক্কার দিয়াছেন মনে পড়ে না? কিন্তু জুলিএত স্বয়ং আমার প্রতি প্রণয় স্থাপন করিয়াছেন এবং আমিও তাঁহার রূপ গুণে পরম প্রীত হইয়াছি অতএব এ বিষয়ে পরস্পরের প্রীতি বৃদ্ধির অসম্ভাবনা মাত্র নাই। লরেন্স এ কথা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিলেন না। এই সন্ন্যাসী ক্যাপিউলেত এবং মন্তেগ দুই পরিবারের হিতাকাঙ্ক্ষী, দুই বংশের পরস্পর অপ্রীতি দেখিয়া অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ছিলেন। মধ্যস্থ হইয়া তাঁহাদের বিবাদ ভঞ্জন নিমিত্ত কত বার যত্ন করিয়াছিলেন। এক্ষণে রোমিও ও জুলিএতের মনে পরস্পর প্রণয় সঞ্চারের বৃত্তান্ত অবগত হইয়া মনে করিলেন ইহাঁদের পরিণয় হইলে ঐ দুই পরিবারের বিরোধ ভঞ্জন পুরঃসর সম্প্রীতি হইতে পারিবে। অতএব কৌশলক্রমে জুলিএতের সহিত রোমিওর বিবাহ নির্বাহ করিয়া দিতে স্বীকার করিলেন।

অনন্তর জুলিএত দূতী দ্বারা নায়কের অভিপ্রায় অবগত হইয়া অবিলম্বে সেই সন্ন্যাসির আশ্রমে আগমন করিলেন তাহাতে ঐ স্থানে তাঁহাদের পরিণয় সম্পন্ন হইল। রোমিও পরম প্রণয় ভাজন প্রেয়সী লাভে কৃতার্থম্মন্য হইয়া আপনাকে মহা সুখী বোধ করিলেন। সুশীল সন্ন্যাসী বিবাহাব

সানে দেবগণের সন্নিধানে প্রার্থনা করিলেন হে অমর নিকর প্রসন্ন হউন, আপনাদের প্রসাদে এই ব্যাপারোপলক্ষে ক্যাপিউলেত এবং মন্তেগ উভয় পরিবারের চির বিরোধ যেন দূরীভূত হয়।

পরিণয় সমাধা হইলে জুলিএত আপনার ভবনে প্রত্যাগমন করিলেন এবং পূর্ব্ব নিশায় যে স্থানে সাক্ষাৎ হয় প্রিয়তম রোমিও সে দিন সায়ং সময়ে সেখানে গিয়া মিলিত হইবেন প্রতিজ্ঞা করাতে অধীরা হইয়া দিবাবসানের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। বালক যেমন উৎসবের উপলক্ষে পূর্ব্বাহ্নে ইচ্ছানুরূপ বসন ভূষণ পাইয়া পর দিন প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত তাহা পরিধান করিতে না পারিলে উৎকণ্ঠায় অধীর হয় জুলিএতও নায়কের নিমিত্ত তদ্রূপ অস্থির হইলেন।

সেই দিবস বেলা দুই প্রহরের সময় রোমিওর মিত্র বেন্‌বোলিও এবং মর্কুসিও এই দুই জন বেরোনার বর্ত্ম দিয়া গমন করিতেছিলেন, ক্যাপিউলেত বংশীয় কতিপয় ব্যক্তির সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল। কোপনপ্রকৃতি যে তাইবাল্‌ত ক্যাপিউলেত দলাধিপতির ভোজ সমাজে রোমিওকে নিরীক্ষণ করিয়া জাতক্রোধ হয় এবং বৈর নির্যাতন নিমিত্ত তাঁহাকে শমন সদনে প্রেরণের প্রতিজ্ঞা করে সে ব্যক্তিও ঐ কএক জনের মধ্যে ছিল। তাইবাল্‌ত মর্কুসিওকে ডাকিয়া নানা প্রকার কটূক্তি দ্বারা ভর্ৎসনা করিতে লাগিল এবং আক্রোশ পূর্ব্বক কহিল অরে তুই না মন্তেগ বংশীয় রোমিওর বন্ধু? দাঁড়া, তোকে কিছু শিক্ষা দি। মর্কুসিও বলিষ্ঠ, এবং তাইবাল্‌ত অপেক্ষা তাঁহার সাহস অল্প ছিল না, সুতরাং সমুচিত উত্তর প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। বেন্‌বোলিও তাহাদের এই বাক্‌ পারুষ্যে ক্রমে দণ্ডপারুষ্য উৎপন্ন হইবার ভয়ে উভয়কে শান্ত করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, ইত্যবসরে রোমিও সেই পথ দিয়া যাইতেং তথায় উপস্থিত হইলেন। কোপা-

বিষ্ট তাইবাল্‌ত দেখিবামাত্র মর্কুসিওকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি কটূক্তি করিয়া বিবাদের উপক্রম করিল। রোমিও তাহাকে আপন প্রিয়তমা জুলিএতের জ্ঞাতি এবং স্নেহ পাত্র জানিয়া তাহার কুবাক্যে রোষ পরবশ হইলেন না বরং কলহ নিবারণের চেষ্টা করিলেন। তাঁহার স্বাভাবিক ধীরতা প্রযুক্ত বিবাদ বিসম্বাদে সহসা প্রবৃত্তিই হইত না, এক্ষণে প্রণয়িনী ক্যাপিউলেত বংশীয়া হওয়াতে যদিও কোন কারণ বশতঃ ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইত তথাপি ক্যাপিউলেতের নাম শ্রবণ গোচর হইলে তাহা নির্বাণ হইয়া যাইত। অতএব তাইবাল্‌তের তিরস্কারে রাগ করিলেন না বরং তাহার বংশের নাম শ্রবণেও আপনি পরম পরিতুষ্ট হন এবম্বিধ ভাব প্রকাশ পূর্ব্বক ভদ্র বলিয়া সম্বোধন করত উপদেশ বাক্যে শান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাইবাল্‌ত মন্তেগ দিগকে নরকি তুল্য জ্ঞান করিয়া যৎপরোনাস্তি ঘৃণা করিত, রোমিওর কথায় কর্ণপাত না করিয়া তাঁহার প্রাণ সংহারার্থ রোষে কোষ হইতে করবাল বাহির করিল। মর্কুসিও রোমিওর কথা শুনিয়া মনে করিলেন বন্ধু তাইবাল্‌তের বলে ভীত হইয়া ইহার সহিত সম্প্রীতির চেষ্টা করিতেছেন অতএব মন্তেগ বংশের অসম্মান ভাবিয়া স্বয়ং ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ পুরঃসর তাইবাল্‌তের প্রতি বিজাতীয় আক্রোশ প্রকাশ করিতে লাগিলেন তাহাতে মর্কুসিওর সঙ্গেই বাহাবাহবি আরম্ভ হইল এবং তাইবাল্‌ত অবিলম্বে তরবারি প্রহারে তাঁহার শিরশ্ছেদন করিল। রোমিও এত ক্ষণ পর্য্যন্ত ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক বেন্‌বোলিও মিত্রের সহিত তাহাদিগকে শান্ত করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন মর্কুসিওর প্রাণ সংহার দেখিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। কোপ প্রজ্বলিত হইয়া তাইবাল্‌তের প্রতি ধূর্ত্ত নরাধম ইত্যাদি দুর্বাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন এবং মহাক্রোধে শৌর্য্য প্রকাশ পুরঃসর অবিলম্বে তাহাকে পরাস্ত করিয়া সমরশায়ি করিলেন। বেরোনার

রাজবর্ত্মে দিবা দ্বিতীয় প্রহরের সময় এই সংগ্রাম হওয়াতে মহা জনতা হইল। মন্তেগ এবং ক্যাপিউলেত দুই দলের অধ্যক্ষেরা সংবাদ পাইয়া সপরিবারে দেখিতে আসিলেন। অনতি বিলম্বে দেশাধিপতির কর্ণ গোচর হওয়াতে স্বয়ং তিনিও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা বেরোনা নগরী মধ্যে সর্ব্বদা বিবাদ বিসম্বাদ নিমিত্ত পূর্ব্বাবধি সাতিশয় উত্ত্যক্ত ছিলেন এক্ষণে তদুপলক্ষে জ্ঞাতি মর্কুসিওকে নিহত দেখিলেন সুতরাং তাঁহার কোপের পরিসীমা রহিল না। অপরাধিদিগের প্রতি সমুচিত দণ্ড করিতে দৃঢ়তর প্রতিজ্ঞা করিলেন। বেন্‌বোলিও এই ব্যাপার প্রথমাবধি সমুদায় অবলোকন করাতে তাঁহাকে বৃত্তান্ত কহিতে আজ্ঞা দিলেন। বেন্‌বোলিও কৌশল ক্রমে এরূপ করিয়া ঐ বিষয় বর্ণনা করিলেন যে সত্য কথা বলা হইল অথচ রোমিও কিম্বা তাঁহার সপক্ষ গণের কোন প্রকার দোষ সপ্রমাণ হইল না। ক্যাপিউলেত দলাধিপতির বনিতা তাইবাল্‌তের মৃত্যুতে মহা শোকার্ত্তা হইয়া বৈর প্রতিক্রিয়ার মানসে অতিশয় বিনয় ও ব্যগ্রতা পূর্ব্বক এই বিষয়ে যথার্থ বিচার করিতে পুনঃং অনুরোধ করিলেন এবং কহিলেন মহারাজ বেন্‌বোলিওর বাক্যে বিশ্বাস করিবেন না, সে স্বয়ং মন্তেগ বংশীয় এবং রোমিওর পরম সুহৃৎ, পক্ষপাত করিয়া মিথ্যা কহিতেছে। এই রূপে ঐ মহিলা আপনার জামাতার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে লাগিলেন কিন্তু স্বয়ং জানেন না যে রোমিও তাঁহার দুহিতার পতি। পক্ষান্তরে মন্তেগ দলপতির গৃহিণী আত্ম তনয়ের প্রাণ রক্ষার্থ কাতরতা প্রকাশ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন মহারাজ ব্যবস্থানুসারে রোমিওর প্রতি দণ্ড বিধান অর্হে না, তাইবাল্‌ত মর্কুসিওকে বিনষ্ট করিয়া রোমিওর উপর আততায়ী হইয়াছিল, বধোদ্যতের বধে অপরাধ নাই। এই রূপে দুই দলের অবলাদ্বয় মহা গণ্ডগোল উপস্থিত করিলেন কিন্তু রাজা তাহাতে মনোযোগ করিলেন না

বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক রোমিওকে নির্বাসিত করিতে আজ্ঞা দিলেন।

জুলিএত কিয়দ্দিবসমাত্র পূর্ব্বে রোমিওর গলে বরমাল্য প্রদান করিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতি নির্বাসন দণ্ড বিধানের বিষয় বিদিত হইলে চিরকালের নিমিত্ত বিচ্ছেদ হইল ভাবিয়া বিষাদ সাগরে মগ্না হইলেন। পিতৃব্য-তনয় তাইবাল্তের হত্যা শ্রবণ করিয়া আদৌ কামিনীর মহা কোপ হইয়াছিল তন্নিমিত্ত হত্যাকারি রোমিওকে শ্রীমান্ দুরাত্মা, দেবরূপী দৈত্য, দ্রোণ কাকোপম কপোত, বৃকের প্রকৃতিধারি মৃদু মেষ, কুসুমবৎ কোমল শরীর অথচ সর্পবৎ ক্রূর হৃদয় ইত্যাদি কোমল কটু ভাষায় তিরস্কার করেন কিন্তু সেই হত্যার নিমিত্ত প্রাণ প্রতিম রোমিও নির্বাসিত হইবেন এতদ্বিষয় অবগত হইলে তজ্জন্য শোক কোপকে পরাভূত করিয়া প্রবল হইয়া উঠিল। ভ্রাতৃ-বিয়োগ হেতু তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে অনর্গল করুণাশ্রু নির্গত হইতেছিল এক্ষণে যখন প্রিয়তমের বিষয় চিন্তা করিলেন তখন নিধন সম্ভাবনা সত্ত্বেও তাঁহার জীবন রক্ষা হইয়াছে বিবেচনা করিয়া আহ্লাদিত হওয়াতে তাহাই আনন্দাশ্রু স্বরূপ হইল। পরন্তু দণ্ডের কথা পুনর্বার মনে হওয়াতে পতি শোকেই অধীরা হইলেন এবং শত সহস্র তাইবাল্তের মৃত্যু অপেক্ষা স্বামির নির্বাসন মহা ক্লেশদায়ক বোধ করিতে লাগিলেন।

রোমিও পথিমধ্যে এই ভয়ানক বিবাদ করিয়া সমরাবসানে লরেন্স সন্ন্যাসির আবাসে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেখানে বসিয়া শুনিলেন তাঁহার প্রতি দেশান্তরি হইবার আদেশ হইয়াছে অতএব তাঁহার মানসিক ক্লেশের পরিসীমা রহিল না, মৃত্যু অপেক্ষা নির্বাসনের দুঃখ গুরুতর বোধ করিলেন। জন্মাবচ্ছেদে কখন বেরোনা নগরের বহির্ভাগে গমন করেন নাই নগরের বাহিরে পৃথিবী আছে কি না ইহাও জানিতেন না এক্ষণে দেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক

কোথা যাইতে হইবে ভাবনায় অস্থির হইলেন। অধিকন্তু মনে করিলেন অন্যত্র জুলিএতের চন্দ্রানন দেখিতে পাইব না অতএব যদিও বাঁচিয়া থাকি তথাপি বৃথা জীবন হইবে। যে স্থানে জুলিএত সেই স্বর্গ, তিনি যেখানে নাই তাহা নরকাপেক্ষাও ক্লেশকর। লরেন্স বিবিধ প্রবোধ বাক্যে তাঁহাকে শান্ত্বনা করিতে লাগিলেন কিন্তু রোমিওর তাহাতে শোক শান্তি হইল না বরং শোকাবেগ ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে অধীর করিল। উন্মত্তবৎ হইয়া উচ্চ স্বরে হাহাকার ও শিরে করাঘাত এবং কেশ ছিন্ন করিতে আরম্ভ করিলেন। অপর ভূমি শয্যায় শয়ান হইয়া হস্ত পদাদি বিস্তার পূর্ব্বক বারম্বার কহিতে লাগিলেন দেখি আমার সমাধি স্থান দীর্ঘ প্রস্থে কত হইবেক। রোমিও শোকাভিভূত হইয়া এবম্প্রকারে ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতেছেন ইত্যবসরে তদীয় প্রিয়তমা সমীপ হইতে কোন সমাচার আসিল তাহাতে যৎকিঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বন করিলেন। সেই অবকাশে তাঁহার পরম সুহৃৎ লরেন্স সন্ন্যাসী নানা প্রকার প্রবোধ দিয়া কহিলেন তুমি তাইবাল্‌তকে সমরে নিহত করিলে আবার কি আপনার ও আপন প্রিয়তমা পত্নীর প্রাণ নাশ করিবে? শোকে অধীর হইলে শৌর্য্য গাম্ভীর্য্য কিছুই থাকে না, স্থির হও, কেন ব্যাকুল হইতেছ? দেশের ব্যবস্থায় তোমার পক্ষে বরং অনুগ্রহ প্রকাশ হইয়াছে, তুমি তাইবাল্‌তকে প্রাণে সংহার করিলে, তাইবাল্‌ত তো তোমার প্রাণ বিনাশ করিতে পারে নাই এবং দণ্ড ব্যবস্থাতেও তাদৃশ বিধান হইল না, তবে কেন কাতর হইতেছ? জীবন রক্ষা হইল ইহাতে সৌভাগ্য জ্ঞান করা উচিত হয়। তোমার প্রেয়সী জুলিএত স্বেচ্ছা পূর্ব্বক তোমাকে পতিরূপে বরণ করিয়াছেন তাঁহার জীবনে কোন ব্যাঘাত হয় নাই ইহাও কি তোমার সুখের বিষয় নহে? লরেন্স এবম্বিধ বিবিধ প্রবোধ বাক্যে যত বুঝাইলেন কিছুতেই রোমিও ধৈর্য্যাব-

লঙ্ঘন করিতে পারিলেন না, মানিনী কামিনীদের ন্যায় তদুক্ত সকল কথা অগ্রাহ্য করিলেন। শেষে সন্ন্যাসী কহিলেন বৎস নৈরাশ্য পরম অনিষ্টের কারণ, আশাকে বিসর্জ্জন করিয়া অনেক ব্যক্তি ঘৃণিতরূপে কৃতান্তের করাল দশনে পতিত হইয়াছে, আশ্বস্ত হও। ইহাতে কিয়ৎ পরিমাণে শান্ত চিত্ত হইলে তাঁহাকে পরামর্শ দিলেন অদ্য রজনীযোগে জুলিএতের আলয়ে গমন পূর্ব্বক তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া মান্তুয়া গ্রামে যাত্রা কর। কিয়ৎ কাল ঐ স্থানে অবস্থান করিলে পরে আমি সুযোগক্রমে তোমাদের বিবাহের কথা প্রচার করিয়া দিয়া উভয় পরিবারের মধ্যে পরস্পর প্রীতি স্থাপন করিয়া দিব। কালাতিক্রমে দেশাধিপেরও ক্রোধ শান্তি হইবে তখন তোমার প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ পুরঃসর ক্ষমা করিলেও করিতে পারিবেন অতএব এক্ষণে তুমি যে প্রকার শোকের সহিত নির্বাসিত হইতেছ এতদপেক্ষা বিংশতিগুণ আনন্দ সহ পুনর্ব্বার এই বেরোনা নগরে প্রত্যাগমন করিতে পারিবে। রোমিও শোকাবেগ কিয়ৎ পরিমাণে শান্ত হওয়াতে হিতৈষি সন্ন্যাসির ঐ সকল উপদেশ বাক্য মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করিলেন। তদনুসারে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়া স্থির করিলেন সায়ংকালে প্রিয়তমার সমীপে বিদায়ার্থ গমন করিব। অদ্যকার নিশা তাঁহার সহিত যাপন করিয়া প্রত্যূষে একাকী মান্তুয়ায় প্রস্থান করিতে পারিব। রোমিওর মনঃ স্থির হইলে সন্ন্যাসী অঙ্গীকার করিলেন সময়ে২ লিপি যোগে স্বদেশের সমস্ত সংবাদ প্রেরণ করিব।

সায়ংকাল উপস্থিত হইলে রোমিও জুলিএতের নিকট যাত্রা করিলেন। পূর্ব্ব দিবস নিশাভাগে যে উদ্যানে বসিয়া প্রেয়সীর সহিত কথোপকথন করিয়াছিলেন তাহা অতিক্রম করিয়া সে দিন একেবারে শয়ন মন্দিরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। জুলিএত তাঁহাকে অবলোকন করিয়া সমাদর পূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন কিন্তু পূর্ব্বরাত্রে যে প্রকার পরস্পর

কথোপকথনে আনন্দানুভব করেন এ রাত্রি উভয়ের সহবাসেও তাদৃশ সুখোদয় হইল না। দিবসের ভয়ানক ঘটনা এবং ভাবি দিনে অবশ্যম্ভাবি বিচ্ছেদ স্মরণ করিয়া দুই জনে সশোক চিত্তে সেই যামিনী যাপন করিলেন। অশুভ দিন আশু আসিয়া উপস্থিত হয়, কথা যোগেই নিশার অবসান হইল এবং চাতকের প্রাতঃকালীন কূজন নায়ক নায়িকার শ্রবণ বিবরে প্রবিষ্ট হইতে আরম্ভ হইল। জুলিএত প্রথমতঃ সেই রবকে নিশীথ বিহারি শ্যামা পক্ষির কণ্ঠধ্বনি জ্ঞান করিয়া আমোদ করিতে ছিলেন কিন্তু পরে যখন বোধ হইল চাতকেরাই গান করিতেছে তখন প্রভাত নিকটবর্ত্তী এবম্প্রকার বোধ হওয়াতে বৈরক্তি ও অসুখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অনন্তর পূর্ব্বদিকে দৃষ্টিপাত হওয়াতে যখন নিরীক্ষণ করিলেন অরুণের কিরণ ক্রমশঃ প্রকাশমান তখন বিচ্ছেদের সময় উপস্থিত হইল ভাবিয়া নিতান্ত খিন্না হইলেন। রোমিও ম্লানবদনে প্রণয়িনীর সন্নিধানে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক অঙ্গীকার করিলেন মান্তুয়া গ্রামে অবস্থিতি করিব বটে কিন্তু লিপি যোগে প্রতিদণ্ডে তোমার নিকট সংবাদ প্রেরণ করিব। এই বলিয়া বাতায়ন দ্বার দিয়া নিম্নে অবরোহণ করিলেন। জুলিএত অনিমেষ নয়নে তাঁহার আকৃতি নিরীক্ষণ করিতেছিলেন শোক ব্যাকুলতা প্রযুক্ত বোধ করিতে লাগিলেন যেন সমাধি মন্দিরের তলে একটী নির্জীব দেহ রহিয়াছে। রোমিওরও অন্তঃকরণে কাতর্য্য বশতঃ তাদৃশ ভাবের আবির্ভাব হইল কিন্তু এক্ষণে বিলম্ব করিতে পারিলেন না কেননা সূর্য্য প্রকাশ হইলে যদিস্যাৎ বেরোনার সীমামধ্যে কাহারও নয়নপথে পতিত হন্ তৎক্ষণাৎ শমন সদনের আতিথ্য স্বীকার করিতে হইবে।

রোমিও বেরোনা নগর হইতে প্রস্থান করিলে কিয়দ্দিন পরে ক্যাপিউলেত দলাধিপতি আপন তনয়া জুলিএতের বিবাহের কথা উত্থাপন করিলেন, রোমিও কর্ত্তৃক কন্যা

পরিণীতা হইয়াছে স্বপ্নেও জানিতে পারেন নাই, পাত্রসাৎ করণার্থ কৌন্ত পেরিস নামক সৎকুলীন এক যুবাকে বর-পাত্র স্থির করিলেন। জুলিএত যদিস্যাৎ রোমিওর রূপ লাবণ্য অবলোকন না করিতেন তাহা হইলে কৌন্ত তাঁহার অযোগ্য হইতেন না।

জুলিএত বিবাহের উদ্‌যোগ দেখিয়া সাতিশয় উদ্বিগ্না হইলেন এবং জনক সন্নিধানে গিয়া আপনার অসম্মতি প্রকাশ পূর্ব্বক কহিলেন পিতঃ এ পরিণয়ের উপযুক্ত সময় নহে, সে দিন আমার পরম স্নেহাস্পদ ভ্রাতা তাইবাল্‌তের মৃত্যু হইয়াছে এখনও শোক শান্তি হয় নাই, ইতিমধ্যে কি প্রকারে স্বামি সহ সাক্ষাৎ করিতে চিত্তে আনন্দোদয় হইবে? অধিকন্তু একটা মহাবিষাদকর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া এই সে দিন সম্পন্ন হইল অবিলম্বে বিবাহোৎসব করিলে লোকেই বা কি কহিবে? যুবতীর ঐ বিষয়ে অসম্মতি প্রকাশের প্রকৃত কারণ এই যে বিবাহিতা হইয়াছেন পুনর্বার আবার পরিণয় কি? কিন্তু এ কথা প্রকাশ করিলেন না। তাঁহার পিতা ঐ আপত্তি গ্রাহ্য করিলেন না, প্রতিবচন পাঠাইয়া দিলেন কন্যাকে প্রস্তুত হইতে কহ সমুদায় আয়োজন হইয়াছে আগামি গুরু বাসরে কৌন্ত পেরিসের সহিত বিবাহ হই-বেক। অধিকন্তু কহিলেন ধনবান রূপবান সৎকুলীন পাত্র পাইয়াছি বেরোনা নগরীয়া সুরূপা সুন্দরীরা তাদৃশ বর লাভে চরিতার্থতা বোধ করিতে পারেন, কন্যার কৃত্রিম অপত্রপা জন্য কি তাদৃশ সৎপাত্র পরিত্যাগ করিব? হত-ভাগ্যার ভাগ্যে সুখসম্পত্তি নাই না কি? এ কি? আপনার সৌভাগ্যে আপনি কেন প্রতিবন্ধক হয়?

জুলিএত বিষম সঙ্কটে পতিতা হইলেন। উপস্থিত বিপদের সমস্ত বৃত্তান্ত বন্ধু লরেন্সের সুগোচর করিয়া পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। সন্ন্যাসী তাঁহার পরম হিতৈষী, চিন্তাযোগে উপায়াবধারণ পূর্ব্বক কহিলেন তুমি একটা উগ্র-তর ঔষধ সেবন করিতে পারিবে কি না? জুলিএত প্রতিবচন

প্রদান করত বলিলেন ঔষধ সেবন তো ক্ষুদ্র কথা, যে ব্যাপার উপস্থিত তাহাতে জীবদ্দশায় সমাধি মন্দিরে প্রেরণ করিলেও সম্মত আছি, এ কি সামান্য বিপদ্ আমার পরম প্রেমাস্পদ পাণিগ্রাহ পতি রোমিও জীবিত রহিলেন কৌন্ত পেরিসকে বিবাহ করিতে হইবে? লরেন্স কহিলেন তবে এক কর্ম্ম কর, গৃহে গিয়া পিতার আদেশ ক্রমে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট পাত্রকে বরণ করিতে সম্মতা হও, আমি এই এক ঔষধ প্রদান করিতেছি গ্রহণ পূর্ব্বক নিকটে রাখ, পরিণয়ের পূর্ব্ব রাত্রে ইহা সেবন করিও, এই অগদের গুণে দ্বিচত্বারিংশৎ ঘটিকা কাল মৃতবৎ অচেতন হইয়া থাকিবে সুতরাং প্রাতঃকালে লোকেরা বিবাহ সমাজে গমন নিমিত্ত আহ্বান করিতে আসিয়া তদবস্থান্বিত দেখিলে আকস্মিক মৃত্যু নিশ্চয় করিবে। পরে এতদ্দেশের আচারানুসারে বিনা আচ্ছাদনে তোমাকে শ্মশান ভূমিতে নিক্ষেপ নিমিত্ত নির্হার করিয়া লইয়া যাইবেক সন্দেহ নাই। যদিস্যাৎ স্ত্রীস্বভাবোত্থ স্বাভাবিক ভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাহসে নির্ভর করিয়া এই ভয়ঙ্কর ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইতে পার ৪২ ঘণ্টার পর সুপ্তোত্থিতের ন্যায় পুনর্বার জাগ্রৎ হইয়া নয়নোন্মীলন পূর্ব্বক দেখিবে পিতা মাতা জ্ঞাতি বান্ধব হইতে বিরহিত হইয়া একাকী নগর প্রান্তে পড়িয়া আছ। তখন তোমার প্রিয় সমাগম বিষয়েও কোন প্রকার প্রতিবন্ধক থাকিবেক না। আমি তোমার চৈতন্যোদয়ের পূর্ব্বে এই ব্যাপার রোমিওর সুগোচর করিব তাহাতে তিনি সেই নিশায় আগমন পূর্ব্বক তোমাকে গোপনে মান্তুয়া গ্রামে লইয়া যাইবেন। জুলিএত পতিবিচ্ছেদে সতত মনস্তাপিনী এবং পেরিসকে পরিণয় করিবার ভয়ে ব্যাকুলা ছিলেন সন্ন্যাসির পরামর্শ গ্রহণ করিলে দুই বিষয়ে প্রতীকার দর্শিবে বিবেচনা করিয়া ঐ ভয়ানক ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইতে স্বীকার করত তাঁহার নিকট হইতে ঔষধ গ্রহণ করিলেন।

জুলিএত সন্ন্যাসির মঠ হইতে বহির্গত হইয়া আপনার আলয়াভিমুখে গমন করিতেছেন ইত্যবসরে বর্ত্মমধ্যে

কৌন্ত পেরিসের সহিত সাক্ষাৎ হইল। পেরিস তাঁহাকে অবলোকন করিয়া বিবাহের কথা উত্থাপন করাতে যুবতী সলজ্জ মুখে তাঁহার সহধর্ম্মিণী হইতে স্বীকার করিলেন। ক্যাপিউলেত দলাধিপতি এবং তদীয় গৃহিণী এইসংবাদ প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। তরুণী প্রস্তাবিত পরিণয়ে অসম্মতি প্রকাশ করাতে যে পিতার বিষদৃষ্টিতে পড়িয়াছিলেন এক্ষণে সেই পিতা তাঁহার প্রতি সাতিশয় স্নেহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন কেননা তনয়া আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইল। অবিলম্বে বিবাহোৎসব নিমিত্ত বিবিধ আয়োজন করিয়া এবম্বিধ সমারোহ করিলেন যে বেরোনা নগরীতে কস্মিন কালেও তাদৃশ ঘটনা হয় নাই।

পরিণয়ের অগ্রিম নিশায় জুলিএত সেবন করিবার নিমিত্ত সন্ন্যাসির প্রদত্ত ঔষধ বাহির করিলেন। ওষধি হস্তে করিলে তাঁহার মনে বিবিধ সংশয়ের উদয় হইল, প্রথমতঃ মনে করিলেন লরেন্স রোমিওর সহিত আমার উদ্বাহ সম্পন্ন করিয়া দিয়াছেন আপনার দোষ গোপন নিমিত্ত আমার প্রাণ বিনাশ মানসে কালকূট তো প্রদান করেন নাই। কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া পর ক্ষণে আবার আপনিই কহিলেন, না, তিনি অতিশয় ধর্ম্মনিষ্ঠ, তাঁহার ঈদৃশ মানস হইতে পারে না। অনন্তর ভয় প্রকাশ পূর্ব্বক ভাবিতে লাগিলেন প্রিয়তম রোমিও প্রেতভূমিতে আমার সন্নিধানে আসিয়া উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে যদি আমার চৈতন্য হয় তাহা হইলে যেখানে শোণিতাক্ত চিতাবস্ত্রে আচ্ছাদিত তাইবালতের শব পতিত রহিয়াছে সে স্থানে ভয়ানক বিভাবরী ভাগে একাকিনী কি প্রকারে অবস্থিতি করিব। এই সময়ে শৈশব কালের উপন্যাস স্মরণ হইল প্রেতভূমি ভূত প্রেত পিশাচাদির আশ্রয়স্থান এপ্রযুক্ত সর্ব্ব প্রাণির ভয়ঙ্কর। অতএব ত্রাসে হৃৎকম্প হইতে লাগিল। কিন্তু পরিশেষে রোমিওর প্রতি উৎপন্ন প্রণয় এবং পেরিসের উপরে সংজাত ঘৃণা প্রবল হইয়া

সংশয় ও ভয়কে দূরীভূত করিয়া দিল সুতরাং অকুতোভয়ে ঔষধ সেবন করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ সংজ্ঞাপগমে মৃতবৎ পতিতা হইয়া রহিলেন।

প্রভাতে কৌন্ত পেরিস সানন্দচিত্তে মহা সমারোহ পূর্ব্বক পাণিগ্রহণার্থ আগমন করিলেন কিন্তু কন্যার সদনে প্রবেশ করিয়া বিবাহার্থ সুসজ্জিতা ভার্য্যার সহিত সাক্ষাৎ করত আনন্দের বৃদ্ধি করিবেন, না, তদীয় মৃত দেহ ভূমির উপর পতিত দেখিতে পাইলেন। পেরিস শব অবলোকন করিয়া শোক মোহে কিয়ৎ ক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। আশা লতার বিপরীত ফল স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করাতে তাঁহার বিষাদের পরিসীমা রহিল না। বিলাপ পূর্ব্বক কহিলেন হায়, নির্দয় অন্তক করস্পর্শের সুখও অনুভব করিতে দিল না, সকল দিকে বঞ্চনা করিল। এখানে বাটীর মধ্যে জুলিএতের মৃত্যু সংবাদ উপস্থিত হওয়াতে আর্ত্তনাদে মহা গোলযোগ হইল। ক্যাপিউলেত দলাধিপতি ও তদীয় গৃহিণী শোকে অস্থির হইলেন। ঐ জুলিএত তাঁহাদের একমাত্র সন্ততি, তাঁহারই চন্দ্রানন নিরন্তর নিরীক্ষণ করিয়া মনে প্রবোধ দিতেন, তাঁহাকে পাত্রসাৎ করণ পূর্ব্বক আপনাদিগকে আহ্লাদিত করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, এ সময় নিষ্ঠুর কৃতান্ত ক্রোড় হইতে সেই সন্ততি অপহরণ করিয়া লইল ইহাতে তাহাদের মনস্তাপের কথা বক্তব্য কি? ফলতঃ বিবাহের আয়োজন অন্ত্যেষ্টি কার্য্যে পর্য্যবসান হইল ইহা যখন স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন তখন বিষাদে একেবারে মৃতকল্প হইয়া পড়িলেন। আনন্দ জনক উৎসবের সমস্ত আয়োজন শোকাবহ ব্যাপারে বিনিযুক্ত হইল, পরিণয়োৎসবের খাদ্য সামগ্রী ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়ার ভোজে ব্যয় হইল। আমোদ প্রমোদের সঙ্গীত হইবে, না, বিষাদের গান চতুর্দিক্ হইতে শ্রুতি গোচর হইতে লাগিল। ইতি পূর্ব্বে আনন্দজনক বিবিধ বাদ্য ধ্বনি হইতেছিল এক্ষণে করুণারস প্রকাশক ঘণ্টা নিনাদ হইতে আরম্ভ হইল। উপযমের

পর কন্যার শুভ যাত্রা সময় পথে পুষ্পাবকিরণ নিমিত্ত যে সকল কুসুম সঞ্চয় হইয়াছিল লোকেরা সাশ্রু লোচনে তাহা তদীয় মৃত দেহে বিকীর্ণ করিল। এখন বিবাহের মন্ত্র পাঠনার্থ পুরোহিতের প্রয়োজন হইল না, অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সমাধা নিমিত্ত ঋত্বিক্ আনিতে হইল। বাহকেরা কুমারীকে ধর্ম্মশালায় লইয়া গেল বটে কিন্তু তাহাতে জীবিত লোকদের আনন্দোদয় হইল না কেবল মৃত মনুষ্যের একটা সংখ্যা বৃদ্ধি করিল।

অনন্তর লরেন্স এক ব্যক্তিকে রোমিওর সন্নিধানে এই উপদেশ দিয়া প্রেরণ করিলেন রোমিওকে এতদ্বিষয় অবগত করাইয়া কহিও ভ্রম বশতঃ জুলিএতের সৎকারের আয়োজন হইয়াছে বস্তুতঃ তাঁহার দেহ জীব সঞ্চারে শূন্য হয় নাই, কিয়ৎ কাল মাত্র প্রেতভূমি মধ্যে পতিত থাকিবেন, তৎপরে পুনর্বার চৈতন্যোদয়ে সুপ্তোত্থিতের ন্যায় গাত্রোত্থান করিবেন অতএব ত্বরায় আসিয়া তাঁহাকে সেই ভয়ঙ্কর স্থান হইতে উদ্ধার কর। কিন্তু শুভ সমাচার অপেক্ষা দুঃসংবাদ শীঘ্র প্রচারিত হয় সন্ন্যাসির প্রেষিত দূত মান্তুয়া গ্রামে পঁহুছিবার অগ্রেই রোমিও প্রিয়তমার প্রাণ বিয়োগের সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন। প্রেয়সীর নিধন শ্রবণে তাঁহার শোক সমুদ্র উথলিয়া উঠিল। কিয়ৎ ক্ষণ পূর্ব্বে গত নিশার স্বপ্নের বিষয় চিন্তা করিয়া মনোমধ্যে আনন্দানুভব করিতেছিলেন। পূর্ব্ব বিভাবরী ভাগে নিদ্রাবস্থায় এই বিষয়ের অনুভব হয় যেন তাঁহার আপনার মৃত্যু হইয়াছিল প্রণয়িনী মৃতদেহ দেখিতে আসিয়া ওষ্ঠাধর চুম্বন করিলেন কিয়ৎ কাল মধ্যে মুখমারুত যোগে দেহাভ্যন্তরে পুনর্বার প্রাণ বায়ুর প্রবেশ হইল তাহাতে জীবিত হইয়া সম্রাট তুল্য মহা সুখী হইলেন। চিন্তাযোগে ঐ আনন্দানুভবের সময় বেরোনা হইতে এক জন দূতকে আসিতে দেখিলেন তাহাতে মনে করিলেন স্বপ্নানুসারে বুঝি কোন সুসংবাদ আসিতেছে কিন্তু বিপরীত ঘটনার সমাচার প্রাপ্ত

হইলেন, অর্থাৎ প্রেয়সীর মৃত্যু হইয়াছে, তাঁহাকে চুম্বন করিয়া জীবিত করিতে পারিবেন না। অতএব তাঁহার চিন্তাজন্য আনন্দ সাতিশয় নিরানন্দে পরিণত হইল। শোক ব্যাকুলতা প্রযুক্ত প্রিয়তমার দেহ দর্শন মানসে অশ্ব সজ্জা করিতে আদেশ দিয়া অবিলম্বে বেরোনা নগরে যাত্রার উদ্‌যোগ করিলেন। নৈরাশ্যে পতিত হইলে অনিষ্টকর বিষয়ের শীঘ্র স্মরণ হয় একারণ এক জন জঘন্য গন্ধবণিকের বিপণির বিষয় তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইল। কিয়দ্দিন পূর্ব্বে সেই বণিকের দোকান সমীপ দিয়া গমন করিতে২ আপনা আপনি কহিয়াছিলেন এ দেশে বিষ বিক্রয়ের আদেশ নাই বরঞ্চ কেহ ঐ জঘন্য ব্যবসা করিলে ব্যবস্থানুসারে বধ দণ্ডার্হ হয় কিন্তু এই পণ্যজীবির আপণের দশা দেখিয়া বোধ হয় এ দুর্ভাগার নিকট তাহা প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। এখন সেই বিষয় স্মরণ হওয়াতে অনুসন্ধান পূর্ব্বক সেই বণিকের নিকট গিয়া মুদ্রার লোভ দেখাইয়া কিঞ্চিৎ কালকূট প্রার্থনা করিলেন। সে ব্যক্তি গরল বিক্রয়ে প্রথমতঃ অমত প্রকাশ করিল। কিন্তু রোমিও প্রচুর লাভের আশ্বাস দেওয়াতে লোভ সম্বরণে অসমর্থ হইয়া পরিশেষে বিক্রয় করিল এবং সেই বিষের প্রশংসা করত কহিল যদিস্যাৎ বিংশতি ব্যক্তির বল ধারণ কর তাহা হইলেও পানমাত্রে প্রাণ বিয়োগ হইবেক।

রোমিও কালকূট সঙ্গে লইয়া প্রিয়ার দেহ দর্শনার্থ যাত্রা করত মনে২ কহিতে লাগিলেন অগ্রে রূপ লাবণ্যাকর তদীয় কলেবর অবলোকন পূর্ব্বক নয়ন দ্বয়ের চরিতার্থতা সম্পাদন করিব পশ্চাৎ এই গরল পান করিয়া তাঁহার সমীপে শয়ন পুরঃসর আপনিও মহা নিদ্রায় অভিভূত হইব। অনন্তর মধ্যরাত্র সময়ে বেরোনা নগরে উত্তীর্ণ হইয়া শ্মশান ভূমির দিগে গমন করিলেন। প্রেত ভূমির মধ্য ভাগে ক্যাপিউলেত দিগের সমাধি মন্দির সকল ছিল। রোমিও আপনার সঙ্গে একটা দীপ একখান কুদ্দাল ও খনিত্র

লইয়াছিলেন আলোক যোগে অবলোকন পূর্ব্বক মন্দির খনন করিতে প্রবৃত্ত হন ইত্যবসরে একটা শব্দ শ্রুতিগোচর হইল যথা অরে দুষ্ট মন্তেগ, ও কি অবিহিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলি? এ কৌন্ত পেরিসের কণ্ঠোদ্ভব শব্দ। তিনি নিশা সময়ে জুলিএতের সমাধি স্থানে কুসুমাবকিরণ এবং অশ্রু-পাত পুরঃসর শোক প্রকাশ নিমিত্ত আগমন করিয়া তৎ-কালে সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন। মন্দির খননে কোন লাভ নাই অধিকন্তু যিনি খুঁড়িতেছেন তিনি মন্তেগ বংশীয়, অতএব ক্যাপিউলেত দিগের বৈরি জ্ঞান করিয়া মনে করিলেন এ ব্যক্তি মৃত দেহ সকলের প্রতি অসদ্ব্যবহার করিতে আসিয়াছে সন্দেহ নাই তন্নিমিত্ত নিবৃত্ত করিতে ক্রোধভরে ঐ প্রকার উক্তি করিলেন। পরে তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া কহিলেন অরে তোর প্রতি দণ্ড বিধান হইয়া রহিয়াছে বেরোনার সীমামধ্যে দৃষ্ট হইলে প্রাণে নিহত হইবি এখনই তোকে ধরিয়া যমালয়ে প্রেরণ করিতে পারি তাহাতে কাজ নাই শীঘ্র প্রস্থান পূর্ব্বক আপন জীবন রক্ষা কর্। রোমিও কহিলেন আমাকে বিরক্ত করিস্ না, এই দেখ তাইবাল্তের দেহ পড়িয়া রহি-য়াছে, তুই আবার তাহার দশা পাইবি না কি? নীরব হ, আমার ক্রোধ কেন প্রজ্বলিত করিস্? আবার কি তোর প্রাণ সংহার করিয়া আর এক পাপ ভার বহন করিব? পেরিস ঘৃণা প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহার এ সকল কথা অগ্রাহ্য করিলেন এবং অপরাধি বোধে ধৃত করিতে গেলেন। রোমিও তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিলেন তাহাতে বাহু যুদ্ধ উপস্থিত হওয়াতে অবিলম্বে পেরিস নিহত হই-লেন। অনন্তর রোমিও আলোক লইয়া দেখিলেন যিনি সমর শায়ী হইলেন তাঁহার সহিত জুলিএতের পরিণয় সম্বন্ধ হয় অতএব পেরিসের কলেবর স্বীয় করে ধারণ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন এক্ষণে তোমাকে জয়যুক্ত করিব, আইস, তোমার দেহ প্রিয়তমার সমাধি সন্নিধানে স্থাপন করি।

পরে সমাধি মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন করিলেন সেখানে জুলিএতের শরীর নিহিত ছিল। প্রিয়তমার প্রতি নেত্রপাত পুরঃসর কহিলেন নিষ্কৃপ কৃতান্ত সুন্দরীর প্রাণ হরণ করিয়াছে বটে কিন্তু রূপ লাবণ্য বিকৃত করিতে সমর্থ হয় নাই অথবা সেই নিষ্ঠুর কামাসক্ত হইয়া আপনার চিত্তের সন্তোষ নিমিত্ত কামিনীর এই মনোহর কলেবর রক্ষণ করিয়াছে। ফলতঃ শ্মশান ভূমিতে নীত হইলেও জুলিএতের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিশ্রী হয় নাই বরং অধিক উজ্জ্বল হইতেছিল। তাঁহার পার্শ্বে তাইবাল্‌তের শব প্রেতাচ্ছাদনে আবৃত হইয়া স্থাপিত ছিল। রোমিও সেই দেহ সন্নিধানে দণ্ডায়মান হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং প্রেয়সীর সম্পর্কে স্নেহ প্রকাশ পূর্ব্বক সম্বোধন করিয়া কহিলেন ভ্রাতঃ এক্ষণে তোমার বৈরি বিনাশ করিয়াই একটী হিত সাধন করি। তৎপরে প্রিয়ার ওষ্ঠদ্বয় চুম্বন করত তাঁহার নিকট বিদায় লইলেন এবং অপার শোক সাগর হইতে নিস্তার নিমিত্ত সঙ্গে আনীত কালকূট পান করিলেন। সেই বিষ সাক্ষাৎ কৃতান্ত, জিহ্বা স্পর্শ মাত্রে একেবারে অচেতন হইয়া পড়িলেন। তাঁহার প্রেয়সী সন্ন্যাসির ঔষধ গুণে কপট মৃত্যুর অধীন হইয়াছিলেন রোমিও গরল পানে বাস্তবিক গতাসু হইলেন। এই সময়ে জুলিএতের ঔষধের গুণ শেষ হইবার উপক্রম হইল কিন্তু এখন তিনি জাগ্রৎ হইয়া কোথায় অনুযোগ করিবেন প্রিয়তম ত্বরায় আইসেন নাই, না, তাঁহাকে দেখিয়া বিলাপ করিবার সূত্র হইল।

এ দিকে লরেন্স যে সময় ঔষধের গুণ নির্বাণে জুলিএতকে জাগ্রৎ হইবার কথা কহিয়াছিলেন সেই সময় উপস্থিত হইবার কিঞ্চিদগ্রে শুনিলেন মান্তুয়া গ্রামে যে ব্যক্তিকে রোমিওর সন্নিধানে প্রেরণ করেন সে দুর্ভাগ্যক্রমে পঁহুছিতে পারে নাই। অতএব শ্মশান ভূমিতে অবলার বিপদ্ ভাবিয়া স্বয়ং একখান খনিত্র ও একটী প্রদীপ করে ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে মুক্ত করিতে প্রেত ভূমির অভিমুখে যাত্রা করি-

লেন। সেখানে উপনীত হইয়া দেখেন ক্যাপিউলেত দিগের সমাধি সন্নিধানে একটা আলোক আর একখান করবাল রহিয়াছে। ইতস্ততো দৃষ্টি নিক্ষেপ করাতে আবার দেখিতে পাইলেন রোমিও এবং পেরিস এই দুই জন অচেতনাবস্থায় ভূমি শয্যায় শয়ান। এই সকল অবলোকনে তাঁহার বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না।

এই ভয়ানক অদ্ভুত ব্যাপার কি রূপে ঘটিল অনুমান করিতে প্রবৃত্ত হন ইতিমধ্যে জুলিএত ঔষধের প্রতাপোপশমে জাগিয়া উঠিলেন। অদূরে উদাসীন লরেন্সকে অবলোকন করাতে পূর্ব্ব বিবরণ স্মরণ হইল আপনি কোথায় আছেন, ও সন্ন্যাসী কি নিমিত্ত আসিয়াছেন জানিতে পারিলেন। পরে উদাসীনকে সমুচিত সম্বোধন পূর্ব্বক সমীপে আহ্বান করিয়া রোমিওর কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। লরেন্স সেই সময় বহির্ভাগে লোকের কোলাহল শুনিতে পাইলেন অতএব যে শক্তির প্রাতিকূল্যাচরণে ক্ষমতা আছে তদপেক্ষা গুরুতর পরাক্রমে পাছে আপনাদের অভিলাষ সিদ্ধির বিষয়ে কোন প্রকার ব্যাঘাত হয় এই ভয়ে তরুণীর ঐ প্রশ্নে মনোযোগ না করিয়া তাঁহাকে অস্বাভাবিক নিদ্রা পরিহার পূর্ব্বক শীঘ্র সমাধি মন্দির হইতে বাহিরে আসিতে কহিলেন। ক্ষণ কাল মধ্যে কলরব নিকটবর্ত্তী হওয়াতে সন্ন্যাসির সাতিশয় সন্ত্রাস জন্মিল আর অবলার অপেক্ষা করিতে পারিলেন না, আত্ম প্রাণ লইয়া পলায়ন পরায়ণ হইলেন। জুলিএত গাত্রোত্থান করিয়া দেখিলেন প্রিয় পতি রোমিও নিকটে গতাসু হইয়া ভূমিতে পড়িয়া আছেন হস্তে একটা পাত্র রহিয়াছে। তাহাতে অনুমান করিলেন প্রিয়তম অভাগিনীর অনুসন্ধান করিতে আসিয়াছিলেন আমাকে অচেতন দেখিয়া মৃত জ্ঞান করত কালকূট পানে আপনার জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছেন। অনেক ক্ষণ শোক প্রকাশ পূর্ব্বক নানা প্রকার বিলাপ করিলেন। অবশেষে আত্মহত্যা দ্বারা প্রাণাধিক প্রিয়তমের অনুগমন করিতে সংকল্প করিয়া

রোমিওর হস্ত সংলগ্ন পাত্রে অবশিষ্ট কিছু বিষ আছে কি না দেখিতে লাগিলেন এবং স্বামির মুখে যদিস্যাৎ অবশেষে কিছু থাকে এই ভাবিয়া বদন চুম্বন ও অধর পান করিলেন, এই সময়ে কোলাহলকারি সেই সকল লোক অধিক নিকটবর্ত্তী হইল অতএব আর কাল বিলম্ব করিতে পারিলেন না আপনার গলে তীক্ষ্ণধার করবাল প্রহার করিয়া পতিপার্শ্বে পতিতা হইলেন।

অনন্তর নগরের শান্তি রক্ষক সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। রোমিও সমাধি স্থানে আসিয়া কৌন্ত পেরিসের সহিত যৎকালে ঘোরতর রণ করেন সে সময় পেরিসের এক জন ভৃত্য দ্রুতগতি নগরে গিয়া ঐ ভয়ানক ব্যাপারের সংবাদ দেয় তাহাতেই নগর বাসি লোকেরা ভীত হইয়া কোলাহল আরম্ভ করে এবং বেরোনা নগরীর চতুর্দ্দিক্স্থ সমস্ত রাজবর্ত্মে ভ্রমণ করত কেবল পেরিস, রোমিও, জুলিএত, এই বাক্য বারম্বার উচ্চ স্বরে উচ্চারণ করিতে ছিল। তাহাদের কোলাহলে মন্তেগ বংশাধ্যক্ষ এবং ক্যাপিউলেত দলপতির নিদ্রাভঙ্গ হইল। দেশাধিপতিও গাত্রোত্থান করিয়া শয্যা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বাহিরে আসিলেন এবং ভৃত্যবর্গকে নগর মধ্যে কলরবের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। লরেন্স প্রেতভূমি হইতে বহির্গত হইয়া ভয়ে কাঁপিতে২ যাইতেছিলেন শান্তিরক্ষকেরা তাঁহাকে দেখিতে পাইল এবং সন্দেহ করিয়া বল পূর্ব্বক ধৃত করিয়া রাখিল। ক্যাপিউলেত দিগের শ্মশান ভূমিতে লোকারণ্য হওয়াতে দেশাধিপতি স্বয়ং আগমন করিলেন এবং ঐ সমস্ত অদ্ভুত ঘটনার বিষয় লরেন্সকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

এক্ষণে লরেন্স জনতা সন্নিধানে মন্তেগ এবং ক্যাপিউলেত দুই পরিবারের অধিপতিদ্বয় সমক্ষে আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত অবিকল কহিতে আরম্ভ করিলেন। পরস্পর বিদ্বেষি দুই বংশের তনয় তনয়া যে প্রকার প্রণয় পাশে বদ্ধ হয়

এবং দুই পরিবারের চির বিরোধ ভঞ্জন নিমিত্ত যে রূপে আপনি সঙ্গোপনে তাঁহাদের পরিণয় সম্পাদন করিয়া দেন সমস্ত কহিলেন। অনন্তর জুলিএতের অন্য বিবাহের কথা ও তদীয় পরামর্শানুসারে পাপ ভয়ে যুবতীর ঔষধ সেবনে অচেতন হইবার বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন কেবল অজ্ঞাত প্রযুক্ত মধ্যের বিবরণ বলিতে পারিলেন না। রোমিওর ভৃত্য সেখানে উপস্থিত থাকাতে সে ব্যক্তি তাহা কহিয়া সম্পূর্ণ করিয়া দিল। রোমিও আপনার প্রাণ ত্যাগ সংকল্প করিয়া পিতার নামে একখান লিপি লিখিয়া সেই ভৃত্যের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন তাহাতেও সমস্ত বিষয়ের বিশেষ বিবরণ ছিল সুতরাং সন্ন্যাসির কথায় কাহারও সংশয় হইল না। অতএব উদাসীন লরেন্স আদৌ এই সমস্ত দুর্ঘটনার নিদান বলিয়া ধৃত হইলেও এক্ষণে তাঁহার নির্দোষতা সপ্রমাণ হইল।

নরপতি এই সমস্ত বিবরণ অবগত হইয়া মন্তেগ ক্যাপিউলেত দুই পরিবারের অধ্যক্ষ দিগকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন এবং কহিলেন তোমাদের জ্ঞাতিবিরোধ জন্য অধর্ম্মের এই প্রতিফল হইল, আহা তোমাদের তনয় তনয়া পরস্পর প্রণয় করিয়া এই দুর্দশায় পড়িল? চির বিরোধি ঐ দুই বংশ দেশাধিপতির তিরস্কারে অপত্রপান্বিত হইলেন এবং পরস্পর বৈরিভাব বিসর্জন করিলেন। ক্যাপিউলেত বংশাধিপতি মন্তেগ দলাধ্যক্ষের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ভ্রাতা বলিয়া সম্ভাষণ করত কহিলেন রোমিও এবং জুলিএতের বিবাহ দ্বারা আমাদের উভয় পরিবারের বিবাদ নিবৃত্ত হউক। ক্যাপিউলেত দলাধ্যক্ষ কহিলেন কন্যার যৌতুকার্থ বৈবাহিকের নিকট কেবল কর প্রার্থনা করি। মন্তেগপতি বলিলেন মিত্র হস্ত কি, তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট দ্রব্য দানের মানস করিতেছি অবিলম্বে জুলিএতের স্বর্ণময় প্রতিমা নির্ম্মাণ করিব। সুবিজ্ঞ দক্ষ শিল্পকরের শিল্পনৈপুণ্যে তাঁহার খ্যাতি প্রচারের চেষ্টা পাইব তাহাতে বেরোনা

নগরে তাঁহার নাম কেহ কখন বিস্মৃত হইবেন না। ক্যাপি-উলেত দলাধ্যক্ষ কহিলেন আমিও রোমিওর প্রতিকৃতি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিব। এই রূপে পরস্পরের শত্রুতা পরম স্নেহ ভাজন তনয় তনয়ার প্রাণ হানি করিয়া নিবৃত্ত হইল ইতি।





R. D. SORNOKAR, ENGR. ৪৩১

সিম্বেলিন্।

সেক্‌সপিয়র।

সিম্বেলিন্ রাজার উপাখ্যান।

রোমীয় সম্রাট আগস্তস্ সিজরের অধিকার কালে ইংলন্দ দেশে সিম্বেলিন নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার মহিষী একটী কন্যা এবং দুইটী শিশু সন্তান রাখিয়া কাল-বশতঃ লোকান্তর প্রাপ্তা হইলেন। দুহিতা পিত্রালয়ে প্রতিপালিত হইতে লাগিলেন, তাঁহার নাম ইমোজেন, কিন্তু তনয় দ্বয় কিয়দ্দিনানন্তর আশ্চর্য্য ঘটনা ক্রমে শৈশবাবস্থায় অপহৃত হইল। তাহাদের একটীর বয়ঃক্রম তিন বৎসর মাত্র, অন্যটী অতি শিশু ছিল। রাজা বালক দ্বয়ের অনুসন্ধান নিমিত্ত যথেষ্ট চেষ্টা করিলেন, কে কোথায় লইয়া রাখিল এবং কি দশা করিল, সন্ধান পাইলেন না।

কিয়ৎ কাল গত হইলে পুনর্ব্বার দার পরিগ্রহ করিলেন। দ্বিতীয় পক্ষের বনিতা দুশ্চরিত্রা ও দুষ্ট স্বভাবা, এ প্রযুক্ত অচিরে প্রথমার গর্ব্ভজা কন্যা ইমোজেনের সহিত প্রকৃত বিমাতার ন্যায় বিদ্বেষ করিতে আরম্ভ করিল।

সিম্বেলিনের দ্বিতীয়া ভার্য্যা সপত্নী কন্যা ইমোজেনের প্রতি অসদ্ব্যবহার করিত বটে কিন্তু কিয়ৎকালানন্তর অভি-লাষ করিল পূর্ব্ব স্বামির ঔরসজাত ক্লোতেন নামক স্বীয় সন্তানের সহিত তাঁহার পরিণয় হয়, কেননা তাহা হইলে রাজার মৃত্যুর পর অপনার গর্ব্ভজ সন্তান ইংলন্দের রাজসিংহাসনে আরূঢ় হইতে পারিবে। রাণী মনেং বিবেচনা করিয়াছিল নৃপতির পুত্রদিগের উদ্দেশ পাওয়া গেল না সুতরাং কুমারী ইমোজেনই উত্তরাধিকারিণী

হইবে অতএব ইহার সহিত আমার পুত্রের বিবাহ দিলে পরে তাহারই রাজ্য হইতে পারিবে। কিন্তু তাহার এ অভিলাষ সিদ্ধ হইল না, ইমোজেনই তাহাতে ব্যাঘাত করিলেন, কুমারী পিতা ও বিমাতার বিনা সম্মতিতে তাহাদের অগোচরে অন্য এক ব্যক্তিকে স্বামি রূপে বরণ পূর্ব্বক বরমাল্য দিলেন।

রাজনন্দিনী ইমোজেন যাহাকে বিবাহ করিলেন তাঁহার নাম পস্থিউমস্। ঐ ব্যক্তি তৎকালের মধ্যে সদ্বিদ্বান্ ও সর্ব্বগুণ সম্পন্ন এক জন ভদ্র লোক ছিলেন। তাঁহার গর্ব্ভস্থাবস্থায় তদীয় পিতা ইংলন্দাধিপতির সপক্ষে সংগ্রাম করত রণশায়ী হন এবং তিনি ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র পতি বিয়োগে কাতরা তাঁহার গর্ব্ভধারিণী প্রাণ ত্যাগ করেন।

সিম্বেলিন্ তদীয় জনকের প্রভুভক্তি স্মরণে দয়া করিয়া সেই অনাথ অনাশ্রয় শিশুকে আপনার ভবনে আনয়ন পুরঃসর প্রতিপালন ও বিদ্যা শিক্ষা করান্ এবং পিতৃ বিয়োগানন্তর ভূমিষ্ঠ হওয়াতে তাঁহার নাম পস্থিউমস রাখিয়াছিলেন ঐ নামের অর্থ মরণানন্তর উৎপন্ন।

রাজনন্দিনী ইমোজেন ঐ পস্থিউমসের সহিত এক শিক্ষকের নিকট বিদ্যাভ্যাস করিতেন এবং উভয়ের সর্ব্বদা একস্থানে উপবেশন ভোজনাদি হইত সুতরাং শৈশবাবধি অন্যোন্যের মনে পরস্পরের প্রতি সম্প্রীতি জন্মে বয়োবৃদ্ধি ক্রমে সেই প্রণয়ের বৃদ্ধি হইতেছিল সুতরাং শেষে দুইজন অনুরাগী হইয়া গোপনে দাম্পত্য সম্বন্ধ নিবদ্ধ করিলেন।

রাজ্ঞী অচিরে তাঁহাদের রহস্য বৃত্তান্ত জানিতে পারিল। সপত্নী তনয়ার চরিত্রানুসন্ধান নিমিত্ত লোক নিযুক্ত করিয়া রাখাতে চরেরা গোপনে অবগত হইয়া ঐ বিষয় তাহার কর্ণগোচর করিল। অতএব রাণী আপনার মনোভিলাষের ব্যাঘাত দেখিয়া মনেং জাতক্রোধ হইল এবং ঐ সকল ব্যাপার রাজার নিকট নিবেদন করিল।

তনয়া আপন মান সম্ভ্রম বিস্মরণ পূর্ব্বক একজন সাধারণ

প্রজাকে বিবাহ করাতে রাজারও ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল কিন্তু কন্যাকে কিছু কহিলেন না, পস্থিউমসকে দেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক চির কালের নিমিত্ত নির্ব্বাসিত হইতে আজ্ঞা দিলেন।

পস্থিউমস্ জন্মভূমি হইতে দূরীভূত হইয়া রোম নগরে অবস্থিতি করিতে মানস করিলেন। তাঁহার বিদায় হইবার পূর্ব্বে রাজপত্নী কপট স্নেহ ও কৃত্রিম কার্তয্য প্রকাশ পূর্ব্বক সপত্নীপুত্রী ইমোজেনকে স্বামির সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনুমতি দিল। তাহার এবম্প্রকার সদ্ব্যবহারের তাৎপর্য্য এই যে পস্থিউমস প্রস্থান করিলে আপনার অভীষ্ট সিদ্ধি নিমিত্ত পুনর্ব্বার যত্ন করিতে পারিবে। তখন ইমোজেনকে এই বলিয়া লওয়াইবে যে রাজার অজ্ঞাতসারে নিষ্পন্ন বিবাহ ব্যবস্থা সিদ্ধ নহে পুনর্ব্বার অন্য বরকে বরণ কর।

ইমোজেন বিমাতার অনুমতি ক্রমে পতির সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। সাতিশয় প্রণয় সহকারে পরস্পরের অনেক ক্ষণ কথোপকথন হইল। রাজনন্দিনী আপনার মাতৃদত্ত একটী অঙ্গুরী প্রেমের নিদর্শন স্থাপন মানসে ভর্ত্তৃ হস্তে সমর্পণ করিলেন। পস্থিউমস সমাদর পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া অঙ্গীকার করিলেন প্রাণসত্ত্বে ইহা পরিত্যাগ করিব না। পরে আপনিও স্বীয় প্রণয়ের চিহ্ন স্থাপন নিমিত্ত একখান কেয়ূরাভরণ প্রেয়সীর করে বন্ধন করিয়া দিলেন এবং কহিলেন প্রিয়ে সাবধান পূর্ব্বক এই ভূষণটী রক্ষা করিও। শেষে জায়াপতি দুই জনেই পরস্পর প্রীতি এবং বিশ্বাসের চির-রক্ষা নিমিত্ত সত্যবদ্ধ হইয়া বিদায় হইলেন।

ইমোজেন পতি বিচ্ছেদে ব্যাকুলা হইয়া দিন যামিনী কেবল তাঁহার চিন্তা করত পিত্রালয়ে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। পস্থিউমস্ও নির্ব্বাসিত হইয়া রোমে গমন পূর্ব্বক নিরন্তর মনোদুঃখে সময়াতিবাহনে প্রবৃত্ত হইলেন।

পস্থিউমস্ রোম নগরে গিয়া ভিন্নং দেশের কতকগুলি রসিক যুবার সহিত বাস করিয়াছিলেন। এক দিবস সেই সকল তরুণ কথা প্রসঙ্গে প্রত্যেকে স্বং দেশের অবলাকুলের বিশেষতঃ আপনং নায়িকার প্রশংসা আরম্ভ করিলেন। পস্থিউমস স্বীয় প্রেয়সীর চন্দ্রানন নিরন্তর অনুধ্যানে নিযুক্ত ছিলেন স্ত্রীলোকের কথা উত্থাপিত হইলে কহিলেন আমার পত্নী অতিশয় সুশীলা বুদ্ধিমতী এবং পতিভক্তি পরায়ণা, অবনিমণ্ডলে তাঁহার তুল্য কেহ নাই।

তরুণ নিকরের মধ্যে ইয়াকিমো নামা এক ব্যক্তি এই কথা শুনিয়া অসন্তোষ প্রকাশ পূর্ব্বক কহিল রোম নগরীয় মহিলা অপেক্ষা ব্রিটনের কোন অঙ্গনা প্রশংসনীয়া হইবে এমত বোধ হয় না, ওহে পস্থিউমস্ তুমি আপন রমণীর যেরূপ প্রতিষ্ঠা করিলে তাহাতে তাঁহার সতীত্বে আমার সন্দেহ জন্মিল। পস্থিউমস্ এ কথায় রোষ প্রকাশ পুরঃসর অনেক ক্ষণ তাহার সহিত বাদানুবাদ করিলেন। ইয়াকিমো প্রস্তাব করিল বাক্‌কলহে কি প্রয়োজন ? আমি ব্রিটনে গমন পূর্ব্বক ইমোজেনের সহিত প্রণয় করিতে চেষ্টা করি, যদি কৃতকার্য্য হইতে পারি তাহা হইলে পরাভব স্বীকার করিবে কি না বল ? পস্থিউমস এতৎ প্রস্তাবে সম্মত হইয়া বলিলেন তবে এই পণ রাখা যাউক যদি তুমি আপনার দুষ্টাভিপ্রায় সফল করিতে না পার অধিক মুদ্রা দণ্ড দিবে আর যদিস্যাৎ সেই রমণীর সহিত প্রেম করিয়া আমার প্রদত্ত প্রণয়ানুরাগের চিহ্ন স্বরূপ কেয়ূর তাঁহার নিকট হইতে তোমার প্রতি তদীয় প্রীতির নিদর্শন স্বরূপে আনয়ন করিতে পার তাহা হইলে আমি প্রেয়সীর যে অঙ্গুরীয়ক আপন করে ধারণ করিতেছি তৎক্ষণাৎ তোমাকে প্রদান করিব। আত্ম বনিতার পাতিব্রত্যে পস্থিউমসের দৃঢ় প্রত্যয় ছিল সুতরাং এই পণে কোন প্রকার অনিষ্ট সম্ভাবনা বোধ করিলেন না।

অনন্তর ইয়াকিমো ব্রিটনে যাত্রা করিয়া কিয়ৎ কাল

মধ্যে তথায় উত্তীর্ণ হইল এবং কৌশল ক্রমে ইমোজেনের সহিত সাক্ষাৎ করিল। ইমোজেন তাহার সহিত আলাপে স্বামি মিত্র বলিয়া পরিচয় পাওয়াতে আদৌ যথেষ্ট সমাদর ও সৎকার করিলেন কিন্তু ইয়াকিমো যখন ক্রমে২ প্রণয়ানুবন্ধনের সূত্রপাত করিবার উপক্রম করিল তখন মহা ক্রোধে ঘৃণা পূর্ব্বক তাহাকে দূরীভূত করিয়া দিলেন। এক্ষণে ইয়াকিমোর বোধ হইল আপনার জঘন্য মানস সিদ্ধ হওয়া সুকঠিন।

অতএব সরলভাবে কামিনীর প্রণয় ভাজন হইতে অসমর্থ হইয়া প্রতারণা দ্বারা মনোভীষ্ট সিদ্ধ করিতে সচেষ্ট হইল। এক দিন যুবতীর সহচরীদিগকে কিঞ্চিৎ উৎকোচ দিয়া কহিল আমাকে এক রাত্রি কোন কৌশলে ইমোজেনের শয়নাগারে থাকিতে দাও। সঙ্গিনীগণ অর্থ গৃধ্নু এপ্রযুক্ত টাকার লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না, ধন লাভ লালসায় তাহাকে মঞ্জুষা নিবদ্ধ করিয়া গোপনে রাজকন্যার শয়নাগারে রাখিয়া আসিল। ইয়াকিমো রাজনন্দিনীর নিদ্রাগম পর্য্যন্ত তদবস্থায় থাকিল। পরে নৃপকুমারী সুপ্ত হইলে পেটারা হইতে বাহির হইল এবং কুঠরীর সমুদায় দ্রব্য সামগ্রী বিশেষতঃ ইমোজেনের গণ্ডদেশ স্থিত একটা মাংসরুহ অর্থাৎ আঁচিল লিপ্যঙ্কিত করিয়া লইল। পরে ভূপালবালার হস্ত হইতে সেই কেয়ূরাভরণ গ্রহণ পূর্ব্বক পুনর্বার পেটিকা মধ্যে প্রবেশ করিল। এই রূপে প্রতারণা ও চৌর্য্য দ্বারা কৃতকার্য্য হইয়া পর দিবস হর্ষোৎফুল্ল লোচনে ব্রিটনে যাত্রা করিল এবং সেখানে উপস্থিত হইয়া পস্থিউমসকে কহিল তোমার বনিতা আমার সহিত প্রণয়ানুবন্ধন করিয়া অনুরাগের চিহ্ন স্বরূপ কেয়ূর প্রদান করিয়াছেন, আমাকে এক রাত্রি স্বীয় শয়নাগার মধ্যে শয়ন করিতে দিয়াছিলেন। দুরাত্মা প্রত্যয়ার্থ ইহাও কহিল যে যুবতীর শয়ন মন্দির বিচিত্র কৌষেয় ও অদ্ভুত চিত্র পটে মণ্ডিত, তন্মধ্যে একটা চিত্র এই ভাবে লিখিত যেন গর্ব্বান্বিতা

ক্লিওপেত্রী আন্তোনিওর সহিত সাক্ষাৎ করিতেছে, সেই পট অতি চমৎকার, তাহাতে বিশেষ শিল্প নৈপুণ্য প্রকাশ হইতেছে।

পস্থিউমস্ কহিলেন এ বিষয় সত্য বটে কিন্তু তুমি স্বচক্ষে নিরীক্ষণ কর নাই, লোক মুখে শুনিয়া থাকিবে।

ইয়াকিমো বলিল সেই গৃহের দক্ষিণ দিকে একটা ধূম নির্গম পথ আছে। অগ্নি স্থানের উপরে দিয়ানা দেবীর চমৎকার একটী প্রতিমূর্ত্তি রহিয়াছে স্বয়ং অবলোকন না করিলে ইহা কি রূপে জানিলাম?

পস্থিউমস উত্তর করিলেন এ বিষয়ের কথাও লোক-প্রমুখাৎ শুনিয়া থাকিবে, অনেকে সর্ব্বদাই তাহার গল্প করিয়া থাকে।

পরে ইয়াকিমো গৃহের ছাদের বিবরণ করত কহিল আমি কুঠরীর চূড়ার উপরিস্থ দুইটী দণ্ডের বিষয় বর্ণনা করিতে বিস্মৃত হইতেছি, আহা তাহা অবলম্বন করিয়া মদনের অর্দ্ধ-নিমীলিত নয়ন একপদে দণ্ডায়মান দুইটী কি চমৎকার প্রতি-মূর্ত্তি দেখিয়া আসিলাম। তদনন্তর কেয়ূর প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিল তুমি এ আভরণ কখন দেখিয়াছিলে? সুন্দরী স্বীয় বাহু হইতে উন্মোচন করিয়া আমাকে প্রদান করিয়াছেন। এই অলঙ্কার যোগে আমি যেন সর্ব্বদাই তাঁহাকে দেখিতেছি তাঁহার এই সদ্ব্যবহারে আমার পরম পরিতোষ জন্মিয়াছে। তরুণী এই ভূষণ আমাকে প্রদান করত কহিয়াছেন এক সময়ে ইহা বহুমূল্য জ্ঞান করিতেন। পরিশেষে কহিল আমি তাঁহার গণ্ডদেশে একটা আঁচিল দেখিয়াছি।

পস্থিউমস এত ক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার গল্প শুনিয়া মনে সন্দেহ করিতেছিলেন এক্ষণে জাতপ্রত্যয় হওয়াতে প্রেয়সীর প্রতি সাতিশয় অশ্রদ্ধান্বিত হইলেন এবং ক্রোধ সম্বরণে অসহিষ্ণু হইয়া মুক্তকণ্ঠে তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। শেষে প্রতিজ্ঞানুসারে পণের রত্নাঙ্গুরী ইয়াকিমোর হস্তে সমর্পণ করিলেন।

অনন্তর আপনার পরম বন্ধু এবং ভ্রষ্টাচার বনিতার সহচর পিসানিও নামক এক ব্যক্তির নামে এক লিপি লিখিয়া ব্রিটন দেশে পাঠাইয়া দিলেন। সেই পত্রে মিত্রকে এই অনুরোধ করিলেন আমার পত্নী ইমোজেন বিশ্বাস ঘাতকতা ব্যবহার করিয়াছে, তাহার জীবন অস্মৎ পক্ষে ঘৃণা ও লজ্জা জনক অতএব কৌশলক্রমে তাহাকে ওএলস দেশীয় সমুদ্র সন্নিহিত মিলফোর্দ স্থানে নীত করত প্রাণে বিনষ্ট করিবেন। অপর প্রতারণা পূর্ব্বক ইমোজেনকেও এই বলিয়া পত্র লিখিলেন প্রিয়ে তোমার অদর্শনে আমার জীবন সংশয়াপন্ন হইয়াছে আমি তোমার চন্দ্রানন অবলোকনার্থ ব্রিটনে যাইতে পারি না পদার্পণ করিবামাত্র প্রাণদণ্ড হইবে, যদি মিলফোর্দ স্থানে আসিয়া দর্শন দাও তাহা হইলে প্রাণ রক্ষা পায়। ইমোজেন অতি সরলা বিশেষতঃ পতিভক্তি পরায়ণা, পত্রী প্রাপ্ত মাত্রে পিসানিও সমভিব্যাহারে স্বামি সহ সাক্ষাৎ করণার্থ গমন করিলেন।

পিসানিও যদিও পস্থিউমসের অকৃত্রিম মিত্র এবং অতিশয় বিশ্বাস ভূমি তথাপি তাঁহার ঐ ভয়ঙ্করাদেশ পালনে সম্মত হইলেন না, ইমোজেনের সহিত যাত্রা করিয়া মিলফোর্দে আগমনানন্তর তাঁহাকে তদীয় স্বামির নিষ্ঠুর অনুমতির বিষয় জ্ঞাপন করিলেন।

যুবতী প্রিয়তম সহ সাক্ষাৎকার নিমিত্ত হৃষ্ট মনে আগমন করিয়াছিলেন এক্ষণে দর্শন দানের পরিবর্ত্তে প্রাণ বিনাশের অনুমতি দিবার কথা শ্রবণে মর্ম্মান্তিক বেদনা প্রাপ্তা হইলেন এবং নানা প্রকারে শোক সন্তাপ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

পিসানিও বিবিধ প্রবোধ বাক্যে শান্ত্বনা করিয়া কহিলেন সুন্দরি কিয়ৎ কাল ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক সহিষ্ণুতা করিয়া থাক, তোমার পতি এই অন্যায় অনুমতি নিমিত্ত অনতি বিলম্বে অনুতাপিত হইবেন। অনন্তর ইমোজেন খেদ করত কহিলেন আর পিত্রালয়ে গমন করিতে আমার ইচ্ছা নাই।

তাহাতে পিসানিও এই পরামর্শ দিলেন তবে পুরুষের পরিচ্ছদ পরিধান পুরঃসর দেশ পর্য্যটন করিয়া বেড়াও। তরুণী তাহাতে সম্মতা হইলেন এবং বেশান্তর গ্রহণ পূর্ব্বক রোমে গিয়া স্বামির সহিত সাক্ষাৎ করিবার মনস্থ করিলেন। পস্থিউমস্ যদিও যুবতীর প্রতি সাতিশয় নির্দয় ব্যবহার করিয়াছিলেন তথাপি আপনার অন্তর হইতে তাঁহাকে অন্তর করেন নাই অনুক্ষণ অনুধ্যান করিতেন।

পিসানিও ইমোজেনকে নূতন পরিচ্ছদ আনিয়া দিয়া স্বয়ং রাজ সদনে প্রত্যাগমনার্থ বিদায় লইলেন এবং যাত্রা করিবার অগ্রে একটা ক্ষুদ্র পাত্রস্থ একপ্রকার ঔষধ তাঁহার হস্তে প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন এই ঔষধে সকল রোগের শান্তি হয় রাজ্ঞী আমাকে দিয়াছিলেন।

রাজমহিষী পিসানিওকে ইমোজেন এবং পস্থিউমসের সুহৃৎ জানিয়া বিষবোধে ঐ দ্রব্য তাঁহার হস্তে প্রদান করিয়াছিল। রাণী রাজবাটীস্থ বৈদ্যের নিকট এই ছলে বিষ প্রার্থনা করে যে কালকূটের কেমন প্রভাব একটা পশুকে পান করাইয়া দেখিব। রাজভিষক্ রাজ্ঞীর ক্রূর প্রকৃতি অবগত ছিলেন, প্রকৃত বিষ পাইয়া যদি স্বভাব দোষে কোন মনুষ্যের প্রাণ হিংসা করে এই বিবেচনায় তাহাকে গরল প্রদান না করিয়া এক প্রকার ঔষধ দিয়াছিলেন লোকে তাহা উপযোগ করিলে তৎক্ষণে মৃতবৎ অচৈতন্য হইয়া ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হয় কিন্তু জীবনের কোন বিপদ্ ঘটে না বরং উত্তম রূপে ধাতু পুষ্ট হয়। পিসানিও এ সকল বৃত্তান্ত কিছুই জানিতেন না রাণী যেমন কহিয়া দিয়াছিল সেইরূপ বলিয়া ইমোজেনের হস্তে প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন পথিমধ্যে যখন শ্রান্তি বোধ হইবে এই অগদ সেবন করিও। পরে আশীর্ব্বচন প্রয়োগ পুরঃসর রক্ষণার্থ প্রার্থনা করিয়া প্রস্থান করিলেন।

ইমোজেন দেশ পর্য্যটনে যাত্রা করিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে দৈবযোগে এক নির্জন প্রদেশে গিয়া উপনীত হই-

লেন। সেই স্থানে তাঁহার দুই সহোদর শৈশব সময়ে অপহৃত হইয়া বসতি করিতেছিলেন। সিম্বেলিনের রাজ সভায় অতি উচ্চপদস্থ বেলারিয়স নামা এক জন সম্ভ্রান্ত মনুষ্য ছিলেন, লোকে রাজবিদ্রোহী বলিয়া তাঁহার প্রতি অপবাদারোপ করাতে রাজা নির্বাসন দণ্ড বিধান করেন। অতএব সেই পুরুষ বিনা অপরাধে নির্বাসিত হওয়াতে জাতক্রোধ হইয়া বৈরশুদ্ধির মানসে কুমার দ্বয়কে অপহরণ পূর্ব্বক ঐ গুপ্ত স্থানে আনয়ন করিয়াছিলেন তথায় এক গহ্বর খনন পূর্ব্বক তাঁহাদের সহিত একত্র অবস্থিতি করিতেন। তিনি ভূপতির অত্যাচারের প্রতিক্রিয়ার্থ নৃপতনয় দিগকে হরণ করিয়া আনিয়াছিলেন বটে কিন্তু তাঁহাদের উপরে কোন বিদ্বেষিতা প্রকাশ করেন নাই বরং স্নেহ ভাবে পুত্রবৎ লালন পালন পূর্ব্বক বিবিধ বিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন। সেই দুই কুমার ক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া শৌর্য্য বীর্য্যে ভূষিত ও নানা বিদ্যায় অলঙ্কৃত হন, মৃগয়া তাঁহাদের এক প্রকার জীবিকা হইয়াছিল। সর্ব্বদা বল বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক আপনাদের সৌভাগ্য সঞ্চয় নিমিত্ত পালক পিতার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিতেন।

ইমোজেন যে গহ্বর সন্নিধানে গিয়া দণ্ডায়মান হন তাহার অভ্যন্তরে ঐ দুই সহোদর বাস করিতেন। তরুণী মিলফোর্ড স্থানের নিকট দিয়া রোমে গমনের মানস করিয়াছিলেন বিশেষ বর্ত্ম জ্ঞান না থাকাতে দিগ্‌ভ্রম হইয়াছিল তাহাতে একটা অরণ্যানীর পথে চলিতে আরম্ভ করেন। প্রান্তর মধ্যে ভক্ষ্য পেয় কোথায় পাইবেন, ক্ষুধা তৃষ্ণায় অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া মৃতকল্প হন। ফলতঃ একে সুকোমলা অবলা তাহাতে পানাশন নাই, পুরুষের পরিচ্ছদ ধারণ করিয়াছেন বলিয়া কি পথশ্রান্তি ও বুভুক্ষা পিপাসার ক্লেশ সহ্য করিতে পারিবেন? সে যাহা হউক, অল্প মধ্যে গহ্বর দেখিয়া এক্ষণে তাঁহার আশা হইল ঐ স্থানে অবশ্য মনুষ্যের বসতি আছে ভিক্ষা করিয়া কিঞ্চিৎ

ভক্ষ্য লাভ করিতে পারিব। গুহামধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখেন ভিতরে জন মানব নাই কিন্তু ইতস্ততঃ অন্বেষণ করাতে এক প্রদেশে কিঞ্চিৎ খাদ্য দেখিতে পাইলেন। ক্ষুধায় নিতান্ত অধীরা হওয়াতে কাহার অনুমতির অপেক্ষা করিতে পারিলেন না, স্বহস্তে গ্রহণ পুরঃসর আহার করিতে বসিলেন। তৎকালে দুঃখাবেগে তাঁহার বদন হইতে এই খেদ প্রকাশক বাক্য বিনির্গত হইল, হায়, পুরুষের জীবন কি ক্লেশ জনক, পুম্বেশ ধারণে কএক দিনের মধ্যে কত কষ্ট পাইলাম, ক্রমাগত দুই রাত্রি ভূমি মাত্র আমার শয্যা হইয়াছে। আমার যথেষ্ট সহিষ্ণুতা তাহাতেই এখনও অক্ষিণ্ণ আছি নচেৎ গুরুতর পীড়ায় অবসন্ন হইতাম। পিসানিও পর্ব্বত শিখরে আরোহণ পূর্ব্বক তথাহইতে যখন আমাকে গিলফোর্দ প্রদেশ দেখাইয়াছিলেন তখন অতি নিকট বোধ হইয়াছিল, এ কি এত পথ আসিলাম এখনও তাহার সীমায় উপস্থিত হইতে পারিলাম না? তদনন্তর স্বামির নিষ্ঠুর অনুমতির কথা স্মরণ হইল তাহাতে বিশেষ পরিতাপ প্রকাশ পূর্ব্বক কহিলেন হা প্রিয়তম মিথ্যা প্রণয় স্থাপন করিয়াছিলে।

তরুণী এইরূপে একাকিনী আপনা আপনি খেদ বিষাদ করিতেছেন ইত্যবসরে তদীয় দুই সহোদর বেলারিয়সের সহিত মৃগয়া করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। রাজকুমারেরা সেই ব্যক্তিকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করিতেন, তিনিও স্নেহ প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে পলিদোর এবং কাদ্বাল বলিয়া আহ্বান করিতেন। কিন্তু কুমার দ্বয়ের প্রকৃত নাম গাইদেরিয়স্ এবং আর্ব্বিরাগস্।

বেলারিয়স আদৌ গহ্বর মধ্যে প্রবেশ করিলেন কিঞ্চিদভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়াই অপরূপ এক তরুণকে অবলোকন করাতে চমৎকৃত হইলেন এবং দেবযোনি জ্ঞানে সভয় হইয়া চীৎকার পূর্ব্বক বালক দ্বয়কে সহসা ভিতরে আসিতে বারণ করত কহিলেন ওহে তোমরা কিঞ্চিৎ বিলম্ব কর

হঠাৎ এখানে আসিও না, কে এক জন আমাদের খাদ্য দ্রব্য ভোজন করিতেছে, আমি যদি ইহাকে অভ্যবহার করিতে না দেখিতাম নিঃসন্দেহ পরীজাত বলিতে পারিতাম।

যুবারা এই কথা শুনিয়া বিস্ময় প্রকাশ পূর্ব্বক কহিলেন সত্য না কি মহাশয়? বেলারিয়স্ উত্তর দিলেন জুপিতর দেবের দিব্য, সত্য কহিতেছি, আমার বোধ হইতেছে ইনি কোন দেবতা অথবা পৃথিবীর মধ্যে অনুপম রূপবান। ফলতঃ পুরুষের পরিচ্ছদ পরিধান করাতে ইমোজেনের অনির্বচনীয় সৌন্দর্য্য হইয়াছিল।

যুবতী মনুষ্যের বাক্য শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ বাহিরে আসিলেন এবং সাতিশয় বিনয় প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন হে মহাশয় গণ আমার প্রতি করুণা প্রকাশ করুন, বিনা আদেশে গহ্বরের অভ্যন্তরে প্রবেশ নিমিত্ত আমার হিংসা করিবেন না আমি অনুমান করিয়াছিলাম আপনারা ভিতরে আছেন কিঞ্চিৎ খাদ্য সামগ্রী যাচ্ঞা অথবা মূল্য-দ্বারা ক্রয় করিয়া লইব। আমি গর্ত্ত মধ্যে গিয়াছিলাম বটে কোন দ্রব্য অপহরণ করি নাই, এ গুহা যদিস্যাৎ স্বর্ণে পরিপূর্ণ থাকিত তাহা হইলেও কিঞ্চিন্মাত্র গ্রহণ করিতাম না। আত্যন্তিক ক্ষুধা হইয়াছিল কিঞ্চিৎ ভক্ষ্য ভোজন করিয়াছি তাহার মূল্য গ্রহণ করুন। যদিস্যাৎ আপনারা আসিয়া উপস্থিত না হইতেন আমি আহারান্তে এই সকল খাদ্য সামগ্রীর অধিকারি মহাশয়দিগের আশীর্ব্বাদ করত প্রকৃত মূল্য এখানে রাখিয়া যাইতাম। এই বলিয়া মূল্য দিতে উদ্যত হইলেন কিন্তু তাঁহারা কোন ক্রমে গ্রহণ করিলেন না। ইহাতে তরুণী অবলা স্বভাব প্রযুক্ত সন্ত্রাস যুক্তা হইয়া কহিলেন আপনারা কি আমার উপরে ক্রোধান্বিত হইলেন? হে মহোদয় গণ যদি রোষ বশতঃ আমার প্রাণ বিনাশ করেন তাহা হইলে নিশ্চয় জানিব বিনা অপরাধে আমাকে মরিতে হইল।

বেলারিয়স জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কোথায় গমন করিবে? তোমার নাম কি?

ইমোজেন বিনম্র ভাবে প্রতিবচন প্রদান করিলেন মহাশয় আমার নাম ফাইদিলি, এক জন কুটুম্ব ইতালি গমন করিতেছেন মিলফোর্দের বন্দরে পোত রহিয়াছে ত্বরায় আরোহণ করিবেন তাঁহার নিকট যাইতেছিলাম পথিমধ্যে আহারীয় দ্রব্যাভাবে ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর হইয়া এস্থানে আগমন করি, তাহাতে এই অপরাধ ঘটিল।

বেলারিয়স কহিলেন ওহে যুবক ভয় পাইতেছ কেন এবং মূল্যই বা বাহির করিলে কেন? তুমি কি আমার দিগকে নীচ প্রকৃতি জ্ঞান করিলে? আমাদের বাস স্থান ক্ষুদ্র দেখিয়া অন্তঃকরণকে লঘুতর বোধ করিও না। তুমি সৌভাগ্য ক্রমে এস্থানে উপস্থিত হইয়াছ উত্তম রূপে রক্ষিত হইবে। যাহা হউক সায়ং কাল নিকটবর্ত্তী হইল অদ্য কোথায় যাইবে? এস্থানে অবস্থিতি কর, উত্তমোত্তম ভক্ষ্য প্রদান করিব। পরে আপনার বালক দ্বয়কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন হে বৎস এই তরুণের যথোচিত অভ্যর্থনা কর।

দুই সহোদর আদেশক্রমে আতিথ্য করিয়া স্বাভাবিক স্নেহোদয়ে ভ্রাতৃ সম্বোধন পূর্ব্বক ইমোজেনকে কহিলেন তুমি নির্ভয়ে অবস্থিতি কর আমরা ভ্রাতার তুল্য তোমাকে ভাল বাসিব। ইমোজেন স্নিগ্ধ বচনে আশ্বস্ত হইলেন এবং তাঁহাদের সমভিব্যাহারে পুনর্ব্বার গহ্বর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। মৃগ মাংস অবলোকনে তরুণীর স্বয়ং রন্ধন করিতে বাসনা হইল। তাঁহাদের সম্মতি ক্রমে পাকে প্রবৃত্তা হইয়া এবম্প্রকার সুস্বাদ্য করিয়া রান্ধিলেন যে আহার করিয়া সকলের অনির্ব্বচনীয় তৃপ্তি জন্মিল। ইদানীন্তন সময়েরই সম্ভ্রান্ত লোকের কন্যারা পাক ক্রিয়ায় অনভিজ্ঞা, প্রাচীন কালে সকল পরিবারের অবলারাই রন্ধন করিতে জানিতেন, বিশেষতঃ ইমোজেন এই শিল্প বিদ্যায় সুনিপুণ ছিলেন। সে যাহা হউক। দুই সোদর পরস্পর

কহিতে লাগিলেন কি উত্তম ব্যঞ্জন প্রস্তুত হইয়াছে, মনোদেবী পীড়িতা হইলে ফাইদিলি যেমন বন্য ফলমূলে তাহার নিমিত্ত পথ্য প্রস্তুত করেন সকল সামগ্রীতে তদ্রূপ সুস্বাদ অনুভব হইল। অনন্তর তরুণীর সঙ্গীত শ্রবণে যৎপরোনাস্তি পরিতোষ প্রকাশ পূর্ব্বক কহিলেন আহা দেবদূতের কণ্ঠ স্বরের ন্যায় কি সুমধুর গীত?

কিয়ৎ ক্ষণ পরে দুই সহোদরে সেই সুলোচনার লোচন লপন বিশেষ মনোযোগের সহিত অবলোকন করিয়া পুনর্ব্বার পরস্পর কহিতে লাগিলেন হে ভ্রাতঃ এই নবীন যুবা সুধাস্রাবি হাস্য করিতেছেন বটে কিন্তু ইহাঁর আস্যে কোন একটা আন্তরিক অসুখের চিহ্ন প্রকাশ পাইতেছে বোধ হয় ইহাঁর অন্তঃকরণ শোক ও ঔদাস্যে পরিপূর্ণ আছে।

ইমোজেন এই রূপে স্বীয় নিরুপম গুণে অথবা স্বভাবতঃ প্রবৃত্ত সনাভি স্নেহে তাঁহাদিগের অতিশয় প্রীতি ভাজন হইলেন। যুবতী তাঁহাদের প্রতি আপন সহোদর স্নেহের আবির্ভাব দেখিয়া মনেং বিবেচনা করিলেন যদিস্যাৎ চিত্তমধ্যে পস্থিউমসের চিন্তাকে স্থানদান না করিতাম এই অরণ্যে অবস্থান পূর্ব্বক এই যুবক দ্বয়ের সহিত পরম সুখে কাল যাপন করিতে পারিতাম, প্রণয় করিয়া প্রাণাপদে পড়িতে হইত না। যাহা হউক, মিলফোর্দে গমন নিমিত্ত যাবৎ যথেষ্ট সামর্থ্য না হয় তাবৎ এই স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক ইহাঁদের সহিত আলাপে চিত্ত বিনোদন করি।

তাঁহারা মৃগয়া দ্বারা যে মাংস আনয়ন করিয়াছিলেন তাহা ভোজনে নিরবশেষ হইল অতএব পুনর্বার হরিণ ধারণার্থ অরণ্য প্রবেশের উদ্যোগ করিলেন। ইমোজেন ফাইদিলি নামে পরিচয় দেওয়াতে ঐ সংজ্ঞায় তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন চল মৃগবধার্থ গমন করি। কিন্তু তিনি শারীরিক অসুস্থতার উল্লেখ করত সমভিব্যাহারে গমনে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। বস্তুতঃ স্বামির নির্দয় ব্যবহারের ভাবনা এবং পথ শ্রান্তি হেতু তরুণী যৎপরো-

নাস্তি খিন্না ছিলেন কোন মতে মনোমধ্যে স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারেন নাই।

অতএব বেলারিয়স সেই দুই বালক সমভিব্যাহারে মৃগয়ার্থ বহির্গত হইলে ইমোজেন গহ্বর মধ্যে একাকিনী থাকিলেন। তাঁহারা তিন জনে যাইতেং কেবল ঐ তরুণীর সুশীলতা ও সদ্‌গুণের বিষয়ে কথোপকথন করত প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

ইমোজেন একাকিনী হইয়া আপনার দুর্ভাগ্যের বিষয় ভাবিতে আরম্ভ করিলেন। কিয়ৎ ক্ষণ চিন্তা করিতেং হঠাৎ পিসানিওর দত্ত ঔষধ মনে পড়িল অতএব তাহা পান করিয়া গভীর নিদ্রায় অভিভূতা হইলেন।

কিয়দ্ঘটিকানন্তর বেলারিয়স্ এবং সেই দুই সহোদর মৃগয়া হইতে প্রত্যাগমন করিলেন। পলিদোর প্রথমতঃ গহ্বরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন ফাইদিলি স্বাপাবেশে রহিয়াছেন। পদ শব্দে পাছে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হয় এই বিবেচনা করিয়া পলিদোর পাদুকা উন্মোচন করিলেন। ফলতঃ অরণ্যস্থিত রাজনন্দন দ্বয়ের মনে অতিশয় স্নেহ জন্মিয়াছিল এবং দুই জনেই তাহা প্রকাশ করিতে কোন প্রকারে ত্রুটি করেন নাই। সে যাহা হউক, পলিদোর কতক ক্ষণ পরে নিকটবর্ত্তী হইয়া আকৃতি নিরীক্ষণ পূর্ব্বক বিবেচনা করিতে লাগিলেন শব্দদ্বারা নিদ্রাভঙ্গ হইবেক না, ইনি মহা নিদ্রা প্রাপ্ত হইয়াছেন। পরে তিনি সাতিশয় শোক প্রকাশ পুরঃসর বিলাপ করিতে লাগিলেন তাহাতে এমত বোধ হইল শৈশবাবধি যেন একত্র ছিলেন নিষ্ঠুর কাল সেই সময় বিচ্ছেদ ঘটাইল।

বেলারিয়স্ পলিদোরকে শান্ত্বনা করত কহিলেন হে বৎস আর বিষাদ করিলে কি হইবে? এখন রীত্যনুসারে সঙ্গীত পূর্ব্বক ইহার সৎকার সমাধা কর।

এক্ষণে দুই সহোদর ইমোজেনের দেহ খট্টায় আরোপণ পূর্ব্বক প্রান্তরে ছায়াবিশিষ্ট এক স্থানে লইয়া গেলেন।

তথায় তৃণের উপরি ধীরেং শয়ন করাইয়া সন্নিকটে উপবেশন পূর্ব্বক শোক সূচক সঙ্গীত করিতে লাগিলেন। কিয়ৎ ক্ষণ বিলম্বে পলিদোর বিবিধ পত্র পুষ্প চয়ন পুরঃসর ইমোজেনের গাত্রে অর্পণ পূর্ব্বক কহিলেন হে ফাইদিলি গ্রীষ্মঋতু পর্য্যন্ত এখানে অবস্থিতি করিয়া প্রত্যহ তোমার শরীরে এইরূপে কুসুমাবকিরণ করিব। প্রফুল্ল কমল তোমার আস্য সদৃশ, অপরাজিতা লতা ত্বদীয় কোমল গাত্রের পরিচ্ছন্ন শিরার ন্যায়, অপর মল্লিকা পুষ্প ভবদধর তুল্য সুগন্ধি ও সুখাবহ, এই সকল কুসুম তোমার গাত্রে নিরন্তর বিকীর্ণ করিব। শীতকালে যখন কোন নব প্রসূন প্রাপ্ত না হইব তখন শৈবাল দ্বারা মনোহর কলেবর আচ্ছাদন করিয়া দিব।

অনন্তর সৎকার সমাপন পূর্ব্বক দুই সহোদরে বিষণ্ন বদনে বাসস্থলী প্রত্যাগমন করিলেন।

ইমোজেন প্রান্তরে একাকিনী পড়িয়া রহিলেন। কিয়ৎ ক্ষণ পরে ঔষধের তেজঃ শান্ত হইল। যুবতী ক্রমে চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া গাত্রের উপরিস্থ কুসুমাবরণ অপসরণ পূর্ব্বক উঠিয়া বসিলেন। তাঁহার বোধ হইল অদ্ভুত স্বপ্ন সন্দর্শন করিতেছিলেন, কহিতে লাগিলেন এ কি? এক গহ্বরে সুশীল লোকদিগের সুপকার ছিলাম এখানে কি প্রকারে আসিলাম? আমার গাত্রে পুষ্পাবকিরণ কোথা হইতে হইল? অনন্তর উত্থান পূর্ব্বক সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন কিন্তু সেই গহ্বরের কোন্ পথ নির্ণয় করিতে পারিলেন না। অনেক ক্ষণ ইতস্ততো ভ্রমণ করিয়া কহিলেন গহ্বরে যে ব্যাপার হয় তাহাও বুঝি স্বপ্নাবস্থার কর্ম্ম। পরে ইতালি গমন মানসে মিলফোর্ড বন্দরে পোতারোহণ নিমিত্ত অশেষ ক্লেশানুভব করিতেং সেই দিকে চলিলেন। তখন পুরুষ বেশে স্বামির সহিত সাক্ষাৎ করিবার চিন্তা তদীয় চিত্তে পুনর্বার প্রবল হইয়া উঠিল।

এই সময়ে ব্রিটনাধিপতির সহিত রোমীয় সম্রাট্ সিজরের এক সমর উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে রোম দেশীয় সেনাগণ ব্রিটন জয় করিবার নিমিত্ত যাত্রা করিয়া পথ ঘটিত সেই বনে আগত হইল যেখানে ইমোজেন যূথভ্রষ্টা হরিণীর ন্যায় ব্যাকুলা হইয়া ভ্রমণ করিতেছিলেন। রোমীয় অনীকিনী সমভিব্যাহারে পস্থিউমস্ও আসিয়াছিলেন। কিন্তু ইমোজেন এ সকল ঘটনার কিছুই জানিতেন না।

পস্থিউমস্ যদিও মহারাজের সৈন্য মধ্যে গণ্য হইয়া ব্রিটনে আগমন করিলেন তথাপি ঐ দেশ তাঁহার জন্মভূমি, এ প্রযুক্ত তত্রস্থ লোকদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতে তাঁহার উৎসাহ হইল না, অতএব সিম্বেলিনের সপক্ষতা অবলম্বন পূর্ব্বক স্বদেশীয় যোদ্ধৃবর্গের সহিত মিলিত হইবার মানস করিলেন।

তিনি খলের প্রতারণায় বঞ্চিত হইয়া প্রিয়তমা ইমোজেনের প্রতি বিশ্বাস ঘাতিতার যে সন্দেহ করেন যদিও তৎকাল পর্য্যন্ত তাহার অপনোদন হয় নাই তথাপি আপনার অনুমতি ক্রমে পিসানিও দ্বারা প্রেয়সীর প্রাণ সংহার হইয়াছে এ সংবাদ প্রাপ্তি অবধি মনোমধ্যে সাতিশয় দুঃখিত ছিলেন, অতএব এই বিবেচনা করিয়া রোমীয় সৈন্য সমভিব্যাহারে আগমন করেন আর মনস্তাপ সহিষ্ণুতা করিতে পারি না, যুদ্ধযাত্রা করি সমর করিয়া রণশায়ী হইতে পারিব, যদিস্যাৎ আমার অদৃষ্টে তাহাও না ঘটে সিম্বেলিন রাজা আমাকে নির্বাসিতাবস্থায় স্বদেশে প্রত্যাগত দেখিলে প্রাণ বিনষ্ট করিবেন তাহাতে প্রিয়তমার চির বিচ্ছেদ জন্য মনঃপীড়া হইতে পরিত্রাণ পাইব।

রোমীয় অনীকিনীগণ বর্ত্মমধ্যে পুরুষবেশধারিণী ইমোজেনকে অবলোকন করিয়া সেনাপতি সন্নিধানে লইয়া গেল। সৈন্যাধ্যক্ষ লুসিয়স তাঁহার আকৃতি প্রকৃতি এবং সভ্যভব্যতা দর্শনে সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকে আপনার ভৃত্যতায় নিযুক্ত করিলেন।

এ দিকে ব্রিটনাধিপতির সেনাগণ শত্রু দলের প্রতিকূলে যাত্রা করত অগ্রসর হইয়া আসিল। যোদ্ধারা বিপক্ষের উদ্দেশে অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিলে রাজার অপহৃত দুই পুত্র পলিদোর এবং কাদ্বাল স্বাভাবিক সমরোৎসাহিতা প্রযুক্ত যুদ্ধের কথা শুনিয়া বৈরি বিজয়ার্থ তাহাদের সহিত মিলিত হইলেন কিন্তু পিতার সেনার সহিত একত্র হইয়া পৈতৃক রাজ্য রক্ষার্থ যে যুদ্ধ করিবেন এ বিষয় কিছুই তাঁহাদের বিদিত হইল না। বেলারিয়স্ যৌবনাবস্থায় এক জন মহা শূর ছিলেন যদিও বয়োবাহুল্য প্রযুক্ত শক্তি হ্রাস হইয়াছিল তথাপি রাজার সেনাগণকে বৈরি বিনাশ নিমিত্ত যাত্রা করিতে দেখিয়া মনে করিলেন ভূপতির তনয়দ্বয় অপহরণ করিয়া অবধি মনস্তাপে সন্তাপিত আছি এক্ষণে নরপালের কিঞ্চিদুপকার করি অতএব তিনিও ঐ সৈন্যব্যূহ সহিত মিলিত হইয়া রণযাত্রা করিলেন।

অনন্তর দুই পক্ষের সেনাগণ পরস্পর সম্মুখীন হওয়াতে তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল তাহাতে ব্রিটনাধিপের যোদ্ধৃবর্গকে পরাভব স্বীকার পূর্ব্বক পলায়ন পরায়ণ এবং রাজাকে নিহত হইতে হইত কেবল পস্থিউমস্ বেলারিয়স্ এবং রাজকুমার দ্বয়ের অসাধারণ শৌর্য্য বীর্য্য প্রভাবে হইতে পারিল না। উক্ত চারি জন রণ কৌশল প্রকাশ পুরঃসর নরপালের প্রাণ রক্ষা করিলেন। রোমানেরা জয়ী হইবেক কি, তাঁহাদের বিক্রমে পরাজয় মানিয়া আপনারাই যুদ্ধে ভঙ্গ দিল।

পস্থিউমস্ আপন জীবন বিনাশ মানসেই অকুতোভয়ে রণ করিলেন, সমরাবসানে যখন দেখিলেন যুদ্ধে মৃত্যু হইল না তখন ব্রিটনাধিপ সিম্বেলিনের এক জন সেনাপতির নিকট আত্ম পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন আমি নির্বাসিত হইয়া ছিলাম রাজাজ্ঞা লঙ্ঘন পূর্ব্বক স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছি অতএব বধ দণ্ডার্হ। নৃপতিকে বলিয়া আমার প্রাণ দণ্ড কর।

ইতিপূর্ব্বে ইমোজেন স্বীয় প্রভুর সহিত বন্দীরূপে ধৃত হইয়া ব্রিটনাধিরাজের নিকট আনীত হন্, তাঁহার প্রাচীন বৈরী রোমীয় সেনানী ইয়াকিমোও ঐ সমভিব্যাহারে ধৃত হইয়াছিল। সেই সকল ব্যক্তিরা রাজ সম্মুখে দণ্ডায়মান আছে ইত্যবসরে সেনাপতি প্রাণ দণ্ড বিধান নিমিত্ত পস্থি-উমসকে তথায় আনয়ন করিলেন। এই সময়ে বেলারিয়স পলিদোর এবং কাদ্বাল নামক দুই বালক সহিত সংগ্রাম জয়ের পুরস্কার জন্য মহা সমাদরে সেই স্থানে আনীত হইলেন, পিসানিও রাজার অনুচর সুতরাং ভূপতি সমীপে বর্ত্তমান ছিলেন।

অতএব পস্থিউমস্, ইমোজেন, রোমীয় সেনাপতি, পিসানিও, ইয়াকিমো এবং সিম্বেলিন রাজার চির প্রনষ্ট দুই সন্তান, তথা বেলারিয়স্ ইহাঁরা প্রত্যেকে স্ব২ অন্তঃকরণ মধ্যে এক২ ভাবনায় পূর্ণ হইয়া রাজ সমক্ষে দণ্ডায়মান হইলেন।

রোমীয় সেনানী প্রথমতঃ ভূপতির সমক্ষে আত্মাভিপ্রায় প্রকাশ করিবার উপক্রম করিলেন। যদিও সকলেই মনে২ তদর্থ উৎসুক হইতেছিলেন তথাপি তাঁহাকে দেখিয়া নীরব হইলেন।

পস্থিউমসের পরিচ্ছদ যদিও জঘন্য ছিল তথাপি ইমোজেন অবলোকন মাত্রে তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন কিন্তু তাঁহা কর্ত্তৃক স্বয়ং অভিজ্ঞাত হইলেন না। তরুণী ইয়াকিমোকেও চিনিলেন এবং তাহার হস্তে আপনার অঙ্গুরী দেখিতে পাইলেন। এই ব্যক্তিই তাঁহার এই সমস্ত দুর্গতির নিদান। যাহা হউক, যুবতী কাহাকেও কিছু না কহিয়া পিতৃ সম্মুখে বন্দীস্বরূপে দণ্ডায়মানা রহিলেন।

রাজানুচর পিসানিও আপনি রাজনন্দিনীকে পুরুষের বেশ পরিধান করাইয়াছিলেন অতএব দেখিবামাত্র নৃপকুমারীকে চিনিতে পারিলেন এবং মনে২ এই বাক্য কহিলেন ইনিই আমার ঠাকুরাণী বটেন, ইহাঁকে জীবিতা দেখিলাম

এই পরম লাভ, অদৃষ্ট বশতঃ ইহাঁর অবস্থা ভাল মন্দ যাহা হউক আমার মনের উদ্বেগ দূর হইল। বেলারিয়সও তরুণীকে নিরীক্ষণ করিয়া পূর্ব্ব পরিচিত জ্ঞান করত অনুদাত্ত স্বরে কাদ্বালকে জিজ্ঞাসা করিলেন বৎস এই না সেই বালক? পুনর্ব্বার জীবিত হইয়াছিল না কি? কাদ্বাল উত্তর দিলেন মহাশয় একটা বালুকা কণা হইতে অন্য শৈকত কণিকার বরং ভিন্নতা বোধ করিতে পারা যায়, ফাইদিলি হইতে এই তরুণের কিঞ্চিন্মাত্র বৈলক্ষণ্য অনুভব হয় না। পলিদোর কহিলেন মহাশয় মৃত ফাইদিলি বাঁচিয়া উঠিয়াছে দেখিতেছেন কি? বেলারিয়স্ অনুচ্চ স্বরে বলিলেন নীরব হও, সে নয়, ফাইদিলি হইলে অবশ্য আমারদিগের নিকট আত্ম পরিচয় দিত। পলিদোর কহিলেন তাহাও তো বটে, আমরা যে তাহাকে গতাসু দেখিয়াছিলাম। বেলারিয়স বলিলেন চুপ্ কর, এখন আর তর্ক বিতর্কে কাজ নাই।

পস্তিউমস্ ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইয়া আপনার প্রাণ দণ্ডাজ্ঞার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। যুদ্ধে রাজার জীবন রক্ষা করিয়াছেন প্রকাশ করিলেন না, বেবেচনা করিলেন তাহা ব্যক্ত করিলে নরনাথ ক্ষমা করিবেন।

রোমীয় যে সেনানী ইমোজেনকে আশ্রয় প্রদান পুরঃসর ভৃত্যস্বরূপে নিকটে রাখিয়াছিলেন আদৌ তিনিই নৃপসমীপে কথা কহিতে আরম্ভ করেন। আপনি সাহসিক এবং মহা সম্ভ্রান্ত এ প্রযুক্ত অকুতোভয়ে বক্ষ্যমাণ বচন প্রয়োগ করিতে লাগিলেন।

মহারাজ, আমি শুনিয়াছি আপনি অর্থ লইয়া বন্দিদিগকে মুক্তি দেন না, সকলেরই প্রাণ দণ্ড করিয়া থাকেন। আমি এক জন রোমীয় বন্দী, অবশ্যই বধদণ্ডে দণ্ডিত হইব। আপনি রোমীয় সাহসের সহিত তাহা সহ্য করিতে প্রস্তুত আছি। পরে ইমোজেনকে অগ্রে করিয়া বলিলেন কিন্তু হে নরনাথ আমার নিবেদন এই, এ বালকটী ব্রিটন দেশীয়, ইহাকে মার্জ্জনা করুন্। এ আমার ভৃত্য, অতি সুশীল, কার্য্য-

দক্ষ এবং প্রভুভক্ত, বোধ করি এতাদৃশ কর্ম্মকর কেহ কখন প্রাপ্ত হন নাই। হে রাজন্ এ ব্যক্তি এক জন রোমানের সেবামাত্র করিয়াছে, আপনার রাজ্য ব্রিটন দেশের পক্ষে কোন বিপক্ষতাচরণ করে নাই, অতএব ইহার জীবন রক্ষা করিতে আজ্ঞা হয়।

ব্রিটনাধিপতি অতিশয় মনোযোগের সহিত ইমোজেনকে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন ছদ্মবেশ প্রযুক্ত নিশ্চয় চিনিতে পারিলেন না বটে কিন্তু মনোমধ্যে যেন অপত্যস্নেহের আবির্ভাব হইল অতএব রোমীয় সেনানীর কথাবসানে বলিলেন আমারও বোধ হইতেছে এই বালকটীকে যেন কখন দেখিয়াছি ইহার মুখ যেন আমার সুপরিচিত, এ বিষয়ে সন্দেহ মাত্র হইতেছে না, অধিকন্তু ইহার জীবন দান করিতে আমার অন্তঃকরণ অত্যন্ত ব্যগ্র হইতেছে। যাহা হউক, ইহার প্রাণ দণ্ডে ক্ষান্ত হইলাম। অনন্তর সেই বালককে সম্বোধন পুরঃসর বলিলেন অরে আমি তোর্ জীবন দান করিলাম, তোর্ যদি কিছু প্রার্থয়িতব্য থাকে বল্ তাহাও প্রদান করি, যদিস্যাৎ বন্দিরদের প্রধান ব্যক্তির জীবন প্রার্থনা করিস্ তাহাও স্বীকার করিব।

ইমোজেন বিনীত ভাবে নিবেদন করিলেন মহারাজ আমার প্রতি যে অনুগ্রহ হইল তদর্থ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পূর্ব্বক আপনাকে কোটি২ প্রণাম করি।

হে দয়াময়, যে ব্যক্তির প্রতি স্বামিপাদের প্রসন্নতা হয় সে যাহা প্রার্থনা করে তাহাকে তৎপ্রদানে অঙ্গীকার করিলেই তাহার প্রতি বর হয়। আপনি আমার প্রতি প্রার্থয়িতব্য প্রার্থনার আদেশ করাতে বুঝিতেছি বর প্রদান করিবেন। বালক বক্তৃতা করণে প্রবৃত্ত হইলে পর সকলেই একাগ্র চিত্তে শুশ্রূষু হইয়া রহিল দেখি এ কি প্রার্থনা করে। তাহার প্রভু রোমীয় সেনানী তদীয় বচনারম্ভে কহিলেন হে প্রিয় বালক, আমার জীবনে আবশ্যক নাই। বোধ করি তুমি আমারই প্রাণ দান চাহিবে। ইমোজেন বিনয় প্রদ-

শন পুরঃসর তাঁহাকে নিবেদন করিলেন মহাশয় আমার কিঞ্চিদ্‌গুরুতর বিষয় প্রার্থনীয় আছে, এ কারণ আপনকার জীবন রক্ষা প্রার্থনা করিতে পারি না।

রোমীয় সেনানী বালককে ভৃত্য মধ্যে নিযুক্ত করিয়া অবধি নিরন্তর তদীয় প্রভুভক্তির প্রমাণ প্রাপ্ত হইতেছিলেন অধুনা ঈদৃশী অকৃতজ্ঞতার কথা শ্রবণে চমৎকৃত হইয়া রহিলেন।

অনন্তর ইমোজেন ইয়াকিমোর প্রতি নেত্রপাত করিয়া নৃপতিকে নিবেদন করিলেন মহারাজ আমার প্রার্থনা এই, ঐ ব্যক্তি এই ধর্ম্মাধিকরণ মধ্যে ধর্ম্মাবতার সমক্ষে অকপটে ব্যক্ত করুক্ উহার অঙ্গুলীস্থ অঙ্গুরীটী কোথায় পাইয়াছে।

ব্রিটনাধিপতি কহিলেন তোমার এ প্রার্থনা এখনই সিদ্ধ করিয়া দিতেছি। পরে ইয়াকিমোকে ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক আজ্ঞা দিলেন অরে এ অঙ্গুরী কোথা পাইয়াছিস্ যথার্থ বর্ণন কর্, যদি সত্য না বলিস্ তোর বিপদ্ ঘটিবে।

ইয়াকিমো রাজার কোপ দেখিয়া ভীত হইল এবং পস্থিউমসের সহিত যে রূপ পণ হয় ও যে প্রকার প্রতারণা করিয়া অঙ্গুরী গ্রহণ করে সমুদায় বিষয় অবিকল বর্ণন করিয়া আপনার খলতা আপনি স্বীকার করিল।

পস্থিউমস্ অদূরে উপস্থিত থাকিয়া স্বকর্ণে স্বীয় পত্নীর নির্দোষতার বিবরণ যখন শ্রবণ করিলেন তখন তাঁহার অন্তঃকরণ যে কি প্রকার হইল তাহা বর্ণন করা যায় না। তৎক্ষণাৎ নৃপতির সম্মুখীন হইয়া মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করিলেন আমি নির্দয়তার সহিত সেই নির্দোষা যোষার প্রাণ সংহারার্থ প্রিয় মিত্র পিসানিওকে আদেশ করিয়াছিলাম। পরে শোকাবেগ সম্বরণে অসহিষ্ণু হইয়া এই বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন হা ইমোজেন, হা হৃদয়েশ্বরি, হা প্রিয়ে, আমি অতি নৃশংস।

পতিব্রতা ইমোজেন স্বচক্ষে স্বামির এতাদৃশ কাতর্য্য নিরীক্ষণ করিয়া আর আত্ম গোপন পূর্ব্বক থাকিতে পারিলেন না, অবিলম্বে ছদ্মবেশ পরিহার পুরঃসর প্রকৃত আকারে প্রকাশ পাইলেন। পস্থিউমস্ যে সরলা অবলার প্রতি নৃশংসতাচার করিয়া পাপ ভারে খিন্ন হইতেছিলেন সমক্ষে সেই প্রেয়সীর অচিন্তনীয় দর্শন লাভে বাক্‌পথাতীত বিস্ময় ও আনন্দে আন্দোলিত হইতে লাগিলেন।

ব্রিটনাধিরাজ সিম্বেলিন আত্ম তনয়ার পুনঃ প্রাপ্তি ও তদীয় চরিত্রের বিবরণ শ্রবণে আহ্লাদ সাগরে মগ্ন হইলেন এবং সাতিশয় স্নেহ ও পরম সমাদর সহকারে তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। পস্থিউমস্ রাজপ্রসাদে কেবল প্রাণে রক্ষিত হইলেন এমত নহে জামাতৃ স্বরূপে পরিগৃহীত হইয়া অভিনন্দিত হইতে লাগিলেন।

ভূপতির এই আহ্লাদের সময় বেলারিয়স্ আত্ম পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক আপনার দোষ স্বীকার করিতে মানস করিলেন। অতএব নৃপতির সম্মুখে পলিদোর এবং কাদ্বাল নামক দুই কুমারকে নীত করিয়া নিবেদন করিলেন মহারাজ এই দুই নৃপনন্দন গাইদেরিয়স এবং আর্ব্বিরাগস, আমাকর্ত্তৃক শৈশবকালে অপহৃত হয়েন।

রাজা এই আনন্দের সময় তনয় লাভ হওয়াতে অপরিসীম সন্তোষ প্রাপ্ত হইলেন। বেলারিয়স পূর্ব্বে অপরাধ করিয়া দণ্ডার্হ হইয়া ছিলেন বটে কিন্তু তখন সে কথাকে উল্লেখ করিবে? মন্ত্রী কেবল ক্ষমাপ্রাপ্ত হইলেন না, বিশেষ সমাদরে গৃহীত হইলেন। ভূপতি পলায়িতা দুহিতা পুনঃ প্রাপ্ত হইলেন, সন্তান দ্বয় শৈশব সময়ে হৃত হইয়া বহু কালান্তে আসিল, এবং তাঁহাদের অসামান্য শৌর্য্য বীর্য্যে সমর বিজয় ও আপনার জীবন রক্ষা হইল অতএব এতাদৃশ হর্ষের সময় ঐ বিষয়ের আনুকূল্যকারির পূর্ব্বাপরাধ মার্জ্জনা এবং সম্মান হইবার অসম্ভাবনা কি?

ইমোজেন এক্ষণে অবকাশ পাইয়া আপনার প্রতিপালক রোমীয় সেনাপতির প্রত্যুপকার করিতে ব্যগ্র হইলেন। জনক সন্নিধানে আপনার প্রতি সেনানীর স্নেহ ও আনুকূল্যের বিষয় বর্ণন পুরঃসর তাঁহার প্রাণ রক্ষা করিতে অনুরোধ করিলেন। তাহাতে সেই সেনাধ্যক্ষের বন্দিভাব হইতে মুক্তি হইল। পরে তাঁহার মধ্যস্থতা দ্বারা সন্ধি প্রসঙ্গ হওয়াতে ব্রিটন ও রোম রাজ্যের চিরবিরোধের রোধ হইল।

রাজা সিম্বেলিনের দুষ্টা মহিষী স্বীয় মনোভীষ্ট সিদ্ধি নিমিত্ত যে সমস্ত ষড়্যন্ত্র করিয়াছিল কোন অংশে কিঞ্চিন্মাত্র সফল হইল না বরঞ্চ পর হিংসার প্রতিফল অবিলম্বে ফলিল। তাহার নির্বোধ তনয় কোন একটা সামান্য বিবাদে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল এবং তজ্জন্য মনোবেদনায় সে আপনিও অচিরে প্রাণ ত্যাগ করিল। ব্রিটনাধিপতির পরম সুখাবহ চরম সময়ের উপন্যাস বর্ণনা কালে সে সকলের উল্লেখে প্রয়োজন নাই এস্থলে এতাবন্মাত্র কহিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে নির্ম্মল স্বভাব লোকে উপযুক্ত সময়ে কদাপি সুখে বঞ্চিত হয় না, আর খল প্রকৃতির উচিত প্রতিফল অবশ্যই হয়। ইয়াকিমো যদিও শঠতা করিয়া দৈবোপহত হয় নাই তথাপি অবিলম্বে আপনার আত্ম প্রকৃতির পরিচয় দিতে বাধিত হইয়া রাজসভা হইতে তাড়িত হইল ইতি।



R. D. SORNOKAR. ENGR. ৪৫৫

ম্যাক্‌বেথ্ ।

সেক্‌সপিয়র।

ম্যাকবেথের উপাখ্যান।

স্কত্‌লন্দ দেশে দন্‌কেন নামক নরপতির অধিকার কালে ম্যাকবেথ নামা এক জন সম্ভ্রান্ত মনুষ্য বাস করিতেন। নৃপতির সহিত নৈকট্য সম্বন্ধ এবং শৌর্য্য বীর্য্যের খ্যাতি থাকাতে রাজসভায় তাঁহার যথেষ্ট সম্মান ছিল। অপর নরওএ দেশের সংগ্রামে রণ পাণ্ডিত্য প্রকাশ পুরঃসর বিপক্ষ পক্ষের পরাভব করাতে মহা যশস্বী হন।

নরওএর সমর সমাপ্ত হইলে ম্যাক্‌বেথ বেন্‌কো নামক স্কত্‌লন্দীয় সেনানী সমভিব্যাহারে একটা প্রান্তর উত্তীর্ণ হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন ইত্যবসরে তিনটা স্ত্রী মূর্ত্তি সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের বর্ত্মাবরোধ করিল। উক্ত আকৃতি ত্রয়ের অস্নিগ্ধ বর্ণ এবং অসভ্য পরিচ্ছদে বোধ হইল তাহারা অবনীমণ্ডলের কোন প্রকার জীব নহে। ম্যাক্‌বেথ সম্ভাষণ নিমিত্ত প্রথমতঃ তাহাদিগকে সম্বোধন করিলেন তাহাতে তাহারা বৈরক্তি ভাব ব্যক্ত করত প্রত্যেকে স্বং ওষ্ঠে সচ্ছিদ্র অঙ্গুলী অর্পণ পূর্ব্বক সঙ্কেতে মৌনাবলম্বন করিতে কহিল। পরে অগ্রবর্ত্তিনী স্ত্রীপ্রকৃতি ম্যাক্‌বেথকে গ্লামিস দেশাধিপ বলিয়া অভ্যর্থনা করত অভিবাদন করিল। সেনাপতি ম্যাক্‌বেথ এই সম্বোধনে ঐ অদ্ভুত স্ত্রীজাতির নিকট আপনি কি প্রকারে পরিচিত হইলেন ভাবিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিতে লাগিলেন, বিশেষতঃ দ্বিতীয় আকৃতি যখন তাঁহাকে কাদরাধীশ বলিয়া এবং তৃতীয়া মূর্ত্তি ভাবি মহারাজ শব্দ প্রয়োগ পূর্ব্বক সম্ভাষণ করিল

তখন তাঁহার বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না, ফলতঃ রাজা সপুত্রে বর্ত্তমান থাকাতে সিংহাসনাধিরোহণের সর্ব্বথা অসম্ভাবনা ছিল। তদনন্তর উক্ত মূর্ত্তিত্রয় একবাক্যে বেনকোর প্রতি ভঙ্গিক্রমে কহিতে লাগিল আপনি ম্যাক্‌বেথাপেক্ষা ক্ষুদ্র ও প্রধান দুই প্রকার হইতে পারেন, তদপেক্ষা সুখী নহেন বটে কিন্তু অধিক সৌভাগ্যান্বিত বোধ করিলেও করিতে পারিবেন। এতদুক্তির তাৎপর্য্য এই যে তিনি স্বয়ং রাজা হইবেন না বটে কিন্তু তাঁহার সন্তানেরা তদবসানে স্কতলন্দের সিংহাসনারোহণ করিবেন। এতাবন্মাত্র উক্তি করিয়া তাহারা তাঁহাদের সমক্ষেই অন্তর্ধান হইল অতএব সেনাপতিরা নিশ্চয় করিলেন ইহারা দেবযোনি ডাকিনী, কোন সন্দেহ নাই।

সেনাপতি দ্বয় এই অদ্ভুত ঘটনায় বিস্ময়ান্বিত হইয়া সেই স্থানে দণ্ডায়মান হওত চিন্তা করিতেছেন ইতিমধ্যে কতিপয় রাজ দূত তথায় আসিয়া সংবাদ দিল সম্রাট ম্যাক্‌বেথের প্রতি কাদর দেশের আধিপত্য প্রদান করিয়াছেন। তাঁহাকে কাদরাধিপতি বলিয়া সম্ভাষা করিতে আমাদিগকে প্রেরণ করিলেন। এই ব্যাপারে ডাকিনী ত্রয়ের ভবিষ্যদ্বাণীর প্রত্যক্ষ ফল দৃষ্ট হওয়াতে ম্যাকবেথের বিস্ময়ের পরিচ্ছেদ রহিল না। তিনি কিয়ৎ ক্ষণ বিমুগ্ধ প্রায় হওয়াতে দূতদিগকে প্রতি বচন প্রদানে অক্ষম হইলেন। মনোমধ্যে এই আশা প্রবলা হইয়া উঠিল তবে তৃতীয়া ডাকিনীর ভবিষ্যদ্বাণীও সফলা হইতে পারে, কোন্ দিন বা স্কতলন্দ দেশের সম্রাট হইয়া পড়ি।

অনন্তর বেনকোকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন মিত্র দেবযোনিরা যাহা২ কহিয়া গেল তাহার একটা যে এখনই পূর্ণ হইল অতএব তোমার পুত্রগণ রাজা হইবে এ আশা তোমার অন্তঃকরণে স্থান লাভ না করে কেন? বেনকো উত্তর করিলেন তুমি সিংহাসনের প্রতি লক্ষ্য করিয়া থাক ইহাতে ঐ প্রকার আশয়ে তোমার মন উৎসাহান্বিত হইতে

পারে, আমার তাদৃশ বিষয়ে বিশ্বাস হয় না। সখে আমার বোধ হয় ঐ কুহকিনীরা কোন গুরুতর বিষয়ে আমাদিগকে বঞ্চনা করিবার নিমিত্ত দুই একটা সামান্য বিষয়ে সত্য বাক্য কহিয়া গেল।

কিন্তু ম্যাকবেথের মনে ডাকিনীদের প্রদত্ত আশা বদ্ধমূল হইল। সুবিজ্ঞ বেনকো ঐ দুরাশা পরিত্যাগ করাইবার নিমিত্ত তাঁহাকে বিস্তর প্রবোধ ও সৎপরামর্শ দিলেন কিন্তু তিনি কিছুই শুনিলেন না, কি রূপে স্কতলন্দ দেশের রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত হইবেন অহর্নিশ তদুপায় চিন্তায় নিমগ্ন রহিলেন।

পরে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া বনিতার নিকট ডাকিনীদের ভবিষ্যদ্বাণীর বিষয় ব্যক্ত করিলেন এবং সহাস্য বদনে সংবাদ দিলেন প্রিয়ে এই দৈব বাক্যের কিয়দংশ ইতিমধ্যে পূর্ণ হইয়াছে। তাঁহার মহিলা দুঃশীলা এবং ধনলুব্ধা, স্বামির উচ্চ পদাভিষিক্ত হইবার কথা শ্রবণাবধি তদর্থ যে কোন উপায় সম্ভাব্য চিন্তা করিতে প্রবৃত্তা হইল। অতএব ম্যাকবেথ যখন সম্রাটের প্রাণনাশের বিষয় ভাবিয়া তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিল তৎকালে ঐ নিষ্ঠুর অঙ্গনা নানাপ্রকারে পতির প্রবৃত্তি জন্মাইয়া দিয়া কহিল প্রশংসনীয় ভবিষ্যদ্বাণীর পূরণার্থ মহারাজের জীবন বিনষ্ট করা নিতান্ত আবশ্যক।

সম্রাট স্বীয় নম্রতা ও কৃপালু স্বভাব প্রযুক্ত সর্ব্বদা সম্ভ্রান্ত সভাসদ্গণের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। অতএব সেনানী ম্যাক্‌বেথ সমর বিজয়ানন্তর প্রত্যাগমন করিলে তাহার অভ্যর্থনা নিমিত্ত মাল্‌কম ও দোনালবেন নামক দুই রাজকুমার এবং বহু সংখ্যক মান্য লোক সমভিব্যাহারে তদীয় আলয়ে গমন করিলেন।

ম্যাকবেথের নিকেতন অতি সুরম্য স্থানে স্থাপিত ছিল। অট্টালিকার চতুর্দিকের প্রান্তভাগে যে২ স্থল উৎকৃষ্ট, তথায়

চাতক বিহঙ্গ সকল নীড় নির্ম্মাণ পূর্ব্বক অবস্থিতি করিত। যেখানে পক্ষি সকল উৎপন্ন হয় এবং সতত গমনাগমন করে সেখানকার সমীরণ অতি নির্ম্মল ও সুখস্পর্শ হইয়া থাকে। অতএব সেনানীর ভবন অতি নির্বৃতিকর ছিল। মহারাজ স্বগণ সমভিব্যাহারে সেই সদনে প্রবেশ করিলে সেনাপতির মহিলা অবলোকন করিয়া তাঁহার যথার্হ অভ্যর্থনা করিল। সম্রাট স্বীয় সদাশয়তা প্রযুক্ত ঐ দুর্ললিতা ললনার দুরাশয়ের বিষয় বিতর্ক করিলেন না, মৌখিক মধুর বচনেই যথেষ্ট সন্তুষ্ট হইলেন। ফলতঃ তাহার মানস তর্ক করা সুকঠিন ব্যাপার ছিল, সে সহাস্য আস্যে আপন বিশ্বাস ঘাতকতার মানস গোপন করিতে পারিত সুতরাং অন্তঃকরণে বিষধরের তুল্য খলতা দেদীপ্যমান থাকিলেও দৃশ্যে নির্দোষ কুসুমের ন্যায় স্বচ্ছাশয়তা প্রকাশ করিত।

অনন্তর নিশা সমাগতা হইলে সম্রাট অধ্বশ্রান্ততা হেতু অনতিবিলম্বে শয়নার্থ শয্যারোহণ করিলেন। রাজনিয়মানুসারে দুই জন ভৃত্য তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণ নিমিত্ত শয়নাগারের এক পার্শ্বে শয়ান রহিল। মহারাজ সেনানীর আতিথ্যে যথেষ্ট সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, নিদ্রার্থ গমন করিবার পূর্ব্বে তাহার পুরস্কার নিমিত্ত বহুমূল্য বসন ভূষণ প্রসাদ দান করিয়া অন্যান্য সম্ভ্রান্ত জনগণকে যথোচিত পারিতোষিক প্রদান করিয়াছিলেন। অপর সেনাপতির বনিতাকে বহুমূল্যের একখান চমৎকার হীরক প্রদান পূর্ব্বক তদীয় সচ্চরিত্র ও আতিথেয়তার বিশেষ প্রশংসা করেন।

নৃপতি পর্য্যঙ্কোপরি শয়নানন্তর নিদ্রিত হইলে যখন রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর হইল, যে সময় জগতের জীবজন্তু নিদ্রাগমে অচেতন হইয়া মৃত প্রায় হয়, সুপ্ত মানবগণের মনে অধম স্বপ্নের আবির্ভাব হইতে থাকে, এবং ব্যাঘ্র ও হিংস্র ব্যতীত অন্য প্রাণী গৃহ হইতে নির্গত হয় না, সেই কালে ম্যাকবেথের গৃহিণী নিদ্রা পরিহার পূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিল এবং কি রূপে ভূপতির প্রাণ বধ করিবে

উপায় চিন্তা করিতে লাগিল। স্ত্রীজাতির পক্ষে ঈদৃশ ভয়ঙ্কর ঘৃণা জনক জঘন্য কর্ম্ম অসম্ভাবনা বটে কিন্তু সে আপনার পতির সদয় স্বভাব বিবেচনা করত মনে করিল এতাদৃশ ভয়ানক ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইতে স্বামির উৎসাহ হইবে না, তিনি অতিশয় লোভী বটেন কিন্তু অত্যন্ত সন্দিগ্ধচিত্ত, নরপতির প্রাণ বিনাশ পূর্ব্বক সাম্রাজ্য গ্রহণ মহা সাহসের কর্ম্ম, তাঁহা হইতে এ কার্য্য সমাধা হওয়া সুকঠিন অতএব আমাকেই এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে হইল। সেনানীর নির্দয়া দয়িতা ঐ বিষয়ে পতিকেই প্রবৃত্ত হইতে অনেক প্রকারে প্রবৃত্তি দিয়াছিল তাহাতে স্বামী এক প্রকার সম্মতিও প্রকাশ করে কিন্তু তাহার স্থির প্রতিজ্ঞার বিষয়ে সন্দেহাপগম হয় নাই সুতরাং আপনি একখান তীক্ষ্ণধার খড়্গ ধারণ পূর্ব্বক সম্রাটের শয্যা সন্নিকটে গিয়া উপস্থিত হইল। সে এই নিষ্ঠুর ব্যাপার বিনা বাধায় সম্পন্ন করিবার অগ্রে রাজকিঙ্করদিগকে অতিরিক্ত মদ্যপান করাইয়াছিল। সুতরাং তাহারা অচেতন হইয়া স্ব২ কর্ত্তব্য বিস্মরণ পূর্ব্বক ভয়ানক নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছিল। পথশ্রান্তি হেতু শয়নানন্তর নৃপতিরও সংজ্ঞা ছিল না। ম্যাকবেথপত্নী সমীপবর্ত্তিনী হইয়া অগ্রে নৃপতির বদন নিরীক্ষণ করিতে লাগিল তাহাতে ভূপালের মুখমণ্ডলে তাহার জনকের আস্য সাদৃশ্য প্রকাশ হইল অতএব খড়্গোদ্যম করিলেও সহসা তাঁহার অসু বিনাশে সেই দুষ্টা যোষার সাহস হইল না।

সে স্বামির সহিত কথোপকথন পূর্ব্বক ঐ বিষয়ের পরামর্শ নিমিত্ত আপন শয়নাগারে প্রত্যাগমন করিল কিন্তু এক্ষণে তাহার পতিও ঐ কল্পনা জঘন্য বলিয়া সন্দেহ করিতে লাগিল। পরিশেষে বিবেচনানন্তর স্থির করিল সম্রাটের প্রাণ হিংসা করা অনুচিত কর্ম্ম, আমি রাজার এক জন প্রজা এবং আমার সহিত তাঁহার সৌহৃদ্য আছে, বিশেষতঃ অদ্য তাঁহার প্রতি অতিথি সৎকার করিয়াছি, অন্য ব্যক্তি অতিথির উপর হিংসা করিতে আসিলে তাহা হইতে

রক্ষা করিতে হয়, আতিথেয় স্বয়ং কি প্রকারে তাহার প্রাণ সংহার করিবে? অপর এই মহারাজ অতিশয় দয়াবান, যাবতীয় প্রজাজনের অনুরাগ ভাজন। সম্ভ্রান্ত সমস্ত সভাসদকে বিশেষতঃ আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করিয়া থাকেন। আমি অধুনা সাম্রাজ্য লোভের পরতন্ত্র হইয়া যদিও কৃতঘ্নতা পূর্ব্বক সেই স্নেহ বিস্মরণ করি তথাপি আমাকর্ত্তৃক রাজা নিহত হইলে রাজ্যের সমুদায় লোক আমার প্রতিহিংসা করিবে। অতএব মহীপতির প্রাণ বিনষ্ট করিলেই বা কি সুখোৎপত্তি? কিছুই দেখিতে পাই না, এক্ষণে নৃপালের অনুগ্রহ হেতু সর্ব্ব সন্নিধানে সম্মান আছে, ঐ ঘৃণিত ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইলে তাহা দূরীভূত এবং রাজবিদ্রোহে আপনার বংশ ক্ষয় মাত্র হইবে।

ম্যাকবেথের নির্দয়া দয়িতা যখন দেখিল স্বামী অকস্মাৎ চিন্তামগ্ন হইল এবং তাহার হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হওয়াতে প্রস্তাবিত মন্ত্রণায় উৎসাহ নিবৃত্তি পাইল তখন পতিকে নানা প্রকারে বুঝাইতে লাগিল এবং বাক্ কৌশলে পুনর্ব্বার তাহার প্রবৃত্তি জন্মাইয়া দিবার চেষ্টা করিল। সে ভর্ত্তাকে কহিল যে কল্পনা করিলে তাহা হইতে কেন ক্ষান্ত হইতেছ? তোমার অদৃষ্টে রাজ্যলাভ আছে, অবিলম্বে অতি সহজে সম্পন্ন হইতে পারে, কেন বিমুখ হইয়া কাল বিলম্ব করিবে? এক রাত্রির যৎকিঞ্চিৎ পরিশ্রমে রাজপদ ও রাজকীয় ক্ষমতা প্রাপ্ত হওয়া যায় ইহাতেও নিরুৎসাহ হইতেছ? সেই দুঃশীলা এই সমস্ত প্রবোধ বাক্যে স্বামির মত পরিবর্ত্তন না দেখাতে মনে করিল এ রূপে কিছু হইল না এক্ষণে কোপোৎপাদন দ্বারা সংকল্পিত ব্যাপারে প্রবৃত্ত করিবার পন্থা দেখি। এই বিবেচনা করিয়া শেষে অতি ভীরু ও নিরুৎসাহ বলিয়া ঘৃণা করত কহিতে লাগিল তুমি এবিষয়ের নিমিত্ত যে প্রকার শপথ করিয়াছ আমি অবলা-আত্ম তনয়ের হত্যা নিমিত্ত যদি তদ্রূপ দিব্য করিতাম তাহা হইলে প্রতিজ্ঞা পালন নিমিত্ত দুগ্ধপোষ্য সন্তানকেও ক্রোড়ে লইয়া স্তন্য-

পান করাইতেং তাহার মস্তক ভাঙ্গিয়া ফেলিতাম, ক্রোড়স্থ শিশুর প্রতি মাতার মহৎ স্নেহ হইয়াথাকে, প্রতিজ্ঞা রক্ষার অনুরোধে তাহার অপেক্ষা করিতাম না। ছি, তুমি পুরুষ হইয়া শপথ ভঙ্গে প্রবৃত্ত হইতেছ? তুমি এ বিষয়ে পরাঙ্মুখ কেন হও? রাজার প্রাণ সংহার করিলে তোমার অপবাদ হইবার সম্ভাবনা মাত্র নাই, ভূপতির কএক জন ভৃত্য শয়নাগারে সুপ্ত রহিয়াছে প্রভাতে তাহাদের উপরে অনায়াসে অপবাদারোপ হইতে পারিবে। এবম্বিধ বিবিধ বচন প্রয়োগ পুরঃসর সেই দুষ্টা বক্তৃতা করাতে ম্যাকবেথের পুনর্বার ঐ ভয়ঙ্কর ব্যাপারে প্রবৃত্তি হইল।

ম্যাকবেথ এক খান ক্ষুদ্র তরবারি ধারণ পূর্ব্বক নিদ্রাগত নৃপতির নিকট ধীরেং গমন করিল। তথায় উপস্থিত হইলে দৃষ্টিগোচর হইল যেন আর একটা করবাল তাহার উপরি প্রহারার্থ আকাশ হইতে আসিতেছে সেই শস্ত্রের প্রান্তভাগে শোণিত কণিকা অঙ্কিতা রহিয়াছে। অবলোকন মাত্রে ধরিতে চেষ্টা করিল তাহাতে প্রকাশ পাইল বস্তুতঃ অস্ত্র নহে আপনার দুষ্ক্রিয়া প্রবৃত্তি দ্বারা অন্তঃকরণ বিচলিত হওয়াতে তাদৃশ দর্শন হইয়াছিল।

অনন্তর নৃপতির পার্শ্বে গিয়া উপস্থিত হইল এবং ভয় ও সংশয় পরিহার পূর্ব্বক তরবারি প্রহারে নর পালের প্রাণ বিনাশ করিল। সেই সময় দৈবাৎ সেস্থানে সুপ্ত এক জন রাজকিঙ্কর স্বপ্নযোগে হাস্য করিয়া উঠিল এবং অপর এক ব্যক্তি হঠাৎ হত্যা এই শব্দ উচ্চস্বরে উচ্চারণ করিল। পরে দুই জনেই জাগ্রৎ হইয়া শয্যার উপরে উঠিয়া বসিল। এক ব্যক্তি বলিল পরমেশ্বর যেন মঙ্গল করেন, অন্য জন তথাস্তু বলিয়া প্রতিবচন প্রদান করিল। কিয়ৎ ক্ষণ পরে পুনর্ব্বার দুই জনে নিদ্রা গেল। ম্যাকবেথ অদূরে দণ্ডায়মান থাকিয়া মনোযোগ পূর্ব্বক তাহাদের বাক্য শ্রবণ করিতেছিল, যৎকালে একজন কিঙ্কর পরমেশ্বর যেন মঙ্গল করেন এই কথাটী কহে তখন স্বয়ং তথাস্তু বলিয়া

প্রতিবচন প্রদানের উদ্যম করিয়াছিল, যদিও তাহার পক্ষে আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা আবশ্যক বটে তথাপি বাক্‌রোধ হওয়াতে বদন হইতে ঐ বাক্য বিনির্গত করিতে পারে নাই।

তৎপরে এই অলক্ষ্য বাণী ম্যাকবেথের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল, যথা, আর নিদ্রা যাইও না, যে নিদ্রা জীবের প্রতিপালক, ম্যাকবেথ তাহাকে নিহত করিয়াছে। অনন্তর ভবনস্থ সমস্ত ব্যক্তির প্রতি যেন এই বাক্য উদীরিত হইল নিদ্রাকে বিসর্জ্জন দাও, গ্লামিস্ তাহার বিনাশ করিল, সুতরাং কাদর আর স্বাপাবেশে থাকিবেক না, ম্যাকবেথও আর সুপ্তি প্রাপ্ত হইবেক না।

ম্যাকবেথ এই সমস্ত অলক্ষ্য বাক্য শ্রবণে সভয় হইয়া স্বীয় শয়নাগারে বনিতা সন্নিধানে প্রত্যাগমন করিল। পতির প্রত্যাগমনে তাহার ললনা সন্দিহানা হইয়া মনে করিল বুঝি কার্য্য সফল হয় নাই কোন একটা ব্যাঘাত হইয়াছে। পরে স্বামির হস্তে শোণিতের চিহ্ন অবলোকন করাতে মুখ্য কর্ম্মের সংসিদ্ধি জানিতে পারিল কিন্তু পতির চিত্ত বৈকল্য দেখিয়া যথোচিত ভর্ৎসনা করিতে লাগিল। অনন্তর ভর্ত্তাকে ক্ষত চিহ্ন প্রক্ষালন করিতে কহিয়া স্বয়ং সেই ক্ষুদ্র খড়্গ ধারণ পূর্ব্বক রাজার শয়নমন্দিরে গমন করিল এবং নৃপ কিঙ্করদিগের উপর হত্যাপবাদ আরোপ করিবার মানসে তাহাদের বদন শোণিত কণিকায় অঙ্কিত করিয়া আসিল।

রজনী প্রভাতা হইলে হত্যার ব্যাপার প্রকাশ পাইল। যদিও ম্যাকবেথ এবং তাহার গৃহিণী কপট স্নেহ প্রকাশ পূর্ব্বক মুক্তকণ্ঠে শোক সন্তাপ সূচক বাক্য কহিতে লাগিল এবং কিঙ্করদিগের উপরে হত্যাপবাদ আরোপ পূর্ব্বক তাহাদের গাত্রে শোণিত চিহ্ন দেখাইয়া দিয়া অপরাধী বলিয়া সপ্রমাণ করিবার উদ্‌যোগ করিল তথাপি পুরবাসি লোকেরা ম্যাকবেথের উপরই সন্দেহ করিলেন কেননা দীন ভৃত্যদের অপেক্ষা তাহারই ঐ বিষয়ে প্রবৃত্তির অধিক সম্ভা-

বনা। সে যাহা হউক নৃপতির তনয় দ্বয় এই ভয়ানক ঘটনায় ভীত হইয়া প্রাতঃকালে তথাহইতে পলায়ন করিলেন। জ্যেষ্ঠ রাজকুমার মালকম সত্বর প্রস্থান করিয়া ইংলন্দরাজের শরণাপন্ন হইলেন এবং কনিষ্ঠ দোলানবেন আয়রলন্দ দ্বীপে গমন করিলেন।

রাজার যথার্থ উত্তরাধিকারী দুই কুমার এই রূপে প্রস্থান করিলে ম্যাকবেথ শূন্য সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন সুতরাং ডাকিনী গণের ভবিষ্যদ্বাণী সম্পূর্ণ রূপে সিদ্ধ হইল।

ম্যাকবেথ এই উচ্চ পদ প্রাপ্ত হইল বটে কিন্তু তাহার এবং তদীয় মহিলার অন্তঃকরণে ডাকিনী গণের সেই বাণী জাগরূক রহিল অর্থাৎ ম্যাকবেথ রাজা হইবে কিন্তু তদীয় তনয়েরা তৎপদ প্রাপ্ত হইতে পারিবেক না, তাহার পরে বেনকোর সন্তানেরা সিংহাসনাভিষিক্ত হইবেন। অতএব তাহারা স্ত্রী পুরুষে এক্ষণে নিরন্তর কেবল এই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিল হায় আমরা কি তাদৃশ গুরুতর অধর্ম্ম করিয়া বেনকোর সন্তানের নিমিত্ত এই রাজত্ব গ্রহণ করিলাম। পরে উপায় চিন্তনে প্রবৃত্ত হইয়া ভাবিয়া এই স্থির করিল বেনকো এবং তাহার পুত্রকে বিনষ্ট করিতে পারিলেই ডাকিনীদের ভবিষ্যদ্বাণীর খণ্ডন হইতে পারে অতএব তাহার পন্থা দেখা যাউক।

এই সংকল্প সিদ্ধির মানসে এক রাত্রি আপনাদের ভবনে ভোজের আয়োজন করিয়া পুরবাসি সমস্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগকে নিমন্ত্রণ করিল এবং বেনকো ও তদীয় তনয় ফ্লিয়ান্সকে যত্ন পূর্ব্বক আহ্বান করিয়া পাঠাইল। বেনকো যে পথ দিয়া পুত্রসহ রজনীযোগে ভোজনার্থ রাজবাটী আসিবেন সেই বর্ত্মের এক প্রান্তে কতিপয় ঘাতুক নিযুক্ত ছিল। অতএব তাঁহারা পিতা পুত্রে আপনাদের নিকেতন হইতে বহির্গত হইয়া অশ্বমধ্যে উপস্থিত হইবামাত্র ঘাতুকেরা অক্রমণ পূর্ব্বক বেনকোর প্রাণ সংহার করিল। তাঁহার পুত্র

ফ্লিয়ান্স পশ্চাৎ২ আসিতেছিলেন, পিতার উপর দস্যুদলের আক্রমণ দেখিয়া গোলযোগের সময় প্রাণপণে পলায়ন করিলেন। এই ফ্লিয়ান্স হইতে রাজবংশের সৃষ্টি হয় এবং পরে ইহাঁর সন্তানেরা পুরুষানুক্রমে ক্রমাগত স্কতলন্দের রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। এই রাজবংশের শেষ পুরুষ স্কতলন্দের ষষ্ঠ রাজা, তিনি ইংলন্দেরও প্রথম ভূপতি হন, অর্থাৎ তাঁহার সময়েতেই ঐ দুই রাজ্য মিলিত হইয়াছিল।

সে যাহা হউক। এখানে ম্যাকবেথের পত্নী ভোজের সময় সদাশয়তা প্রকাশ পুরঃসর সমাগত নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগের এবম্প্রকার আদর অভ্যর্থনা এবং স্তুতি বিনীতি করিতে লাগিল যে সকলেই তাহার প্রতি যথেষ্ট সন্তুষ্ট হইল। অপর ম্যাকবেথ মর্য্যাদাবন্ত লোকদিগের সহিত শিষ্টালাপ করত কহিল আমার সমস্ত রাজ্যের যে২ পরমোৎকৃষ্ট, সকলই ভাগ্যক্রমে অদ্য মদীয় আলয়ে উপস্থিত, কেবল পরম প্রিয়তম বন্ধু বেনকোকে অবর্ত্তমান দেখিতেছি। পরমেশ্বর সন্নিধানে প্রার্থনা করি তাঁহার যেন কোন বিপদ্ না ঘটিয়া থাকে, নিমন্ত্রণ রক্ষা না করণ জন্য যেন তাঁহার প্রতি অনুযোগ করিতে না হয়। এই কথা কহিয়া আপনার আসনে উপবেশন করিতে যায় ইত্যবসরে বর্ত্মমধ্যে নিহত বেনকোর আত্মা নৃপ নিকেতনে প্রবেশ পূর্ব্বক তদুপরি উপবিষ্ট হইল। ম্যাকবেথের যদিও সাহস এবং ভূতদিগের সম্মুখবর্ত্তী হইবার ক্ষমতা ছিল তথাপি এই ঘটনায় চিত্ত অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইল, এবং ভয়ে মুখ শুষ্ক ও পাণ্ডুর বর্ণ হইয়া গেল। চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় নিস্পন্দ দণ্ডায়মান হইয়া বেনকোর আত্মার দিকে স্থির দৃষ্টি করিয়া রহিল। রাণী এবং সমাগত জনগণ অন্য কিছু দেখিতে পাইল না, এই মাত্র অবলোকন করিল রাজা নিস্তব্ধ হইয়া শূন্য সিংহাসনের প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিয়াছে। সকলে বিতর্ক করিতে লাগিল অকস্মাৎ ইহার উন্মাদ সঞ্চার হইল না

কি? কিন্তু তাহার বনিতা বুঝিতে পারিয়া ভর্ৎসনা করত কর্ণকুহরে কহিল ও কি? কি দেখিতেছ? উহা কিছুই নয়, সম্রাট দনকেনকে হত্যা করিবার সময় যেমন শূন্যোপরি দোলায়মান খড়্গ নিরীক্ষণ করিয়াছিল এক্ষণেও সেই রূপ দেখিল, ফলতঃ যাহা দৃষ্টিগোচর হইতেছিল তাহা মনের উদ্বেগে কল্পিত মাত্র। ম্যাকবেথ দয়িতার ঐ সকল কথা কিছুই শুনিল না, অনিমিষ নয়নে সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ক্রমে বিহ্বল হইল পরে মুক্ত কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহার ভার্য্যা ভীতি বিহ্বলতা প্রযুক্ত স্বামির বদন হইতে রহস্য বাক্য সকল অনর্গল উদীরিত দেখিয়া গুপ্ত বিষয় ব্যক্ত হইবার আশঙ্কায় উপস্থিত লোকদিগকে কহিল রাজার পূর্ব্বাবধি একটা মহৎ রোগ আছে মধ্যেং তাহার প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে বোধ হয় ক্ষীণতা প্রযুক্ত হঠাৎ সে টা উপস্থিত হইল এক্ষণে শুশ্রূষা করিতে হইবে। ছল পূর্ব্বক এতাবৎ কহিয়া নিমন্ত্রিত লোকদিগকে বিদায় করিয়া দিল।

পরন্তু ম্যাকবেথ উৎকলিকায় ব্যাকুল হইয়া রহিল। সমস্ত রাত্রি স্ত্রীপুরুষের নিদ্রা হইল না। একং বার তন্দ্রার আবির্ভাব হইয়াছিল তাহাতে কেবল ভয়ানক স্বপ্ন সন্দর্শন করিতে লাগিল। অনন্তর যখন সংবাদ পাইল বেনকোর পুত্র ফ্লিয়ান্স পলায়ন পরায়ণ হইয়া আত্মজীবন রক্ষা করিয়াছেন তখন তাহাদের পরিতাপের পরিসীমা রহিল না, কেননা তাঁহা হইতে রাজবংশের উৎপত্তি এবং আপনাদের সন্তানের সিংহাসন চ্যুতির সম্ভাবনা। তাহারা পতিপত্নীতে এই ভাবনায় অধীর হইয়া পড়িল, রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াও কোন প্রকার সুখানুভব করিতে পারিল না। বিশেষতঃ ম্যাকবেথ আপনার অদৃষ্টে কি ঘটিবে এতদ্বিষয় বিদিত হইবার নিমিত্ত সাতিশয় উৎকণ্ঠিত হইল অতএব সেই ডাকিনীগণের সহিত সাক্ষাৎ করণাশয়ে তাহাদের অন্বেষণে বহির্ভূত হইল।

অনন্তর অনুসন্ধান করিতে২ পূর্ব্বোক্ত ক্ষেত্রের নিকটবর্ত্তি এক গহ্বরে সেই দেবযোনিদের দর্শন পাইল। তাহারা ম্যাকবেথের আগমনের অভিপ্রায় অগ্রে জানিতে পারিয়া তন্ত্র মন্ত্র বলে ভূতগণের দ্বারা ভাবি তাবদ্বিষয় অবগত হইবার নিমিত্ত তাহাদিগকে চালনা করিয়াছিল। অপর মোহিনী করিবার নিমিত্ত এইং সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল, যথা, শব্দায়মান ক্ষুদ্র ভেক, চর্ম্মচটিকা, ভুজঙ্গ, জলগোধিকার চক্ষু, কুক্কুর জিহ্বা, কুকলাসের পদনলী, কৃষ্ণ পেচকের পক্ষ, পক্ষ বিশিষ্ট সর্পের শল্‌ক, লবণোদধিস্থিত হাঙ্গরের উদরবর্ত্তি পাকস্থালী, বৃহদ্ব্যাঘ্রের দশন, ডাকিনীর নিক্ষিপ্ত সুগন্ধি রস, বিষাক্ত বৃক্ষের মূল, ছাগীর পিত্ত, ইহুদীর হৃদয়, তাহার সমাধি স্থানে উৎপন্ন ক্ষুদ্র ঝাউগাছ, এবং মৃত বালকের অঙ্গুলী। এই সকল দ্রব্য একটা প্রকাণ্ড কটাহের মধ্যে নিক্ষেপ পূর্ব্বক একত্র সিদ্ধ করিল পরে বানরের শোণিত দিয়া উষ্ণতাপনোদন পুরঃসর তন্মধ্যে একটা শূকর শাবকের রক্ত ঢালিয়া দিল। এবম্বিধ মোহিনীয় বস্তুর গুণেই ডাকিনী গণ ভূতদিগকে আপনাদের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করাইত।

ডাকিনীরা ম্যাকবেথকে অবলোকন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল হে রাজন্ তুমি কি আপনার সন্দেহ আমাদের অথবা আমাদের কর্ত্তা ভূতদিগের দ্বারা ভঞ্জন করিতে চাহ? ম্যাকবেথ তাহাদের উক্ত প্রকার আয়োজন দর্শনে এবং ভূতের কথা শ্রবণে শঙ্কিত হইল না, সাহস পূর্ব্বক উত্তর করিল কই ভূতেরা কোথায়? আমাকে দেখাও দেখি। ডাকিনীরা তাহার এতদ্বচনে তিনটা বেতালকে তৎক্ষণাৎ নিকটে আহ্বান করিল। তাহাদের প্রথমটার সশস্ত্র মস্তক, সে উপস্থিত হইয়া ম্যাকবেথকে সম্বোধন করত কহিল ওহে তুমি সম্ভ্রান্ত ফাইফের অধিপতি হইতে সতত সাবধানে থাকিও। ঐ মর্য্যাদাবন্ত ব্যক্তির সহিত ম্যাকবেথের দ্বেষভাব ছিল কিন্তু তাহাকে গণ্য করিত না, শত্রুর

উপেক্ষা অবিধেয় এ বিষয়ে এক্ষণে প্রবোধ পাওয়াতে ম্যাকবেথ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পুরঃসর সেই উপদেবকে নমস্কার করিল।

তদনন্তর দ্বিতীয় ভূত রক্তাক্ত বালকের আকার ধারণ পূর্ব্বক ম্যাকবেথের দৃষ্টি পথের অতিথি হইল, এবং তাহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিল ভীত হইয়াছ কেন? পরে মানব জাতির প্রতি ঘৃণা করত কহিল মনুষ্যেরা অতি দুর্ব্বল, অহে, স্ত্রীলোকের গর্ব্ভজাত কোন ব্যক্তি কদাপি তোমাকে আঘাত করিতে সমর্থ হইবে না অতএব তুমি সাহসাবলম্বন কর এবং স্থিরপ্রকৃতি হও। ম্যাকবেথ এতৎশ্রবণে সহর্ষ হইয়া উচ্চস্বরে কহিল তবে সে থাকুক না কেন, আর আমি ভয় করিব না, মলিন প্রকৃতি প্রযুক্ত আমারদিগকে শঙ্কা আক্রমণ করিয়াছিল এক্ষণে ঘোরতর মেঘ নিনাদেও ভয় না করিয়া সুখে নিদ্রা যাইব।

দ্বিতীয় উপদেব বিদায় হইলে তৃতীয় ভূত একটী শিশু রূপী হইয়া মস্তকে দুই মুকুট এবং করে এক তরু ধারণ পুরঃসর আবির্ভূত হইল। সে ম্যাকবেথের নয়ন পথের পথিক হইয়া তাহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিল হে রাজন্ কোন কুকন্ত্রণায় তোমাকে পরাভূত করিতে পারিবে না। যাবৎ পর্য্যন্ত বরনামের জঙ্গল দনসিনেন পর্ব্বতে তোমার বিরুদ্ধে আগমন না করিবে তাবৎ তোমার কোন শঙ্কা নাই। ম্যাকবেথ এতৎ শ্রবণে সানন্দ চিত্ত হইল এবং কহিল কোন্ ব্যক্তি মূল উৎপাটন পূর্ব্বক বন্য তরু সকলকে সঞ্চারিত করিতে পারে? মনুষ্য স্বভাবতঃ যত কাল জীবিত থাকে তত কাল নির্বিঘ্নে জীবন ধারণ করিতে পারিব অকাল মৃত্যু অথবা অত্যাচারে আমার প্রাণ বিনাশ সম্ভাবনা নাই। পরন্তু আমাকে একটী বিষয় অবগত হইতে হইবেক হে উপদেব যদিস্যাৎ তোমার বিদিত থাকে বল দেখি বেনকোর সন্তান কখন আমার রাজ্যে রাজত্ব করিবে কি না? এই সময়ে ডাকিনীদের যাদুকারি

সেই কটাহ মৃত্তিকা মধ্যে মগ্ন হওয়াতে বাদ্য ধ্বনি হইল এবং রাজ পরিচ্ছদ ধারি অষ্ট মূর্ত্তি ম্যাকবেথের নিকট দিয়া গমন করিতে লাগিল, তাহাদিগের পশ্চাৎ বেনকোর প্রতিমূর্ত্তিও দৃষ্ট হইল, উহার হস্তে এক খানি দর্পণ ছিল। তদনন্তর অন্য কতিপয় আকৃতি প্রকাশ পাইল। বেনকো শোণিতাক্ত দেহে হাস্য করত ম্যাকবেথের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করত ঐ সকল ব্যক্তিকে দেখাইয়া দিল। এক্ষণে ম্যাকবেথের নিশ্চয় জ্ঞান হইল বেনকোর সন্তানেরা পরে নিঃসন্দেহ স্কতলন্দে রাজত্ব করিবে। অনন্তর ডাকিনীরা বাদ্যোদ্যম এবং নৃত্য করত ম্যাকবেথকে বিদায় দিল। অতএব তাহার মনের উদ্বেগ নিবারিত না হইয়া বরং আরো ভয়ানক হইয়া উঠিল।

সে ডাকিনীদের নিবাস ভূমি হইতে নির্গত হইবামাত্র শ্রবণ করিল ফাইফ দেশীয় সম্ভ্রান্ত মেক্‌দফ স্বদেশ পরিত্যাগ পুরঃসর ইংলন্দে গমন করিয়াছেন। ফলতঃ মৃত মহারাজ দনকেনের জ্যেষ্ঠ তনয় এবং তদীয় যথার্থ উত্তরাধিকারী মালকমকে পৈতৃক সিংহাসনে অভিষিক্ত করিবার নিমিত্ত যে এক দল সেনা আসিতেছিল মেক্‌দফ তাহাদের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। ম্যাকবেথ এতৎ বার্ত্তা শ্রবণে কোপে প্রজ্বলিত হইল, তৎক্ষণাৎ মেকদফের পুরী অক্রমণ পূর্ব্বক তাহার পুত্র কলত্র প্রভৃতি সন্নিকৃষ্ট জ্ঞাতি কুটুম্ব এবং বন্ধু বান্ধব পর্য্যন্ত সকলকে প্রাণে বিনষ্ট করিল।

ম্যাকবেথের এই দৌরাত্ম্য এবং অন্যান্য বিবিধ বিদ্রোহে রাজ্যস্থ সমস্ত সম্ভ্রান্ত জনগণ মহা ভীত হইল। কাহার মনে তাহার প্রতি স্নেহ ভাব রহিল না। কতিপয় ব্যক্তি পলায়ন দ্বারা স্বং প্রাণ রক্ষা করিল এবং মালকম ও মেকদফ যে সেনাদল সংকলন পুরঃসর ম্যাকবেথের পরাভব নিমিত্ত ইংলন্দ হইতে যাত্রা করিতেছিলেন তাঁহাদের সহিত গিয়া মিলিত হইল। মর্য্যাদাবন্ত মনুষ্যেরা যদিও ভীতি বশতঃ প্রকাশ্য রূপে ম্যাকবেথের প্রাতিকূল্যাচরণ করিতে পারি-

লেন না, তথাপি মালকম ও মেকদফের যুদ্ধার্থ আগমন সংবাদ প্রাপ্তে মনোমধ্যে সকলেই প্রার্থনা করিতে লাগিলেন তাঁহারা যেন জয়ী হইয়া এই দুরাত্মার দমন করেন। ম্যাকবেথের পুরাতন অনীকিনী ছিল না, অভিনব সংগৃহীত সেনাগণ তৎকালে যুদ্ধ অভ্যাস করিতেছিল। তাহারাও তদীয় অত্যাচার হেতু স্নেহ হীন হইয়া তাহাকে অমান্য করিত। অতএব ম্যাকবেথ সমস্ত রাজ্যাঙ্গকে আপনার প্রতিকূল দেখাতে মহা বিষণ্ন হইল এবং মনের অসুখে একং বার কহিতে লাগিল আমার বোধ হয় নিহত দনকেন এক্ষণে আমা অপেক্ষা স্বস্থাবস্থায় আছেন, আমি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাঁহাকে প্রাণে বিনষ্ট করিয়াছি বটে কিন্তু এখন তিনি মৃত্তিকার অভ্যন্তরে নিরুদ্বেগে মহা নিদ্রায় সুখ সুপ্ত আছেন। আমি জীবদ্দশায় প্রখর শর এবং পুরস্থ জনসমাজের ঈর্ষা ও বৈরিবৃন্দের বিরুদ্ধাচারে যে যন্ত্রণা পাইতেছি বোধ করি এ সকল সেখানে কিছুই নাই।

যৎকালে রাজ্যমধ্যে এই সমস্ত দুর্ঘটনা হইতেছিল সেই সময় ম্যাকবেথের ঐ সকল দুষ্ক্রিয়ার প্রবর্ত্তিকা সেই পাপীয়সী গৃহিণী আপনার দুষ্প্রবৃত্তি জন্য সন্তাপ ও লোকনিন্দা সহিষ্ণুতা করণে অসমর্থা হইয়া স্বহস্তে আত্ম হত্যা করিল। ম্যাকবেথ বিভাবরী ভাগে শয়নগত হইয়াও দুঃস্বপ্ন দর্শনে বিবিধ যন্ত্রণা পাইত, সে সময় মহিষীর সহিত আলাপে নিদ্রার বিরাম হইলে ক্ষণকাল সে ক্লেশ নিবারণ হইতে পারিত এক্ষণে পত্নী আত্মঘাতিনী হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করাতে তাহাতেও বঞ্চিত হইল। এখন স্নেহ করে এমত এক প্রাণীও রহিল না। অধিকন্তু বন্ধু বান্ধব কেহ থাকিল না যে তাহার নিকট আপনার যন্ত্রণার কথা কহিয়া আশ্বস্ত হইতে পারে।

ম্যাকবেথ এক্ষণে জীবনের সহচরীতেও বিরহিত হওয়াতে নৈরাশ্যে আপনার প্রতি হেয় জ্ঞান করত কেবল

দেহপাত কামনা করিতে লাগিল কিন্তু অবিলম্বে যখন মালকমের সেনাগণ রাজ্য গ্রহণের মানসে সসজ্জ হইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল তখন রোষবশতঃ তাহার প্রাক্তন সাহসের পুনর্ব্বার আবির্ভাব হইল। অতএব ভীত না হইয়া কবচ ও অস্ত্র শস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক স্থির হইয়া রহিল এবং সমর ক্ষেত্রে শৌর্য্য প্রকাশ পুরঃসর প্রাণ ত্যাগ শ্রেয়স্কর জ্ঞান করিল। তাহার মনোমধ্যে একবার ডাকিনীগণের উক্তি কল্পিত বোধ হইল। অপর ভূতেরদের সেই বাক্যও স্মৃতিপথে উদিত হইল যথা নারীগর্ব্ভ হইতে নিঃসৃত কোন ব্যক্তি যন্ত্রণা দিতে পারিবেক না। অধিকন্তু যাবৎ বরনাম বন দনসিনেন শৈলোপরি না আসিবে তাবৎ কদাপি তাহার পরাজয় নাই এ কথাও তাহার মনে পড়িল ইহাতে বনের আগমন সর্ব্বথা অসম্ভব ভাবিয়া বরং কখন২ আশ্বস্ত হইতে লাগিল। যাহা হউক, সে মালকমের আগমন প্রতীক্ষা করত স্বীয় দুর্গমধ্যে অবস্থিতি করিল। এক দিবস এক জন দূত ভয়ে কম্পিত কলেবর হইয়া সমীপে আগমন পূর্ব্বক নিবেদন করিল মহারাজ পর্ব্বতোপরি প্রহরিতা করিতেং বরনাম বনের দিকে দৃষ্টি পাত হওয়াতে নিরীক্ষণ করিলাম সেই কানন যেন স্বস্থান ত্যাগ পূর্ব্বক গমনোপক্রম করিয়া আন্দোলিত হইল। ম্যাকবেথ এ বিষয় অসম্ভব বোধ করিয়া তাহার উপর রাগিয়া উঠিল এবং তর্জ্জন করত কহিল কি, আমার সাক্ষাতে অসত্য কহিস্? পরে রোষ বশতঃ প্রতিজ্ঞা করিল তোকে এ বিষয় সপ্রমাণ করিতে হইবে যদি তোর্ বাক্য অলীক হয় সেই অরণ্য মধ্যবর্ত্তি তরু শাখায় তোকে লম্বিত করিয়া রাখিব অশন পান বিরহে স্বতই মরিয়া যাবি কিন্তু যদিস্যাৎ সত্য বলিয়া থাকিস্, এবং তোর্ উল্লেখিত বিষয় যথার্থ হয়, স্বীকার করিতেছি আমাকে ঐ রূপ যন্ত্রণা দিলে আমিও তাহা সহ্য করিব। যাবৎ বরনাম বন দনসিনেনে না আইসে তাবৎ তাহার কোন ভয় সম্ভাবনা ছিল না বটে কিন্তু এক্ষণে মনোমধ্যে ভাবনার আবির্ভাব হও-

য়াতে ক্রমশঃ ভূতদের সেই বাক্যে সন্দেহ হইতে লাগিল এবং আপনার যে দৃঢ় প্রত্যয় ছিল তাহারও শৈথিল্য হইবার উপক্রম হইল। এখন দুর্ভাবনা বশতঃ আপন চক্ষে যেন সেই অরণ্যানীর গতিশক্তি দেখিতে পাইল, অধিকন্তু অন্তঃকরণ মধ্যে ঐ সমস্ত বিষয়ের আন্দোলন করিতে লাগিল অবশেষে আপনা আপনি কহিল দূতের বাক্য সত্য হউক আর না হউক সজ্জীভূত হইয়া দুর্গের বাহিরে যাওয়াই কর্ত্তব্য, এক্ষণে এ স্থানে অবস্থানে অথবা পলায়ন পূর্ব্বক প্রস্থানে শ্রেয়ঃ সম্ভাবনা নাই। বহুকাল পৃথিবীতে আছি আর অবনীমণ্ডলে সজীবন হইয়া থাকিতে বাসনা হয় না এখন আশু অস্তুবিগম হইলেই মঙ্গল। এই সময়ে বিপক্ষ পক্ষের অনীকিনীগণ দুর্গের অদূরে আসিয়া উপস্থিত হইল সেও তৎক্ষণে বহির্গমন পুরঃসর সাহসে নির্ভর করিয়া তাহাদের প্রতিকূলে সমর সজ্জা করিল।

দূত পূর্ব্বে কহিয়াছিল বরনাম বন আগমন করিতেছে সে সময় ম্যাকবেথ তাহার কথায় অপ্রত্যয় করে কিন্তু এক্ষণে সেই উক্তি সটীক বলিয়া মান্য করিতে হইল। মালকলমের সেনাগণ ঐ বিপিনের মধ্য দিয়া আগমন করিতেছিল, রাজপুত্র বিজ্ঞ বহু দর্শি সেনানীর ন্যায় কৌশল করিয়া স্বীয় সৈন্য সংখ্যা দূর হইতে কেহ গণনা দ্বারা স্থির করিতে না পারে এতদভিপ্রায়ে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সেই অরণ্যানী হইতে এক২টা তরু শাখা ছেদন পূর্ব্বক করে ধারণ করিয়া যাইতে অনুমতি করেন। অতএব ব্যূহীকৃত ভূরি সেনা ঐ রূপে আগমন করাতে দূত দূর হইতে বনেরই চলন মনে করিয়াছিল। বিপক্ষের যোদ্ধৃবর্গ ঐ রূপে আসিয়া ম্যাকবেথের নয়নপথবর্ত্তী হওয়াতে এক্ষণে বনের সঞ্চার প্রত্যক্ষ হইল। অধুনা তাহার সমুদায় আশা দূরে প্রস্থান করিল এবং স্বয়ং সর্ব্বতোভাবে সাহস হীন হইল।

অনন্তর সেনাগণ অগ্রসর হইলে সংগ্রাম আরম্ভ হইল। যদিও ম্যাকবেথের প্রজাজন ও বন্ধু বান্ধব তাহার

পক্ষে মৌখিক যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য করিল তথাপি সেই দুরাত্মার প্রতি সাতিশয় ঘৃণা থাকাতে মালকম এবং মেকদফের পক্ষ হইয়াই রণ করিল। কিন্তু ম্যাকবেথ স্বয়ং শৌর্য্য বীর্য্য প্রকাশ পুরঃসর মহা সাহসে যুদ্ধ করিতে লাগিল। যে২ ব্যক্তি তাহার উপরে আক্রমণ করিয়াছিল স্বীয় শানিত শস্ত্র প্রহারে তাহাদের সকলেরই শিরশ্ছেদ করত মেকদফের সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইল। সেই ব্যক্তিকে অবলোকন করিয়া আক্রমণের উপক্রম করে ইতিমধ্যে ভূতেরদের কথা স্মরণ পথে উদিত হইল, ভূতেরা তাহাকে কহিয়াছিল মেকদফ ভিন্ন সকলের সহিত যুদ্ধ করিও অতএব অন্যত্র গমনের মানস করিল। পরন্তু মেকদফ এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত কেবল তাহারই অন্বেষণ করিতেছিলেন ঐ দুরাত্মা তদীয় পুত্র কলত্রের প্রাণ বিনাশ করে ইহাতে পূর্ব্বাবধি জাতক্রোধ হইয়াছিলেন সাক্ষাৎ পাইবামাত্র কোপপ্রজ্বলিত হইয়া কতকগুলা ভর্ৎসনা করিলেন। ম্যাকবেথ তদীয় পরিজনের শোণিতে আপনার পিপাসা নিবৃত্তি করে এতদর্থ সমর করিতে বিমুখ ছিল কিন্তু তিনি ক্রোধে অত্যাচারী, কুক্কুর ও প্রবঞ্চক বলিয়া ভূরি২ কটূক্তি করত তাহাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে বাধ্য করিলেন।

অনন্তর ম্যাকবেথের স্মরণ হইল ভূত আমাকে কহিয়াছিল স্ত্রীলোকের গর্ব্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ কোন ব্যক্তি যন্ত্রণা দিতে সমর্থ হইবে না, সেই বাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস থাকাতে সহাস্য মুখে মেকদফকে বলিল আর বৃথা কেন পরিশ্রম করিবি তোর অস্ত্র যদিস্যাৎ বায়ুকে আঘাত করিতে পারে তবে আমাকেও বিনষ্ট করিবে। অরে আমার জীবন মোহনী প্রভাবে দৃঢ়ীভূত আছে নারী গর্ব্ভজ হইতে আমার বিনাশাশঙ্কা নাই।

মেকদফ রোষ প্রকাশ পুরঃসর প্রতিবচন প্রদান করিলেন এক্ষণে মোহনীর আশাকে বিসর্জ্জন দিতে হইবে। তুই মিথ্যাবাদি ভূতের কথায় প্রত্যয় করিয়া দাসত্ব স্বীকার

করিয়াছিস্ হয় তো এখন তোকে সেই ভূতই বলিবেক মেকদফকে কোন অবলা প্রসব করে নাই। বস্তুতঃ মানব গণ যে রূপে মাতৃ গর্ব্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া থাকে মেকদফ সে প্রকারে জন্মেন নাই, অকালে জননী জঠর হইতে নিঃসৃত হইয়াছিলেন।

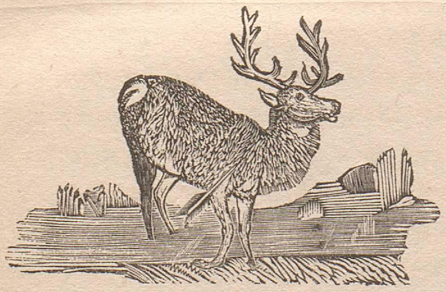
ম্যাকবেথ মেকদফের সাহস দর্শনে নিরাস হইল এবং মুক্তকণ্ঠে কহিতে লাগিল যাহারা আমাকে ঐ রূপ কহিয়াছিল তাহাদিগের প্রতি আমার আর শ্রদ্ধা হয় না। আমি সকলকে কহিব কোন মানব যেন কখন ভূতের কথায় বিশ্বাস না করে। ঐ ব্যক্তিরা কেবল প্রতারণা করণার্থ দ্ব্যর্থ শব্দ প্রয়োগ পূর্ব্বক বাক্য বিন্যাস করে তাহাতে তাহাদের অঙ্গীকার প্রকারান্তরে সিদ্ধ হয় বটে কিন্তু যে মনুষ্য স্পষ্টার্থ গ্রহণ পুরঃসর কোন বিষয়ে আশা করে তাহাকে নৈরাশ্যে পড়িতে হয়। যাহা হউক ওহে মেকদফ আমি আর তোমার সহিত সংগ্রাম করিব না।

মেকদফ তাহার এ কথায় মনোযোগ করিলেন না, ক্রোধে তর্জ্জন করত কহিলেন অরে তুই থাক, লোকে রাক্ষস দিগকে যে ভাবে দর্শন করে আমরাও তোকে সেই রূপে অবলোকন করিব। এখনই তোকে পিঞ্জর বদ্ধ করণ পূর্ব্বক এই ঘোষণা ফলকারূঢ় করিয়া প্রকাশ্য স্থানে লম্বিত করিয়া দিব যথা অমুক স্থানে অত্যাচারী মানব দেখিতে পাওয়া যায়।

ম্যাকবেথ যদিও শুভাশায় সর্ব্বতোভাবে নিরাশ হইল তথাপি তাহার সহস সহসা বিনষ্ট হইল না, তখনও সাহঙ্কার বচনে বলিতে লাগিল ইহা কখন হইতে পারিবে না। আমি কি যুবা মাকলমের সম্মুখস্থ ভূমি চুম্বন এবং অধম লোকের ঘৃণা বাক্য শ্রবণ নিমিত্ত জীবন ধারণ করিব? তুই স্ত্রীলোকের গর্ব্ভ হইতে যথা কালে উৎপন্ন নহিস্ এ কারণ আমার উপর আক্রমণ করিয়াছিস্ তথাচ আমি রণে ভঙ্গ দিব না, শেষ পর্য্যন্ত দেখিব। এই বাক্য কহিয়া বাহ্বাস্ফোটন

পূর্ব্বক মেকদফের উপর গিয়া পতিত হইল এবং কিয়ৎ ক্ষণ সাতিশয় দৃঢ়তা সহকারে যুদ্ধ করিল। কিন্তু মেকদফ কিঞ্চিদ্বিলম্বে পরাভব করত কোপে তদীয় মস্তক ছেদন করিয়া মালকমের নিকট উপঢৌকন স্বরূপে পাঠাইয়া দিলেন। অতএব স্কতলন্দের রাজসিংহাসন এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত উপদ্রবকারির অধীন থাকিয়া অবশেষে রাজ্যের যথার্থ অধিকারি মালকমের হস্তগত হইল এবং রাজ্যস্থ আপামর সাধারণ জনগণ পরামানন্দ সহকারে প্রাচীন রাজা দনকেনের পদে তাঁহাকে অভিষিক্ত করিল ইতি।





R. C. KORMOKAR, ENGR. ৪৭৫

যাদৃক অভিরুচি।

সেক্‌সপিয়র।

যাদৃক্‌ অভিরুচি।

ফ্রান্স দেশ কোন সময়ে পৃথক২ খণ্ডে বিভক্ত ছিল। এক প্রদেশের জনেক অন্যায়ী দুরাত্মা তথাকার প্রকৃত অধিপতি আপন অগ্রজ সোদরকে সিংহাসন চ্যুত করিয়া বনবাসে প্রেষণ পূর্ব্বক স্বয়ং রাজ্যাধিকারী হইল।

পূর্ব্বাধিকারী পদভ্রষ্ট হইয়া নিবাস নিমিত্ত আর্দেন নামক দুর্গম বিপিনে গমন করিলে তদীয় কতিপয় সুস্নিগ্ধ মিত্র স্বং ঐশ্বর্য্য সম্পত্তি রাজ্য মধ্যে স্বয়ং বিসর্জ্জন পূর্ব্বক সমভি-ব্যাহারী হইলেন। রাজ্যাপহারী দুরাত্মা তাঁহাদিগকে বারণ করিল না, বরং প্রস্থান করিবামাত্র তাঁহাদেরও বিষয় বিভব আপনি অধিকার করিয়া লইল। নৃপতি নির্ব্বাসিত হইয়াও সমভিব্যাহারে বন্ধুবর্গ প্রাপ্ত হওয়াতে মনের সুখে বনবাস করিতে লাগিলেন। ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্য সহকারে আরণ্য বিষয় ভোগ করাতে ক্রমে তাঁহাদের সকলেরই বোধ হইল নগরীয় আড়ম্বরান্বিত বিভব অপেক্ষা বন্য বিষয় পরম নিবৃতি কর। ফলতঃ ইংলন্দীয় প্রাচীন রবিন হুদের ন্যায় এই কানন নিবাসে তাঁহারা স্বং স্বান্তমধ্যে যৎপরোনাস্তি প্রীতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। নিদাঘ কালে শীতলচ্ছায় বিশাল ছায়াতরু তলে সকলে একত্র উপবেশন পূর্ব্বক কুরঙ্গ গণের লীলা রঙ্গ দর্শন করিতেন। মৃগ কদম্ব তাঁহাদিগের ঈদৃশ করুণাস্পদ হইল যে আপনাদের স্বাভাবিক আহার নিমিত্ত দুই একটার প্রাণ বিনাশ করিতে হইলেও শোকে ব্যাকুল হইতেন। শিশির সময়ে হৃদয় বিদারক নীহার

সহকারে পবন বহমান হইয়া দারুণ দুঃখের উদয় করিয়া দিত কিন্তু রাজা ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক তাহা সহিষ্ণুতা করিতেন। তজ্জন্য কোন প্রকার উদ্বেগ প্রকাশ না করিয়া বরং এই বাক্য কহিতেন এ উগ্র সমীরণ আমার অমিত্র নহে, যথার্থ উপদেশক বন্ধু, বোধ হয়, আমার অনর্থক সন্তোষ জন্মাইতে বাসনা করে না, উপস্থিত অবস্থা অবগত করাইয়া দিতেছে। যদিও নির্দয় আঘাত করিতেছে তথাপি কৃতঘ্ন নহে সুতরাং ইহার যাতনা অসহ্য বোধ হইতেছে না। মানবজাতি ইহার প্রাদুর্ভাব দেখিলে আপনাদের দুর্ভাগ্যের কথা কহিয়া থাকে বটে কিন্তু ইহা হইতে ভুরি২ সদুপদেশ গ্রহণ করিতে পারা যায়, ভেকের মস্তকস্থ বিষাক্ত মণি যেমন ঔষধ বিষয়ে মহোপযোগী হয় এই সমীরণে সেই রূপ আমাদেরও অবশ্য কোন প্রকার প্রয়োজন সিদ্ধির সম্ভাবনা আছে। নরপতি এবম্প্রকারে তাৎকালিক দুঃখাবহ যাবতীয় বিষয় বিবেচনা করিয়া সে সমস্ত হইতে কিঞ্চিৎ২ সদুপদেশ সংগ্রহ করিতেন। এই অবস্থায় তিনি আপনার নীতিগ্রাহিতা শক্তির গুণে তরুকে রসনা, বেগবতী স্রোতস্বতীকে গ্রন্থ এবং প্রস্তর সকলকে ধর্ম্মোপদেশক জ্ঞান করাতে সে সকল হইতেও বিবিধ উপদেশ লাভ করেন, ফলতঃ স্বাভাবিক সমস্ত পদার্থের তত্ত্বান্বেষণে প্রীতি প্রাপ্ত হওয়াতেই বনবাসেও অক্ষিন্নমনা ছিলেন।

দুরাত্ম সহোদরের অন্যায়ে যে রাজা বনবাসী হইলেন তাঁহার রোজালিন্দ নাম্নী এক তনয়া ছিল। রাজ্যাপহারী ফ্রেড্রিক অগ্রজকে নির্বাসিত করিয়া সেই কন্যাটীকে স্বীয় দুহিতা সেলিয়ার সহচরী করিয়া রাখিল। যদিও ঐ দুই কুমারীর জনকদিগের পরস্পর মহা অমিত্রতা ছিল তথাপি তাঁহাদের স্ব২ অন্তঃকরণে অন্যোন্যের প্রতি সাতিশয় প্রণয় জন্মিল। বিশেষতঃ সেলিয়া পিতৃব্যের প্রতি আপনার পিতার অন্যায়াচরণের বিনিময় স্বরূপে সহচরীকে যথেষ্ট স্নেহ করিতে লাগিলেন। যখন রোজালিন্দ জনকের দুঃখ এবং

আপনার দুরবস্থা স্মরণ করিয়া শোকাকুল হইতেন তখন বিবিধ প্রবোধ বচনে তাঁহাকে শান্ত্বনা করিতেন।

এক দিন সেলিয়া সহচরীর সহিত একত্র উপবেশন পূর্ব্বক তাঁহাকে বিষণ্ণ দেখিয়া সদয় বচনে কহিতেছেন ভগিনি সর্ব্বদা শোক করিলে কি হইবে? ধৈর্য্যাবলম্বন কর, আহ্লাদ আমোদে মন দেও। এতদবসরে এক জন বার্ত্তা-বহ সমাগত হইয়া সংবাদ দিল রাজসভা সন্নিধানে একটা মল্লযুদ্ধ হইবে যদিস্যাৎ কৌতুক দর্শনার্থ কৌতূহল থাকে শীঘ্র তথায় গিয়া অধিষ্ঠান করিবেন। সেলিয়া মনোমধ্যে বিবেচনা করিলেন রোজালিন্দ অদ্যদিন নিরানন্দ হইতেছেন মল্লক্রীড়া স্থলে লইয়া গেলে কৌতুক দেখিয়া অবশ্য কিয়ৎ ক্ষণ সানন্দ থাকিবেন অতএব দূতকে এই প্রতিবচন প্রদান পূর্ব্বক বিদায় করিলেন সহচরী সমভিব্যাহারে এখনই গমন করিতেছি।

বর্ত্তমান কালে পল্লীগ্রামে সামান্য জনগণের মধ্যে মল্ল-ক্রীড়া হইয়া থাকে কিন্তু পূর্ব্বে রাজসভা ও সম্ভ্রান্ত কুলবালা-গণের সম্মুখে মল্লযুদ্ধ হইবার প্রথা ছিল। অতএব তদ্দর্শনার্থ সেলিয়ার আহ্বান হয় এবং তিনিও সঙ্গিনীকে সঙ্গে লইয়া সেই রঙ্গ অবলোকনার্থ রঙ্গভূমি সন্নিধানে গমন করেন। কিন্তু সেখানে উপস্থিত হইলে তাঁহাদের অনুমান হইল এই মল্লযুদ্ধে কৌতুক হইবে না বরং একটা শোকাবহ ব্যাপার ঘটিবার সম্ভাবনা, কেননা সমক্ষে নিরীক্ষণ করিলেন এক জন দৃঢ়কলেবর বলবান্ নিপুণ মল্লের বিরুদ্ধে একটী অনিপুণ তরুণ বাহ্বাস্ফোটন পুরঃসর যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইতেছিল। দর্শকেরা দুই মল্লের আকৃতি প্রকৃতি দেখিয়া কহিতেছিল এই যুবা কদাপি ইহার সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারিবে না অসমসাহসিক ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইবার ফল অবিলম্বে প্রাপ্ত হইবে।

সেলিয়া স্বীয় সহচরী সহিত সভা সমীপে উপস্থিত হইলে রাজা তাঁহাদিগকে সমাদর পূর্ব্বক অভ্যর্থনা করিল এবং

দুই জনকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসিল তোমরা কি মল্ল-যুদ্ধ দেখিতে আসিয়াছ? এ মল্লক্রীড়ায় কৌতুক হইবে না, এই নবীন ব্যক্তির প্রতি আমার অতিশয় দয়া হইতেছে আমি ইচ্ছা করি এই দুঃসাহসিক ব্যাপার হইতে এ যুবা নিরস্ত হয়। তোমরা ইহাকে বুঝাইয়া বল দেখি যদি নিবৃত্ত করিতে পার।

রাজকন্যারা অতিশয় প্রীতিযুক্তা হইয়া তাঁহার সহিত কথোপকথন করিতে প্রবৃত্তা হইলেন। প্রথমতঃ সেলিয়া যুবাকে এই অসমসাহসিক ব্যাপার হইতে বিরত হইতে অনুরোধ করিলেন। পরে রোজালিন্দ সানুক্রোশ বচনে কহিতে লাগিলেন ওহে তরুণ তুমি আপন ইচ্ছায় কেন বিপদে পদক্ষেপ করিতেছ? কিন্তু সেই যুবা তাঁহাদের কথায় সংকল্পিত বিষয়ে নিবৃত্ত হইলেন না, তাঁহাদিগের সমক্ষে আপনার দুর্দ্ধর্ষ বিক্রম প্রকাশ করিতে মানস করিলেন। অগ্রে সুকোমল বচন প্রয়োগ পুরঃসর বিনয় করিয়া কহিলেন আমি তোমাদের এই অনুরোধ রক্ষা করিতে সক্ষম হইব না। তাঁহার বিনয়ৌদার্য্যে রাজনন্দিনী দ্বয়ের পরম সন্তোষ জন্মিল সুতরাং প্রার্থনা ভঙ্গে বিরক্তা না হইয়া বরং সাতিশয় প্রীতি যুক্তা হইলেন। সেই তরুণ হিতৈষিণী রাজনন্দিনীদিগের প্রতি শেষে এই কথা কহিলেন আপনাদিগের অনুরোধ রক্ষা করণে অক্ষম হওয়াতে যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইতেছি। পরন্তু আপনারা আমার হিতাকাঙ্ক্ষা করেন, এতন্নিমিত্ত কৃতজ্ঞতা স্বীকার পূর্ব্বক প্রার্থনা করি স্বচক্ষে আমার এই পরীক্ষা নিরীক্ষণ করুন। আমি যদি-স্যাৎ এই যুদ্ধে পরাস্ত হই তবে নিশ্চয় জানিবেন এবম্বিধ এক ব্যক্তি লজ্জিত হইল যে কস্মিন্ কালে দৃষ্ট হয় নাই। আর যদি এই রণে আমার মরণ হয় তাহাতেও জানিতে পারিবেন স্বেচ্ছাপূর্ব্বক নিধন যাতনা সহ্য করণে প্রস্তুত এক ব্যক্তি কাল গ্রাসে পড়িল। অপর আমি সমরশায়ী হইলে কাহারো কিছু অপকার হইবে না, আমার নিমিত্ত

শোক করে সংসারমধ্যে এতাদৃশ এক প্রাণীও নাই। অধিকন্তু আমার মৃত্যুতে পৃথিবীরও হানি সম্ভাবনা বিরহ, কেননা অবনীর সহিত কোন সম্পর্ক রাখি না, বরং আমার বিনাশে পৃথিবীর উপকার আছে আমি ধরার যে স্থান ব্যাপিয়া রহিয়াছি অন্যের শুভাগমনের দ্বারা তাহা পূরিত হইতে পারিবে।

অনন্তর যুদ্ধারম্ভ হইল। সেলিয়া মনে২ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন যুবা যেন কোন প্রকারে আহত না হন্। রোজালিন্দও তদর্থ মর্ম্মান্তিক বেদনা প্রকাশ করিলেন এবং মনোমধ্যে এই বিবেচনা করিয়া দুঃখিত হইলেন আহা এ ব্যক্তি আমারই ন্যায় দুর্ভাগ্য, বন্ধু বান্ধব কেহই নাই, স্বতঃ মৃত্যু ক্লেশ স্বীকারে প্রবৃত্ত হইল। এই রূপে যৎকালে তাঁহার উপস্থিত বিপত্তি নিমিত্ত স্নেহ প্রকাশ পূর্ব্বক শোক করিতে লাগিলেন সেই সময়েই তদীয় প্রণয় নিগড়ে পতিত হইলেন এমত অনুভব হইল।

সে যাহা হউক, কিন্তু যুবা মান্যা মহিলাদিগের এবম্প্রকার করুণায় মহা সাহসী ও দ্বিগুণ বলান্বিত হইলেন এবং আশ্চর্য্য রূপে শৌর্য্য বীর্য্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন তাহাতে তাঁহার বিপক্ষ পক্ষ পরাভূত হইল এবং ঘোরতর প্রহারে কিয়ৎ ক্ষণ অচেতন অস্পন্দ হইয়া রণক্ষেত্রে পড়িয়া রহিল।

রাজা এই তরুণের অসাধারণ সাহস এবং যুদ্ধ নৈপুণ্য অবলোকন করিয়া সাতিশয় প্রীত হইল এবং আশ্রয় প্রদান মানসে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল।

যুবা কহিতে লাগিলেন আমি স্যর রোলান্দ-দি-বএজের কনীয়ান সন্তান, আমার নাম অর্লান্দো।

স্যর রোলান্দ-দি-বএজ সে সময় পরলোক প্রবাসী হইয়াছিলেন কিন্তু জীবদ্দশায় সিংহাসন চ্যুত রাজার এক জন প্রিয় বন্ধু ছিলেন একারণ ফ্রেদ্রিক যখন শুনিল সমর বিজয়ী তরুণ অর্লান্দো তদীয় তনয়, তখন যুবার শৌর্য্য

দর্শনে তৎপ্রতি তাহার যে অনুরাগ জন্মিয়াছিল তাহা বিরাগে পরিণত হইল, তৎক্ষণাৎ বৈরক্তি ভাব ব্যক্ত করত গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল। কিন্তু যদিও ভ্রাতৃদ্বেষ প্রযুক্ত তদ্বন্ধুবর্গের পর্য্যন্ত নাম শ্রবণে বিরক্ত হইত তথাপি অর্লান্দোর অনুপম বলবীর্য্যে চিত্ত সন্তোষ জন্মিবাতে গমন করিতে২ কহিতে লাগিল সেই যুবা অন্য কোন লোকের নন্দন হইলে মহা আনন্দের বিষয় হইত।

রোজালিন্দ যখন শ্রবণ করিলেন ঐ যুবা তাঁহার জনকের মিত্রতনয়, তখন তদীয় পরিতোষের পরিসীমা রহিল না। সেলিয়াকে সম্বোধন পুরঃসর কহিতে লাগিলেন স্যর রোলান্দ-দি-বএজ আমার পিতার পরম প্রিয়পাত্র ছিলেন এই নবীন পুরুষ তাঁহার ঔরসজাত, যদি অগ্রে বিদিত থাকিত তাঁহাকে রণে প্রবৃত্ত হইতে নিরারণ করিবার সময় অবশ্য আমার নেত্রদ্বয় অশ্রু প্রবাহে কলুষিত হইত।

অনন্তর তাঁহারা দুই জনে অর্লান্দোর সন্নিধানে গমন করিলেন। সেখানে গিয়া অবলোকন করিলেন ফ্রেড্রিকের হঠাৎ বৈরক্তি দেখিয়া অর্লান্দো লজ্জায় অধোবদন হইয়া রহিয়াছেন উভয়ে সুধাভিষিক্ত বচন প্রয়োগ পুরঃসর নানা প্রকারে তাঁহাকে আশ্বাস দিলেন এবং বিদায়াবসরে রোজালিন্দ স্বীয় গলদেশ হইতে এক মহার্হ মণিময় মালা উন্মোচন পূর্ব্বক প্রদান করত কহিলেন প্রিয়তম আমার নিমিত্ত এই ভূষণে আপনার কণ্ঠ ভূষণ করিও, আমি দুরদৃষ্ট বশতঃ দুরবস্থায় পতিত হইয়াছি নচেৎ এতদপেক্ষা অধিক মূল্যবৎ উপায়ন প্রদান করিতাম।

পরে দুই জনে বিদায় গ্রহণ পুরঃসর আপনাদের নিভৃত নিকেতনে গমন করিলেন। রোজালিন্দের বদন হইতে তদবধি কেবল অর্লান্দোর প্রশংসাবাদ বিনির্গত হইতে লাগিল। সেলিয়া বিবেচনা করিলেন ভগিনী সেই তরুণের অসামান্য রূপ লাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া প্রণয় বাগুরায়

পতিত হইয়াছেন অতএব ঈষদ্বৈরক্তি প্রকাশ পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন কাহারও প্রতি হঠাৎ এরূপ প্রীতিযুক্তা হওয়া কি উচিত হয়? রোজালিন্দ উত্তর করিলেন আমার পিতা অর্লান্দোর জনককে ভাল বাসিতেন। সেলিয়া বলিলেন তজ্জন্য কি তুমি তদীয় নন্দনকে আপন নয়নের আনন্দ বর্দ্ধন জ্ঞান করিবে? তবে তো আমি তাঁহাকে ঘৃণা করিতে পারি? কেননা আমার পিতা তাঁহার জনককে ঘৃণা করিতেন, কিন্তু অর্লান্দোর উপরে আমার বিরাগ মাত্র হয় নাই।

ফ্রেড্রিক অর্লান্দোর পরিচয় প্রাপ্তি অবধি তাড়িত সোদরের বন্ধু বান্ধব দিগকে স্মরণ করিয়া ক্রোধের্ষায় পূর্ণ হইল। সে ভ্রাতৃতনয়াকে আশ্রয় প্রদান পূর্ব্বক আপন অঙ্গজার সঙ্গে প্রতিপালন করিত বটে কিন্তু অন্তঃকরণ সহিত স্নেহ করিত না, রাজ্যস্থ জনগণ সেই সুশীলা বালার বিনয়ৌদার্য্য দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া তদীয় জনকের প্রতিষ্ঠা করাতে বরং তৎপ্রতি বিরক্ত ছিল। তাহার দ্বেষ এবং কোপ অনতিবিলম্বে প্রবল হইয়া উঠিল অতএব সে রোজালিন্দের অনিষ্ট চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইল। এক দিন সেই কুমারী প্রিয়সখী সেলিয়ার সহিত একত্র উপবেশন পূর্ব্বক অর্লান্দোর প্রসঙ্গ করিয়া কথোপকথন করিতেছিলেন হঠাৎ সেই সময়ে তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হওয়াতে ঐ সকল কথা তাহার কর্ণগোচর হইল। ইহাতে ক্রোধান্ধ হইয়া আজ্ঞা করিল রোজালিন্দ, তুই এই দণ্ডে আমার ভবন হইতে দূরীভূত হ। এত বড় আস্পর্দ্ধা, আমার প্রতিদ্বন্দ্বির পক্ষকে স্বপক্ষ জ্ঞান করিস্? তাহার কথা কহিয়া আমোদ করিতেছিস্? পরে আপনার দুহিতাকে কহিল এ অতি দুষ্টা, কেবল তোমার সন্তোষের নিমিত্ত ইহাকে এত দিন এখানে থাকিতে দিয়া ছিলাম। সেলিয়া সহচরীর নিমিত্ত দুঃখিত হইয়া জনক সন্নিধানে বলিতে লাগিলেন

পিতঃ অগ্রে আমি স্বনিকটে রোজালিন্দের অবস্থান নিমিত্ত আপনার সমীপে কাতরতা বা বিনয় করি নাই কারণ তখন শৈশব প্রযুক্ত গুণাগুণ বিবেচনা করিতে পারিতাম না কিন্তু ইদানী ইহার সৌজন্যে যথেষ্ট সন্তুষ্ট হইয়াছি কত দিন অবধি একত্র শয়নোপবেশন শিক্ষা ক্রীড়া ও ভোজনাদি করিয়াছি এখন ইহার বিয়োগ সহ্য করিতে পারিব না অতএব ক্ষমা করুন। ফ্রেড্রিক কিঞ্চিদন্তরে তনয়াকে লইয়া গিয়া বুঝাইতে লাগিল সেলিয়া বলি শুন ও কণ্টকটা এখানে থাকিলে তোমার পক্ষেও শ্রেয়ঃ সম্ভাবনা নাই, লোকে তদীয় বিনয়ৌদার্য্য দর্শনে তুষ্ট হইয়া তাহারই অনুরাগ করে তন্নিমিত্ত অদ্যাবধি তোমার প্রতিষ্ঠা বা সদ্‌গুণের খ্যাতি প্রচার হইল না, তুমি আবার তদর্থ অনুরোধ কর তুমি তো বড় নির্বোধ। আশু এখান হইতে দূর হইলে তোমার খ্যাতি প্রচার হইবে এ কি বুঝিতে পার না? সাবধান, উহার পক্ষ হইয়া আর একটী কথাও কহিও না, আমি যাহা অনুমতি করিলাম তাহার অন্যথা হইবে না।

সেলিয়া যখন দেখিলেন অনুরোধ করিয়া রোজালিন্দের প্রতি পিতার কোপ শান্তি করা দুরূহ, তখন আপনিও তাঁহার সমভিব্যাহারে রাজভবন পরিত্যাগ করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। অতএব সেই নিশাভাগেই উভয়ে প্রস্থানের আয়োজন করিতে লাগিলেন।

সেলিয়া পিত্রালয় হইতে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে বিবেচনা করিলেন বহুমূল্য বসন ভূষণ পরিধান পূর্ব্বক ভ্রমণে প্রবৃত্ত হওয়া শুভদ নহে অতএব সহচরীকে কহিলেন ভগিনি, আইস, আমরা পল্লীগ্রামস্থ গৃহস্থ লোকের কন্যাবৎ সামান্য পরিচ্ছদ পরিধান করি। রোজালিন্দ বলিলেন আমরা দুই জনই অবলা, অন্য ব্যক্তি সহায় নাই, এক জন পুরুষের বেশ ধারণ করিলে ভাল হয় না? তৎপরে স্থির হইল রোজালিন্দ কিঞ্চিৎ দীর্ঘাকৃতি অতএব তিনি পুরুষের বেশে গমন করিবেন এবং সেলিয়া পল্লীগ্রাম নিবাসিনী

কুলবালার পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক সহগামিনী হইবেন অপর উভয়ের ভ্রাতৃ ভগিনী সম্বন্ধ হইবেক। অতএব রোজালিন্দ পুরুষের সজ্জা ধারণ করিয়া আপনার নাম গ্যানিমেদি রাখিলেন এবং সেলিয়া সামান্য অবলার বেশ গ্রহণ পুরঃসর এলিএনা নামের প্রণয়ন করিলেন।

রাজকন্যা দ্বয় এবম্প্রকারে বেশ পরিবর্ত্তন পুরঃসর আপনাদের অলঙ্কার সকল পাথেয় স্বরূপে সমভিব্যাহারে লইয়া দীর্ঘকাল দেশ পর্য্যটনে প্রবৃত্ত হইলেন। রোজালিন্দের পিতা আর্দেন নামে যে কাননে বাস করিতেছিলেন তাহা ফ্রেড্রিকের রাজ্যের সীমার বহির্ভূত ছিল।

রোজালিন্দ (এই সময় অবধি গ্যানিমেদি নামে প্রসিদ্ধ হইলেন) পুরুষের পরিচ্ছদ পরিধান করাতে পুরুষবৎ সাহস প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং সেলিয়া এলিএনা নাম্নী পল্লিগ্রাম নিবাসিনী সামান্য যোষার বেশ ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার সমভিব্যাহারিণী হইয়া দূর দেশ গমনে প্রবৃত্তা হওয়াতে যে দৃঢ়প্রণয়ের নিদর্শন প্রদর্শন করিলেন তজ্জন্য যথার্থই যেন তদীয় বিক্রমশালী ভ্রাতা এবম্বিধ ভাবে সর্ব্বতোভাবে তাঁহার সন্তোষ জন্মাইবার চেষ্টায় রহিলেন।

তাঁহারা গমন করিতেং পথিমধ্যে পান্থশালা এবং উপযুক্ত ভক্ষ্য পেয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন কিন্তু আর্দেন কাননে প্রবেশাবধি কিছুই লব্ধ হইল না। গ্যানিমেদি সমস্ত বর্ত্ম ভগিনীর সহিত চলিতেং বিবিধ মধুর বচনোপন্যাস পূর্ব্বক তাঁহার চিত্ত পরিতৃপ্ত করিতেছিলেন এক্ষণে বিশ্রাম ও পানাশন বিরহে খিন্ন হইয়া স্বসৃ সন্নিধানে কহিতে লাগিলেন ভগিনি পুরুষের বেশ গ্রহণ করিয়াও বুঝি শেষে আমাকে অবলা তুল্য রোদন করিতে হইল। এলিএনা কহিলেন আমার আর পদবিক্ষেপের ক্ষমতা নাই চলিতে পারি না। গ্যানিমেদি এ কথায় উদ্বিগ্ন চিত্ত হইলেন কিন্তু ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক স্মরণ করিলেন আমি পুমানের প্রকৃতি

ধারণ করিয়াছি, নৈরাশ্যে পতিত যোষাগণকে সাহস প্রদান করা পুরুষের কর্ত্তব্য কর্ম্ম, অতএব ভগিনীকে আশ্বাস দিয়া কহিলেন প্রিয়ে এলিএনা আমাদের ভ্রমণের প্রায় শেষ হইয়াছে, আর্দেন কাননে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। কিন্তু কল্পিত সাহস ও পৌরুষ কত ক্ষণ সাহায্য করিবে? যদিও তাঁহারা আর্দেন অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন তথাপি কোন্ স্থানে রাজার অবস্থিতি, জানিতেন না সুতরাং অবিলম্বে পুনর্ব্বার নৈরাশ্যের আবির্ভাব হইল। অধিকন্তু তাঁহারা পথ ভুলিয়া গেলেন এবং খাদ্য সামগ্রী কিছুই প্রাপ্ত হইলেন না ইহাতে অত্যন্ত ক্লেশের সহিত কালের করাল গ্রাসে পতিত হইবার সম্ভাবনা হইল। যখন তাঁহারা ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় কাতর হইয়া একটা তৃণবনের নিকট উপবিষ্ট হইলেন তখন পল্লীগ্রামস্থ এক জন মানুষ দৈবাৎ ঐ পথ দিয়া যাইতেছিল অতএব গ্যানিমেদি আর একবার পুরুষের সাহস অবলম্বন করত ঐ ব্যক্তিকে সম্বোধিয়া কহিলেন হে ভ্রাতঃ এই নির্জন বনের কোন্ স্থানে খাদ্য সামগ্রী পাওয়া যায় বলিতে পার? যদিস্যাৎ করুণা প্রকাশ অথবা অর্থ গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে কিঞ্চিৎ আহরীয় দ্রব্য আনিয়া দাও তাহা হইলে রক্ষা পাই, আমার এই ভগিনীটী অধিক পথ পর্য্যটনে শ্রান্তা এবং পানাশন বিরহে মৃতকল্পা হইয়া পড়িয়াছেন।

পান্থ কহিল আমি এক জন মেষ পালকের ভৃত্য, আমার প্রভুর নিকেতন এ স্থান হইতে অধিক দূর নয়, অদ্য স্বামির ভবন বিক্রীত হইবে সুতরাং তথায় উত্তমরূপ খাদ্য সামগ্রী মিলে কি না সন্দেহ স্থল, কিন্তু তোমরা যদিস্যাৎ আমার সঙ্গে আগমন কর অবশ্য কিঞ্চিৎ প্রাপ্ত হইতে পারিবে। খাদ্য প্রাপ্তির কথা শ্রবণে গ্যানিমেদি এবং এলিএনার যেন বলাধান হইল, তাঁহারা সত্বর উত্থান পূর্ব্বক সেই পথিকের পশ্চাৎ২ গমন করিলেন এবং সেখানে উপস্থিত

হইয়া ভক্ষ্য পেয় লাভে কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলেন। পরে যখন মেষ পালকের আলয় ও সম্পত্তি বিক্রীত হইল তখন আপনারাই সমভিব্যাহারে আনীত মুদ্রা দিয়া তাহা ক্রয় করিয়া লইলেন এবং সেই ভৃত্যকে আপনাদের কিঙ্করত্বে নিযুক্ত করিলেন। অতএব অরণ্য মধ্যেও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এক ক্ষুদ্র নিকেতন ও বিবিধ দ্রব্য সামগ্রীর অধিকারিণী হইয়া এই স্থির করিলেন এই অরণ্যানীর কোন্ অংশে রাজা অবস্থিতি করিতেছেন যাবৎ পরিজ্ঞাত না হয় তাবৎ পর্য্যন্ত এই স্থানে অবস্থান করিব।

এক্ষণে ভ্রমণের পরিশ্রম হইতে বিশ্রাম প্রাপ্ত হওয়াতে অবিপালন দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহেও সন্তুষ্ট হইলেন যদিও তাঁহারা আপনাদিগকে মেষ রক্ষক ও গড্ডলিকার পালিকা জ্ঞান করিয়াও সুখী হইতে লাগিলেন তথাপি একবার গ্যানিমেদির স্মরণ হইত আমি সেই রোজালিন্দ, এক সময়ে স্যর রোলান্দের প্রবল পরাক্রম পুত্রের প্রতি বদ্ধানুরাগ হইয়া তাঁহাকে প্রাণতুল্য প্রিয় জ্ঞান করিতাম। তিনি অনুমান করিতেন প্রিয়তম অর্লান্দো অতি দূরে রহিয়াছেন কিন্তু অনতিবিলম্বে একটা ঘটনায় প্রকাশ হইল যে সেই কাননেই উপস্থিত হইয়াছেন। সেই ঘটনার বিবরণ নিম্নে প্রকাশ হইবেক।

অর্লান্দোর পিতা স্যর রোলান্দ কালবশতঃ লোকান্তর গমন কালে জ্যেষ্ঠতনয় ওলিবরের করে কনিষ্ঠ সন্তান সমর্পণ পূর্ব্বক কহিয়া যান অর্লান্দো অপোগণ্ড বালক, বিদ্যা শিক্ষা হইল না, ইহার প্রতি আমার তুল্য স্নেহ করিয়া লিখন পঠন ও বিবিধ জ্ঞানে সম্পন্ন করত বংশের মর্য্যাদা রাখিও, দেখিও যেন মূর্খ হইয়া পরিবারের কলঙ্ক করে না। কিন্তু ওলিবর উপযুক্ত সহোদর ছিল না, জনকের নিদেশানুসারে অনুজকে কোন বিদ্যায় শিক্ষা প্রদান করে নাই কেবল বাটীর মধ্যে থাকিতে কহিত সুতরাং অর্লান্দো জ্ঞানালোকে বিহীন হন। শুদ্ধ তাঁহার সৎ স্বভাব ও

নৈসর্গিক মহৎ গুণ সকল তাঁহাকে মূর্খতার যন্ত্রণায় পতিত হইতে দেয় নাই। তিনি তদ্‌যোগে বিনা শিক্ষাতে পণ্ডিত বলিয়া গণ্য হইতেন। ওলিবর সহোদরের শরীর শোভা ও প্রকৃতির উৎকর্ষ জন্য লোক সমাজে প্রতিষ্ঠা দেখিয়া ঈর্ষান্বিত হয় পরে মাৎসর্য্য দোষে পরাহত বিবেক হইয়া তাঁহাকে বিনষ্ট করিবার চেষ্টা করে। সেই ব্যক্তিই ষড়্‌যন্ত্র করিয়া ভূরিং যোদ্ধার প্রাণ হন্তা এবং বিখ্যাত মল্লের সহিত সমর করণার্থ ভ্রাতাকে প্রবৃত্ত করিয়াছিল। অপর অর্লান্দোও যে রণ করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন অগ্রজ ওলিবর সকাশে বিবিধ অনাদর প্রাপ্তিই তাহার প্রধান কারণ।

কিন্তু অর্লান্দো যখন অসাধারণ বল বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক বিখ্যাত মল্লের পরাভব করিলেন এবং তাঁহার যশঃ সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইল তখন দুরাত্মা ওলিবর হিংসায় অধৈর্য্য হইতে লাগিল এবং শপথ পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা করিল অর্লান্দো যে গৃহে শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইবে তাহাতে অগ্নি প্রদান পূর্ব্বক দগ্ধ করিয়া মারিব। আদম নামা এক জন প্রাচীন রাজ-কিঙ্কর অর্লান্দোর প্রতি সাতিশয় স্নেহবান ছিল। সে প্রকারান্তরে ওলিবরের ঐ প্রতিজ্ঞার বিষয় অবগত হইল অতএব অর্লান্দো মল্লযুদ্ধে জয়লাভ পুরঃসর প্রফুল্লচিত্তে প্রত্যাগমন করিতেছেন ইত্যবসরে অগ্রসর হইয়া ঐ বিষয় জ্ঞাপন মানসে পথিমধ্যে তাঁহাকে অবলোকন করিয়া ব্যাকুলান্তঃকরণে কহিতে লাগিল ওগো মহাশয়, ও মহাশয়, ওগো স্যর রোলান্দের বংশধর, আহা আপনি কেন ধার্ম্মিক হইয়াছিলেন? কেনই বা সুশীল বলশালী বীর্য্যবান হইয়াছিলেন? সেই প্রসিদ্ধ মল্লকেই বা কেন পরাভব করিলেন? আপনি সদনে প্রত্যাগমনের অগ্রে আপনার খ্যাতি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। অর্লান্দো বৃদ্ধ ভৃত্যের অকস্মাৎ এতদ্রূপ উক্তি শ্রবণে বিস্ময়াপন্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কি কহিতেছ কিছুই যে বুঝিতে পারি না? অনন্তর প্রাচীন

সমুদায় বিবরণ ব্যক্ত করিয়া কহিতে আরম্ভ করিল, মহাশয়, আপনি সর্ব্বলোকের প্রিয়পাত্র বলিয়া আপনকার পূর্ব্বজ পূর্ব্বাবধি ঈর্ষান্বিত ছিল সংপ্রতিকার জয় সংবাদে সেই ঈর্ষায় অধীর হইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছে গৃহে অনল প্রদান পূর্ব্বক আপনাকে দগ্ধ করিয়া মারিবে। অতএব বাটী যাইবেন না, পলায়ন পরায়ণ হইয়া প্রাণ রক্ষা করুন। সেই প্রাচীন অর্লান্দোকে নির্ধন জানিয়া আপনার সঞ্চিত যৎকিঞ্চিৎ যাহা ছিল সমভিব্যাহারে আনয়ন করিয়া ছিল, উক্ত বাক্য কথনানন্তর অর্লান্দোর হস্তে তাহা সমর্পণ করিয়া কহিল মহাশয় আমি এই পঞ্চ শত স্বর্ণমুদ্রা ভবদীয় জনকের সেবা করিয়া সঞ্চয় করি। মনে করিয়াছিলাম যে সময় জরা জীর্ণতা প্রযুক্ত অক্ষম হইব তৎকালে ব্যয় করিব, তাহাতে আর কাজ নাই, আপনি গ্রহণ করিয়া আপাততঃ আত্ম প্রাণ রক্ষা করুন, পরমেশ্বর কীট পতঙ্গ প্রভৃতি সকল জীবের আহার যোগাইয়া থাকেন আমি অনাহারে মরিব না। আমি স্বেচ্ছা পূর্ব্বক আপনাকে এই মুদ্রা দিতেছি, এ বিষয়ে সঙ্কুচিত হইবার প্রয়োজন নাই। আপনি আমাকে ভৃত্যতায় নিযুক্ত করুন, আমাকে জরাগ্রস্ত দেখাইতেছে বটে কিন্তু এখনও অশক্ত হই নাই, যুবা পুরুষের ন্যায় আপনার পরিচর্য্যা করিতে পারিব। অর্লান্দো বৃদ্ধের এতাবৎ বচন শ্রবণে চমৎকৃত হইলেন এবং ক্ষণকাল বিলম্বে স্থবিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন ওহে সুশীলে প্রাচীন কালের অনির্ব্বচনীয় নির্মল আচরণ তোমাতে আশ্চর্য্য রূপে প্রকাশ পাইল। যাহা হউক, তুমি এ কালের মনুষ্য নহ, চল, দুই জনে প্রস্থান করি। তোমার তরুণাবস্থার সঞ্চিত সম্পত্তি ব্যয় না হইতেং অনুমান করি আমরা জীবিকার উপায় করিতে পারিব।

অনন্তর সেই বিশ্বস্ত প্রভুভক্ত ভৃত্য সমভিব্যাহারে এক দিকে প্রস্থান করিলেন এবং উভয়ে অজ্ঞাত পথে পর্য্যটন করিতেং আর্দেন নামক বনে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

কিয়দ্দিন পূর্ব্বে গ্যানিমেদি এবং এলিএনা ঐ কাননে উপনীত হইয়া অশন পান বিরহে যদ্রূপ কাতর হন ইহাঁদেরও তাদৃশী দশা হইল। জনস্থান অন্বেষণ করিতেং ক্ষুধা ও পিপাসায় অবসন্ন হইলেন। আদম বয়োবাহুল্য হেতু শক্তি হ্রাস হওয়াতে বুভুক্ষার যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া কহিল মহাশয় ক্ষুধায় প্রাণ বিয়োগ হয় বুঝি এই স্থানই আমার সমাধি স্থান হইল, এই কথা বলিয়া জন্মের মত বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক সেই স্থলে শয়ন করিল। অর্লান্দো তাহার দৌর্ব্বল্য দর্শনে বিষাদ করিতে লাগিলেন এবং স্বীয় বাহুদ্বয় প্রসারণ পূর্ব্বক অবলম্বন করিয়া এক মহীরুহ মূলে লইয়া গিয়া কহিলেন এই সুশীতল তরু চ্ছায়ায় কিয়ৎ ক্ষণ আশ্বস্ত হইয়া বিশ্রাম কর, জীবন বিনাশের আশঙ্কা করিও না, আমি অশনীয় বস্তু অন্বেষণ করিয়া আনিতেছি।

তিনি আহারাহরণে প্রবৃত্ত হইয়া ইতস্ততো ভ্রমণ করিতেং দৈবাৎ অরণ্যানীর যে স্থানে রাজা বাস করিতেছিলেন তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। সে সময় ভূপতি ভূরুহতলে তৃণাসন অধ্যাসন পুরঃসর সুহৃদ্বর্গের সহিত ভোজন করিতেছিলেন। অর্লান্দো চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক গমন করাতে দেখিতে পাইলেন।

অর্লান্দো তাঁহাদের নিকট আহারীয় সামগ্রী অবলোকন করিয়া বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিতে মানস করিলেন এবং কোষ হইতে সুতীক্ষ্ণ তরবারি নিষ্কাসন পুরঃসর হঠাৎ তর্জ্জন করত কহিতে লাগিলেন অরে তোদের মুখের হাত মুখে থাকুক আমি এই খাদ্য সকল গ্রহণ করিব। রাজা আগন্তুকের অকস্মাৎ এই অবিনয়ের কথা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ওহে কোন প্রকার ক্লেশ কি তোমাকে এবম্প্রকার সাহসী করিয়াছে? না, মূর্খতা প্রযুক্ত স্বভাবতঃ সদ্ব্যবহারে ঘৃণা করিয়া থাক? অর্লান্দো এতদ্বাক্যে বিনম্র হইয়া কহিলেন মহাশয় বুভুক্ষায় প্রাণ বিয়োগ হয়। নৃপতি কহিলেন তবে

এ স্থানে উপবেশন কর, আইস একত্র আহার করা যাউক। অর্লান্দো এই সানুক্রোশ বচনে আস্তেং হস্ত হইতে তরবারি ফেলিয়া দিলেন এবং আপনার মূঢ়তাচরণ নিমিত্ত লজ্জায় অধোবদন হইয়া কহিতে লাগিলেন মহাশয় ক্ষমা করুন আমি অত্রত্য সকল লোককে বর্ব্বর বোধ করিয়াছিলাম তন্নিমিত্ত হঠাৎ এবম্প্রকার ধৃষ্টতা প্রকাশ করি। আপনারা কে? এই মহীরুহমূলে অবস্থান পূর্ব্বক দিনপাত করিতেছেন, আমি জানিতে পারিলাম না। যে প্রকার মনুষ্য হউন, যদি কোন কালে শুভ দিন দেখিয়া থাকেন, যেখানে ধর্ম্মমন্দিরের ঘণ্টা নিনাদিত হয় সেস্থানে যদি কদাচিৎ আপনাদের অবস্থান হইয়া থাকে, কখন যদি ভদ্রলোকের ভবনে ভোজের সময় উপস্থিত হইয়া থাকেন, যদি কদাচিৎ অশ্রুধারা আপনাদের নয়নে আস্পদ করিয়া থাকে, এবং অনুগ্রহ বিতরণ ও অনুগ্রহ গ্রহণ কি রূপ ব্যাপার যদি আপনাদের সুবিদিত থাকে, তাহা হইলে আমার প্রতি কৃপা প্রকাশ করিতে পারেন। রাজা প্রতিবচন প্রদান করিলেন আমরা এক সময়ে শুভদিন দর্শন করিয়াছি যদিও এক্ষণে অরণ্য বাসী তথাপি কোন কালে নগরে অথবা রাজধানীতে আমাদের অবস্থিতি হইয়াছে, ধর্ম্মশালার পবিত্র ঘণ্টা রব অস্মদাদির শ্রুতিগোচর আছে, ভদ্রজনের সদনে ভোজনের সময়ে আমোদ প্রমোদ করিয়াছি, কোন সময়ে করুণা রস সঞ্চারে আমাদের নয়ন হইতে বারিধারা বিগলিত হইয়াছে অতএব তোমার আশঙ্কা নাই, এখানে উপবেশন পূর্ব্বক ইচ্ছানুরূপ অশন পান করিয়া ক্ষুধা তৃষ্ণার শান্তি কর। অর্লান্দো বিনীতি প্রদর্শন পুরঃসর নিবেদন করিলেন মহাশয় একটী প্রাচীন আমার সঙ্গে আছে। সে স্নেহসূত্রে সমাকৃষ্ট হইয়া বহু দূর হইতে আমার সমভিব্যাহারে আগমন করিয়াছে, সে ব্যক্তি সংপ্রতি মহা বিপদে পতিত, বার্দ্ধক্য ও বুভুক্ষায় ক্লান্ত হইয়া এখান হইতে কিয়দ্দূরে পড়িয়া আছে, তাহার আহার না হইলে আমি এক

গ্রাসও গ্রহণ করিতে পারি না। নরপতি বলিলেন তবে এখনই গিয়া তাহাকে এ স্থানে আনয়ন কর, আমরা তোমাদের অপেক্ষায় রহিলাম। অর্লান্দো এতৎ শ্রবণে তৎক্ষণাৎ গমন করিলেন এবং হস্তাবলম্বন পূর্ব্বক আদমকে ভোজন স্থানে আনিয়া উপস্থিত করিলেন। রাজা বলিলেন তোমরা দুই জনে আহারার্থ উপবেশন কর, উভয়েই সৎকারার্হ। পরে স্থবিরকে অত্যন্ত ক্লান্ত দেখিয়া সকলেই তাহাকে বিশেষ রূপে পানাশন দান ও শান্ত্বনা করিয়া সুস্থ করিলেন।

অনন্তর নরপতি অর্লান্দোর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া যখন অবগত হইলেন তিনি পরমমিত্র স্যর রোলান্দ-দি-বএজের আত্মজ, তখন মহা সন্তোষ প্রকাশ পূর্ব্বক অতি স্নেহে আশ্রয় প্রদান করিলেন। ইহাতে অর্লান্দো পিতৃ সুহৃৎ নৃপতি সমীপে বৃদ্ধ ভৃত্যের সহিত সেই বিপিনমধ্যে বাস করিতে লাগিলেন।

অতএব গ্যানিমেদি এবং এলিএনা উক্ত অরণ্যের এক প্রান্তে মেষরক্ষকের সম্পত্তি শুদ্ধ ক্ষুদ্র সদন ক্রয় করিবার অনতিবিলম্বে অর্লান্দোরও বনবাস হইল।

একদা গ্যানিমেদি এবং এলিএনা কানন ভ্রমণ করিতে২ অবলোকন করিলেন স্থানে২ অনেক মহীরুহের স্কন্ধে রোজালিন্দের নাম অঙ্কিত, এবং তন্নিম্নে সেই মহিলার প্রতি উক্তি স্বরূপ প্রেম বিষয়ক বিবিধ পদাবলি লিখিত রহিয়াছে। ঐ সকল অক্ষর নিরীক্ষণ মাত্রে তাঁহারদের যৎপরোনাস্তি বিস্ময় জন্মিল। দুই জনে আশ্চর্য্য প্রকাশ পুরঃসর তৎ প্রসঙ্গে কথোপকথন করিতেছেন ইতিমধ্যে দৈবযোগে সেই স্থানেই অর্লান্দো আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রোজালিন্দের প্রদত্ত রত্নময় হার তাঁহার কণ্ঠদেশে থাকাতে পরিচয় প্রাপ্তি কঠিন হইল না।

কিন্তু অর্লান্দো তাঁহাদিগকে চিনিতে পারিলেন না, কেননা যাঁহার প্রণয় পাশে পতিত হইয়া উন্মত্ত হইয়াছেন, এবং

প্রত্যেক তরুস্কন্ধে যাঁহার নাম অঙ্কন পুরঃসর প্রেম প্রকাশ করিয়া ভ্রমণ করিতেছেন সেই রমণী যে গ্যানিমেদির বেশ ধারণ পূর্ব্বক অরণ্যে আসিয়া দর্শন দিবেন ঈদৃশী আশা কখন মনোমধ্যেও স্থান লাভ করে নাই। তথাচ সেই মেষ রক্ষকের শরীর সৌন্দর্য্য এবং বচন মাধুর্য্যে যথেষ্ট পরিতৃপ্ত হইলেন এবং সানন্দ মনে কথোপকথন আরম্ভ করিলেন। তাঁহার একং বার বোধ হইতে লাগিল গ্যানিমেদি রোজালিন্দের অনুরূপ, কিন্তু মধ্যেং এমত বিবেচনাও করিলেন সেই ভাবিনীর তুল্য ইহাঁর হাব ভাব দেখিতে পাই না। গ্যানিমেদি যুবা পুরুষের ন্যায় হাস্য পরিহাস কাব্য কৌতুক করিতে পারিতেন অর্লান্দোর কথান্তে চতুরতা ও রসিকতার সহিত ইঙ্গিতে তদীয় প্রণয় ও অনুরাগের বিষয় ব্যক্ত করিয়া কহিলেন যে ব্যক্তি এই কাননে সদা রোজালিন্দং বলিয়া পর্য্যটন করে এবং বনস্পতি সকলের স্কন্ধোপরি তাহার নাম অঙ্কিত করত অভিনব পাদপ সকলের সমূলোচ্ছেদন করে, অপর কণ্টকি বৃক্ষে রোজালিন্দের সম্বোধন পূর্ব্বক কবিতা লিখিয়া দেয় আর শোক সূচক সঙ্গীত রচনা করত বৃক্ষোপরি লম্বিত করিয়া বেড়ায় যদিস্যাৎ এ স্থানে তাহার দেখা পাই, উপদেশ ও শিক্ষা দিয়া অনর্থক প্রেম বাসনা হইতে নিবৃত্ত করিতে পারি।

অর্লান্দো আত্ম পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন আমিই সেই প্রেমাভিলাষী, কই কি উপদেশ দিবে বল দেখি শ্রবণ করি? গ্যানিমেদি বলিলেন তুমি যদিস্যাৎ রোজালিন্দের নিমিত্ত ঈদৃশ ব্যাকুল হইয়া থাক এক কর্ম্ম কর, প্রত্যহ আমাদের নিকেতনে আসিও, আমি সেই যুবতীর রূপ ধারণ করিব তুমি আমাকেই প্রণয়াস্পদ প্রেয়সী জ্ঞান করিয়া উপাসনা করিও। কোনং নায়িকা অসম্ভব অভিলাষ করিয়া নায়কের সহিত যেরূপ ব্যবহার করে আমিও তদ্রূপ আচরণ পুরঃসর তোমাকে লজ্জিত করিতে পারি। ওহে তরুণ

এবম্প্রকার করিলে তুমি অবশ্য এই চিত্ত বৈকল্য হইতে আরোগ্য লাভ করিতে পারিবে সন্দেহ নাই। যদিও এ বিষয়ে অর্লান্দোর বিশেষ উপকার প্রত্যাশা হইল না তথাপি গ্যানিমেদির পরামর্শানুসারণ করিতে স্বীকার করিলেন এবং প্রতিদিন তদীয় ভবনে গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে রোজালিন্দ বলিয়া সম্বোধন ও তাঁহার সঙ্গে রহস্যালাপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, অধিকন্তু প্রেমাকাঙ্ক্ষায় তরুণ নায়ক গণ স্ব২ নায়িকার চিত্ত রঞ্জনার্থ যদ্রূপ করিয়া থাকে অব্যাজে তদ্রূপ স্তুতি বিনীতি করিতে লাগিলেন। গ্যানিমেদিও নানা প্রকারে হাব ভাব প্রকাশ পুরঃসর তদীয় মনে নূতন প্রণয় স্থাপনার্থ যত্ন করিলেন কিন্তু রোজালিন্দের প্রেম তাঁহার অন্তর হইতে কোন ক্রমে অন্তর হইল না।

পরন্তু অলান্দো যদিও কেবল ক্রীড়া কৌতুক বোধ করিয়া যুবতীর সহিত ঐ সমস্ত ব্যবহার করিতেছিলেন, কেননা গ্যানিমেদি যে তাঁহার প্রণয় ভাজন রোজালিন্দ, তিনি ইহা স্বপ্নেও জানিতে পারেন নাই, তথাপি আপনার মনের কথা সমুদায় প্রকাশ করিয়া কহিতে লাগিলেন সুতরাং তাঁহাদের উভয়েরই সুমহৎ সুখোদয় হইতেছিল, বিশেষতঃ গ্যানিমেদি স্বয়ং রোজালিন্দ এপ্রযুক্ত অর্লান্দোর প্রেমালাপ স্বকর্ণে শুনিয়া আপনার নিমিত্ত তদীয় কাতর্য্য দেখিয়া হর্ষে পুলকিত হইতেন।

এইরূপ সুখে কতিপয় দিবস গত হইল। এলিএনা অতিশয় সুলীলা, গ্যানিমেদিকে সুখী দেখিয়া ঈর্ষান্বিত হইলেন না বরং তাহাতে পরম সন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। গ্যানিমেদি অর্লান্দোর প্রমুখাৎ জনকের বাসস্থলীর নিদর্শন পাইয়া তথায় গমন পূর্ব্বক পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার পরামর্শ করিয়াছিলেন কিন্তু অর্লান্দোর সহিত ঐ প্রকারে কৌতুকামোদে প্রবৃত্ত হওয়াতে তাহা বিস্মৃত হইলেন এলিএনাও তাঁহাদের সুখ ভঙ্গ ভয়ে স্মরণ

করিয়া দিলেন না। কিয়ৎ কাল গতে এক দিন বনবাসি ভূপতির সহিত গ্যানিমেদির সাক্ষাৎ এবং কথোপকথন হইল। রাজা আত্মজকে চিনিতে পারিলেন না, কথা প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিলেন বৎস তুমি কোন্ বংশে উৎপন্ন? গ্যানিমেদি উত্তর প্রদান করিলেন আপনার তুল্য সদ্বংশে আমার জন্ম। নৃপতি এ কথায় ঈষদ্ধাস্য করিলেন যেহেতু মেষপালক বালকের রাজকুল হইতে উদ্ভব সর্ব্বথা অসম্ভব। গ্যানিমেদি পিতাকে স্বস্থ দেখাতে তৎকালে ঐ বিষয়ে আর কোন কথা কহিলেন না।

এক দিবস প্রত্যূষে অর্লান্দো গ্যানিমেদির সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে আগমন করিতেছেন ইত্যবসরে পথি-মধ্যে অবলোকন করিলেন কিয়দ্দূরে একটা মনুষ্য ভূমি শয্যায় শয়ান এবং তাহার গ্রীবাদেশে একটা বৃহৎ বিষধর কুণ্ডলাকৃতি হইয়া বসিয়া আছে। তিনি নিকটে গমন করিলে সেই ভুজঙ্গ সাশঙ্ক মনে পলায়ন পরায়ণ হইয়া অরণ্যের দিকে গমন করিল। অনন্তর অধিক নিকটস্থ হইলে তাঁহার দৃষ্টি গোচর হইল একটা সিংহ ঐ সুপ্ত মনু-ষ্যের প্রাণ বিনাশ নিমিত্ত একান্তে সতর্ক হইয়া উপবেশন পূর্ব্বক নিদ্রাপগমের প্রতীক্ষা করিতেছে। সিংহজাতি মৃত বা অচেতন প্রাণি ভক্ষণ করে না, এ কারণ স্বপ্নাবস্থায় শীকার করে নাই। অর্লান্দো তাহার প্রাণ রক্ষার্থ যেন দৈব প্রেরিত হইয়া আসিলেন। সেই শয়ান পুরুষের অদূরবর্ত্তী হওত যখন তাহার বদন নিরীক্ষণ করিলেন তখন অবগতি হইল যে নির্দয় সহোদর নিষ্ঠুরতা পূর্ব্বক তাঁহাকে গৃহদাহে দগ্ধ করিয়া বিনষ্ট করিবার সংকল্প করে সেই ব্যক্তি ঐ বিপদে আপতিত। ইহাতে তাহার নৃশংসতা স্মরণ পূর্ব্বক একবার মনে করিলেন বুভুক্ষু কেশরির করাল কবলে পতিত রাখিয়া প্রস্থান করি কিন্তু তৎক্ষণেই আবার স্বাভাবিক সোদর স্নেহের আবির্ভাব হইল অতএব তীক্ষ্ণ তরবারি

নিষ্কাসন পূর্ব্বক তদাঘাতে পঞ্চাস্যের অস্থু বিনাশ করিলেন। সিংহ তদীয় বিক্রমে পরাজিত হইল বটে কিন্তু তাঁহার একটী হস্তে অতিশয় আঘাত করিল।

অর্লান্দো যে সময় কেশরির সহিত সংগ্রাম করেন তখন তদীয়াগ্রজ ওলিবর নিদ্রাপগমে জাগ্রৎ হইলেন। যে সহোদরের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছিলেন তাঁহার আপনার জীবন রক্ষা নিমিত্ত স্বীয় প্রাণ বিপন্ন করত ভীষণ মূর্ত্তি কেশরির সহিত তাঁহাকে রণ করিতে দেখিয়া যুগপৎ লজ্জা ও শোকে আচ্ছন্ন হইলেন। অনন্তর সিংহ পরাজিত হইয়া বিনষ্ট হইলে ভ্রাতার নিকট আগমন পূর্ব্বক অশ্রুপূর্ণ নয়নে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। অর্লান্দো অতি সদাশয়, অগ্রজকে খিদ্যমান দেখিয়া দোষ বিস্মরণ পূর্ব্বক আলিঙ্গন করিলেন। ওলিবর যদিও তাঁহার প্রাণ হিংসার সংকল্প করিয়া বনে আগমন করেন তথাপি সে সময় হইতে দ্বেষভাব পরিত্যাগ করিলেন এবং তাঁহার প্রতি অকৃত্রিম স্নেহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

অর্লান্দো পঞ্চাস্যের সহিত সংগ্রাম কালে তৎ কর্ত্তৃক বাহুদেশে দষ্ট হওয়াতে অধিক পরিমাণে শোণিত বিনির্গমে দুর্ব্বল হইয়াছিলেন এ কারণ গ্যানিমেদির সহিত সাক্ষাৎ করণার্থ গমনে অশক্ত হইয়া অগ্রজকে কহিলেন এই স্থানের অদূরে দুইটী নবীন মেষপালকের বাটী আছে, আপনি তথায় গমনানন্তর গ্যানিমেদি নাম গ্রহণ পূর্ব্বক সম্বোধন করিয়া আহ্বান করত তাহাকে এই বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিয়া আইসুন। আমি পরিহাস করিয়া গ্যানিমেদিকে রোজালিন্দ বলিয়া থাকি, তাহা বলিলেও হয়।

ওলিবর অনুজের অনুরোধে সেই স্থানে গমন করিলেন তথায় উপস্থিত হইয়া গ্যানিমেদি ও এলিএনাকে আহ্বান পূর্ব্বক সহোদরের অনুপস্থিতির কারণ বিজ্ঞাপন করত যে প্রকারে আপনার প্রাণ রক্ষা হইয়াছে এবং অনুজ যে রূপ শৌর্য্য বীর্য্য প্রকাশ পুরঃসর মৃগেন্দ্র সহিত সমর করিয়া

তাহাকে বিনষ্ট করিয়াছে সমুদয় বর্ণন করিলেন। পরিশেষে আপনার অমনুষ্যত্বের বিষয় ব্যক্ত করিয়া কহিলেন আমি নৃশংসতাচরণ পূর্ব্বক অগ্রে অনেক অসদ্ব্যবহার করিয়াছিলাম সংপ্রতি ভ্রাতার সহিত সম্প্রীতি হইয়াছে।

ওলিবর আত্মমুখে আপনার নির্দয়তার আচরণ প্রকটন পুরঃসর অনুতাপ করিলে তাঁহার কথা শুনিয়া সদয়া এলিএনার চিত্ত দ্রবীভূত হইল এবং যুবতী হঠাৎ তাঁহার প্রেমপাশে আবদ্ধা হইলেন। ওলিবরও সেই বরবর্ণিনীর রূপ গুণ বিশেষতঃ সকরুণ অন্তঃকরণ অবগত হইয়া তদীয় প্রণয় লাভ নিমিত্ত মনোমধ্যে সাতিশয় সমুৎসুক হইলেন। তাঁহারা দুই জনে যে সময় এই রূপে পরস্পর অনুরাগ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন সেই সময় অর্লান্দোর বিপদ্ বার্ত্তা শ্রবণে গ্যানিমেদির মনঃ শোকাকুল হইল। তরুণী ক্ষণকাল তদেক চিত্ত হইয়া চিন্তা করত মোহে মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূমে পড়িলেন। কিয়দ্বিলম্বে ধৈর্য্যাবলম্বন পুরঃসর আপনিই আপনার মূর্চ্ছা ভঙ্গ করিলেন এবং ছল করিয়া কহিলেন কৌতুক রসে রসিক হইয়া রোজালিন্দ স্বরূপ হওয়াতে কল্পিত মূর্চ্ছা হইয়াছিল পরে ওলিবরকে বলিলেন দেখ তোমার ভ্রাতার নিকট গিয়া এই সমাচার তাঁহার সুগোচর করিও। কিন্তু ওলিবর সেই সুরূপার আকৃতি বৈবর্ণ্য অবলোকনে বুঝিতে পারিলেন তাঁহার মূর্চ্ছা কল্পিত নহে, বস্তুতই মোহপরায়ণ হইয়াছিলেন। অতএব পরিহাস করত তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন যদি তোমার কৃত্রিম মোহ হইয়াছিল তবে এখনও সুস্থির চিত্ত দেখি না কেন? প্রকৃতিস্থ হও দেখি। গ্যানিমেদি কহিলেন এইতো প্রকৃতিস্থই আছি, যখন মূর্চ্ছিত হইয়াছিলাম তখন রমণী হইলে ভাল হইত।

ওলিবর এই রূপে নানাপ্রকার কথোপকথন করিয়া অনেক ক্ষণ বিলম্বে তাঁহাদের সংবাদ গ্রহণ পুরঃসর অনুজ সন্নিধানে প্রত্যাগমন করিলেন। সেখানে যাহা ঘটিয়াছিল এবং এলিএনার প্রতি হঠাৎ আপনার যে প্রকার প্রণয়

বাসনা হয় সমুদয় বিবরণ করিয়া ব্যক্ত করত কহিলেন ভ্রাতঃ সেই সুন্দরীতে আমার মনঃ নিমগ্ন হইয়াছে আমি নিতান্ত পক্ষে মেষরক্ষক স্বরূপ হইয়াও তাঁহার আলয়ে থাকিব। তুমি ভবনে গমন করিয়া বিষয় বিভব উপভোগ করহ।

অর্লান্দো বলিলেন যদিস্যাৎ সেই যুবতী আপনার প্রতি অনুরক্তা হইয়া থাকেন তবে আমার এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সম্মতি আছে, কল্যই তাঁহার সহিত আপনার পরিণয় সমাধা হউক, এস্থানে নৃপতি সুহৃদ্বর্গ সমভিব্যাহারে অবস্থিতি করিতেছেন তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিতে হইবে, আপনি পুনর্ব্বার সেই মহিলার আলয়ে গমন করিয়া তাঁহাকে সম্মতা করিয়া আইসুন, এখন তাঁহার সহিত উত্তম রূপে কথা বার্ত্তা হইতে পারিবে, ঐ দেখুন তদীয় ভ্রাতা গ্যানিমেদি এখানে আসিতেছেন অতএব তিনি একাকিনী আছেন। ওলিবর সোদরের পরামর্শানুসারে এলিএনার সন্নিধানে পুনশ্চ গমন করিলেন। এ দিকে গ্যানিমেদি অর্লান্দোর নিকট উপনীত হইয়া সস্নেহ বচনে ক্ষত জন্য পীড়ার শান্তি হইয়াছে কি না জিজ্ঞাসা করিলেন।

এক্ষণে গ্যানিমেদির সহিত অর্লান্দোর এবং এলিএনার সঙ্গে ওলিবরের প্রণয় বিষয়ক বিশ্রম্ভালাপ হইতে লাগিল। অর্লান্দো কথোপকথনান্তে গ্যানিমেদিকে কহিলেন আমার অগ্রজ এলিএনার প্রেমে মুগ্ধ হইয়াছেন অতএব অপরেদ্যুঃ পাণিপীড়ন স্থির করণার্থ তাঁহাকে সে স্থানে প্রেরণ করিয়াছি, মদীয় সোদরের প্রতি সেই তরুণীর অনুরাগ জন্মিয়াছে অনুমান করি সম্মতা হইবেন। আহা যদি ঐ দিবসে আমিও রোজালিন্দকে পরিণয় করিতে পাইতাম তাহা হইলে আমার চিরকালের আশা লতা ফলবতী হইত।

গ্যানিমেদি প্রিয়তমের এই বাসনা পূর্ণ করিতে মনের সম্মতা হইয়া কহিলেন তুমি রোজালিন্দের প্রতি মুখে যে প্রকার প্রীতি প্রকাশ করিতেছ অন্তঃকরণ মধ্যে যদিস্যাৎ তাদৃশ প্রণয় সঞ্চার হইয়া থাকে তোমার অভিলাষ সিদ্ধ

হইবে আমি তাহাকে আনয়ন পুরঃসর সম্মত করিয়া তোমার অঙ্কলক্ষ্মী করিয়া দিব।

রোজালিন্দই গ্যানিমেদি নামে বিখ্যাত, তিনিই অর্লান্দোর সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন, ইহাতে তাঁহার এই প্রতিজ্ঞা সহজে সম্পন্ন হইবে বিচিত্র কি? কিন্তু যুবতী তখনও আত্ম পরিচয় দিলেন না, কপটতা পূর্ব্বক কহিলেন আমি ঐন্দ্রজালিক বিদ্যার প্রভাবে এই কর্ম্ম সম্পন্ন করিব, আমার পিতৃব্য প্রসিদ্ধ মায়াবী ছিলেন তাঁহার নিকট ঐ বিদ্যার বিবিধ প্রকরণ শিক্ষা করিয়াছি।

গ্যানিমেদির এই কথায় অর্লান্দোর সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইল না, কোন২ অংশে সন্দিহান হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কি সত্য কহিতেছ? গ্যানিমেদি প্রতিবচন প্রদান করত কহিলেন আপনার দিব্য, যথার্থ কহিতেছি, তুমি উত্তম পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া থাকিও এবং অত্রস্থ ভূপতি ও তোমার বন্ধু বান্ধবদিগকে নিমন্ত্রণ করিও, যদি আগামি দিবসে রোজালিন্দের পাণিগ্রহণ করিতে বাঞ্ছা কর কল্যই তিনি এ স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইবেন।

অনন্তর ওলিবর এলিএনাকে সম্মত করিয়া প্রত্যাগমন করিলেন অতএব পর দিবস প্রত্যূষে দুই জনে রাজ সমীপে গমন পূর্ব্বক ভূপতিকে এবং তদীয় বন্ধু বর্গকে আপনাদের বিবাহোপলক্ষে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিলেন।

সকলে এলিএনাকে অবলা বলিয়া জানিতেন, ওলিবর ও অর্লান্দো দুই জনের বিবাহ এক কন্যার সহিত কিরূপে সম্পন্ন হইবে, এই ভাবিয়া সবিস্ময় মনে কৌতুকাবিষ্ট হইয়া নিমন্ত্রণে আসিতে লাগিলেন। তাবতেরই বোধ হইল গ্যানিমেদি অর্লান্দোর সহিত পরিহাস করিবেন।

পরে পরম্পরায় নৃপতির কর্ণগোচর হইল তাঁহারই তনয়া আশ্চর্য্য প্রকারে আনীতা হইয়া অর্লান্দোর সহিত পরিণীতা হইবেন, অতএব অর্লান্দোকে জিজ্ঞাসা করিলেন ওহে মেষপালবালকের প্রতিজ্ঞাত বিষয়ে তোমার কি

বিশ্বাস জন্মিয়াছে? অর্লান্দো সবিনয়ে নিবেদন করিলেন মহাশয় আমি কিছু বুঝিতে পারি নাই। ইতিমধ্যে গ্যানিমেদি তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং নৃপতি সন্নিধানে নিবেদন করিলেন মহাশয় একটী জিজ্ঞাস্য আছে, যদি আপনকার নন্দিনীকে এখানে আনয়ন করিয়া থাকি তাহা হইলে আপনি এই অর্লান্দোর সহিত তাঁহার বিবাহ দিবেন? রাজা কহিলেন কেবল কন্যা নয়, আমার রাজ্য থাকিলে তাহাও তৎসঙ্গে ইহাঁকে সমর্পণ করিতে পারি। পরে অর্লান্দোকে জিজ্ঞাসা করিলেন কেমন্ তুমি কি বল যদি তাঁহাকে এস্থানে আনয়ন করি পাণিপীড়ন করিবে। অর্লান্দো উত্তর প্রদান করিলেন এ বিষয় আবার জিজ্ঞাসা করিতেছ? যদিস্যাৎ ভূরি ভূমির অধিপতি ও রাজ্যেশ্বর হই তথাপি অস্বীকার করিব না।

অনন্তর গ্যানিমেদি এলিএনার সহিত আপনাদের গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। পুরুষের বেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বাভাবিক স্ত্রীরূপ ধারণ করাতে ঐন্দ্রজালিক বিদ্যার আশ্রয় ব্যতিরেকেও তাঁহাতে অবিকল রোজালিন্দোর ভাণ হইল। অপর এলিএনা পল্লীগ্রাম নিবাসিনীর পরিচ্ছদ পরিহার পূর্ব্বক বহুমূল্য বসন ভূষণ পরিধান করিয়া সহজে সেলিয়া হইলেন।

তাঁহারা আপনাদের আলয়ে প্রত্যাগমন করিলে ভূপাল অর্লান্দোর নিকট কহিতেছিলেন গ্যানিমেদি নামক যে মেষপালবালক তাহাতে রোজালিন্দরে অবিকল অবয়ব সাদৃশ্য প্রকাশ পায়। অর্লান্দো কহিলেন সত্য বটে আমিও প্রায় সর্ব্বাংশে সৌসাদৃশ্য দর্শন করিয়াছি।

সকলে একত্র উপবেশন পূর্ব্বক এই বিষয় বিবেচনা করিতেছেন ইত্যবসরে রোজালিন্দ এবং সেলিয়া স্বং বেশে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রোজালিন্দ এক্ষণে আর ঐন্দ্রিজালিক মায়ার অপদেশ না করিয়া পিতৃ চরণ সন্নিধানে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত পূর্ব্বক প্রার্থনা করিলেন

তাত আশীর্ব্বাদ করুন। তত্রস্থ সমস্ত মানব এতদবলোকনে সাতিশয় বিস্ময়ান্বিত হইলেন, সকলেরই কিয়ৎ ক্ষণ ঐন্দ্রজালিক বলিয়া বোধ হইল। কিন্তু তিনি জনক সন্নিধানে আর আত্মগোপন করিতে বাসনা করিলেন না, পিতৃব্য কর্ত্তৃক নির্বাসন অবধি যাহা২ ঘটে সমুদায় বর্ণন করিলেন।

অনন্তর রাজার প্রতিজ্ঞানুসারে এক কালেই রোজালিন্দের সহিত অর্লান্দোর এবং সেলিয়ার সঙ্গে ওলিবরের বিবাহ সম্পন্ন হইল। যদিও অরণ্যানী মধ্যে নিবাস হেতু পরিণয়ের উপযুক্ত সমারোহ হইবার সম্ভাবনা ছিল না তথাপি উদ্বাহ বাসর পরম সুখকর আমোদ প্রমোদে যাপিত হইল। পরে তাঁহারা যে সময় বিশাল তরুতলে সুস্নিগ্ধ ছায়ায় উপবেশন পূর্ব্বক বিবাহোপলক্ষে ভোজনোৎসব করিতেছিলেন এবং যৎকালে সকলে প্রশংসা পূর্ব্বক কহিতেছিলেন সুশীল মহীপালের এবং অভিনব বিবাহিত প্রণয়ি চতুষ্টয়ের সুখ সন্তোষ সম্পাদন নিমিত্ত কোন বিষয়ের অভাব হইবেক না তৎকালে এই শুভ সংবাদ আসিল নৃপতি স্বীয় রাজত্ব পুনঃ প্রাপ্ত হইবেন।

রাজ্যাপহারী ফ্রেদিক্ আত্ম তনয়ার পলায়ন বিশেষতঃ বনবাসি রাজ্যভ্রষ্ট সহোদরের নিকট অধিকারস্থ মান্য সম্ভ্রান্ত লোকদের গমনাগমনে ক্রোধের্ষায় প্রজ্বলিত হইয়া ভূরি২ সেনা সংগ্রহ পুরঃসর অরণ্যস্থ ভূপতি এবং তদীয় সুহৃদ্বর্গের প্রাণ বিনাশ মানসে সেই আর্দেন নামক কাননে আগমন করিতেছিলেন ইতিমধ্যে পরমেশ্বরেচ্ছায় একটী আশ্চর্য্য ঘটনা হওয়াতে ভ্রাতৃদ্বেষ হইতে হঠাৎ তাঁহার চিত্ত নিবৃত্ত হইল। যখন বিপিন মধ্যে প্রবেশ করেন তৎকালে একটী স্থবির বানপ্রস্থের সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে পরস্পর অনেক ক্ষণ কথোপকথন করিলেন। তাহাতে আরণ্যক মুনির সদুপদেশ ও বিবিধ ধর্ম্ম কথায় তাঁহার অন্তঃকরণে বৈরাগ্যের আবির্ভাব হইল। অতএব পরম পূজ্য অগ্রজের প্রতি পাপাচরণ নিমিত্ত অনুতাপ করিতে

লাগিলেন এবং অন্যায়ে পরিগৃহীত রাজসিংহাসন স্বয়ং পরিত্যাগ পূর্ব্বক জীবনের অবশিষ্ট কাল ধর্ম্ম মন্দিরে অবস্থান করিয়া পরমার্থ চিন্তনে যাপন করিতে মনস্থ করিলেন। এই মানস প্রবল হওয়াতে প্রথমতঃ বনমধ্যে সহোদর সন্নিধানে দূত প্রেরণ পুরঃসর সবিনয়ে নিবেদন করিতে কহিলেন আমি এতকাল অন্যায়তঃ আপনার রাজ্য এবং ভবদীয় সুহৃদ্বর্গের সম্পত্তি ভোগ করিয়াছি এক্ষণে অকপটে সমুদায় প্রত্যর্পণ করিব ত্বরায় আগমন করুন।

এই শুভ সংবাদ ঘটনাক্রমে রাজপুত্রীদ্বয়ের পরিণয়োপলক্ষে উৎসবের সময় উপস্থিত হওয়াতে মহা আনন্দ ও ভূরি সমারোহে ঐ ব্যাপার সম্পন্ন হইল। রোজালিন্দের পিতৃ সৌভাগ্য পুনরুদিত হইবার বার্ত্তা শ্রবণে যদিও সেলিয়ার উত্তর কালে রাজ্যাধিকার প্রত্যাশা অপগত হইল তথাপি ভগিনীর তৎ প্রাপ্তি সম্ভাবনায় অকপটে আহ্লাদ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ফলতঃ তাঁহাদের দুই জনের মনে অকৃত্রিম প্রণয় চিরকালাবধি বিরাজমান ছিল, ঈর্ষা অথবা হিংসা কদাপি তাহাতে স্বং প্রসর লাভ করিতে পারে নাই।

মহারাজ এক্ষণে নির্বাসনের সমভিব্যাহারি অকৃত্রিম মিত্র বৃন্দের যথোচিত পুরস্কার করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইলেন। অতএব যে মহানুভব অনুচরগণ স্বং বিত্ত বিভব বিসর্জ্জন পুরঃসর অন্যের দুর্ভাগ্যে খিন্ন হইয়া বনবাস করিতেছিলেন অধুনা তাঁহারা সদনুষ্ঠানের বিনিময়ে মহাং সৌভাগ্য সম্পন্ন হইয়া প্রত্যাগমন পুরঃসর ন্যায়কারি নৃপতির রাজত্বে পরম সুখে বসতি করিতে লাগিলেন ইতি।

সম্পূর্ণ।

RAJKRISHNA GHOSE, PRINTER AND PUBLISHER, 12 OMRATOLOH ST.